যঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ

এবং উম্মাতের মাঝে তার কুপ্রভাব

৪র্থ খণ্ড

মূল ঃ আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

অনুবাদ ঃ আবূ শিফা মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন

য'ঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ

(৪র্থ খণ্ড)

[হাদীস নং ১৫০১-২০০০]

আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

য'ঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ এবং উম্মাতের মাঝে তার কুপ্রভাব

(৪র্থ খণ্ড)

[হাদীস নং ১৫০১-২০০০]

মূল :

আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

অনুবাদ :

আবূ শিফা মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন বিন বাদীউয্যামান

লীসান্স- মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব।

এম, এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকাশনায়

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

ঢাকা-বাংলাদেশ

য'ঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ (৪র্থ খণ্ড)

মূল: আল্লামা মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)
অনুবাদ: আবূ শিফা মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন বিন বদীউয্‌যামান

প্রকাশনায়:

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

[কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট]

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন: 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396
ওয়েব: www.tawheedpublications.com
ইমেল: tawheedpp@gmail.com

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০১৩

মূল্য : ৩৮০/= (তিনশত আশি টাকা মাত্র)

ISBN: 978-984-8766-16-4

মুদ্রণ: **হেরা প্রিন্টার্স ৩০/২, হেমেন্দ্র দাস লেন, ঢাকা**

প্রাপ্তিস্থান :

১। তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ফোন : ০২৭১১২৭৬২, ০১১৯০৩৬৮২৭২, ০১৭১১৬৪৬৩৯৬

২। ইসলামী শিক্ষা ও সাংস্কৃতি ইনস্টিটিউট
কাযীবাড়ী, উত্তরখান, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

৩। প্রিন্স মেডিকেল স্টোর, চাড়ারগোপ, কালির বাজার, নারায়ণগঞ্জ
ফোন : ৭৬১৩৩৮

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

আলহামদুল্লিাহ্ অস্সলাতু অস্সালামু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিওঁ অ-'আলা আলিহি অ আসহবিহী অমান তাবি'য়াহুম বিইহ্সানিন ইলা ইয়াওমিদ্দীন। অবা'দ...

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! রসূল (ﷺ) আল্লাহর মনোনীত দ্বীন (ধর্ম) ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে পৌঁছে দিয়ে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে গেছেন। তিনি তাঁর সাথীগণকে দ্বীনের যাবতীয় সব কিছু শিখিয়ে এবং বুঝিয়ে দিয়েও গেছেন। আর তারা ছিলেন এমন এক গোষ্ঠী যাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট ছিলেন আবার তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। আমাদের সামনে যার সাক্ষ্য দিচ্ছে নিম্নোক্ত আয়াতঃ

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

অর্থাৎ ঃ মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম সারির অগ্রণী আর যারা তাদেরকে যাবতীয় সৎকর্মে অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তাদের জন্য তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই হল মহান সফলতা।[১]

আর নাবী (ﷺ)এর দ্বীনী অরিস হিসেবে তাঁর সাথীগণসহ তাদের পরবর্তী সালাফগণও দ্বীনের যাবতীয় বিধানাবলী এবং সুন্নাতকে হেফ্য্ এবং হেফাযাত এবং সঠিকভাবে অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দিতেও কোন প্রকার কার্পণ্য করেননি। বরং তারা তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এতই সজাগ ছিলেন যে, তারা মানুষের ধর্মীয় ব্যাপারে প্রয়োজনীয় শারী'আতের বিধান হিসেবে বর্ণিত তাঁর জীবনের ছোট/বড় কোন কিছুই সংরক্ষণ করতে এবং অন্যদের নিকট পৌঁছে দেয়ার গুরু দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে কোন প্রকার অবহেলাও করেননি। আর এ কারণেই তারা রসূল (ﷺ)-এর

---

১. (সূরা তাওবাহ্ ঃ ১০০)।

সর্বাবস্থার- যেমন তাঁর গৃহে অবস্থান ও সফর, নিরাপদ ও যুদ্ধ, সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি সর্ব সময়ের এমনকি তাঁর স্ত্রীগণের সাথে সম্পৃক্ত মানুষের জন্য শিক্ষণীয় -যাবতীয় বিষয়কে বর্ণনা করে গেছেন।

যার প্রমাণ মিলে আবূ যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর নিম্নোক্ত বাণী থেকে। তিনি বলেন ঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে এমতাবস্থায় ছেড়ে গেছেন যে, বাতাসে কোন পাখি তার ডানাদ্বয় নাড়ালে তার সম্পর্কেও তিনি আমাদেরকে জ্ঞান দিয়ে গেছেন।

আর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

والذي نفسي بيده ما تركت شيئا يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به وما تركت شيئا يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا نهيتكم عنه.

সেই সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আমার আত্মা! আমি তোমাদেরকে এমন কোন কিছুর নির্দেশ দিতে ছাড়িনি যা তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে আর জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। আবার আমি তোমাদেরকে এমন কোন কিছু থেকে নিষেধ করতেও ছাড়িনি যা তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে আর জান্নাত থেকে দূরে সরিয়ে দিবে।[২]

তিনি আরো বলেছেন ঃ

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ يَقُولُ وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا قَالَ قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ...

ইরবায ইবনু সারিয়্যাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে এমন এক নাসীহাত করলেন যে, এর ফলে চক্ষুগুলো দিয়ে অশ্রুজল গড়িয়ে পড়ল আর অন্তরগুলো ভীত হয়ে গেল। অতঃপর আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! নিশ্চয় এ নাসীহাত এমন এক নাসীহাত

---

২. (এ হাদীসটিও সহীহ্, দেখুন শাইখ আলবানী রচিত গ্রন্থ "তাহরীমু আলাতিত ত্বরবে" (১৭৬), এ হাদীসটি আল্লামাহ্ আলূসী স্বীয় গ্রন্থ "তাফসীর রূহুল মা'আনী" এর মধ্যেও (২১/৭৯) উল্লেখ করেছেন)।

যার দ্বারা আপনি যেন আমাদেরকে বিদায় জানাচ্ছেন! অতএব আপনি কি আমাদেরকে কোন উপদেশ দিবেন? তিনি বললেন ঃ **"আমি তোমাদেরকে এমন এক সুস্পষ্ট পথের [যা অস্পষ্টতাকে গ্রহণ করে না] উপর রেখে যাচ্ছি যার রাত তার দিনের মতই। আমার পরে এ সুস্পষ্ট পথ থেকে একমাত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ পথভ্রষ্ট হবে না।** তোমাদের যে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হবে সে অচিরেই বহু মতভেদ দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে। তোমাদের মাড়ির দাঁত দিয়ে সুন্নাতকে শক্ত করে আঁকড়ে ধর [অর্থাৎ সুন্নাতকে কাঠোরভাবে ধারণ করবে] .... ।"[৩]

খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরতে এ কারণে বলেছেন যে, তারা তাঁর সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন কিছুর উপরে আমল করতেন না- যেমনটি মোল্লা আলী ক্বারী বলেছেন। আর রসূল (ﷺ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করাই ছিল তাদের তরীকা। তাদের ন্যায় সুন্নাতের উপর কঠোরভাবে অনুসরণকারী এ পৃথিবীতে আর কারো আবির্ভাব ঘটেনি। তারা নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু বানিয়েও বলেননি।[৪] যার প্রমাণ সামনের আলোচনা থেকে মিলবে ইনশাআল্লাহ্।

পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য করুন বহু যুগ অতীত হয়ে গেলেও এবং ইসলামকে কলুষিত করার লক্ষ্যে ইসলাম বিদ্বেষী যিন্দীক এবং ধর্মীয় বিষয়াদির ক্ষেত্রে ভেজালের সংমিশ্রণ ঘটানোর দ্বারা ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের বহু অপচেষ্টা সত্ত্বেও আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন কুরআনকে তো হেফাযাত করেছেন-ই, (বক্র হৃদয়ের অধিকারীদের দ্বারা তাঁর নাবীর সুন্নাতকে পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন এবং অপব্যাখ্যার দ্বারা ভেজালযুক্ত করার অক্লান্ত অপচেষ্টা সত্ত্বেও) প্রতিটি যুগেই একদল হক্বপন্থী সত্যিকারের ঈমানদার ও নাবী (ﷺ)এর অনুসারীদের দ্বারা সুন্নাতকেও হেফাযাত করছেন এবং তা কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ্। অলিল্লাহিলহাম্‌দ।

---

৩. (হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ (৪৪), তিরমিযী (২৬৭৬), আবূ দাউদ (৪৬০৭), আহমাদ (১৬৬৯২) ও দারেমী বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ্ দেখুন "মিশকাত" (তাহকীক্ব আলবানী) (১৬৫) ও "সহীহ্ তারগীব অত-তারহীব" (৩৭)।

৪. (উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় দেখুন "তুহফাতুল আহওয়াযী")।

আমরা যদি একটু পেছন ফিরে দেখি তাহলে দেখব যে, রসূল (ﷺ) তাঁর যুগেই সহাবীগণকে (প্রকারান্তরে তাঁর উম্মাতকে) তাঁর সুন্নাতকে হেফ্য্ করতে এবং যথাযথভাবে তা অন্যদের নিকট পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

(بلغوا عني ولو آية)

"তোমরা আমার থেকে (গ্রহণ করে) বা আমার উদ্ধৃতিতে একটি আয়াত হলেও (অন্যদের নিকট) পৌঁছে দাও।"[৫]

(...وليبلغ الشاهد الغائب..).

আবার তিনি বিভিন্ন সময়ে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন ঃ উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেয়।[৬]

এ হাদীস দু'টি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন তাঁর নাবী (ﷺ)এর মাধ্যমে যা কিছু আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন তাই হচ্ছে দ্বীন এবং তিনি সেটিকেই অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে বলেছেন আবার তিনি সেটিকেই যারা তাঁর নিকট হতে সরাসরি শুনেছেন তাদেরকে অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। উভয় হাদীস এটিও প্রমাণ করে যে, দ্বীনের মধ্যে নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু সংযোগ করে প্রচার করার কোনই সুযোগ নেই। কারণ কেউ তা করলে রসূল (ﷺ)এর উপরোক্ত হাদীসের সাথে তার কর্মের সংঘর্ষ বেধে যাবে। তাঁর থেকে বা তাঁর উদ্ধৃতিতে যে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা আর বাস্তবায়িত হবে না। ফলে রসূল (ﷺ)এর নির্দেশ-বিরোধী কর্মের মধ্যে পড়তে হবে। আর এ কারণে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন যে তাঁর অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন তাও বাস্তবায়িত হবে না। আবার তাঁর অনুসরণ করলে যে আল্লাহর অনুসরণ করা হয় সেটিও উপেক্ষিত হবে এবং প্রত্যাখ্যাত হবে।[৭]

---

৫. "সহীহ্ বুখারী" (৩৪৬১) ও "সহীহ্ তিরমিযী" (২৬৬৯)।

৬. "সহীহ্ বুখারী" (৬৭, ১০৪, ১৭৩৯, ১৭৪১, ১৮৩২, ৪২৯০, ৪৪০৬, ৫৫৫০, ৭০৭৮, ৭৪৪৭), "সহীহ্ মুসলিম" (৩৩৭০, ৪৪৭৮), "সহীহ্ ইবনু মাজাহ্" (২৩৩, ২৩৪), "সহীহ্ নাসাঈ" (২৮৭৬) ও "সহীহ্ তিরমিযী" (৮০৯)।

৭. দেখুন (সূরা আননিসা ঃ ৮০)।

রসূল (ﷺ) শুধুমাত্র পৌঁছে দেয়ার নির্দেশই দেননি, বরং তিনি যে ব্যক্তি হাদীস শুনে হেফয করে অন্যের নিকট সেভাবেই পৌঁছালো যেভাবে সে শুনেছে তার জন্য দু'আও করেছেন।

« نَضَّرَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي ، فَوَعَاهَا ، وَحَفِظَهَا ، ثُمَّ أَدَاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيْهٍ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ » .

"আল্লাহ্ সেই বান্দার চেহারাকে সৌন্দর্য মণ্ডিত এবং সুশোভিত করুন যে আমার কথা শুনলো এবং তা হেফ্য্ করলো। অতঃপর তা সেই ব্যক্তির নিকট পৌঁছালো যে তা শুনেনি ...।"[৮]

অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন ঃ

نضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه ورب حامل فقه ليس بفقيه.

"আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির চেহারাকে সৌন্দর্য মণ্ডিত এবং সুশোভিত করুন যে আমার থেকে হাদীস শুনলো অতঃপর তা হেফ্য্ করে অন্যের নিকট পৌঁছালো...।"[৯]

আরেক বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন ঃ

نضر الله امرءا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع...

"আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির চেহারাকে সৌন্দর্য মণ্ডিত এবং সুশোভিত করুন যে আমার থেকে কিছু শুনলো অতঃপর সে তা সেভাবেই অন্যের নিকট পৌঁছালো যেভাবে তা শুনলো ...।"[১০]

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, শারী'আতের বিধিবিধানের মধ্যে সংযোজন আর বিয়োজন করার কোন সুযোগ নেই। যদি সুযোগ থাকতো তাহলে যেভাবে শুনলো সেভাবে পৌঁছানোর ব্যাপারে উৎসাহিত করে তিনি দু'আ করতেন না।

রসূল (ﷺ) অন্য হাদীসের মধ্যে তার সহাবীগণকে নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

(احفظوهنّ وأخبروا بهن مَنْ وراءكم)

---

৮. "সহীহ্ জামে'উস সাগীর" (৬৭৬৬)।
৯. "সহীহ্ আবী দাউদ" (৩৬৬০) ও "সহীহ্ তিরমিযী" (২৬৫৬)।
১০."সহীহ্ তিরমিযী" (২৬৫৭) ও "সহীহ্ জামে'উস সাগীর" (৬৭৬৪)।

"তোমরা সেগুলোকে হেফ্য্ করো আর সেগুলোর ব্যাপারে তোমাদের পেছনের (অনুপস্থিত) ব্যক্তিদেরকে সংবাদ দাও।" অন্য বর্ণনায় এসেছে ঃ "সেগুলোকে পৌঁছে দাও)।"[১১]

হেফ্য্ করতে নির্দেশ দেয়া কিসের প্রমাণ বহন করে? এর অর্থ কি এই যে, আমি সমাজের মধ্যে আমার মনমত ভালো মনে করে কিছু চালু করে দেব। যদি তাই হতো তাহলে আর তিনি হেফ্য্ করতে বলবেন কেন? আর হেফ্য্ করতে বলার কোন উপকারিতাই বা থাকতো কি।

এ কারণে উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, কুরআন এবং হাদীসকে সংরক্ষণ এবং হেফ্য্ ও হেফাযাত করার জন্য রসূল (ﷺ) সহাবীগণকে নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে করে মু'মিনদের মাঝে সত্যিকরে তাঁর ইত্তিবা' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য লাভ করা সম্ভব হয়।[১২]

নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত ঘটনাও প্রমাণ করে যে, রসূল (ﷺ) সহাবীগণকে যেভাবে শিখিয়েছেন অন্যদেরকে সেভাবেই শিখাতে হবে

عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال : أتينا النبي ﷺ ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة فظن أنا اشتهينا أهلينا فسألنا عن من تركنا في أهلينا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. الأدب المفرد (٢١٣).

আবূ সুলাইমান মালেক ইবনু হুঅইরিস হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ আমরা সমবয়সী কতিপয় যুবক নাবী (ﷺ)এর নিকট এসে তাঁর নিকট বিশ দিন অবস্থান করেছিলাম (তাদের এ অবস্থান ছিলো দ্বীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে)। এমতাবস্থায় তিনি (রসূল স) ধারণা করলেন যে, আমরা আমাদের পরিবারদেরকে কামনা করছি। তাই তিনি আমাদেরকে পরিবারের যাদেরকে রেখে এসেছি তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমরা তাঁকে

১১."সহীহ্ বুখারী" (৫৩, ৭২৬৬) ও "মুসনাদু আহমাদ" (২০২০)।

১২. (সূরা আন্নিসা ঃ ৮০)।

জানালাম। তিনি বন্ধুর মত এবং দয়ালু ছিলেন। অতঃপর তিনি আমাদেরকে বললেন ঃ তোমরা তোমাদের পরিবারের নিকট ফিরে গিয়ে তাদেরকে শিখাও এবং তাদেরকে (পালন করতে) নির্দেশ প্রদান কর এবং তোমরা সেভাবেই সলাত আদায় কর যেভাবে তোমরা আমাকে সলাত আদায় করতে দেখছ। আর যখন সলাতের সময় উপস্থিত হবে তখন তোমাদের একজন যেন আযান দেয় এবং তোমাদের বড়জন যেন ইমামাত করে। "আলআদাবুল মুফরাদ" (২১৩) ও "সহীহ্ নাসাঈ" (৬৩৫)।

এ হাদীস আমাদেরকে কয়েকটি বিষয় শিক্ষা দেয় ঃ

(১) শিক্ষকের নিকট হতে শিক্ষার জন্য সফর করা যাবে।

(২) ইসলাম প্রচারের জন্য আগে শিক্ষকের নিকট শিখতে হবে এরপর প্রচারের জন্য যেতে হবে।

(৩) শিখতে হবে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সুন্নাত মাফিক। অর্থাৎ তিনি যেভাবে শিখিয়েছেন ইসলাম শিখতে হবে সেভাবে। (উল্লেখ্য মনগড়া সময় নির্দিষ্ট করে মনগড়া পদ্ধতিকে শারী'আত বানিয়ে, ফাযীলাতের মনে করে শিক্ষার উদ্দেশ্যে বের হওয়া যাবে না। যদি সময় নির্ধারণ করা শারী'আত সম্মত হতো তাহলে বিশদিন হওয়াই সঠিক হতো)।

(৪) নিজে শিখে এবং আগে নিজে আমল করে সর্বপ্রথম নিজ পরিবারের সদস্যদেরকে শিখাতে হবে। পরে অন্যদেরকে।

(৫) পরিবারের খোঁজ খবর নেয়া হচ্ছে ইসলামী তরীকা। যেখানে শিক্ষক ছাত্রদের পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছেন, সেখানে ছাত্ররা তাদের নিজেদের পরিবারের অবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজন মাফিক খোঁজ খবর নিবেন। আলোচ্য হাদীস তাই শিক্ষা দেয়।

(৬) সহীহ্ হাদীসে যেভাবে সলাতের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে শুধুমাত্র সেভাবেই সলাত আদায় করতে হবে। অন্যথায় রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নির্দেশের নাফারমানী করা হবে।

প্রিয় পাঠক! রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কোন কোন সাথীর জন্য নির্দিষ্ট করে দু'আও করেছেন যাতে তাকে দ্বীনের ফাকীহ্ বানিয়ে দেয়া হয়। যেমন তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর জন্য দু'আ করেছেন যে, "হে আল্লাহ্! তুমি তাকে দ্বীনের ফাকীহ্ (সমঝদার) বানিয়ে দাও।"[১৩]

---

১৩. "সহীহ্ বুখারী" (১৪৩)।

আলোচনা করার সময় প্রয়োজনে একটি কথা তিনবার করে বলতে হবে যাতে করে শ্রোতা সঠিকভাবে জেনে-বুঝে নিতে পারে

কারণ আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কোন কথা বলতেন তখন তিনি তা তিনবার করে বলতেন। যাতে করে কথাটি তাঁর থেকে বুঝে নেয়া যায়।[১৪]

এর মানে এই যে, শিখানোর ক্ষেত্রে যাতে সঠিকভাবে শিখতে পারে এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে শিক্ষক বারবার বলবেন। দ্বীন শিখার ক্ষেত্রে এটিও একটি অনুসরণীয় নিয়ম। কারণ যেভাবে শিখানো হবে সেভাবে হেফ্য্ করাই হচ্ছে সুন্নাতী তরীকা। নিম্নোক্ত হাদীস থেকে তারই প্রমাণ মিলে ঃ

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا بَلَغْتُ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ قُلْتُ وَرَسُولِكَ قَالَ لَا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. رواه البخاري (٢٤٧).

যেমন বারা ইবনু আযেব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তুমি যখন তোমার বিছানা গ্রহণ করার ইচ্ছা করবে, তখন তুমি সলাতের অযূর ন্যায় অযূ করো। অতঃপর ডান কাত হয়ে শুয়ে পড় এবং বল ঃ 'আল্লাহুম্মা আসলামতু অজহী ইলাইকা, অ ফাওঅয্যতু আমরী ইলাইকা, অ আলজাতু যহরী ইলাইকা, রাগবাতান অ রহ্বাতান ইলাইকা, লা মালজাআ অ লা মানজা ইল্লা ইলাইকা, আমানতু বিকিতাবিকাল্লাযী আনযালতা, অবিনাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা।' এ বাক্যকেই তুমি তোমার শেষ কথা বানাও। কারণ তুমি যদি তোমার সে রাতে মারা যাও তাহলে তোমার মৃত্যু হবে ইসলামের উপর।

---

১৪. "সহীহ্ বুখারী" (৯৪, ৯৫, ৬২৪৪) ও "সহীহ্ তিরমিযী" (২৭২৩)।

বারা ইবনু আযেব বলেন ঃ এটিকে আমি নাবী (ﷺ)এর সামনে বারবার বলছিলাম। এ সময় আমি বললাম ঃ 'অ রসূলিকাল্লাযী আরসালতা'। তখন রসূল (ﷺ) বললেন ঃ না, তুমি বল ঃ 'অ নাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা'।[১৫]

এ হাদীস আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, আমরা যখন কোন দু'আ পাঠ করব অথবা হাদীস বর্ণনা করব তখন রসূল (ﷺ) যেভাবে পাঠ করেছেন অথবা যেভাবে বর্ণনা করেছেন আমাদেরকেও সেভাবে পড়তে হবে এবং বলতে হবে।

কারণ রসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করতে গিয়ে যদি তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করা হয়ে যায় তাহলে বিপদ আছে এবং এ ব্যাপারে তিনি কঠোর ভাষায় সাবধানবাণীও উচ্চারণ করেছেন ঃ

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجْ النَّارَ.

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ নাবী (ﷺ) বলেন ঃ "তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ করো না। কারণ যে আমার উদ্ধৃতিতে মিথ্যা বলবে সে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে।"[১৬]

عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ আমি নাবী (ﷺ)কে বলতে শুনেছি যে, যে আমার উদ্ধৃতিতে এমন কথা বলবে যা আমি বলিনি অবশ্যই সে তার স্থান জাহান্নামের আগুনে বানিয়ে নিবে।[১৭]

عن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة قالا قال رسول الله ﷺ: مَنْ حَدَّثَ عَنِّى بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ . رواه مسلم

১৫. "সহীহ্ বুখারী" (২৪৭)।

১৬. "সহীহ্ বুখারী" (১০৬), "সহীহ্ মুসলিম" (২), "সহীহ্ তিরমিযী" (২৬৬০) ও "সহীহ্ ইবনু মাজাহ্" (৪০)।

১৭. "সহীহ্ বুখারী" (১০৯)।

সামুরাহ্ ইবনু জুন্দুব এবং মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তারা উভয়েই বলেন ঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ "যে আমার উদ্ধৃতিতে হাদীস বর্ণনা করবে অথচ দেখা যাচ্ছে যে, তা মিথ্যা সে মিথ্যুকদের একজন।"[১৮]

فَقَالَ الْمُغِيرَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ « إِنَّ كَذِبًا عَلَىَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ».

মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন ঃ আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি যে, "আমার প্রতি মিথ্যারোপ করা অন্য কারো প্রতি মিথ্যারোপের মত নয়। কারণ যে আমার প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করবে সে তার ঠিকানা জাহান্নামের আগুনকে বানিয়ে নিবে।"[১৯]

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপরোক্ত হাদীসগুলো কি অনর্থক বলেছেন। সতর্ক করেছেন কি এমনিই। না, তা নয়। বরং তাঁর উদ্ধৃতিতে হাদীস বানানো হবে, তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করা হবে বলেই তিনি সতর্ক করে গেছেন এবং তিনি স্পষ্ট করেই বলে গেছেন যে, হাদীস তৈরি করা হবে।[২০]

আর এ কারণেই সাবধানতা অবলম্বন করে কোন কোন সহাবী হাদীস বর্ণনা করা ছেড়েই দিয়েছিলেন এ ভেবে যে, যদি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেভাবে বলে গেছেন সেভাবে বর্ণনাটা না হয়, যদি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলে গেছেন তার বিপরীত হয়ে যায়। যেমন যুবায়ের ইবনুল আওওয়াম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ঃ

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ: إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ.

আমের ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তার পিতা (আব্দুল্লাহ্) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি (আব্দুল্লাহ্) বলেন ঃ আমি

---

১৮. "সহীহ্ মুসলিম" (১), "সহীহ্ ইবনু মাজাহ্" (৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১) ও "সহীহ্ তিরমিযী" (২৬৬২)।

১৯. "সহীহ্ মুসলিম" (৫)।

২০. দেখুন "সহীহ্ মুসলিম" (মিশকাত ১৫৪)।

(পিতা) যুবায়েরকে বললাম (জিজ্ঞেস করলাম) ঃ আমি আপনাকে রসূল (ﷺ)এর উদ্ধৃতিতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনছি না যেমনভাবে অমুক আর অমুকে হাদীস বর্ণনা করছেন। তখন তিনি (উত্তরে) বললেন ঃ অবশ্যই আমি তাঁর (রসূল ﷺ) থেকে বিচ্ছিন্ন হতাম না। কিন্তু আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ "যে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে সে তার স্থান জাহান্নামের আগুনে বানিয়ে নিবে।"[২১]

এ হাদীসের কারণে তার মধ্যে যে ভীতি সৃষ্টি হয়েছিল, তাই তাকে হাদীস বর্ণনা করতে বাধা প্রদান করেছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে শুনে শুনে এমনভাবে হাদীস বর্ণনা করা হচ্ছে যেন সবাই হাদীসের পণ্ডিত। আবার উদ্ধৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে সহীহ্ গ্রন্থগুলোর নাম উল্লেখ করে বানোয়াট উদ্ধৃতিও দেয়া হচ্ছে। আপনি যদি ইন্টারনেটের গুগল সার্চ করেন, তাহলে দেখবেন শিরোনামে বলা হচ্ছে ঃ ... এ বিষয়ে বর্ণিত সহীহ্ হাদীসসমূহ, এরপরে ভিতরে ঢুকে দেখা যাচ্ছে বেশীরভাগই বানোয়াট। কিন্তু শিরোনাম দিয়ে ধোঁকা দেয়া হচ্ছে!!! আসলে ইসলামকে ভেজালযুক্ত করার জন্য শয়তান কতভাবে আর কতরূপে যে আগমন করে তা বলা বড়ই মুশকিল।

একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, অহী দু'প্রকারের ঃ (১) আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া অহী, এটি আবার দু'প্রকারের পঠিত অহী অর্থাৎ কুরআন আর অপঠিত অহী অর্থাৎ হাদীস। (২) শয়তানের পক্ষ থেকে তার অনুসারীদের নিকট আগত অহী। যেমন বানোয়াট হাদীস, শির্ক ও কুফর সম্বলিত এবং সংমিশ্রিত বানোয়াট কেস্সা কাহিনী, হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল বানিয়ে ফাতওয়া প্রদান এবং বিদ'আতকে সুন্নাত বানিয়ে দেয়া ইত্যাদি। দেখুন আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন কি বলেছেন ঃ

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ (الأنعام: ١٢١)

"আর (যবহ করার সময়) যাতে আল্লাহ্র নাম নেয়া হয়নি তা তোমরা খাবে না, তা হচ্ছে পাপাচার, শায়ত্বানরা তাদের বন্ধুদের নিকট অহী করে যাতে তারা তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া-বিতর্কে লিপ্ত হয়; এমতাবস্থায় তোমরা

২১. "সহীহ্ বুখারী" (১০৭)।

যদি তাদের কথার অনুসরণ করো তাহলে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে।" "সূরাহ্ আলআন'আম" (১২১)।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, শয়তান এবং তাদের অনুসরণকারীদের অনুসরণ করা হচ্ছে শির্কের অন্তর্ভূক্ত।

আর কোন সন্দেহ নেই যে, শয়তানের অহীর অনুসরণকারীদের সংখ্যা হবে বেশী। আর তাদের সংখ্যাধিক্যতা দেখে বিচলিত হওয়ার কারণও নেই। কারণ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক হাদীসের মধ্যে বলেছেন ঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ"، قُلْنَا: وَمَا الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ:"قَوْمٌ صَالِحُونَ قَلِيلٌ فِي نَاسِ سَوْءٍ كَثِيرٍ، مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ.

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ গোরাবাদের জন্য সুসংবাদ। আমরা বললাম (জিজ্ঞেস করলাম) ঃ গোরাবা কারা? তিনি (উত্তরে) বললেন ঃ বহু মন্দ লোকের মধ্যে তারা কমসংখ্যক এক নেককার সম্প্রদায়। যারা তাদের (অল্প সংখ্যক নেককারদের) নাফারমানী করবে এদের সংখ্যা হবে বহু বেশী, তাদের (নেককারদের) অনুসরণকারীদের চেয়ে। দেখুন "মুসনাদু আহমাদ" (৬৬৫০, ৭০৭২), "মুসনাদু ইবনুল মুবারাক" (২৩), "আলমু'জামুল কাবীর" (১৪৫৭) ও "আলমু'জামুল আওসাত" (৮৯৮৬)। হাদীসটি সহীহ্ দেখুন "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (১৬১৯), "সহীহ্ তারগীব অত্তারহীব" (৩১৮৮) ও "সহীহুল জামে'উস সাগীর" (৩৯২১)।

অন্য বর্ণনায় এসেছে ঃ "... জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! তারা কারা? তিনি (উত্তরে) বললেন ঃ

(... الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ).

"ওরা তারাই- লোকেরা যখন (দ্বীনী শিক্ষার ক্ষেত্রে) নষ্ট (পথহারা) হয়ে যাবে তখন যারা তাদেরকে সংশোধন করবে।" দেখুন "মুসনাদু আহমাদ" (১৬৬৯০/১৬৭৩৬), "মুসনাদু ইবনুল মুবারাক" (২৩), "আলমু'জামুল কাবীর" (৭৬৫৯) ও "আলমু'জামুল আওসাত" (৩০৫৬) ও "আলমু'জামুল আওসাত" (২৯০)। এ হাদীসটিও সহীহ্। দেখুন "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (১২৭৩)।

অতএব হক্বপন্থীদের সংখ্যা হবে সর্বদাই কম। দেখুন ইব্রাহীম (আঃ) একা হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একা এক উম্মাত। "সূরা আন্নাহাল ঃ ১২০)।

আবার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে মুসলিমদের তেহাত্তর দলের মধ্যে জান্নাতে যাবে মাত্র একটি দল আর সেটি হচ্ছে 'জামা'আত'। "সহীহ্ আবী দাউদ" (৪৫৯৭), "সহীহ্ জামে'উস সাগীর" (২০৪২, ২৬৪১) ও "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (২০৪)।

এ 'জামা'আত' বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? এর ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ঃ 'অধিকাংশ লোক জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, আর জামা'আত হচ্ছে সেটিই যার হক্বের সাথে মিল ঘটেছে যদিও তুমি একা হও।' অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন ঃ 'জামা'আত সেই যে হক্বের উপর রয়েছে যদিও তুমি একা হও।' দেখুন "আলখুলাসাতু ফিল আকাল্লিয়্যাত" (২/৯০, ১০৫)।

অতএব জামা'আত সেই যার অবস্থান সহীহ্ দলীল নির্ভর তরীকার উপর- যদিও সে একা হয়।

সহাবীগণের উদ্ধৃতিতে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর হাদীস বা সহাবীর বাণী বর্ণনা করার ক্ষেত্রেও সহাবী এবং তাবে'ঈগণ থেকে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে ঃ

عن بكير بن الأشج، قال، قال لنا بسر بن سعيد: اتقوا الله، و تحفظوا من الحديث، فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله، و يحدثنا عن كعب، ثم يقوم. فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله ﷺ عن كعب، و حديث كعب عن رسول الله ﷺ.

বুকায়ের ইবনু আশুয্ হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ আমাদেরকে বুস্র ইবনু সা'ঈদ (তিনি বড় তাবে'ঈগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন) বলেন ঃ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন কর (অথবা হাদীস বর্ণনা করা হতে বিরত থাক)। আল্লাহর কসম! তুমি আমাদেরকে দেখেছো আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট বসতাম, তিনি আমাদের কাছে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর উদ্ধৃতিতে হাদীস বর্ণনা করতেন আবার কা'ব হতেও বর্ণনা করতেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে (চলে) যেতেন। এরপর আমাদের সাথে যারা থাকতো তাদের মধ্য থেকে কোন কোন

ব্যক্তিকে রসূল (ﷺ) হতে বর্ণিত হাদীসকে, কা'ব হতে বর্ণনাকৃত বানিয়ে ফেলতে শুনতাম, আবার কা'বের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত আসারকে রসূল (ﷺ)এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনাকৃত বানিয়ে ফেলতে শুনতাম।[২২]

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ (ভাবার্থ) তার উদ্ধৃতিতে জেনে- বুঝে ভালোভাবে হেফ্য করে যে ব্যক্তি (তার কোন কথা) বর্ণনা করতে সক্ষম সেই বর্ণনা করবে, আর যে তা হেফ্য্ করতে না পারার ভয় করবে, আমি এরূপ কাউকে আমার উপর মিথ্যারোপ করার বৈধতা দেব না।[২৩]

রসূল (ﷺ) সহাবীগণকে হাদীস লিখার অনুমতি প্রদান করেন

পাঠকবৃন্দ! নাবী (ﷺ) তাঁর সহাবীগণকে ইসলামের প্রথম যুগে হাদীস লিখতে নিষেধ করেছিলেন।[২৪] এ আশঙ্কায় যে, কুরআনের সাথে মিশ্রিত হয়ে যেতে পারে অথবা এ আশঙ্কায় যে, লোকেরা কুরআন ছেড়ে হাদীস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তে পারে। অতঃপর তিনি যখন সংমিশ্রণ না হওয়ার এবং কুরআন ছেড়ে শুধুমাত্র হাদীস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা নেই মনে করেন তখন তাদেরকে সুন্নাতগুলোও (হাদীসগুলোও) লিখার অনুমতি প্রদান করেন।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا: أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ: « اكْتُبْ فَوَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ حَقٌّ».

رواه أبوداود (٣٦٤٦).

এ মর্মে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্র ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ আমি হেফ্য্ করার ইচ্ছায় রসূল (ﷺ) হতে যা কিছুই শুনতাম তার সবই লিখতাম। কিন্তু কুরাইশরা আমাকে নিষেধ করে বলল ঃ তুমি যা কিছু শোন তার সবই লিখছ অথচ রসূল (ﷺ) মানুষ, রাগ করে

---

২২. "আত্তাময়ীয লিল ইমামিল মুসলিম" (১/১০, নং ১০)।
২৩. "আত্তাময়ীয লিল ইমামিল মুসলিম" (১/১০, নং ১১)।
২৪. "সহীহ্ জামে'উস সগীর" (৭৪৩৪)।

কথা বলেন আবার স্বাভাবিক অবস্থাতেও কথা বলেন? এ কারণে আমি লিখা বন্ধ করে দিয়ে রসূল (ﷺ)এর নিকট তা উপস্থাপন করলাম। তখন তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা স্বীয় মুখের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ তুমি লিখ, সেই সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আমার আত্মা, তা থেকে হক্ব ছাড়া আর কিছুই বের হয় না।[২৫]

আবার রসূল (ﷺ) ফাত্হে মক্কার সময় খুতবা দিচ্ছিলেন এমতাবস্থায় এক ইয়ামানী ব্যক্তি এসে বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমার জন্য লিখে দিন। তখন রসূল (ﷺ) বললেন ঃ তোমরা অমুকের জন্য লিখে দাও।[২৬]

রসূল (ﷺ) সহাবীদেরকে লিখার ব্যাপারে উৎসাহিত করে বলতেন ঃ "তোমরা জ্ঞানকে লিখার দ্বারা কয়েদ করে ফেলো।"[২৭]

পাঠকবৃন্দ! শিখার ও জানার উদ্দেশ্যে সহাবীগণ রসূল (ﷺ)-এর নিকট বসার জন্য এবং তাঁর হাদীসকে হেফ্য করার জন্য খুবই আগ্রহী থাকতেন এবং লোকেদের মধ্যে জ্ঞান চর্চা এবং তা বুঝার ব্যাপারে তারাই সর্বাপেক্ষা বেশী মনোযোগী ছিলেন। নিম্নোক্ত ঘটনাবলী তারই প্রমাণ বহন করে ঃ

তারা রসূল (ﷺ)-এর নিকট হতে কুরআন ও হাদীস শিক্ষার জন্য পালা করে সময় কাটাতেন

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنْ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ আমি এবং মদীনার আওয়ালী এলাকার বানী উমাইয়্যাহ্ ইবনু যায়েদ গোত্রের আমার এক আনসারী প্রতিবেশী ছিলাম। আমরা পালা করে রসূল (ﷺ)এর নিকট যেতাম। সে একদিন যেত আর আমি একদিন যেতাম। আমি যেদিন যেতাম

---

২৫. "সহীহ্ আবী দাউদ" (৩৬৪৬)।
২৬. "সহীহ্ আবী দাউদ" (২০১৭, ৩৬৪৯, ৪৫০৫) ও "সহীহ্ তিরমিযী" (২৬৬৭)।
২৭. "সহীহ্ জামে'উস সাগীর" (৪৪৩৪) ও "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (২০২৬)।

সেদিনের অহী এবং অন্যান্য বিষয়ের সংবাদ আমি তাকে দিতাম আর সে যেদিন যেতো সে দিনেরগুলো সে আমাকে জানাত।[২৮]

তারা কুরআন ও হাদীসের জন্য এক স্থান হতে অন্য স্থানে ভ্রমণ করতেন

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ وَلَا أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ تُبَلِّغُهُ الْإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ.

মাসরূক হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন ঃ আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া আর কোন সত্য মা'বূদ নেই। আল্লাহর কিতাবের যে সূরাটিই নাযিল হয়েছে, আমি জানি সেটি কোথায় নাযিল হয়েছে, আবার আল্লাহর কিতাবের যে আয়াতটিই নাযিল হয়েছে, আমি জানি কোন ব্যাপারে তা নাযিল হয়েছে। আমি কোন একজন সম্পর্কে যদি জানতে পারি যে, সে আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী যার নিকট উট আমাকে পৌঁছাবে, অবশ্যই আমি আরোহন করে তার নিকট যাব।[২৯]

وقد رَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه مَسِيرَةَ شَهْرٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ رضي الله عنه فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ.

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একটি মাত্র হাদীসের জন্য এক মাসের দূরত্ব সফর করে আব্দুল্লাহ্ ইবনু উনাইস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)এর নিকট গিয়েছিলেন।[৩০]

عن عطاء : أن أبا أيوب رحل إلى عقبة بن عامر فلما قدم مصر ، أخبروا عقبة فخرج إليه ، قال : حديث سمعته من رسول الله ﷺ في ستر المسلم لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك ، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : (من ستر مؤمناً على خزية ستر الله عليه يوم القيامة) ، قال : فأتى أيوب راحلته فركبها ، وانصرف إلى المدينة ...)

২৮. "সহীহ্ বুখারী" (৮৯) ও "সহীহ্ ইবনু হিব্বান" (৪১৮৭)।
২৯. "সহীহ্ বুখারী" (৫০০২)।
৩০. "সহীহ্ বুখারী" (৭৮) হাদীসের অধ্যায় দেখুন।

আতা হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ আইউব আনসারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উকবাহ্ ইবনু আমের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিকট (একটি মাত্র হাদীস সম্পর্কে জানার জন্য) গিয়েছিলেন। যখন তিনি মিসরে আগমন করেন তখন লোকেরা উকবাহ্ ইবনু আমেরকে সংবাদ দিলে তিনি তার নিকটে আসেন। তিনি (আইউব) বললেন ঃ আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে একটি হাদীস শুনেছিলাম 'মুসলিমের গোপনীয়তাকে গোপন করার বিষয়ে। আমি আর আপনি ছাড়া যারা হাদীসটি শুনেছিলেন তাদের আর কেউ (অবশিষ্ট) নেই। তিনি (উকবাহ্) বললেন ঃ আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি ঃ "যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে অপদস্থ হওয়া থেকে রক্ষা করবে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামাতের দিন তার গোপনীয়তাকে গোপন করবেন।" (বর্ণনাকারী) বলেন ঃ অতঃপর আইউব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার বাহনের নিকট এসে তাতে আরোহণ করলেন এবং তিনি মাদীনায় ফিরে গেলেন ...।[৩১]

এ উদাহরণগুলো প্রমাণ করে যে, সহাবীগণ সুন্নাতকে হেফ্য্ এবং হেফাযাত করাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন যা পরবর্তী যুগের লোকেদের জন্য অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয়।

সহাবীগণ কর্তৃক নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সতর্কতা এবং এ ক্ষেত্রে তাদের পরহেযগারিতা

عَنْ عَمْرِو بن مَيْمُونٍ، قَالَ: مَا أَخْطَأَنِي عَشِيَّةَ خَمِيسٍ إلا آتِي عَبْدَ اللَّهِ بن مَسْعُودٍ فِيهَا، فَمَا سَمِعْتُهُ بِشَيْءٍ قَطُّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ، قَالَ:"سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ"، ثُمَّ نَكَسَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَرَأَيْتُهُ مَحْلُولَ أَزْرَارِ قَمِيصِهِ، قَدِ انْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، وَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ: "أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ، أَوْ دُونَ ذَلِكَ، أَوْ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ".

আম্র ইবনু মাইমূন বলেন ঃ প্রতি বৃহস্পতিবার বিকালে আমার আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)এর নিকট আসতে ভুল হতো না। আমি তাকে কখনও কোন কিছুর ব্যাপারে বলতে শুনিনি যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি।

৩১. দেখুন "মুসনাদু আহমাদ" (১৭৪৫৪/১৭৪৯০), আবূ উমার ইউসুফ ইবনু আব্দুল্লাহ্ আন্নামরী কুরতুবীর "জামে'উ বায়ানিল ইলমি অ ফাযলিহি" (১/১৮৭, নং ৩৭১), "মুসনাদুল হুমাইদী" (১/১৮৯, নং ৩৮৪) ও "মুসনাদুর রুওয়ানী" (১/১৪৯, নং ১৫৯)।

এমতাবস্থায় একদিন বিকালে তিনি বললেন ঃ আমি রসূল (ﷺ)কে বলতে শুনেছি ...। অতঃপর তিনি অবস্থান পরিবর্তন করে মাথাকে উপরের দিকে উঠালেন। দেখলাম তার জামার বুতামগুলো খোলা এমতাবস্থায় যে, তার গলার রগগুলো (ভীত হয়ে) ফুলে উঠেছে এবং তার দু'চোখ অশ্রুতে ভরে গেছে। অতঃপর তিনি (সাবধানতা অবলম্বন করে) বললেন, অথবা এর চেয়ে বেশী বলেছেন, অথবা এর চেয়ে কম বলেছেন, অথবা এর কাছাকাছি, অথবা এরূপ বলেছেন।[৩২] (যাতে করে মিথ্যুক না হয়ে যান, সেজন্য এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতেন)।

عَنْ عَمْرِو بن مَيْمُونٍ، قَالَ: صَحِبْتُ عَبْدَ اللَّهِ بن مَسْعُودٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا، فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلا حَدِيثًا وَاحِدًا فَعَرِقَ، ثُمَّ قَالَ:"هَذَا أَوْ نَحْوَ هَذَا أَوْ شَبِيهَ هَذَا". المعجم الكبير للطبراني : ٨٥٣٨

অন্য বর্ণনায় এসেছে ঃ আম্র ইবনু মাইমূন বলেন ঃ আমি আটমাস আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাঃ) এর সঙ্গী হয়েছিলাম। তাকে শুধুমাত্র একটি হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। অতঃপর তিনি ঘেমে গিয়ে বললেন ঃ (রসূল স) এটি বলেছেন, অথবা অনুরূপ অর্থে বলেছেন, অথবা এর মতই বলেছেন।[৩৩]

عن السائب بن يزيد قال : (صحبت عبد الرحمن بن عوف ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد بن أبي وقاص ، والمقداد بن الأسود ، فلم أسمع أحداً منهم يتحدث عن رسول الله ﷺ، إلا أني سمعت طلحة بن عبيد الله يتحدث عن يوم أحد)

সায়েব ইবনু ইয়াযীদ হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ আমি আব্দুর রহমান ইবনু আউফ, ত্বলহাহ্ ইবনু ওবাইদুল্লাহ্, সা'দ ইবনু আবী অক্কাস ও মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ)এর সঙ্গী হয়েছিলাম। আমি ত্বলহাহ্ ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ ছাড়া তাদের কোন একজনকেও রসূল (ﷺ)এর উদ্ধৃতিতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি। তিনি উহুদের দিনের ব্যাপারে হাদীস বর্ণনা করেন।[৩৪]

---

৩২. "আলমু'জামুল কাবীর" (৮৫৩৯)।
৩৩. "আলমু'জামুল কাবীর" (৮৫৩৮)।
৩৪. "তারীখু মাদীনাতু দেমাস্ক" (৬০/১৮০)।

عن أبي إدريس : أن أبا الدرداء كان يحدث بالحديث عن رسول الله ﷺ، فإذا فرغ منه قال : هذا أو نحو هذا ، أو شكله)

আবূ ইদরীস হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আবুদ দারদা রসূল (ﷺ) হতে হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি যখন হাদীস বর্ণনা করা শেষ করতেন তখন বলতেন ঃ এটা, অথবা এর মত, অথবা এ ধরনের বর্ণনা করেন।[৩৫]

عن محمد أن أنس بن مالك كان إذا حدث عن النبي ﷺ حديثاً، كان يقول: أو كما قال.

মুহাম্মাদ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন নাবী (ﷺ) হতে হাদীস বর্ণনা করতেন তখন বলতেন ঃ অথবা তিনি যেমনটি বলেছেন।[৩৬]

সহাবীগণ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভুল এবং সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকতেন

সহাবীগণ নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সঠিকভাবে বর্ণনা করাকে বেশী গুরুত্ব দিতেন এবং এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ পরহেযগারিতা প্রদর্শন করতেন। এই দেখুন আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ভূমিকা কিরূপ ছিলো। তিনি ওবাইদুল্লাহ্ ইবুন উমায়েরকে রসূল (ﷺ)এর হাদীস বর্ণনা করার সময় বলতে শুনলেন ঃ مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (এ ভাষা শুনে) তাকে উদ্দেশ্য করে) বললেন ঃ তোমাদের প্রতি ধ্বংস নেমে আসুক! রসূল (ﷺ)এর প্রতি মিথ্যারোপ করো না। কারণ তিনি বলেন ঃ مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين হাদীসটির সঠিক ভাষা হবে العائرة। কিন্তু এ শব্দ ব্যবহার না করে ওবাইদ বলেছিলেন ঃ الرابضة[৩৭]

৩৫. "আলকিফায়্যাহ্ ফী ইলমির রিয়্যাওয়াহ্" (১/২০৬)।
৩৬. "আত্তাময়ীয লিল ইমাম মুসলিম" (১/১০, নং ৮)।
৩৭. "মুসনাদু আহমাদ" (৬৫১০), "মুসান্নাফ ইবনু আব্দুর রায্যাক" (২০৯৩৪), "আত্তাময়ীয লিল ইমাম মুসলিম" (১/৯, নং ৫) ও আহমাদ আবূ বাক্র খাতীব বাগদাদীর "আলকিফায়্যাহ্ ফী ইলমির রিঅয়্যাহ্" (১/১৭৩)।

এ কারণে মুহাম্মাদ ইবনু আলী বলেন ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন হাদীস শুনতেন তখন তাতে বৃদ্ধি করতেন না, আবার তার থেকে কমাতেনও না।[৩৮]

আ'মাশ বলেন ঃ তাদের নিকট এ জ্ঞানের মর্যাদা এরূপ ছিলো যে, তাদের কেউ এ ক্ষেত্রে একটি ওয়াও অথবা আলিফ অথবা দাল বেশী করে ফেলার চেয়ে আসমান থেকে পড়ে যাওয়াকে বেশী পছন্দ করতেন।[৩৯]

এ কারণেই ইমাম মালেক (রহি) রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর হাদীসের ক্ষেত্রে (বা, তা, সার মত) অক্ষরের ব্যাপারেও সতর্ক থাকতেন। (যাতে পরিবর্তন না ঘটে)।[৪০]

কোন কোন সহাবী ভাবার্থ বর্ণনা করলেও সে ক্ষেত্রে সঠিক হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

উরওয়া ইবনুয যুবায়ের হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ আমাকে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন ঃ হে আমার ছেলে! আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, তুমি আমার উদ্ধৃতি হাদীস লিখ। এরপর ফিরে গিয়ে আবার লিখ। আমি তাকে বললাম ঃ আমি আপনার নিকট হতে কিছু শুনি। এরপর ফিরে গিয়ে অন্যের নিকট হতেও শুনি। তখন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন ঃ তুমি কি অর্থের ক্ষেত্রে বিপরীত কিছু পাও? তখন আমি বললাম ঃ না। এ সময় আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন ঃ তাহলে সমস্যা নাই।[৪১]

সহাবীগণ হাদীস শুনে সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য সাক্ষীমূলক প্রমাণও চাইতেন

তারা কোন হাদীস শুনলে বর্ণনাটি বিশুদ্ধ কিনা যাচাই করতেন। এর বহু উদাহরণ রয়েছে, নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো ঃ

---

৩৮. আহমাদ আবূ বাক্‌র খাতীব বাগদাদীর "আলকিফায়্যাহ্ ফী ইলমির রিঅয়্যাহ্" (১/১৭১) ও ইবনু আসাকিরের "তারীখু দেমাস্ক" (৩১/১১৯)।

৩৯. আহমাদ আবূ বাক্‌র খাতীব বাগদাদীর "আলকিফায়্যাহ্ ফী ইলমির রিঅয়্যাহ্" (১/১৭৭)।

৪০. "আরশীফু মলতাক্বা আহলিল হাদীস" (৬২/১২৬)।

৪১. আহমাদ আবূ বাক্‌র খাতীব বাগদাদীর "আলকিফায়্যাহ্ ফী ইলমির রিঅয়্যাহ্" (১/২০৫)।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক হাদীসের সঠিকতা যাচাইয়ের ঘটনা ঃ

عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنَّا فِي مَجْلِسٍ عِنْدَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَأَتَى أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَ فَقَالَ أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ « الاِسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلاَّ فَارْجِعْ »؟ قَالَ أُبَيٌّ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمْسِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ثُمَّ جِئْتُهُ الْيَوْمَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي جِئْتُ أَمْسِ فَسَلَّمْتُ ثَلاَثًا ثُمَّ انْصَرَفْتُ. قَالَ قَدْ سَمِعْنَاكَ وَنَحْنُ حِينَئِذٍ عَلَى شُغْلٍ فَلَوْ مَا اسْتَأْذَنْتَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكَ. قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَوَاللَّهِ لأُوجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ. أَوْ لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا. فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَوَاللَّهِ لاَ يَقُومُ مَعَكَ إِلاَّ أَحْدَثُنَا سِنًّا قُمْ يَا أَبَا سَعِيدٍ. فَقُمْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا.

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ আমরা উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)এর নিকটে এক মাজলিসে ছিলাম। এ সময় আবূ মূসা আলআশ'য়ারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাগান্বিত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি ঃ তোমাদের কেউ কি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছো যে, (কারো বাড়িতে প্রবেশের জন্য) তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। সে যদি তোমাকে অনুমতি দেয় তো দিলো অন্যথায় তুমি ফিরে যাও? উবাই (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন ঃ তোমার এ প্রশ্ন কেন? তিনি বললেন ঃ আমি গতকাল উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)এর নিকট তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। তাই আমি ফিরে আসি। এরপর আজ আমি তার নিকট আসলাম এবং তার নিকট প্রবেশ করে তাকে জানালাম যে, আমি গতকাল আপনার নিকট এসে (অনুমতির জন্য) তিনবার সালাম দিয়েছিলাম। অতঃপর (সাড়া না পেয়ে) ফিরে গেছি। তখন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন ঃ আমরা তোমার থেকে তা শুনেছিলাম, কিন্তু আমরা সে সময়ে ব্যস্ত ছিলাম। তুমি অনুমতি না চাইলেও তোমার জন্য অনুমতি ছিলো। তখন তিনি (আবূ মূসা) বললেন ঃ আমি অনুমতি প্রার্থনা করেছি সেভাবেই যেভাবে আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছি। এ সময় উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)

বললেন ঃ আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি তোমার পিঠ ও পেটকে (প্রহার করে) ব্যথিত করে দিব, অথবা তুমি এ হাদীসের ব্যাপারে তোমার স্বপক্ষে সাক্ষী উপস্থিত করবে। (এ সময়) উবাই ইবনু কা'ব বললেন ঃ তোমার সাথে আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম বয়সী ব্যক্তি যাবে। (তিনি আবূ সা'ঈদকে বললেন ঃ) উঠ হে আবূ সা'ঈদ। (আবূ সা'ঈদ বলেন ঃ) আমি দাঁড়ালাম এবং উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)এর নিকট এসে বললাম ঃ আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এ হাদীস বলতে শুনেছি।[৪২] অন্য বর্ণনায় এসেছে ঃ

فَقَالَ عُمَرُ خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ.

এ সময় উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ আমার নিকট রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে নির্দেশিত এ হাদীস গোপনই রয়ে গেছে! তা থেকে আমাকে বাজারের ব্যস্ততা ভুলিয়ে রেখেছে।[৪৩]

وزاد مالك في الموطأ : أن عمر قال لأبي موسى : فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِـأَبِي مُوسَى أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ، وَلَكِنْ خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

ইমাম মালেক "আলমুওয়াত্তা" গ্রন্থে তার বর্ণনায় হাদীসের শেষাংশে উল্লেখ করেছেন যে, এরপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবূ মূসা আলআশ'য়ারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)কে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ অবশ্যই আমি তোমাকে অপবাদ দি নাই। তবে মানুষ কর্তৃক রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর উপর বানিয়ে বলা শুরু করে দেয়ার আশঙ্কা করছি।[৪৪]

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক হাদীসের সঠিকতা যাচাইয়ের ঘটনা ঃ

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي! بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو مَارٌّ بِنَا إِلَى الْحَجِّ فَالْقَهُ فَسَائِلْهُ فَإِنَّهُ قَدْ حَمَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عِلْمًا كَثِيرًا – قَالَ – فَلَقِيتُهُ فَسَاءَلْتُهُ عَنْ أَشْيَاءَ يَذْكُرُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ عُرْوَةُ فَكَانَ فِيمَا ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعًا وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ

---

৪২. "সহীহ্ মুসলিম" (৫৭৫৩) 'বাবুল ইসতিযান'।

৪৩. "সহীহ্ মুসলিম" (৫৭৫৭) 'বাবুল ইসতিযান'। এছাড়া দেখুন "সহীহ্ বুখারী" (৭৩৫৩, ২০৬২, ৬২৪৫)।

৪৪. "মুওয়াত্তা মালেক" (৩৫৪০)।

فَيَرْفَعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ وَيُبْقِي فِي النَّاسِ رُءُوسًا جُهَّالاً يُفْتُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ ». قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا حَدَّثْتُ عَائِشَةَ بِذَلِكَ أَعْظَمَتْ ذَلِكَ وَأَنْكَرَتْهُ قَالَتْ أَحَدَّثَكَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ هَذَا قَالَ عُرْوَةُ حَتَّى إِذَا كَانَ قَابِلٌ قَالَتْ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَمْرٍو قَدْ قَدِمَ فَالْقَهُ ثُمَّ فَاتِحْهُ حَتَّى تَسْأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِى ذَكَرَهُ لَكَ فِي الْعِلْمِ - قَالَ - فَلَقِيتُهُ فَسَاءَلْتُهُ فَذَكَرَهُ لِي نَحْوَ مَا حَدَّثَنِي بِهِ فِي مَرَّتِهِ الأُولَى. قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا أَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ قَالَتْ مَا أَحْسِبُهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ أَرَاهُ لَمْ يَزِدْ فِيهِ شَيْئًا وَلَمْ يَنْقُصْ. وفي رواية للبخاري: فَعَجِبَتْ فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ حَفِظَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو.

উরওয়া ইবনুয যুবায়ের হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ আমাকে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন ঃ হে আমার বোনের ছেলে! আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) আমাদেরকে হাজ্জের উদ্দেশ্যে অতিক্রম করছেন। তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে জিজ্ঞেস করো। কারণ তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বহু জ্ঞান গ্রহণকারী ব্যক্তি। উরওয়া বললেন ঃ আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে অনেক কিছুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম যেগুলো তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করতেন। উরওয়া বলেন ঃ যা কিছু তিনি উল্লেখ করলেন সেগুলোর মধ্যে এটিও ছিলো যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা লোকদের থেকে জ্ঞানকে ছিনিয়ে নিবেন না। তবে তিনি আলেমদেরকে (তাদের আত্মাকে) কবয করে নিবেন। ফলে তাদের সাথে জ্ঞানকেও উঠিয়ে নিবেন। লোকদের মধ্যে জাহেল (অজ্ঞ) নেতারা অবশিষ্ট থাকবে, আর তারা লোকদেরকে জ্ঞান ছাড়াই ফাতওয়া দিবে। ফলে (নেতারা) নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে আর অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। উরওয়া বলেন ঃ আমি যখন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে এ হাদীস বর্ণনা করে শুনালাম তখন তিনি এটিকে খুব বড় হিসেবে দেখলেন এবং তা অস্বীকৃতির মনোভাব নিয়ে বলেলেন ঃ তিনি কি তোমাকে এ হাদীস এভাবে বর্ণনা করলেন যে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এটি বলতে শুনেছেন। উরওয়া বলেন ঃ যখন পরবর্তী বছর আসল তখন তিনি (আয়েশা) তাকে (আমাকে) বললেন ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আগমন করেছেন, তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে স্মরণ করিয়ে সেই হাদীসটি সম্পর্কেই জিজ্ঞেস কর যেটি তোমার নিকট (গত বছর) জ্ঞানের ব্যাপারে উল্লেখ

করেছিলেন। উরওয়া বলেন ঃ আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করে হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমার কাছে সেভাবেই উল্লেখ করলেন যেভাবে তিনি প্রথমবারে আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন। উরওয়া বলেন ঃ আমি যখন তাকে (আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে) এ সম্পর্কে সংবাদ দিলাম তখন তিনি বললেন ঃ আমার ধারণা তিনি সত্যই বলেছেন। আমার ধারণা তিনি এ হাদীসের ব্যাপারে সামান্য পরিমাণ বেশী করেননি আবার তিনি কমও করেননি।[৪৫] বুখারীর বর্ণনায় এসেছে ঃ আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেন ঃ আল্লাহর কসম! আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্‌র অবশ্যই হেফ্য্ করেছেন।[৪৬]

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক হাদীসের সঠিকতা যাচাইয়ের ঘটনা ঃ

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ جَاءَ بُشَيْرٌ الْعَدَوِىُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ وَيَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَأْذَنُ لِحَدِيثِهِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا لِى لاَ أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِى أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلاَ تَسْمَعُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلاً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ مَا نَعْرِفُ.

মুজাহিদ হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নিকট বুশাইর আদাবী এসে হাদীস বর্ণনা করে বলা শুরু করলেন ঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন। এ সময় ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার হাদীস শুনলেন না এবং তার দিকে তাকালেনও না। তখন তিনি বললেন ঃ হে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস! কি হয়েছে আমার, আপনাকে দেখছি আমার হাদীস শুনছেন না? আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উদ্ধৃতিতে আপনার নিকট হাদীস বর্ণনা করছি অথচ আপনি শুনছেন না! ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন ঃ আমরা কোন ব্যক্তি হতে যখন একবার শুনতাম যে, সে বলছে ঃ রসূল

৪৫, "সহীহ্ মুসলিম" (৬৯৭৪)।
৪৬. "সহীহ্ বুখারী" (৭৩০৭)।

(ﷺ) বলেছেন, তখন আমাদের দৃষ্টিসমূহ সে দিকে দ্রুত ধাবিত হতো এবং শুনার জন্য আমাদের কানগুলো সেদিকে ঝুঁকে পড়ত। অতঃপর যখন লোকেরা কঠিন থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে সহজের দিকে উৎসাহী হওয়া শুরু করল অর্থাৎ ভালো আর মন্দ সব পথেই চলা শুরু করল তখন আমরা লোকদের থেকে তাই গ্রহণ করা শুরু করি যা আমরা জানি।[৪৭]

عَنْ طَاوُسٍ قَالَ جَاءَ هَذَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ – يَعْنِى بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ – فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا. فَعَادَ لَهُ ثُمَّ حَدَّثَهُ فَقَالَ لَهُ عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا. فَعَادَ لَهُ فَقَالَ لَهُ مَا أَدْرِى أَعَرَفْتَ حَدِيثِى كُلَّهُ وَأَنْكَرْتَ هَذَا أَمْ أَنْكَرْتَ حَدِيثِى كُلَّهُ وَعَرَفْتَ هَذَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ لَمْ يَكُنْ يُكْذَبُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ تَرَكْنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ.

তাউস হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ এ বুশাইর ইবনু কা'ব, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)এর নিকট এসে তার নিকট হাদীস বর্ণনা করা শুরু করল। তখন ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন ঃ তুমি অমুক অমুক হাদীস পুনরায় বল। তখন সে তার জন্য পুনরায় বর্ণনা করলো। তিনি তাকে আবার বললেন ঃ তুমি অমুক অমুক হাদীস পুনরায় বর্ণনা কর। তিনি তার জন্য পুনরায় উল্লেখ করে বললেন ঃ জানি না আপনি আমার সব হাদীস সম্পর্কে অবগত আছেন আর এটিকে প্রত্যাখ্যান করলেন, নাকি আমার সব হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করে শুধু এটি সম্পর্কে অবগত আছেন। তখন ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন ঃ আমরা রসূল (ﷺ) হতে হাদীস বর্ণনা করতাম এমন এক সময় যখন তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করা হতো না। অতঃপর যখন লোকেরা কঠিন থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে সহজের দিকে উৎসাহী হওয়া শুরু করল অর্থাৎ ভালো আর মন্দ সব পথেই চলা শুরু করল তখন আমরা তাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করাকে ত্যাগ করি।[৪৮]

সহাবীগণ থেকে সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত এসব ঘটনা জানার পরে আশা করি কোন পাঠকের নিকটেই হাদীস যাচাই বাছাইয়ের কাজ রসূল (ﷺ)এর মৃত্যুর বহু পরে শুরু হয়েছে এ কথা বলার আর কোন সুযোগ নেই। বরং

৪৭. "সহীহ্ মুসলিম" (২১)।

৪৮. "সহীহ্ মুসলিম" (১৯)।

সবার নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ ক্ষেত্রে সহাবীগণই অগ্রবর্তী দল। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আনুগত্য এবং আল্লাহ্ ভীতি এবং তাঁর নাবীর (ﷺ) অনুসরণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়ার সাথে সাথে তাঁর প্রতি মিথ্যারোপের দ্বারা যাতে জাহান্নামী হতে না হয়, এ জন্যই তারা এতো বেশী সাবধানতা এবং সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। অথচ তারা নাবী (ﷺ)এর সাথী ছিলেন এবং তারা তাঁর যুগেও বসবাস করেছেন।

এরপরেও যদি তাদেরকেই এতো বেশী সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, বা সতর্কতার গুরুত্বটা কত বেশী হওয়া উচিত তা একটু সুস্থ বিবেক দিয়ে ভেবে দেখলেই অনুধাবন করা যাবে।

কিন্তু আমরা কতটুকু সতর্ক! আমরা দুনিয়াতে নিজের হক্ব বা অধিকারকে প্রতিষ্ঠার জন্য কোর্টে যায়। আমরা বাদী/বিবাদী উভয়েই নিজের হক্বকে প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের স্বপক্ষে সাক্ষী এবং প্রমাণাদি উপস্থাপন করে থাকি। কেন? উদ্দেশ্য একটিই নিজের দাবীকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করার দ্বারা নিজের পাওনাকে বা অধিকারকে বা প্রাপ্যকে আদায় করে নেয়া। দুনিয়াবী ব্যাপারে সত্যকে প্রকাশ করার জন্য বাদী/বিবাদী আমরা কোর্টে উকিলও নিয়োগ দিয়ে থাকি। সাক্ষী সত্য বলছে নাকি মিথ্যা বলছে বিচারকের সামনে তাকে জেরাও করা হয়। অন্যান্য প্রমাণাদিকেও যাচাই বাছাই করা হয়। কিসের জন্য? সত্যকে উদঘাটন করার জন্য। আবার এর সাথে কিসের স্বার্থ জড়িত? দুনিয়াবী স্বার্থ। যে দুনিয়াতে মানুষ ক্ষণস্থায়ী, যেখানে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মুসাফিরের ন্যায় কিছু সময়ের জন্য অবস্থান করে বিদায় নিতে হবে, এরপরেও সত্যের জন্য, সঠিকের জন্য, ন্যায় প্রতিষ্ঠার তাগিদে শ্রেণীভেদে সকলেই সঠিক দলীল আর প্রমাণাদির পেছনে ছুটি।

কিন্তু যে জীবন চিরস্থায়ী, যার কোন শেষ নেই, যেখানে হয় শান্তি আর না হয় অশান্তি। অর্থাৎ হয় জান্নাত আর না হয় জাহান্নাম। সে শান্তির স্থান জান্নাত লাভের জন্য আমরা কতটুকু আল্লাহর দান আমাদের বিবেক-বুদ্ধিকে ব্যবহার করছি। বিবেক-বুদ্ধির ব্যবহার কি শুধুমাত্র দুনিয়া লাভের জন্যে? এ প্রশ্নের উত্তর জানার এতো বেশী প্রয়োজন ছিল না যদি ইসলামের নামে সমাজের মধ্যে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড ভালো ভেবে চালু না হয়ে যেতো। যদি বানোয়াট আর দুর্বল হাদীস সমাজে ছড়িয়ে না পড়ত। যদি বানোয়াট

আর দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা না হতো, বা সহীহ্ হাদীসের বিপরীতে দুর্বল ও বানোয়াট হাদীসের উপর আমল করা না হতো, বা বানোয়াট ও দুর্বল হাদীসের চর্চা না হতো।

কিন্তু সত্য আর সহীহ্ দলীল ত্যাগ করে যখন মানুষ অসত্য আর বেঠিকের পূজারী হয়ে গেছে এবং হয়ে যাচ্ছে, মুসলিম সমাজ যখন দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং বিভক্ত হচ্ছে, যেখানে দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ শুধুমাত্র আল্লাহর পথের দিকে হওয়ার কথা (সূরা নাহ্ল ঃ ১২৫, সূরা ইউসুফ ঃ ১০৮, সূরা ফুসসিলাত ঃ ৩৩), সেখানে যখন বিভিন্ন নামে গড়ে উঠা দল-উপদল আর সংগঠনের দিকে আহবান করা আর দাওয়াত দেয়া শুরু হয়ে গেছে, তখন প্রয়োজন পড়ে সহীহ্ দলীল ভিত্তিক বিবেক আর বুদ্ধির ব্যবহারের দ্বারা সিরাতুল মুস্তাকীমের অনুসন্ধান করার। কারণ সেটিই হচ্ছে আল্লাহর পথ আর বাকীগুলো হচ্ছে শয়তানের পথ। আর এ দায়িত্বটাই সহাবীগণ সতর্কতার সাথে পালন করেছিলেন হাদীস বা দলীলকে সতর্কতার সাথে বর্ণনা করার দ্বারা এবং সতর্কতার সাথে গ্রহণ করার দ্বারা। যাতে শয়তানের পথে পড়তে না হয়।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি লম্বা দাগ কাটলেন এবং বললেন ঃ এটি আল্লাহর পথ (সিরাতুল মুসতাকীম), অতঃপর সেই দীর্ঘ দাগের [সাথে মিলিয়ে] ডানে এবং বামে অনেকগুলো দাগ কাটলেন এবং বললেন ঃ এগুলো বহুপথ, এ পথগুলোর প্রতিটিতে শয়তান দাঁড়িয়ে আছে আর ভ্রষ্ট পথের দিকে আহবান করছে। অতঃপর পাঠ করলেন ঃ

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.

"এটা হচ্ছে আমার (দেখানো) সহজ সরলপথ অতএব একমাত্র এ পথেরই তোমরা অনুসরণ করো, কখনো ভিন্ন বহুপথ অবলম্বন করো না, কেননা (ভিন্ন পথ অবলম্বন করলে) তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এ পথে চলার আদেশ দিচ্ছেন [এ পথে চললে] আশা করা যায় তোমরা [আল্লাহকে] ভয় করবে।" (সূরা আন'আম ঃ ১৫৩)।[৪৯]

---

৪৯. (হাদীসটি ইমাম আহমাদ ও নাসাঈ সহ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন,

এ আয়াতের মধ্যে উল্লেখিত ভিন্ন পথগুলোর ব্যাখ্যায় ইবনু আতিয়া বলেন ঃ ইয়াহূদী, খ্রীষ্টান, অগ্নিপূজক, বিদ'আতী ও পথভ্রষ্ট... ইত্যাদি গোষ্ঠীকে আয়াতটি সম্পৃক্ত করেছে। বিশিষ্ট তাবে'ঈ মুজাহিদ বলেন ঃ বিভিন্ন পথ দ্বারা বিদ'আতগুলোকে বুঝানো হয়েছে।[৫০]

সহাবীগণ কি শুধুমাত্র হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রেই সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন? না, তারা দ্বীনের মধ্যে ইবাদাত হিসেবে নতুন কিছু দেখলে তা কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করে বন্ধ করে দিতেন। দেখুন এর উদাহরণ ঃ

বিশিষ্ট তাবে'ঈ আম্‌র ইবনু সালামাহ্ হামদানী হতে বর্ণিত হয়েছে (তিনি ৮৫ হিজরীতে মারা যান) তিনি বলেন ঃ আমরা সকালের সলাতের পূর্বে আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)এর দরজার সামনে বসতাম। অতঃপর তিনি যখন বের হতেন তখন তার সাথে মাসজিদে যেতাম। আমাদের নিকট আবূ মূসা আশ'য়ারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের নিকট আবূ আব্দুর রহমান কি বের হয়েছেন? আমরা উত্তরে বললাম ঃ না। তখন তার বের না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমাদের সাথে বসে পড়লেন। অতঃপর তিনি যখন বের হলেন তখন আমরা সকলে তার নিকট উঠে গেলাম। এ সময় আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ হে আবূ আব্দুর রহমান! আমি এখনই মাসজিদে এক কর্ম দেখলাম যার আমি প্রতিবাদ করেছি। অথচ (আলহামদুলিল্লাহ্) আমি তাতে শুধুমাত্র কল্যাণই দেখছি। তিনি (আবূ আব্দুর রহমান) বললেন ঃ তা কি? তিনি বললেন ঃ আপনি যদি জীবিত থাকেন তাহলে আপনি অচিরেই দেখবেন। তিনি বললেন ঃ আমি মাসজিদে কতিপয় লোককে দেখলাম, হালকা হালকা করে (দলবদ্ধভাবে দলবদ্ধভাবে) বসে সলাতের জন্য অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক হালকাতে (নেতা হিসেবে) এক ব্যক্তি রয়েছে -আর তাদের হাতে পাথর রয়েছে- সে তাদেরকে বলছে ঃ তোমরা একশতবার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বল, তখন তারা একশতবার তাকবীর বলছে। এরপর সে বলছে ঃ তোমরা একশতবার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বল, তখন তারা একশতবার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলছে। এরপর সে তাদেরকে বলছে ঃ তোমরা একশতবার

"মিশকাত" (১৬৬) ও "তাখরীজুল আক্বীদাতুত ত্বহাবিয়্যাহ্" (১/৫৮৭)।

৫০. (দেখুন, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় "তাফসীর কুরতুবী" ও "ফতহুল কাদীর"সহ অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থগুলো)।

সুবহানাল্লাহ্ বল, তখন তারা একশতবার সুবহানাল্লাহ্ বলছে। তখন আবূ আব্দুর রহমান আবূ মূসাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি তাদেরকে কি বললেন? তখন তিনি উত্তরে বললেন ঃ আপনার সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশের অপেক্ষায় থেকে আমি তাদেরকে কিছুই বলিনি। আপনি তাদেরকে কি এ নির্দেশ দেননি যে, তোমরা তোমাদের মন্দ কর্মগুলো গণনা করতে থাক এবং আপনি কি তাদের যিম্মাদার হয়ে জাননি যে, তাদের সৎকর্মগুলো নষ্ট হবে না? এরপর তিনি চলা শুরু করলেন আর আমরাও তার পেছনে চলা শুরু করলাম। তিনি সেই হালকাগুলোর একটি হালকার নিকট পৌঁছে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ তোমাদের এ কি করতে দেখছি? তারা বলল ঃ হে আবূ আব্দুর রহমান! এগুলো পাথর, এগুলোর দ্বারা আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ও সুবহানাল্লাহ্ গণনা করছি। তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের মন্দগুলো গণনা করতে থাক। আমি তোমাদের ভালো কর্মগুলোর কোন কিছুই নষ্ট না হওয়ার যিম্মাদার!! হে উম্মাতু মুহাম্মাদ (ﷺ)! ধ্বংস তোমাদের প্রতি, কতই না দ্রুত তোমাদের ধ্বংস নেমে আসছে! অথচ তোমাদের নাবী (ﷺ)এর পর্যাপ্ত (বহু) সংখ্যক সহাবী (এখনও) অবশিষ্ট রয়েছেন। এগুলো রসূল (ﷺ)এর পোষাক এখনও পুরানা হয়ে যায়নি আর তার ব্যবহৃত পাত্রগুলো ভেঙ্গেও যায়নি। আল্লাহর কসম যাঁর হাতে আমার আত্মা! তোমরা কি সেই মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ যে মিল্লাত রসূল (ﷺ)এর উম্মাতের চেয়ে বেশী হেদায়াত প্রাপ্ত, নাকি তোমরা ভ্রষ্টতার দরজা খুলে বসেছ? তারা উত্তরে বলল ঃ হে আবূ আব্দুর রহমান আল্লাহর কসম! আমরা শুধুমাত্র কল্যাণের উদ্দেশ্যেই এরূপ করেছি। তিনি বললেন ঃ কতই না কল্যাণকামী রয়েছে যার (যাদের) নিকট কল্যাণ পৌঁছবে না। কারণ রসূল (ﷺ) আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যে একদল লোক কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। আল্লাহর কসম! জানি না, তবে হতে পারে তাদের অধিকাংশই তোমাদের মধ্য থেকেই। অতঃপর তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আম্র ইবনু সালামাহ্ বলেন ঃ আমরা সেই সব হালকার লোকদের নাহরাওয়ানের দিনে খারেজীদের সাথে আমাদেরকে আঘাত করতে দেখেছি।[৫১]

---

৫১. আসারটিকে ইমাম দারেমী তার "সুনান" গ্রন্থে (নং ২০৪/২১০) বর্ণনা করেছেন। আসারটি সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ মর্মে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে

এ হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয় কি?

এ হাদীসের শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, এমন কোন পদ্ধতিই ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়, যা ভালো ভেবে কল্যাণকর মনে করে করা হচ্ছে অথচ তার সমর্থনে কোন দলীল পাওয়া যায় না। এরূপ কর্ম করা হলে, বা এরূপ প্রথা বা নীতি চালু করা হলে তাকে পথভ্রষ্টার পথ বা শয়তানের দরজা হিসেবেই গণ্য করতে হবে। কর্মটিকে বাহ্যিকভাবে যতই ভাল মনে করা হোক না কেন। কারণ তারা যে কাজ করছিল সেগুলো ভালই ছিল। কিন্তু সমস্যা ছিল পদ্ধতিতে। ফলে ভাল কর্মও খারাপে রূপান্তরিত হয়েছে।

পাঠকবৃন্দ! বর্তমানে মাসজিদের মধ্যে বানোয়াট আর দুর্বল হাদীস এবং শির্কী কেস্সা কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে। কিন্তু কোথায় সেই নাবী (ﷺ) আর তাঁর সহাবীগণের অনুসরণকারীরা? কোথায় সেই আলেমরা? যাদের উচিত ছিলো আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাঃ) এর ন্যায় ভূমিকা নেয়ার।

পরিশেষে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শেষ করতে চাই, আর তা হচ্ছে যখন ইসলামের মধ্যে ভেজালের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, মুসলিম সমাজ যখন দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তাকে দ্বীন বানিয়ে নেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। এছাড়া যে ত্বরীকা ইসলামের ত্বরীকা নয় বা নাবী (ﷺ) ও তাঁর সাথীগণের ত্বরীকা নয় যখন এরূপ হাজারো ত্বরীকার আবির্ভাব ঘটে চলেছে, তখন যেভাবে আমরা দুনিয়ার ক্ষেত্রে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সত্য উদঘাটনের চেষ্টা করে থাকি, সেই একইভাবে আমাদেরকে জান্নাত লাভের জন্য সঠিক ও বিশুদ্ধ দলীল ভিত্তিক সঠিক আমল কোন্‌টি তা উদঘাটনের জন্য চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় আখেরাতে ভালো কিছু অর্থাৎ জান্নাত লাভ করা সম্ভব নয়।

যেসব কর্মের উপর চিরস্থায়ী জান্নাত অথবা জাহান্নাম নির্ভর করে সেগুলোর ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ যাচাই বাছাই করবেন না অথচ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াবী স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ যাচাই বাছাই করবেন। মনে হয় না যে, কোন বিবেকবান ব্যক্তি এরূপ করাকে সমর্থন করবেন। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সঠিক পথের হেদায়াত দান করুন।

"সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (হাদীস/ ২০০৫)।

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদের মধ্যে বর্ণিত বিভিন্ন ভাষ্য ও উক্তি বুঝার জন্য পাঠকবৃন্দের যা জানা একান্ত অপরিহার্য

হাদীস শাস্ত্রের বিধান সম্পর্কীয় যে সব বাক্যের সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা জানা যরূরী, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

১। **মুতাওয়াতিরঃ** সেই হাদীসকে মুতাওয়াতির বলা হয় যেটিকে সংখ্যায় এ পরিমাণ বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, তাদের পক্ষে সাধারণত মিথ্যার উপর একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়। এরূপ; বাক্য ও অর্থ উভয় দিক দিয়েই হতে পারে যাকে বলা হয় 'মুতাওয়াতিরু লাফযী'। যেমন ঃ "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". এটিকে সত্তরের অধিক সহাবী বর্ণনা করেছেন।

আবার শুধুমাত্র অর্থের দিক দিয়েও হতে পারে। যেমন মুযার উপর মাসাহ করা এবং কবরের আযাব সংক্রান্ত হাদীস। এটিকে বলা হয় মুতাওয়াতিরু মা'নাবী।

২। **খবরু ওয়াহিদঃ** আভিধানিক অর্থে সেই হাদীসকে বলা হয় যেটিকে একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসকে খবরু ওয়াহিদ বলা হয় যার মধ্যে মুতাওয়াতির হাদীসের শর্তাবলী একত্রিত হয়নি।

এই খবরু ওয়াহিদ তিন প্রকার ঃ

(ক) **মাশহূর ঃ** আভিধানিক অর্থে যে হাদীস মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যদিও সেটি মিথ্যা হয় সেটিকেই মাশহূর বলা হয়।

আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসটিকে মাশহূর বলা হয় যেটি তিন বা ততোধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। তবে তার (মাশহূর) স্তরটি মুতাওয়াতিরের স্তর পর্যন্ত পৌঁছেনি।

(খ) **আযীয ঃ** সেই হাদীসকেই বলা হয় যার সনদের প্রতিটি স্তরে দুইজন করে বর্ণনাকারী রয়েছে।

(গ) **গারীব ঃ** যে হাদীসের সনদের কোন এক স্তরে মাত্র একজনে বর্ণনা করেছেন সে হাদীসটিকেই বলা হয় গারীব হাদীস। যেমন বুখারী প্রমুখ গ্রন্থে বর্ণিত "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ..." নিয়ত সংক্রান্ত এ হাদীসটি।

৩। **মারফূ' ঃ** নাবী (ﷺ)-এর কথা, বা কাজ, বা সমর্থনকে বলা হয় 'মারফূ' হাদীস।

৪। **মওকূফ ঃ** সহাবীর কথা, বা কর্ম, বা সমর্থনকে বলা হয় 'মওকূফ'।

৫। **মাকতূ‘** ঃ তাবে‘ঈ বা তার পরের কোন ব্যক্তির কথা বা কাজকে বলা হয় ‘মাকতূ’।

৬। **মুসনাদ** ঃ যে হাদীসের সনদ (কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা ছাড়াই) নাবী (স) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে বলা হয় ‘মুসনাদ’।

৭। **মুত্তাসিল** ঃ যে মারফূ‘ বা মওকূফ-এর সনদটিতে কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা নেই তাকেই বলা হয় ‘মুত্তাসিল’।

৭। **সহীহ** ঃ যে হাদীস সনদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ন্যায়পরায়ণ (নির্ভরযোগ্য) এবং পূর্ণাঙ্গ আয়ত্বশক্তি ও হেফযের গুণাবলী সম্বলিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে শায এবং ক্রুটিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় ‘সহীহ হাদীস’। এটিকে ‘সহীহ লি যাতিহি’ও বলা হয়।

৮। **হাসান** ঃ যে হাদীস সনদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ন্যায়পরায়ণ (নির্ভরযোগ্য) এবং কিছুটা ক্রুটিযুক্ত আয়ত্বশক্তি ও হেফযের গুণাবলী সম্বলিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে শায এবং ক্রুটিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় ‘হাসান হাদীস’। এটিকে ‘হাসান লি যাতিহি’ও বলা হয়।

৯। **সহীহ লি গায়রিহি** (অন্যের কারণে সহীহ) ঃ এটি মূলত হাসান লি যাতিহি। কিন্তু হাসানের একাধিক সূত্র পাওয়া গেলে, সে সময় হাসান হতে সহীহার পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। তবে এর স্তরটি ‘সহীহ লি যাতিহি’র চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের।

১০। **হাসান লি গায়রিহি** (অন্যের কারণে হাসান) ঃ এটি মূলত দুর্বল হাদীস। কিন্তু যখন তা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয় এবং হাদীসটির বর্ণনাকারী ফাসেক বা মিথ্যার দোষে দোষী হওয়ার কারণে দুর্বল না হয়, তখন এটি অন্যান্য সূত্রগুলোর কারণে ‘হাসান’-এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। তবে এর স্তরটি ‘হাসান লি যাতিহি’র চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের।

১১। **য‘ঈফ** ঃ যে সনদে হাসান হাদীসের সনদের গুণাবলী একত্রিত হয়নি, হাসান-এর সনদের শর্তগুলোর যে কোনটি অনুপস্থিত থাকার কারণে, সে সনদের হাদীসটিকে ‘য‘ঈফ’ বলা হয়।

এই ‘য‘ঈফে’র স্তরগুলো বিভিন্ন হতে পারে বর্ণনাকারীর মাঝের দুর্বলতা (ক্রুটি) কম বেশী হওয়ার কারণে। (যেমনভাবে সহীহ হাদীসের স্তরে পার্থক্য রয়েছে বর্ণনাকারী নির্ভরশীল বা বেশী নির্ভরশীল হওয়ার কারণে)। দুর্বলের প্রকার গুলোর মধ্যে রয়েছে; য‘ঈফ, য‘ঈফ জিদ্দান (নিতান্তই দুর্বল), ওয়াহিন, মুনকার, মুযতারিব, মু‘যাল, মুরসাল মু‘আল্লাক ইত্যাদি। তবে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রকার হচ্ছে মাওযূ‘ (জাল)।

১২। **মু'আল্লাক** ঃ যে হাদীসের সনদের শুরুতে একজন বা পর্যায়ক্রমে একাধিক বর্ণনাকারী উল্লেখ করা হয়নি সেই হাদীসকে 'মু'আল্লাক' বলা হয়। যেমন সনদের সকল বর্ণনাকারীকে উল্লেখ না করে এরূপ বলা যে, রসূল (ﷺ) বলেছেন, কিংবা সহাবী বা তাবে'ঈ ছাড়া সনদের সকল বর্ণনাকারীকে উল্লেখ না করা। এ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

১৩। **মুরসাল** ঃ যে সনদের শেষ ভাগে তাবে'ঈর পরের ব্যক্তি অর্থাৎ সহাবীকে উহ্য রেখে তাবে'ঈ বলবেন ঃ রসূল (ﷺ) বলেছেন। এরূপ সনদের হাদীসকে মুরসাল বলা হয়। এরূপ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

১৪। **মু'যাল** ঃ যে সনদে দুই বা ততোধিক বর্ণনাকারীকে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হয়নি সেই সনদের হাদীসকে বলা হয় মু'যাল। এরূপ হাদীস দুর্বলের পর্যায়ভুক্ত, গ্রহণযোগ্য নয়।

১৫। **মুনকাতি'** ঃ যে হাদীসের সনদে বিচ্ছিন্নতা ঘটেছে তাকেই বলা হয় 'মুনকাতি''। এ বিচ্ছিন্নতা যেভাবেই হোক না কেন। মুরসাল, মু'আল্লাক, মু'যাল এসব গুলো এরই অন্তর্ভুক্ত। সনদের মধ্যে অজ্ঞতা থাকার কারণে এটি সকল আলেমের ঐকমত্যে দুর্বল হাদীসের অন্তর্গত।

১৬। **মাতরূক** ঃ সেই হাদীসকে বলা হয় যার সনদে মিথ্যার দোষে দোষী বর্ণনাকারী রয়েছে। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

১৭। **মা'রূফ** ঃ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী কর্তৃক দুর্বল বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করে বর্ণনা করাকেই বলা হয় 'মা'রূফ' হাদীস। মারূফ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

১৮। **মুনকার** ঃ দুর্বল বর্ণনাকারী কর্তৃক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করে বর্ণনা করাকেই বলা হয় মুনকার হাদীস। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

অন্য ভাষায় মুনকার বলা হয় সেই হাদীসকে যার সনদে এমন এক বর্ণনাকারী আছেন যার বেশী ভুল হয় বা যার অসতর্কতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিংবা পাপাচার প্রকাশ পেয়েছে।

১৯। **মাহ্ফূয** ঃ যে হাদীসটি বেশী নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তার চেয়ে কম নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন তাকে বলা হয় 'মাহফুয' হাদীস। এ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

২০। **শায** ঃ যে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি তার মতই একাধিক বা তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন সেটিকে বলা হয় 'শায'। এরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

২১। মাজহূল ঃ যে বর্ণনাকারীর সত্ত্বা বা গুণাবলী (অবস্থা) সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না তাকেই বলা হয় 'মাজহূল'। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

২২। **জাহালাত** ঃ যে সনদের মধ্যের কোন বর্ণনাকারীর সত্ত্বা বা অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না সে সনদটিকে জাহালাত (অজ্ঞতা) সম্বলিত সনদ বলা হয়।

২৩। **তাবে'** ঃ সেই হাদীসকে তাবে' বলা হয় যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা শুধু অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে একই সহাবা হতে।

২৪। **শাহেদ** ঃ সেই হাদীসকে শাহেদ বলা হয় যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা শুধু অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে ভিন্ন সহাবা হতে।

২৫। **মুতাবা'য়াত** ঃ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী অন্য বর্ণনাকারীর সাথে মিল রেখে বর্ণনা করলে তাকে বলা হয় 'মুতাবা'য়াত'।

এটি দু'প্রকার ঃ

(ক) **মুতাবা'য়াতু তাম্মাহ** ঃ যদি সনদের প্রথম অংশের বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য বর্ণনাকারী মিলে যায়, তাহলে তাকে 'মুতাবা'য়াতু তাম্মাহ' বলে।

(খ) **মুতাবা'য়াতু কাসিরা** ঃ যদি সনদের মাঝের কোন বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য কোন বর্ণনাকারী মিলে যায় তাহলে তাকে বলা হয় 'মুতাবা'য়াতু কাসিরা'।

২৬। **মুদাল্লাস** ঃ সনদের মধ্যের দোষ লুকিয়ে তার বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রকাশ করে বর্ণনা করা হাদীসকে 'মুদাল্লাস' বলা হয়। আর যে ব্যক্তি এরূপ করে তাকে বলা হয় 'মুদাল্লিস' (দোষ গোপণকারী)।

তাদলীস (সনদের দোষ গোপন করা) দু'প্রকার ঃ

(ক) তাদলীসুল ইসনাদ ঃ রাবী (বর্ণনাকারী) কর্তৃক তার শাইখকে লুকিয়ে তার শাইখের শাইখ হতে অথবা তার সমসাময়িক অন্য কোন ব্যক্তি হতে বর্ণনা করা, যার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটেছে, কিন্তু তার থেকে সে শ্রবণ করেনি।

(খ) তাদলীসুত তাসবিয়া ঃ রাবী কর্তৃক এমন এক দুর্বল বর্ণনাকারী হতে হাদীস বর্ণনা করা, সনদে যার অবস্থান এমন দুই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর মাঝে যারা একে অপরের সাথে মিলিত হয়েছে। অতঃপর রাবী কর্তৃক সেই দুর্বল বর্ণনাকারীকে ঝুপিয়ে তার নির্ভরযোগ্য শাইখের মাধ্যমে অপর নির্ভরযোগ্য হতে বর্ণনা করা। (অথচ ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিয়ে উভয়ের মাঝের দুর্বল বর্ণনাকারীকে উল্লেখ করা উচিত ছিল)। এটি সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম তাদলীস।

* **তাদলীসুশ শয়ূখ** ঃ রাবী কর্তৃক মানুষের নিকট তার শাইখের অপ্রসিদ্ধ নাম বা কুনিয়াত বা উপাধি ইত্যাদি উল্লেখ করার মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করা।

মুদাল্লিস বর্ণনাকারী যদি স্পষ্ট ভাষায় শ্রবণ সাব্যস্ত করে, যেমন বলবে আমি শুনেছি, তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি স্পষ্টভাবে তার শ্রবণ সাব্যস্ত না করে,

(যেমন বলবে অমুক হতে অমুক হতে, যেটাকে বলা হয় আন্ আন্ করে) তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না।

২৭। **মুরসালুল খাফী** ঃ রাবী কর্তৃক তার সমসাময়িক এমন ব্যক্তি হতে হাদীস বর্ণনা করা যার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটার ব্যাপারটি জানা যায় না।

২৮। **মাওযূ‘** ঃ নিজে জাল করে রসূল (ﷺ)-এর উপর মিথ্যারোপ করাকেই ‘মাওযূ’’ হাদীস বলা হয়। (এরূপ বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করা হারাম)।

২৯। **মুযতারিব** ঃ আভিধানিক অর্থে মুযতারিব বলা হয় কর্মে ক্রটিযুক্ত হওয়াকে।

আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসকে মুযতারিব বলা হয়, যেটি সমশক্তিতে বিভিন্ন রূপে বর্ণিত হয়েছে। যার একটি অন্যটির সাথে সাংঘর্ষিক এবং একটিকে অন্যটির সাথে একত্রিত করেও আমল করা সম্ভবপর হয় না। এরূপ বিভিন্নতা সনদের বর্ণনাকারীদের নাম নিয়েও হতে পারে আবার হাদীসের ভাষাতেও হতে পারে। তবে এরূপ সনদের মধ্যেই বেশী ঘটে থাকে। এরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

৩০। **মুসাহ্হাফ** ঃ আভিধানিক অর্থে তাসহীফ বলা হয় লিখতে এবং পড়তে ভুল করাকে।

পারিভাষিক অর্থে মুসাহ্হাফ বলা হয় ঃ শব্দ অথবা অর্থের দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের শব্দে পরিবর্তন ঘটানোকে।

তাসহীফ সংঘটিত হয় সনদ এবং মাতান (হাদীসের ভাষা) উভয়ের মধ্যে।

সাধারণত শিক্ষক বা শাইখের নিকট শিক্ষা গ্রহণ না করে গ্রন্থরাজী হতে হাদীস গ্রহণকারী রাবী তাসহীফ-এর মধ্যে পতিত হয়ে থাকেন।

হাফিয ইবনু হাজারের (রহঃ) নিকট মুসাহ্হাফ বলা হয় ঃ নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের সনদে ব্যক্তির নামের বা হাদীসের ভাষার কোন শব্দের অক্ষরের এক বা একাধিক নুকতাকে শব্দের আকৃতি ঠিক রেখে পরিবর্তন করাকে।

৩১। **মুদরাজ** ঃ আভিধানিক অর্থে কোন বস্তুকে অন্য কোন বস্তুর মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়াকেই বলা হয় ‘মুদরাজ’ বলা হয়।

আর পারিভাষিক অর্থে মুদরাজ বলা হয় সনদের মাঝে কারণ বশতঃ বর্ণনাকারীর পক্ষ হতে কোন কিছু সংযোজন করাকে অথবা হাদীসের ভাষ্যে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় এরূপ কিছুর প্রবেশ ঘটিয়ে তার সাথে মিশিয়ে দেয়াকে (পৃথকভাবে উল্লেখ না করে)। মুদরাজ গ্রহণযোগ্য নয়, বরং হারাম। তবে যদি ব্যাখ্যা মূলক হয় তাহলে তা নিষিদ্ধ নয়।

وحكمه	مراتب الجرح	م
الحكم في أهل هذه المراتب أنه لا يحتج بأحد من أهل الأربع الأول منها ولا يستشهد به ولا يعتبر.	الأولى ما دل على المبالغة نحو: فلان أكذب الناس، أو إليه المنتهى في الكذب، أو هو ركن الكذب، أو معدنه، أو نحو ذلك.	١
	ثم الثانية ما دون ذلك وإن اشتملت على المبالغة نحو: فلان دجال ، أو كذاب، أو وضاع وكذا يضع الحديث أو يكذب.	٢
	فلان متهم بالكذب أو الوضع أو يسرق الحديث أو ساقط أو متروك أو هالك أو ذاهب الحديث أو تركوه أو لا يعتبر به أو ليس بثقة أو نحو ذلك.	٣
	فلان رد حديثه أو مردود الحديث أو ضعيف جداً أو واه بمرة أو طرحوه أو لا يكتب حديثه أو لا تحل الرواية عنه، أو ليس بشيء عند غير ابن معين. لأنه يريد بـــ ليس بشيء ، أن أحاديثه قليلة.	٤
وكل من ذكر في الخامسة والسادسة يعتبر بحـــديث أن يخرج للاعتبار.	فلان لا يحتج به أو ضعفوه أو مضطرب الحديث أو ضعيف أو له ما ينكر أو له مناكير أو منكر الحديث عند غير البخاري. لأن البخاري إذا قال في الراوي أنه منكر الحديث لا تحل الرواية عنه.	٥
	فلان فيه مقال أو أدنى مقال أو ينكر مرة ويعرف أخرى أوليس بذاك أو ليس بالقوي أو ليس بالمتين أو ليس بحجة أو بعمدة أو ليس بالحافظ أو فيه شيء أو فيه جهالة أو سيء الحفظ أو لين الحديث أو فيه لين. أو فلان تكلموا فيه أو فلان فيه نظر أو سكتوا عنه عند غير البخاري. لأن فلان فيه نظر أو فلان سكتوا عنه يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه.	٦

নং	মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত দোষনীয় উক্তিগুলোর স্তর ছয়টি	হুকুম
১	প্রথমতঃ যে শব্দ মুবালাগার (বাড়তি অর্থের) প্রমাণ বহন করে, যেমন অমুক ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সব চাইতে বেশী মিথ্যুক বা সে হচ্ছে মিথ্যার শেষ সীমায় বা সে মিথ্যার স্তম্ভ বা সে মিথ্যার খুণি অথবা এরূপ অর্থবোধক ভাষ্য।	এ চার স্তরের ভাষ্যগুলো হতে যে কোন প্রকারের দ্বারা দোষণীয় কোন বর্ণনাকারীর হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনকি শাহেদ হিসাবে বা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেও গ্রহণ করা যাবে না।
২	প্রথমটির চেয়ে একটু নীচু পর্যায়ের যদিও এ স্তরের শব্দগুলোও মুবালাগার অর্থ বহণ করে। যেমন অমুক ব্যক্তি দাজ্জাল বা সে কায্যাব (অত্যাধিক মিথ্যাবাদী) বা অত্যাধিক জালকারী বা হাদীস জাল করে বা মিথ্যা বলে।	
৩	অমুক ব্যক্তি মিথ্যার বা জাল করার দোষে দোষী বা সে হাদীস চুরী করত কিংবা সাকেত বা মাতরূক বা হালেক বা যাহেবুল হাদীস বা তাকে মুহাদ্দিসগণ মিথ্যার দোষে পরিত্যাগ করেছেন বা তাকে মূল্যায়ন করা হয় না বা সে নির্ভরশীল নয় অথবা যে সব ভাষ্য অনুরূপ অর্থ বহণ করে।	
৪	অমুক ব্যক্তির হাদীস পরিত্যাগ করা হয়েছে বা সে হাদীসের ক্ষেত্রে পরিত্যাক্ত বা নিতান্তই দুর্বল বা একেবারে দুর্বল বা মুহাদ্দিসগণ তাকে নিক্ষেপ করেছেন বা তার হাদীস লিখার যোগ্য নয় বা তার নিকট হতে বর্ণনা করাই হালাল নয় বা সে কিছুই না। তবে শেষোক্ত ভাষ্য ইবনু মা'ঈন ব্যতীত অন্য সকলের নিকট, কারণ তার নিকট এ ভাষ্য দ্বারা যে ব্যক্তি কম হাদীস বর্ণনা করেছে তাকে বুঝানো হয়ে থাকে।	
৫	অমুক ব্যক্তির দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না, বা তাকে তাঁরা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, বা সে মুযতারিবুল হাদীস, বা দুর্বল, বা তার অস্বীকার যোগ্য হাদীস রয়েছে, বা তার বহু অস্বীকার যোগ্য হাদীস রয়েছে, বা সে মুনকারুল হাদীস। তবে ইমাম বুখারী কারো সম্পর্কে শেষোক্ত মন্তব্য করলে তার হাদীস বর্ণনা করাই হালাল নয়।	৫ ও ৬ নং স্তরের যে কোন একটি ভাষ্য যদি কোন বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে বলা হয় তাহলে তার হাদীস পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা যেতে পারে।
৬	অমুক ব্যক্তির ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে, বা কিছু সমালোচনা করা হয়েছে, বা তাকে একবার অস্বীকার করা হয়েছে অন্যবার স্বীকার করা হয়েছে, বা সে সেরূপ নয়, বা সে শক্তিশালী নয়, বা সে দৃঢ় নয়, বা সে দলীল নয়, বা সে ভাল নয়, বা সে হাফিয নয়, বা তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে, বা তার মধ্যে অজ্ঞতা রয়েছে, বা তার মুখস্থ বিদ্যায় ত্রুটি রয়েছে, বা তার হাদীস প্রায় দুর্বলভুক্ত, বা তার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে, বা অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ কথপোকথন করেছেন, বা তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে, বা তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ চুপ থেকেছেন। তবে ইমাম বুখারী যখন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে শেষের ভাষ্য দু'টি বলেন, তখন তিনি তা দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝিয়ে থাকেন যার হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ মিথ্যার দোষে দোষী হওয়ার কারণে পরিত্যাগ করেছেন।	

সূচীপত্র

১৯৫০	(ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهِيَ رَاجِعَةٌ على صاحِبِها: الْبَغْيُ والمَكْرُ والنَّكْثُ، ثم قرأ ".... যার মধ্যে তিনটি বস্তু থাকবে সেগুলোর কুপরিণতি তার দিকেই ফিরে আসবে......	৫৪৬ দুর্বল
১৯০১	(الحَسَدُ يأكُلُ الحَسناتِ كما تأكُلُ النَّارُ الحَطَبَ، والصَّدَقَةُ تُطفِيءُ الخطِيئَةَ كَمَا يُطْفِيءُ الْمَاءُ..... হিংসা সৎকর্মগুলোকে খেয়ে ফেলে যেমন আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে। সাদাকাহ্.....	৪৯১ দুর্বল
১৫৮৩	(خَشْيَةُ اللهِ رَأْسُ كُلِّ حِكْمَةٍ، وَالْوَرَعُ سَيِّدُ الْعَمَلِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَعٌ يَحْجِزُهُ عَنْ مَعْصِيَةِ اللهِ ... প্রত্যেক হিকমাতের মূল হচ্ছে আল্লাহ্ ভীতি। পরহেযগারিতা হচ্ছে কর্মের সরদার....	১৬৬ দুর্বল
১৭০৬	(خُلُقانِ يُحِبُّهُما اللهُ، وخُلُقانِ يُبْغِضُهُما اللهُ، فأمَّا اللَّذانِ يُحِبُّهُما اللهُ فالسَّخاءُ والسَّماحَةُ، ..... দু'টি চরিত্রকে আল্লাহ্ তা'য়ালা ভালোবাসেন আর দু'টি চরিত্রকে আল্লাহ্	২৯৩ বানোয়াট
১৯৫৬	(خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ الْخُلُقُ الْحَسَنُ، وَإِنَّ شَرَّ مَا أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ الْخُلُقُ السَّيِّءُ فِي الصُّورَةِ..... সর্বোত্তম যা কিছু মানুষকে দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে ভালো চরিত্র। আর সর্বনিকৃষ্ট যা.....	৫৫১ দুর্বল
১৯১১	(خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ خُلُقٌ حَسَنٌ، وَشَرُّ مَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ قَلْبُ سُوءٍ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ). মানুষকে সর্বোত্তম যা কিছু দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে ভালো চরিত্র। আর ব্যক্তিকে সর্ব....	৫০৪ দুর্বল
১৫৭৪	(الرِّفْقُ رَأْسُ الْحِكْمَةِ). হিকমাতের মূল হচ্ছে নরম আচরণ।	১৫৪ দুর্বল
১৫৫৭	(السَّمَاحُ رَبَاحٌ، وَالْعُسْرُ شُؤْمٌ). ক্ষমা প্রদর্শন করা হচ্ছে লাভজনক আর কঠোরতা করা হচ্ছে অমঙ্গলজনক।	১৩৯ মুনকার
১৮৬০	(الصَّبْرُ وَالاحْتِسَابُ هُنَّ عِتْقُ الرِّقَابِ، وَيُدْخِلُ اللّهُ صَاحِبَهُنَّ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ). ধৈর্য ধারণ করা এবং আত্মসমালোচনা করা দাস/দাসী স্বাধীন করার মত।	৪৫০ খুবই দুর্বল
১৮৪৬	(الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا، إِنَّ الرَّجُلَ يَتُوبُ فَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ). গীবাত হচ্ছে যেনার চেয়েও কঠিন গুনাহ্। কারণ (যেনাকারী) ব্যক্তি যখন	৪৩৬ খুবই দুর্বল
১৮০৪	(الْغَيْرَةُ مِنَ الإِيمَانِ، وَالْمِذَاءُ مِنَ النِّفَاقِ). ঈর্ষা হচ্ছে ঈমানের অন্তর্ভূক্ত। আর নিজ স্ত্রীকে অন্য পুরুষদের সাথে পরস্পরের	৩৯৭ দুর্বল
১৯০৫	(كَادَتِ النَّمِيمَةُ أَنْ تَكُوْنَ سِحْراً، كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُوْنَ كُفْراً). চোগলখোরী জাদুর (ধোকার) নিকটবর্তী হয়েছিল। আর দরিদ্রতা কুফরীর	৪৯৬ বানোয়াট
১৮৪৮	(لَوْ كَانَ حُسْنُ الْخُلُقِ رَجُلاً يَمْشِيْ فِي النَّاسِ لَكَانَ رَجُلاً صَالِحًا). ভাল চরিত্র যদি একজন ব্যক্তি হতো যে লোকদের মাঝে হাঁটছে। তাহলে মানুষ সৎ....	৪৩৯ খুবই দুর্বল
১৯৫৪	(مَا كَرِهْتَ أَنْ تُوَاجِهَ بِهِ أَخَاكَ فَهُوَ غِيبَةٌ). তুমি যার দ্বারা তোমার ভাইকে সম্বোধন করাকে অপছন্দ কর তাই গীবাত।	৫৫০ দুর্বল
১৯১২	(مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنْفَاذِهِ، مَلأَهُ اللهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا). যে ব্যক্তি ক্রোধকে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েও প্রথমেই সংবরণ করবে আল্লাহ্.....	৫০৪ দুর্বল
১৮৬৬	(مَنْ لَا حَيَاءَ لَهُ فَلَا غِيبَةَ لَهُ). যার লজ্জা নাই তার গীবাতও নাই।	৪৬০ খুবই দুর্বল
১৯১০	(لَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ، وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ، وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ). (জীবন ধারণ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে) তদবীর করার মত কোন বুদ্ধিমত্তা নেই, ...	৫০২ দুর্বল

٢ـ الأدب والاستئذان
২। আদব ও অনুমতি প্রার্থনা

১৫৮৫	(وَابْتَغُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوْهِ). তোমরা সুন্দর চেহারার অধিকারীদের নিকট কল্যাণ অনুসন্ধান কর।	১৬৭ মিথ্যা
১৭৫৪	(أَتَانِي جِبْرِيل عليه السلام، فَقَالَ إِذَا أَنْتَ عَطَسْتَ فَقُلْ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ لِكَرَمِهِ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ كَعِزِّ..... জিবরীল (আ) আমার নিকট এসে বললেন: আপনি যখন হাঁচি দিবেন তখন বলুন:	৩৪০ খুবই দুর্বল
১৯৯৭	(اِثْنَانِ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: قَاطِعُ الرَّحِمِ، وَجَارُ السُّوْءِ). দু'ব্যক্তির দিকে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকাবেন না। রেহেমের.......	৫৯৭ বানোয়াট
১৮৩১	(أَجِيفُوا أَبْوَابَكُمْ، وَأَكْفِئُوا آنِيَتَكُمْ، وَأَوْكِئُوا أَسْقِيَتَكُمْ، وَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ، فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ بِالتَّسَوُّرِ عَلَيْكُمْ). তোমরা তোমাদের দরজাগুলো বন্ধ কর, তোমাদের পাত্রগুলো উলটিয়ে রাখ.....	৪২১ দুর্বল
১৬১৫	(أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ حِفْظُ اللِّسَانِ). আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল হচ্ছে যবানকে হেফাযাত করা।	২০৪ দুর্বল
১৬৩৬	(أَحَبُّ الْبُيُوْتِ إِلَى اللهِ، بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ مُكْرَمٌ). আল্লাহর নিকটে সর্বোত্তম বাড়ি হচ্ছে সেই বাড়ি যে বাড়িতে মর্যাদা নিয়ে ইয়াতীম থাকে।	২২৭ খুবই দুর্বল
১৬১৯	(أَحْسَنُهَا (يعني الطِّيَرَةَ) الْفَأْلُ، وَلاَ تَرُدُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ: اللّٰهُمَّ .... পাখী উড়ানোর মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে ভালো ফল নির্ণয় করা। পাখী উড়ানো	২০৯ সনদ দুর্বল
১৮৮০	(أَحْسِنُوْا إِلَى الْمَاعِزَةِ، وَامْسَحُوْا عَنْهَا الرُّغَامَ، فَإِنَّهَا دَابَّةٌ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ). তোমরা ছাগলের প্রতি সদাচরণ কর। তার থেকে মাটিকে মুছে দাও। কারণ সে....	৪৭৩ বানোয়াট
১৭২৬	(إِذَا آخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسْأَلْهُ عَنِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيْهِ، وَمِمَّنْ هُوَ، فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلْمَوَدَّةِ). যখন কেউ কোন ব্যক্তিকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করবে তখন সে যেন তার নাম, ...	৩১৩ দুর্বল
১৭২৫	(إِذَا آخَيْتَ رَجُلاً فَسَلْهُ عَنِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيْهِ، فَإِنْ كَانَ غَائِبًا حَفِظْتَهُ، وَإِنْ كَانَ مَرِيْضًا عُدْتَهُ،..... তুমি যখন কোন ব্যক্তিকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করবে তখন তাকে তার এবং তার	৩১২ খুবই দুর্বল
১৮৪০	(إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْتَتِرِ اسْتَحْيَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَخَرَجَتْ، وَحَضَرَهُ.... তোমাদের কেউ যখন তার পরিবারের নিকট আসবে তখন সে যেন পর্দা করে।....	৪৩০ দুর্বল
১৮৪১	(إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ بَابَ حُجْرَتِهِ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ قَرِيْنُهُ الَّذِي مَعَهُ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ، ..... যখন তোমাদের কেউ তার ঘরের দরজার নিকট আসবে সে যেন সালাম দেয়।	৪৩১ খুবই দুর্বল
১৫০৮	(إِذَا ظَهَرَتِ الْحَيَّةُ فِي الْمَسْكَنِ، فَقُولُوا لَهَا : إِنَّا نَسْأَلُكِ بِعَهْدِ نُوحٍ، وَبِعَهْدِ ..... যখন কোন গৃহে সাপ দেখা যাবে তখন তোমরা তাকে উদ্দেশ্য করে বলো:	৮৭ সনদ দুর্বল
১৭৪০	(إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى أَحَدٍ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ). তোমাদের কেউ যখন কারো উদ্দেশ্যে লিখবে তখন সে যেন তার নিজেকে দিয়ে শুরু করে।	৩২৫ দুর্বল
১৭৩৮	(إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا، فَلْيُتَرِّبْهُ، فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ (وَفِيْ التُّرَابِ بَرَكَةٌ). তোমাদের কেউ যখন কিতাব লিখবে তখন সে যেন তাতে মাটি লাগিয়ে নেয়, ...	৩২৩ দুর্বল

১৭৩৭	(إِذَا كَتَبْتَ فَبَيِّنِ (السِّيْنَ) فِيْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ). তুমি যখন লিখবে তখন বিসমিল্লাহির রহমানির রহীমের মধ্যের সীনকে স্পষ্ট করে লিখ।	৩২২ দুর্বল
১৭৫২	(إِسْمَاعُ الأَصَمِّ صَدَقَةٌ). বধিরকে শুনানো হচ্ছে সাদাকাহ।	৩৩৮ খুবই দুর্বল
১৭৩২	(أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالأَسْحَارِ). সর্বাপেক্ষা সত্য স্বপ্ন হচ্ছে সাহরীর সময়ের স্বপ্ন।	৩১৭ দুর্বল
১৫৭৭	(اطْلُبُوا الْفَضْلَ عِنْدَ الرُّحَمَاءِ مِنْ أُمَّتِيْ، تَعِيْشُوْا فِيْ أَكْنَافِهِمْ، فَإِنَّ فِيْهِمْ رَحْمَتِيْ، وَلاَ تَطْلُبُوْا.... তোমরা আমার উম্মাতের দয়াবানদের থেকে অনুগ্রহ চাও। তোমরা তাদের ধারে.....	১৫৭ দুর্বল
১৬৪৯	(أَكْرِمُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ). তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সম্মান প্রদান কর এবং তাদের সুন্দরভাবে শিষ্টাচার শিখাও।	২৩৯ খুবই দুর্বল
১৭২৩	(أَنَا شَفِيْعٌ لِكُلِّ رَجُلَيْنِ تَحَابَّا فِي اللهِ، مِنْ مَبْعَثِيْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ). আমাকে প্রেরণ করা হতে কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত আমি প্রত্যেক সেই দু'ব্যক্তির	৩১০ বানোয়াট
১৫৭২	(اِنْتِظَارُ الْفَرَجِ بِالصَّبْرِ عِبَادَةٌ). ধৈর্যের সাথে স্বচ্ছলতার (প্রশস্ততার) অপেক্ষা করা ইবাদাত।	১৫১ বানোয়াট
১৫৭৩	(انْتِظَارُ الْفَرَجِ مِنَ اللهِ عِبَادَةٌ، وَمَنْ رَضِيَ بِالْقَلِيْلِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللهُ مِنْهُ بِالْقَلِيْلِ مِنَ الْعَمَلِ). আল্লাহর নিকট হতে স্বচ্ছলতার (প্রশস্ততার) জন্য অপেক্ষা করা ইবাদাত।	১৫৩ খুবই দুর্বল
১৮৯২	(أَنْزِلِ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَأَحْسِنْ أَدَبَهُمْ عَلَى الأَخْلاَقِ الْفَاضِلَةِ). ভাল আর মন্দের দৃষ্টিকোন থেকে তুমি লোকদেরকে তাদের স্বস্ব মর্যাদা প্রদান কর....	৪৮৩ দুর্বল
১৮৯৪	(أَنْزِلُوْا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ). তোমরা লোকদেরকে তাদের স্বস্ব মর্যাদা প্রদান কর।	৪৮৪ দুর্বল
১৮৮৯	(إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرْآةُ أَخِيْهِ، فَإِنْ رَأَى بِهِ أَذًى، فَلْيُمِطْهُ عَنْهُ). তোমাদের একেকজন তার ভাইয়ের জন্য আয়না স্বরূপ। অতএব তার মাঝে যদি.....	৪৭৯ খুবই দুর্বল
১৯৫৩	(إِنَّ اللهَ عِنْدَ لِسَانِ كُلِّ قَائِلٍ، فَلْيَتَّقِ اللهَ امْرُؤٌ وَعَلِمَ مَا يَقُوْلُ). আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রত্যেক যবানের নিকটেই রয়েছেন। অতএব ব্যক্তি যেন আল্লাহকে....	৫৪৯ দুর্বল
১৫৪২	(إِنَّ مِنَ التَّوَاضُعِ لِلهِ، الرِّضَى بِالدُّوْنِ مِنْ شَرَفِ الْمَجْلِسِ). মজলিসের উচু স্থান ছেড়ে নিচু স্থান গ্রহণে সন্তুষ্ট থাকা আল্লাহর.......	১২৬ দুর্বল
১৭৫১	(الْبَادِىءُ بِالسَّلاَمِ بَرِيْءٌ مِنَ الصَّرْمِ). প্রথমে সালাম প্রদানকারী সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে নিরাপদে থাকবে।	৩৩৬ দুর্বল
১৫৬০	(التَّدْبِيْرُ نِصْفُ الْعَيْشِ، وَالتَّوَدُّدُ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَالْهَمُّ نِصْفُ الْهَرَمِ، وَقِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ). খরচ করার পরিণতির দিকে দৃষ্টি দেয়া জীবন ধারণের অর্ধেক, (মানুষকে) ভালোবাসা....	১৪১ দুর্বল
১৭৩৯	(تَرِّبُوْا صُحُفَكُمْ أَنْجَحُ لَهَا، إِنَّ التُّرَابَ مُبَارَكٌ). তোমরা তোমাদের পাত্রগুলোকে মাটি মিশ্রিত কর তাহলে তা হবে সেগুলোর	৩২৪ মুনকার
১৭৬৬	(تَصَافَحُوْا فَإِنَّ الْمُصَافَحَةَ تَذْهَبُ بِالشَّحْنَاءِ، وَتَهَادُوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ بِالْغِلِّ). তোমরা মুসাফাহা কর, কারণ মুসাফাহা কৃপণতাকে দূর করে আর তোমরা পরস্পরকে....	৩৫২ দুর্বল

১৫৩৫	(ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ حَاسَبَهُ اللهُ حِسَاباً يَسِيْرًا، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ :......... তিনটি বস্তু যার মধ্যে থাকবে আল্লাহ্ তা'য়ালা সহজভাবে তার হিসাব	১২০ খুবই দুর্বল
১৭৬৪	(حُسْنُ الْوَجْهِ مَالٌ، وَحُسْنُ الشَّعْرِ مَالٌ، وَحُسْنُ اللِّسَانِ مَالٌ، وَالْمَالُ مَالٌ). সুন্দর চেহারা হচ্ছে সম্পদ, সুন্দর চুল হচ্ছে সম্পদ, সুন্দর যবান হচ্ছে সম্পদ	৩৫১ বানোয়াট
১৯০০	(اَلْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللهِ، فَأَحَبُّ خَلْقِهِ إِلَيْهِ، أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ). সৃষ্টির সবই আল্লাহর পরিবার। তাঁর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় সৃষ্টি হচ্ছে তাদের....	৪৯০ দুর্বল
১৬৩৭	(خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ، بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَ شَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ، بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ) মুসলিমদের সর্বোত্তম বাড়ি হচ্ছে সেই বাড়ি যে বাড়িতে ইয়াতীমের সাথে	২২৮ দুর্বল
১৭৭১	(رَحِمَ اللهُ مَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ، وَعَرَفَ زَمَانَهُ، وَاسْتَقَامَتْ طَرِيْقَتُهُ). আল্লাহর তার প্রতি দয়া করুন যে তার যবানকে হেফাযাত করল, যে তার যুগকে	৩৫৬ বানোয়াট
১৯৪৬	(رَحِمَ اللهُ وَالِداً أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ، قَالُوْا: كَيْفَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ: يَقْبَلُ إِحْسَانَهُ، وَيَتَجَاوَزُ.... আল্লাহ্ তা'য়ালা সেই পিতার প্রতি দয়া করুন যে তার সন্তানকে তার হকের ব্যাপারে...	৫৪১ দুর্বল
১৭৩৬	(السَّلاَمُ قَبْلَ الْكَلاَمِ، وَلاَ تَدْعُوْا أَحَدًا إِلَى الطَّعَامِ حَتَّى يُسَلِّمَ). সালাম হচ্ছে কথা বলার পূর্বেই। আর যে পর্যন্ত সালাম প্রদান না করবে সে	৩২১ বানোয়াট
১৫০২	(سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ). সম্প্রদায়ের সরদার হচ্ছে তাদের খাদেম।	৭৯ দুর্বল
১৫৫৪	(العِدَةُ عَطِيَّةٌ). ওয়াদা হচ্ছে হাদিয়্যাহ্।	১৩৬ দুর্বল
১৫৬৭	(كَرَامَةُ الْكِتَابِ خَتْمُهُ). কিতাবের কারামাত হচ্ছে তাতে শীল লাগানোতে।	১৪৭ বানোয়াট
১৮৮৭	(لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ، أَوْ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ كُلَّ يَوْمٍ بِنِصْفِ صَاعٍ). ব্যক্তি কর্তৃক তার সন্তানকে আদব শিক্ষা দেয়া, অথবা তোমাদের কোন একজন....	৪৭৭ খুবই দুর্বল
১৯০৯	(الْمَجَالِسُ بِالأَمَانَةِ إِلاَّ ثَلاَثَةُ مَجَالِسَ: مَجْلِسٌ يُسْفَكُ فِيْهِ دَمٌ حَرَامٌ، وَمَجْلِسٌ يُسْتَحَلُّ فِيْهِ.... তিনটি মাজলিস ছাড়া (অন্যান্য) মাজলিসগুলো আমানাতের একটি মাজলিস হচ্ছে....	৫০০ দুর্বল
১৯০৭	(مَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيْهِ بِمَعْذِرَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيْئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ). যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের নিকট (ত্রুটির জন্য) ওযর পেশ করল। কিন্তু সে তা কবূল.....	৪৯৮ দুর্বল
১৮৮৮	(مَنِ اغْتِيْبَ عِنْدَهُ أَخُوْهُ الْمُسْلِمُ، وَهُوَ يَسْتَطِيْعُ نَصْرَهُ، فَنَصَرَهُ، نَصَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.... যার নিকটে তার মুসলিম ভাইয়ের গীবাত করা হবে, এমতাবস্থায় যে সে তাকে.....	৪৭৮ খুবই দুর্বল
১৯২৭	(مَنْ جَاعَ وَاحْتَاجَ فَكَتَمَهُ النَّاسَ حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَتَحَ اللهُ لَهُ رِزْقَ سَنَةٍ مِنْ حَلاَلٍ). যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত হবে এবং মুখাপেক্ষী হবে, অতঃপর সে লোকদের থেকে তা.....	৫২৩ মুনকার
১৯১৭	(مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ دَخَلَ فِي حَسَنَةٍ، وَخَرَجَ مِنْ سَيِّئَةٍ مَغْفُوْرًا لَهُ). যে ব্যক্তি ঘরে (বাইতুল হারামে) প্রবেশ করল সে ভালোর মধ্যে প্রবেশ করলো.....	৫১০ দুর্বল
১৯১৬	(مَنْ دَفَعَ غَضَبَهُ دَفَعَ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ، وَمَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيْهِ.... যে তার রাগ প্রতিহত করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার শাস্তিকে তার থেকে স্থগিত.....	৫০৮ খুবই দুর্বল

১৬৫৫	(مَنْ سَرَّهُ أَن يَّنجُوَ فَلْيَلْزَمِ الصَّمْتَ). যে ব্যক্তিকে নাজাত লাভ করা খুশি করে সে যেন চুপ থাকাকে ধারণ করে।	২৪৩ দুর্বল
১৫৭৮	(يَا عَلِيُّ! اطْلُبُوا الْمَعْرُوفَ مِنْ رُحَمَاءِ أُمَّتِيْ، تَعِيْشُوْا فِيْ أَكْنَافِهِمْ وَلا تَطْلُبُوهُ مِنَ الْقَاسِيَةِ.... হে আলী! তোমরা আমার উম্মাতের দয়াবানদের থেকে অনুগ্রহ চাও। তোমরা	১৬০ খুবই দুর্বল

٣- الأضاحي والذبائح والأطعمة
৩। কুরবানী, যবেহ্ ও পানাহার

১৯১১	(ائْتَدِمُوا وَلَوْ بِالْمَاءِ). তোমরা পানি দ্বারা হলেও তরকারী গ্রহণ কর।	২৯৭ দুর্বল
১৫৮৭	(أَبْرِدُوا بِالطَّعَامِ، فَإِنَّ الطَّعَامَ الْحَارَّ غَيْرُ ذِي بَرَكَةٍ). তোমরা খাদ্যকে ঠাণ্ডা কর। কারণ গরম খাদ্য বরকতধারী হয় না।	১৭০ দুর্বল
১৭৯০	(أَثْرِدُوْا وَلَوْ بِالْمَاءِ). তোমরা সারীদ তৈরি কর যদি পানি দ্বারাও হয়।	১৭৯০ দুর্বল
১৮০৬	إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَطَّلِعُ فِي الْعِيْدَيْنِ إِلَى الْأَرْضِ، فَابْرُزُوْا مِنَ الْمَنَازِلِ تَلْحَقْكُمُ الرَّحْمَةُ আল্লাহ তা'আলা দু'ঈদে যমীনকে (যমীনবাসীকে) অবলোকন করে থাকেন।....	৩৯৪ বানোয়াট
১৫৩৩	(أَكْثَرُ جُنُودِ اللهِ فِي الأَرْضِ الْجَرَادُ، لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ). যমীনের মধ্যে আল্লাহর সর্বাধিক সৈন্য হচ্ছে ফড়িং, আমি তাকে খাবো	১১৮ দুর্বল
১৮২৫	(امْلِكُوا الْعَجِينَ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ). তোমরা আটাকে ভাল করে মথন কর। কারণ তা বরকতের দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা বড়।	৪১৫ খুবই মুনকার
১৬৭৮	(إِنَّ أَفْضَلَ الضَّحَايَا أَغْلاَهَا وَأَسْمَنُهَا). বেশী দামী এবং বেশী মোটাসোটা কুরবানীই হচ্ছে সর্বোত্তম কুরবানী।	২৬৬ দুর্বল
১৯৯২	(إِنَّ مَرْيَمَ سَأَلَتِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَن يُّطْعِمَهَا لَحْمًا لَيْسَ فِيْهِ دَمٌ، فَأَطْعَمَهَا الْجَرَادَ). মারইয়াম আল্লাহর নিকট চেয়েছিলেন যে, তাকে যেন এমন গোশ্ত খাওয়ানো হয়.....	৫৯২ দুর্বল
১৬৫৪	(بَرِّدُوْا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ). তোমরা তোমাদের খানাকে ঠাণ্ডা করো তাতে তোমাদের জন্য বরকত দান করা হবে।	২৪২ মুনকার
১৯৮০	(ثَلاَثَةٌ لاَ يُسْأَلُوْنَ عَنْ نَعِيْمِ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ: الْمُفْطِرُ، وَالْمُتَسَحِّرُ، وَصَاحِبُ الضَّيْفِ . وَثَلاَثَةٌ.... তিন ব্যক্তিকে খাদ্য ও পানিয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে না ইফতারকারী, সাহ্রী...	৫৮০ বানোয়াট
১৯৭১	(شُرْبُ اللَّبَنِ مَحْضُ الإِيْمَانِ، مَنْ شَرِبَهُ فِيْ مَنَامِهِ فَهُوَ عَلَى الإِسْلاَمِ وَالْفِطْرَةِ، وَمَنْ تَنَاوَلَ اللَّبَنَ.... দুধ পান করার দ্বারা শুধুমাত্র ঈমানকে বুঝানো হয়। যে ব্যক্তি তার ঘুমের মধ্যে দুধ....	৫৭১ বানোয়াট
১৫৯৮	(كَانَ يَكْرَهُ الْكَيَّ، وَالطَّعَامَ الحَارَّ، وَيَقُولُ : عَلَيْكُمْ بِالْبَارِدِ فَإِنَّهُ ذُو بَرَكَةٍ، أَلاَ وَإِنَّ الحَارَّ لاَ بَرَكَةَ فيه... তিনি ছ্যাক লাগানো এবং গরম খাদ্যকে অপছন্দ করে বলতেন: তোমরা ঠাণ্ডাকে	১৮৬ খুবই দুর্বল

٤ـ الإيمان والتوحيد والدين
৪। ঈমান, তাওহীদ ও দ্বীন

নং	হাদীছ	মান
১৫৪৬	(آمَنَ شِعْرُ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، وَكَفَرَ قَلْبُهُ). উমাইয়্যাহ্ ইবনু আবিস সল্তের কবিতা ঈমান আনে আর তার হৃদয়.....	১২৯ দুর্বল
১৭৭৪	(أتاني جبْريلُ فقالَ: يا مُحَمَّدُ! رَبُّكَ يَقرأُ عَلَيْكَ السَّلامَ ويَقولُ: إنَّ مِنْ عِبادي مَنْ لا يَصْلُحُ .... আমার নিকট জিবরীল (عليه السلام) এসে বললেন: হে মুহাম্মাদ! আপনার প্রতিপালক	৩৫৮ দুর্বল
১৭৮৬	(اتَّقُوا هَذَا الْقَدَرَ، فَإِنَّهُ شُعْبَةٌ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ). তোমরা এ কাদ্‌র (নিয়ে আলোচনাকারীদের) থেকে বেঁচে থাক, কারণ তা খৃষ্টানদের....	৩৭২ খুবই দুর্বল
১৮৫৯	(أَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى اللهِ تَعَالَى الْغُرَبَاءُ، قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قال: الفَرَّارُونَ بِدِينِهِمْ، يَبْعَثُهُمُ اللهُ يَوْمَ.... আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় বস্তু হচ্ছে গুরাবারা। জিজ্ঞেস করা হলো:	৪৫০ দুর্বল
১৬৩৮	(إِذَا مُدِحَ الْمُؤْمِنُ فِي وَجْهِهِ، رَبَا الإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ). যখন কোন মু'মিনের সম্মুখেই তার প্রশংসা করা হয় তখন তার হৃদয়ে ঈমান বৃদ্ধি পায়।	২২৯ দুর্বল
১৬১৬	(انْتِهَاءُ الإِيمَانِ إِلَى الْوَرَعِ، مَنْ قَنِعَ بِمَا رَزَقَهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ أَرَادَ الْجَنَّةَ لاَ شَكَّ،.... ঈমানের শেষ স্তর হচ্ছে পরহেযগারীতা পর্যন্ত। যাকে আল্লাহ যে পরিমাণ রিয্ক.....	২০৫ বানোয়াট
১৫১০	(إنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلاثِ خِلال : أَنْ لا يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلِكُوا..... আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তিনটি বস্তু হতে রক্ষা করেছেন:......	৮৯ দুর্বল
১৫৮৪	(إنَّ الإِيمَانَ سِرْبَالٌ يُسَرْبِلُهُ اللهُ مَن يَّشَاءُ، فَإِذَا زَنَى الْعَبْدُ نُزِعَ مِنْهُ سِرْبَالُ الإِيمَانِ، فَإِنْ تَابَ.... ঈমান হচ্ছে পরিধেয় বস্ত্র, আল্লাহ্ তা'য়ালা যাকে ইচ্ছা তা পরিধান করিয়ে থাকেন....	১৬৬ খুবই দুর্বল
১৯১৮	(إنَّ الْغَضَبَ يُفسِدُ الإِيمَانَ كَمَا يُفسِدُ الصَّبْرُ الْعَسَلَ). রাগ ঈমানকে নষ্ট করে দেয় যেমন তেতো বস্তু মধুকে নষ্ট করে ফেলে।	৫১২ দুর্বল
১৯৭২	(شِعَارُ أُمَّتِيْ إِذَا حُمِلُوا عَلَى الصِّرَاطِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ). আমার উম্মাতকে যখন পুলসিরাতের উপর দিয়ে বহন করা হবে তখন তাদের নিশান....	৫৭২ দুর্বল
১৭৭৫	(قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ، وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا.... আল্লাহ্ তাবারাক অতা'য়ালা বলেন: যে আমার কোন অলীকে অসম্মানিত করল	৩৫৯ খুবই দুর্বল
১৯১৩	لِكُلِّ شَيْءٍ أُسٌّ، وَأُسُّ الإِيمَانِ الْوَرَعُ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ فَرْعٌ، وَفَرْعُ الإِيمَانِ الصَّبْرُ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ..... প্রতিটি বস্তুর মূল আছে আর ঈমানের মূল হচ্ছে পরহেযগারিতা। প্রতিটি বস্তুর শাখা....	৫০৫ বানোয়াট
১৭২১	(لَوْ أَمْسَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَطَرَ عَنْ عِبَادِهِ خَمْسَ سِنِينَ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ، لَأَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنْ .... আল্লাহ্ যদি তাঁর বান্দাদের থেকে পাঁচ বছর বৃষ্টি নাযিল করা বন্ধের পর বৃষ্টি	৩০৮ দুর্বল
১৯৯৪	(مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِيْ إِلاَّ ضُعْفَ الْيَقِيْنِ). আমি আমার উম্মাতের ব্যাপারে দুর্বল ইয়াকীন ছাড়া অন্য কিছুর ব্যাপারে ভয় করি না।	৫৯৫ দুর্বল
১৮৬২	(مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ). যে ব্যক্তি বিদা'আতীকে সম্মান করল সে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য সহযোগিতা করল।	৪৫৩ দুর্বল
১৯৭৫	(وَعَدَنِي رَبِّي فِيْ أَهْلِ بَيْتِي، مَنْ أَقَرَّ مِنْهُمْ بِالتَّوْحِيْدِ أَن لاَّ يُعَذِّبَهُمْ). আমার প্রতিপালক আমার পরিবারের ব্যাপারে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদের মধ্য.....	৫৭৫ মুনকার

٥- البيوع والكسب والزهد
৫। ব্যবসা-বাণিজ্য, উপার্জন ও দুনিয়া বিমুখ হওয়া

১৫৮৯	(أَبْشِرُوا يَا أَصْحَابَ الصُّفَّةِ، فَمَنْ بَقِيَ مِنْ أُمَّتِيْ عَلَى النَّعْتِ الَّذِيْ أَنْتُمْ عَلَيْهِ الْيَوْمَ راضياً بِمَا فِيْه ... হে সুফ্ফাবাসী! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। আজকের দিনে তোমরা যে অবস্থার	১৭৩ খুবই দুর্বল
১৯৯৮	(أَحَبُّكُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَقَلُّكُمْ طُعْمًا، وَأَخَفُّكُمْ بَدَنًا). তোমাদের মধ্য থেকে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ভালোবাসার পাত্র হচ্ছে সেই.......	৫৯৮ দুর্বল
১৮৩৮	(أَحِبُّوا الْفُقَرَاءَ وَجَالِسُوهُمْ , وَأَحِبَّ الْعَرَبَ مِنْ قَلْبِكَ , وَلْيَرُدَّكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ قَلْبِكَ). তোমরা ফাকীরদেরকে ভালোবাস এবং তাদের সাথে বস। তোমার অন্তর থেকে	৪২৮ দুর্বল
১৮৭৯	(احْرِمُوْا أَنْفُسَكُمْ طِيْبَ الطَّعَامِ، فَإِنَّمَا قَوَّى الشَّيْطَانَ أَن يَّجْرِيَ فِي الْعُرُوْقِ بِهَا). তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ভাল খাবার হতে বঞ্চিত কর। কারণ তা শয়তানকে...	৪৭২ বানোয়াট
১৯২৩	(إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ أُعْطِيَ زُهْدًا فِي الدُّنْيَا، وَقِلَّةَ مَنْطِقٍ، فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ، فَإِنَّهُ يُلَقَّى الْحِكْمَةَ). যখন কোন ব্যক্তিকে তোমরা দেখবে যে, তাকে দুনিয়াতে যুহ্দ (দুনিয়া বিমুখতা).....	৫১৭ দুর্বল
১৬২৭	(إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ ... কোন ব্যক্তির আসবাবপত্র যদি হারিয়ে যায়, অথবা তার আসবাবপত্র যদি চুরি	২১৮ দুর্বল
১৯১৯	(إِذَا لَمْ يُبَارَكْ لِلْعَبْدِ فِيْ مَالِهِ جَعَلَهُ اللهُ فِي الْمَاءِ وَالطِّيْنِ). যখন কোন বান্দার তার সম্পদে বরকত হয় না তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা তা পানি এবং...	৫১২ খুবই দুর্বল
১৫৭০	(إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي مَلْحَمَةً وَمَرْحَمَةً، ولم يَبْعَثْنِي تاجراً، ولا زَارِعاً، وإنَّ شِرارَ الناسِ يَوْمَ القِيَامَةِ.... আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে (আল্লাহর শত্রুদের জন্য) যুদ্ধক্ষেত্র করে আর (সারা.....	১৪৯ মুনকার
১৬৬৮	(بَاكِرُوْا فِيْ طَلَبِ الرِّزْقِ وَالْحَوَائِجِ، فَإِنَّ الْغُدُوَّ بَرَكَةٌ وَنَجَاحٌ). তোমরা সকাল সকাল রিয্ক অন্বেষণে এবং প্রয়োজনীয়তা পুরণের উদ্দেশ্যে	২৫৫ দুর্বল
১৬৭১	(بَرَاءَةٌ مِنَ الْكِبْرِ: لَبُوسُ الصُّوفِ، ومُجَالَسَةُ فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، وَرُكُوبُ الْحِمَارِ، واعْتِقَالُ الْعَنْزِ). অহংকার থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে: পশমী পোষাক পরিধান করা, মুসলিম	২৫৮ খুবই দুর্বল
১৫২১	(خَيْرُ الرِّزْقِ ما كانَ يَوْماً بِيَوْمٍ كَفَافاً). উত্তম রিয্ক হচ্ছে প্রয়োজন মাফিক দৈনন্দিনে যা হয়ে থাকে।	১০২ বানোয়াট
১৭৭৩	(إِنَّ خَيْرَ الماءِ الشَّبِمُ، وخَيْرَ المالِ الغَنَمُ، وخيرَ المَرْعَى الأَراكُ والسَّلَمُ، إذا أَخْلَفَ كانَ لَجِيْنًا، .... সর্বোত্তম পানি হচ্ছে ঠাণ্ডা পানি। সর্বোত্তম সম্পদ হচ্ছে ছাগল। সর্বোত্তম চারণভূমি....	৩৫৮ বানোয়াট
১৬৯১	(دَعُوْا الدُّنْيَا لِأَهْلِهَا، مَنْ أَخَذَ مِنَ الدُّنْيَا فَوْقَ مَا يَكْفِيْهِ، أَخَذَ حَتْفَهُ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ). তোমরা দুনিয়াকে তার পরিবারের জন্য ছেড়ে দাও। যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে	২৮০ দুর্বল
১৭৯৪	(مَا أَكَلَ الْعَبْدُ طَعَاماً أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ كَدِّ يَدِهِ، وَمَنْ بَاتَ كَالاًّ مِنْ عَمَلِهِ بَاتَ مَغْفُوراً لَهُ). আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দের খাদ্য হচ্ছে সেটিই যেটিকে বান্দা তার নিজ	৩৮১ মুনকার
১৮৮৩	(مَنْ أَعْيَتْهُ الْمَكَاسِبُ فَعَلَيْهِ بِتِجَارَةِ الأَنْبِيَاءِ – يَعْنِي الْغَنَمَ – إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ (كَذَاالأَصْلُ)، وَإِذَا.... যাকে উপার্জন করা পরিশ্রান্ত করে ফেলে তার উচিত হচ্ছে নাবীগণের ব্যবসা ধারণ....	৪৭৪ বানোয়াট
১৮৮৪	(مَنْ أَعْيَتْهُ الْمَكَاسِبُ فَعَلَيْهِ بِمِصْرَ، وَعَلَيْهِ بِالْجَانِبِ الْغَرْبِيِّ مِنْهَا). যাকে উপার্জন করা পরিশ্রান্ত করে ফেলে তার উচিত মিসরকে ধারণ করা এবং....	৪৭৫ দুর্বল

১৫৫১	(مَنْ تَمَنَّى الْغَلاَءَ عَلَى أُمَّتِي لَيْلَةً أَحْبَطَ اللهُ عَمَلَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً). যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের উপর একরাত মূল্যবৃদ্ধি কামনা করবে, ...	১৩৩ বানোয়াট
১৯২৫	(مَنْ رَضِيَ بِالْقَلِيْلِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللهُ مِنْهُ بِالْقَلِيْلِ مِنَ الْعَمَلِ وَانْتِظَارِ الْفَرَجِ مِنَ اللهِ عِبَادَةٌ). যে ব্যক্তি কম রিয্‌কে সন্তুষ্ট হবে আল্লাহ্ তা'য়ালা তার কম আমলে সন্তুষ্ট হবেন।....	৫২১ খুবই দুর্বল
১৬০৭	(وَيْحَكَ يَا ثَعْلَبَةُ، قَلِيلٌ تُؤَدِّي شُكْرَهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ لا تُطِيقُهُ، أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِثْلَ نَبِيِّ اللهِ ... হে সা'লাবাহ্! তোমার ধ্বংস হোক। কম পরিমাণ সম্পদ তুমি যার শুকরিয়া....	১৯৫ খুবই দুর্বল
১৯২৬	(يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الأَنْبِيَاءِ بِأَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا). মুসলিমদের ফকীররা নাবীগণের চলিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।	৫২২ বাতিল

٦- التوبة والمواعظ والرقائق

৬। তাওবাহ্, মাও'ঈযাহ ও দাসত্ব

১৭১৪	(اِبْنُ آدَمَ! أَطِعْ رَبَّكَ تُسَمَّى عَاقِلًا وَلاَ تَعْصِهِ فَتُسَمَّى جَاهِلاً). হে আদম সন্তান! তোমার প্রতিপালকের আনুগত্য কর তোমার নাককরণ করা	৩০১ বানোয়াট
১৬৯৭	(اتَّقِ يَا عَلِيُّ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ اللهَ حَقَّهُ، وَإِنَّ اللهَ لَنْ يَمْنَعَ ذَا حَقٍّ حَقَّهُ). হে আলী! তুমি অত্যাচারিত ব্যক্তির দু'য়াকে ভয় কর (দু'য়া থেকে বেঁচে থাক)।	২৮৬ দুর্বল
১৬৯৮	(اتَّقُوا أَبْوابَ السُّلْطانِ وحَواشِيها، فإِنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنَ السُّلْطانِ وحَواشِيها أَبْعَدُهُمْ مِنَ اللهِ... তোমরা বাদশার দরজা এবং সেগুলোর আশপাশ থেকে বেঁচে থাক। কারণ	২৮৬ বানোয়াট
১৬৯৯	(اتَّقُوْا الْحَجَرَ الْحَرَامَ فِي الْبُنْيَانِ، فَإِنَّهُ أَسَاسُ الْخَرَابِ). তোমরা গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে হারাম পাথর ব্যবহার করা থেকে বেঁচে থাক।	২৮৭ দুর্বল
১৭৮৭	(اتَّقِى اللَّهَ يَا فَاطِمَةُ! وَأَدِّى فَرِيضَةَ رَبِّكِ، وَاعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكِ، فَإِذَا أَخَذْتِ مَضْجَعَكِ، ..... হে ফাতেমাহ্! আল্লাহকে ভয় কর, তোমার প্রতিপালকের দেয়া ফরযকে আদায়	৩৭৩ দুর্বল
১৭৯৭	(اثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ، وَثَلَاثٌ خَيْرٌ مِنْ اِثْنَيْنِ، وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ, فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ.... দু'জন একজনের চেয়ে উত্তম, তিনজন দু'জনের চেয়ে উত্তম, চারজন তিনজনের	৩৮৫ বানোয়াট
১৮১৩	(أُجْثُوا عَلَى الرُّكَبِ، ثُمَّ قُوْلُوْا: يَا رَبِّ يَا رَبِّ). তোমরা বাহনের উপর বস অতঃপর বল: হে প্রতিপালক! (বৃষ্টি দাও), হে প্রতিপালক!...	৪০১ মুনকার
১৮১০	(أَجِلُّوا اللهَ يَغْفِرْ لَكُمْ). তোমরা আল্লাহকে মর্যাদা প্রদান কর, তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন।	৩৯৮ দুর্বল
১৮৭১	(احذَرُوا الْبَغْيَ فَإِنَّهُ لَيس من عُقُوبَةٍ هِيَ أَحْضَرُ مِنْ عُقُوبَةِ الْبَغْيِ). তোমরা অত্যাচার করা হতে সাবধান হও। কারণ অত্যাচারের শাস্তির চেয়ে বেশী....	৪৬৫ খুবই দুর্বল
১৬২০	(إِذَا أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا مَا لِلْعَبْدِ عِنْدَ اللهِ، فَانْظُرُوا مَا يَتْبَعُهُ مِنْ حُسْنِ الثَّنَاءِ). তোমরা যদি আল্লাহর নিকটে বান্দার জন্য যা কিছু রয়েছে তা জানাকে ভালোবাসো....	২১০ খুবই দুর্বল
১৬৩১	(إِذَا تَمَّ فُجُوْرُ الْعَبْدِ، مَلَكَ عَيْنَيْهِ، فَبَكَى بِهِمَا مَا شَاءَ). যখন বান্দার অন্যায় কর্ম সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন সে তার দু'চোখের মালিক বনে যায়...	২২২ মুনকার
১৬৩৯	(إِذَا عَلِمَ أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيْهِ خَيْرًا، فَلْيُخْبِرْهُ، فَإِنَّهُ يَزْدَادُ رَغْبَةً فِي الْخَيْرِ). যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের কোন কল্যাণকর কিছু দেখবে, তখন সে....	২৩০ দুর্বল

১৮২৭	(إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُكَ، فَاسْقِ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءِ، تَتَنَاثَرُ كَمَا يَتَنَاثَرُ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ فِي الرِّيحِ.... তোমার গুনাহ্ যখন বেশী হয়ে যাবে তখন তুমি পানির উপর পানি (বারবার)	৪১৭ মুনকার
১৫২২	(أَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاءِ: جُمُودُ الْعَيْنِ، وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ، وَ الأَمَلُ، وَالْحِرْصُ عَلَى الدُّنْيَا). চারটি বস্তু হতভাগ্যের অন্তর্ভুক্ত: চোখের কৃপণতা (ক্রন্দন কম করা).....	১০২ দুর্বল
১৬৪১	(أَرِقَّاؤُكُمْ إِخْوَانُكُمْ، فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ، اسْتَعِينُوهُمْ عَلَى مَا غَلَبَكُمْ، وَأَعِينُوهُمْ عَلَى مَا غُلِبُوا). তোমাদের দাসরা তোমাদের ভাই। অতএব তোমরা তাদের প্রতি সদাচরণ কর....	২৩২ দুর্বল
১৫২৩	(اسْتَغْنُوا بِغِنَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قِيلَ : وَمَا هُوَ ؟، قَالَ : عَشَاءُ لَيْلَةٍ، وَ غَدَاءُ يَوْمٍ). তোমরা আল্লাহর অমুখাপেক্ষীর দ্বারা অমুখাপেক্ষীতাকে (স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে)...	১০৪ দুর্বল
১৬৬৫	(أَسَدُّ الأَعْمَالِ ذِكْرُ اللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَالإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَمُوَاسَاتُ الأَخِ فِي الْمَالِ). বেশী সঠিক আমল হচ্ছে, সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্র করা। তোমার নিজের পক্ষ	২৫২ দুর্বল
১৫৮৬	(أَعْطُوا أَعْيُنَكُمْ حَظَّهَا مِنَ الْعِبَادَةِ: النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ، وَالتَّفَكُّرَ فِيهِ، وَالاعْتِبَارَ عِنْدَ عَجَائِبِهِ). এবাদাত থেকে তোমরা তোমাদের চোখগুলোকে তার অংশ প্রদান কর: (আর	১৬৯ বানোয়াট
১৬৮১	(إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِيْ فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافاً). তুমি যদি আমাকে ভালোবাসতে চাও তাহলে দরিদ্রতার জন্য (ধৈর্যের) ঢাল তৈরি করে ফেল।	২৬৯ মুনকার
১৮৩৭	(إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِذَا غَضِبَ عَلَى أُمَّةٍ لَمْ يُنْزِلْ بِهَا الْعَذَابَ، غَلَتْ أَسْعَارُهَا، وَ قَصُرَتْ أَعْمَارُهَا، ... আল্লাহ্ তা'য়ালা যখন কোন জাতির উপর রাগান্বিত হন তখন তিনি তাদের উপর	৪২৭ খুবই দুর্বল
১৬৪০	(إِنَّ اللهَ مَنَّ عَلَى قَوْمٍ، فَأَلْهَمَهُمُ الْخَيْرَ، فَأَدْخَلَهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، وَابْتَلَى قَوْماً، فَخَذَلَهُمْ وَذَمَّهُمْ.... আল্লাহ্ তা'য়ালা কোন সম্প্রদায়ের উপর (যখন) অনুগ্রহ করেন, তখন তিনি তাদেরকে...	২৩১ দুর্বল
১৫৪৩	(إِنَّ اللهَ لاَ يُؤَخِّرُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وَلَكِنَّ زِيَادَةَ الْعُمْرِ ذُرِّيَّةٌ صَالِحَةٌ يَرْزُقُهَا...... আল্লাহ্ তা'য়ালা আত্মাকে (আত্মা কবজ করাকে) পিছিয়ে দিবেন না যে....	১২৭ মুনকার
১৯৪৭	(إِنَّ رُوحَيِ الْمُؤْمِنَيْنِ لَيَلْتَقِيَانِ على مَسِيرَةِ يَوْمٍ، وَمَا رَأَى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَطُّ). দু'মুমিনের আত্তা অবশ্যই একদিনের চলার পথের দূরুত্বের উপর মিলিত হবে।.....	৫৪২ দুর্বল
১৭৮০	أتخوف على أمتي اثنتين: يتبعون الأرياف والشهو ات، ويتركون – " إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ ..... আমি তাই দেখি যা তোমরা দেখনা আর তাই শুনি যা তোমরা শুনো না।	৩৬৬ দুর্বল
১৯০৪	(أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مَلَكٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ أَنْ اقْلِبْ مَدِينَةَ كَذَا وَكَذَا عَلَى أَهْلِهَا، قَالَ: فَقَالَ: يَا..... আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের মধ্য থেকে এক ফেরেশতার নিকট অহী করেন.....	৪৯৫ খুবই দুর্বল
১৬৬৬	(بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا، هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا مَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفَنِّدًا، أَوْ غِنًى مُطْغِيًا، .... আচমকা বাধা সৃষ্টিকারী সাতটি কর্মে জড়িত হওয়ার পূর্বেই তোমরা (সৎ) কর্ম	২৫৩ দুর্বল
১৬৬৭	(بادِرُوا بالأَعْمال هَرَماً ناغِصاً، أَوْ مَوْتاً خالِساً، أَوْ مَرَضاً حابِساً، أَوْ تَسْوِيفاً مُؤْيِساً). তোমরা (সৎ) কর্মের দিকে ধাবিত হও, অপারগ বৃদ্ধ অবস্থা অথবা হঠাৎ	২৫৪ দুর্বল
১৬৬৯	(بِحَسْبِ امْرِىءٍ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا لاَ يَسْتَطِيعُ لَهُ غَيْرًا أَنْ يَعْلَمَ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لَهُ كَارِهٌ). ব্যক্তির জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যখন কোন অন্যায় দেখে, যার প্রতিবাদ	২৫৬ দুর্বল
১৬৭০	(بِحَسْبِ امْرِىءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ فِيْ دِيْنِهِ وَدُنْيَاهُ، إِلاَّ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ). ব্যক্তির মন্দের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তার দ্বীন এবং দুনিয়ার ব্যাপারে তার	২৫৭ দুর্বল
১৫৭৬	(الْبِرُّ لاَ يَبْلَى، وَالإِثْمُ لاَ يُنْسَى، وَالدَّيَّانُ لاَ يَنَامُ، فَكُنْ كَمَا شِئْتَ، كَمَا تَدِينُ تُدَانُ). সদাচারণ (সৎকর্ম) পুরাতন হয় না, গুনাহকে ভুলা (ছেড়ে দেয়া) যায় না	১৫৬ দুর্বল

১৮৬৮	(حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ) কোন বস্তুকে তোমার ভালোবাসা অন্ধ এবং বধির বানিয়ে ফেলে।	৪৬১ দুর্বল
১৭১০	(خَمْسٌ مِنَ العِبادَةِ: قِلَّةُ الطَّعَامِ عِبَادَةٌ، وَالقُعُودُ فِي الْمَسَاجِدِ عِبَادَةٌ، وَالنَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ .... পাঁচটি বস্তু ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত: কম খাদ্য গ্রহণ করা ইবাদাত, মাসজিদে	২৯৭ খুবই দুর্বল
১৫৩৬	(الْخَيْرُ كَثِيْرٌ وَقَلِيْلٌ فَاعِلُهُ). কল্যাণ প্রচুর আর কল্যাণকারী হচ্ছে কম।	১২১ দুর্বল
১৯৩৩	(الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لاَ دَارَ لَهُ (وَمَالُ مَنْ لاَ مَالَ لَهُ) وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لاَ عَقْلَ لَهُ). দুনিয়া সেই ব্যক্তির ঘর যার কোন ঘর নেই। [আর সেই ব্যক্তির সম্পদ যার কোন.....	৫২৯ দুর্বল
১৯৩২	(ذِكْرُ الأَنْبِيَاءِ مِنَ الْعِبَادَةِ، وَذِكْرُ الصَّالِحِيْنَ كَفَّارَةُ الذُّنُوْبِ، وَذِكْرُ الْمَوْتِ صَدَقَةٌ، وَذِكْرُ النَّارِ.... নাবীগণের আলোচনা করা ইবাদাতে অন্তর্ভূক্ত। নেককারদের আলোচনা করা.....	৫২৮ বানোয়াট
১৫৬২	(كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا عَيْنٌ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ، وَعَيْنٌ سَهِرَتْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ،..... প্রত্যেক চোখ কিয়ামাত দিবসে ক্রন্দন করবে। সেই চোখ ছাড়া যে চোখ আল্লাহ্.....	১৪৩ খুবই দুর্বল
১৮০৭	(لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ فِي صَخْرَةٍ صَمَّاءَ لَيْسَ لَهَا بَابٌ وَلَا كُوَّةٌ، لَخَرَجَ عَمَلُهُ لِلنَّاسِ كَائِنًا مَا كَانَ). তোমাদের কেউ যদি বধির পাথরের মধ্যেও কাজ করে যার কোন দরজা নেই........	৩৯৬ দুর্বল
১৯৪৮	(لَوْ بَغَى جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ، لَجَعَلَ اللّٰهُ عزوجل الْبَاغِيَ مِنْهُمَا دَكًّا). যদি কোন পাহাড় কোন পাহাড়ের বিপক্ষে সীমালঙ্ঘন করে তাহলে আল্লাহ্ তা'য়ালা....	৫৪২ দুর্বল
১৭৯৬	(ما مِنْ عَثْرَةٍ، وَلاَ اخْتِلاَجِ عِرْقٍ، وَلاَ خَدْشِ عُودٍ إلاَّ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، وَمَا يعفو الله أَكْثَرُ). যে কোন ধরণের পদস্খলন, শিরা সংক্রান্ত শারীরিক সমস্যা ও কাঠ দ্বারা আঘাত.....	৩৮৪ দুর্বল
১৬৪২	(مَثَلُ عُرْوَةَ – يَعْنِيْ : ابْنِ مَسْعُوْدٍ الثَّقَفِيْ – مَثَلُ صَاحِبِ يَاسِيْن دَعَا قَوْمَهُ إِلَى اللهِ فَقَتَلُوْهُ). উরওয়ার -অর্থাৎ ইবনু মাসঊদ সাকাফীর- উদাহরণ হচ্ছে এই যে, সে	২৩২ দুর্বল
১৭৬১	(مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ يَسْمَعُ الْحِكْمَةَ، ثُمَّ لاَ يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إلاَّ بِشَرِّ مَا يَسْمَعُ، كَمَثَلِ رَجُلٍ.... যে ব্যক্তি হিকমাত শুনার জন্য বসে, অতঃপর তার সাথীর উদ্ধৃতিতে শুধুমাত্র শ্রবণকৃত	৩৪৬ দুর্বল
১৯৭০	(مَثَلُ هذِهِ الدُّنْيَا مَثَلُ ثَوْبٍ شُقَّ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، فَبَقِيَ مُعَلَّقاً بِخَيْطٍ فِي آخِرِهِ، فَيُوشِكُ ذٰلِكَ.... এ দুনিয়ার উদাহরণ হচ্ছে সেই কাপড়ের মত যার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ফেড়ে.....	৫৭১ দুর্বল
১৮৯৫	(الْمَرْءُ كَثِيرٌ بِأَخِيهِ). ব্যক্তি তার ভাইয়ের সহযোগিতা ও সাহায্যের দ্বারা শক্তিশালী হয়।	৪৮৫ দুর্বল
১৮৫৫	(مَعَ كُلِّ فَرْحَةٍ تَرْحَةٌ). প্রতিটি খুশির সাথে চিন্তা রয়েছে।	৪৪৬ দুর্বল
১৮১৫	(مَنْ أَجْرَى اللهُ عَلَى يَدَيْهِ فَرَجاً لِمُسْلِمٍ، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرَبَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ). আল্লাহ্ তা'য়ালা যে ব্যক্তির হাত দিয়ে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে (সমস্যা/বিপদ)	৪০৩ বানোয়াট
১৭৭০	(مَنْ أَسِفَ عَلَى دُنْيَا فَاتَتْهُ اقْتَرَبَ مِنَ النَّارِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ، وَمَنْ أَسِفَ عَلَى آخِرَةٍ فَاتَتْهُ .... যে দুনিয়া ছুটে যাওয়ার ব্যাপারে আফসুস করবে (দুনিয়ার কোন কর্ম করতে না	৩৫৫ খুবই দুর্বল

১৮৭৪	(مَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ التَّقْوَى ثُمَّ أَصَابَ فِيمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ذَنْبًا غَفَرَ اللهُ لَهُ). যে সকাল করল এমতাবস্থায় যে তার ভাবনা হচ্ছে তাকওয়া কেন্দ্রিক। অতঃপর....	৪৬৬ বানোয়াট
১৮৭৫	(مَنْ أَصْبَحَ لَا يَنْوِيْ ظُلْمَ أَحَدٍ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا جَنَى). যে এমতাবস্থায় সকাল করল যে, সে কারো উপর অত্যাচার করার নিয়্যাত করেনি....	৪৬৭ খুবই দুর্বল
১৮৭৬	(مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهُمُّ بِظُلْمِ أَحَدٍ غُفِرَ لَهُ مَا اجْتَرَمَ). যে এমতাবস্থায় সকাল করল যে, সে কারো উপর অত্যাচার করার চিন্তা করেনি।.....	৪৬৮ খুবই দুর্বল
১৯০৬	(مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اسْتِخَارَتُهُ اللهَ، وَمِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللهُ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ.... আল্লাহর কাছে কল্যাণ প্রার্থনা (ইস্তিখারা) করা আদম সন্তানের জন্য সুভাগ্যের.....	৪৯৬ দুর্বল
১৯১৫	(مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً مَنْ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ). লোকদের মধ্যে সে ব্যক্তির স্তর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট যে অন্যের দুনিয়ার বিনিময়ে......	৫০৭ দুর্বল
১৯৪১	(مِنَ الْعِبَادِ عِبَادٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلا يُطَهِّرُهُمْ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: الْمُتَبَرِّئُ... আল্লাহ্ তা'য়ালা বান্দাদের মধ্য থেকে কিছু বান্দার সাথে কিয়ামাতের দিন কথা......	৫৩৮ দুর্বল
১৯২৯	(مَنْ كَانَتْ لَهُ سَرِيْرَةٌ صَالِحَةٌ أَوْ سَيِّئَةٌ، نَشَرَ اللهُ مِنْهَا رِدَاءً يُعْرَفُ بِهِ). যে ব্যক্তির ভালো অথবা মন্দ গোপন কিছু থাকবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা সে গোপনীয়তা...	৫২৫ খুবই দুর্বল
১৫১৩	(الْهَوَى مَغْفُورٌ لِصَاحِبِهِ مَا لَمْ يَعْمَلْ بِهِ أَوْ يَتَكَلَّمْ). সংকল্পকারীর মনের সংকল্পকে ক্ষমা করা হয়েছে যে পর্যন্ত সে তা না	৯৩ মুনকার
১৮৫৩	(الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ، وَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ، وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ.... খারাপ সাথীর চেয়ে একাকী উত্তম আর একাকী থাকার চেয়ে সৎসাথী উত্তম।	৪৪৪ দুর্বল
১৬৫৮	(الْوَيْلُ كُلُّ الْوَيْلِ لِمَنْ تَرَكَ عِيَالَهُ بِخَيْرٍ، وَقَدِمَ عَلَى رَبِّهِ بِشَرٍّ). ধ্বংস সকল প্রকার ধ্বংস সেই ব্যক্তির জন্য যে তার পরিবারকে কল্যাণের মধ্যে	২৪৫ বানোয়াট
১৯২২	(لا تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا..... কিয়ামাতের দিন বান্দার দু'পা অগ্রসর হতে পারবে না যে পর্যন্ত তাকে চারটি	৫১৫ বাতিল
১৯১৪	(لا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ، (وفي رواية: يَتَكَبَّرُ)، و يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِيْ....... ব্যক্তি নিজেকে উপরে ভাবে অহংকার করে (অন্য বর্ণনায় এসেছে: অহংকার করতে....	৫০৭ দুর্বল
১৮১২	(يَا سَعْدُ! أَطِبْ مَطْعَمَكَ، تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ ... হে সা'দ! তুমি তোমার খাদ্যকে হালাল কর তাহলে তোমার দু'আ কবূল করা	৪০০ খুবই দুর্বল

٧ـ الجنائز والمرض والموت

৭। জানাযাহ, রোগ ও মৃত্যু

১৭১৫	(ابْكِيْنَ، وَإِيَّاكُنَّ وَنَعِيقَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ مَهْمَا يَكُنْ مِنَ الْقَلْبِ وَ الْعَيْنِ فَمِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالرَّحْمَةِ.... তোমরা কাঁদো, আর নিজেদেরকে শয়তানের চিৎকার (মৃতের জন্য বিলাপ করা)	৩০২ দুর্বল

১৬৪৭	(افْرِشُوا لِي قَطِيفَتِي فِي لَحْدِي، فَإِنَّ الأَرْضَ لَمْ تُسَلَّطْ على أَجْسَادِ الأَنْبِياءِ). তোমরা আমার লাহাদ কবরে আমার কাত্বীফা কাপড়টি আমার জন্য বিছিয়ে দিও.....	২৩৭ দুর্বল
১৯৮৪	(إِنَّمَا تُدْفَنُ الأَجْسَادُ حَيْثُ تُقْبَضُ الأَرْوَاحُ). শরীরগুলো সেখানেই দাফন করা হবে যেখানে রূহগুলো কবয করা হবে।	৫৮৩ দুর্বল
১৯৮৩	(سَيُعَزِّي النَّاسَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنْ بَعْدِي، التَّعْزِيَةُ بِي). আমার পরে অচিরেই লোকেরা তাদের পরস্পরের কাছে আমাকে নিয়ে শোক ও.....	৫৮৩ দুর্বল
১৭৬৩	(لَمَّا وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ فِي الْقَبْرِ نَزَعَ الأَخِلَّةَ بِفِيهِ.... রসূল যখন নু'য়াইম ইবনু মাসউদকে কবরে রাখেন তখন তিনি তাঁর মুখ	৩৪৯ দুর্বল
১৬০৪	(لَمُعَالَجَةُ مَلَكِ الْمَوْتِ أَشَدُّ مِنْ أَلْفِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ). মালাকুল মাওতের কর্ম (আত্মাকে বের করা) অবশ্যই তরবারীর দ্বারা এক হাজারবার...	১৯২ খুবই দুর্বল
১৬৯২	(الْمَعِدَةُ حَوْضُ الْبَدَنِ، وَالْعُرُوقُ إِلَيْهَا وَارِدَةٌ، فَإِذَا صَحَّتِ الْمَعِدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالصِّحَّةِ،..... পাকস্থলী হচ্ছে শরীরের হাউয, রগগুলো তার দিকেই ধাবিত হয়ে থাকে।	২৮২ মুনকার
১৮৯১	(مَنْ حَمَلَ جَوَانِبَ السَّرِيرِ الأَرْبَعِ كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً). যে ব্যক্তি খাটলির চার পার্শ্ব বহন করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার থেকে চলিশটি	৪৮২ মুনকার
১৬৪৮	(نِصْفُ مَا يُحْفَرُ لأُمَّتِي مِنَ الْقُبُورِ مِنَ الْعَيْنِ). আমার উম্মাতের অর্ধেকের জন্য কবর খনন করা হয় কুদৃষ্টির কারণে। (অর্থাৎ অর্ধেক...	২৩৮ বানোয়াট

٨- الجهاد والسفر والغزو
৮। জিহাদ, সফর ও যুদ্ধ

১৯২১	(إذا انتاطَ غَزْوُكُمْ، وَكَثُرَتِ العزائِمُ، واسْتُحِلَّتِ الغَنائِمُ، فَخَيْرُ أعمالِكُمُ الرِّباطُ). যখন তোমাদের যুদ্ধের স্থানগুলো দূরের হয়ে যাবে, (যুদ্ধের ব্যাপারে নেতাদের)	৫১৩ দুর্বল
১৬২৩	(إذا خَرَجَ أحدُكُمْ إلى سَفَرٍ، فَلْيُوَدِّعْ إخوانَهُ، فإنَّ اللهَ جاعِلٌ لَهُ في دُعائِهِم البَرَكَةَ). তোমাদের কেউ যখন সফরের উদ্দেশ্যে বের হবে, তখন সে যেন তাঁর	২১৩ বানোয়াট
১৬৫০	(الْزَمُوا الْجِهَادَ تَصِحُّوا وَتَسْتَغْنُوا). তোমরা জেহাদ করাকে আঁকড়ে ধরো সুস্থ থাকবে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকবে।	২৩৯ খুবই দুর্বল
১৬৯৪	(إِنَّ اللهَ جَعَلَ رِزْقَ هَذِهِ الأُمَّةِ فِي سَنَابِكِ خَيْلِهَا، وَأَزِجَّةِ رِمَاحِهَا مَا لَمْ يَزْرَعُوا، فَإِذَا زَرَعُوا ...... আল্লাহ্ তা'য়ালা এ উম্মাতের রিয্ক নিহিত রেখেছেন তাদের ঘোড়ার ধূলায়	২৮৪ দুর্বল
১৯৮৯	(لَيْسَ الْجِهَادُ أَنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ فِيْ سَبِيلِ اللهِ، إِنَّمَا الْجِهَادُ مَنْ عَالَ وَالِدَيْهِ، وَعَالَ وَلَدَهُ، فَهُوَ.... আল্লাহর পথে নিজ তরবারী দ্বারা প্রহার করাটা জিহাদ নয়। বরং যে তার পিতা.....	৫৮৮ দুর্বল
১৮৩৯	(مَقَامُ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فِيْ أَهْلِهِ عُمْرَهُ). তোমাদের কারো একঘণ্টা আল্লাহর রাস্তায় অবস্থান করা, তার পরিবারের জন্য তার....	৪২৯ দুর্বল
১৮৯০	(مَنْ رَابَطَ فُوَاقَ نَاقَةٍ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ). যে ব্যক্তি একবার উট দহনের সমপরিমাণ সময়, অথবা দু'বার দুধ দহরের মাঝের....	৪৮১ খুবই দুর্বল

٩- الحج والعمرة والزيارة
৯। হাজ্জ, উমরাহ্ ও যিয়ারাহ

১৯৬৪	(إنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالْحَجَّةِ الْوَاحِدَةِ ثَلَاثَةً نَفَرٍ الْجَنَّةَ الْمَيِّتَ وَالْحَاجَّ عَنْهُ وَالْمُنْفِذَ ذَلِكَ). আল্লাহ্ তা'য়ালা এক হাজ্জের দ্বারা তিনজনকে জান্নাত দেন মৃত ব্যক্তি, তার পক্ষ.....	৫৬২ দুর্বল
১৯৭৯	(حَجَّةٌ لِلْمَيِّتِ ثَلَاثَةٌ: حَجَّةٌ لِلْمَحْجُوجِ عَنْهُ، وَحَجَّةٌ لِلْحَاجِّ وَحَجَّةٌ لِلْوَصِيِّ). মৃত্যু ব্যক্তির জন্য একটি হাজ্জ তিনজনের পক্ষ থেকে আদায় হয় যার জন্য হাজ্জ.....	৫৭৮ দুর্বল
২000	(مَا امْعَرَّ حَاجٌّ قَطُّ). হাজী কখনও মুজা পরবে না।	৫৯৯ দুর্বল

١٠- الحدود والمعاملات والأحكام
১০। শাস্তি (হাদ), পরস্পরের মাঝে লেনদেন ও আহকাম

১৫৭৪	(أَبْلِغُونِي حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَ حَاجَتِهِ ؛ فَمَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا :..... তোমরা আমার নিকট সেই ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তাকে পৌঁছিয়ে দাও যে তার	১৮০ দুর্বল
১৭১৬	(ابْنُ أُخْتِكُمْ مِنْكُمْ، وَحَلِيفُكُمْ مِنْكُمْ، وَمَوْلَاكُمْ مِنْكُمْ، إِنَّ قُرَيْشًا أَهْلُ صِدْقٍ وَأَمَانَةٍ، فَمَنْ بَغَى.... তোমাদের বোনের ছেলে তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তোমাদের সন্ধিভুক্ত ব্যক্তি	৩০২ দুর্বল
১৭৪৭	(اتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ، فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يَسْلُبُ أُمَّتِي مَا خَوَّلَهُمُ اللَّهُ عزوجل بَنُو قَنْطُورَاءَ مِنْ....). তোমরা তুর্কীদের ছেড়ে দাও যে ব্যাপারে তারা তোমাদেরকে ছেড়ে দিয়েছে।	৩৩১ বানোয়াট
১৮৩০	(اجْلِدُوا فِي قَلِيلِ الْخَمْرِ وَكَثِيرِهِ، فَإِنَّ أَوَّلَهَا حَرَامٌ، وَآخِرَهَا حَرَامٌ). তোমরা কম মদ পানে এবং বেশী মদ পানে উভয় ক্ষেত্রেই প্রহার কর। কারণ	৪২১ দুর্বল
১৮৭২	(احْذَرُوا كُلَّ مُسْكِرٍ، فَإِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ). তোমরা প্রত্যেক মাতালকারী (বস্তু) হতে বেঁচে থাক। কারণ প্রতিটি মাতালকারী বস্তু হারাম।	৪৬৫ দুর্বল
১৮৭৩	(أَحْسِنُوا إِذَا وُلِّيتُمْ، وَاعْفُوا عَمَّا مَلَكْتُمْ). তোমাদের উপর যদি দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তাহলে (অধিনস্তদের সাথে) তোমরা....	৪৬৬ বানোয়াট
১৫১৮	(إِذَا اغْتَابَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ لَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لَهُ). তোমাদের কেউ যখন তার ভাইয়ের গীবাত করবে তখন সে যেন তার.....	৯৮ বানোয়াট
১৬১২	(إِذَا خَفِيَتِ الْخَطِيئَةُ لا يُضَرُّ إِلاَّ صَاحِبُهَا، وَإِذَا ظَهَرَتْ فَلَمْ تُغَيَّرْ ضَرَّتِ الْعَامَّةَ). যদি ভুল গোপন হয়ে যায় তাহলে তা শুধুমাত্র ভুলকারীর ক্ষতি করে। আর ভুল ...	২০১ বানোয়াট
১৬৩২	(إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهَا). স্ত্রী যদি তার স্বামীকে বলে যে, তোমার থেকে কখনও কল্যাণকর কিছু দেখিনি, ...	২২২ বানোয়াট
১৬৪৩	(اسْتَقِيمُوا لِقُرَيْشٍ مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَضَعُوا سُيُوفَكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ، فَأَبِيدُوا..... তোমরা কুরাইশদের আনুগত্যের উপর অটল থাক যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্য.....	২৩৪ দুর্বল
১৭২০	(إِنَّ مِنَ الْقَرَفِ التَّلَفَ). মহামারী-রোগের নিকটবর্তী হওয়া ধ্বংসের শামিল।	৩০৭ দুর্বল
১৫৬৫	(أَيُّمَا مُؤْمِنٍ اسْتَرْسَلَ إِلَى مُؤْمِنٍ فَغَبَنَهُ كَانَ غَبْنُهُ ذَلِكَ رِبًا). কোন মু'মিন কোন মু'মিনের প্রতি আকৃষ্ট হলে, অতঃপর সে তাকে ধোকার......	১৪৬ খুব দুর্বই দুর্বল

১৯৫১	(ثَلاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ أَجْرَمَ: مَنِ اعْتَقَدَ لِوَاءً فِي غَيْرِ حَقٍّ، أَوْ عَقَّ وَالِدَيْهِ، أَو مَشَى مَعَ ظَالِمٍ..... তিনটি বস্তু রয়েছে যে ব্যক্তি সেগুলো করবে সে অত্যাচারী হয়ে যাবে যে না-হক.....	৫৪৭ দুর্বল
১৮৭৮	(حَقُّ كَبِيرِ الإِخْوَةِ على صَغِيرِهِمْ كَحَقِّ الوَالِدِ على وَلَدِهِ). বড় ভাইয়ের হক্ব তাদের ছোট ভাইয়ের উপর সেরূপ, যেরূপ পিতার হক্ব রয়েছে.....	৪৭০ দুর্বল
১৫৪৮	(سَتُفْتَحُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِيْ الشَّامُ وَشِيْكًا، فَإِذَا فَتَحَهَا فَاحْتَلَّهَا، فَأَهْلُ الشَّامِ...... আমার পরে আমার উম্মাতের জন্য শাম ও শীকান দেশ মুক্ত করা হবে....	১৩০ দুর্বল
১৬০১	(سِحَاقُ النِّسَاءِ زِنًا بَيْنَهُنَّ). নারীদের পরস্পরের মধ্যে সমকামিতা করা হচ্ছে তাদের মাঝের যেনা।	১৮৯ দুর্বল
১৬৬৪	السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الأَرْضِ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَهُمْ الأَجْرُ وَعَلَيْكُمْ الشُّكْرُ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَعَلَيْكُمْ... যমীনের মধ্যে সুলতান (বাদশা) হচ্ছে আল্লাহর ছায়া (যিলুলাহ্)। তারা যদি	২৫১ খুবই দুর্বল
১৬৬২	(السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الأَرْضِ، فَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَهُ اللهُ وَمَنْ أَهَانَهُ أَهَانَهُ اللهُ). যমীনের মধ্যে সুলতান (বাদশা) হচ্ছে আল্লাহর ছায়া (যিলুলাহ্)। যে তাকে	২৪৯ দুর্বল
১৬৬৩	(السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الأَرْضِ، يَأْوِي إِلَيْهِ الضَّعِيفُ، وَبِهِ يَنْتَصِرُ المَظْلُومُ، وَمَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ..... যমীনের মধ্যে সুলতান (বাদশা) হচ্ছে আল্লাহর ছায়া (যিলুলাহ্)। দুর্বল ব্যক্তি	২৫০ দুর্বল
১৬৬১	(السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الأَرْضِ). যমীনের মধ্যে সুলতান (বাদশা) হচ্ছে আল্লাহর ছায়া (যিলুলাহ্)।	২৪৯ মুনকার
১৭৩৫	(غَطُّوا حُرْمَةَ عَوْرَتِهِ، فَإِنَّ حُرْمَةَ عَوْرَةِ الصَّغِيرِ كَحُرْمَةِ عَوْرَةِ الْكَبِيرِ، وَلاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى كَاشِفِ عَوْرَةٍ). তোমরা তার গুপ্তাঙ্গকে ঢেকে রাখ। কারণ ছোটদের গুপ্তাঙ্গকে হেফাযাত করা ...	৩২০ বানোয়াট
১৫১৯	(كَفَّارَةُ مَنِ اغْتَبْتَ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ). তুমি যার গীবাত করবে তার কাফ্ফারাহ্ হচ্ছে এই যে, তুমি তার	৯৯ দুর্বল
১৬১৪	(كَانَ يَلْعَنُ الْقَاشِرَةَ وَالْمَقْشُورَةَ) তিনি উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য জাফ্রান (বা অন্য কিছুর দ্বারা) চেহারা বর্ণকারীকে এবং....	২০৩ দুর্বল
১৭৮১	(لَيْسَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ فِي الخُرُوجِ إِلاَّ مُضْطَرَّةً يَعْنِيْ لَيْسَ لَهَا خَادِمٌ، إِلاَّ فِي الْعِيدَيْنِ: الأَضْحَى .... নারীদের (গৃহ) হতে বের হওয়ার কোন সুযোগ নেই বাধ্য হওয়া ছাড়া। অর্থাৎ	৩৬৭ খুবই দুর্বল
১৭৬৯	(لَيْسَ مِنَ الْمُرُوْءَةِ الرِّبْحُ عَلَى الإِخْوَانِ). ভাইদের নিকট হতে লাভ গ্রহণ করা দাক্ষিণ্যতার অন্তর্ভুক্ত নয় বা দ্বীনকে রক্ষা	৩৫৫ মুনকার
১৫৮০	(مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ، أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ). শির্কের পরে আল্লাহর নিকট সেই বীর্যের গুনাহ্ হতে বড় কোন গুনাহ্ নেই, যাকে	১৬২ দুর্বল
১৮০০	(مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا، كَالظُّلْمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لا نُورَ لَهَا). পোষাকের ক্ষেত্রে অপাত্রে (স্বামী ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে) সৌন্দর্য প্রকাশকারী......	৩৯১ দুর্বল
১৯০৩	(مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا أَوْ مَاكَرَهُ). যে কোন মুসলিমের ক্ষতি করবে অথবা তার সাথে কোন চক্রান্ত করবে সে অভিশপ্ত।	৪৯৪ দুর্বল
১৯৩৭	(مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا سَلَّطَهُ اللهُ عَلَيْهِ). যে অত্যাচারীকে সহযোগিতা করবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকেই তার বিপক্ষে নিয়োজিত...	৫৩৬ বানোয়াট

১৫২০	(مَنْ اغْتَابَ رَجُلا ثُمَّ اسْتَغْفَرَ لَهُ، غُفِرَتْ لَهُ غِيبَتُهُ). যে, কোন ব্যক্তির গীবাত করবে, অতঃপর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে...	১০১ বানোয়াট
১৯৪০	(مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ وَلَدِهِ أَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعْقُوْدًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ). যে ব্যক্তি তার সন্তান থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিবে কিয়ামাতের দিন সে তার দু'.....	৫৩৭ দুর্বল
১৯৪৯	(مَنْ لَمْ يَقْبَلْ رُخْصَةَ اللهِ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةَ). যে বক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া রুখসাতকে (অনুমতিকে) গ্রহণ করবে না.....	৫৪৪ মুনকার
১৭৯৫	ومن بات كالا من عمله بات مغفورا له) (مَنَعَنِي رَبِّي أَنْ أَظْلِمَ مُعَاهَدًا وَلاَ غَيْرَهُ). আমাকে আমার প্রতিপালক মু'য়াহাদ (নিরাপত্তা প্রদানকৃত ব্যক্তি) এবং অন্যদের	৩৮২ বানোয়াট
১৬৫৬	(نَهَى أَنْ يُخْصَى أَحَدٌ مِنْ بَنِيْ آدَمَ). তিনি আদম সন্তানের কাউকে খাসী করতে নিষেধ করেছেন।	২৪৪ বাতিল
১৬৭৩	(لاَ قَطْعَ فِي زَمَنِ مَجَاعَةٍ). ক্ষুধার (দুর্ভিক্ষের) সময়ে চোরের হাত কাটার বিধান নেই।	২৬০ দুর্বল
১৫৯৫	(يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَادِلٍ، أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً، وَحَدٌّ يُقَامُ فِي الأَرْضِ بِحَقِّهِ، أَزْكَى فِيهَا مِنْ .... ন্যায়পরায়ন ইমামের একদিন ষাট বছর ইবাদাত করার চেয়েও উত্তম। আর ...	১৫৯৫ দুর্বল

١١ـ الزكاة والسخاء

১১। যাকাত ও দানশীলতা

১৬১৩	(اتَّخِذُوا مَعَ الْفُقَرَاءِ أَيَادِيَ، فَإِنَّ لَهُمْ فِي غَدٍ دَوْلَةً وَأَيُّ دَوْلَةٍ). তোমরা দরিদ্রদের সাথে নিয়ে নে'য়ামাতগুলো গ্রহণ কর। কারণ কাল তাদের	২০২ মিথ্যা
১৬৮৪	(أَتَى سَائِلٌ امْرَأَةً وَفِي فَمِهَا لُقْمَةٌ، فَأَخْرَجَتِ اللُّقْمَةَ فَلَفَظَتْهَا، فَنَاوَلَتْهَا السَّائِلَ!..... এক ভিক্ষুক এক মহিলার নিকট এমতাবস্থায় আসল যে, তার মুখে খাদ্যের এক লোকমা ছিল।	২৭৩ দুর্বল
১৭৭৮	(أَتَدْرُونَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: الْمَنِيحَةُ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ .... তোমরা কি জান কোন্ সাদাকাহ্ সর্বাপেক্ষা উত্তম? তারা বলল: আল্লাহ্ ও তাঁর	৩৬৪ দুর্বল
১৭৮৪	(اتقوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الْجَائِعِ مَسَدَّهَا مِنَ الشَّبْعَانِ). তোমরা অর্ধেক খেজুর (সাদাকা করার) দ্বারা হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে	৩৭০ খুবই দুর্বল
১৭০৯	(بَرِيءٌ مِنَ الشُّحِّ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ، وَقَرَى الضَّيْفَ، وَأَعْطَى فِي النَّائِبَةِ). যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করবে, মেহমানদারী করবে এবং বিপদে দান করবে	২৯৫ দুর্বল
১৬২৮	(تَصَدَّقُوا، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ فِكَاكُكُمْ مِنَ النَّارِ). তোমরা সাদাকা করো। কারণ সাদাকা তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করবে।	২১৯ দুর্বল
১৯৫২	(ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وُقِيَ شُحَّ نَفْسِهِ: مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ، وَقَرَى الضَّيْفَ، وَأَعْطَى فِي النَّائِبَةِ). যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট থাকবে তাকে নিজের কৃপণতা থেকে রক্ষা করা হবে যে.....	৫৪৭ দুর্বল
১৯৭৪	(رُدُّوا مَذَمَّةَ السَّائِلِ وَلَوْ بِمِثْلِ رَأْسِ الذُّبَابِ). তোমরা ভিক্ষুকের অমর্যাদাকর অবস্থাকে একটি মাছির মাথার সমপরিমাণ বস্তু দ্বারা....	৫৭৪ বানোয়াট
১৬০৩	(لَوْ مَرَّتِ الصَّدَقَةُ عَلَى يَدَيْ مِائَةٍ لَكَانَ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ الْمُبْتَدِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا). সাদাকাহ্ যদি একশত ব্যক্তির হাতে যায় তাহলে তাদের জন্য সে পরিমাণই	১৯২ খুবই দুর্বল

১৫৬৮	(مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ، فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِى عَلَيْهِ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ). যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত আদায় করবে, সে তার উপর যে হক্ব (অধিকার)....	১৪৮ খুবই দুর্বল
১৮৫২	(مَنْ عَالَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَهُمْ وَلَيْلَتَهُمْ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ). মুসলিমগণের মধ্য হতে যে, আহলেবাইতের একদিন ও রাতের প্রয়োজন মিটাবে....	৪৪৪ বানোয়াট
১৭৭২	(يَا ابْنَ عَوْفٍ! إِنَّكَ مِنَ الأَغْنِيَاءِ، وَلَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ زَحْفاً، فَأَقْرِضِ اللهَ يُطْلِقْ قَدَمَيْكَ).قَالَ: ..... হে ইবনু আউফ! তুমি তো ধনীদের অন্তর্ভূক্ত। আর তুমি হামুগুড়ি দেয়া ছাড়া	৩৫৭ খুবই দুর্বল

١٢ـ الزواج وتربية الأولاد
১২। বিবাহ ও সন্তান প্রতিপালন

১৯৯৫	(اِتَّقُوا مَحَاشَّ النِّسَاءِ). তোমরা নারীদের সংস্পর্শ হতে বেঁচে থাক।	৫৯৫ খুবই দুর্বল
১৮৩৫	(أَحَبُّ اللَّهْوِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِجْرَاءُ الْخَيْلِ، وَالرَّمْيُ بِالنَّبْلِ، وَلَعِبُكُمْ مَعَ أَزْوَاجِكُمْ). আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় খেলা হচ্ছে ঘোড়দৌড়, তীর নিক্ষেপ এবং	৪২৫ খুবই দুর্বল
১৬১১	(إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَلْيَسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا، كَمَا يَسْأَلُ عَنْ جَمَالِهَا، فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَيْنِ). তোমাদের কেউ যখন মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিবে তখন সে যেন তার চুল ...	২০০ বানোয়াট
১৮৯৩	(أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُوْرَةُ مَرْيَمَ فَسَمِّهَا مَرْيَمَ). রাতে আমার উপর সূরা মারইয়াম নাযিল করা হয়েছে। অতএব তুমি তার নাম রাখ....	৪৮৪ দুর্বল
১৫৫০	(أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، لَعَنَهَا كُلُّ شَيْءٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ..... যে নারীই তার স্বামীর গৃহ হতে তার অনুমতি ছাড়া বের হবে প্রতিটি বস্তু...	১৩৩ বানোয়াট
১৭২৮	(بَادِرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالْكُنَى لاَ تَغْلِبُ عَلَيْهِمُ الأَلْقَابُ). তোমরা তোমাদের সন্তানদের কুনিয়্যাত দ্বারা ডাকতে ধাবিত হও। তাহলে তাদের....	৩১৫ বানোয়াট
১৫৬১	(الرَّضَاعُ يُغَيِّرُ الطِّبَاعَ). (দুধ মায়ের) দুধ পান করা স্বভাবকে পরিবর্তন করে দেয়।	১৪৩ খুবই মুনকার
১৬২৯	(فَهَلاَّ بِكْرًا تَعَضُّهَا وَتَعَضُّكَ). তুমি একজন কুমারী মেয়েকে কেন বিয়ে করোনি সে তোমাকে কামড়াতো আর	২২০ দুর্বল
১৯৩৪	(مَنْ كَانَ مُوْسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنِّيْ). যে ব্যক্তি বিয়ে করার ক্ষেত্রে সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে করল না, সে আমার অন্তর্ভূক্ত নয়।	৫৩০ দুর্বল
১৫৩৯	(النَّاكِحُ فِي قَوْمِهِ كَالْمُعَشِّبِ فِي دَارِهِ). নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহকারী, নিজ ঘরের মধ্যে ঘাস	১২৪ দুর্বল

١٣ـ السيرة النبوية
১৩। রাসূল (ﷺ)-এর জীবন চরিত

১৬৮৫	(أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ بِقِدْرٍ فَأَكَلْتُ مِنْهَا، فَأُعْطِيْتُ قُوَّةَ أَرْبَعِيْنَ رَجُلاً فِي الْجِمَاعِ). জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আমার নিকট একটি পাত্র নিয়ে আসলেন, তা থেকে আমি	২৭৩ বাতিল

১৬৮৬	(أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ بِهَرِيْسَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ، فَأَكَلْتُهَا، فَأُعْطِيْتُ قُوَّةَ أَرْبَعِيْنَ رَجُلاً فِي الْجِمَاعِ). আমার নিকট জিবরীল (আ) জান্নাতী হারীসা নিয়ে আসলেন, অতঃপর আমি তা.....	২৭৪ বানোয়াট
১৭৪৬	(أَتَانِيْ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي وَرَبَّكَ يَقُوْلُ لكَ: تَدْرِي كَيْفَ رَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ؟ قُلْتُ: .... আমার নিকট জীবরীল আসলেন। অতঃপর বললেন: আমার প্রতিপালক এবং	৩৩০ দুর্বল
১৭৭৭	" أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! كُنْ عَجَّاجًا ثَجَّاجًا " . আমার নিকট জিবরীল এসে বললেন: হে মুহাম্মাদ! আপনি স্বশব্দে তালবিয়্যাহ্ পাঠক....	৩৬৪ দুর্বল
১৭৯৮	(أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ فَرَكِبْتُ خَلْفَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فسارَ بنا إذاارْتَفَعَ ارتَفَعَتْ رِجْلاهُ، وإذا ..... আমাকে বুরাক দেয়া হয়েছিল। আমি জিবরীল (عليه السلام)এর পেছনে আরোহন	৩৮৬ দুর্বল
১৬৭৭	(أَنَا ابْنُ الذَّبِيْحَيْنِ). আমি দু'কুরবানীকৃত ব্যক্তির সন্তান।	২৬৪ ভিত্তি নেই
১৬৮৯	(أَنَا أَعْرَبُكُمْ، أَنَا مِنْ قُرَيْشٍ، وَلِسَانِيْ لِسَانُ بَنِيْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ). আমি হচ্ছি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় আরবী, আমি কুরাইশী, আমার ভাষা	২৭৯ বানোয়াট
১৬৭৯	(إِنَّ لأَبِيْ طَالِب عِنْدِيْ رَحِمًا، سَأَبُلُّهَا بِبِلاَلِهَا). আবূ তালেবের সাথে আমার নিকটাত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে আমি তা অটুট রাখব	২৬৮ দুর্বল
১৭৩৩	(إِنِّيْ فِيمَا لَمْ يُوْحَ إِلَيَّ كَأَحَدِكُمْ). আমার নিকট যে বস্তুর ব্যাপারে অহী করা হয়নি আমি সেগুলোর ব্যাপারে তোমাদের মতই।	৩১৮ বানোয়াট
১৫৭১	(بُعِثْتُ مَرْحَمَةً ومَلْحَمَةً، ولَمْ أُبْعَثْ تاجِراً ولا زارِعاً، ألاَ وإنَّ شِرارَ هذِهِ الأُمَّةِ التُّجَّارُ ..... আমাকে (সারা জাহানের জন্য) রহমাত করে আর (আল্লাহর শত্রুদের জন্য)	১৫১ দুর্বল
১৯৪২	(كُلُّ الْعَرَبِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ). সব আরবরাই ইসমা'ঈল ইবনু ইব্রাহীম (عليه السلام)এর সন্তানের অন্তর্ভূক্ত।	৫৩৮ দুর্বল
১৭৫৭	(كَانَ أَحَبُّ الرَّيْحَانِ إِلَيْهِ الفَاغِيَةُ) তাঁর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় গন্ধ ছিল গাছ হতে তৈরিকৃত সুগন্ধি।	৩৪২ দুর্বল
১৭৫৮	(كَانَ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الثَّرِيْدُ مِنَ الْخُبْزِ، وَالثَّرِيْدُ مِنَ التَّمرِ... রসূল -এর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দের খাদ্য ছিল রুটি হতে তৈরিকৃত সারীদ	৩৪৩ দুর্বল
১৭৫৯	كَانَ أَحَبُّ الْفَاكِهَةِ إِلَيْهِ الرُّطَبُ وَالْبِطِّيْخُ، وَكَانَ لاَ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ إِلاَّ بِالْمِلْحِ، وَكَانَ يَأْكُلُ ..... তাঁর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় ফল ছিল কাঁচা খেজুর এবং তরমুজ। তিনি লবন	৩৪৪ খুবই দুর্বল
১৭৬৮	(كَانَ إِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ يُكْثِرُ أَن يَرْفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ). তিনি যখন বসে কথা বলতেন তখন বেশী বেশী তার দৃষ্টিকে আসমানের দিকে উঁচু করতেন।	৩৫৪ দুর্বল
১৭৫০	(كَانَ يَتَنَوَّرُ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ وَيُقَلِّمُ أَظَافِرَهُ فِي كُلِّ خَمْسِ عَشْرَةَ). তিনি প্রত্যেক মাসে নিম্নের চুল দূর করার নাওরাহ্ ব্যবহার করতেন। আর তাঁর নখ...	৩৩৫ দুর্বল
১৮০১	(كَانَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ، وَكَانَ يَتَنَوَّرُ) তিনি টয়লেটে প্রবেশ করতেন এবং চুনা দ্বারা গুপ্তাংগের চুল উঠিয়ে ফেলতেন।	৩৯১ খুবই দুর্বল
১৮৫৮	(كَانَ يُصَافِحُ النِّسَاءَ وَعَلَى يَدِهِ ثَوْبٌ). তিনি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করতেন এমতাবস্থায় যে, তাঁর হাতে কাপড় থাকত।	৪৪৮ দুর্বল

১৭৪৯	(كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى الرُّطَبِ مَا دَامَ الرُّطَبُ، وَعَلَى التَّمْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ رُطَبٌ، وَيَخْتِمُ.... কাঁচা খেজুর থাকলে কাঁচা খেজুর দিয়ে আর কাঁচা খেজুর না থাকলে খেজুর দিয়ে...	৩৩৪ খুবই দুর্বল
১৬০৮	(كَانَ يُكْثِرُ مِنْ أَكْلِ الدُّبَّاء، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّكَ تُكْثِرُ مِنْ أَكْلِ الدُّبَّاءِ؟ قَالَ: إِنَّهُ يُكْثِرُ ..... তিনি বেশী বেশী লাউ খেতেন। আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আপনি বেশী....	১৯৮ বানোয়াট
১৯৮১	(مَنْ كَانَ سَامِعًا مُطِيْعًا فَلاَ يُصَلِّيَنَّ الْعَصْرَ إِلاَّ بِبَنِيْ قُرَيْظَةَ). যে শ্রবণকারী, **আনুগত্যকারী** সে আসরের সলাত বানু কুরাইয়াতে না পৌঁছে আদায়....	৫৮১ মুনকার

١٤ـ الصلاة والأذان

১৪। সালাত ও আযান

১৬৭৪	(اِبْنُوا الْمَسَاجِدَ وَاتَّخِذُوهَا جُمًّا). **তোমরা** মাসজিদ বানাও এবং সেগুলোকে বারান্দা ছাড়া তৈরি কর।	২৬১ দুর্বল
১৬৭৫	(اِبْنُوا الْمَسَاجِدَ، وَأَخْرِجُوا الْقُمَامَةَ مِنْهَا، فَمَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ "، .... তোমরা মাসজিদ নির্মান কর আর মাসজিদ থেকে ময়লাগুলো বের করে ফেলো।	২৬২ দুর্বল
১৭৩১	(اِبْنُوا مَسَاجِدَكُمْ جُمًّا، وَابْنُوا مَدَائِنَكُم مُشْرِفَةً). তোমরা তোমাদের মাসজিদগুলোকে উঁচু না করে নির্মাণ করো আর তোমাদের.....	৩১৭ দুর্বল
১৭৮৫	(اِتَّقُوا خِدَاجَ الصَّلَاةِ، إِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا). তোমরা অসম্পূর্ণ সলাত হতে বেঁচে থাক। ইমাম যখন রুকূ' করে এরপর তোমরা	৩৭১ দুর্বল
১৮২২	(اِجْعَلُوْا أَئِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ، فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيْمَا بَيْنَكُمْ، وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ). তোমাদের উত্তম ব্যক্তিদেরকে তোমাদের ইমাম বানাও। কারণ তারা তোমাদের.....	৪১১ খুবই দুর্বল
১৮৩২	(أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، تَعْجِيلُ الصَّلَاةِ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا). আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় আমল হচ্ছে সলাতকে তার প্রথম ওয়াক্তে	৪২৩ দুর্বল
১৬২৪	إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ، فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا: اللّٰهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ.... তুমি যখন সকালের সলাত আদায় করবে তখন তুমি কারো সাথে কথা বলার পূর্বে....	২১৪ মুনকার
১৬২৫	إِذَا صَلَّيْتُمْ خَلْفَ أَئِمَّتِكُمْ، فَأَحْسِنُوْا طُهُوْرَكُمْ، فَإِنَّمَا يَرْتَجُّ عَلَى الْقَارِئِ قِرَاءَتُهُ لِسُوْءِ طُهْرِ الْمُصَلِّي তোমরা যখন তোমাদের ইমামদের পেছনে সলাত আদায় করবে তখন তোমরা	২১৬ খুবই দুর্বল
১৬২৬	(إِذَا صَلَّيْتُمْ فَارْفَعُوا سُبُلَكُمْ، فَكُلُّ شَيْءٍ أَصَابَ الْأَرْضَ مِنْ سُبُلِكُمْ فَفِي النَّارِ) তোমরা যখন সলাত আদায় করবে তখন তোমরা তোমাদের লুঙ্গিগুলোকে উঁচু.....	২১৭ মিথ্যা
১৮২৬	(إِذَا كَبَّرَ الْعَبْدُ سَتَرَتْ تَكْبِيرَتُهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ). বান্দা যখন তাকবীর বলে তখন তাঁর তাকবীর আসমান এবং যমীনের মাঝের.....	৪১৬ বানোয়াট
১৫৫৬	(إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلاً، فَقَالَ فِيْهِ: فَلاَ يَرْتَحِلُ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ، وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُسَافِرَ.... যখন তোমাদের কেউ কোন স্থানে অবতরণ করবে তখন তার ব্যাপারে তিনি বলেন:....	১৩৮ বানোয়াট
১৫৪০	(أَعْطُوْا الْمَسَاجِدَ حَقَّهَا، قِيْلَ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: رَكْعَتَانِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ). তোমরা মাসজিদগুলোর হক্ব প্রদান কর। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো: ...	১২৪ দুর্বল
১৮২৩	(إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلَ صَلَاتُكُمْ، فَلْيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ، فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيْمَا بَيْنَكُمْ، وَبَيْنَ رَبِّكُمْ). তোমাদের সলাত কবূল হওয়াকে যদি তোমাদের আনন্দিত করে তাহলে তোমাদের....	৪১২ দুর্বল

১৮২৪	(إنَّ الأَرْضَ لَتَسْتَغْفِرُ لِلْمُصَلِّي بالسَّرَاوِيل). অবশ্যই যমীন পায়জামা পরিধান করে সলাত আদায়কারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।	৪১৪ মুনকার
১৬৫৭	(إنَّ الَّذِيْ يَسْجُدُ قَبْلَ الإمَامِ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَهُ، إنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ). যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে সাজদা করবে এবং তার মাথাকে তার পূর্বে উঠাবে তার....	২৪৪ দুর্বল
১৮৫১	(إنَّ اللهَ إذَا أَنْزَلَ عَاهَةً مِنَ السَّمَاءِ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ، صُرِفَتْ عَنْ عُمَّارِ الْمَسَاجِدِ). আল্লাহ্ তা'আলা যখন যমীনবাসীর উপর আসমানী বিপদ নাযিল করেন, তখন.....	৪৪৩ দুর্বল
১৫২৯	(أَوْسِعُوهُ (يَعْنِي الْمَسْجِدَ) تَمْلَؤُوْهُ). তোমরা তাকে (অর্থাৎ মাসজিদকে) প্রশস্ত কর, তোমরা তাকে পরিপূর্ণ কর।	১১০ দুর্বল
১৫৩৪	(أُوْصِيْكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! خِصَالٌ أَرْبَعٌ لاَ تَدَعْهُنَّ مَا بَقِيْتَ، أُوْصِيْكَ بِالْغُسْلِ..... হে আবূ হুরাইরাহ্! তোমাকে আমি অসিয়্যাত করছি। তুমি যতদিন.....	১১৯ খুবই দুর্বল
১৭৬৫	(تُضَاعَفُ الْحَسَنَاتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ). জুম'য়ার দিনে সৎআমলগুলোক দ্বিগুণ করে (বাড়িয়ে) দেয়া হয়।	৩৫২ বানোয়াট
১৯০৮	(سَلُوا اللهَ حَوَائِجَكُمْ الْبَتَّةَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ). তোমরা আল্লাহর নিকট তোমাদের প্রয়োজনগুলো দৃঢ়তার সাথে সকালের সলাতে চাও।	৪৯৯ দুর্বল
১৬৬০	(الصَّلاَةُ نُوْرُ الْمُؤْمِنِ). সলাত হচ্ছে মু'মিনের নূর।	২৪৮ দুর্বল
১৫৯৩	(الْعَمَائِمُ تِيْجَانُ الْعَرَبِ وَالاحْتِبَاءُ حِيْطَانُهَا وَجُلُوْسُ الْمُؤْمِنِ فِي الْمَسْجِدِ رِبَاطُهُ). পাগড়ী হচ্ছে আরবদের রাজমুকুট। দু'পা, পেট ও পিঠ সমেত একটি কাপড় জড়িয়ে...	১৭৮ মুনকার
১৫০৩	(فَضْلُ الصَّلاَةِ الَّتِيْ يُسْتَاكُ لَهَا، عَلَى الصَّلاَةِ الَّتِيْ لاَ يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعُوْنَ ضِعْفًا). যে সলাতের জন্য মিসওয়াক করা হয় সে সলাতের ফাযীলাত	৮২ দুর্বল
১৮৯৬	(لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ بِالْخَطِّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَبِالْحَجَرِ، وَبِمَا وَجَدَ مِنْ شَيْءٍ مَعَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ.... তোমাদের কেউ যেন সলাতের মধ্যে তার সামনে দাগ দেয়ার দ্বারা, পাথর দ্বারা.....	৪৮৬ মুনকার
১৯৫৭	(مَا أَذِنَ اللهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا، وَإنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلاَتِهِ، وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إلَى اللهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ، يعني : لقرآن). আল্লাহ্ তা'য়ালা বান্দাকে যা কিছুর অনুমতি দিয়েছেন তার মধ্যে দু'রাক'য়াত......	৫৫২ দুর্বল
১৭৯২	(مَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إلَى اللهِ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ سُجُودٍ خَفِيٍّ). বান্দা যে সব বস্তুর দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে থাকে সেগুলোর মধ্যে গোপন...	৩৮০ দুর্বল
১৭৬০	(مَثَلُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإمَامُ يَخْطُبُ، مَثَلُ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ، وَالَّذِي يَقُولُ ..... যে ব্যক্তি জুম'য়ার দিন ইমাম কর্তৃক খুতবাহ্ দেয়ার সময় কথা বলে তার উদাহরণ	৩৪৪ দুর্বল
১৫১২	(الْهِرَّةُ لاَ تَقْطَعُ الصَّلاَةَ، لأَنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ). বিড়াল সলাতকে নষ্ট করে না। কারণ সে হচ্ছে গৃহের আসবাব পত্রের অন্তর্ভুক্ত।	৯১ দুর্বল
১৯৯০	يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى، فَإنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَفْقَهُهُمْ فِيْ دِيْنِ اللهِ، فَإنْ..... সম্প্রদায়ের (সলাতের) ইমামাত করবে তাদের মধ্যে যে বেশী ভালোভাবে........	৫৮৯ খুবই দুর্বল
১৫২৬	(يُجْزِئُ مِنَ السُّتْرَةِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، وَلَوْ بِدِقِّ شَعَرَةٍ). সুত্রা হিসেবে বাহনের উপরে গদীর পেছনের উঁচু অংশের ন্যায়......	১০৭ বাতিল

١٦- الصيام والقيام
১৫। সিয়াম ও কিয়াম

১৫৬৯	(أَوَّلُ شَهْرِ رَمَضَانَ رَحْمَةٌ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ). রমাযান মাসের প্রথম অংশ হচ্ছে রহমাতের, মধ্য অংশ হচ্ছে ক্ষমার আর	১৪৮ মুনকার
১৭৮৯	(تُحْفَةُ الصَّائِمِ الزَّائِرِ أَنْ تُغَلَّفَ لِحْيَتُهُ، وَتُجَمَّرَ ثِيَابُهُ، وَيُذَرَّرَ، وَتُحْفَةُ الْمَرْأَةِ الصَّائِمَةِ أَنْ تُمَشَّطَ....... যিয়ারতকারী সওম পালনকারীর তোহ্‌ফা হচ্ছে এই যে, তার দাড়িতে সুগন্ধি	৩৭৭ বানোয়াট
১৯৬১	(تَسَحَّرُوْا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَكَانَ يَقُوْلُ: هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ). রাতের শেষাংশে সাহ্‌রী গ্রহণ কর এবং তিনি বলতেন: সেটি হচ্ছে বরকতপূর্ণ খাদ্য।	৫৫৮ দুর্বল
১৭০৮	(خَمْسٌ تُفْطِرُ الصَّائِمَ وَتَنْقُضُ الْوُضُوْءَ: الْكَذِبُ وَالْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَالنَّظَرُ بِالشَّهْوَةِ وَالْيَمِيْنُ الْفَاجِرَةُ). পাঁচটি বস্তু সওমপালনকারীর সওম এবং অযূ ভেঙ্গে দেয়: মিথ্যা বলা, গীবাত	২৯৪ বানোয়াট
১৮২৯	(الصَّائِمُ فِيْ عِبَادَةٍ، مَا لَمْ يَغْتَبْ). সওম পালনকারী ইবাদাতের মধ্যে থাকে যে পর্যন্ত সে গীবাত না করে।	৪২০ মুনকার
১৫৪১	(كَانَ يَكْتَحِلُ بِإِثْمِدٍ وَهُوَ صَائِمٌ). রসূল ইসমিদ দ্বারা সওম পালন করা অবস্থায় সুরমা লাগাতেন।	১২৫ দুর্বল

١٦- الطب
১৬। চিকিৎসা

১৮৬৩	(احْتَجِمُوا لِخَمْسِ عَشْرَةَ، أَوْ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، لا يَتَبَيَّغُ بِكُمْ.... তোমরা শিংগা (রক্তমোক্ষম) লাগাও পনেরো, অথবা সতের, অথবা উনিশ, অথবা...	৪৫৬ দুর্বল
১৬৪৫	(أَغِبُّوْا الْعِيَادَةَ، وَخَيْرُ الْعِيَادَةِ أَخَفُّهَا، إِلاَّ أَن يَكُوْنَ مَغْلُوْبًا فَلاَ يُعَادُ، وَالتَّعْزِيَةُ مَرَّةٌ). তোমরা দৈনন্দিন রোগী দেখতে না গিয়ে একদিন পরপর রোগী দেখতে যাও।	২৩৬ বানোয়াট
১৬৪৪	(أَغِبُّوْا فِي الْعِيَادَةِ). তোমরা দৈনন্দিন রোগী দেখতে না গিয়ে একদিন পরপর রোগী দেখতে যাও।	২৩৫ খুবই দুর্বল
১৭৯৯	(الْحِجَامَةُ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنَ الشَّهْرِ دَوَاءُ السَّنَةِ). মাসের সতের দিন পার হওয়ার পরের মঙ্গলবারে শিংগা লাগানো হচ্ছে সম্পূর্ণ	৩৮৯ বানোয়াট
১৯৫৯	(خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السَّعُوطُ وَاللَّدُودُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِيُّ). তোমরা যে সব বস্তুকে ঔষুধ হিসেবে ব্যবহার করো সেগুলোর সর্বোত্তম হচ্ছে: লুদূদ...	৫৫৫ দুর্বল
১৫১৪	(عَلَيْكُم بِالشِّفَاءَيْنِ : العَسَلِ وَالقُرآنِ). তোমরা দুই আরোগ্যকারী বস্তু ধারণ কর: মধু এবং কুরআন।	৯৪ দুর্বল
১৯৬০	(كَلِّمِ الْمَجْذُوْمَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَيْدُ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ). তুমি কুষ্ঠরোগীর সাথে এমতাবস্থায় কথা বল যে, তোমার আর তার মাঝে এক বর্শা....	৫৫৬ দুর্বল
১৮৬৭	(كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَهُوَ يَقُوْلُ « مَنْ أَهْرَاقَ مِنْ هَذِهِ الدِّمَاءِ فَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ.... তিনি তাঁর মাথা এবং তাঁর দু'স্কন্ধের মাঝে শিংগা লাগাতেন এবং বলতেন: যে ব্যক্তি...	৪৬০ দুর্বল

<table>
<tr><td>১৬৭২</td><td>(مَنِ احْتَجَمَ أَوِ اطَّلَى يَوْمَ السَّبْتِ أَوِ الْأَرْبِعَاءِ، فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ مِنَ الْوَضَحِ).
যে ব্যক্তি শিঙ্গা লাগাবে অথবা তেল মালিশ করবে শনি বা বুধবারে, সে যেন ....</td><td>২৬০
দুর্বল</td></tr>
<tr><td>১৫২৪</td><td>(مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، وَيَوْمَ السَّبْتِ، فَرَأَى وَضَحًا، فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ).
যে ব্যক্তি বুধ ও শনিবারে শিংগা লাগাবে, অতঃপর ধবল রোগ দেখতে....</td><td>১০৫
দুর্বল</td></tr>
<tr><td>১৮৬৪</td><td>(مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَتِسْعَةَ عَشَرَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِيْنَ، لاَ يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلُهُ).
যে শিংগা লাগাতে চাই সে যেন সতের, অথবা উনিশ, অথবা একুশ তারিখগুলোকে....</td><td>৪৫৭
খুবই
দুর্বল</td></tr>
<tr><td colspan="3">

١٧- الطهارة والوضوء
১৭। পবিত্রতা ও উযূ

</td></tr>
<tr><td>১৭৫৫</td><td>(أَتَانِي جِبْرِيْلُ، فَقَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ لِحْيَتَكَ).
আমার নিকট জিবরীল এসে বললেন: তুমি যখন অযূ করবে তখন তোমার ....</td><td>৩৮১
খুবই
দুর্বল</td></tr>
<tr><td>১৫৫২</td><td>(أَتْرِعُوا الطُّسُوسَ وَخَالِفُوا الْمَجُوسَ).
তোমরা হাত ধোয়ার পাত্রগুলোকে পূর্ণরূপে ভর্তি করে ফেলো ....</td><td>১৩৪
খুবই
দুর্বল</td></tr>
<tr><td>১৭৮২</td><td>(اتَّقُوا الْبَوْلَ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ فِي الْقَبْرِ).
তোমরা পেশাব হতে বেঁচে থাক। কারণ কবরে পেশাবের ব্যাপারে সর্বপ্রথম বান্দার....</td><td>৩৬৭
বানোয়াট</td></tr>
<tr><td>১৬২১</td><td>(إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ).
তোমাদের কেউ যখন পেশাব করবে তখন সে যেন তার পুরুষাঙ্গকে তিনবার ঝাকি দেয়।</td><td>২১০
দুর্বল</td></tr>
<tr><td>১৬২২</td><td>(إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِيْنَ قُلَّةً لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ).
যখন পানি চলিশ কুলা পর্যন্ত পৌঁছবে তখন অপবিত্র বস্তু উঠাতে হবে না।</td><td>২১২
বানোয়াট</td></tr>
<tr><td>১৫২৫</td><td>(إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَغْسِلَنَّ أَسْفَلَ رِجْلَيْهِ بِيَدِهِ الْيُمْنَى).
যখন তোমাদের কেউ অযূ করবে তখন সে যেন তার দু'পায়ের নিচের....</td><td>১০৭
বানোয়াট</td></tr>
<tr><td>১৭০৩</td><td>(إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى وُضُوءٍ، فَأَكَلَ طَعَامًا فَلا يَتَوَضَّأُ، إلا أَنْ يَكُونَ لَبَنَ الإِبِلِ إِذَا شَرِبْتُمُوهُ....
তোমাদের কেউ যদি অযূ অবস্থায় থাকে অতঃপর যদি খাদ্য খায় তাহলে সে আর ....</td><td>২৯০
দুর্বল</td></tr>
<tr><td>১৬৩৩</td><td>(إِذَا مَضَى لِلنُّفَسَاءِ سَبْعٌ، ثُمَّ رَأَتِ الطُّهْرَ، فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ).
যখন নেফাসধারী নারীদের সাত দিন অতিবাহিত হয়ে যাবে, অতঃপর পবিত্রতা দেখবে ....</td><td>২২৩
দুর্বল</td></tr>
<tr><td>১৫৩২</td><td>(إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوْهُ).
ইদুর যদি ঘিতে পড়ে যায় আর তা যদি জমাট বাধা হয় তাহলে .....</td><td>১১৪
শায</td></tr>
<tr><td>১৭৪৮</td><td>(اسْتَاكُوا، لاَ تَأْتُوْنِيْ قُلْحًا، لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ).
তোমরা মেসওয়াক কর, আমার নিকট ময়লাযুক্ত লাল বর্ণ দাঁত নিয়ে আসবে না। ....</td><td>৩৩৩
দুর্বল</td></tr>
<tr><td>১৮০২</td><td>(إِنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَيَسُلُّ الْخَطَايَا مِنْ أُصُوْلِ الشَّعْرِ اسْتِلاَلاً).
জুম'আর দিনের গোসল চুলের গোড়াগুলো থেকে গুনাহ্গুলোকে বের করে ফেলে।</td><td>৩৯২
মুনকার</td></tr>
<tr><td>১৯৩৫</td><td>(الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ).
খাতনা হচ্ছে পুরুষদের জন্য সুন্নাত, মহিলাদের জন্য মর্যাদার।</td><td>৫৩১
দুর্বল</td></tr>
<tr><td>১৭০৫</td><td>(خَلِّلُوْا لِحَاكُمْ وَأَظْفَارَكُمْ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مَا بَيْنَ اللَّحْمِ وَالظُّفْرِ).
তোমরা তোমাদের দাড়ি এবং নখগুলো খেলাল কর। কারণ গোশ্ত এবং নখের ....</td><td>২৯২
বানোয়াট</td></tr>
</table>

১৬৩৫	(كَانَ يَخْرُجُ يُهْرِيْقُ الْمَاءَ، فَيَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ، فَأَقُوْلُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيْبٌ. فَيَقُـوْلُ: ... তিনি বের হয়ে পেশাব করতেন। অতঃপর মাটি দিয়ে মাসাহ্ করতেন। আমি	২২৬ খুবই দুর্বল
১৬০৯	(لَهَا مَا فِي بُطُوْنِهَا وَ مَا بَقِيَ لَنَا فَهُوَطَهُوْرٌ). তাদের (পশুদের) জন্য তাই যা তাদের পেটে রয়েছে (গ্রহণ করেছে) আর যা.....	১৯৮ দুর্বল
১৬৮৩	مَنْ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِثَوْبٍ نَظِيْفٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ أَفْضَلُ، لِأَنَّ الْوَضُوْءَ نُوْرٌ يَوْمَ..... যে অযূ করল অতঃপর পরিস্কার কাপড় দিয়ে মুছে ফেলল তাতে কোন সমস্যা নেই....	২৭২ খুবই দুর্বল
১৫২৭	(مَنْ قَرَأَ فِي إِثْرِ وُضُوْئِهِ : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ مَرَّةً وَاحِدَةً...... যে ব্যক্তি তার ওযূর পরক্ষণে "ইন্না আনযালনাহু ফী লাইলাতিল কাদরে...	১০৮ বানোয়াট
১৮১৬	(مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وُقِيَ مِنَ السُّوْءِ إِلَى مِثْلِهَا). যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে তার নখ কাটবে, তাকে আরেক জুম'আহ্ পর্যন্ত মন্দ কর্ম....	৪০৪ বানোয়াট
১৫০৪	(نَهَى أَن يَّدْخُلَ الْمَاءَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ). তিনি লুঙ্গি (পরিধান করা) ছাড়া পানিতে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন।	৮৪ দুর্বল
১৫৫৩	(لاَ تَرْفَعُوْا الطَّسْتَ حَتَّى تَطُفَّ، اجْمَعُوْا وَضُوْءَكُمْ جَمَعَ اللهُ شَمْلَكُمْ). তোমরা হাত ধোয়ার পাত্র উঠায়ো না যে পর্যন্ত ভর্তি না হয়ে যায়....	১৩৫ দুর্বল

١٨- العلم والحديث النبوي
১৮। ইল্ম ও হাদীছুন নাবাবী

১৬৯৬	(اتَّقِ اللهَ فِيْمَا تَعْلَمُ). তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর সে ব্যাপারে যা তুমি শিখবে।	২৮৫ দুর্বল
১৭৮৩	(اتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَ .... তোমরা যতটুকু জানতে সক্ষম হবে তা ছাড়া আমার উদ্ধৃতিতে হাদীস বর্ণনা করা	৩৬৯ দুর্বল
১৭০০	(اتَّقُوا زَلَّةَ الْعَالِمِ , وَانْتَظِرُوا فَيْئَتَهُ). তোমরা আলেমের পদস্খলন বেঁচে থাক এবং তার ফিরে আসার ব্যাপারে অপেক্ষা কর।	২৮৮ খুবই দুর্বল
১৮১৪	(أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرَؤُكُمْ عَلَى النَّارِ). তোমাদের যে ফাতওয়ার ব্যাপারে বেশী বাহাদুরী করে সে জাহান্নামের আগুনের.....	৪০২ দুর্বল
১৫০৭	(إذا لَعَنَ آخِرُ هذِهِ الأُمَّةِ أَوَّلَها، فَمَنْ كَتَمَ حَدِيثاً، فقد كَتَمَ ما أَنْزَلَ اللهُ). এ উম্মাতের শেষ যামানার লোকেরা যখন প্রথম যামানার লোকদের	৮৬ খুবই দুর্বল
১৬৩৪	(أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ). কিয়ামাতের দিন লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী শাস্তি পাবে সেই আলেম যার	২২৫ খুবই দুর্বল
১৬১০	(تَعَلَّمُوا العِلْمَ، وتَعَلَّمُوا لِلعِلْمِ الوَقارَ). তোমরা জ্ঞান অর্জন কর। আর জ্ঞানের জন্য ওকার (সম্মান করাকে) শিখ।	১৯৯ খুবই দুর্বল
১৫৯৬	(فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى غَيْرِهِ، كَفَضْلِ النَّبِيِّ عَلَى أُمَّتِهِ). আলেমের ফাযীলাত অন্যের উপরে সেরূপ যেরূপ নাবীর ফাযীলাত তাঁর ...	১৮৩ বানোয়াট

১৫৯৯	(لَوْ كَانَ جُرَيْجٌ الرَّاهِبُ فَقِيهًا عَالِمًا، لَعَلِمَ أَنَّ إِجَابَةَ أُمِّهِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ). জুরায়েয আররাহেব যদি ফাকীহ্ আলেম হতেন তাহলে তিনি অবশ্যই জানতেন....	১৮৬ দুর্বল
১৯৭৮	(يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَثَةٌ: الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ). তিন শ্রেণীর লোক কিয়ামাতের দিন শাফা‘য়াত করবে নাবীগণ, আলেমগণ.....	৫৭৮ বানোয়াট

১৯- الفتن وأشراط الساعة والبعث والجنة والنار

১৯। ফিতনাহ্, কিয়ামতের আলামত, জান্নাত ও জাহান্নাম

১৫৭৯	(آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَابَ الجَنَّةِ، فَيُفْتَحُ لِي، فَأَرَى رَبِّي، وهُوَ على كُرْسِيِّهِ، أَوْ سَرِيْرِهِ، فَيَتَجَلَّى لِيْ، .... আমি কিয়ামাতের দিন জান্নাতের দরজায় আসব। অতঃপর আমার জন্য দরজা	১৬১ দুর্বল
১৯৬৬	(الآيَاتُ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ). (ধারাবাহিকভাবে কিয়ামাতের) আলামাতগুলো দু'শত বছরের পরে (প্রকাশ পাবে)।	৫৬৬ বানোয়াট
১৫৮৮	(أُبَشِّرُكُمْ بِالْمَهْدِيِّ، يُبْعَثُ فِي أُمَّتِي عَلَى اخْتِلاَفٍ مِنَ النَّاسِ، وَزَلاَزِلَ، فَيَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا.... তোমাদেরকে মাহদীর ব্যাপারে সুসংবাদ প্রদান করছি। তাকে আমার উম্মাতের......	১৭২ দুর্বল
১৭৭৬	أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ أُمَّتَكَ مُخْتَلِفَةٌ بَعْدَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ الْمَخْرَجُ يَا جِبْرِيْـــلُ ؟ ... আমার নিকট জিবরীল (ﷺ) এসে বললেন: হে মুহাম্মাদ! আপনার পরে আপনার	৩৬২ খুবই দুর্বল
১৮৭০	(أُحَذِّرُكُمْ سَبْعَ فِتَنٍ تَكُوْنُ بَعْدِيْ: فِتْنَةٌ تُقْبِلُ مِنْ الْمَدِينَةِ، وفِتْنَةٌ فِيْ مَكَّةَ، وفِتْنَةٌ تُقْبِلُ مِنَ الْيَمَنِ،.... আমি তোমাদেরকে আমার পরে যেগুলো ঘটবে এরূপ সাতটি ফেতনা থেকে :....	৪৬৪ খুবই দুর্বল
১৫২৮	(إذا أَبْغَضَ الْمُسْلِمُونَ عُلَماءَهُمْ، وأَظْهَرُوا عِمَارَةَ أَسْوَاقِهِمْ، وَتَنَاكَحُوْا عَلَى جَمْعِ الدَّرَاهِمِ، ... মুসলিমরা যখন তাদের আলেমগণকে ঘৃণা করবে, তাদের বাজারগুলোতে...	১০৯ মুনকার
১৭২৭	(إِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلاً، وَالأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُـــلُ امْرأَتَـــهُ .... যখন ফাইকে (যুদ্ধ ছাড়াই অর্জিত শত্রু সম্পদকে) অন্যদেরকে বঞ্চিত করে	৩১৪ দুর্বল
১৫০৬	(إذا ظَهَرَتِ البِدَعُ، وَلَعَنَ آخِرُ هذه الأُمَّةِ أَوَّلَها، فَمَنْ كانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ .... যখন বিদ‘আত প্রকাশিত (চালু) হবে, আর এ উম্মাতের শেষ যামানার.....	৮৫ মুনকার
১৬১৭	(أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا، أَوْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، أَوْ قَتَلَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ، وَالْمُصَوِّرُوْنَ، ... কিয়ামাতের দিন সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তির লোক সেই যে কোন নাবীকে হত্যা করেছে...	২০৬ খুবই দুর্বল
১৯৮৫	(إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جِنَانِهِ وَزَوْجَاتِهِ وَنَعِيْمِهِ وَ خَدَمِهِ وسُرُرِهِ، مَسِيرَةَ أَلْفِ..... সর্বনিম্ন মর্যাদার জান্নাতীদের মধ্যে হবে সেই ব্যক্তি যে তার বাগিচাগুলো, তার স্ত্রীদের...	৫৮৪ দুর্বল
১৮৪৫	إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ، فَفَعَلْتُ، فَقَالَ لِيْ جِبْرِيلُ: إِنَّ اللَّهَ بنى جَنَّةً مِنْ لُؤْلُؤٍ .... আল্লাহ্ তা‘আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আলীর সাথে ফাতেমার বিয়ে দি।....	৪৩৫ বানোয়াট
১৭১৯	(إِنَّ اللهَ تَعَالَى بَنَى الْفِرْدَوْسَ بِيَدِهِ، وَحَظَرَهَا عَلَى كُلِّ مُشْرِكٍ وَكُلِّ مُدْمِنٍ لِلْخَمْرِ سِكِّيرٍ). আল্লাহ্ তা‘আলা (জান্নাতুল) ফিরদাউসকে তাঁর নিজ হাতে তৈরি করেছেন এবং.....	৩০৬ দুর্বল
১৭২২	(إنَّ أهْلَ الجَنَّةِ إذا دَخَلوها نَزَلوا فِيها بِفَضْلِ أعْمالِهِمْ، ثُمَّ يُؤْذَنُ لَهُمْ فِي مِقْدَارِ يَوْمِ الجُمُعَةِ ...... জান্নাতিরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তারা সেখানে তাদের আমলগুলোর	৩০৮ দুর্বল

১৭৬৭	(إنّ رَجُلاً دَخَلَ الجَنَّةَ، فرأى عَبْدَهُ فَوْقَ دَرَجَتِهِ، فقالَ: يا رَبِّ! هذا عَبْدِي فَوْقَ دَرَجَتِي! قالَ:.... এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখল তার দাস তার উপরের স্তরে। তখন সে	৩৫৩ খুবই দুর্বল
১৯৭৭	(إنّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَخَلَ النَّارَ اشْتَدَّ صِيَاحُهُمَا، فَقَالَ الرَّبُّ عزوجل: أخرجوهما، فأُخرِجَا،....... জাহান্নামে প্রবেশকারীদের মধ্য হতে দু'ব্যক্তির চিৎকার প্রচণ্ডরূপ ধারণ করলে	৫৭৭ দুর্বল
১৯৮২	(إنّ فِي الْجَنَّةِ سُوْقًا لاَ شِرَاءَ فِيْهِ وَلاَ بَيْعَ، إلاّ الصُّوَرُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ.... জান্নাতের মধ্যে একটি বাজার রয়েছে সেখানে পুরুষ ও নারীদের ছবি ছাড়া কিছুই....	৫৮২ দুর্বল
১৮৯৭	(إنّ فِي الْجَنَّةِ لَعُمُدًا مِنْ يَاقُوْتَةٍ، عَلَيْهَا غُرَفٌ مِنْ زَبَرْجَدٍ، تُبِصُّ كَمَا يَبِصُّ الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ،.... জান্নাতে ইয়াকুতের এক স্তম্ভ (টাওয়ার) রয়েছে যার উপরে যাবারযাদের তৈরি....	৪৮৭ দুর্বল
১৮৮৬	(إنّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ لَوْ أَنَّ الْعَالَمِيْنَ اجْتَمَعُوْا فِي إِحْدَاهُنَّ لَوَسِعَتْهُمْ). জান্নাতে একশতটি স্তর রয়েছে। সারা জাহানের সবাই যদি সেগুলোর একটিতে....	৪৭৭ দুর্বল
১৮৯৮	(إنّ في الجَنَّةِ نَهْراً يُقالُ لهُ: رَجَبٌ، ﴿مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ وأَحْلَى مِنَ العَسَلِ﴾، مَنْ صَامَ..... জান্নাতে একটি নদী আছে তাকে রজাব বলা হয়। তার পানি দুধের চেয়েও বেশী.....	৪৮৮ বাতিল
১৯৮৬	(إنّ الْكَافِرَ لَيَجُرُّ لِسَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْسَخَيْنِ يَتَوَطَّأُهُ النَّاسُ). কাফের ব্যক্তি কিয়ামাতের দিন তার দু'ফারসাখ (ছয় মাইল) দীর্ঘ যবানকে	৫৮৫ দুর্বল
১৭৭৯	(إِنِّي أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي اثْنَتَيْنِ: الْقُرْآنَ وَاللَّبَنَ، أَمَّا اللَّبَنُ فَيَبْتَغُوْنَ الرِّيفَ، وَيَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوَاتِ، ..... আমি আমার উম্মাতের জন্য দু'টি ব্যাপারে ভয় করছি: কুরআন আর দুধ। দুধকে	৩৬৫ দুর্বল
১৬৫৯	(أَوَّلُ الأَرْضِيْنَ خَرَابًا؛ يُسْرَاهَا ثُمَّ يُمْنَاهَا). যমীনের সর্বপ্রথম বামপার্শ্ব ধ্বংস হবে এরপর তার ডানপার্শ্ব ধ্বংস হবে।	২৪৬ দুর্বল
১৮৮৫	(الْجَنَّةُ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ). জান্নাতে একশতটি স্তর রয়েছে। প্রতিটি স্তরের মাঝের দূরত্ব পাঁচশত বছরের দূরত্বের সমান।	৪৭৫ মুনকার
১৯৩৬	(سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، وَلاَ مِنَ الإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، يُقْسِمُوْنَ بِهِ... মানুষের কাছে এমন একটি সময় আসবে যখন কুরআনে তার রেখা ছাড়া আর......	৫৩৪ খুবই দুর্বল
১৮৬৫	(سَيِّدٌ بَنَى دَارًا وَاتَّخَذَ مَأْدُبَةً، وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَالسَّيِّدُ الْجَبَّارُ، وَالْمَأْدُبَةُ الْقُرْآنُ، وَالدَّارُ الْجَنَّةُ، ..... সাইয়্যিদ একটি ঘর তৈরি করেন, খাদ্য তৈরি করেন এবং আহবানকারীকে প্রেরণ....	৪৫৯ বানোয়াট
১৯৭৩	(شِعَارُ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الصِّرَاطِ رَبِّ سَلِّمْ رَبِّ سَلِّمْ). কিয়ামাতের দিন পুলসিরাতের উপর মুসলিমদের নিশান হবে হে প্রতিপালক! শান্তি.....	৫৭৩ দুর্বল
১৭৯১	(لَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ حَتَّى يَسُوْدَ كُلَّ قَبِيلَةٍ مُنَافِقُوهَا). সে সময় পর্যন্ত কিয়ামাত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত প্রতিটি কাবীলাকে তাদের.....	৩৮০ খুবই দুর্বল
১৬০০	(لَيْسَ فِي الأَرْضِ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ ثَلاَثَةُ أَشْيَاءَ : غَرْسُ الْعَجْوَةِ , وَأَوَاقٍ تَنْزِلُ فِي الْفُرَاتِ ... যমীনে জান্নাতের মাত্র তিনটি বস্তু রয়েছে: আজওয়া বৃক্ষ, জান্নাতের বরকত	১৮৭ দুর্বল
১৯৫৫	(مَا كَانَ وَلاَ يَكُوْنُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مُؤْمِنٌ، إلاَّ وَلَهُ جَارٌ يُؤْذِيهِ). যেই অতিতের সব কিছুর উপর এবং কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত ভবিষ্যতের সব কিছুর....	৫৫০ বানোয়াট
১৫৩৮	(مَا كَانَتْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلاَّ كَانَ بَعْدَهَا قَتْلٌ وَصَلْبٌ). কোন নুবুওয়াতই এরূপ ছিল না যে তার পরে হত্যা এবং শুলে দেয়ার....	১২৩ দুর্বল

১৫০৯	(مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَهُوَ يَنْقُصُ إِلاَّ الشَّرُّ يَزْدَادُ فِيهِ). এমন কোন কিছু নেই যা কমতে থাকে না, একমাত্র মন্দ বাদে কারণ	৮৮ দুর্বল
১৫৩০	(مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ.... কিয়ামাতের আলামাতের মধ্যে রয়েছে, ব্যক্তি কর্তৃক মাসজিদের মধ্য.......	১১১ দুর্বল
১৯৭৬	(وَعَدَنِي رَبِّي تَعَالَى أَن يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا، فَاسْتَزَدْتُهُ فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفٍ..... আমাকে আমার প্রতিপালক ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি আমার উম্মাতের সত্তর হাজার.....	৫৭৬ দুর্বল
১৬০২	(لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَغْنِيَ النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، وَالرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالسِّحَاقُ زِنَـا النِّـسَاءِ فِيمَـا بَيْنَهُنَّ). দুনিয়া ধ্বংস হবে না যে পর্যন্ত নারীরা নারীদের দ্বারাই নিজেদের (যৌবিক) ...	১৯১ খুবই দুর্বল
১৫৩১	(لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حتى تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَحَتَّى يُسَلِّمُ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ...... সে পর্যন্ত কিয়ামাত কায়েম হবে না যে পর্যন্ত মাসজিদকে রাস্তা	১১২ দুর্বল
১৯৬৮	(يَخْرُجُ الدَّجَّالُ عَلَى حِمَارٍ أَقْمَرَ، مَا بَيْنَ أُذُنَيْهِ سَبْعُونَ عَامًا، مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ يَهُودِيٍّ عَلَيْهِمُ.... দাজ্জাল সাদা (সবুজ মিশ্রিত) রংগের গাধায় চড়ে বের হবে। তার দু'কানের মাঝের...	৫৬৮ খুবই দুর্বল
১৯৬৯	(يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي خِفَّةٍ مِنَ الدِّينِ، وَإِدْبَارٍ مِنَ الْعِلْمِ، وَلَهُ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً يَسِيحُهَا فِي الأَرْضِ،..... দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে দ্বীনের অবস্থা যখন দুর্বল হবে এবং জ্ঞান হতে.........	৫৬৯ দুর্বল
১৯৬৫	(يَكُونُ اخْتِلاَفٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ، فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ، فَيَأْتِيهِ نَاسٌ.... খালীফার মৃত্যুর সময় মতভেদ হবে। এ সময় এক ব্যক্তি মদীনা হতে বের হয়ে....	৫৬৫ দুর্বল

٢٠ـ فضائل القرآن والأدعية والأذكار
২০। কুরআন, দু'আ ও যিক্র এর ফযীলত

১৫৮২	(آلُ الْقُرْآنِ آلُ اللهِ). কুরআনের আপনজন (বংশধর) হচ্ছে আল্লাহর আপনজন (বংশধর)।	১৬৪ বাতিল
১৫৪৫	(آيتانِ هما قُرْآنٌ، وهما يَشْفعانِ، وهما مِمَّا يُحِبُّهما اللهُ، الآيتانِ فِي آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ). দু'টি আয়াত সে দু'টি কুরআন (এর অন্তর্ভুক্ত), সে দু'টি সুপারিশ.....	১২৮ খুবই দুর্বল
১৫৪৭	(آيَةُ الْعِزِّ: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ الآيَة). ইয্যাতের আয়াত হচ্ছে: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ "বল, 'সকল..	১৩০ দুর্বল
১৭৫৬	(أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَدْعُوَ بِهَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ،..... জিবরীল (ﷺ) নাবী -এর নিকট এসে বলেন: আল্লাহ্ তা'য়ালা আপনাকে	৩৪১ দুর্বল
১৭৫৩	(أَتَانِي جِبْرِيلُ عليه السلام، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ هَذِهِ الآيَةَ بِهَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ:...... জিবরীল (আ) আমার নিকট আসলেন। অতঃপর আমাকে নির্দেশ দিলেন আমি	৩৩৯ দুর্বল
১৯২৪	(أَثِيبُوا أَخَاكُمْ، قَالُوا: وَمَا إِثَابَتُهُ؟ قَالَ: تَدْعُونَ اللهَ لَهُ، فَإِنَّ فِي الدُّعَاءِ إِثَابَةً لَهُ). তোমরা তোমাদের ভাইকে সাওয়াব প্রদান কর। তারা বলল: তাকে সাওয়াব	৫২৪ দুর্বল
১৯৩১	وَمَا فُعِلَ بِالأُمَمِ قَبْلِي(أَجَلْ؛ شَيَّبَتْنِي (هُودٌ) وَأَخَوَاتُهَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بِأَبِي وَأُمِّي وَمَا.... হাঁ, আমাকে (সূরা) হূদ ও তার বোনগুলো বৃদ্ধ করে দিয়েছে। আবূ বাক্‌র বললেন....	৫২৬ দুর্বল

১৮৩৪	(أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ، قَالَ: وَمَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ؟ قَالَ: الَّذِى يَضْرِبُ مِنْ.... আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় আমল হচ্ছে আলহালুল মুরতাহিলু। সে	৪২৪ দুর্বল
১৮৮২	(أَحْسَنُ النَّاسِ قِرَاءَةً مَنْ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ يَتَحَزَّنُ بِهِ). তিলাওয়াতের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছে সেই যে, কুরআন পাঠ....	৪৭৪ দুর্বল
১৮৮১	(أَحْسِنُوا الأَصْوَاتَ بِالْقُرْآنِ). তোমরা কুরআনের (তিলাওয়াতের) ব্যাপারে আওয়াযকে সুন্দর কর।	৪৭৩ খুবই দুর্বল
১৮৪২	(إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُحَدِّثَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَقْرَأْ). তোমাদের কেউ যদি তার প্রতিপালকের সাথে কথা বলাকে পছন্দ করে তাহলে	৪৩২ খুবই দুর্বল
১৮০৪	(إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيُؤَمِّنْ عَلَى دُعَاءِ نَفْسِهِ). যখন তোমাদের কেউ দু'আ করবে তখন সে যেন তার নিজের দু'আর জন্য আমীন....	৩৯৩ খুবই দুর্বল
১৬৪৬	(أَغْنَى النَّاسِ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ). কুরআনকে বহনকারী সর্বাপেক্ষা বেশী ধনী ব্যক্তি।	২৩৬ দুর্বল
১৫৬৩	(أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ). ব্যক্তি কর্তৃক তার নিজের জন্য দু'আ করা হচ্ছে সর্বোত্তম দু'আ।	১৪৪ দুর্বল
১৭২৪	(اللَّهُمَّ إِنَّكَ سَأَلْتَنَا مِنْ أَنْفُسِنَا مَا لاَ نَمْلِكُهُ إِلاَّ بِكَ، اللَّهُمَّ فَأَعْطِنَا مِنْهَا مَا يُرْضِيكَ عَنَّا). হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের থেকে এমন কিছু চাচ্ছ যার মালিক আমরা নই	৩১১ খুবই দুর্বল
১৬৫১	(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَمِنْ بَوَارِ الأَيِّمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ). হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে ঋণের আধিক্যতা, শত্রুর বিজয় লাভ করা, ...	১৬৫১ দুর্বল
১৬৯০	(أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ أَمَانَيْنِ لأُمَّتِي ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ ... আল্লাহ্ তা'য়ালা আমার উপরে আমার উম্মাতের জন্য দু'টি নিরাপত্তা নাযিল করেছেন:...	২৮০ দুর্বল
১৯৬৩	(إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَدْنُوْ مِنْ خَلْقِهِ، فَيَغْفِرُ لِمَنِ اسْتَغْفَرَ، إِلاَّ الْبَغِيَّ بِفَرْجِهَا، وَالْعَشَّارَ). আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর সৃষ্টির নিকটবর্তী হন অতঃপর যে ক্ষমাপ্রার্থী হয় তিনি তাকে.....	৫৬১ দুর্বল
১৭৪১	(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِفْتَاحُ كُلِّ كِتَابٍ). বিসমিলাহির রহমানির রহীম প্রতিটি গ্রন্থের চাবি।	৩২৭ খুবই দুর্বল
১৮৯৯	(الدُّعَاءُ جُنْدٌ مِنْ أَجْنَادِ اللهِ تبارك وتعالى، مُجَنَّدٌ يَرُدُّ الْقَضَاءَ بَعْدَ أَنْ يُبْرَمَ). দু'য়া হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সৈন্যদের এক সৈন্য। তাকে এমনভাবে নিযুক্ত করা....	১৮৯৯ বানোয়াট
১৯৩০	(شَيَّبَتْنِي هُوْدٌ وَأَخَوَاتُهَا، وَمَا فُعِلَ بِالأُمَمِ قَبْلِي). আমাকে (সূরা) হূদ, তার বোনগুলো এবং আমার পূর্বের উম্মাতদের সাথে যা কিছু....	৫২৬ দুর্বল
১৫৫৮	(الْقُرْآنَ غِنًى لَا فَقْرَ بَعْدَهُ، وَلَا غِنًى دُوْنَهُ). কুরআনের মাঝেই রয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণতা (অর্থাৎ কুরআনের আনুগত্যের মধ্যেই	১৪০ দুর্বল
১৫৫৯	(الْقُرْآنُ هُوَ الدَّوَاءُ). কুরআন হচ্ছে ঔষধ।	১৪১ খুবই দুর্বল

১৫১৫	(كَانَ إِذَا أَرَادَ أَمْرًا، قَالَ : اللَّهُمَّ خِرْ لِي، وَاخْتَرْ لِي). তিনি যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন: হে আল্লাহ্! ...	৯৬ দুর্বল
১৫৬৬	(كان يَسْتَفْتِحُ دُعَاءَهُ بِـــ سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى الْوَهَّابِ). তিনি দু'আ করা শুরু করতেন "সুবহানা রাব্বিইয়াল আ'লাল অহ্হাব" দ্বারা।	১৪৬ দুর্বল
১৮৭৭	(مَا صِيْدَ مِنْ صَيْدٍ، وَلاَ قُطِعَ مِنْ شَجَرٍ، إِلاَّ بِتَضْيِيْعِهِ التَّسْبِيْحَ). শুধুমাত্র তাসবীহ্ পাঠ করাকে নষ্ট করার কারণেই কোন শিকার যোগ্য পশু শিকার....	৪৬৯ বানোয়াট
১৮১৭	(مَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ أُمَّتِي صَلَّى عَلَيَّ صَادِقًا بِهَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، إِلاَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ ..... আমার উম্মাতের যে বান্দায় সত্যিকারে আমার প্রতি সলাত পাঠ করবে তার	৪০৫ দুর্বল
১৮৫৪	(مُرُوا أَبَا ثَابِتٍ يَتَعَوَّذْ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي وَالرُّقَى صَالِحَةٌ؟ فَقَالَ: (لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ فِي نَفْسٍ.... তোমরা আবূ সাবেতকে নির্দেশ দাও সে যেন পানাহ্ চাই। আমি বললাম: হে.....	৪৪৬ দুর্বল
১৮১১	(مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى حِفْظَ كِتَابِهِ، فَظَنَّ أَنَّ أَحَداً أُوتِيَ أَفْضَلَ مِمَّا أُوتِيَ، فَقَدْ غَمَطَ أَفْضَلَ النِّعَمِ). আল্লাহ্ তা'আলা যাকে তাঁর কিতাব হেফ্য করার তাওফীক দান করেন, অতঃপর	৩৯৯ খুবই দুর্বল

٢١- اللباس والزينة

২১। পোষাক ও সাজসজ্জা

১৬৫৩	(اِئْتَزِرُوْا كَمَا رَأَيْتُ الْمَلاَئِكَةَ تَأْتَزِرُ عِنْدَ رَبِّهَا إِلَى أَنْصَافِ سُوْقِهَا). আমি ফেরেশতাদের তাদের প্রতিপালকের নিকট যেভাবে নিসফে সাক পর্যন্ত লুঙ্গি.....	২৪১ বানোয়াট
১৯৯৯	(احْذَرُوْا الشُّهْرَتَيْنِ: الصُّوْفَ وَالْحُمْرَةَ). তোমরা দু'টি খ্যাতি সম্পন্ন বস্তু হতে বেঁচে থাক: পশম আর লাল রং।	৫৯৮ বানোয়াট
১৫০৫	(اخْتَضِبُوا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ يُسَكِّنُ الرَّوْعَ وَ يُطَيِّبُ الرِّيحَ). তোমরা মেহদীর দ্বারা খেযাব লাগাও (চুল রঙ করো), কারণ তা ভয়....	৮৪ দুর্বল
১৮৫৭	(ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ، وَأَتْقَى، وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَأَنْقَى). তুমি তোমার লুঙ্গিকে উঁচু কর। কারণ তা তোমার কাপড়ের জন্য বেশী টিকসই	৪৪৮ দুর্বল
১৭১৮	(إِنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ، فَإِيَّاكُمْ وَالْحُمْرَةَ، وَكُلَّ ثَوْبٍ ذِيْ شُهْرَةٍ). শয়তান লাল রঙকে ভালবাসে। অতএব তোমরা লাল রঙ এবং প্রত্যেক সুনামের.....	৩০৫ খুবই দুর্বল
১৭১৭	(إِيَّاكُمْ وَالْحُمْرَةَ، فَإِنَّهَا أَحَبُّ الزِّيْنَةِ إِلَى الشَّيْطَانِ). তোমরা লাল রং থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। কারণ তা হচ্ছে শয়তানের	৩০৪ দুর্বল
১৬০৬	(كَانَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا لَبِسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ). তিনি যখন নতুন কাপড় গ্রহণ করতেন তখন তিনি জুম'আর দিনে তা পরিধান	১৯৪ বানোয়াট
১৭০৪	(مَا مِنْ أَحَدٍ يَلْبَسُ ثَوْبًا لِيُبَاهِيَ بِهِ، فَيَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ حَتَّى يَنْزِعَهُ مَتَى مَا نَزَعَهُ). যে ব্যক্তি এমন কাপড় পরিধান করবে যার দ্বারা সে অহঙ্কার বশত তার দিকে	২৯১ খুবই দুর্বল

٢٢- المبتدأ والأنبياء وعجائب المخلوقات

২২। সৃষ্টির সূচনা, নাবীগণ ও আশ্চর্যজনক সৃষ্টিকুল

১৬৯৩	(آجَالُ الْبَهَائِمِ كُلِّهَا مِنَ الْقُمَّلِ وَالْبَرَاغِيثِ وَالْجَرَادِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ كُلِّهَا وَالْبَقَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ..... উকুন, মাছি, ফড়িং, ঘোড়া, গাধা, গরু সকল প্রকার চতুষ্পদ জন্তুর মৃত্যুর সময়	২৮২ বানোয়াট
১৬৮৮	(أَتَانِي مَلَكٌ بِرِسَالَةٍ مِنَ اللهِ تَعَالَى، ثُمَّ رَفَعَ رِجْلَهُ فَوَضَعَهَا فَوْقَ السَّمَاءِ، وَالْأُخْرَى فِي الْأَرْضِ.... আমার নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে এক ফেরেশতা চিঠি নিয়ে আগমন করলেন।	২৭৮ দুর্বল
১৬৯৫	(اتَّخِذُوا الدِّيكَ الْأَبْيَضَ، فَإِنَّهُ صَدِيقِي وَعَدُوُّ عَدُوِّ اللهِ، وَكُلُّ دَارٍ فِيهَا دِيكٌ أَبْيَضُ، لَا يَقْرَبُهَا.... তোমরা সাদা মুরগ গ্রহণ কর। কারণ সে আমার বন্ধু আর আল্লাহর দুশমনের	২৮৪ বানোয়াট
১৭১৩	(أَتَدْرِينَ مَا خُرَافَةُ؟ كَانَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُذْرَةَ، أَسَرَتْهُ الْجِنُّ، فَمَكَثَ فِيهِمْ دَهْرًا ثُمَّ رَدُّوهُ........ তুমি কি জান খুরাফা কী? সে বানূ উযরার এক ব্যক্তি ছিল, যাকে জিনরা	২৯৯ দুর্বল
১৭১২	(أَتَدْرِينَ مَا حَدِيثُ خُرَافَةَ ؟ إِنَّ خُرَافَةَ كَانَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُذْرَةَ فَأَصَابَتْهُ الْجِنُّ، فَكَانَ فِيهِمْ .... তুমি কি জান খুরাফার হাদীস কি? খুরাফা বানূ উযরার এক ব্যক্তি ছিল যাকে	২৯৮ খুবই দুর্বল
১৭৮৮	(أُتِيَ بِإِبْرَاهِيمَ يَوْمَ النَّارِ إِلَى النَّارِ، فَلَمَّا أَبْصَرَهَا، قَالَ: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ). ইব্রাহীম (আ)কে যখন আগুনের দিনে আগুনের নিকট নিয়ে আসা হলো।	৩৭৪ দুর্বল
১৮১৮	(أَحَدُ أَبَوَيْ بِلْقِيسَ كَانَ جِنِّيًّا). বিলকীসের পিতা-মাতার একজন জীন ছিল।	৪০৫ দুর্বল
১৬৮০	(إِنْ أَتَّخِذْ مِنْبَرًا فَقَدِ اتَّخَذَهُ أَبِي إِبْرَاهِيمُ، وَإِنْ أَتَّخِذِ الْعَصَا، فَقَدِ اتَّخَذَهَا أَبِي إِبْرَاهِيمُ). আমি যদি মিম্বার গ্রহণ করি, তাহলে আমার পিতা ইব্রাহীম তো মিম্বার গ্রহণ করেছে...	২৬৯ মুনকার
১৫১৬	(إِنَّ اللهَ أَعْطَانِي ثَلَاثَ خِصَالٍ لَمْ يُعْطِهَا أَحَدٌ قَبْلِي: الصَّلَاةَ فِي الصُّفُوفِ، .... আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি খাসলাত দান করেছেন যেগুলো আমার ...	৯৬ খুবই দুর্বল
১৯৮৮	إِنَّ لِلهِ مَلَائِكَةً تَرْعُدُ فَرَائِصُهُمْ مِنْ خِيفَتِهِ، مَا مِنْهُمْ مَلَكٌ يَقْطُرُ دَمْعُهُ مِنْ عَيْنِهِ إِلَّا وَقَعَتْ مَلَكًا.... আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের এমন সব ফেরেশতা রয়েছে যাদের হৃদপিণ্ড তাঁর ভয়ে.....	৫৮৭ দুর্বল
১৫০১	(إِنَّ لِلشَّيْطَانِ كُحْلًا وَلَعُوقًا وَنَشُوقًا، فَأَمَّا لَعُوقُهُ فَالْكَذِبُ...... শয়তানের সুরমা, চেটে খাওয়ার দ্রব্য (অল্প পাথেয়) এবং	৭৯ খুবই দুর্বল
১৮০৯	(الْغِيلَانُ سَحَرَةُ الْجِنِّ). গীলান হচ্ছে জিনদের জাদুকর।	৩৯৮ দুর্বল
১৫৬৪	(قَالَ إِبْلِيسُ لِرَبِّهِ: يَا رَبِّ! قَدْ أُهْبِطَ آدَمُ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ سَيَكُونُ كِتَابٌ وَرُسُلٌ، فَمَا كِتَابُهُمْ.... ইবলীস তার প্রতিপালককে বললেন: হে আমার প্রতিপালক! আদমকে নামিয়ে......	১৪৪ মুনকার
১৯৯১	(قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: "ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ"، قَالَ: لَمَّا قَالَهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ.... তিনি এ আয়াত পাঠ করেন "আমার উদ্দেশ্য এই যে, সে (অর্থাৎ আযীয) যেন......	৫৯০ মুনকার
১৯৬২	(كَانَ لِدَاوُدَ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ يُوقِظُ فِيهَا أَهْلَهُ، فَيَقُولُ: يَا آلَ دَاوُدَ! قُومُوا فَصَلُّوا... আল্লাহর নাবী দাউদ (আ)-এর রাতের বেলা একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল যে সময়ে.....	৫৫৯ দুর্বল
১৬৫২	(لَوْلَا أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ اسْتَثْنَوْا، فَقَالُوا: ﴿وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَمُهْتَدُونَ﴾ مَا أُعْطُوا، وَلَكِنِ اسْتَثْنَوْا). যদি বানী ইসরাঈল ইসতিসনা না করত (ইন শা'আল্লাহ্ না বলত), তারা	২৪০ দুর্বল

٢٣- المناقب والمثالب

২৩। গুণাবলী ও ত্রুটিবিচ্যুতি

১৯২৪	خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَ فِيْهِ كَتَبَهُ اللهُ شَاكِرًا صَابِرًا.... দু'টি চরিত্র রয়েছে যার মধ্যে এ দু'টি চরিত্র থাকবে তাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা আরজগুজার...	৫১৯ দুর্বল
১৫৮১	(آخِرُ أَرْبِعَاءِ مِنَ الشَّهْرِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٌّ). প্রতি মাসের শেষ বুধবার অব্যাহতভাবে অমঙ্গলের দিন।	১৬৩ বানোয়াট
১৬৭৬	(أَبُوْ بَكْرٍ خَيْرُ النَّاسِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ نَبِيًّا). আবূ বাক্‌র হচ্ছেন লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম। তবে তিনি নাবী নন।	২৬৩ বানোয়াট
১৭৪২	(أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ خَيْرُ الأَوَّلِيْنَ، وَخَيْرُ الآخِرِيْنَ، وَخَيْرُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ، وَخَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ، إِلاَّ .... আবূ বাক্‌র ও উমার প্রথম যুগের লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং সর্বশেষ	৩২৭ বানোয়াট
১৭৩৪	(أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى). আবূ বাক্‌র ও উমারের মর্যাদা আমার নিকট যেমন হারূনের মর্যাদা মূসার নিকট।	৩১৯ মিথ্যা
১৭৪৩	(أَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ سَيِّدُ فِتْيَانِ أَهْلِ الْجَنَّةِ). আবূ সুফইয়ান ইবনুল হারেস জান্নাতী যুবকদের সরদার।	৩২৮ দুর্বল
১৭৪৪	(أَبُوْ هُرَيْرَةَ وِعَاءُ الْعِلْمِ). আবূ হুরাইরাহ্ হচ্ছে জ্ঞানের ভাণ্ডার।	৩২৯ দুর্বল
১৭৪৫	(أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَأَرَانِي بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِي تَدْخُلُ مِنْهُ أُمَّتِي. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ... আমার নিকট জীবরীল (عليه السلام) এসে আমার হাত ধরলেন। অতঃপর আমাকে	৩২৯ দুর্বল
১৬৮৭	(أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ , فَقَالَ: أَقْرِئْ عُمَرَ السَّلامَ , وَقُلْ لَهُ: إِنَّ رِضَاهُ حُكْمٌ , وَإِنَّ غَضَبَهُ عِزٌّ). আমার নিকট জিবরীল (আ) এসে বললেন: আপনি উমারকে সালাম দিয়ে বলুন:....	২৭৭ বানোয়াট
১৭০১	(أَتَتْكُمُ الأَزْدُ أَحْسَنُ النَّاسِ وُجُوْهًا، وَأَعْذَبُهُ أَفْوَاهًا وَأَصْدَقُهُ لِقَاءً). তোমাদের নিকট আয্‌দ আগমন করেছে যারা লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা	২৮৯ বানোয়াট
১৬০৫	(اتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً وَمُوسَى نَجِيّاً وَاتَّخَذَنِي حَبِيباً ثُمَّ قَالَ: وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي لأُوثِرَنَّ حَبِيبِي .... আল্লাহ্ তা'য়ালা ইব্‌রাহীমকে খালীল (একান্ত বন্ধু), মূসাকে নাজী (নাজাত লাভকারী)...	১৭৪ বানোয়াট
১৮২১	(اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللهِ). তোমরা মু'মিনের বুদ্ধিমত্তা থেকে বেঁচে থাক। কারণ সে আল্লাহর নূরের দ্বারা দেখে।	৪০৮ দুর্বল
১৭৩০	أُوتِيتُ بِمَقَالِيدِ الدُّنْيَا (وفي رواية: بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الدُّنْيَا) عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ (جَاءَنِيْ بِهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ... আমাকে দুনিয়ার চাবিসমূহ দেয়া হয়েছে (অন্য বর্ণনায় এসেছে: দুনিয়ার খাযানা....	৩১৬ দুর্বল
১৯৯৬	(أَثْبَتُكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ أَشَدُّكُمْ حُبًّا لأَهْلِ بَيْتِيْ وَأَصْحَابِيْ). তোমাদের মধ্যে পুলসিরাতের উপর বেশী স্থিতিশিলতা অর্জন করবে সেই ব্যক্তি.......	৫৯৬ বানোয়াট
১৮৪৩	(أَحَبُّ أَهْلِ بَيْتِيْ إِلَيَّ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ). আমার নিকট আমার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভালোবাসার পাত্র হচ্ছে....	৪৩৩ দুর্বল
১৮৪৪	(أَحَبُّ أَهْلِيْ إِلَيَّ فَاطِمَةُ). আমার পরিবারের ফাতেমা হচ্ছে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী প্রিয়।	৪৩৪ দুর্বল

১৭৯৩	(أحِبُّوا صُهَيْباً حُبَّ الْوَالِدَةِ لِوَلَدِها). তোমরা সুহাইবকে ভালবাস মাতা কর্তৃক তার সন্তানকে ভালবাসার ন্যায়।	৩৮১ খুবই দুর্বল
১৮৩৬	(أَحِبُّوا الْعَرَبَ وَبَقَاءَهُمْ فِي الإِسْلاَمِ وَصَلاَحَهُمْ، فَإِنَّ صَلاَحَهُمْ نُورٌ فِي الإِسْلاَمِ، وَفَسَادَهُمْ..... তোমরা আরবদেরকে, তাদের ইসলামের উপর অটল থাকাকে, এবং তাদের	৪২৬ দুর্বল
১৮৬৯	, (أحدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنا ونُحِبُّهُ، فإذا أَجَبْتُمُوْه فكُلُوا مِنْ شَجَرِهِ، ولوْ مِنْ عِضاهِهِ). উহুদপাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে আর আমরা তাকে ভালবাসি। অতএব তোমরা....	৪৬৩ দুর্বল
১৮১৯	(أُحُدٌ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْجَنَّةِ). উহুদ (পাহাড়) জান্নাতের স্তম্ভগুলোর একটি স্তম্ভ।	৪০৬ দুর্বল
১৬১৮	(أُحُدٌ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، إِنَّهُ عَلَى بَاب مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهَذَا عِيْرٌ جَبَلٌ يُبْغِضُنَا وَنُبْغِضُهُ.... এ উহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে আর আমরা তাকে ভালোবাসী।...	২০৭ দুর্বল
১৬৩০	(إذا أرادَ الله بِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي خَيْراً، أَلْقى حُبَّ أَصْحَابِي فِي قَلْبِهِ). আল্লাহ্ তা'আলা যখন আমার উম্মাতের কোন ব্যক্তির জন্য কল্যাণ চান তখন	২২১ দুর্বল
১৯৪৪	(احْفَظُونِي فِي الْعَبَّاسِ، فإِنَّهُ بَقِيَّةُ آبائِي، وإنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيه). তোমরা আমাকে আব্বাসের মধ্যে হেফাযাত কর। কারণ তিনিই হচ্ছেন আমার.....	৫৩৯ দুর্বল
১৯৪৫	(اسْتَوْصُوْا بِالْعَبَّاسِ خَيْرًا، فَإِنَّهُ عَمِّيْ وَصِنْوُ أَبِيْ). তোমরা আব্বাস হতে কল্যাণকর অসিয়্যাত গ্রহণ কর। কারণ তিনি আমার চাচা.....	৫৪০ খুবই দুর্বল
১৯৮৭	(أَشْقَى النَّاسِ ثَلاَثَةٌ: عَاقِرُ نَاقَةِ ثَمُوْدَ، وَابْنُ آدَمَ الَّذِيْ قَتَلَ أَخَاهُ، مَا سُفِكَ عَلَى الأَرْضِ مِنْ..... লোকদের মধ্যে বদ নাসীব হচ্ছে তিনজন সামূদের উটনীর পেট কর্তনকারী, আদম....	৫৮৬ দুর্বল
১৮৪৭	(افْتُتِحَتِ الْقُرَى بِالسَّيْفِ وَافْتُتِحَتِ الْمَدِيْنَةُ بِالْقُرْآنِ). তরবারীর দ্বারা গ্রামগুলোকে বিজয় করা হয়েছে আর মাদীনাকে কুরআন দ্বারা বিজয়....	৪৩৮ মুনকার
১৯৩৮	(أَكْثَرُ الْقَبَائِلِ فِي الْجَنَّةِ: مَذْحَجٌ) জান্নাতের অধিকাংশ গোত্রগুলো হবে মাযহাজ।	৫৩৭ দুর্বল
১৫৯১	الأَمَانَةُ تَجْلِبُ الرِّزْقَ...(الأَمَانَةُ فِي الأَزْدِ، وَالْحَيَاءُ فِيْ قُرَيْشٍ). আমানাত হচ্ছে আয্‌দ গোত্রের মধ্যে আর লজ্জা হচ্ছে কুরাইশ গোত্রের মধ্যে।	১৭৫ দুর্বল
১৮২০	(إنَّ أُحُداً جَبَلٌ يُحِبُّنا ونُحِبُّهُ، وهو على تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الجَنَّةِ، وعَيْرٌ على تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ النَّارِ). উহুদ এমন একটি পাহাড় যে আমাদেরকে ভালবাসে আর আমরা তাকে	৪০৭ খুবই দুর্বল
১৫১৭	(إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَعْطَانِي فَارِسَ، وَنِسَاءَهُمْ، وَأَبْنَاءَهُمْ، وَسِلاحَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ. .... আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে পারস্য দেশ, তাদের স্ত্রীগণ, তাদের সন্তানাদী, ...	৯৭ দুর্বল
১৫৪৯	(إنَّ الله أَمَرَنِي بِحُبِّ أَرْبَعَةٍ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ. قِيلَ : يَا رَسُولَ الله، مَنْ هُمْ ؟... আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে চার জনকে ভালোবাসার নির্দেশ প্রদান....	১৩১ দুর্বল
১৯২০	(إنَّ الله يُحِبُّ أَبْنَاءَ الثَّمَانِيْنَ). আল্লাহ্ তা'য়ালা আশি বছরের অধিকারীদেরকে ভালবাসেন।	৫১৩ খুবই দুর্বল
১৬৮২	(إنَّ عُمَّارَ بُيُوْتِ الله هُمْ أَهْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ). আল্লাহর ঘরসমূহের আবাদকারীগণ হচ্ছেন আল্লাহর পরিবার।	২৭১ দুর্বল
১৯৪৩	(إنَّ مَثَلَ الأَشْعَرِيِّيْنَ فِي النَّاسِ كَصِرَارِ الْمِسْكِ). লোকদের মধ্যে আশ'য়ারীদের উদাহরণ হচ্ছে এই যে, তারা নির্জিত কস্তুরির ন্যায়।	৫৩৯ দুর্বল

১৯৬৭	(إِنَّهُ كَانَ يُبْغِضُ عُثْمَانَ فَأَبْغَضَهُ اللهُ). সে উসমানকে ঘৃণা করত ফলে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে ঘৃণা করেন।	৫৬৭ বানোয়াট
১৭০৭	خَلِيْلِيْ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ أُوَيْسٌ الْقَرْنِيُّ এ উম্মাতের মধ্য থেকে আমার বন্ধু হচ্ছেন উওয়াইস আলকারনী।	২৯৪ মুনকার
১৫১১	(خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الآخَرُونَ أَرْذَلُ). সর্বোত্তম লোক হচ্ছে আমার যুগের লোকেরা, অতঃপর যারা তাদের	৯১ দুর্বল
১৭২৯	(ذِكْرُ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ). 'আলীকে স্বরণ করা ইবাদাত।	৩১৬ বানোয়াট
১৫৯২	(الْعِلْمُ فِي قُرَيْشٍ، وَالأَمَانَةُ فِيْ الأَنْصَارِ). জ্ঞান হচ্ছে কুরাইশদের মধ্যে আর আমানাত হচ্ছে আনসারদের মাঝে।	১৭৬ দুর্বল
১৫৯৭	(فُضِّلْتُ عَلَى النَّاسِ بِأَرْبَعٍ : بِالسَّخَاءِ، وَالشَّجَاعَةِ، وَكَثْرَةِ الْجِمَاعِ، وَشِدَّةِ الْبَطْشِ). চারটি বস্তুর দ্বারা আমাকে লোকদের উপরে ফাযীলাত দেয়া হয়েছে: বদান্যতা, ...	১৮৪ বাতিল
১৮৪৯	(لَقَدْ أُشْبِعَ سَلْمَانُ عِلْمًا). সালমানকে জ্ঞান দান করে পরিতৃপ্ত করা হয়েছে।	৪৪০ দুর্বল
১৯৯৩	(لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَلاَئِكَةَ تُغَسِّلُ حَمْزَةَ). আমি ফেরেশতাদেরকে হামযাকে গোসল করাতে দেখেছি।	৫৯৪ দুর্বল
১৭৬২	(مَثَلُ أَصْحَابِيْ فِي أُمَّتِيْ كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، لاَ يَصْلُحُ الطَّعَامُ إِلاَّ بِالْمِلْحِ). আমার উম্মাতের মধ্যে আমার সাথীদের উদাহরণ হচ্ছে খাদ্যের মধ্যে লবনের	৩৪৭ দুর্বল
১৮৫৬	(مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَعْلَمُ الأَوَّلِيْنَ وَالأَخِرِيْنَ بَعْدَ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ، إِنَّ اللهَ يُبَاهِيْ بِهِ الْمَلاَئِكَةَ). নাবী এবং রসূলগণের পরে মু'য়ায ইবনু জাবাল প্রথম যমানা এবং শেষ যামানার.....	৪৪৭ বানোয়াট
১৯৩৯	(لاَ تَلْعَنُوْا تُبَّعًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ أَسْلَمَ). তোমরা তুব্বা'কে (এক ব্যক্তির নাম) অভিশাপ দিও না। কারণ সে ইসলাম গ্রহণ.....	৫৩৭ দুর্বল

যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ

এবং

উম্মাতের মাঝে তার কুপ্রভাব

(৪র্থ খণ্ড)

[হাদীস নং ১৫০১-২০০০]

১৫০১. (إِنَّ لِلشَّيْطَانِ كُحْلاً وَلَعُوْقًا وَنَشُوْقًا، فَأَمَّا لَعُوْقُهُ فَالْكَذِبُ، وَأَمَّا نَشُوْقُهُ فَالْغَضَبُ، وَأَمَّا كُحْلُهُ فَالنَّوْمُ).

১৫০১। শয়তানের সুরমা, চেটে খাওয়ার দ্রব্য (অল্প পাথেয়) এবং নাক দিয়ে গ্রহণ করার ঔষধ রয়েছে। তার চেটে খাওয়ার দ্রব্য (অল্প পাথেয়) হচ্ছে মিথ্যা বলা, নাক দিয়ে ঔষধ গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে রাগান্বিত হওয়া আর তার সুরমা হচ্ছে ঘুমানো।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে আল-খারাইতী "মুসাবিউল আখলাক্ব" গ্রন্থে (২/১৪/২), আবূ আলী আল-হারাবী "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পার্টে, কাসিম ইবনু আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল আযীয আল-হালাবী "হাদীসুস সাকা" গ্রন্থে (৩/১-২), আবূ নাঈম "আল-হিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৬/৩০৯), বাইহাক্বী "আশ্‌শু'আব" গ্রন্থে (২/৪৪/২) ও আসবাহানী "আত-তারগীব" গ্রন্থে (২/২৪৩) বিভিন্ন সূত্রে রাবী' ইবনু সাবীহ্ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আর্‌রুকাশী হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ....।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। ইয়াযীদ হচ্ছে ইবনু আবান আর্‌রুকাশী, তিনি খুবই দুর্বল।

তার সম্পর্কে নাসাঈ প্রমুখ বলেন: তিনি মাতরূক। আর অন্যরা তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর বর্ণনাকারী রাবী' ইবনু সাবীহ্ দুর্বল।

ইমাম মানাবী অপর বর্ণনাকারী আসেম ইবনু আলীর দ্বারাও হাদীসটির দোষ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, খারায়েতী প্রমুখের নিকট সুফইয়ান সাওরী তার মুতাবা'য়াত করেছেন।

উমার ইবনু হাফ্‌স আল-আবাদীও ইয়াযীদ আর্‌রুকাশী হতে হাদীসটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তার মুতাবা'য়াত করেছেন। এটিকে ইবনু আদী (১/২৪৬) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ আল-আবাদী মাতরূক যেমনটি ইমাম নাসাঈও বলেছেন।

১৫০২. (سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ).

১৫০২। সম্প্রদায়ের সরদার হচ্ছে তাদের খাদেম।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও সাহ্‌ল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ তিনজন সহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমত ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস। এটিকে ইয়াহ্ইয়া ইবনু আকসাম ক্বাযী- আল-মামূন হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমাকে আমার পিতা তার দাদার সূত্রে মানসূর হতে, তিনি তার পিতার সূত্রে তার দাদা হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে ঘটনা রয়েছে।

এটিকে আবুল কাসেম শাহ্‌রাযুরী "আল-আমালী" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১৮০), আবূ আব্দুর রহমান সুলামী "আদাবুস সুহ্‌বাহ্" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১৩৯-১০৭) ও আল-খাতীব "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (১০/১৮৭) বিভিন্ন সূত্রে ইয়াহ্ইয়া হতে বর্ণনা করেছেন। তারা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে মতভেদ করেছেন।

কেউ হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, আবার কেউ দাদার স্থলে ইকরিমাকে উল্লেখ করেছেন, আবার কেউ কেউ হাদীসটিকে উকবাহ্ ইবনু আমেরের মুসনাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ কারণে ইমাম সাখাবী "আল-মাকাসিদুল হাসানা" গ্রন্থে বলেছেন:

হাদীসটির সনদে দুর্বলতা এবং বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

দ্বিতীয়ত ঃ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীস। এটিকে হাম্মু ইবনু নূহ্, সালাম ইবনু সালেম হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক হতে, তিনি হুমায়েদ আত-ত্ববীল হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেন:

(خَادِمُ الْقَوْمِ سَيِّدُهُمْ، وَسَاقِيهِمْ آخِرُهُمْ شُرْبًا)

"সম্প্রদায়ের খাদেম হচ্ছে তাদের সরদার আর তাদের জন্য পানি পরিবেশনকারী হচ্ছে সর্বশেষে পানি পানকারী।"

এ হাদীসটি আল-মুখাল্লেস "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২৮৪) এবং ইবনু আবী শুরায়হ্ আনসারী "জুযউ বীবা" গ্রন্থে (১/১৬৯) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে সাল্‌ম ইবনু সালেম তিনি হচ্ছেন বালখী আয-যাহেদ, তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যেমনটি খালীলী বলেছেন। আর ইবনু আবী হাতিম বলেন: তিনি সত্যবাদী নন।

আর ইবনু আবী হাতিম (১/২/৩১৯) হাম্মু ইবনু নূহ্ এর জীবনী বর্ণনা করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

ইবনু মাজাহ্ (৩৪৩৪) এ হাদীসটির শেষাংশ [সম্প্রদায়ের জন্য পানি পরিবেশনকারী হচ্ছে সর্বশেষে পানি পানকারী] বর্ণনা করেছেন। (প্রথম অংশ) বর্ণনা করেননি। যদিও কেউ কেউ বলেছেন: ইবনু মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবনু মাজাহ্) অন্য সূত্রে আবূ কাতাদাহ্ হতে শেষাংশটি মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ শেষাংশটুকু সহীহ্, ইমাম মুসলিম (৬৮১), তিরমিযী (১৮৯৪) ও আহমাদ (২২০৪০, ২২০৭১) ও দারেমী (২১৩৫) বর্ণনা করেছেন।

সতর্কবাণী: আলোচ্য হাদীসটিকে দায়লামী তিরমিযী ও ইবনু মাজার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। এটি ধারণা মাত্র। ইমাম সুয়ূতীও এ ক্ষেত্রে তার অন্ধ অনুসরণ করে "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে (২/৫১/২) বলেছেন: হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মানাবীও এ ক্ষেত্রে তার অন্ধ অনুসরণ করেছেন।

হাদীসটির আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে আরেকটি সূত্র রয়েছে, সেটিতে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে:

(يَا وَيْحَ الْخَادِمِ فِي الدُّنْيَا، هُوَ سَيِّدُ الْقَوْمِ فِي الآخِرَةِ)

"দুনিয়াতে হায় আফসুস খাদেমের জন্য, তিনি আখেরাতে সম্প্রদায়ের সরদার।"

কিন্তু এ হাদীসটি বানোয়াট। হাদীসটিকে আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়্যাতুল আওলিয়্যাহ্" গ্রন্থে (৮/৫৩) মু'আল্লাক্ব হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন: এটিকে আহমাদ ইবনু আব্দুল্লাহ্ ফারইয়ানানী শাকীক ইবনু ইবরাহীম হতে, তিনি ইব্রাহীম ইবনু আদহাম হতে, তিনি আব্বাদ ইবনু কাসীর হতে, তিনি হাসান বাসরী হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে ... বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন:

এটিকে আহমাদ ফারইয়ানানীই বানিয়েছে। তিনি একজন জালকারী ছিলেন। তিনি জালকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ।

ইবনু হিব্বানও তাকে জালকারী হিসেবে দোষারোপ করেছেন। হাফিয সাখাবী যে এ হাদীসটিকে শুধুমাত্র খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, তিনি তাতে

শিথিলতা করেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, এর সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে, হাসান বাসরী আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে শ্রবণ করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: আব্বাদ ইবনু কাসীর বাসরী। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন: তাকে মুহাদ্দিসগণ পরিত্যাগ করেছেন।

ইমাম নাসাঈ বলেন: তিনি মাতরূক।

অন্য ভাষায় এসেছে:

(إذا كان يوم القيامة نادى مناد على رؤوس الأولين و الآخرين : من كان خادما للمسلمين في دار الدنيا، فليقم و ليمض على الصراط، آمنا غير خائف، و ادخلوا الجنة أنتم و من شئتم من المؤمنين، فليس عليكم حساب، و لا عذاب).

"কিয়ামাতের দিন (সৃষ্টির) প্রথম আর শেষের সকলের সামনে আহবানকারী আহবান করে বলবে: যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মুসলিমদের খাদেম ছিল সে দাঁড়িয়ে যাও এবং পুলসিরাত অতিক্রম কর ভীতি ছাড়া নিরাপদে এবং তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, মু'মিনদের মধ্য থেকে যাকে চাও তাদেরকে সহকারে। তোমাদের কোন হিসাব নেই, আবার কোন শাস্তিও নেই।"

আবূ নু'য়াইম এ হাদীসটিকেও পূর্বোক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। সনদটি যে বানোয়াট সে সম্পর্কে আপনারা অবগত হয়েছেন। এটি সুস্পষ্ট বানোয়াট হাদীস।

তৃতীয়ত ঃ সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীস। এটিকে হাকিম "আত-তারীখ" গ্রন্থে দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। আমি এটি সম্পর্কে "আল-মিশকাত" গ্রন্থে (৩৯২৫) টীকায় ব্যাখ্যা প্রদান করেছি।

١٥٠٣. (فَضْلُ الصَّلَاةِ الَّتِيْ يُسْتَاكُ لَهَا، عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِيْ لاَ يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعُوْنَ ضِعْفًا).

১৫০৩। যে সলাতের জন্য মিসওয়াক করা হয় সে সলাতের ফাযীলাত সত্তর গুণ বেশী সেই সলাতের চেয়ে যে সলাতের জন্য মিসওয়াক করা হয় না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু খুযায়মাহ্ তার "সহীহ্" গ্রন্থে (১/২১/২), হাকিম (১/১৪৬), আহমাদ (৬/১৪৬) ও বায্যার (১/২৪৪/৫০১) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু খুযায়মাহ্ তার এ কথার দ্বারা হাদীসটি দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, 'হাদীসটি যদি সহীহ্ হয়'। অতঃপর বলেছেন: আমি এ কারণে 'যদি সহীহ্ হয়' বলেছি যে, আমি ভয় করছি যে ইবনু ইসহাক মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম হতে শ্রবণ করেননি বরং তিনি তার থেকে তাদলীস করেছেন।

আর হাকিম বলেছেন: হাদীসটি সহীহ্ ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী! হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন!

আমি (আলবানী) বলছি: তারা উভয়েই এ ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন এবং সন্দেহে পড়েছেন। কারণ ইবনু ইসহাক মুদাল্লিস হওয়া সত্ত্বেও আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করেননি, বরং তিনি মুতাবা'য়াতের সময় তার থেকে বর্ণনা করেছেন।

এরূপও হতে পারে যে, ইবনু ইসহাক কোন দুর্বল বর্ণনাকারী থেকে হাদীসটি পেয়েছেন। অতঃপর তিনি তাদলীস করেছেন।

আর হাদীসটি আবূ ই'য়ালা (৩/১১৬২) ও বায্যার (১/২৪৪/৫০২) দু'টি সূত্রে মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু ইয়াহ্ইয়া হতে, তিনি যুহ্রী হতে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

"মিসওয়াক করে দু'রাক'আত সলাত মিসওয়াক ছাড়া সত্তর রাক'আত সলাতের চেয়েও উত্তম।"

বায্যার বলেন: আমার জানা মতে মু'য়াবিয়্যাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ এ হাদীসটি বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি হচ্ছেন সদাফী আর হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) উরওয়া হতে হাদীসটির আরেকটি সূত্র পেয়েছি। হারেস ইবনু আবী উসামাহ্ তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২/১৮) বলেন: আমাদেরকে হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু উমার শুনিয়েছেন, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবী ইয়াহ্ইয়া হতে, তিনি আবুল আসওয়াদ হতে, তিনি উরওয়াহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এই মুহাম্মাদ ইবনু উমার হচ্ছেন আলঅকেদী, তিনি মিথ্যুক, তার বর্ণনার দ্বারা খুশি হওয়ার কিছু নেই।

হাদীসটি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছাড়াও ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে। সে সবগুলোই হাফিয ইবনু হাজার

"তালখীসুল হাবীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: সেগুলোর সনদগুলো ক্রটিযুক্ত।

١٥٠٤. (نَهَى أَن يَّدْخُلَ الْمَاءَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ).

১৫০৪। তিনি লুঙ্গি (পরিধান করা) ছাড়া পানিতে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু খুযায়মাহ্ তার "সহীহ্" গ্রন্থে (১/৩৮/২) ও হাকিম (১/১৬২) হাসান ইবনু বিশ্র হামদানী হতে, তিনি আবুয যুবায়ের হতে, তিনি জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন: হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্। হাফিয যাহাবী বলেন: মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

আমি (আলবানী) বলছি: বরং হাদীসটির সনদ দুর্বল। কারণ হামদানীর কোন হাদীস ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেননি। তার ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী ভুলকারী।

আর আবুয যুবায়েরের হাদীস যদিও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন তবুও তিনি মুদাল্লিস, তিনি আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: সম্ভবত মানাবী উপরোক্ত দু'টি সমস্যা সম্পর্কে অবগত হননি, অথবা তিনি হাকিম ও যাহাবীর অন্ধ অনুসরণ করে "আত-তাইসীর" গ্রন্থে বলেছেন: হাদীসটির সনদ সহীহ্।

গামারীও ধোঁকায় পড়ে "কান্‌য" গ্রন্থে (৪১৯৩) অভ্যাসগতভাবে তার অন্ধ অনুসরণ করেছেন।

١٥٠٥. (اخْتَضِبُوا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ يُسَكِّنُ الرَّوْعَ وَ يُطَيِّبُ الرِّيحَ).

১৫০৫। তোমরা মেহ্দীর দ্বারা খেযাব লাগাও (চুল রঙ করো), কারণ তা ভয় নিবারণ করে এবং বাতাসকে সুগন্ধ যুক্ত করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (৬/৩০৫) ও তাম্মাম "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/৯৬) হাসান ইবনু দে'য়ামাহ্ হতে, তিনি উমার ইবনু শারীক (ইবনু আবী নামরাহ) হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। হাসান ইবনু দে'য়ামাহ্ এবং উমার ইবনু শারীক তারা উভয়েই মাজহূল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী।

١٥٠٦. (إذا ظَهَرَتِ البِدَعُ، وَلَعَنَ آخِرُ هذه الأُمَّةِ أَوَّلَها، فَمَنْ كانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ فَلْيَنْشُرْهُ، فإنَّ كاتِمَ العِلْمِ يَوْمَئِذٍ كَكاتِمِ ما أنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ).

১৫০৬। যখন বিদ'আত প্রকাশিত (চালু) হবে, আর এ উম্মাতের শেষ যামানার লোকেরা প্রথম যামানার লোকদেরকে অভিসম্পাত করবে তখন যার নিকট জ্ঞান থাকবে সে যেন তা প্রচার করে। কারণ, সেদিন জ্ঞানকে গোপনকারী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তাকে গোপনকারী হিসেবে গণ্য হবে।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে ((১৫/২৯৮/১) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনে রামাল দেমাস্কী হতে, তিনি অলীদ ইবনু মুসলিম হতে, তিনি সাওর ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি খালেদ ইবনু মি'দান হতে, তিনি মু'য়ায ইবনু জাবাল হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। ইবনু রামাল ছাড়া অন্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। ইবনু আসাকির তার জীবনী আলোচনা করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম হতে বর্ণনা করে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল মাজীদ আল-মাফলূয নিম্নের ভাষায় তার মুতাবা'য়াত করেছেন:

"যখন ফিতনা আর বিদ'আত প্রকাশিত হবে, আমার সাথীদেরকে গালি দেয়া হবে, তখন যেন আলেম ব্যক্তি তার জ্ঞানকে প্রচার করে। যে ব্যক্তি তা করবে না, তার প্রতি আল্লাহ্, ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিসম্পাত। আল্লাহ্ তা'আলা তার ফরয ইবাদাত এবং নফল ইবাদাত কবূল করবেন না।

ইবনু রাযকূইয়াহ্ তার "জুযউ ফীল হাদীস" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

উক্ত মাফলূজ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: মুহাম্মাদ ইবনু গালেব তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তার কতিপয় মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর প্রথমটি।

হাদীসটি দাইলামী (১/১/৬৬) দু'টি সূত্রে আলী ইবনুল হাসান ইবনে

বুনদার হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক রামলী হতে, তিনি হিশাম ইবনু আম্মার হতে, তিনি অলীদ ইবনু মুসলিম হতে বর্ণনা করেছেন।

হিশামের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে আর আমি রামলীকে চিনি না। ইবনু বুনদার একজন সূফী, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ত্বাহেরের নিকট মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। আর অন্যরা তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত নিম্নের ভাষায় অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করা হয়ে থাকে:

١٥٠٧. (إذا لَعَنَ آخِرُ هذِهِ الأُمَّةِ أوَّلَها، فَمَنْ كَتَمَ حَدِيثاً، فقد كَتَمَ ما أنْزَلَ الله).

১৫০৭। এ উম্মাতের শেষ যামানার লোকেরা যখন প্রথম যামানার লোকদের অভিসম্পাত দিবে অতঃপর যে ব্যক্তি (সহাবীদের ফাযীলাতে বর্ণিত) কোন হাদীস গোপন করবে সে আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিলকৃত বস্তুকে গোপনকারী হয়ে যাবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ (২৬৩) হুসাইন ইবনু আবুস সারিউ আসকালানী হতে, তিনি খালাফ ইবনু তামীম হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনুস সারিউ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ....।

বুসয়রী "আয্যাওয়াইদ" গ্রন্থে বলেন:

এ সনদের বর্ণনাকারী হুসাইন ইবনু সারিউ মিথ্যুক আর আব্দুল্লাহ্ ইবনুস সারিউ দুর্বল। "আলআতরাফ" গ্রন্থে এসেছে যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনুস সারিউ মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিরকে পাননি। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তাদের দু'জনের মধ্যে মাধ্যম রয়েছে। এর মধ্যে সনদে বিচ্ছিন্নতাও রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: কিন্তু হাদীসটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে হুসাইন এককভাবে বর্ণনা করেননি। হাদীসটিকে ইমাম বুখারী "আত্তারীখ" গ্রন্থে (২/১/১৮০), ইবনু আবী আসেম "আস সুন্নাহ্" গ্রন্থে (৯৯৪), আবূ আম্র আদদানী "আলফিতান" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২৪), ওকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (২০৮), ইবনু বাত্তা "আলইবানাহ্" গ্রন্থে (১/১৩০/২-১৩১/১), ইবনু আদী (২/২২০), খাতীব বাগদাদী "আত্তারীখ" গ্রন্থে (৯/৪৭১), আব্দুল গানী মাকদেসী "আলইল্ম" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২৮) ও ইবনু আসাকির (৫/২৩১/২) অন্যান্য সূত্রে খালাফ ইবনু তামীম হতে ... বর্ণনা করেছেন।

ওকায়লী বলেন: আব্দুল্লাহ্ ইবনুস সারিউর কেউ মুতাবা'য়াত করেননি এবং হাদীসটিকে তার মাধ্যম ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে জানা যায় না। খালাফ ছাড়া অন্য কেউ এটিকে বর্ণনা করে ইবনুস সারিউ এবং ইবনুল মুনকাদিরের মাঝে দু'জন প্রসিদ্ধ দুর্বল বর্ণনাকারীর অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। তারা দু'জন হচ্ছে: আম্বাসা ইবনু আব্দুর রহমান কুরাশী এবং তার শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু যাযান। আর তারা উভয়েই মাতরূক এবং মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। এ সম্পর্কে শাইখ আলবানী আরো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

١٥٠٨. (إِذَا ظَهَرَتِ الْحَيَّةُ فِي الْمَسْكَنِ، فَقُولُوا لَهَا : إِنَّا نَسْأَلُكِ بِعَهْدِ نُوحٍ، وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، أَنْ لاَ تُؤْذِينَا، فَإِنْ عَادَتْ فَاقْتُلُوهَا).

১৫০৮। যখন কোন গৃহে সাপ দেখা যাবে তখন তোমরা তাকে উদ্দেশ্য করে বলো: "ইন্না নাসআলুকা বি আহদি নূহ্ অ বিআহদি সুলাইমান ইবনু দাউদ আন-লা তু'যিনা" (অর্থাৎ আমি তোমার নিকট নূহ্ এবং সুলাইমান ইবনু দাউদের অঙ্গীকারের দ্বারা চাচ্ছি যে, তুমি আমাদেরকে কষ্ট দিও না)। এরপর যদি সে পুনরায় ফিরে আসে তাহলে তোমরা তাকে হত্যা করো।

হাদীসটির সনদ দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ দাউদ (২/৩৫১) ও তিরমিযী (১/২৮১) (ভাষাটি তিরমিযীর) ইবনু আবী লাইলা সূত্রে সাবেত বুনানী হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আবূ লাইলা বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ....।

ইমাম তিরমিযী বলেন: এটি হাসান গারীব। আমরা এটিকে ইবনু আবী লাইলার হাদীস হতে একমাত্র এ সূত্রেই চিনি।

আমি (আলবানী) বলছি: মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা কূফী কাযী। তিনি সত্যবাদী, তবে তিনি খুবই দুর্বল হেফযের অধিকারী। এ কারণেই সনদটি দুর্বল।

সতর্কবাণী: সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে হাদীসটিকে ইবনু আবী লাইলা হতে তিরমিযীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। আর তার ভাষ্যকার মানাবী বলেছেন: তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা ফাকীহ্ কূফী (কূফার কাযী) হতে বর্ণনা করেছেন। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। আর আবূ

লাইলার রসূল (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছে, তার নাম হচ্ছে ইয়াসার।

তারা দু'জনই সন্দেহ করেছেন যে, হাদীসটির সনদ ইবনু আবী লাইলা পর্যন্তই শেষ হয়ে গেছে অথচ আসলে তা নয়। কারণ তার উপরে দু'জন তাবে'ঈ এবং সহাবী রয়েছেন। মানাবী সন্দেহের মধ্যে আরো সংযোগ করেছেন যে, আবদুর রহমান ইবনু আবী লাইলা ফাকীহ্ ও কাযী আর তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। এ সবগুলোই ভুল। কারণ যার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না তিনি হচ্ছেন তার ছেলে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা যেমনটি তার দিকে পূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তার পিতা আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা হচ্ছেন নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণীয়, বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী। এছাড়া আবূ লাইলার নাম ইয়াসার দৃঢ়তার সাথে এ কথা বলা সঠিক হবে না। কারণ হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এ ব্যক্তির নামের ব্যাপারে পাঁচটি মত উল্লেখ করেছেন এটি চতুর্থ নম্বরটি। আর তিনি (ইবনু হাজার) কোনটিকেই দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেননি।

١٥٠٩. (مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَهُوَ يَنْقُصُ إِلاَّ الشَّرُّ يَزْدَادُ فِيْهِ).

১৫০৯। এমন কোন কিছু নেই যা কমতে থাকে না, একমাত্র মন্দ বাদে, কারণ তাতে শুধু বৃদ্ধিই হয়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ আম্‌র আদদানী "আলফিতান" গ্রন্থে (১/২৯) বাকিয়্যাহ্ হতে, তিনি আবূ বাক্‌র ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবূ মারইয়াম হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আরতাত হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমাদেরকে আমাদের ভাইয়েরা আবুদ দারদা (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: ইবনু আবী মারইয়ামের কারণে এ সনদটি দুর্বল। কারণ তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

আর বাকিয়্যাহ্ মুদাল্লিস বর্ণনাকারী, তিনি আন্‌আন্ করে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এককভাবে বর্ণনা করেননি। ইমাম আহমাদ (৬/৪৪১) মুহম্মাদ ইবনু মুস'য়াব হতে, তিনি আবূ বাক্‌র হতে। তবে তিনি বলেছেন: তিনি তার কোন এক ভাই হতে বর্ণনা করেছেন।

এ কারণে হাইসামী (৭/২২০) বলেন: হাদীসটি আহমাদ ও ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সনদের মধ্যে আবূ বাক্‌র ইবনু আবী মারইয়াম

রয়েছেন, তিনি দুর্বল। আরেক নাম না-নেয়া ব্যক্তি রয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আর ইবনু মুস'য়াব হচ্ছেন কুরকুসানী, তিনি সত্যবাদী তবে বহু ভুলকারী। সম্ভবত ত্বারানীর নিকট তার মুতাবা'য়াত করা হয়েছে। এ কারণে হাইসামী তার ব্যাপারে চুপ থেকেছেন।

এ হাদীস থেকে আমাদেরকে মুক্ত রাখতে পারে রসূল (ﷺ)-এর নিম্নোক্ত বাণী:

"এমন কোন দিন নেই যার পরের দিনটা তার চেয়ে নিকৃষ্ট নয় (অর্থাৎ আগত প্রতিটি দিন বিগত দিনের চেয়ে নিকৃষ্ট) আর এভাবেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হয়ে যাবে।" [এটিকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন]।

١٥١٠. (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلاثِ خِلالٍ : أَنْ لا يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلِكُوا جَمِيعًا، وَأَنْ لا يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ، وَأَنْ لا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلالَةٍ).

১৫১০। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তিনটি বস্তু হতে রক্ষা করেছেন: তোমরা সব ধ্বংস হয়ে যাও, তোমাদের নাবী (ﷺ) তোমাদের বিপক্ষে এ দু'আ করবেন না। বাতিলপন্থীরা হক্বপন্থীদের বিপক্ষে বিজয় লাভ করবে না আর তোমরা ভ্রষ্টতার উপরে ঐক্যবদ্ধ হবে না।

হাদীসটি এভাবে পরিসমাপ্তির দ্বারা দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ দাউদ (৪২৫৩) মুহাম্মাদ ইবনু আউফ ত্বাঈ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আউফ বলেন: আমি ইসমা'ঈলের আসলের মধ্যে দেখেছি তিনি বলেন: আমাকে যমযম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন শুরাইহ্ হতে, তিনি আবূ মালেক আশ'য়ারী (রাঃ) হতে, তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু সনদে শুরাইহ্ ইবনু ওবাইদ হাযরামী মিসরী আর আবূ মালেক আশ'য়ারীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কারণ শুরাইহ্ আবূ মালেককে পাননি যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাহ্যীব" গ্রন্থে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আর সম্ভবত তিনি এ বাস্তবতা ভুলে গিয়ে "বাযলুল মা'উন" গ্রন্থে (১/২৫) বলেন: তার সনদটি হাসান। কারণ এটি ইসমা'ঈল ইবনু আইয়্যাশ কর্তৃক শামীদের থেকে বর্ণনাকৃত। আর এরূপ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। আর আবূ

বাসরাহ্ গিফারীর হাদীস হতে এর একটি শাহেদও রয়েছে। সেটিকে আহমাদ বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে তার সনদে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন যার নাম নেয়া হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি: এ শাহেদটি ঘাটতি সম্বলিত। কারণ তার মধ্যে আলোচ্য হাদীসটির শুধুমাত্র শেষ অংশটুকু রয়েছে। সেটি "মুসনাদ" গ্রন্থে (৬/৩৯৬) বর্ণিত হয়েছে।

সেটিকে ইসমা'ঈল ইবনু আইয়্যাশ অন্য সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইয়াহ্ইয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

এটিকে আবূ আম্র আদ্দানী "আলফিতান" গ্রন্থে (২/৪৫) আলী ইবনু মা'বাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন: ইসমা'ঈল ইবনু আইয়্যাশ হাদীসটিকে আমাদের বর্ণনা করে শুনিয়েছেন।

বর্ণনাকারী এ ইয়াহ্ইয়া হচ্ছেন ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাওহেব মাদানী। ইয়াহ্ইয়া যদি ইনিই হন তাহলে তিনি মাতরূক। আর যদি অন্য কেউ হন তাহলে তাকে আমি চিনি না।

অতঃপর আদ্দানীকে যখন আমি দেখলাম তিনি অন্য এক হাদীসে আলী ইবনু মা'বাদ হতে বর্ণনা করার সময় (২/৫৫) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এ ইয়াহ্ইয়া হচ্ছেন ইয়াহ্ইয়া ইবনু ওবায়দুল্লাহ্, তখন আমি স্পষ্টভাবে জেনে গেলাম যে, ইয়াহ্ইয়া হচ্ছেন ইবনু ওবায়দুল্লাহ্ (অন্য কেউ নন)।

মোটকথা: হাদীসটির সনদ দুর্বল সনদে বিচ্ছিন্নতার কারণে এবং পূর্ণাঙ্গরূপে শাহেদ অনুপস্থিত থাকার কারণে, যার দ্বারা হাদীসের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

অতঃপর আমি দেখেছি আলোচ্য হাদীসটিকে ইমাম ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/২৬২/৩৪৪০), "মুসনাদুশ শামে'ঈন" গ্রন্থে (পৃ ৩৩১) হাশেম ইবনু মারসাদ ত্ববারানী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল ইবনে আইয়্যাশ হতে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনায় কিছু বেশী উল্লেখ করা হয়েছে আর এতে উল্লেখিত বর্ধিত অংশ মুনকার।

তবে আলোচ্য হাদীসের শেষাংশ অর্থাৎ "আর তোমরা পথভ্রষ্টতার উপরে ঐক্যবদ্ধ হবে না" এ অংশটুকু সহীহ্। এ কারণে আমি এ অংশটুকুকে "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (১৩৩১) গ্রন্থে এবং "যিলালুল জান্নাহ্" গ্রন্থে (৮০, ৮৫, ৯২) উল্লেখ করেছি।

১৫১১. (خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الآخَرُونَ أَرْذَلُ).

১৫১১। সর্বোত্তম লোক হচ্ছে আমার যুগের লোকেরা, অতঃপর যারা তাদের পরে আসবে, অতঃপর যারা এদের পরে আসবে। আর অন্যরা হচ্ছে নিকৃষ্ট।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১/১০৫/২, ১/১০৬) **ও হাকিম** (৩/১৯১) আবূ বাক্‌র ইবনু আবী শাইবাহ্ সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইদরীস হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি জা'দাহ্ ইবনু হুবাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

এটিকে ত্ববারানী আবূ কুরায়েব সূত্রে ইবনু ইদরীস হতে বর্ণনা করেছেন।

আর হাকিম এ হাদীসের ব্যাপারে কোন হুকুম লাগানো হতে চুপ থেকেছেন। হাফিয ইবনু হাজার "আলফাত্‌হ" গ্রন্থে (৫/৭) বলেন:

এটিকে ইবনু আবী শাইবাহ্ ও ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন আর এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে রসূল (ﷺ)-এর সাথে জা'দার সাক্ষাতের বিষয়টি বিতর্কিত।

হাইসামী বলেন (১০/২০): এটিকে ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ বর্ণনাকারী। কিন্তু ইদরীস ইবনু ইয়াযীদ আওদী জা'দাহ্ হতে শ্রবণ করেননি। আল্লাহ্ই বেশী জানেন।

হাদীসটি ত্ববারানী এবং হাকিমের নিকট আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইদরীসের বর্ণনায় তার পিতা হতে বর্ণিত হয়েছে।

ইদরীস তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, তার নাম হচ্ছে ইয়াযীদ ইবনু আব্দুর রহমান আওদী। কিন্তু হাদীসটি মুরসাল। কারণ রসূল (ﷺ)-এর সাথে জা'দার সাক্ষাতের বিষয়টি বিতর্কিত। বরং হাফিয ইবনু হাজার তার জীবনীতে "আত্‌তাহযীব" গ্রন্থে অগ্রাধিকার দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি একজন তাবে'ঈ। আবূ হাতিম রাযীও দৃঢ়তার সাথে তা বলেছেন।

উল্লেখ্য: হাদীসটির শেষে হাকিম কর্তৃক উল্লেখিত শব্দ হচ্ছে (أردى) আর অন্যরা (أرذل)উল্লেখ করেছেন।

১৫১২. (الْهِرَّةُ لاَ تَقْطَعُ الصَّلاَةَ، لأَنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ).

১৫১২। বিড়াল সলাতকে নষ্ট করে না। কারণ সে হচ্ছে গৃহের আসবাব পত্রের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটি মারফূ' হিসেবে দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু মাজাহ্ (৩৬৯), আলমুখলিস তার "হাদীস" গ্রন্থে যেমনটি "আলমুনতাকা মিনহু" গ্রন্থের মধ্যে (২/৬৪/১২), ইবনু খুযায়মাহ্ তার "সহীহ্" গ্রন্থে (৮২৮), ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (২২৯-২৩০) ও হাকিম (১/২৫৪-২৫৫) ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু আব্দুল মাজীদ সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনু আবুয যিনাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ সালামাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ...।

হাকিম বলেন: হাদীসটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্ ...।

হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: যেহেতু হাদীসটিকে আব্দুর রহমান এককভাবে বর্ণনা করেছেন সেহেতু সঠিক হচ্ছে এই যে, হাদীসটি মুসলিমের শর্ত মাফিক নয়। কারণ মুসলিম তার হাদীস অন্যের সাথে না মিলিয়ে বর্ণনা করেননি। তা ছাড়াও তার হেফযের ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে। হাদীসটি যদি মওকূফ হওয়া থেকে নিরাপদ হয় তাহলে শুধুমাত্র হাসান।

দ্বিতীয় অংশটুকুকে আবূ মুহাম্মাদ মাখলাদী "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/২৯৫), তারকাফী তার "হাদীস" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৪৩) ও তার থেকে ইবনু আদী (১/১০১) হাফ্স ইবনু উমার আদানীর হাদীস হতে, তিনি হাকাম ইবনু আবান হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল।

এটিকে আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/৭১) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস হতে মারফূ' হিসেবে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটিও দুর্বল।

অতঃপর আমি (আলবানী) হাদীসটির আরেকটি সমস্যা পেয়েছি। যে ব্যাপারে ইবনু খুযায়মাহ্ তার "সহীহ্" গ্রন্থে সতর্ক করেছেন। কারণ তিনি হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেছেন: "হাদীসটি যদি সহীহ্ হয়। কারণ এর মারফূ' হওয়ার ব্যাপারে হৃদয়ে কিছু কিন্তু জাগে।" তিনি উপরোক্ত এ সূত্রেই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি ইবনু ওয়াহাব সূত্রে ইবনু আবিয

যিনাদ হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, মারফূ' হিসেবে নয়। অতঃপর বলেছেন: ইবনু ওয়াহাব মদীনাবাসীর হাদীসের ব্যাপারে বেশী জ্ঞাত ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু আব্দুল মাজীদ থেকে।

হাদীসটি আসলে তিনি যেমন বলেছেন সেরূপই। যদিও মাহ্দী ইবনু 'ঈসা তার বিরোধিতা করে ইবনু আবিয যিনাদ হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এটিকে বায্যার বর্ণনা করেছেন।

কারণ এ মাহদী মাজহূলুল হাল যেমনটি ইবনুল কাত্তান বলেছেন।

আর তার থেকে বর্ণনাকারী হচ্ছে বায্যারের শাইখ ফিরদাউস ওয়াসেতী যাকে আমি চিনি না।

দুর্বল হওয়ার দিক দিয়ে এরূপ আরেকটি হাদীস যেটিকে ইমাম আহমাদ (২/৩২৭) প্রমুখ 'ঈসা ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে, তিনি আবূ যুর'য়াহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

এ সনদের বর্ণনাকারী 'ঈসাকে ইবনু মা'ঈন, নাসাঈ প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

১৫١٣. (الْهَوَى مَغْفُورٌ لِصَاحِبِهِ مَا لَمْ يَعْمَلْ بِهِ أَوْ يَتَكَلَّمْ).

১৫১৩। সংকল্পকারীর মনের সংকল্পকে ক্ষমা করা হয়েছে যে পর্যন্ত সে তা না করবে, অথবা তা শব্দে প্রকাশ না করবে।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (২/২৫৯ ও ৭/২৬১) আলমুসাইয়্যাব ইবনু ওয়াযিহ্ সূত্রে সুফইয়ান ইবনু ওয়াইনাহ্ হতে, তিনি মিস'য়ার হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, তিনি যুরারাহ্ ইবনু আবী আউফা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

আবূ নু'য়াইম বলেন: আলমুসাইয়্যাব হতে এ শব্দে ইবনু ওয়াইনাহ্ হাদীসটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর কাতাদার সাথীগণ যাদের মধ্যে শু'বাহ্, হুমাম, হিশাম, আবান, শাইবান, আবূ 'আওয়ানাহ্ হাম্মাদ .....প্রমুখ মুসাইয়্যাবের বিরোধিতা করে তার থেকে নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেন:

"আল্লাহ্ তা'য়ালা আমার উম্মাতের সেই সব বস্তুকে এড়িয়ে গেছেন যেগুলো তাদের অন্তরসমূহে উদয় হয়েছে যে পর্যন্ত কার্যে পরিণত না করবে অথবা শব্দে প্রকাশ না করবে।"

আমি (আলবানী) বলছি: এটিই নিরাপদ ও সহীহ্। আর মুসাইয়্যাব কর্তৃক বর্ণিত শব্দ মুনকার। কারণ মুসাইয়্যাব কর্তৃক নির্ভরযোগ্যদের বিরোধিতা করে বর্ণনা করার সাথে সাথে হেফযের দিক দিয়ে তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

আমি (আলবানী) তার আরেকটি সূত্র পেয়েছি যেটিকে মুহান্না ইবনু ইয়াহ্ইয়া সামী বর্ণনা করেছেন আবূ আসলাম হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে মারফূ' হিসেবে।

এটিকে আবূ বাক্‌র কালাবাযী "মিফতাহুল মা'য়ানী" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২৮৮) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। এর সমস্যা হচ্ছে আবূ আসলাম। আর তার নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ মাখলাদ আররু'আইনী হিমসী। ইবনু আদী বলেন: তিনি বাতিল হাদীস বর্ণনা করেন।

পূর্বে তার কতিপয় বাতিল হাদীস আলোচিত হয়েছে। দেখুন হাদীস নং (৪১০ ও ১২৫২)।

١٥١٤. (عَلَيكُم بِالشِّفاءَيْنِ : العَسلِ والقُرآنِ).

১৫১৪। তোমরা দুই আরোগ্যকারী বস্তু ধারণ কর: মধু এবং কুরআন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু মাজাহ্ (২/নং ৩৪৫২), হাকিম (৪/২০০, ৪০৩), ইবনু আদী (১/১৪৭), খাতীব (১১/৩৮৫) ও ইবনু আসাকির (১২/৫/২) যায়েদ ইবনুল হুবাব হতে, তিনি সুফইয়ান হতে, তিনি আবূ ইসহাক্ব হতে, তিনি আবুল আহওয়াস হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন: হাদীসটি শাইখায়নের শর্তানুযায়ী সহীহ্। হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটি শুধুমাত্র ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। কারণ আবুল আহওয়াস হচ্ছেন আউফ ইবনু মালেক জাশমী আর তার দ্বারা ইমাম বুখারী তার সহীহ্ গ্রন্থে দলীল গ্রহণ করেননি। আবূ ইসহাকের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটা সত্ত্বেও তিনি একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। কিন্তু শু'বাহ্ তার থেকে খাতীবের নিকট তার "তারীখ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ফলে আন্ আন্ করে বর্ণনা করার সমস্যাটা রয়ে যাচ্ছে। আবার মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করার বিরোধিতা করে বর্ণনা করাও হয়েছে। এটিকে

হাকিম ওয়াকী সূত্রে সুফইয়ান হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে আহমাদ ইবনুল ফুরাত আর্‌রাযী তার "জুযউ" গ্রন্থে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন যেমনটি হাফিয যাহাবীর "আলমুনতাকা মিনহু" গ্রন্থে (৪/১-২) এসেছে। তিনি বলেনঃ আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু ওবায়েদ বর্ণনা করে শুনিয়েছেন আ'মাশ হতে, তিনি খায়সামাহ্ হতে, তিনি আলআসওয়াদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি বলেনঃ ... মওকূফ হিসেবে।

অনুরূপভাবে আবূ ওবায়েদ "ফাযাইলুল কুরআন" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৩, ২/১১১) ও ওয়াহেদী (২/১৪৫) অন্য সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনু আবী শাইবাহ্ "আলমুসান্নাফ" গ্রন্থে (১২/৬১/২) আবূ মু'য়াবিয়্যাহ্ হতে, তিনি আ'মাশ হতে ...বর্ণনা করেছেন। তার অন্য বর্ণনায় আবূল আসওয়াদ সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ "মধু হচ্ছে সকল রোগের ঔষধ আর কুরআন অন্তরের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার ঔষধ।'

এ কারণে বাইহাক্বী "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে (যেমনটি "মিশকাত" গ্রন্থে (৪৫৭১) এসেছে) বলেনঃ সঠিক হচ্ছে এই যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

আর নিম্নের বাক্যে মারফূ' হিসেবে বর্ণিত হয়েছেঃ

"তোমরা আরোগ্য লাভ করাকে গ্রহণ কর, মধু হচ্ছে সকল রোগের ঔষধ আর কুরআন অন্তরের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার ঔষধ।"

এটিকে ইবনু আদী (২/১৮৩) সুফইয়ান ইবনু ওয়াকী' হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি সুফইয়ান হতে, তিনি আবূ ইসহাক্ব হতে, তিনি আবুল আহওয়াস হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেনঃ এটিকে মারফূ' হিসেবে সাওরী হতে চেনা যায়, যেটি বর্ণিত হয়েছে যায়েদ ইবনুল হুবাবের বর্ণনায় সুফইয়ান থেকে। আর ওয়াকী'র হাদীস হতে মারফূ' হিসেবে তার (ওয়াকী') থেকে একমাত্র তার ছেলে সুফইয়ানই বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি আসলে সাওরী হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছিঃ মারফূ' হিসেবে বর্ণিত বর্ণনাটি মওকূফ হওয়া সত্ত্বেও এ মারফূ'র মধ্যে আরেকটি সমস্যা রয়েছে আর তা হচ্ছে আবূ

ইসহাক সুবাই'ঈ কর্তৃক আন্ আন্ করে বর্ণনা করা। আর তিনি ছিলেন একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। এ কারণেই হাদীসটিকে এ দুর্বল সিরিজের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ব্যাখ্যাগুলো মানাবীর নিকট গোপনই রয়ে যায়, ফলে তিনি "আত্তাইসীর" গ্রন্থে হাকিম কর্তৃক সহীহ্ আখ্যা দানকে সমর্থন করেছেন। আর গুমারী এর দ্বারা ধোঁকায় পড়ে তার "কান্য" গ্রন্থে (২১৮২) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মানাবী তার "আলফায়েয" গ্রন্থে হাকিমের সহীহ্ আখ্যা দানের সমালোচনা করেছেন বাইহাক্বী কর্তৃক মওকূফ হিসেবে সহীহ্ আখ্যা দানের দ্বারা। ফলে এ গ্রন্থে তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন।

١٥١٥. (كَانَ إِذَا أَرَادَ أَمْرًا، قَالَ : اللَّهُمَّ خِرْ لِي، وَاخْتَرْ لِي).

১৫১৫। তিনি যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন: হে আল্লাহ্! তুমি আমার জন্য কল্যাণ কর এবং আমার জন্য সঠিককে চয়ন কর।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী (২/২৬৬), ইবনুস সুন্নী "আমালুল ইয়াওম অললাইলাহ্" গ্রন্থে (৫৯১), ইবনু আদী (২/১৫১), অনুরূপভাবে তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/২৭৭), খারায়েতী "মাকারিমুল আখলাক" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২২৮) যানফাল ইবনু আব্দুল্লাহ্ আরাফী সূত্রে ইবনু আবী মুলাইকাহ্ হতে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে তিনি আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ...।

ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদীসটি গারীব। এটিকে আমরা একমাত্র যানফালের হাদীস থেকেই চিনি। আর তিনি হাদীসের পণ্ডিতদের নিকট দুর্বল। তার মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

ইবনু আদীও অনুরূপ কথা উল্লেখ করেছেন। হাফিয যাহাবী তাকে "আয্যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: নাসাঈ বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন। দারাকুতনী বলেন: তিনি দুর্বল।

আর দারাকুতনীর এ কথার উপরেই হাফিয ইবনু হাজার "আলইসাবাহ্" গ্রন্থে নির্ভর করেছেন।

١٥١٦. (إِنَّ اللَّهَ أَعْطَانِيْ ثَلَاثَ خِصَالٍ لَمْ يُعْطَهَا أَحدٌ قَبْلِيْ: الصَّلَاةَ فِي

الصُّفُوْفِ، والتَّحِيَّةَ مِنْ تَحِيَّةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وآمِيْنَ، إلاَّ أنَّهُ أعْطَى مُوْسَى أَنْ يَدْعُوَ مُوْسَى، وَيُؤمِّنَ هارُونُ).

১৫১৬। আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি খাসলাত দান করেছেন যেগুলো আমার পূর্বে অন্য কাউকে দেননি: কাতার বন্দী হয়ে সলাত আদায় করা, জান্নাতীদের অভিবাদন (সালাম) দ্বারা অভিবাদন (সালাম) প্রদান করা ও আমীন বলা। তবে তিনি মূসাকে দান করেছিলেন যে, মূসা দু'আ করবেন আর হারূন আমীন আমীন বলবেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু খুযাইমাহ্ তার "সহীহ্" গ্রন্থে (১/১৬৬/২- নং ১৫৮৬), ইবনু আদী (২/১৫২) ও হারেস ইবনু আবী উসামাহ্ (১৯/১-২) আবূ মুহাল্লাবের মাওলা যারবী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করতে শুনেছি।

ইবনু আদী বলেন:

যারবীর হাদীস এবং তার হাদীসের কোন কোনটির ভাষা মুনকার।

ইবনু হিব্বান বলেন: তার হাদীস কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি মুনকারুল হাদীস। তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে ভিত্তিহীন কিছু বর্ণনা করেছেন। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

তাকে ইমাম বুখারী খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

١٥١٧. (إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَعْطَانِي فَارِسَ، وَنِسَاءَهُمْ، وَأَبْنَاءَهُمْ، وَسِلاحَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَأَعْطَانِي الرُّومَ، وَنِسَاءَهُمْ، وَأَبْنَاءَهُمْ، وَسِلاحَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَأَمَدَّنِي بِحِمْيَرَ).

১৫১৭। আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে পারস্য দেশ, তাদের স্ত্রীগণ, তাদের সন্তানাদি, তাদের হাতিয়ার (সমরাস্ত্র) ও তাদের সম্পদগুলো দান করেছেন। আর আমাকে রূম দেশ, তাদের স্ত্রীগণ, তাদের সন্তানাদি, তাদের হাতিয়ার (সমরাস্ত্র) ও তাদের সম্পদগুলো দান করেছেন এবং তিনি আমাকে হিমইয়ার দ্বারা সাহায্য করেছেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আসাকির (৯/১৭৮/২) বাকিয়্যাহ্ ইবনুল অলীদ হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'দ হতে, তিনি খালেদ ইবনু মা'দান হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি মারফূ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

এটিকে তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু সা'দ আনসারী হিযামীর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সহাবী।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। বাকিয়্যাহ্ ইবনুল অলীদ মুদাল্লিস হওয়ার কারণে। কারণ তিনি আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে না'ঈম ইবনু হাম্মাদও "আলফিতান" গ্রন্থে, ইবনু মান্দাহ্, আবূ নু'য়াইম "আলমারিফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যেমনটি "আলজামে'উল কাবীর" গ্রন্থে (১/১৪১/১) এসেছে।

١٥١٨. (إِذَا اغْتَابَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ لَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لَهُ).

১৫১৮। তোমাদের কেউ যখন তার ভাইয়ের গীবাত করবে তখন সে যেন তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। কারণ তা (ক্ষমা প্রার্থনা করা) তার জন্য কাফ্ফারাহ্ স্বরূপ।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (১/১৫৩), সাকান ইবনু জামী' তার "হাদীস" গ্রন্থে (৪২১) ও অহেদী তার "তাফসীর" গ্রন্থে (৪/৮২/১) সুলাইমান ইবনু আম্‌র সূত্রে আবূ হাযেম হতে, তিনি সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সুলাইমান হচ্ছেন আবূ দাঊদ নাখ'ঈ। তিনি পরিচিত মিথ্যুক। ইবনু আদী তার জীবনীতে অন্যান্য হাদীসগুলোর মধ্যে এটিকেও উল্লেখ করে বলেছেন:

এ হাদীসগুলো আবূ হাযেম হতে বর্ণিত হয়েছে। এগুলোকেই সুলাইমান আবূ হাযেমের উদ্ধৃতিতে বানিয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: প্রকাশ থাকে যে, মিথ্যা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তার ন্যায় কোন ব্যক্তি হাদীসটিকে তার থেকে চুরি করেছে। আমি হাদীসটিকে আবূ বাক্‌র কালাবাযীর "মিফতাহুল মা'য়ানী" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১০৯) দেখেছি আম্‌র ইবনুল আযহার সূত্রে আবান হতে, তিনি আবূ হাযেম হতে বর্ণনা করেছেন।

এ আবান হচ্ছেন ইবনু আবী আইয়্যাশ, তিনি মাতরূক।

আর আম্‌র ইবনুল আযহার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন: তাকে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করা হয়েছে।

নাসাঈ প্রমুখ বলেন: তিনি মাতরূক।

ইমাম আহমাদ বলেন: তিনি হাদীস জাল করতেন।

হাদীসটিকে অন্য সূত্রে ভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করা হয়ে থাকে। সেটি ১৫১৯ নম্বরের হাদীসটি।

সুয়ূতী "আলজামেউল কাবীর" গ্রন্থে নিম্নের ভাষায় হাদীসটি উল্লেখ করেছেন:

"যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গীবাত করবে অতঃপর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তা তার জন্য কাফ্‌ফারাহ্ স্বরূপ।"

এটিকে তাখরীজ করার সময় তিনি বলেন:

এটিকে খাতীব "আলমুত্তাফাক অলমুফতারাক" গ্রন্থে সাহ্‌ল ইবনু সা'দ হতে বর্ণনা করেছেন। আর এর সনদের মধ্যে সুলাইমান ইবনু আম্‌র নাখ'ঈ রয়েছেন, তিনি মিথ্যুক।

এ শব্দেই হাদীসটিকে সাকান ইবনু জামী' বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার ভাষায় মুদ্রণগত মারাত্মক ভুল হয়েছে যা ভাবার্থকে পরিবর্তন করে দেয়। সেদিকে তার তাহকীক্বকারী ডঃ তাদমুরী লক্ষ্য না করে বলেছেন: (ولم يستغفر الله له) "... এবং তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে না।"

অথচ মূল গ্রন্থে রয়েছে (...و استغفر ...)।

> ١٥١٩. (كَفَّارَةُ مَنِ اغْتَبْتَ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ).
>
> **১৫১৯। তুমি যার গীবাত করবে তার কাফ্‌ফারাহ্ হচ্ছে এই যে, তুমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।**

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে:

১) আম্বাসা ইবনু আব্দুর রহমান কুরাশী হতে, তিনি খালেদ ইবনু ইয়াযীদ ইমামী হতে, তিনি আনাস হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে হারেস ইবনু আবী উসামাহ্ "যাওয়াইদুল মুসনাদ" গ্রন্থে (২৬১), ইবনু আবিদ দুনিয়া "আস সম্‌ত" গ্রন্থে (২/৮/১), খারাইতী "মাসাবিউল

আখলাক্ব" গ্রন্থে (২/৪/১), আবূ বাক্‌র দীনূরী "আলমুজালাসাহ্" গ্রন্থে (১/৯/২৬), আবূ বাক্‌র যাকওয়ানী "ইসনা আশারা মাজলিসান" গ্রন্থে (২/১৯), যিয়া মাকদেসী "আলমুনতাকা মিন মাসমূ'য়াতিহি" গ্রন্থে (২/১৪১), আবূ জা'ফার আত্‌তূসী শী'ঈ "আলআমালী" গ্রন্থে (পৃ ১২০) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এর বর্ণনাকারী আম্বাসা সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন: তিনি যাহেবুল হাদীস।

আবূ হাতিম বলেন: তিনি হাদীস জাল করতেন।

ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি বানোয়াট বহু কিছুর মালিক। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

"আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে: তিনি মাতরূক। তাকে আবূ হাতিম জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

আর খালেদ ইবনু ইয়াযীদ ইমামীকে আমি চিনি না।

২) আশ'য়াস ইবনু শাবীব হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আবূ সুলাইমান কূফী হতে, তিনি সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে খারাইতী আর হাকিম "আলকুনা" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যেমনটি "আললাআলী" গ্রন্থে (২/৩০৩) এ সূত্রেই এসেছে। তবে তিনি বলেছেন: আবূ সুলাইমান কূফী আম্বাসা এবং শেষে বৃদ্ধি করে বলেছেন:

"তুমি বলবে: হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে এবং তাকে ক্ষমা কর।"

"মিশকাত" গ্রন্থে (৪৮৭৬) বাইহাক্বীর "আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি (বাইহাক্বী) হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ আবূ সুলাইমান ও তার থেকে বর্ণনাকারীকে আমি চিনি না। আর তার (তার থেকে বর্ণনাকারীর) ব্যাপারে সুয়ূতী চুপ থেকেছেন। আর সাখাবী "আলমাকাসিদ" গ্রন্থে বলেছেন: তিনিও দুর্বল।

৩) দীনার ইবনু আব্দুল্লাহ্ সূত্রে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এটিকে খাতীব "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (৭/৩০৩) উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি বানোয়াট। এর বর্ণনাকারী দীনার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী ধ্বংসপ্রাপ্ত। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বানোয়াট বহু কিছু বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি অন্য ভাষাতেও বর্ণনা করা হয়েছে:

١٥٢٠. (مَنْ اغْتَابَ رَجُلا ثُمَّ اسْتَغْفَرَ لَهُ، غُفِرَتْ لَهُ غِيبَتُهُ).

১৫২০। যে, কোন ব্যক্তির গীবাত করবে, অতঃপর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তার গীবাতকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আবূ বাক্‌র দাকাক্ব তার "হাদীস" গ্রন্থে (২/৩৯/২ ও ২/৪১) হাফ্‌স্ ইবনু উমার ইবনে মায়মূন হতে, তিনি মুফায্‌যাল ইবনু লাহেক্ব হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে হাফ্‌স্, তিনি হচ্ছেন উবুল্লী।

আবূ হাতিম বলেন: তিনি মিথ্যুক শাইখ ছিলেন।

সাজী বলেন: তিনি মিথ্যা বলতেন।

ওকাইলী বলেন: তিনি ইমামদের উদ্ধৃতিতে বাতিলগুলো বর্ণনা করতেন।

সুয়ূতী দারাকুতনীর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন: এটিকে হাফ্‌স্ এককভাবে বর্ণনা করেছেন আর তিনি হচ্ছেন দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: এ দুর্বলতা বর্ণনা করার মধ্যে শিথিলতা প্রদর্শন করা হয়েছে। কারণ যা উল্লেখ করা হয়েছে এ ব্যক্তির অবস্থা তার চেয়েও বেশী নিকৃষ্ট। এ শিথিলতা প্রদর্শনের ফলে সাখাবী ধোঁকায় পড়ে বলেছেন: হাফ্‌স্ দুর্বল।

অতঃপর এর উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে: বিভিন্ন সূত্রগুলো একত্রিত করার দ্বারা এ হাদীসটি বানোয়াটের গণ্ডি হতে দূর হয়ে যায়।

কিন্তু এরূপ কথার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ এ হাদীসের কোন সূত্র মিথ্যুক অথবা মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী হতে মুক্ত নয়। একমাত্র আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত একটি সূত্র ছাড়া। উক্ত সনদের মধ্যেও সম্ভাবনা আছে যে, আবূ সুলাইমান কূফী আম্বাসা হয়তো জালকারী আম্বাসা ইবনু আব্দুর রহমান। কারণ আমি দেখছি না যে, কে আবূ সুলাইমান হিসেবে তার কুনিয়াত দিয়েছেন আর কে তাকে কূফী হিসেবে সম্বোধন করেছেন।

ইবনুল জাওযী কর্তৃক উপরের তিনটি হাদীসকে "আলমাওযূ'য়াত" গ্রন্থে উল্লেখ করার কারণে আমি তাকে সঠিক থেকে দূরে মনে করছি না।

١٥٢١. (خَيْرُ الرِّزْقِ ما كانَ يَوْماً بِيَوْمٍ كَفَافاً).

১৫২১। উত্তম রিয্ক হচ্ছে প্রয়োজন মাফিক দৈনন্দিনে যা হয়ে থাকে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু লাল তার "হাদীস" গ্রন্থে (১১৬/১-২) ও ইবনু আদী (১/১৫৩) 'ঈসা ইবনু মূসা গুনজার হতে, তিনি আবূ দাঊদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনে মা'মার হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী এ হাদীসটিকে আবূ দাঊদ সুলাইমান ইবনু আম্রের হাদীসগুলোর মধ্যে উল্লেখ করে বলেছেন: এর সবগুলোই বানোয়াট, তিনিই এগুলো বানিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে ইবনু আদী ও দায়লামীর "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থের বর্ণনায় আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

আর তার ভাষ্যকার মানাবী বলেছেন:

এর সনদে মুবারাক ইবনু ফুযালাহ্ রয়েছেন যাকে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: আহমাদ ও নাসাঈ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ ব্যক্তি ইবনু লাল এবং ইবনু আদীর সূত্রে নেই। সম্ভবত তিনি দায়লামীর সূত্রে রয়েছেন।

হাদীসটিকে অন্য সূত্রে নুকাদাহ্ আসাদী হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সেটিও দুর্বল। সেটি সম্পর্কে (৪৮৬৮) নম্বরে আলোচনা আসবে।

١٥٢٢. (أَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاءِ: جُمُودُ العَيْنِ، وَقَسْوَةُ القَلْبِ، وَ الأَمَلُ، وَالحِرْصُ عَلَى الدُّنْيَا).

১৫২২। চারটি বস্তু হতভাগ্যের অন্তর্ভুক্ত: চোখের কৃপণতা (ক্রন্দন কম করা), হৃদয়ের বক্রতা, দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা ও দুনিয়ার লোভ।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (২/১৯৩) ও আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (১/২৪৬) সুলাইমান ইবনু আম্র ইবনে

ওয়াহাব হতে, তিনি ইসহাক ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবী ত্বলহা হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: এ হাদীসটিকে ইসহাকের উদ্ধৃতিতে সুলাইমান জাল করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তবে আবূ নু'য়াইমের নিকট "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৬/১৭৫) এর অন্য সূত্র রয়েছে, তিনি হাসান ইবনু উসমান হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ মাযেনী হতে, তিনি হাজ্জাজ ইবনু মিনহাল হতে, তিনি সালেহ্ মিররী হতে, তিনি ইয়াযীদ রুকাশী হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

তিনি (আবূ নু'য়াইম) বলেন: হাজ্জাজ- সালেহ্ হতে মারফূ' হিসেবে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: বর্ণনাকারী সালেহ্ দুর্বল। আর ইয়াযীদ রুকাশী তার মতই।

হাদীসটিকে ইবনু কাসীর তার "তাফসীর" গ্রন্থে (১/১১৪) বায্যারের বর্ণনায় আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করে চুপ থেকেছেন। আর আমি এর সনদ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। তিনি (বায্যার) তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৩০৫) হাদীসটিকে হানী ইবনুল মুতাওয়াক্কিল সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি আবান হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর বায্যার বলেন: আব্দুল্লাহ্ ইবনু সুলাইমান কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলোর মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ্ ইবনু সুলাইমান ইবনে যুর'য়াহ্ হিমইয়ারী মিসরী আত্ত্বীল। হাফিয যাহাবী তার সম্পর্কে "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী ভুলকারী।

তবে আব্দুল্লাহর শাইখ আবান ইবনু আবী আইয়্যাশের দ্বারা সমস্যা বর্ণনা করা বেশী উত্তম, কারণ তিনি মাতরূক।

হানী ইবনুল মুতাওয়াক্কিলও তার নিকটবর্তী। কারণ ইবনু হিব্বান "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে তার সম্পর্কে বলেন: তিনি যখন বয়স্ক হয়ে যান তখন তাকে ধরিয়ে দিতে হতো। এরপর তিনি উত্তর দিতেন। ফলে তার বর্ণনার মধ্যে মুনকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কোন অবস্থাতেই তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

হাফিয যাহাবী তার মুনকারগুলো উল্লেখ করেছেন এটি সেগুলোর একটি। কিন্তু প্রথম সূত্রে আবানের স্থলে ইসহাক ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবী ত্বলহা রয়েছেন।

হাফিয যাহাবী বলেন (হাফিয ইবনু হাজারও তার অনুসরণ করেন): এ হাদীসটি মুনকার।

এর দ্বারাই হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করে হাইসামী (১০/২২৬) বলেন: তিনি দুর্বল।

١٥٢٣. (اسْتَغْنُوا بِغَنَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قِيلَ : وَمَا هُوَ ؟، قَالَ : عَشَاءُ لَيْلَةٍ، وَ غَدَاءُ يَوْمٍ).

১৫২৩। তোমরা আল্লাহর অমুখাপেক্ষিতার দ্বারা অমুখাপেক্ষীতাকে (স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে) অনুসন্ধান কর (অর্থাৎ একমাত্র তাঁর থেকে অনুগ্রহ চাও)। বলা হলোঃ তা কি? তিনি বললেনঃ রাতের খাবার এবং দুপুরের খাবার।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনুস সুন্নী "আলকানা'য়াহ্" গ্রন্থে (২/২৪১) যুহায়ের ইবনু আব্বাদ হতে, তিনি দাঊদ ইবনু হিলাল হতে, তিনি হিব্বান ইবনু আলী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আম্‌র হতে, তিনি আবূ সালামাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। ইবনু আবী হাতিম (১/২/৪২৭) দাঊদ ইবনু হিলালকে শুধুমাত্র এ যুহায়েরের বর্ণনাতে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি।

আর যুহায়ের ইবনু আব্বাদ দুর্বল। যেমনটি ইবনু আব্দুল বার প্রমুখ বলেছেন।

আর হিব্বান ইবনু আলী তার মতই যেমনটি "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

আর আবূ দাঊদ নাখ'ঈ তার মুতাবা'য়াত করেছেন মুহাম্মাদ ইবনু আম্‌র হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে। এটিকে ইবনু আদী (১/১৫৩) বর্ণনা করেছেন।

আবূ দাউদের নাম হচ্ছে সুলাইমান ইবনু আম্‌র নাখ'ঈ, আর তিনি হচ্ছেন জালকারী। অতএব তার মুতাবা'য়াত করার দ্বারা খুশি হওয়ার কিছু নেই।

হাদীসটির একটি মুরসাল শাহেদ রয়েছে। সেটিকে মু'য়াফী ইবনু ইমরান "আয্‌যুহ্‌দ" গ্রন্থে (২/২৫৬) আম্বাসা ইবনু সা'ঈদ নাহ্‌দী হতে, তিনি হাসান হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ আম্বাসাকে আমি চিনি না। তবে তিনি যদি নাযরী হন তাহলে পরিচিত, তবে দুর্বল হিসেবে। সম্ভবত কপি কারকের নিকট পরিবর্তিত হয়ে নাহ্‌দী হয়ে গেছে।

হাদীসটির আরেকটি শাহেদ রয়েছে। ইবনু আবিদ দুনিয়া "আলকানা'য়াহ্" গ্রন্থে (২/১/২) বলেন: আমাকে সংবাদ দেয়া হয়েছে নাস্‌র ইবনু আলী হতে, তিনি আহমাদ ইবনু মূসা খুযা'ঈ হতে, তিনি আবূ ওয়াইনার দাস অসিল হতে, তিনি রাজা ইবনু হাইওয়াহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-কে বলল: আপনি আমাকে অসিয়্যাত করুন। তিনি বললেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ এটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও এর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে আর তা ঘটেছে ইবনু আবিদ দুনিয়া এবং নাস্‌র ইবনু আলীর মাঝে।

এ ছাড়া আহমাদ ইবনু মূসা খুযা'ঈকে আমি চিনি না।

١٥٢٤. (مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، وَيَوْمَ السَّبْتِ، فَرَأَى وَضَحًا، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ).

১৫২৪। যে ব্যক্তি বুধ ও শনিবারে শিংগা লাগাবে, অতঃপর ধবল রোগ দেখতে পাবে, সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে ভর্ৎসনা না করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (১/১৫৪), হাকিম (৪/৪০৯, ৪১০) ও বাইহাক্বী (৯/৩৪০) সুলাইমান ইবনু আরকাম সূত্রে যুহ্‌রী হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। হাকিম এর ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। আর যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন: বর্ণনাকারী সুলাইমান মাতরূক।

বাইহাক্বী বলেন: সুলাইমান ইবনু আরকাম দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: যুহ্‌রী হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ইবনু সাম'য়ান তার মুতাবা'য়াত করেছেন।

এটিকে ইবনু আদী (২/২০৮) বর্ণনা করে বলেছেন: এ হাদীসটি নিরাপদ নয়। ইবনু সাম'য়ান হচ্ছেন আব্দুল্লাহ্ ইবনু যিয়াদ ইবনু সুলাইমান ইবনে সাম'য়ান কুরাশী। তার হাদীসের মধ্যে দুর্বলতা সুস্পষ্ট।

বাইহাক্বী বলেন: তিনিও দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে হাসান ইবনুস সল্‌ত তার (ইবনু সাম'য়ানের) মুতাবা'য়াত করেছেন।

এটিকে আবুল আব্বাস আলআসাম তার "হাদীস" গ্রন্থে (খণ্ড ২, নং ১৪৭) বাক্র ইবনু সাহ্ল দিমইয়াতী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আবিস সারীউ আসকালানী হতে, তিনি শু'য়াইব ইবনু ইসহাক হতে, তিনি হাসান ইবনুস সল্ত হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কারণে দুর্বল:

১। ইবনুস সলতের জীবনী পাচ্ছি না। তিনি শামী যেমনটি ত্ববারানী অন্য হাদীসের মধ্যে স্পষ্ট করেছেন (দেখুন: নং ৭৫৮)।

২। আসকালানী সত্যবাদী তবে তার বহু সন্দেহমূলক বর্ণনা রয়েছে।

৩। বাক্র ইবনু সাহ্ল দিমইয়াতীকে নাসাঈ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

বাইহাক্বী এর সম্পর্কেই বলেছেন: ইনিও দুর্বল। সঠিক হচ্ছে এই যে, যুহ্রী সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে মুনকাতি' হিসেবে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: সম্ভবত এটি মা'মারের বর্ণনায় যুহ্রী হতে বর্ণিত হয়েছে। মুনযেরী "আত্তারগীব" গ্রন্থে (৪/১৬১) বলেন: মা'মার হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...। অতঃপর মুনযেরী বলেন: এটিকে আবূ দাউদ এভাবেই বর্ণনা করে বলেছেন: সনদ সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু সহীহ্ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি "সুনানু আবী দাউদ" গ্রন্থে নেই, বাহ্যিক অবস্থা এই যে, এটি তার "মারাসিল" গ্রন্থে রয়েছে।

অতঃপর আমি এটিকে তার "আত্তিব" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/২৩) আব্দুর রায্যাকের সূত্র হতে পেয়েছি। তিনি এটিকে "আলমুসান্নাফ" গ্রন্থে (১১/২৯/১৯৮১৬) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদেরকে মা'মার যুহ্রীর উদ্ধৃতিতে সংবাদ দিয়েছেন যে, নাবী ...।

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যুহ্রী হতে মা'মারের বর্ণনায় এটি বর্ণিত হয়েছে যেমনটি পূর্ব থেকে ধারণা করেছিলাম। "আত্তারগীব" গ্রন্থ থেকে বর্ণনাকারী ছুটে যাওয়া এবং উল্টা-পাল্টা করার মত ঘটনা ঘটেছে, যা বিচক্ষণ পাঠকের নিকট লুক্কায়িত থাকার কথা নয়। অতএব হাদীসটি মুরসাল অথবা মু'যাল।

মানাবী "আলফায়েয" গ্রন্থে বলেন:

ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে "আলমাওযূ'য়াত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার ইবনু আমরের হাদীস হতে "আললিসান" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: ইবনু হিব্বান বলেন: এটি রসূল (ﷺ)-এর হাদীস নয়।

সুয়ূতী "আললাআলী" গ্রন্থে (২/৪০৮, ৪১০) আর ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ্" গ্রন্থে (২/৩৫৮) এ সূত্রগুলোসহ অন্যান্য সূত্রের দ্বারা ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করেছেন। এ সূত্রগুলো যদি হাদীসটিকে বানোয়াটের গণ্ডি হতে বের হতে সাহায্য করেও তবুও হাদীসটিকে শক্তিশালী করতে সক্ষম নয় সেগুলোর অধিকাংশেরই অবস্থা বেশী দুর্বল হওয়ার কারণে। আনাস (রাঃ) হতে এর একটি শাহেদ (১৪০৮) নম্বরে পূর্বে আলোচিত হয়েছে সেটি খুবই দুর্বল।

মানাবীর ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে আশ্চর্যান্বিত হতে হয় এ কারণে যে, তিনি নিজেই নিজের বিরোধিতা করেন যার কোন কারণ জানিনা। তিনি "আত্তায়সীর" গ্রন্থে বলেন: হাদীসটির সনদ সহীহ্। আর "আলফায়েয" গ্রন্থে তিনি বলেছেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

ভাষার মধ্যে কিছু বৃদ্ধি সহকারে যুহ্রী হতে মুরসাল বর্ণনায় হাদীসটি (১৬৭২) নম্বরে আসবে।

١٥٢٥. (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَغْسِلَنَّ أَسْفَلَ رِجْلَيْهِ بِيَدِهِ الْيُمْنَى).

১৫২৫। যখন তোমাদের কেউ অযূ করবে তখন সে যেন তার দু'পায়ের নিচের অংশ তার ডান হাত দ্বারা ধৌত না করে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (২/১৫৪) মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম আসাদী হতে, তিনি সুলাইমান ইবনু আরকাম হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন: সুলাইমান ইবনু আরকাম যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশেরই কেউ মুতাবা'য়াত করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি খুবই দুর্বল যেমনটি এই মাত্র (পূর্বের হাদীসের মধ্যে) আলোচিত হয়েছে। কিন্তু তার থেকে বর্ণনাকারী আসাদী তার চেয়েও বেশী নিকৃষ্ট। তাকে ইমাম আহমাদ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। তিনি অন্য বর্ণনায় তার সম্পর্কে বলেন: তার হাদীসগুলো বানোয়াট, আর তিনি কিছুই না।

١٥٢٦. (يُجْزِئُ مِنَ السُّتْرَةِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، وَلَوْ بِدِقِّ شَعَرَةٍ).

১৫২৬। সুতরা হিসেবে বাহনের উপরে গদীর পেছনের উঁচু অংশের

ন্যায় কিছু রাখা হলে তা সুতরার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে, যদিও তা চুলের ন্যায় পাতলা হয়।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটিকে ইবনু খুযাইমাহ্ (২/৯৩) মুহাম্মাদ ইবনু মা'মার কায়সী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম আবূ ইব্রাহীম আসাদী হতে, তিনি সাওর ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনে জাবের হতে, তিনি মাকহূল হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু জাবের হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

ইবনু খুযাইমাহ্ বলেন: আমি আশঙ্কা করছি যে, মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম সন্দেহবশত এ হাদীসকে মারফূ' বানিয়ে ফেলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এরূপ কথা সে ব্যক্তির ব্যাপারেই বলা যায় যে নির্ভরযোগ্য ভাল হেফযের অধিকারী। আর ইবনুল কাসেম এরূপ নয়। তাকে ইমাম আহমাদ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। ইবনু খুযাইমার নিকট তার অবস্থা লুক্কায়িতই রয়ে গেছে।

হাদীসটি সহীহ্ মুসলিম প্রমুখ গ্রন্থে ত্বলহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর হাদীস হতে বর্ণিত হয়েছে শেষের "যদিও তা চুলের ন্যায় পাতলা হয়" এ অংশ ছাড়া। এ বর্ধিত অংশ সহকারে হাদীসটি বাতিল। [অর্থাৎ এ বর্ধিত অংশ ছাড়া হাদীসটি সহীহ্]।

١٥٢٧. (مَنْ قَرَأَ فِي إِثْرِ وُضُوئِهِ : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ مَرَّةً وَاحِدَةً كَانَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ، وَمَنْ قَرَأَهَا مَرَّتَيْنِ كُتِبَ فِي دِيوَانِ الشُّهَدَاءِ، وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثًا حَشَرَهُ اللَّهُ مَحْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ).

১৫২৭। যে ব্যক্তি তার ওযূর পরক্ষণে "ইন্না আনযালনাহু ফী লাইলাতিল কাদরে" সূরা একবার পাঠ করবে সে সিদ্দীকীনদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি তা দু'বার পাঠ করবে তাকে শাহীদদের তালিকাভুক্ত করা হবে। আর যে ব্যক্তি তিনবার পাঠ করবে তাকে আল্লাহ্ একত্রিত করবেন নাবীগণকে একত্রিত করার স্থলে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে দায়লামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে আবূ ওবায়দাহ্ সূত্রে হাসান হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা

করেছেন। আর আবূ ওবায়দাহ্ হচ্ছেন অপরিচিত (মাজহূল)।

এরূপই এসেছে সুয়ূতীর "আলহাবী লিল ফাতাওয়া" গ্রন্থে (২/৬১)। তিনি তার "আলজামে'উল কাবীর" গ্রন্থেও (২/২৮৪/১) উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এর মধ্যে অন্য কারণও রয়েছে। আর তা হচ্ছে হাসান বাসরী কর্তৃক আন্ আন্ করে বর্ণনা করা। (আর তিনি একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী)। বানোয়াট হওয়ার আলামত হাদীসটির ভাষাতেই সুস্পষ্ট।

হাফিয সাখাবী এ হাদীসটি সম্পর্কে বলেন: এর কোন ভিত্তি নেই।

১٥٢٨. (إذا أبْغَضَ الْمُسْلِمُونَ عُلَماءَهُمْ، وأظْهَـرُوا عِمَـارَةَ أسْـواقِهِمْ، وَتَنَاكَحُوْا عَلَى جَمْعِ الدَّراهِمِ، رَماهُمُ اللهُ عزوجل بِأرْبَعِ خِصَالٍ: بالقَحْطِ مِـنَ الزَّمانِ، والْجَوْرِ مِنَ السُّلْطَانِ، والْخِيَانَةِ مِنْ وُلاَةِ الْحُكَّامِ، والصَّوْلَةِ مِن العَدُوِّ).

১৫২৮। মুসলিমরা যখন তাদের আলেমগণকে ঘৃণা করবে, তাদের বাজারগুলোতে অট্টালিকা বানাবে এবং দিরহাম জমা (সঞ্চয়) করার জন্য পরস্পরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা চারটি বস্তু তাদের উপর চাপিয়ে দিবেন: দুর্ভিক্ষের সময়, শাসক কর্তৃক অত্যাচার (অত্যাচারী শাসক), বিচারকগণ কর্তৃক খিয়ানাত এবং শত্রুর মারাত্মক আক্রমণ।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে হাকিম (৪/৩২৫) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দু রাব্বিহি আবী তামীলাহ্ হতে, তিনি আবূ বাক্‌র ইবনে আইয়্যাশ হতে, তিনি আবূ হুসাইন হতে, তিনি ইবনু আবী মুলাইকাহ্ হতে, তিনি আলী ইবনু আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ্। যদি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবী মুলাইকাহ্ আমীরুল মুমিনীন থেকে শুনে থাকেন।

হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন: বরং মুনকার, মুনকাতি'। আর ইবনু আব্দু রাব্বিহিকে চেনা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি: কাউকে দেখছি না যে, তিনি তার জীবনী আলোচনা করেছেন। সম্ভবত তাকে তার দাদার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

দায়লামী হাদীসটিকে "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে (১/১/৮৮-৮৯) মূসা ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে মূসা আনসারী হতে, তিনি আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দি রাব্বিহি হতে, তিনি আবূ বাক্‌র ইবনু আইয়্যাশ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

এ আনসারীকে আমি চিনি না।

সতর্কবাণী: কোন বেকূফ ছাত্র হাফিয যাহাবীর পূর্বোক্ত কথা উল্লেখ করার পর লিখেছে: বরং খুবই সহীহ্।

এ বেকূফ সম্ভবত হাদীসটির ভাবার্থের বাস্তবতার সাথে মিল থাকাকে রসূল (ﷺ)-এর বাণী হওয়ার জন্য অপরিহার্য মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করেছে। অথচ এরূপ হচ্ছে লজ্জাজনক অজ্ঞতা ...।

১৫২৯. (أَوْسِعُوهُ (يَعْنِي الْمَسْجِدَ) تَمْلَؤُوْهُ).

১৫২৯। তোমরা তাকে (অর্থাৎ মাসজিদকে) প্রশস্ত কর, তোমরা তাকে পরিপূর্ণ কর।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম বুখারী "আত্‌তারীখুল কাবীর" গ্রন্থে (৪/১/২২৬), ইবনু খুযাইমাহ্ তার "সহীহ্" গ্রন্থে (১/১৪২/১) ও ওকায়লী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে (৩৭৮) মুহাম্মাদ ইবনু দিরহাম সূত্রে কা'ব ইবনু আব্দুর রহমান আনসারী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ কাতাদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) আনসারী কতিপয় ব্যক্তির নিকটে আসলেন এমতাবস্থায় যে তারা মাসজিদ বানাচ্ছিল। তখন তিনি তাদেরকে বললেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। মুহাম্মাদ ইবনু দিরহামের ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। শাবাবাহ্ বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য। ইবনু মা'ঈন বলেন: তিনি কিছুই না।

অন্য বর্ণনায় বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন। তাকে ওকায়লী প্রমুখ "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: হাদীসটি একমাত্র তার মাধ্যমেই চেনা যায়।

তার সনদের ব্যাপারেও মতভেদ করা হয়েছে। কেউ কেউ তার থেকে এভাবে বলেছেন। আবার কেউ বলেছেন: কা'ব ইবনু আব্দুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালেক হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে। তিনি বলেন: ...।

এটিকে ইবনু আদী (ক্বাফ ১/৩০১) বর্ণনা করেছেন। হাফিয যাহাবী বলেন: প্রথমটিই বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আমি (আলবানী) বলছি: এ কা'ব হচ্ছেন ইবনু আব্দুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালেক, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ কাতাদাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তার থেকে মুহাম্মাদ ইবনু দিরহাম মাদায়েনী বর্ণনা করেছেন।

"আলজারহু অত্তা'দীল" গ্রন্থে (৩/২/১৬২) এরূপই এসেছে, এবং তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি। ইমাম বুখারীও তাই করেছেন। তবে তিনি পার্থক্য করেছেন কা'ব ইবনু আব্দুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালেক হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ কাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে- এর মাঝে আর কা'ব ইবনু আব্দুর রহমান ইবনে আবী কাতাদাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে- এর মাঝে।

١٥٣٠. (مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَنْ لا يُسَلِّمَ الرَّجُلُ إِلا عَلَى مَنْ يَعْرِفُ، وَأَنْ يُبْرِدَ الصَّبِيُّ الشَّيْخَ).

১৫৩০। কিয়ামাতের আলামাতের মধ্যে রয়েছে, ব্যক্তি কর্তৃক মাসজিদের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা সত্ত্বেও মাসজিদে দু'রাক'য়াত সলাত আদায় না করা। ব্যক্তি কর্তৃক শুধুমাত্র পরিচিতজনকে সালাম দেয়া আর শিশু কর্তৃক শাইখকে ঠাণ্ডা করা (অর্থাৎ শিশুকে শাইখের প্রয়োজনে দূত হিসেবে ব্যবহার করা)।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু খুযায়মাহ্ তার "সহীহ্" গ্রন্থে (১৩২৯) ও ত্ববারানী (৩/৩৬/২) হাকাম ইবনু আব্দুল মালেক হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, তিনি সালেম ইবনু আবুল জা'দ হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে মিলিত হয়ে বললেন: হে আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আস্ সালামু আলাইকা! তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্যই বলেছেন। আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: বর্ণনাকারী এ হাকামের কারণে সনদটি দুর্বল। কারণ তিনি দুর্বল, যেমনটি "আত্তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে।

তার সনদের মধ্যে বিরোধিতাও করা হয়েছে। ত্ববারানী মানসূর সূত্রে সালেম ইবনু আবুল জা'দ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ্

ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মাসজিদে প্রবেশ করলেন। অতঃপর বললেন: ...। এতে শুধুমাত্র প্রথম বাক্যটি উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বর্ণনাটি মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন)। কারণ সালেম আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে মিলিত হননি যেমনটি আলী ইবনুল মাদীনী বলেছেন।

এর আরেকটি সূত্র রয়েছে। এটিকে ত্বাবারানী উমার ইবনুল মুগীরাহ্ হতে, তিনি মাইমূন আবূ হামযাহ্ হতে, তিনি ইব্রাহীম হতে, তিনি আলকামাহ্ হতে, তিনি ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন এবং শেষে বৃদ্ধি করেছেন:

"এমনকি ব্যবসায়ী দু'দিগন্তে পৌঁছে যাবে কিন্তু মুনাফা পাবে না।"

এ সনদটি খুবই দুর্বল। আবূ হামযাহ্ দুর্বল। আর উমার ইবনুল মুগীরাহ্ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস, মাজহূল।

মোটকথা: হাদীসটি শেষাংশের কারণে দুর্বল। এর সনদ দুর্বল হওয়ার কারণে, অথবা সনদে বিচ্ছিন্নতার কারণে এবং অন্য সূত্রের শাহেদ খুবই দুর্বল হওয়ার কারণে।

আমি এখানে এ হাদীসটিকে উল্লেখ করেছি শুধুমাত্র শেষ বাক্যটির কারণে: "শিশু কর্তৃক শাইখকে ঠাণ্ডা করা (অর্থাৎ শিশুকে শাইখের প্রয়োজনে দূত হিসেবে ব্যবহার করা"।

কারণ এ বাক্যটি ছাড়া পূর্বের বাক্য দু'টিই বহু হাদীসের মধ্যে সহীহ্ সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে। সেগুলোকে "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (৬৪৭, ৬৪৮ ও ৬৪৯) উল্লেখ করা হয়েছে।

١٥٣١. (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حتى تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَحَتَّى يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعْرِفَةِ، وَحَتَّى تَتَّجِرَ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا، وَحَتَّى تَغْلُو الْخَيْلُ وَالنِّسَاءُ، ثُمَّ تَرْخُصَ فَلَا تَغْلُو إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

১৫৩১। সে পর্যন্ত কিয়ামাত কায়েম হবে না যে পর্যন্ত মাসজিদকে রাস্তা বানিয়ে নেয়া না হবে, যে পর্যন্ত ব্যক্তি শুধুমাত্র পরিচিত ব্যক্তিকেই সালাম না দিবে, যে পর্যন্ত নারী ও তার স্বামী উভয়ে ব্যবসা না করবে, যে পর্যন্ত ঘোড়া ও নারীর মূল্য বৃদ্ধি না পাবে। অতঃপর মূল্য কমে যাবে, কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত আর বৃদ্ধি পাবে না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে হাকিম (৪/৪৪৬) শু'বাহ্ সূত্রে হুসাইন হতে, তিনি আব্দুল

আ'লা ইবনুল হাকাম হতে, তিনি বানূ আমেরের এক ব্যক্তি হতে, তিনি খারেজাহ্ ইবনুস সল্ত বারজামী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

আমি একদিন আব্দুল্লাহ্‌র সাথে মাসজিদে প্রবেশ করলাম। লোকেরা এ সময় রুকূ' অবস্থায় ছিল। এ সময় এক ব্যক্তি যাচ্ছিল, তিনি তার প্রতি সালাম প্রদান করলেন, অতঃপর বললেন: আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সত্যই বলেছেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (ﷺ) সত্যই বলেছেন। তখন আমি তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: ...।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ্। বাশীর ইবনু সুলাইমান তার বর্ণনায় এ বাক্যগুলোকে মুসনাদ আকারে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর শু'বার এ বর্ণনার দ্বারা হাদীসটি সহীহ্ হয়ে গেছে।

আমি (আলবানী) বলছি: কখনও নয়। হাফিয যাহাবী এর সমস্যা বর্ণনা করেছেন যে, এটি মওকূফ ...। এর সমস্যা হচ্ছে দু'টি:

১। বর্ণনাকারী আব্দুল আ'লা ইবনুল হাকাম এবং খারোজাহ্ ইবনুস সল্ত উভয়ের অবস্থা অজ্ঞাত। (অর্থাৎ তাদের দু'জনের অবস্থা অজানা)। ইবনু আবী হাতিম তাদের দু'জনেরই জীবনী আলোচনা করার পর (১/২/৩৭৪, ৩/১/২৫) তাদের দু'জন সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি।

২। এর সনদের মধ্যে মতভেদ সংঘটিত হয়েছে। শু'বাহ্ হাদীসটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন আর যায়েদাহ্ হুসাইন হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তার মুতাবা'য়াত করেছেন শুধুমাত্র প্রথম বাক্যটি বর্ণনা করার ব্যাপারে।

এটিকে ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১/৩৬/২) বর্ণনা করেছেন।

আর সাওরী তাদের দু'জনের বিরোধিতা করে বলেছেন: হুসাইন হতে, তিনি আব্দুল আ'লা হতে তিনি বলেন: ... যেভাবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সম্পূর্ণরূপে সেভাবে।

এটিকেও ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন।

আর সাওরী শু'বার চেয়ে বেশী বড় হাফেয। কিন্তু শু'বার সাথে যায়েদাহ্ রয়েছেন এবং তাদের দু'জনের সাথে কিছু বেশী রয়েছে। অতএব এ বেশীটা গ্রহণ করা ওয়াজিব।

মোটকথা: হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারীর অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতা। এখানে আমি হাদীসটি উল্লেখ করেছি শেষোক্ত এ বাক্যের কারণে: "যে পর্যন্ত ঘোড়া ও নারীর মূল্য বৃদ্ধি না পাবে। অতঃপর মূল্য কমে যাবে,

কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত আর বৃদ্ধি পাবে না"। কারণ এর সমর্থনে উপকারী কোন শাহেদ পাচ্ছি না, যা একে শক্তিশালী করে। এ ছাড়া উপরের বাক্যগুলো সহীহ্ হিসেবে বিভিন্ন সূত্র থেকে সাব্যস্ত হয়েছে। দেখুন "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (৬৪৭, ৬৪৯)।

১٥٣٢. (إذا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فإنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا، وإنْ كَانَ مَائِعاً فَلاَ تَقْرَبُوهُ).

১৫৩২। ইঁদুর যদি ঘিতে পড়ে যায় আর তা যদি জমাট বাঁধা হয় তাহলে তোমরা ইঁদুরকে এবং তার আশপাশের ঘিকে ফেলে দাও। আর যদি তরল ঘি হয় তাহলে তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না।

হাদীসটি শায।

হাদীসটিকে আবূ দাউদ (৩৮৪২), নাসাঈ (২/১৯২), ইবনু হিব্বান (১৩৬৪), বাইহাক্বী (৯/৩৫৩) ও আহমাদ (২/২৩২-২৩৩, ২৬৫, ৪৯০) মা'মার সূত্রে যুহ্রী হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ...।

ইমাম আহমাদের অন্য বর্ণনায় মা'মার হতে, তিনি আইউব হতে, তিনি ইবনু সীরীন হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বাহ্যিকভাবে সহীহ্। কিন্তু আসলে সহীহ্ নয়। কারণ, মা'মার নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হলেও তার সনদ ও ভাষার বিরোধিতা করা হয়েছে।

সনদের বিরোধিতা:

একদল বর্ণনাকারী হাদীসটিকে যুহ্রী হতে, তিনি ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু আব্দুল্লাহ্ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে, তিনি মাইমুনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন যে,

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ؟ فَقَالَ: انْزِعُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ).

"রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সেই ইঁদুর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যেটি ঘির মধ্যে পড়েছে? তিনি বলেন: তাকে এবং তার আশপাশের অংশগুলোকে (ঘিকে) বের করে তা ফেলে দাও।"

এ হাদীসকে ইমাম মালেক "আলমুওয়াত্তা" গ্রন্থে (২/২৭১/২০) ইবনু শিহাব হতে বর্ণনা করেছেন।

তার সূত্র হতে এটিকে ইমাম বুখারী (১/৭০, ৪/১৯), নাসাঈ (২/১৯২), বাইহাক্বী (৯/৩৫৩), আহমাদ (৬/৩৩৫) এঁরা সকলেই বিভিন্ন সূত্রে মালেক হতে বর্ণনা করেছেন।

আর সুফইয়ান ইবনু ওয়াইনাহ্ তার মুতাবা'য়াত করে যুহ্রী হতে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৬/৩২৯), হুমাইদী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (৩১২) সুফইয়ান হতে বর্ণনা করেছেন।

আর হুমাইদীর সূত্র হতে হাদীসটিকে বুখারী (৪/১৮) বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন।

আর এটিকে আবূ দাঊদ (৩৮৪১), নাসাঈ, তিরমিযী (১/৩৩২), দারেমী (২/১৮৮) বিভিন্ন সূত্রে সুফইয়ান হতে বর্ণনা করেছেন।

আর তাদের দু'জনের যুহ্রী হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আওযা'ঈ মুতাবা'য়াত করেছেন।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৬/৩৩০) মুহাম্মাদ ইবনু মুস'য়াব হতে, তিনি আওযা'ঈ হতে বর্ণনা করেছেন।

আর মা'মারও তাদের মুতাবা'য়াত করেছেন তার থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে।

ইমাম নাসাঈ খুশায়েশ ইবনু আসরাম হতে, তিনি আব্দুর রায্যাক হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু বুযবিয়্যাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন যে, মা'মার হাদীসটিকে যুহ্রী হতে উল্লেখ করেছেন।

এটিকে আবূ দাঊদ (৩৮৪৩) আহমাদ ইবনু সালেহ্ হতে, তিনি আব্দুর রায্যাক হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি মা'মার পর্যন্ত সহীহ্। যার নিকট হাদীসের সমস্যাগুলো সম্পর্কে জ্ঞান এবং সেগুলো জানা আছে তার নিকট এর ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

মা'মারের এ বর্ণনাটি পূর্বের বর্ণনা থেকে বেশী সহীহ্। ইমাম মালেক এবং তার সাথে মিলে যারা এটিকে বর্ণনা করেছেন তাদের সাথে মিলে যাওয়ার কারণে। কিন্তু এখানে মা'মার কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য হাদীসটি সেই সব উল্লেখকৃত বর্ণনাকারীগণের বর্ণনা বিরোধী হওয়ার কারণে শায।

হুমাইদী সুফইয়ান হতে তার বর্ণনার মধ্যে সেদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন: সুফইয়ানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, মা'মার হাদীসটিকে যুহ্রী

হতে, তিনি সা'ঈদ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন? তখন সুফইয়ান বলেন: আমি যুহ্‌রীকে একমাত্র ওবাইদুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি ইবনু আব্বাস হতে, তিনি মাইমূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। আর আমি তার থেকে হাদীসটি বারবার শুনেছি।

আমি (আলবানী) বলছি: সম্ভবত তিনি তার এ কথার দ্বারা মা'মার কর্তৃক ভুল সংঘটিত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করছেন। অন্তর এর দ্বারাই প্রশান্তি লাভ করছে। ইমাম বুখারী এবং তিরমিযী দৃঢ়তার সাথে এ ভুলের কথা উল্লেখ করেছেন।

এ গেলো সনদের মধ্যে বিরোধিতার বিবরণ।

আর ভাষার মধ্যে বিরোধিতা:

একদল বর্ণনাকারী যুহ্‌রী হতে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্বে উল্লেখকৃত (انْزِعُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَــاطْرَحُوهُ) "তাকে এবং তার আশপাশের অংশগুলোকে (ঘিকে) বের করে তা ফেলে দাও" এর মধ্যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি সেরূপ যেরূপ মা'মার কর্তৃক বর্ণনার মধ্যে ব্যাখ্যা সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে: "... **তা যদি জমাট বাঁধা হয় তাহলে তোমরা ইঁদুরকে এবং তার আশপাশের ঘিকে ফেলে দাও। আর যদি তরল ঘি হয় তাহলে তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না"**।

মা'মার থেকে বর্ণিত অন্য বর্ণনা যেটিকে ইবনু আবী শাইবাহ্- আব্দুল আ'লা সূত্রে তার থেকে বর্ণনা করেছেন। সেটি ব্যাখ্যা ছাড়া সম্মিলিতভাবে একদল বর্ণনাকারীর বর্ণনার মতই এবং এটিই সঠিক। সম্ভবত এ কারণেই ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেছেন: হাদীসটি নিরাপদ নয়। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল বুখারীকে বলতে শুনেছি: মা'মার সূত্রে যুহ্‌রী হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত মা'মারের হাদীস যার মধ্যে বলা হয়েছে: ... **তা যদি জমাট বাঁধা হয় তাহলে তোমরা ইঁদুরকে এবং তার আশপাশের ঘিকে ফেলে দাও। আর যদি তরল ঘি হয় তাহলে তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না"** এটি ভুল, এ ব্যাপারে মা'মার ভুল করেছেন।

সঠিক হচ্ছে যুহ্‌রীর হাদীস তিনি যা ওবাইদুল্লাহ্ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস হতে, তিনি মাইমূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ ব্যাখ্যা ছাড়া বর্ণিত হাদীসটি সহীহ্। ইমাম বুখারী তার সহীহ্ বুখারীর মধ্যেও ইঙ্গিত করেছেন যে, ব্যাখ্যা ছাড়া যুহ্‌রীর এ হাদীসটিই নিরাপদ। কারণ তিনি পরক্ষণে সহীহ্ সনদে ইউনুস হতে, তিনি যুহ্‌রী হতে

সেই পশু সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন যেটি তেল ও ঘির মধ্যে মারা যাবে এমতাবস্থায় যে, তা জমে আছে অথবা জমে নাই, ইঁদুর হোক কিংবা অন্য কিছু হোক? তিনি বলেন: আমাদের নিকট পৌঁছেছে যে, রসূল (ﷺ) ঘির মধ্যে মরে যাওয়া ইঁদুরের ব্যাপারে (তাকে সহ) তার নিকটের ঘিগুলোকে নিক্ষেপ করার নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি তা ভক্ষণ করেন। এটি ওবাইদিল্লাহ্ ইবনু আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণিত হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি: যুহ্রী জমাট বাঁধা আর তরল ঘির মধ্যে পার্থক্য করেননি। তার হাদীসে যদি পার্থক্য করার বিষয়টি থাকত তাহলে তিনি এর বিরোধিতা করতেন না। এটা কি প্রমাণ করছে না যে, মা'মার কর্তৃক ভুল সংঘটিত হয়েছে? এ কারণেই হাফিয ইবনু হাজার "আলফাত্হ" গ্রন্থে (৯/৫৭৭) বলেছেন:

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, যুহ্রী এ ব্যাপারে ঘি আর অন্য কিছুর মধ্যে এবং জমাট আর তরলের মধ্যে পার্থক্য করেননি ...।

জেনে রাখুন! নাসাঈর নিকট আব্দুর রহমান ইবনু মাহ্দী সূত্রে মালেক হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ঘির ব্যাখ্যা করেছেন "জমাট বাঁধার" দ্বারা। এ বর্ণনাটিও শায মালেক হতে একদল বর্ণনাকারীর বিরোধী হওয়ার কারণে এবং যুহ্রী হতে জামহূরের বর্ণনা বিরোধী হওয়ার কারণে। বরং এ বর্ণনাটি আহমাদের বর্ণনায় আব্দুর রহমান ইবনু মাহ্দীর নিজের বর্ণনারও বিরোধী। কিন্তু এ বর্ণনাটি হাফিয ইবনু হাজারের নিকট লুক্কায়িতই রয়ে গেছে। কারণ তিনি আব্দুর রহমান হতে নাসাঈর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন কিন্তু তিনি আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত ইমাম আহমাদের বর্ণনাটি উল্লেখ করেননি।

এ নাসাঈর বর্ণনাটি আওযা'ঈর বর্ণনা হতেও বর্ণিত হয়েছে কিন্তু তার থেকে এর বর্ণনাকারী দুর্বল। আর তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু মুস'য়াব কারাকসানী। হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন:

তিনি সত্যবাদী কিন্তু বহুভুলকারী।

হাফিয ইবনু হাজার এ দুর্বল বর্ণনার ব্যাপারে "আলফাত্হ্" গ্রন্থে কোন সতর্ক করেননি এবং কোন প্রকার ইঙ্গিতও করেননি।

ফিকহুল হাদীস:

হাফিয ইবনু হাজার উল্লেখিত ব্যাখ্যা ছাড়া নিরাপদ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন:

এ হাদীসের দ্বারা ইমাম আহমাদ (তার এক বর্ণনায়) দলীল গ্রহণ করেছেন যে, তরল বস্তুর মধ্যে যদি অপবিত্র কিছু পড়ে যায় তাহলে তা

পরিবর্তিত না হয়ে গেলে না-পাক হবে না। ইমাম বুখারীও এ মতকে পছন্দ করেছেন। মালেকী মাযহাবের ইবনু নাফে‘রও মত এটিই। ইমাম মালেক হতেও বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আহমাদ ইসমা‘ঈল ইবনু ওলাইয়্যাহ্ হতে, তিনি আম্মারাহ্ ইবনু আবূ হাফসাহ্ হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ঘির মধ্যে মরে যাওয়া ইঁদুর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল? তিনি বলেন: ইঁদুর এবং তার আশপাশের ঘিগুলো উঠিয়ে (ফেলতে হবে)। আমি বললাম: তার ক্রিয়া তো সম্পূর্ণ ঘির মধ্যে ছেয়ে গেছে? তিনি বললেন: এ অবস্থা ছিলো যখন সে জীবিত ছিলো তখন। আর সে মারা গেছে যেখানে তাকে পাওয়া গেছে। এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ বর্ণনাকারী।

এটিকে ইমাম আহমাদ অন্য সূত্রেও বর্ণনা করেছেন ....।

আর জামহূর ওলামা তরল আর জমাট বাঁধার মধ্যে পার্থক্য করেছেন ব্যাখ্যামূলক হাদীসের কারণে ...।

১৫৩৩. (أَكْثَرُ جُنُودِ اللّٰهِ فِي الْأَرْضِ الْجَرَادُ، لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ).

১৫৩৩। যমীনের মধ্যে আল্লাহর সর্বাধিক সৈন্য হচ্ছে ফড়িং, আমি তাকে খাবো না আর তাকে হারাম আখ্যাও দেব না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ মুসলিম কাজ্জী “জুযউল আনসারী” গ্রন্থে (২/২) এবং তার থেকে বাইহাক্বী (৯/২৫৭) আবূ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আনসারী হতে, তিনি সুলাইমান তাইমী হতে, তিনি আবূ উসমান নাহ্দী হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি সহীহ্ যদি মুরসাল না হতো। মওসূল হিসেবেও মুহাম্মাদ ইবনু যাবারকান হতে, তিনি সুলাইমান তাইমী হতে, তিনি আবূ উসমান নাহ্দী হতে, তিনি সালমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ফড়িং সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি বলেন:...। তিনি “যমীনের মধ্যে” অংশটুকু বাদ দিয়ে উল্লেখ করেছেন।

এটিকে আবূ দাউদ (৩৮১৩), মুখাল্লেস “আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত” গ্রন্থে (৯/২/১) বাইহাক্বী ও ইবনু আসাকির (৭/১৯৪/১) বর্ণনা করেছেন।

আবূ দাউদ বলেন: এটিকে মু‘তামের তার পিতা হতে, তিনি আবূ উসমান হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন। তিনি সালমানকে উল্লেখ করেননি।

আবূল আওয়াম জায্যার সূত্রে আবূ উসমান নাহ্দী হতে, তিনি সালমান হতে বর্ণনা করেন।

এটিকে আবূ দাউদ (৩৮১৪) ও ইবনু মাজাহ্ (৩২১৯) বর্ণনা করেছেন। আর আবূ দাউদ বলেন: এটিকে হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ আবুল আওয়াম হতে, তিনি আবূ উসমান হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি সালমানকে উল্লেখ করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: এ আবুল আওয়ামের নাম হচ্ছে ফায়েদ ইবনু কাইসান। তিনি প্রসিদ্ধ নন। হাফিয যাহাবী বলেন: আমি তার ব্যাপারে মন্দ কিছু জানি না। বরং তাকে ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

মোটকথা: হাদীসটি মুরসাল আর মওসূল হওয়ার ব্যাপারে আবূ উসমানের উপর মতভেদ করা হয়েছে। তার থেকে সুলাইমান তাইমী মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন, আর এ মুরসাল বর্ণনাটিকে সুলাইমান তাইমী হতে দু'জন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী আনসারী এবং মু'তামের ইবনু সুলাইমান বর্ণনা করেছেন। আর এ দু'জন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করে মুহাম্মাদ ইবনু যাবারকান তার থেকে মওসূল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইবনু যাবারকানের বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য। কারণ তিনি মওসূল হিসেবে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বিশেষভাবে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি কখনও কখনও ভুল করতেন। এ থেকে ফলাফল দাঁড়াচ্ছে এই যে, হাদীসটি সুলাইমান তাইমী হতে মুরসাল হিসেবে নিরাপদ।

তাইমীর বিরোধিতা করে আবুল আওয়ামও মওসূল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার এ বর্ণনাও অগ্রাধিকারযোগ্য নয়। কারণ তিনি প্রসিদ্ধ নন যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি। তিনি তাইমীর সমকক্ষ নন।

সারসংক্ষেপ: হাদীসটি মুরসাল হওয়ার কারণে দুর্বল।

আর বাইহাক্বী হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন নিম্নোক্ত কথার দ্বারা:

যদি এটি সহীহ্ হয়, তাহলেও এর মধ্যে ফড়িং হালাল হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। কারণ তিনি হারাম আখ্যা দেননি বরং হালাল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি শুধুমাত্র অপছন্দ করে খাননি। (আল্লাহই বেশী জানেন)।

১٥٣٤. (أُوْصِيْكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! خِصَالٌ أَرْبَعٌ لاَ تَدَعْهُنَّ مَا بَقِيْتَ، أُوْصِيْكَ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْبُكُوْرِ إِلَيْهَا، وَلاَ تَلْغُو أَوْلاَ تَلْهُو، وَأُوْصِيْكَ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، فَإِنَّهُ صَوْمُ الدَّهْرِ، وَأُوْصِيْكَ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، لاَ تَدَعْهُمَا وَإِنْ

صَلَّيْتَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبَ، قَالَهَا ثَلَاثًا).

১৫৩৪। হে আবূ হুরাইরাহ্! তোমাকে আমি অসিয়্যাত করছি। তুমি যতদিন অবশিষ্ট থাকবে চারটি অভ্যাস ত্যাগ করবে না। তোমাকে আমি জুম'য়ার দিবসে গোসল করার, সকাল সকাল জুম'য়ার (সলাতের) জন্য আসার এবং মন্দ কথা বলা অথবা খেল তামাসা না করার অসিয়্যাত করছি। আমি তোমাকে প্রতি মাসে তিন দিন সওম পালন করার অসিয়্যাত করছি। কারণ তা হচ্ছে এক বছরের সওমের (সমান)। তোমাকে আমি ফজরের দু'রাক'য়াত সলাত আদায় করার অসিয়্যাত করছি। তুমি সে দু'রাক'য়াতকে ত্যাগ করবে না যদিও তুমি সারা রাত ধরে সলাত আদায় করে থাকো। কারণ এ দু'য়ের মধ্যে বড় সাওয়াব রয়েছে। তিনি এ কথা তিনবার বলেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (২/১৫৮) আবূ ই'য়ালা সূত্রে সুলাইমান ইবনু দাউদ ইয়ামামী হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে, তিনি আবূ সালামাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

ইবনু আদী বলেন: সুলাইমান ইবনু দাউদ এ সনদে যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশেরই কেউ মুতাবা'য়াত করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: ইমাম বুখারী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস।

হাফিয যাহাবী বলেন: ইমাম বুখারী বলেন: আমি যার সম্পর্কে বলেছি যে, তিনি মুনকারুল হাদীস তার হাদীস বর্ণনা করাই বৈধ না। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি দুর্বল। অন্যরা বলেছেন: তিনি মাতরূক।

١٥٣٥. (ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ حَاسَبَهُ اللهُ حِسَاباً يَسِيرًا، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ : تُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ.

১৫৩৫। তিনটি বস্তু যার মধ্যে থাকবে আল্লাহ্ তা'য়ালা সহজভাবে তার হিসাব গ্রহণ করবেন এবং তাঁর দয়ার দ্বারা তাকে জান্নাত দিবেন: যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দাও, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক গড় এবং যে তোমার প্রতি অত্যাচার করে তুমি তাকে ক্ষমা কর।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু আদী (২/১৫৮) সুলাইমান ইবনু দাঊদ ইয়ামামী হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে, তিনি আবূ সালামাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: সুলাইমান ইবনু দাঊদ এ সনদে যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশেরই কেউ মুতাবা'য়াত করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: তার সূত্রেই হাদীসটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া "যাম্মুল গাযাব" গ্রন্থে, ত্বাবারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে, বায্যার ও হাকিম (২/৫১৮) বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ্।

আর হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন: সুলাইমান দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: বরং তার অবস্থা খুবই নিকৃষ্ট। যেমনটি তার সম্পর্কে পূর্বের হাদীসে ইমাম বুখারীর কথা থেকে জেনেছেন। আর এ কারণেই হাইসামী "আলফায়েয" গ্রন্থে বলেছেন: তিনি মাতরূক।

١٥٣٦. (اَلْخَيْرُ كَثِيْرٌ وَقَلِيْلٌ فَاعِلُهُ).

১৫৩৬। কল্যাণ প্রচুর আর কল্যাণকারী হচ্ছে কম।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আবী আসেম "আস্সুন্নাহ্" গ্রন্থে (নং ৪০), আলমুখাল্লেস "আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত" গ্রন্থে (৬/৭০/১), ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (২/১৫৯), আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (১/২০৩), খাতীব "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (৮/১৭৭) ও বাইহাক্বী "আশশু'য়াব" গ্রন্থে (২/৪৫৫/২) আহমাদ ইবনু ইমরান আখনাসী সূত্রে (ইবনু আবী আসেম ছাড়া) এবং হুসাইন আলআহ্ওয়াল হতে, আর তারা দু'জন আবূ খালেদ আহমার হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু আবী খালেদ হতে, তিনি আতা ইবনুস সায়েব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) হতে, তিনি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

ইবনু আদী বলেন: ইসমা'ঈল হতে আবূ খালেদ আহমার ছাড়া অন্য কেউ

বর্ণনা করেছেন বলে জানিনা। তিনি সত্যবাদী, তবে দলীল হওয়ার উপযুক্ত নন।

আমি (আলবানী) বলছি: তার ব্যাপারে ইমামগণের উক্তিগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়ার পর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে ভালো এবং মধ্যম। তার দ্বারা ইমাম বুখারী ও মুসলিম দলীল গ্রহণ করেছেন। হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে তার উপরের বর্ণনাকারী থেকে। কারণ আতা ইবনুস সায়েবের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। আর ইসমা'ঈল ইবনু আবূ খালেদের মৃত্যু হয়েছে তার থেকে প্রায় দশ বছর পরে। এ কারণে হতে পারে যে, তিনি তার থেকে শুনেছেন মস্তিষ্ক বিকৃতির মধ্যে।

আর আহমাদ ইবনু ইমরান আখনাসীকে হাফিয যাহাবী "আয্‌যু'য়াফা অল মাতরূকীন" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: ইমাম বুখারী বলেন: তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ সমালোচনা করেছেন।

"আলমীযান" গ্রন্থে এসেছে: আবূ যুর'য়াহ্ বলেন: তিনি কূফী, তাকে তারা (মুহাদ্দিসগণ) ত্যাগ করেছেন আর আবূ হাতিমও তাকে ত্যাগ করেছেন।

অতএব তিনি খুবই দুর্বল। তবে হুসাইন আহওয়াল ইবনু যাকওয়ান মু'য়াল্লিম তার মুতাবা'য়াত করার কারণে তার থেকে হাদীসটির সমস্যার অপবাদ দূর হয়ে যাচ্ছে। কারণ মু'য়াল্লিম নির্ভরযোগ্য।

যাদের উদ্ধৃতিতে হাদীসটি উল্লেখ করেছি তাদের নিকট উল্লেখিত ভাষাতেই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে একমাত্র ইবনু আসেম ছাড়া। তার থেকে বর্ণিত ভাষাটি হচ্ছে নিম্নরূপ:

"কল্যাণ প্রচুর আর যে কল্যাণের উপর আমল করে তার সংখ্যা কম।"

অনুরূপভাবে ত্বাবারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে ইবনু আম্র হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যেমনটি "আলজামে'" গ্রন্থে এসেছে।

মানাবী বলেন: হাইসামী বলেন: এর সনদে বর্ণনাকারী হাসান ইবনু আব্দুল আওয়াল রয়েছেন। তিনি দুর্বল।

١٥٣٧. (إِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ مَضْجَعَهُ، فَلْيَقْرأْ بِأمِّ الكِتَابِ وَسُورَةٍ، فَإِنَّ اللهَ يُوكِّلُ بِهِ مَلَكاً يَهُبُّ مَعَهُ إِذَا هَبَّ).

১৫৩৭। যখন তোমাদের কেউ তার শোয়ার স্থানকে গ্রহণ করবে তখন সে যেন উম্মুল কিতাব (সূরা ফাতিহাহ্) ও আরেকটি সূরা পাঠ করে। কারণ আল্লাহ্ তা'য়ালা এর ফলে এক ফেরেশতাকে নিয়োজিত করবেন, যখন সে ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হবে, তখন সেও (ফেরেশতা) তার সাথে জাগ্রত হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আসাকির (৮/৩/২) আব্দুল আ'লা ইবনু আব্দুল আ'লা হতে, তিনি এক ব্যক্তি হতে, তিনি মুতাররিফ ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু শিখখীর হতে, তিনি বালকীনবাসী এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমার ধারণা তিনি বাণী মুজাশে'র একজন, তিনি শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি সুস্পষ্টভাবে দুর্বল। মুতাররিফের শাইখ বালকীনী ব্যক্তি অজ্ঞাত হওয়ার কারণে এবং অনুরূপভাবে তার থেকে বর্ণনাকারী ব্যক্তিও অজ্ঞাত হওয়ার কারণে। কিন্তু ইনি এককভাবে বর্ণনা করেননি। খারায়েতী "মাকারিমুল আখলাক" গ্রন্থে (৮/২৩৩/১) উমার ইবনু শাব্বাহ্ হতে, তিনি সালেম ইবনু নূহ্ হতে, তিনি জারীরী হতে, তিনি আবুল 'আলা হতে, তিনি মুজাশে'র এক ব্যক্তি হতে, তিনি শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

তবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কিতাবুল্লাহর একটি সূরা।

নাম উল্লেখ না-করা মুজাশে' ব্যক্তি ছাড়া বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আবুল 'আলার নাম হচ্ছে ইয়াযীদ ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনিশ শিখখীর। তিনি মুতাররিফের ভাই।

মোটকথা হাদীসটি দুর্বল- বর্ণনাকারী তাবে'ঈ অজ্ঞাত হওয়ার কারণে।

১৫৩৮. (مَا كَانَتْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلاَّ كَانَ بَعْدَهَا قَتْلٌ وَصَلْبٌ).

১৫৩৮। কোন নুবুওয়াতই এরূপ ছিল না যে তার পরে হত্যা এবং শূলে দেয়ার মত কিছু ঘটেনি।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (৩/১১৩২), ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১/৬৩/১) ও তার থেকে যিয়া "আলমুখতারাহ্" গ্রন্থে (১/২৮৫) সুলাইমান ইবনু আইউব ইবনে 'ঈসা হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি মূসা ইবনু ত্বলহাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: কয়েকটি কারণে সনদটি দুর্বল: এ সুলাইমান সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তিনি বহু মুনকারের অধিকারী। অথচ তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে।

তার পিতা ও তার দাদার জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না। তাদের দু'জনের দিকেই হাইসামী (৭/৩০৭) ইঙ্গিত করে বলেছেন: এটিকে ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন আর তার মধ্যে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যাকে আমি চিনি না।

١٥٣٩. (النَّاكِحُ فِي قَوْمِهِ كَالْمُعَشِّبِ فِي دَارِهِ).

১৫৩৯। নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহকারী, নিজ ঘরের মধ্যে ঘাস রোপনকারীর (চাষাবাদকারীর) ন্যায়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্ববারানী, আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (১/১৪০) ও তার থেকে যিয়া পূর্বের হাদীসের সনদে বর্ণনা করেছেন। আর এ সনদের মধ্যে কয়েকটি সমস্যা রয়েছে যেগুলো পূর্বের হাদীসের আলোচনার সময় উল্লেখ করেছি।

এ সনদেই অন্য একটি হাদীস নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করা হয়ে থাকে:

كَانَ لاَ يَكَادُ يُسْئَلُ شَيْئًا إِلاَّ فَعَلَهُ.

তাঁর কাছে যা কিছুই চাওয়া হতো তিনি তাই করতেন।

এটি দুর্বল। এটিকে ত্ববারানী (১/১৩/২) ও তার থেকে যিয়া (১/২৮৬) বর্ণনা করেছেন।

١٥٤٠. (أَعْطُوْا الْمَسَاجِدَ حَقَّهَا، قِيلَ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: رَكْعَتَانِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ).

১৫৪০। তোমরা মাসজিদগুলোর হক্ব প্রদান কর। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো: তার হক্ব কি? তিনি বললেন: বসার পূর্বের দু'রাক'য়াত সলাত আদায় করা।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আবী শাইবাহ্ "আলমুসান্নাফ" গ্রন্থে (১/১০১/২) ও ইবনু খুযাইমাহ্ তার "সহীহ্" গ্রন্থে (১৮২৪) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক হতে, তিনি আবূ বাক্‌র ইবনু আম্‌র ইবনে হায্‌ম হতে, তিনি আম্‌র ইবনু সুলাইম হতে, তিনি আবূ কাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে এর সমস্যা হচ্ছে ইবনু ইসহাক্ব কর্তৃক আন্‌আন্ করে বর্ণনা করা। কারণ তিনি তাদলীস করতেন। আর আম্‌র ইবনু সুলাইম হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আমের ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়ের তার ভাষার বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছেন:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

"যখন তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'য়াত সলাত আদায় করে।"

বুখারী, মুসলিম প্রমুখ যেমন বাইহাক্বী তার "সুনানুল কুবরা" গ্রন্থে (৩/৫৩) এরূপই বর্ণনা করেছেন এবং এটিই নিরাপদ। এটিকে আমি "ইরওয়াউল গালীল" গ্রন্থে উল্লেখ করেছি (২/২২০/৪৬৭)।

١٥٤١. (كَانَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ وَهُوَ صَائِمٌ).

১৫৪১। রসূল (ﷺ) ইসমিদ দ্বারা সওম পালন করা অবস্থায় সুরমা লাগাতেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু খুযাইমাহ্ (২/২০৭) মা'মার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু আবী রাফে' হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার পিতা ওবাইদুল্লাহ্ হতে, তিনি আবূ রাফে' হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

ইবনু খুযাইমাহ্ বলেন: মা'মারের কারণে আমি এ সনদের দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত।

আমি (আলবানী) বলছি: সনদটি খুবই দুর্বল। যেমনটি ইমাম বুখারীর কথা থেকে বুঝা যায়। কারণ তিনি তার সম্পর্কে বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস। কিন্তু তিনি এককভাবে বর্ণনা করেননি। হিব্বান ইবনু আলী তার মুতাবা'য়াত করেছেন মুহাম্মাদ ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু আবী রাফে' হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে।

এটিকে ইবনু সা'দ "আত্ববাকাত" গ্রন্থে (১/৪৮৪), ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে, ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (১/১০৮) ও তার থেকে বাইহাক্বী (৪/২৬২) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হিব্বান হচ্ছেন আনাযী আর তিনিও দুর্বল।

তবে মুহাম্মাদ ইবনু ওবাইদুল্লার দ্বারা এ হাদীসের সমস্যা বর্ণনা করাই উত্তম। কারণ তিনি এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

হাইসামী "আলমাজমা'" গ্রন্থে (৩/১৬৭) বলেন: হাদীসটি ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে হিব্বান ইবনু আলীর বর্ণনায় মুহাম্মাদ ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু আবী রাফে' হতে বর্ণনা করেছেন। আর তাদের দু'জনকেই নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে। তবে তাদের দু'জনের ব্যাপারে বহু সমালোচনা রয়েছে।

١٥٤٢. (إِنَّ مِنَ التَّوَاضُعِ لِلَّهِ، الرِّضَى بِالدُّوْنِ مِنْ شَرَفِ الْمَجْلِسِ).

১৫৪২। মজলিসের উঁচু স্থান ছেড়ে নিচু স্থান গ্রহণে সন্তুষ্ট থাকা আল্লাহর জন্য বিনম্রতা প্রকাশ করার অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে ((১/৬৩/১) ইয়াহ্ইয়া ইবনু উসমান ইবনু সালেহ্ হতে, আর তার থেকে যিয়া মাকদেসী "আলমুখতারাহ্" গ্রন্থে (১/২৮৫) ও ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (১/১৬০) আহমাদ ইবনুল ফায্ল ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ সায়েগ হতে, আর তারা উভয়েই সুলাইমান ইবনু আইউব ইবনু 'ঈসা ইবনু মূসা ইবনু ত্বলহা ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ হতে, তিনি তার পিতার সূত্রে তার দাদা হতে, তিনি মূসা ইবনু ত্বলহাহ্ হতে, তিনি তার পিতা ত্বলহা ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি সম্প্রদায়ের এক মজলিসে আসলে তার জন্য লোকেরা সব দিক থেকেই প্রশস্ত করে দিল। তখন তিনি মূল মজলিসের এক নিচু স্থানে বসলেন। অতঃপর তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি: ...।

ইবনু আদী বর্ণনাকারী সুলাইমানের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে অন্যান্য হাদীসের সাথে এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন:

এগুলো বর্ণনার ব্যাপারে সুলাইমানের কেউ মুতাবা'য়াত করেননি।

তাকে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তার কতিপয় মুনকার হাদীস রয়েছে।

তিনি "আলমীযান" গ্রন্থে তার কতিপয় মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

তার পিতা হচ্ছে আইউব ইবনু সুলাইমান ইবনু 'ঈসা। আর তার দাদা হচ্ছে 'ঈসা। তাদের দু'জনেরই আমি জীবনী পাচ্ছি না। তবে তাদের

দু'জনের প্রথমজনকে ইবনু আবী হাতিম (১/১/২৪৮) শুধুমাত্র তার পুত্রের বর্ণনায় উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি। অতএব তিনি মাজহূল।

١٥٤٣. (إنَّ اللهَ لاَ يُؤَخِّرُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ولَكِنَّ زِيادَةَ العُمْـرِ ذُرِّيَّـةٌ صالِحَةٌ يَرْزُقُها اللهُ العَبْدَ، فَيَدْعُوْنَ لهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَيَلحَقُهُ دُعاؤُهُمْ فِي قَبْرِهِ، فـذلك زِيادَةُ العُمْرِ).

১৫৪৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা আত্মাকে (আত্মা কবজ করাকে) পিছিয়ে দিবেন না যে আত্মার মৃত্যুর সময় এসে যাবে। আর বয়স বৃদ্ধির ভাবার্থ হচ্ছে সৎ সন্তান, আল্লাহ্ তা'য়ালা বান্দাকে যা দান করে থাকেন। যারা তার (মৃত্যুর) পর হতে তার জন্য দু'য়া করতে থাকে আর তাদের দু'য়া কবরে তার নিকট পৌঁছতে থাকে । আর এটিই হচ্ছে বয়স বৃদ্ধি হওয়া।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে ওকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (২/১৩৪), ইবনু আদী (১/১৬০), ইবনু হিব্বান "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (১/৩৩১) সুলাইমান ইবনু আতা হতে, তিনি মাসলামাহ্ ইবনু আব্দুল্লাহ্ জুহানী হতে, তিনি তার চাচা আবূ মাশজা'য়াহ্ ইবনু রিব'ঈ হতে, তিনি আবুদ দারদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমরা রসূল (ﷺ)-এর নিকট বয়স বৃদ্ধির বিষয়টি আলোচনা করছিলাম তখন তিনি বলেন: ...।

ওকায়লী বলেন: এ ভাষায় সুলাইমানের মুতাবা'য়াত করা হয়নি। বুখারী হতে বর্ণনা করা হয়েছে তিনি তার সম্পর্কে বলেন: তার হাদীসে কিছু মুনকার রয়েছে।

"আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে আবূ হাতিম বলেন: তিনি শক্তিশালী নন।

ইবনু হিব্বান প্রমুখ তাকে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেছেন।

ইবনু কাসীর হাদীসটিকে (৩/৫৫০) ইবনু আবী হাতিমের বর্ণনায় সুলাইমানের সূত্রে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাতে সুলাইমানের স্থলে উসমান উল্লেখ করা হয়েছে। এটি মুদ্রণগত ভুল। ইবনু আবী হাতিম "আলজারহ্ অত্তা'দীল" গ্রন্থে (৪/২/১০) উল্লেখ করেছেন যে, তার শাইখদের মধ্যে এ সুলাইমান ইবনু আতা রয়েছেন।

আর ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। আমি জানি

না সেগুলোর ব্যাপারে তার থেকে সংমিশ্রণ ঘটেছে, নাকি মাসলামাহ্ ইবনু আব্দুল্লাহ্ থেকে?

অতঃপর তিনি তার কতিপয় মুনকার হাদীস উল্লেখ করেন, এটি সেগুলোর একটি।

এ হাদীসটি সেই হাদীসগুলোর অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর দ্বারা দু'হালাবী আলেম তাদের দু'গ্রন্থ "মুখতাসারু তাফসীরুল হাফেয ইবনু কাসীর" কে কালিমালিপ্ত করেছেন।

١٠٤٤. (آيَاتُ الْمُنَافِقِ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ).

১৫৪৩। মুনাফিকের আলামতসমূহ: যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদাহ্ করে তখন ওয়াদার বরখেলাফ করে আর (তার কাছে) আমানাত রাখা হলে খিয়ানাত করে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ...। হাইসামী (১/১০৮) বলেন: এর সনদে যানফাল আলওরফী রয়েছেন, তিনি মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি: আমি দেখছি না কে তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। তার ব্যাপারে সর্ব নিকৃষ্ট কথা যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। তার সম্পর্কে (১৫১৫) হাদীসে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

এ হাদীস থেকে আমাদেরকে মুক্ত রাখতে পারে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত নিম্নের ভাষার মারফূ' হাদীস:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

"মুনাফিকের আলামাত হচ্ছে তিনটি: ...।

এটিকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

١٠٤٥. (آيتانِ هُما قُرْآنٌ، وهُما يَشْفَعانِ، وهُما مِمَّا يُحِبُّهُما اللهُ، الآيتانِ في آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ).

১৫৪৫। দু'টি আয়াত সে দু'টি কুরআন (এর অন্তর্ভুক্ত), সে দু'টি সুপারিশ করবে এবং সে দু'টিকে আল্লাহ্ ভালোবাসেন। আয়াত দু'টি হচ্ছে সূরা বাক্বারার শেষ দু'আয়াত।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে দায়লামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মানাবী বলেন:

এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম ইবনু জা'ফার জুরজানী রয়েছেন। তিনি যদি ফারাবী হন তাহলে তিনি সত্যবাদী। আর তিনি যদি কায়াল হন তাহলে তিনি জালকারী যেমনটি "আলমীযান" গ্রন্থে এসেছে।

আমি (আলবানী) বলছি: আমার বেশীর ভাগ ধারণা যে, তিনি দ্বিতীয় জন।

অতঃপর আমি (আলবানী) হাফিযের "মুখতাসারুদ দায়লামী" গ্রন্থে (১/১/৭৭) তার সনদ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। এতে বর্ণিত হয়েছে ইব্রাহীম ইবনু আবী ইয়াহ্ইয়া সূত্রে সাফওয়ান ইবনু সুলাইম হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু সাওবান হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। হাফিয বলেন:

ইবনু আবী ইয়াহ্ইয়া দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: বরং তিনি মাতরূক যেমনটি তিনি নিজে "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন।

١٥٤٦. (آمَنَ شِعْرُ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، وَكَفَرَ قَلْبُهُ).

১৫৪৬। উমাইয়্যাহ্ ইবনু আবিস সল্তের কবিতা ঈমান আনে আর তার হৃদয় কুফরী করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ বাক্র ইবনুল আম্বারী "আলমাসাহিফ" গ্রন্থে, খাতীব বাগদাদী "আত্তারীখ" গ্রন্থে ও ইবনু আসাকির আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

এরূপই এসেছে "আলজামে'উস সাগীর" ও "কাবীর" গ্রন্থে (১/৩/২)। আমি "ফেহরেসুল খাতীব" গ্রন্থে এটিকে পাচ্ছি না। মানাবী তার ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইবনুল আম্বারীর নিকট তার সনদে আবূ বাক্র হুযালী রয়েছেন। তিনি মাতরূকুল হাদীস যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে। আর খাতীব ও ইবনু আসাকিরের সনদ দুর্বল। তার থেকে ফাকেহী ও ইবনু মান্দাহ্ বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আমি "আলইসাবাহ্" গ্রন্থের মাধ্যমে (৮/১৫৬) ফাকেহীর সনদ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। তিনি কালবী সূত্রে আবূ সালেহ্

হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

আর কালবী হচ্ছেন মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

١٥٤٧. (آيَةُ الْعِزِّ: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً﴾ الآية).

১৫৪৭। ইয্যাতের আয়াত হচ্ছে: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً﴾ "বল, 'সকল প্রশংসাই আল্লাহ্র যিনি সন্তান গ্রহণ করেন না" (সূরা ইসরা: ১১১)।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আহমাদ (৩/৪৩৯) ও ওয়াহেদী তার "তাফসীর" গ্রন্থে (২/১৯২/১) রিশদীন ইবনু সা'দ হতে, তিনি যাবান ইবনু ফায়েদ হতে, তিনি সাহ্ল ইবনু মু'য়ায হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। হেফ্য শক্তির দিক থেকে যাবান ইবনু ফায়েদ সমালোচিত ব্যক্তি। কখনও কখনও তার হাদীসকে হাসান আখ্যা দেয়া যায়। হাফিয ইবনু হাজার বলেন:

তিনি ভালো এবং আবেদ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

রিশদীন ইবনু সা'দও দুর্বল। ইমাম আহমাদের নিকট ইবনু লাহী'য়াহ্ তার মুতাবা'য়াত করেছেন আর তিনিও তার মতই দুর্বল।

"আলফায়েয" গ্রন্থে এসেছে: হাফিয ইরাকী বলেন: তার সনদ দুর্বল। আর হাইসামী বলেন: ইমাম আহমাদ ও ত্বাবারানী দু'টি সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সেদু'টির একটিতে রিশদিন ইবনু সা'দ রয়েছেন, তিনি দুর্বল। আর দ্বিতীয়টিতে ইবনু লাহী'য়াহ্ রয়েছেন, তিনি ইবনু সা'দের চেয়ে বেশী ভালো। লেখক হাদীসটির ব্যাপারে হাসান হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন।

١٥٤٨. (سَتُفْتَحُ عَلَى أُمَّتِيْ مِنْ بَعْدِيْ الشَّامُ وَشِيْكًا، فَإِذَا فَتَحَهَا فَاحْتَلَّهَا، فَأَهْلُ الشَّامِ مُرَابِطُوْنَ إِلَى مُنْتَهَى الْجَزِيْرَةِ : رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ وَصِبْيَانُهُمْ وَعَبِيْدُهُمْ، فَمَنِ احْتَلَّ سَاحِلاً مِنْ تِلْكَ السَّوَاحِلِ فَهُوَ فِيْ جِهَادٍ، وَمَنِ احْتَلَّ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَهُوَ فِيْ جِهَادٍ).

১৫৪৮। আমার পরে আমার উম্মাতের জন্য শাম ও শীকান দেশ মুক্ত করা হবে। যখন তাকে মুক্ত করবে তখন তা স্বাধীন হয়ে যাবে।

শামবাসী: তাদের পুরুষ, তাদের মহিলা, তাদের শিশু ও দাসরা, জাযীরার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত জিহাদের জন্য নিজেদেরকে বেঁধে (সার্বক্ষনিক নিয়োজিত) রেখেছে। যেই সে সমুদ্রকূলগুলোর একটি কূলকে স্বাধীন করবে সেই জিহাদের মধ্যে রয়েছে আর যে বাইতুল মাকদিসকে মুক্ত করবে সে জিহাদের মধ্যে রয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আসাকির “তারীখু দেমাস্ক” গ্রন্থে (১/২৭০) ইবনু হিময়ার সূত্রে সা‘ঈদ বাজালী হতে, তিনি শাহ্‌র ইবনু হাওশাব হতে, তিনি আবুদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: বর্ণনাকারী শাহরের কারণে এ সনদটি দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি বহু মুরসাল এবং সন্দেহমূলক বর্ণনাকারী।

আর সা‘ঈদ বাজালীকে আমি চিনি না।

আর হিশাম ইবনু আম্মার হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবূ মুতী‘ মু‘য়াবিয়্যাহ্ ইবনু ইয়াহ্ইয়া হতে, তিনি আরতাত ইবনুল মুনযির হতে, তিনি সেই ব্যক্তি হতে যে আবুদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন ...।

এটিও দুর্বল। আবূ মুতী‘ দুর্বল আর আরতাতের শাইখ মাজহূল হওয়ার কারণে।

١٥٤٩. (إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِحُبِّ أَرْبَعَةٍ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ. قِيلَ : يَا رَسُـــولَ اللهِ، مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : عَلِيٌّ مِنْهُمْ، يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثًا، وَأَبُو ذَرٍّ، وَسَلْمَانُ، وَالْمِقْدَادُ).

১৫৪৯। আল্লাহ্ তা‘য়ালা আমাকে চার জনকে ভালোবাসার নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনিও তাদেরকে ভালোবাসেন। জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আল্লাহর রসূল! তারা কারা? তিনি বললেন: তাদের মধ্যে আলী রয়েছেন। তিনি তা তিনবার বললেন। আর আবূ যার, সালমান ও মিকদাদ।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম বুখারী “আত্‌তারীখুল কাবীর” গ্রন্থে (পৃ ৩১), তিরমিযী (২/২৯৯-৩৭১৮), ইবনু মাজাহ্ (১৪৯), আবূ নু‘য়াইম “আলহিলইয়্যাহ্” গ্রন্থে (১/১৭২), হাকিম (৩/১৩০) ও আহমাদ (৫/৩৫৬) শারীক সূত্রে আবূ রাবী‘য়াহ্ ইয়াদী হতে, তিনি ইবনু বুরাইদাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান। এটিকে একমাত্র শারীকের হাদীস হতেই চিনি।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি দুর্বল, তার মন্দ হেফ্য শক্তির কারণে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। অতএব কিভাবে তার হাদীস হাসান? হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী, বহু ভুলকারী। যখন কূফায় তাকে কাযী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় তখন তার হেফযে পরিবর্তন ঘটে। তিনি ন্যায়পরায়ন, সম্মানিত, আবেদ ও বিদ'আতীদের বিপক্ষে কঠোর ছিলেন।

হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন: কাত্তান বলেন: তার সংমিশ্রণ ঘটা (মস্তিষ্ক বিকৃত) অবস্থা ছিল। আবূ হাতিম বলেন: তার বহু ভুল রয়েছে। দারাকুতনী বলেন: তিনি শক্তিশালী নন।

হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম মুসলিম মুতাবা'য়াত থাকার শর্তে তার থেকে বর্ণনা করেছেন। এ থেকেই বুঝা যায় হাকিম যে হাদীসটির শেষে বলেছেন: "মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ্, তা ভুল।

হাফিয যাহাবী এ ব্যাপারে শুধুমাত্র বলেছেন যে, আবূ রাবী'য়াহ্ হতে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেননি।

তার এ কথা থেকে বুঝা যায় না যে, তিনি দুর্বল। কারণ ইমাম মুসলিম কর্তৃক কোন বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা না করা তার দুর্বল হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। তবে তিনি (যাহাবী) "আলআসমা" গ্রন্থে তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেছেন: আবূ হাতিম তার সম্পর্কে বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস।

কোন জালকারী এ হাদীসটিকে চুরি করে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

"আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে আমার চার সহাবীকে ভলোবাসতে নির্দেশ প্রদান করে বলেছেন: তুমি তাদেরকে ভালোবাস, আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।"

অথচ এটি বানোয়াট। এটিকে ইবনু আদী (১/১৬১) সুলাইমান ইবনু 'ঈসা সাজ্যী হতে, তিনি লাইস ইবনু সা'দ হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

ইবনু আদী বলেন: সুলাইমান ইবনু 'ঈসা হাদীস জালকারী।

অন্যরাও অনুরূপ কথা বলেছেন যেমনটি সামনে আসবে। হাফিয যাহাবী উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীসটি তার বিপদগুলোর অন্তর্ভুক্ত। আর সুয়ূতী "আলজামে'উল কাবীর" গ্রন্থে (৪৭০৬) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

এ মিথ্যুকের বানোয়াট হাদীসগুলোর অন্তর্ভুক্ত নিম্নের হাদীসটিও:

১৫৫০. (أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، لَعَنَهَا كُـلُّ شَـيْءٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، إِلاَّ أَنْ يَّرْضَى عَنْهَا زَوْجُهَا).

১৫৫০। যে নারীই তার স্বামীর গৃহ হতে তার অনুমতি ছাড়া বের হবে প্রতিটি বস্তু যার উপর সূর্য এবং চন্দ্র উদিত হয়েছে তাকে অভিশাপ দিবে। তবে তার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলে ভিন্ন কথা।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে দায়লামী (১/২/৩৫৩- ৩৫৪) আবূ নু'য়াইম সূত্রে আবূ হুদবাহ্ হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি বানোয়াট। আবূ হুদবার নাম হচ্ছে ইব্রাহীম ইবনু হুদবাহ্। তিনি মাতরূক, আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে তিনি বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরূপ হাদীস (১০২০) নম্বরে আলোচিত হয়েছে।

১৫৫১. (مَنْ تَمَنَّى الْغَلاَءَ عَلَى أُمَّتِيْ لَيْلَةً أَحْبَطَ اللهُ عَمَلَهُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً).

১৫৫১। যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের উপর একরাত মূল্যবৃদ্ধি কামনা করবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তার চল্লিশ বছরের আমলকে বাতিল করে দিবেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (১/১৬১) ও তার ও অন্যদের থেকে খাতীব বাগদাদী (৪/৬০) সুলাইমান ইবনু 'ঈসা সাজযী হতে, তিনি আব্দুল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদ হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: সুলাইমান ইবনু 'ঈসা জালকারী। তার সব হাদীস অথবা অধিকাংশ হাদীস বানোয়াট।

খাতীব বলেন: তিনি খুবই মুনকার। সুলাইমান ইবনু ঈসা সাজযী ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানি না। তিনি মিথ্যুক ছিলেন, হাদীস জাল করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি: খাতীবের সূত্রে ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে "আলমওযূ'য়াত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর সুয়ূতী "আললাআলী" গ্রন্থে (২/১৪৫) এবং ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ্" গ্রন্থে (২/১৮৮) তাকে সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটিকে সাজযী হতে তার ন্যায় কোন মিথ্যুক চুরি করেছেন। এটিকে ইবনু আসাকির (১৬/১২২/২) মামূন ইবনু আহমাদ সুলামী হতে, তিনি আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহ্ শাইবানী হতে, তিনি বিশ্‌র ইবনু সারিউ হতে, তিনি আব্দুল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদ হতে, তিনি নাফে‘ হতে, তিনি ইবনু উমার হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটিও বানোয়াট। এটিকে ইবনু আসাকির এ মামূনের জীবনীতে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে বলেছেন: হাদীস জাল করার ব্যাপারে তিনি এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। কোন কোন বিদ্বান তাকে উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি .... মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি: তার শাইখ আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহ্ শাইবানী তার থেকেও বেশী বড় মিথ্যুক। তিনি হচ্ছেন জুওয়াইবারী। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি দাজ্জালদের এক দাজ্জাল। তিনি ইমামদের উদ্ধৃতিতে হাজার হাজার হাদীস বর্ণনা করেছেন অথচ তারা সেগুলোর কিছুই বর্ণনা করেননি।

হাফিয যাহাবী বলেন: তাকে মিথ্যুকের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

আমি (আলবানী) বলছি: এতো কিছু সত্ত্বেও সুয়ূতী হাদীসটিকে “আলজামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে কালিমালিপ্ত করেছেন। তিনি তাতে ইবনু আসাকিরের বর্ণনার উল্লেখ করেছেন অথচ তিনি নিজে “আললাআলী” গ্রন্থে (২/১৪৫) হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেছেন: মামূন ও তার শাইখ তারা উভয়েই মিথ্যুক।

١٥٥٢. (أَتْرِعُوا الطُّسُوسَ وخَالِفُوا المَجُوسَ).

১৫৫২। তোমরা হাত ধোয়ার পাত্রগুলোকে পূর্ণরূপে ভর্তি করে ফেলো (অর্থাৎ ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত তাতেই পানি একত্রিত করতে থাক) আর অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা করো (কারণ তারা ভর্তি না হওয়ার আগেই ফেলে দেয়)।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে খাতীব বাগদাদী “আত্‌তারীখ” গ্রন্থে (৫/৯), তার থেকে ইবনু আসাকির (২/৮৫/২), দায়লামী “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে (১/১/৩৭) ও বাইহাক্বী “আশ্‌শু‘য়াব” গ্রন্থে (২/১৮২/২) আবূ সালেহ্ খালাফ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা‘ঈল (তিনি খাইয়্যাম নামে পরিচিত) হতে,

তিনি আবূ হারূন সাহ্ল ইবনু শাযবিয়্যাহ্ হাফিয হতে, তিনি জালওয়ান ইবনু সামুরাহ্ হতে, তিনি 'ইসাম আবূ মুকাতিল নাহ্বী হতে, তিনি 'ঈসা ইবনু মূসা গানজার হতে, তিনি আব্দুল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদ হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

বাইহাক্বী বলেনঃ সনদটি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছিঃ বরং সনদটি নিক্ষিপ্ত। বর্ণনাকারী খালাফ মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। হাকিম বলেনঃ "তার হাদীস নিক্ষিপ্ত হয়েছে এ হাদীস বর্ণনা করার দ্বারাঃ "তিনি (স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে) খেলাধূলা করার পূর্বেই মিলিত হতে নিষেধ করেছেন।"

আমি (আলবানী) বলছি " এ হাদীসটি (৪২৬) নম্বরে আলোচিত হয়েছে।

আর খালাফ ও গুনজারের মাঝের বর্ণনাকারীদের জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না।

মানাবী সুয়ূতীর কথার উপর টীকা লিখে বলেছেনঃ হাদীসটিকে বাইহাক্বী, খাতীব ও দায়লামী ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে বাইহাক্বী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন আর বলেছেনঃ এর সনদে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যাকে চেনা যায় না। ইবনুল জাওযী বলেনঃ হাদীসটি সহীহ্ নয়। এর অধিকাংশ বর্ণনাকারীগণ দুর্বল ও অপরিচিত ...।

١٥٥٣. (لاَ تَرْفَعُوْا الطَّسْتَ حَتَّى تَطُفَّ، اجْمَعُوْا وَضُوْءَكُمْ جَمَعَ اللهُ شَمْلَكُمْ).

১৫৫৩। তোমরা হাত ধোয়ার পাত্র উঠায়ো না যে পর্যন্ত ভর্তি না হয়ে যায়। আর তোমরা তোমাদের অযূর পানি জমা কর তাহলে আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদের ঐক্যকে অটুট রাখবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (১/৫৯) ও বাইহাক্বী "আশ্শু'য়াব" গ্রন্থে (২/১৮২/২) আবূ 'আলী হিশাম ইবনু আলী সাইরাফী সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব আবূ আম্র সবাহী হতে, তিনি 'ঈসা ইবনু শু'য়াইব হতে, তিনি আম্মার ইবনু আবূ আম্মার হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ....।

বাইহাক্বী এটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ এর সনদের কোন

কোন বর্ণনাকারী অপরিচিত। অনুরূপ ভাবার্থের হাদীস অন্য দুর্বল সনদেও বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ পূর্বের আলোচিত হাদীসটি।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। 'ঈসা ইবনু শু'য়াইব সম্পর্কে আমি প্রথমে ধারণা করেছিলাম যে, তিনি বানূ দীল মাদানীর দাস ইবনু সাওবান। কারণ তিনি এ স্তরেরেই। কিন্তু তারা তার শাইখদের মধ্যে আম্মারকে উল্লেখ করেননি এবং তার থেকে বর্ণনাকারী হিসেবে আবূ আম্‌র সবাহীকেও উল্লেখ করেননি। ইবনু আবী হাতিম (৩/২/২৬৯) এ সবাহীর জীবনী আলোচনা করে তার শাইখদের মধ্যে এ ইবনু শু'য়াইবকে উল্লেখ করেননি।

এ কারণে আমি এ দিকে যাচ্ছি যে, তিনি অন্য কেউ। অতঃপর বিষয়টি আমার কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে যায় যখন দেখলাম যে সাম'য়ানী সবাহী সম্পর্কে বলেছেন:

তিনি 'ঈসা ইবনু শু'য়াইব কাসমালী ও আসেম ইবনু সুলাইমান কূফী হতে বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে কাসেম ইবনু নাস্‌র মাখযূমী ও হিশাম ইবনু আলী সাইরাফী বর্ণনা করেছেন। তিনি এর চেয়ে বেশী কিছু বলেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: সাম'য়ানীর কথায় ...কাসমালী উল্লেখ হওয়ায় তা আমাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছে যে, তিনি দীলী নন। অতএব তিনি অন্য 'ঈসা, অপরিচিত, যাকে চেনা যায় না। (আল্লাহই বেশী জানেন)।

যদি ধরেই নেয়া হয় যে, তিনি দীলী তাহলেও তিনি কাসমালীর মতই অপরিচিত। হাফিয যাহাবী তার (দীলী) সম্পর্কে বলেন:

তাকে চেনা যায় না।

অতঃপর তিনি তার একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন: এটি বানোয়াট।

আর তার নিকট পৌঁছতে এ সূত্রে বর্ণনাকারী আবূ 'আলী সাইরাফী রয়েছেন, তার জীবনী পাচ্ছি না।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, যিনি সনদটিকে ভালো বলেছেন তিনি ভুল করেছেন।

١٥٥٤ . (العِدَةُ عَطِيَّةٌ).

১৫৫৪। ওয়াদা হচ্ছে হাদিয়্যাহ্।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া "আস্‌সম্‌ত" গ্রন্থে (৩/২১/২) ও খারাইতী "মাকারিমুল আখলাক্ব" গ্রন্থে (পৃ ৩৪) দু'টি সূত্রে ইউনুস হতে,

তিনি হাসান বাসরী হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক মহিলা রসূল (ﷺ)-এর নিকট কিছু চাইলে সে মহিলা তা তাঁর নিকটে পেল না। তখন সে মহিলা বলল: আপনি আমাকে ওয়াদা দিন। তখন রসূল (ﷺ) বললেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: মুরসাল হওয়ার কারণে এ সনদটি দুর্বল। তা ছাড়া এটি হাসান বাসরী কর্তৃক বর্ণনাকৃত মুরসাল, যার মুরসালগুলো সম্পর্কে কোন কোন ইমাম বলেছেন: সেগুলো বাতাসের মতই।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাঃ) এবং কুবাস ইবনু উসাইম লাইসী (রাঃ)-এর হাদীস হতে মুসনাদ হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে।

১। ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর হাদীস। এটিকে বাকিয়্যাহ্ বর্ণনা করেছেন আবূ ইসহাক ফাযারী হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি শাকীক হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে। তিনি বলেন:

"যখন তোমাদের কেউ তার বন্ধুর সাথে ওয়াদা করবে তখন সে যেন তা পূর্ণ করে। কারণ আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি: ...।

এটিকে কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (২/১-২) এবং অনুরূপভাবে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৮/২৫৯) বর্ণনা করেছেন। আবূ নু'য়াইম বলেন:

এটি আ'মাশের হাদীস হতে গারীব। ফাযারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে হাদীসটিকে বাকিয়্যাহ্ ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে জানি না।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি (বাকিয়্যাহ্) মুদাল্লিস আন্আন করে বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই ইবনু আবী হাতিম "আল'ইলাল" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে (২/৪৩৭) বলেছেন: আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি: এ হাদীসটি বাতিল।

২। কুবাস (রাঃ)-এর হাদীস। এটিকে আসবাগ ইবনু আব্দুল আযীয ইবনু মারওয়ান হিমসী বর্ণনা করেছেন, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি আবান ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি কুবাস হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ত্ববারানী "আলমু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/১৫২/১) বর্ণনা করে বলেছেন: কুবাস হতে একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়ে থাকে। আসবাগ এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাইসামী "মাজমা'উয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (৪/১৬৬-১৬৭) বলেন: আবূ হাতিম বলেন: তিনি (আসবাগ) মাজহূল।

আমি (আলবানী) বলছি: আবান ইবনু সুলাইমানের অবস্থা অজ্ঞাত (মাজহূলুল হাল)। ইবনু আবী হাতিম উল্লেখ করেছেন যে, তার কুনিয়াত হচ্ছে আবূ উমায়ের সূরী। তিনি তার অবস্থা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশী বলেননি:

তিনি আল্লাহর নেককার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। হিকমাত সম্পর্কে আলোচনা করতেন।

আর তার পিতা সুলাইমানের জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না।

١٥٥٥. (الْأَمَانَةُ غِنًى).

১৫৫৫। আমানাত রক্ষা করা হচ্ছে ধনী (অমুখাপেক্ষী) হওয়ার কারণ।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (৩/১) ইয়াযীদ রুকাশী হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। ইয়াযীদ হচ্ছেন ইবনু আবান রুকাশী। তিনি দুর্বল। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন।

١٥٥٦. (إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلاً، فَقَالَ فِيْهِ: فَلاَ يَرْتَحِلُ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ، وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُّسَافِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَزَالَتِ الشَّمْسُ، فَلاَ يُسَافِرُ حَتَّى يُجَمِّعَ إِلاَّ أَن يَّكُوْنَ لَهُ عُذْرٌ، وَإِذَا هَجَمَ عَلَى أَحَدِكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلاَ يُمْجِدُ مِثْلَهُ، إِلاَّ أَن يَّكُوْنَ لَهُ عُذْرٌ).

১৫৫৬। যখন তোমাদের কেউ কোন স্থানে অবতরণ করবে তখন তার ব্যাপারে তিনি বলেন: সে যেন যোহরের সলাত আদায় না করে চলা শুরু না করে। তোমাদের কেউ যখন জুম'য়ার দিনে সফর করার ইচ্ছা করবে এমতাবস্থায় যে সূর্য ঢলে পড়েছে, সে যেন কোন ওযর না থাকলে জুম'য়ার সলাত আদায় না করে সফর না করে। তোমাদের কারো নিকট যদি রমাযান মাস এসে যায়, তাহলে সে যেন তার ন্যায় মাসকে (সওম পালন করা থেকে বিরত থেকে) অসম্মান না করে তবে যদি কোন কারণ

থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (১/১৬১) সুলাইমান ইবনু 'ঈসা সূত্রে ইবনু জুরায়েয হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটি বানোয়াট। এর সসম্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী সুলাইমান। তার সম্পর্কে ইবনু আদী প্রমুখ বলেন: তিনি হাদীস জালকারী। যেমনটি তার সম্পর্কে বারবার আলোচনা করা হয়েছে। সর্বাপেক্ষা নিকটে তার সম্পর্কে ১৫৫০ নম্বর হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসটিকে সুয়ূতী তার দু'জামে' গ্রন্থে প্রথম অংশটি উল্লেখ করেছেন যোহরের স্থলে দু'রাক'য়াত শব্দ উল্লেখ করে। পরের অংশগুলো উল্লেখ করেননি।

মানাবী "আলফায়েয" গ্রন্থে তার অনুসরণ করেছেন। তবে তিনি "আত্তায়সীর" গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল।

১৫৫৭. (السَّمَاحُ رَبَاحٌ، وَالْعُسْرُ شُؤْمٌ).

১৫৫৭। ক্ষমা প্রদর্শন করা হচ্ছে লাভজনক আর কঠোরতা করা হচ্ছে অমঙ্গলজনক।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (৩/২) আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইব্রাহীম হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। বরং বানোয়াট। কারণ আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইবরাহীম হচ্ছেন গিফারী আর হাফিয ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন: তিনি মাতরূক। ইবনু হিব্বান তাকে জাল করার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

আর হাকিম বলেন: তিনি একদল দুর্বল বর্ণনাকারী থেকে কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলোকে অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আর আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ হচ্ছেন ইবনু আসলাম। তিনি খুবই দুর্বল। তাকে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষীও করা হয়েছে। ইনিই আদম (আ) কর্তৃক নাবী (ﷺ)-এর দ্বারা অসীলা ধরা মর্মে বর্ণিত হাদীসের

বর্ণনাকারী। সেটি (২৫) নম্বরে আলোচিত হয়েছে।

আলোচ্য হাদীসটিকে দায়লামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন যেমনটি "আলজামে'" গ্রন্থে এসেছে। অনুরূপভাবে ইবনু নাস্‌র ও ইবনু লালও বর্ণনা করেছেন। এদের দু'জন থেকেই দায়লামী বর্ণনা করেছেন।

মানাবী বলেন: লেখক যদি মূল গ্রন্থের সাথে হাদীসটিকে উদ্ধৃত করতেন তাহলে তাই ভালো ছিল। এর সনদে হাজ্জাজ ইবনু ফারাফিসাহ্ রয়েছেন। তাকে হাফিয যাহাবী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: আবূ যুর'য়াহ্ বলেন: তিনি শক্তিশালী নন। তাকে ইবনু হিব্বান জাল করার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। ইবনু আদী বলেন: তার বর্ণনাকৃত অধিকাংশ হাদীসের মুতাবা'য়াত করা হয়নি। দারাকুতনী বলেন: হাদীসটি মুনকার।

١٥٥٨. (اَلْقُرْآنَ غِنًى لَا فَقْرَ بَعْدَهُ، وَلَا غِنًى دُوْنَهُ).

১৫৫৮। কুরআনের মাঝেই রয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণতা (অর্থাৎ কুরআনের আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে মু'মিনের হৃদয়ের স্বয়ংসম্পূর্ণতা), যার পরে দরিদ্রতা নেই এবং কুরআন ব্যতীত অন্য কিছুতেই স্বয়ংসম্পূর্ণতা নেই।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু নাস্‌র "কিয়ামুল লাইল" গ্রন্থে (৭২), আবূ 'ইয়ালা (২/৭৩৮), ত্ববারানী (১/৬৫/২) ও ইবনু আসাকির (১৫/২৫৬/২, ১৬/২৩২/১) শারীক হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবান হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ত্ববারানীর সূত্রেই ইবনু আব্দুল হাদী "হিদায়াতুল ইনসান" গ্রন্থে (২/১৩৫) বর্ণনা করেছেন।

আর মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু মাখলাদ বায্‌যায "হাদীসু ইবনুস সাম্মাক" গ্রন্থে (১/১৭৮/১) শারীক হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি ইয়াযীদ রুকাশী হতে, তিনি নাবী (ﷺ)-এর কোন এক সহাবী হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি "অলা গিনা দূনাহু" এর স্থলে "আলআমানাতু গিনান" বলেছেন।

এটিকে কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (১/১৮) আবুল হাসান আলী ইবনু উমার বাগদাদী সূত্রে আ'মাশ হতে, তিনি ইয়াযীদ রুকাশী হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

কাযা'ঈ বলেন: দারাকুতনী বলেন: আর আবূ মু'য়াবিয়্যাহ্ আ'মাশ হতে,

তিনি ইয়াযীদ রুকাশী হতে, তিনি হাসান (বাসরী) হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর এটিই সঠিকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটি মুরসাল এবং মওসূল উভয় দিক থেকেই দুর্বল। কারণ এর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে বর্ণনাকারী রুকাশী আর তিনি দুর্বল ...।

১৫৫৯. (الْقُرْآنُ هُوَ الدَّوَاءُ).

১৫৫৯। কুরআন হচ্ছে ঔষধ।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (৩/২) হাসান ইবনু রাশীক হতে, তিনি আবূ আব্দিল্লাহ্ হুসাইন ইবনু আলী হাসানী হতে, তিনি আহমাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া আওদী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু উতবাহ্ হতে, তিনি আলী ইবনু সাবেত আদ্দাহান হতে, তিনি মু'য়ায হতে, তিনি হারেস হতে, তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হারেসের কারণে এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ তিনি হচ্ছেন আ'ওয়ার। কারণ তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। এর মধ্যে এমন ব্যক্তিও রয়েছেন যাকে আমি চিনি না যেমন আওদী।

হাসান ইবনু রাশীক সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন: তাকে হাফেয আব্দুল গানী ইবনু সা'ঈদ সামান্য দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর একদল তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। দারাকুতনী তা প্রত্যাখ্যান করেছেন এ কারণে যে, তিনি তার আসলের মধ্যে ঠিক ঠাক করতেন এবং পরিবর্তন সাধন করতেন।

১৫৬٠. (التَّدْبِيْرُ نِصْفُ العَيْشِ، والتَّوَدُّدُ نِصْفُ العَقْلِ، والْهَمُّ نِصْفُ الْهَرَمِ، وَقِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ اليَسَارَيْنِ).

১৫৬০। খরচ করার পরিণতির দিকে দৃষ্টি দেয়া জীবন ধারণের অর্ধেক, (মানুষকে) ভালোবাসা বিবেকের অর্ধেক, চিন্তামগ্নতা বৃদ্ধ হওয়ার অর্ধেক, আর পরিবারের সদস্য কম হওয়া হচ্ছে দু'ই স্বয়ংসম্পূর্ণতার একটি।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (১/৪) ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম শামী হতে, তিনি 'আলী ইবনু হার্ব হতে, তিনি মূসা ইবনু দাউদ হাশেমী হতে, তিনি ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান

ইবনু নাওফাল হতে, তিনি আমের ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়ের হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। ইবনু লাহী'য়ার নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ্, আর তিনি দুর্বল।

আর ইসহাক ইবনু ইব্‌রাহীম শামীকে আমি (আলবানী) চিনি না। হতে পারে তিনি নিম্নের যে কোন একজন:

১। ইসহাক ইবনু ইব্‌রাহীম ইবনুল 'আলা হিমসী, ইবনু যাবরীক নামে পরিচিত।

২। ইসহাক ইবনু ইব্‌রাহীম ইবনু ইয়াযীদ আবুন নায্‌র দেমাস্কী, তিনি উমার ইবনু আব্দুল আযীযের দাস। প্রথমজন হচ্ছেন দুর্বল। আর দ্বিতীয়জন হচ্ছেন হাদীসের ক্ষেত্রে ভালো। মানাবী দৃঢ়তার সাথে বলেছেন: তিনি হচ্ছেন দ্বিতীয়জন। কিন্তু এর কোন কারণ আমার নিকট স্পষ্ট হয়নি। (আল্লাহই বেশী জানেন)।

হাদীসটিকে দাইলামীও "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন। আর মানাবী বলেছেন: ইরাকী বলেন: এর সনদে খাল্লাদ ইবনু 'ঈসা রয়েছেন, তাকে ওকাইলী মাজহূল (অপরিচিত) আখ্যা দিয়েছেন। আর ইবনু মা'ঈন তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি দাইলামীর বর্ণনাতে (২/১/৫০) রয়েছেন। অনুরূপভাবে খাতীবের বর্ণনাতেও (১২/১১) রয়েছেন আবুল হাসান ইয়াকূব ইবনু ইসহাক ইবনু ইব্‌রাহীম মাখরামী সূত্রে কাযী ইকরিমার কাতেব 'আলী ইবনু 'ঈসা হতে, তিনি খাল্লাদ ইবনু 'ঈসা হতে, তিনি সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এর মধ্যে আরেকটি সমস্যা রয়েছে আর তা হচ্ছে ই'য়াকূবের দুর্বল হওয়া। খাতীব বাগদাদী (১৪/২৯০) তার জীবনী আলোচনা করে দারাকুতনী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দুর্বল। আর তিনি ইবনুল মুনাদী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

আমার দাদার জীবদ্দশায় আমরা তার থেকে লিখেছি। অতঃপর আমাদের নিকট তিনি যে স্পষ্টভাবে মিথ্যা বলতেন তা প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার ফলে তার থেকে বেঁচে থাকাটা অপরিহার্য হয়ে যায়। তার ব্যাপারে বহু সূত্রে অবগত হওয়ার পর আমরা এবং বহু সংখ্যক হাদীসের পণ্ডিত (মুহাদ্দিস) তার থেকে যা কিছু লিখেছিলাম তার সবই নিক্ষেপ করি (প্রত্যাখ্যান করি)।

আর বর্ণনাকারী 'আলী ইবনু 'ঈসা সম্ভবত মাজহূল। কারণ খাতীব

বাগদাদী "আত্তারীখ" গ্রন্থে (১২/১১) তাকে এ হাদীসের কারণেই উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

১٥٦١. (الرِّضَاعُ يُغَيِّرُ الطِّبَاعَ).

১৫৬১। (দুধ মায়ের) দুধ পান করা স্বভাবকে পরিবর্তন করে দেয়।

হাদীসটি খুবই মুনকার।

এটিকে ইবনুল আ'রাবী "আলমু'জাম" গ্রন্থে (১/২৪) আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবনু সালেহ্ আনত্বকী হতে (লিখিতভাবে), তিনি আবূ মারওয়ান আব্দুল মালেক ইবনু মাসলামাহ্ হতে, তিনি সালেহ্ ইবনু আব্দুল জাব্বার হতে, তিনি ইবনু জুরায়েয হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আর ইবনু আ'রাবীর সূত্রে হাদীসটিকে কাযা'ঈ (৪/২) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। এর মধ্যে কয়েকটি সমস্যা রয়েছে:

১। ইবনু জুরায়েয কর্তৃক আন্‌আন্ করে বর্ণনা করা। কারণ তিনি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী।

২। সালেহ্ ইবনু আব্দুল জাব্বার হচ্ছেন মাজহূল তাকে চেনা যায় না। হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন: তিনি খুবই মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। এটিকে ইবনুল আ'রাবী ... বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন:

৩। আব্দুল মালেক মাদানী দুর্বল।

হাদীসটিকে আবুশ শাইখ আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতেও বর্ণনা করেছেন।

١٥٦٢. (كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عَيْنٌ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ، وَعَيْنٌ سَهِرَتْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَعَيْنٌ خَرَجَ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ دُمْعَةً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ عزوجل).

১৫৬২। প্রত্যেক চোখ কিয়ামাত দিবসে ক্রন্দন করবে। সেই চোখ ছাড়া যে চোখ আল্লাহ্ কর্তৃক হারামকৃত বস্তু থেকে বেঁচে থেকেছে, যে চোখ আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে জেগে থেকেছে এবং ঐ চোখ যে চোখ থেকে আল্লাহর ভয়ে মাছির মাথার ন্যায় অশ্রু নির্গত হয়েছে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৩/১৬৩), ইবনুল জাওযী "যাম্মুল হাওয়া" গ্রন্থে (পৃ ১৪১) দু'টি সূত্রে উমার ইবনু সহবান হতে, তিনি সাফওয়ান হতে, তিনি আবূ সালামাহ্ হতে, তিনি আবূ সালামাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

আবূ নু'য়াইম বলেন: সাফওয়ান ও আবূ সালামার হাদীস হতে এটি গারীব। এটিকে উমার ইবনু সহবান এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি খুবই দুর্বল। হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা অল মাতরূকীন" গ্রন্থে বলেন: তারা (মুহাদ্দিসগণ) তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল।

আর হাফিয যাহাবী যা উল্লেখ করেছেন সেটিই বেশী সঠিক।

মানাবী "আত্তায়সীর" গ্রন্থে বলেন: তার সনদটি হাসান।

সম্ভবত তিনি (মানাবী) তার সনদটি সম্পর্কে অবগত হননি।

١٥٦٣. (أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ).

১৫৬৩। ব্যক্তি কর্তৃক তার নিজের জন্য দু'আ করা হচ্ছে সর্বোত্তম দু'আ।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে হাকিম (১/৫৪৩) মুবারাক ইবনু হাস্সান সূত্রে আতা হতে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কোন্ দু'আটি উত্তম এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল? তিনি বলেন: ব্যক্তি কর্তৃক তার নিজের জন্য দু'আ করা।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ্।

আর হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেন: বর্ণনাকারী মুবারাক দুর্বল।

"আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে: তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

١٥٦٤. (قَالَ إِبْلِيسُ لِرَبِّهِ: يَا رَبِّ! قَدْ أُهْبِطَ آدَمُ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ سَيَكُونُ كِتَابٌ وَرُسُلٌ، فَمَا كِتَابُهُمْ وَرُسُلُهُمْ؟ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: رُسُلُهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَالنَّبِيُّونَ مِنْهُمْ، وَكُتُبُهُمْ: التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ وَالزَّبُورُ وَالْفُرْقَانُ. قَالَ: فَمَا كِتَابِي؟ قَالَ: كِتَابُكَ الْوَشْمُ، وَقُرْآنُكَ الشِّعْرُ، وَرُسُلُكَ الْكَهَنَةُ، وَطعامُكَ مَا لَمْ يُذْكَرُ اسْمُ

اللهِ عزوجل عَلَيْهِ، وَشَرابُكَ مِنْ كُلِّ مُسْكِرٍ، وَصِدْقُكَ الْكَذِبُ، وَبيتُكَ الْحَمَّامُ، وَمَصَائِدُكَ النِّسَاءُ، وَمُؤَذِّنُكَ الْمِزْمارُ، وَمَسْجِدُكَ الأَسْوَاقُ).

১৫৬৪। ইবলীস তার প্রতিপালককে বললেন: হে আমার প্রতিপালক! আদমকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে এবং আমি জেনেছি যে, তার জন্য অচিরেই কিতাব এবং রসূলগণকে (দূত নিয়োজিত করা) হবে। তাদের কিতাব এবং তাদের রসূলগণ কারা? আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন: তাদের রসূলগণ (দূতগণ) হচ্ছেন ফেরেশতা, নাবীগণ হবেন তাদের মধ্য থেকেই এবং তাদের কিতাবগুলো হচ্ছে: তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর ও ফুরকান (কুরআন)। তখন সে বলল: আমার কিতাব কি? তিনি বললেন: তোমার কিতাব হচ্ছে সুই দিয়ে শরীরে দাগ দেয়া, আর তোমার কুরআন হচ্ছে কবিতা, তোমার রসূলরা হবে গণকরা, তোমার খাদ্য সেটিই যার উপর আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়নি। তোমার পানীয় হচ্ছে প্রতিটি মাদকতা সৃষ্টিকারী বস্তু, মিথ্যাই হবে তোমার সত্য, তোমার ঘর হবে টয়লেট, নারীরা হবে তোমার শিকারের ফাঁদ, বাদ্যযন্ত্র হবে তোমার মুয়াযযিন আর বাজারগুলো হবে তোমার মাসজিদ।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী "যাম্মুল হাওয়া" গ্রন্থে (পৃ ১৫৫) ত্ববারানীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর এটি "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১১২/২) ইয়াহ্ইয়া ইবনু উসমান ইবরু সালেহ্ হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু বুকায়ের হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সালেহ্ আইলী হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু উমাইয়্যাহ্ হতে, তিনি ওবায়েদ ইবনু উমায়ের হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

ইবনুল জাওযী বলেন:

ইয়াহ্ইয়া ইবনু সালেহ্ হাদীসটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: ওকাইলী বলেন:

তিনি ইসমা'ঈল সূত্রে আতা হতে কতিপয় মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: তার হাদীসগুলো নিরাপদ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি: তবে হাদীসটির মধ্য থেকে নিম্নোক্ত অংশটুকু সাব্যস্ত হয়েছে "তোমার খাদ্য সেটিই যার উপর আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়নি।" অন্য সূত্রে সহীহ্ হিসেবে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে এটি বর্ণিত হয়েছে। এটিকে আমি "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (৭০৮) উল্লেখ করেছি।

١٥٦٥. (أَيُّمَا مُؤْمِنٍ اسْتَرْسَلَ إِلَى مُؤْمِنٍ فَغَبَنَهُ كَانَ غُبْنُهُ ذَلِكَ رِبًا).

১৫৬৫। কোন মু'মিন কোন মু'মিনের প্রতি আকৃষ্ট হলে, অতঃপর সে তাকে ধোঁকার মাধ্যমে বিনিময় কম দিলে, তার এ ধোঁকা দেয়া সুদের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৫/১৮৭) মূসা ইবনু উমায়ের সূত্রে মাকহূল হতে, তিনি আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

অন্য ভাষায় এসেছে: "আকৃষ্ট ব্যক্তিকে ধোঁকা দেয়া হারাম।"

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। মূসা ইবনু উমায়ের হচ্ছেন কুরাশী জা'দী, তাদের দাস হচ্ছে আবূ হারূণ আ'মা। তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য সংঘটিত হয়েছে।

আবূ হাতিম বলেন: তিনি যাহেবুল হাদীস, মিথ্যুক।

নাসাঈ বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

١٥٦٦. (كَانَ يَسْتَفْتِحُ دُعَاءَهُ بِـ سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى الْوَهَّابِ).

১৫৬৬। তিনি দু'আ করা শুরু করতেন "সুবহানা রাব্বিইয়াল আ'লাল অহ্হাব" দ্বারা।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে হাকিম (১/৪৯৮), ইবনু আবী শাইবাহ্ "আলমুসান্নাফ" গ্রন্থে (১২/১৭/১) ও আহমাদ (৩/৫৪) উমার ইবনু রাশেদ ইয়ামানী সূত্রে ইয়াস ইবনু সালামাহ্ ইবনুল আকও' আসলামী হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সর্বদায় দু'আ শুরু করতে শুনেছি: ....।

তাদের সবার নিকট হাদীসটি এরূপই এসেছে। আর আমি এখানে হাদীসটিকে উল্লেখিত ভাষায় এনেছি সুয়ূতীর "আলজামে'" গ্রন্থের অনুসরণ করে।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ্। হাফিয যাহাবীও তার অনুসরণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: যাহাবীর এ সিদ্ধান্ত তার নিম্নোক্ত কথার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত: তিনি "আয্যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে বর্ণনাকারী এ উমার সম্পর্কে বলেছেন: "তারা তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন"।

তিনি "আলমীযান" গ্রন্থেও অনুরূপ কথা বলেছেন এবং তার কতিপয় মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন এটি সেগুলোর একটি। আর হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল।

আর হাইসামী "আলমাজমা'" গ্রন্থে (১০/১৫৬) বলেন: এটিকে আহমাদ ও ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন। যার মধ্যে উমার ইবনু রাশেদ ইয়ামানী রয়েছেন, তাকে একধিক ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। এছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ বর্ণনাকারী।

এ কথাকে মানাবী "আলফায়েয" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর "আত্তায়সীর" গ্রন্থে সংক্ষেপে হাকিম কর্তৃক সহীহ্ আখ্যা দেয়ার কথা উল্লেখ করে সমালোচনা করেছেন। তার ভাষা থেকে বুঝা যায় তিনি সহীহ্ আখ্যাদানে সন্তুষ্ট হননি। কিন্তু তার অন্ধ অনুসরণকারী গুমারী এবারে তার বিরোধিতা করে হাদীসটিকে তার "কান্য" গ্রন্থে (২৮৪৪) সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন।

١٥٦٧. (كَرَامَةُ الْكِتَابِ خَتْمُهُ).

১৫৬৭। কিতাবের কারামাত হচ্ছে তাতে সীল লাগানোতে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ত্ববারানী "আলমু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে যেমনটি "আলমাজমা'" গ্রন্থে এসেছে, আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আসফাহানী "আলমুনতাকা মিনাল জুযইস সানী মিনাল "ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/১), কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (৫/১), সা'লাবী তার "তাফসীর" গ্রন্থে (৩/১২/২) মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান সুদ্দী সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনুস সায়েব হতে, তিনি আবূ সালেহ্ হতে, (আর আবুল হুসাইন প্রমুখ বলেন: ইবনু জুরায়েয হতে, তিনি আতা হতে) তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে এ সুদ্দী। তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। তার থেকে আরো হাদীস পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

হাইসামী (৮/৯৯) বলেন: এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান সুদ্দী সাগীর রয়েছেন, তিনি মাতরূক।

١٥٦٨. (مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ، فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِى عَلَيْهِ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ).

১৫৬৮। যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত আদায় করবে, সে তার উপর যে হক্ব (অধিকার) ছিল তা আদায় করল। আর যে বেশী প্রদান করবে তাই বেশী উত্তম।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ দাউদ "আলমারাসীল" গ্রন্থে (ক্বাফ ৭/২) আর তার সূত্রে বাইহাক্বী (৪/৮৪) আযাফির বাসরী হতে, তিনি হাসান (বাসরী) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। এ আযাফির সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: জানা যায় না কে সে? তাকে আহমাদ ইবনু আলী সুলাইমানী জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তার অবস্থা লুক্কায়িত।

আমি (আলবানী) বলছি: হাসান সূত্রে মওসূল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এটিকে ইবনু আদী (২/১৬৩) সালাম ইবনু আবী খাবযাহ্ হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু আবী আরূবাহ্ হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, তিনি হাসান বাসরী হতে, তিনি সামুরাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: সা'ঈদ হতে সালাম ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে জানি না।

আমি (আলবানী) বলছি: হাফিয যাহাবী বলেন:

ইবনুল মাদীনী বলেন: তিনি হাদীস জালকারী। নাসাঈ বলেন: তিনি মাতরূক। দারাকুতনী বলেন: তিনি দুর্বল।

١٥٦٩. (أَوَّلُ شَهْرِ رَمَضَانَ رَحْمَةٌ، وأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ).

১৫৬৯। রমাযান মাসের প্রথম অংশ হচ্ছে রহমাতের, মধ্য অংশ হচ্ছে ক্ষমার আর শেষাংশ হচ্ছে জাহান্নাম থেকে মুক্তির।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে ওকাইলী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (১৭২), ইবনু আদী (১/১৬৫), খাতীব "আলমুওয়ায্যিহ্" গ্রন্থে (২/৭৭), দায়লামী (১/১/১০-১১), ইবনু আসাকির (৮/৫০৬/১) সালাম ইবনু সিওয়ার হতে, তিনি

মাসলামাহ্ ইবনুস সল্ত হতে, তিনি যুহ্রী হতে, তিনি আবূ সালামাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

ওকাইলী বলেন: যুহ্রীর হাদীস হতে এর কোন ভিত্তি নেই।

আমি (আলবানী) বলছি: ইবনু আদী বলেন: সালাম ইবনু সুলাইমান ইবনে সিওয়ার আমার নিকট মুনকারুল হাদীস আর মাসলামাহ্ পরিচিত নন। হাফিয যাহাবীও অনুরূপ কথা বলেছেন।

আর মাসলামাহ্ সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন: তিনি মাতরূকুল হাদীস, যেমনটি "আলমীযান" গ্রন্থে তার জীবনীতে এসেছে। তার আরেকটি হাদীস (১৫৮০) নম্বরে আসবে।

১৫৭০. (إنّ اللّهَ بَعَثَني مَلْحَمَةً ومَرْحَمَةً، ولم يَبْعَثْني تاجِراً، ولا زَارِعاً، وإنَّ شِرارَ الناسِ يَوْمَ القِيامَةِ التُّجّارُ، والزُّرّاعُونَ، إلاّ مَنْ شَحَّ على دِينِهِ).

১৫৭০। আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে (আল্লাহর শত্রুদের জন্য) যুদ্ধক্ষেত্র করে আর (সারা জাহানের জন্য) রহমাত করে প্রেরণ করেছেন। আমাকে ব্যবসায়ী এবং কৃষক হিসেবে প্রেরণ করেননি। কিয়ামাতের দিন সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট লোক হবে ব্যবসায়ী এবং কৃষকরা, সেই ব্যক্তি ছাড়া যে তার দ্বীনের ব্যাপারে কৃপণতা করবে (অর্থাৎ দ্বীনকে ধরে রাখবে)।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে ইবনুল মুযাফ্ফার "হাদীসু হাজেব ইবনু আরকীন" গ্রন্থে (১/২৫৫/১), ইবনুস সাম্মাক তার "হাদীস" গ্রন্থে (২/৯০-৯১), তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/১৫৪), আবূ মুহাম্মাদ ক্বারী "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (৫/৩৪/২), ইবনু আদী (১/১৬৫), ইবনু আসাকির (৫/৫৭/২), মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহেদ মাকদেসী "আলমুনতাকা মিন হাদীসিহি" গ্রন্থে (৪০/৮৬/২) তারা সকলে সালাম ইবনু সুলাইমান সূত্রে হামযাহ্ যাইয়্যাত হতে, তিনি আলআজলাহ্ ইবনু আব্দুল্লাহ্ কিন্দী হতে, তিনি যহ্হাক হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

ক্বারী হাদীসটিকে নিম্নের কথার দ্বারা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন: হাদীসটি গারীব।

ইবনু আদী বলেন: হামযাহ্ হতে এটি নিরাপদ নয়। আর সালাম ইবনু সুলাইমান মুনকারুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এতে তিনটি সমস্যা রয়েছে:

১। সনদে বিচ্ছিন্নতা। কারণ যহ্হাক হচ্ছেন ইবনু মুযাহিম হিলালী, কোন সহাবী হতে তার শ্রবণ সাব্যস্ত হয়নি যেমনটি হাফিয মিয্যী বলেছেন।

২। আলআজলাহ্ ইবনু আব্দুল্লাহর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। "আত্তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে: তিনি সত্যবাদী।

৩। সালাম ইবনু সুলাইমান দুর্বল যেমনটি ইবনু আদী হতে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী "আলমওযূ'য়াত" গ্রন্থে ইবনু আদীর বর্ণনায় উল্লেখ করে বলেছেন: এটি সহীহ্ নয়। সালাম মাতরূক। বর্ণনাকারী আজলাহ্ সে নিজেই জানত না কি বলছে। আর মুহাম্মাদ ইবনু 'ঈসা দুর্বল, অর্থাৎ সালাম থেকে বর্ণনাকারী।

সুয়ূতী "আললাআলী" গ্রন্থে (২/১৪৩) নিম্নের বর্ণনার দ্বারা তার সমালোচনা করেছেন আর ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ্" গ্রন্থে (২/১৯১) তার অনুসরণ করেছেন: দারাকুতনী "আলআফরাদ" গ্রন্থে অন্য সূত্রে সালাম হতে বর্ণনা করেছেন এবং আবূ নু'য়াইম অন্য সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ মুতাবা'য়াতে কোন ফায়েদা নেই। কারণ এর মধ্যেও পূর্বোক্ত তিনটি সমস্যা রয়েছে। আর আবূ নু'য়াইমের সূত্রে মাজহূল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী রয়েছেন যেমনটি পরের হাদীসের আলোচনার সময় আসবে।

আলোচ্য হাদীসটিকে আবুল আসওয়াদ নাসীর কাস্সাব মু'যাল হিসেবে যহ্হাক ইবনু মুযাহিম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

এটিকে ইবনু জারীর ত্ববারী "তাহ্যীবুত আসার" গ্রন্থে (১/৫১/১২১) তার সনদে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাকারী নাসীরকে ইমাম বুখারী "আত্তারীখ" গ্রন্থে (৪/২/১১৬) উল্লেখ করেছেন আর ইবনু আবী হাতিম অন্য সূত্রে তার থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তারা উভয়েই তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি।

এ ছাড়া এর মধ্যে ত্ববারীর শাইখ আম্র ইবনু আব্দুল হামীদ আমালী রয়েছেন, আমি তাকে চিনি না।

١٥٧٠. (بُعِثْتُ مَرْحَمَةً ومَلْحَمَةً، ولَمْ أُبْعَثْ تاجِراً ولا زارِعاً، ألاَ وإنَّ شِرارَ هذِهِ الأُمَّةِ التُّجَّارُ والزَّارِعُونَ، إلا مَنْ شَحَّ على دِينِهِ)

১৫৭১। আমাকে (সারা জাহানের জন্য) রহমাত করে আর (আল্লাহর শত্রুদের জন্য) যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। আমাকে ব্যবসায়ী এবং কৃষক হিসেবে প্রেরণ করা হয়নি। সাবধান! এ উম্মাতের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা হচ্ছে ব্যবসায়ী এবং কৃষকরা। সেই ব্যক্তি ছাড়া যে তার দ্বীনের ব্যাপারে কৃপণতা করবে (অর্থাৎ দ্বীনকে ধরে রাখবে)।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবুশ শাইখ "আত্তবাকাত" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৮৭) এবং আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৪/৭২) ও "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/৩১) আবূ মূসা ইয়ামানী সূত্রে ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ্ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

আবূ নু'য়াইম হাদীসটিকে নিম্নের ভাষার দ্বারা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন: হাদীসটি গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি: এর সমস্যা হচ্ছে আবূ মূসা। কারণ তিনি মাজহূল (অপরিচিত) যেমনটি হাফিয যাহাবী ও ইবনু হাজার আসকালানী বলেছেন।

١٥٧٢. (اِنْتِظَارُ الْفَرَجِ بِالصَّبْرِ عِبَادَةٌ).

১৫৭২। ধৈর্যের সাথে সচ্ছলতার (প্রশস্ততার) অপেক্ষা করা ইবাদাত।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আলী ইবনু আবী ত্বালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।

১। আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস, এটিকে আম্র ইবনু হুমায়েদ কাযী বর্ণনা করেছেন লাইস ইবনু সা'দ হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

এটিকে ইবনু জামী' "মু'জামুশ শুয়ূখ" গ্রন্থে (পৃ ৩৭৭) ও কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (৫/২) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি একেবারে দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে ইবনু হুমায়েদ। হাফিয যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন: তিনি হালেক (ধ্বংসপ্রাপ্ত)। তিনি বানোয়াট হাদীস নিয়ে এসেছেন এবং বানোয়াট বর্ণনা করার ব্যাপারে তাকে দোষারোপ করা হয়েছে। সুলাইমানী তাকে হাদীস জালকারীদের মধ্যে গণ্য করেছেন।

অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

২। আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর হাদীস, আবূ মূসা 'ঈসা ইবনু মিহরান এটিকে হাসান ইবনু হুসাইন হতে, তিনি সুফইয়ান ইবনু ইব্রাহীম হতে, তিনি হানযালাহ্ মাক্কী হতে, তিনি 'আমের হতে তার থেকে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে ইবনু মিহরান। হাফিয যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন: তিনি পাহাড় সমান মিথ্যুক। ইবনু আদী বলেন: তিনি কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেন ...। আবূ হাতিম বলেন: তিনি মিথ্যুক। খাতীব বলেন: তিনি রাফেযীদের শয়তান এবং তাদের চরমপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি সহাবীদের কুৎসায় এবং তাদেরকে কাফির আখ্যা দিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন ...।

আর বর্ণনাকারী হাসান ইবনু হুসাইন হচ্ছেন উরানী কূফী। তার সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন: তিনি তাদের নিকট সত্যবাদী ছিলেন না। তিনি শিয়াদের নেতাদের অন্তর্ভুক্ত। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে তাদের হাদীসের সাথে সংমিশ্রণ করে দেয়া হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন এবং উল্টাপাল্টাকরাগুলোকে বর্ণনা করেছেন।

বর্ণনাকারী সুফইয়ান ইবনু ইব্রাহীম হচ্ছেন কূফী। আযদী তাকে উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি বিপথগামী দুর্বল।

৩। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস। মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান এটিকে সুলাইমান ইবনু সালামাহ্ হতে, তিনি বাকিয়্যাহ্ হতে, তিনি মালেক হতে, তিনি যুহ্রী হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন (বিস্‌সবরে) কথাটি ছাড়া।

এটিকে ইবনু আদী (১/৪৪) ও খাতীব (২/১৫৫) বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন:

মালেক হতে এ সনদে এ হাদীসটি বাতিল। বাকিয়্যাহ্ ছাড়া অন্য কেউ তার থেকে এটিকে বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি (বাকিয়্যাহ্) তাদলীস করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ। এখানে স্পষ্টভাবে তার হাদীস শ্রবণ করার দ্বারা ধোঁকায় পড়া যাবে

না। কারণ তার থেকে বর্ণনাকারী সুলাইমান ইবনু সালামাহ্ হচ্ছেন খাবায়েরী আর তিনি মিথ্যুক। হাফিয যাহাবী তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে মালেকের সূত্রে তার অন্য একটি হাদীস উল্লেখ করার পর বলেছেন:

তার থেকে বাগান্দী একটি হাদীস শুনে তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন সেটি হচ্ছে ...। অতঃপর তিনি এটিকে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: সুলাইমান ছাড়া বাকিয়্যাহ্ হতে অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানি না। আর মালেক হতে হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তিনি মুনকার।

অন্য সূত্রেও বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও মিথ্যুক সুলাইমান খাবায়েরী রয়েছেন।

৪। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস। সেটি হচ্ছে আগত হাদীসটি।

মোটকথা: সব সূত্রেই হাদীসটি বানোয়াট। যদি সুয়ূতী তার "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থকে এর দ্বারা কালিমালিপ্ত না করতেন!

১৫৭৩. (انْتِظَارُ الْفَرَجِ مِنَ اللَّهِ عِبَادَةٌ، وَمَنْ رَضِيَ بِالْقَلِيلِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ).

১৫৭৩। আল্লাহর নিকট হতে চ্ছলতার (প্রশস্ততার) জন্য অপেক্ষা করা ইবাদাত। যে ব্যক্তি স্বল্প রিয্‌কে সন্তুষ্ট থাকবে আল্লাহ্ তা'য়ালা তার কম আমলে সন্তুষ্ট থাকবেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে বাইহাক্বী "আলআদাব" গ্রন্থে (পৃ ৪০৫-৪০৬) ও ইবনু আসাকির (১৬/১৫০/১) ইবনু আবিদ দুনিয়া সূত্রে আবূ সা'ঈদ আব্দুল্লাহ্ ইবনু শাবীব ইবনু খালেদ মাদানী হতে, তিনি ইসহাক্ব ইবনু মুহাম্মাদ ফারাবী হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু মুসলিম ইবনু বানাক হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি 'আলী ইবনুল হুসাইন হতে শ্রবণ করেছেন, তিনি তার পিতা হতে, তিনি 'আলী ইবনু আবী তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। আব্দুল্লাহ্ ইবনু শাবীব সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তিনি দুর্বল।

আর সা'ঈদ ইবনু মুসলিম ইবনু বানাক নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তার পিতা মুসলিম ইবনু বানাককে ইমাম বুখারী ও ইবনু আবী হাতিম উল্লেখ করে উভয়ে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

١٥٧٤. (الرِّفْقُ رَأْسُ الْحِكْمَةِ).

১৫৭৪। হিকমাতের মূল হচ্ছে নরম আচরণ।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে খারায়েতী "মাকারিমুল আখলাক" গ্রন্থে (পৃ ৭৭) এবং তার থেকে কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (১/৬) 'আলী ইবনুল আ'রাবী হতে, তিনি আবূ বাক্‌র ইবনু আবী শাইবাহ্ হতে, তিনি জারীর ইবনু আব্দুল হামীদ যব্বী হতে, তিনি মানসূর হতে, তিনি ইব্‌রাহীম হতে, তিনি হিলাল ইবনু ইয়াসাফ হতে, তিনি জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। 'আলী ইবনুল আ'রাবী ছাড়া এর সকল বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, পরিচিত, বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী। তিনি হচ্ছেন 'আলী ইবনুল হাসান ইবনু ওবায়েদ ইবনু আবুল হাসান শাইবানী, ইবনুল আ'রাবী নামে পরিচিত। তিনি 'আলী ইবনু উমারূস সহ একদল হতে বর্ণনা করেছেন।

খাতীব বাগদাদী (১১/২৭৩) বলেন:

তার থেকে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবী সা'দ ওর্‌রাক ও কাযী আবূ আব্দুল্লাহ্ মাহামেলী বর্ণনা করেছেন।

তিনি তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ এবং তার মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেননি। কোন কোন মুহাদ্দিস (আমার ধারণা তিনি হচ্ছেন ইবনুল মুহিব্ব মাকদেসী) "আলমাকারিম" গ্রন্থের টীকায় লিখেছেন: হাদীসটি বানোয়াট। কিন্তু হাদীসটির সনদে এমন কাউকে দেখছি না যাকে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করা হয়েছে, একমাত্র ইবনুল আ'রাবী ছাড়া। মানাবী উল্লেখ করেছেন যে, এটিকে আবুশ শাইখ, ইবনু শাযান ও দাইলামী জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর আমি হাদীসটিকে দাইলামীর (২/১৭৮) নিকট আবুশ শাইখের সূত্র হতে দেখেছি, আর এটি ইবনু আবী শাইবার সূত্রে "আলমুসান্নাফ" গ্রন্থে (৮/৫১২) আবাদাহ্ হতে, তিনি হিশাম হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমার নিকট পৌঁছেছে যে, তা তাওরাতে লিখিত আছে:...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি হিশামের পিতা উরওয়াহ্ পর্যন্ত সহীহ্, তাওরাত হতে পৌঁছেছে এভাবে! আর এভাবেই মারফূ' হাদীসের সমস্যা বর্ণনা করা হয়ে থাকে যা লুক্কায়িত বিষয় নয়।

١٥٧٥. (ابْتَغُوا الرِّفْعَةَ عِنْدَ اللهِ، قَالُوْا: وَمَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: تَحْلُمُ عَمَّنْ جَهِلَ عَلَيْكَ، وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، وتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ).

১৫৭৫। তোমরা আল্লাহ্র নিকট উচ্চ মর্যাদা চাও। তারা বলল: হে আল্লাহর রসূল! তা কী? তিনি বললেন: ধৈর্য ধারণ কর সেই ব্যক্তির সামনে যে তোমার সাথে অশোভন আচরণ করে। যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখ আর যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দাও।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু শাহীন "আত্তারগীব" গ্রন্থে (২/২৯৩) উসমান ইবনু আব্দুর রহমান হতে, তিনি ওয়াযি' ইবনু নাফে' হতে, তিনি আবূ সালামাহ্ হতে, তিনি আবূ আইউব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের সামনে দাঁড়ালেন এরপর বললেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারী ওয়াযি'কে জাল করার দোষে দোষী করা হয়েছে। যেমনটি (২৪) নম্বর হাদীসের আলোচনার মধ্যে আলোচিত হয়েছে।

আর উসমান ইবনু আব্দুর রহমান তারাইফী জাযারীর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। তবে সমস্যা হচ্ছে তার শাইখ থেকেই।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উল কাবীর" গ্রন্থে (১/৫/১) "যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখ" এ বাক্যটি ছাড়া উল্লেখ করে বলেছেন:

এটিকে ইবনু আদী আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন আর এর সনদের মধ্যে বর্ণনাকারী ওয়াযি' ইবনু নাফে' রয়েছেন, তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি: বাহ্যিক অবস্থা এই যে, ওয়াযি' কখনও আবূ আইউব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে আবার কখনও আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে হাদীসটি বর্ণনা করতেন। তিনি খুবই দুর্বল হওয়ার কারণে তার বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত। তবে হাদীসটি "যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখ" এ অংশটুকু "ইবনু আদী"র মধ্যে (৭/২৫৫৭) সাব্যস্ত হয়েছে (সহীহ্ হিসেবে)।

١٥٧٦. (اَلْبِرُّ لا يَبْلَى، وَالإِثْمُ لا يُنْسَى، وَالدَّيَّانُ لا يَنَامُ، فَكُنْ كَمَا شِئْتَ،

كَمَا تَدِينُ تُدَانُ.

১৫৭৬। সদাচরণ (সৎকর্ম) পুরাতন হয় না, গুনাহকে ভুলা (ছেড়ে দেয়া) যায় না আর প্রতিফলদানকারী ঘুমান না। অতএব তুমি যা ইচ্ছা তাই কর, যেমন করবে তোমাকে তেমনি ফল দেয়া হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে বাইহাক্বী "আলআসমা অস্‌সিফাত" গ্রন্থে (৭৯) ও ইবনুল জাওযী "যাম্মুল হাওয়া" গ্রন্থে (২১০) আব্দুর রায্‌যাক সূত্রে মা'মার হতে, তিনি আইউব হতে, তিনি আবূ কিলাবাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: আবূ কিলাবার কারণে এ সনদটি দুর্বল। তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ্ ইবনু যায়েদ জারমী, তিনি একজন তাবে'ঈ, তিনি হাদীসটিকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির আরেকটি সমস্যা হচ্ছে এই যে, এটি মওকূফ। আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইমাম আহমাদ "আয্‌যুহ্‌দ" গ্রন্থে (পৃ ১৪২) তার পিতা হতে, তিনি আব্দুর রায্‌যাক হতে তার সনদে আবূ কিলাবা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আবুদ দারদা বলেন: ...।

এটিকে মারওয়াযী "যাওয়াইদুয যুহ্‌দ" গ্রন্থে (১১৫৫) আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুররাহ্ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আবুদ দারদা বলেছেন: ...। তিনি মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদের অবস্থা হচ্ছে বিচ্ছিন্ন অবস্থা। এ কারণে মানাবী বলেছেন: এটি মওকূফ হওয়া সত্ত্বেও মুনকাতি'।

তিনি আরো বলেছেন: এটিকে আবূ নু'য়াইম ও দাইলামী আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল মালেক আনসারী রয়েছেন, তিনি দুর্বল। অতএব লেখক কর্তৃক শুধুমাত্র মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করা ত্রুটিযুক্ত।

আমি (আলবানী) বলছি: দাইলামী এটিকে (২/১/১৯) মুকরিম ইবনু আব্দুর রহমান জুয্‌যানী সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল মালেক হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এ বর্ণনাকারী মুকরিমের জীবনী পাচ্ছি না।

আর মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল মালেকের অবস্থা সম্পর্কে মানাবী যা উল্লেখ করেছেন তার অবস্থা আসলে তার চেয়েও নিকৃষ্ট। কারণ তার সম্পর্কে ইমাম

আহমাদ বলেন: তিনি হাদীস জালকারী।

হাকিম বলেন: তিনি নাফে' ও ইবনুল মুনকাদির হতে কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেন।

١٥٧٧. (اطْلُبُوا الْفَضْلَ عِنْدَ الرُّحَمَاءِ مِنْ أُمَّتِيْ، تَعِيْشُوْا فِيْ أَكْنَافِهِمْ، فَإِنَّ فِيْهِمْ رَحْمَتِيْ، وَلاَ تَطْلُبُوْا مِنَ الْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ، فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُوْنَ سَخَطِيْ).

১৫৭৭। তোমরা আমার উম্মাতের দয়াবানদের থেকে অনুগ্রহ চাও। তোমরা তাদের ধারে ধারে জীবন ধারণ কর। কারণ তাদের মধ্যে আমার দয়া রয়েছে। তোমরা কঠোর হৃদয়ের অধিকারীদের থেকে (অনুগ্রহ) চেয়ো না, কারণ তারা আমার ক্রোধের অপেক্ষা করছে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে খারায়েতী "মাকারিমুল আখলাক্ব" গ্রন্থে (পৃ ৫৫) আব্দুর রহমান ইবনু মু'য়াবিয়্যাহ্ কায়সী হতে, তিনি মূসা ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান ও আব্দুল মালেক ইবনুল খাত্তাব হতে, তারা উভয়ে দাউদ ইবনু আবী হিন্দ হতে, তিনি আবূ নাযরাহ্ হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান হচ্ছেন সুদ্দী সাগীর। তিনি বড়ই মিথ্যুক।

আব্দুল মালেক ইবনুল খাত্তাব তার মুতাবা'য়াত করেছেন তবে তার অবস্থা অজ্ঞাত যেমনটি ইবনু কাত্তান বলেছেন। "আত্তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে: তিনি মাকবূল।

আর মূসা ইবনু মুহাম্মাদ এবং আব্দুর রহমান ইবনু মু'য়াবিয়্যাহ উভয়কেই আমি চিনি না।

হাদীসটিকে আবুশ শাইখ "আত্তারীখ" (১৯৯) ও তার "আহাদীস" গ্রন্থে (২/২), আবূ আব্দুল্লাহ্ ইবনু মান্দাহ্ "আলআমালী" গ্রন্থে (৩/২৭/২), আবূ বাক্র যাকওয়ানী "ইসনা আশারা মাজলিসান" গ্রন্থে (২/১৬) ও কাযা'ঈ (২/৫৮) আবূ আব্দুর রহমান সুদ্দী হতে, তিনি দাউদ ইবনু আবী হিন্দ হতে বর্ণনা করেছেন।

এ আবূ আব্দুর রহমান হচ্ছেন মিথ্যুক মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান। তাকে ওকাইলীর নিকট পরিবর্তিত অবস্থায় উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তাকে

"আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (২৪১) আব্দুর রহমান সুদ্দী সূত্রে দাউদ হতে এভাবে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটিকে তিনি আব্দুর রহমানের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করে বলেছেন:

তিনি মাজহূল (অপরিচিত), তার হাদীসের মুতাবা'য়াত করা হয়নি। এটিকে কোন সূত্রেই সহীহ্ হিসেবে জানা যায় না।

অথচ যারাই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাদের সকলের নিকট আবূ আব্দুর রহমানই উল্লেখ করা হয়েছে (আব্দুর রহমান নয়)। ইবনু হিব্বান "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (২/২৮৬) এরূপই উল্লেখ করেছেন। আবূ নু'য়াইমও "তারীখু আসবাহান" গ্রন্থে (২/৩৪০-৩৪১) এভাবেই বর্ণনা করেছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, ওকাইলীর বর্ণনা ভুল। কারণ আব্দুর রহমান সুদ্দীর কোন অস্তিত্ব নেই।

তিনি আরো বলেন: মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান এককভাবে বর্ণনা করেননি। আব্দুল মালেক ইবনুল খাত্তাব ও আব্দুল গাফ্ফার ইবনুল হাসান ইবনে দীনার তার মুতাবা'য়াত করেছেন। "মুসতাদরাক হাকিম" গ্রন্থে আলী (রা)এর হাদীস হতে তার শাহেদও রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: আব্দুল মালেক ইবনুল খাত্তাবের বর্ণনাটি খারায়েতীর বর্ণনায় ইবনু মারওয়ানের বর্ণনার সাথে পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এটিকে ইবনু সাম'উন ও'য়েয "আলআমালী" গ্রন্থে (১/৫১/১) মুহাম্মাদ ইবনু সিনান সূত্রে হানী ইবনুল মুতাওয়াক্কিল ইসকান্দারী হতে, তিনি আব্দুল মালেক ইবনুল খাত্তাব হতে বর্ণনা করেছেন।

বর্ণনাকারী হানী বহু মুনকারের অধিকারী। আর মুহাম্মাদ ইবনু সিনান দুর্বল বর্ণনাকারী।

আর আব্দুল গাফ্ফার ইবনুল হাসান ইবনে দীনারের মুতাবা'য়াতটিকে (তার কুনিয়াত হচ্ছে আবূ হাযেম) তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/১৮৩) এবং কাযা'ঈ তার থেকে দাউদ ইবনু আবী হিন্দ হতে বর্ণনা করেছেন। তাম্মাম বলেন:

ইবনু ফুযালাহ্ ইবনু আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদের কিতাবে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। অন্যরাও এটিকে বর্ণনা করেছেন। তিনি আবূ হাযেম এবং দাউদের মাঝে আরেক ব্যক্তির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন।

কাযা'ঈ বলেন: আব্দুল গাফ্ফার ইবনুল হাসান ইবনু দীনার এককভাবে বর্ণনা করেছেন আর তিনি গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি খুবই দুর্বল। জুযজানী বলেন: তাকে গণ্য করা হয় না।

আযদী বলেন: তিনি মিথ্যুক।

আর ইবনু হিব্বান তাকে "আস্সিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর ইবনু আবী হাতিম তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন: তার হাদীসে কোন সমস্যা নেই।

আমি (আলবানী) বলছি: সম্ভবত আবূ হাযেম আর দাউদের মাঝের ব্যক্তি হচ্ছেন ইবনু মারওয়ান অথবা ইবনুল খাত্তাব। এ সময়ে ইবনু দীনারের এ বর্ণনাকে তাদের দু'জনের বর্ণনার মুতাবা'য়াত হিসেবে গণ্য করা ঠিক হবে না।

আমি (আলবানী) তার অন্য একটি মুতাবা'য়াত পেয়েছি। কিন্তু সূত্রটি দুর্বল। এটিকে ওকাইলী আব্দুল আযীয ইবনু ইয়াহ্ইয়া হতে, তিনি লাইস ইবনু সা'দ হতে, তিনি দাঊদ হতে, তিনি বাসরাহ্ ইবনু আবী বাস্রাহ্ হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে অনুরূপভাবে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ওকাইলী বলেছেন: আব্দুল আযীয ইবনু ইয়াহ্ইয়া মাদানী নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বাতিল হাদীস বর্ণনাকারী। তিনি এমন কিছুকে হাদীস হিসেবে দাবী করেন যাকে তিনি ছাড়া পূর্ববর্তী অন্য কেউ চিনেননি।

এবং তিনি এ হাদীসটির পরক্ষণে বলেছেন: নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে এর কোন ভিত্তি নেই।

আলোচ্য হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী "আলমওযূ'য়াত" গ্রন্থে ওকাইলীর বর্ণনায় সুদ্দী হতে উল্লেখ করেছেন। আর সুয়ূতী "আললাআলী" গ্রন্থে (২/৭৬-৭৭), অতঃপর ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ্" গ্রন্থে (২/১৩২-১৩৩) পূর্বোক্ত মুতাবা'য়াতগুলো এবং আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত শাহেদকে (যার দিকে হাফিয ইবনু হাজার ইঙ্গিত করেছেন) উল্লেখ করার দ্বারা তার সমালোচনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: মুতাবা'য়াতগুলোর সবই দুর্বল। কারণ সেগুলো অপরিচিত (মাজহূল) অথবা দূষণীয় বর্ণনাকারী হতে নিরাপদ নয়। যেগুলোর কোন কোনটি ইবনু ইরাকের নিকট গোপনই রয়ে গেছে। তিনি লাইসের মুতাবা'য়াতের ব্যাপারে বলেছেন: নাহীক তার মুতাবা'য়াত করেছেন। এটিকে আবুল হাসান মূসেলী "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আর তার নিকট গোপন রয়ে গেছে যে, তার থেকে বর্ণনাকারী আব্দুল আযীয ইবনে ইয়াহ্ইয়া সমালোচিত ব্যক্তি। যেমনটি সুয়ূতীর নিকট তার পূর্বে ওকাইলীর তাখরীজ লুক্কায়িত রয়ে গেছে। অথচ তিনি তার সম্পর্কে বলেছেন: তিনি বাতিল হাদীস বর্ণনাকারী।

হাঁ, সুয়ূতী পঞ্চম মুতাবা'য়াতকারী হিসেবে আব্বাদ ইবনুল আওয়ামকে

"তারীখুল হাকিম" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি তার কোন সনদ উল্লেখ করেননি যে, তার দিকে দৃষ্টি দেয়া যায়। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ধারণা এই যে, এটি সহীহ্ নয়।

আর শাহেদটি খুবই দুর্বল। কারণ এর মধ্যে ধারাবাহিকভাবে তিনজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। যাদের দু'জন মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। সে হাদীসটির ভাষা সামনে আগত হাদীসটি।

অতঃপর আমি আব্বাদের হাদীসের সনদ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। এটিকে ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" (১২/২১৮/২) গ্রন্থে খালাফ ইবনু ইয়াহ্ইয়া সূত্রে আব্বাদ ইবনুল আওয়াম হতে, তিনি দাঊদ ইবনু আবী হিন্দ হতে, তিনি আবূ নায্রাহ্ হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

বর্ণনাকারী খালাফকে আবূ হাতিম মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। অতএব এ মুতাবা'য়াতের দ্বারা খুশি হওয়ার কিছু নেই। ফলে আমি যা ধারণা করেছিলাম তাই বাস্তব ঘটল। (আলহামদুলিল্লাহ্)

১৫৭৮. (يَا عَلِيُّ! اطْلُبُوا الْمَعْرُوفَ مِنْ رُحَمَاءِ أُمَّتِي، تَعِيشُوا فِي أَكْنَافِهِمْ ولا تَطْلُبُوهُ مِنَ الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، فإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ، يا عَلِيُّ! إنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْمَعْرُوفَ، وَخَلَقَ لَهُ أَهْلاً، فَحَبَّبَهُ إِلَيْهِمْ، وَحَبَّبَ إِلَيْهِمْ فِعالَه، وَوَجَّهَ إِلَيْهِمْ طُلاَّبَهُ، كما وَجَّهَ الماءَ فِي الأَرْضِ الجَدْبَةِ لِتَحْيِي بِهِ، وَيَحْيِى بِهِ أَهْلُها، يا علي! إِنَّ أَهْلَ المَعروفِ فِي الدُّنْيا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الآخِرَةِ).

১৫৭৮। হে আলী! তোমরা আমার উম্মাতের দয়াবানদের থেকে অনুগ্রহ চাও। তোমরা তাদের ধারে ধারে জীবন ধারণ কর। তোমরা কঠোর হৃদয়ের অধিকারীদের থেকে (অনুগ্রহ) চেয়ো না। কারণ তাদের উপর অভিশাপ নাযিল হয়। হে আলী! আল্লাহ্ তা'য়ালা ভালো বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা ভোগকারীদেরকেও সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে তাদের নিকট পছন্দনীয় করে দিয়েছেন এবং তাদের নিকট তা করাকেও পছন্দনীয় করে দিয়েছেন এবং তা অনুসন্ধানকারীদেরকে নিয়োজিত করে দিয়েছেন। যেমন পানিকে শক্ত যমীনমুখী করে দিয়েছেন যাতে তার দ্বারা যমীন পুনর্জীবিত হয় এবং তার দ্বারা তার অধিবাসী জীবন ধারণ করে। হে আলী! দুনিয়াতে সৎকর্মকারীরাই আখেরাতে সৎকর্মকারী হিসেবে গণ্য হবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে হাকিম (৪/৩২১) হিব্বান ইবনু আলী সূত্রে সা'দ ইবনু তুরায়েফ হতে, তিনি আসবাগ ইবনু নাবাতাহ্ হতে, তিনি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ্।

আর হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন: আসবাগ দুর্বল আর হিব্বানকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আসবাগকে আবূ বাক্‌র ইবনু আইয়্যাশ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি মাতরূক।

হাফিয যাহাবীর নিকট থেকে ছুটে গেছে যে, সা'দ ইবনু তুরায়েফ তার চেয়েও নিকৃষ্ট। কারণ মুহাদ্দিসগণ তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য হওয়ার পরেও তাদের কেউ কেউ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন: তিনি মাতরূকুল হাদীস। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি হাদীস জাল করতেন।

হাদীসটি এভাবে বানোয়াট না হলেও খুবই দুর্বল। (আল্লাহ্ই বেশী জানেন)।

তবে শেষ বাক্যটি "দুনিয়াতে সৎকর্মকারীরাই আখেরাতে সৎকর্মকারী হিসেবে গণ্য হবে" অন্যান্য বর্ণনার কারণে সহীহ্ সাব্যস্ত হয়েছে। সে বর্ণনাগুলোর কোন কোনটি "আলআদাবুল মুফরাদ" গ্রন্থে এসেছে। আমি সেগুলোর কোন কোনটির "আররাওযুন নাযীর" গ্রন্থে (১০২০, ১০৮২) তাখরীজ করেছি।

١٥٧٩. (آتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بَابَ الجَنَّةِ، فَيُفْتَحُ لِي، فَأَرَى رَبِّي، وهُــوَ علـى كُرْسِيِّهِ، أَوْ سَرِيْرِهِ، فَيَتَجَلَّى لِيْ، فَأَخِرُّ لَهُ ساجِداً).

১৫৭৯। আমি কিয়ামাতের দিন জান্নাতের দরজায় আসব। অতঃপর আমার জন্য দরজা খুলে দেয়া হবে। অতঃপর আমি আমার প্রতিপালককে এমতাবস্থায় দেখব যে, তিনি তার কুরসীর উপরে অথবা তার খাটের উপরে। অতঃপর তিনি আমার জন্য তার আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত করবেন। ফলে আমি তার জন্য সাজদায় লুটিয়ে পড়ব।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে হাফিয উসমান ইবনু সা'ঈদ দারেমী "আররাদ্দু আলাল মুরায়সী" গ্রন্থে (পৃ ১৪) ও মুহাম্মাদ ইবনু উসমান ইবনু আবী শাইবাহ্

"কিতাবুল আর্‌শ" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১১৩) হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ হতে, তিনি 'আলী ইবনু যায়েদ হতে, তিনি আবূ নাযরাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আলী ইবনু যায়েদ ইবনু জাদ'য়ান ছাড়া সকল বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তিনি দুর্বল যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন।

হাফিয যাহাবী হাদীসটিকে "আলউলু" গ্রন্থে বুখারীর বর্ণনায় আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেছেন: এটিকে আবূ আহমাদ আস্‌সাল "কিতাবুল মা'রিফা" গ্রন্থে শক্তিশালী সনদে সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন: ... এবং তিনি আলোচ্য হাদীসটির ন্যায় উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আমি এর সনদটি সম্পর্কে অবগত হইনি। এ কারণে এটি সম্পর্কে আমি "মুখতাসারুল উলূ" গ্রন্থে (পৃ ৮৭-৮৮) আলোচনা করিনি। যদি এর সনদ এবং ভাষা সাব্যস্ত হয় তাহলে হাদীসটিকে অন্য কিতাবে নকল করা ওয়াজিব।

١٥٨٠. (مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ، أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحْمٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ).

১৫৮০। শির্কের পরে আল্লাহর নিকট সেই বীর্যের গুনাহ্ হতে বড় কোন গুনাহ্ নেই, যাকে কোন ব্যক্তি এমন কোন রেহেমে রাখে যা তার জন্য হালাল নয়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী "যাম্মুল হাওয়া" (১৯০) ইবনু আবিদ দুনিয়া সূত্রে তিনি আম্মার ইবনু নাস্‌র হতে, তিনি বাকিয়্যাহ্ হতে, তিনি আবূ বাক্‌র ইবনু আবী মারইয়াম হতে, তিনি হায়সাম ইবনু মালেক আত্‌ত্বাঈ হতে, তিনি নাবী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি মুরসাল ও দুর্বল। হায়সাম ইবনু মালেক হচ্ছেন আবূ মুহাম্মাদ শামী আ'মা নির্ভরযোগ্য তাবে'ঈ।

আর আবূ বাক্‌র ইবনু আবী মারইয়াম দুর্বল, তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটার কারণে।

আর বর্ণনাকারী বাকিয়্যাহ্ মুদাল্লিস।

١٥٨١. (آخِرُ أَرْبِعَاءِ مِنَ الشَّهْرِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ).

১৫৮১। প্রতি মাসের শেষ বুধবার অব্যাহতভাবে অমঙ্গলের দিন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে খাতীব "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (১৪/৪০৫) মাসলামাহ্ ইবনুস সল্ত সূত্রে দিওয়ানু মাহদীর লেখক আবুল অযীর হতে, তিনি আমীরুল মু'মিনীন মাহদী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এ মাসলামাহ্ মাতরূকুল হাদীস যেমনটি (১৫৬৯) হাদীসে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর তার উপরে এমন বর্ণনাকারী রয়েছেন হাদীসের ক্ষেত্রে যার অবস্থা জানা যায় না।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী খাতীবের বর্ণনায় "আলমাওযূ'য়াত" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: হাদীসটি সহীহ্ নয়। মাসলামাহ্ মাতরূক।

হাফিয সুয়ূতী "আললাআলী" গ্রন্থে (১/৪৮৪-৪৮৫) উপরোক্ত বক্তব্যকে সমর্থন করে কোন সমালোচনামূলক কিছু উল্লেখ করেননি। শুধুমাত্র বলেছেন: এটি অন্য সূত্রে মাহ্দী হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: মওকূফ হওয়া সত্ত্বেও এটি দুর্বল। তিনি "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে এ কথা স্বীকার করে বলেছেন:

এটিকে অকী' "আলগুরার" গ্রন্থে, ইবনু মারদুবিয়্যাহ্ তার "তাফসীর" গ্রন্থে ও খাতীব আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে মাসলামাহ্ ইবনুস সল্ত রয়েছেন তিনি মাতরূক। এটিকে ইবনুল জাওযী "আলমাওযূ'য়াত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর ত্বয়ূরী অন্য সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে বলেন:

আমি তার একটি মুনকার হাদীস দেখেছি। সেটিকে আবুল হাসান আলী ইবনু নাজীহ্ আল্লাফ বর্ণনা করেছেন ...।

অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

এ হাদীসটিকে নিম্নের বাক্যেও বর্ণনা করা হয়েছে: "বুধবার হচ্ছে অব্যাহতভাবে অমঙ্গলের দিন।"

এটিকে ইবনুল জাওযী "আলমাওযূ'য়াত" গ্রন্থেও বিভিন্ন সূত্র হতে বর্ণনা করেছেন। যার সবগুলোই খুবই দুর্বল।

١٥٨٢. (آلُ الْقُرْآنِ آلُ اللهِ).

১৫৮২। কুরআনের আপনজন (বংশধর) হচ্ছে আল্লাহর আপনজন (বংশধর)।

হাদীসটি বাতিল। (তবে অন্য ভাষায় সহীহ্, যা নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে)।

হাদীসটিকে খাতীব "রুওয়াতু মালেক" গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু বাযী' মাদানী সূত্রে মালেক হতে, তিনি যুহ্‌রী হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ইবনু বাযী' মাজহূল।

হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন: এ হাদীসটি বাতিল।

"আলজামে'উল কাবীর" গ্রন্থে (১/৩/১) এরূপই এসেছে।

আমি (আলবানী) বলছি: ইবনু হাজার আসকালানী "আললিসান" গ্রন্থে অনুরূপ কথাই বলেছেন। তা সত্ত্বেও সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

তবে আমি ইবনু বাযী'র মুতাবা'য়াতকারী পেয়েছি। অনুরূপভাবে যুহ্‌রীর মুতাবা'য়াতকারীও পেয়েছি।

প্রথমজনের মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু গাযঅন মুতাবা'য়াত করেছেন মালেক ইবনু আনাস হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে নিম্নের বাক্যে:

إن لله أهلين من الناس، قيل: من هم؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته.

"লোকেদের মাঝেই আল্লাহ্‌র আপনজন রয়েছে।" কেউ বললো: হে আল্লাহ্‌র রসূল! তারা কারা? তিনি বললেন: "কুরআনের ধারকগণ আল্লাহ্‌র আপনজন ও তাঁর খাস বান্দা।"

এটিকে লাহেক ইবনু মুহাম্মাদ ইসকাফ তার "শুয়ূখ" গ্রন্থে (২/১১৫), খাতীব "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (২/৩১১) ও "আলমুয়ায্‌যিহ্" (২/২০২) বর্ণনা করেছেন। আর দারাকুতনী হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

এটিকে ইবন গাযঅন এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি ছিলেন মিথ্যুক। এটি মালেক হতে সহীহ্ নয়, যুহ্‌রী হতেও নয়। বাদীল ইবনু মায়সারাহ্ সূত্রে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে এরূপ বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

আমি (আলবানী) বলছি: দারাকুতনীর নিকট ইবনু বাযী'র মুতাবা'য়াতের বিষয়টি ছুটে গেছে।

আর যুহ্রীর মুতাবা'য়াত করেছেন বাদীল ইবনু মায়সারাহ্। তার থেকে তার ছেলে আব্দুর রহমান ইবনু বাদীল ওকায়লী আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে দ্বিতীয় ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

এটিকে তায়ালিসী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২১২৪) আব্দুর রহমান ইবনু বাদীল ওকায়লী বর্ণনা করেছেন। আর তার সূত্রে আবূ নু'য়াইম "আলহিলয়্যাহ্" (৩/৬৩) বর্ণনা করেছেন।

ইবনু মাজাহ্ (২১৫) ও ইবনু নাস্র "কিয়ামুল লাইল" গ্রন্থে (পৃ ৭০), হাকিম (১/৫৫৬), আহমাদ (৩/১২৭, ১২৮, ২৪২), আবূ ওবাইদ "ফাযাইলুল কুরআন" (ক্বাফ ১/১১), আবূ নু'য়াইমও (৯/৪০), খাতীব (৫/৩৫৭) ও ইবনু আসাকির (২/৪২২/২) বিভিন্ন সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনু বাদীল হতে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন: এ হাদীসটি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে তিনটি সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে ...।

হাফিয যাহাবীও একই কথা বলেছেন। কিন্তু তারা উভয়ে এ সনদের অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট করেননি। তবে আমি আলবানীর নিকট সনদটি ভালো। কারণ বাদীল ইবনু মায়সারাহ্ নির্ভরযোগ্য, ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী। আর তার ছেলে আব্দুর রহমান সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন, আবূ দাঊদ ও নাসাঈ বলেন: তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই।

ত্বায়ালিসী বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য সত্যবাদী।

তাকে ইবনু হিব্বান "আস্সিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অন্য এক বর্ণনায় তাকে ইবনু মা'ঈন ছাড়া অন্য কেউ দুর্বল আখ্যা দেননি। আর তার এ দোষারোপ ব্যাখ্যাহীন। অতএব তার (এ বর্ণনার) দুর্বল বলা মতটা গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ করে তিনি তার প্রথম মতের বিরোধিতা করে এ দ্বিতীয় মত প্রকাশ করার কারণে, যে প্রথম মতটির অন্যান্য ইমামদের মতের সাথে মিল রয়েছে।

আর আযদী যে বলেছেন: তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে, তার এ কথাও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আযদীর ব্যাপারেই সমালোচনা করা হয়েছে। অতএব তার থেকে বর্ণিত দোষ গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ করে তিনি যখন অন্য মুহাদ্দিসগণের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। আর এ কারণেই বুসয়রী "আয্যাওয়াইদ" গ্রন্থে বলেছেন: এ সনদটি সহীহ্।

মোটকথা: হাদীসটি প্রথম বাক্যে বাতিল আর দ্বিতীয় বাক্যে সহীহ্ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে।

١٥٨٣. (خَشْيَةُ اللهِ رَأْسُ كُلِّ حِكْمَةٍ، وَالْوَرَعُ سَيِّدُ الْعَمَلِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَعٌ يَحْجِزُهُ عَنْ مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا خَلاَ بِهَا، لَمْ يَعْبَأِ اللهُ بِسَائِرِ عَمَلِهِ شَيْئًا).

১৫৮৩। প্রত্যেক হিকমাতের মূল হচ্ছে আল্লাহ্ ভীতি। পরহেযগারিতা হচ্ছে কর্মের সরদার। যখন কেও গুনাহের সাথে একাকী হয় আর তার এমন পরহেযগারিতা থাকে না যা তাকে আল্লাহর নাফারমানী করা হতে বাধা প্রদান করে তখন তার সব আমলের দ্বারা আল্লাহ্ তা'য়ালা তার কিছুই পূর্ণ করবেন না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া "আলঅরউ'" গ্রন্থে (১/১৫৯), আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (২/৩৮৭), কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (২/৫) ও ইবনুল জাওযী "যাম্মুল হাওয়া" গ্রন্থে (৫৯৫) কাসেম ইবনু হাশেম সিমসার হতে, তিনি সা'ঈদাহ্ বিনতু হাক্কামাহ্ হতে, তিনি (তার মা) হাক্কামাহ্ বিনতু উসমান ইবনু দীনার হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার ভাই হতে, তিনি মালেক ইবনু দীনার হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ....।

আবূ নু'য়াইম বলেন:

এটিকে আবূ ই'য়ালা মানকেরী হাক্কামাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি মালেক হতে, তিনি সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। উসমান ইবনু দীনারকে ওকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (২৮৯) উল্লেখ করে বলেছেন: হাক্কামাহ্ তার পিতা উসমান হতে কতিপয় বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর কোন ভিত্তি নেই। অতঃপর বলেছেন: হাক্কামার হাদীসগুলো ঘটনা বর্ণনাকারীদের হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যেগুলোর ভিত্তি নেই।

আমি (আলবানী) বলছি: তাকে (হাক্কামাকে) হাফিয যাহাবী অপরিচিতা মহিলাদের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

١٥٨٤. (إِنَّ الإِيْمَانَ سِرْبَالٌ يُسَرْبِلُهُ اللهُ مَنْ يَشَاءُ، فَإِذَا زَنَى الْعَبْدُ نُزِعَ مِنْهُ سِرْبَالُ الإِيْمَانِ، فَإِنْ تَابَ رُدَّ عَلَيْهِ).

১৫৮৪। ঈমান হচ্ছে পরিধেয় বস্ত্র, আল্লাহ্ তা'য়ালা যাকে ইচ্ছা তা

পরিধান করিয়ে থাকেন। বান্দা যখন যেনা করে তখন তার থেকে ঈমানের পরিধেয় পোষাক ছিনিয়ে নেয়া হয়। অতঃপর যখন সে তাওবাহ্ করে তখন তাকে তার নিকট ফিরিয়ে দেয়া হয়।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী "যাম্মুল হাওয়া" গ্রন্থে (পৃ ১৯০) ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী তালেব হতে, তিনি আম্র ইবনু আব্দুল গাফ্ফার হতে, তিনি আওয়াম ইবনু হাওশাব হতে, তিনি 'আলী ইবনু মুদরিক হতে, তিনি আবূ যুর'য়াহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ... ।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারী আম্র ইবনু আব্দুল গাফ্ফার (তিনি হচ্ছেন ফুকাইমী) ছাড়া সকল বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য যদিও বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়ার ব্যাপারে কিছু সমালোচনা রয়েছে তবে তা ক্ষতিকর নয়।

আম্র সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন: তিনি মাতরূকুল হাদীস।

ইবনু আদী বলেন: তিনি হাদীস জাল করার দোষে দোষী।

ওকায়লী প্রমুখ বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উল কাবীর" গ্রন্থে (১/১৬৩/২) বাইহাক্বীর "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থের বর্ণনায় এবং ইবনু মারদুবিয়্যার বর্ণনায় আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি উল্লেখ করে ত্রুটি করেছেন।

১৫৮৫. (وَابْتَغُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوْهِ).

১৫৮৫। তোমরা সুন্দর চেহারার অধিকারীদের নিকট কল্যাণ অনুসন্ধান কর।

হাদীসটি মিথ্যা।

হাদীসটিকে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রমুখ সহাবী হতে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি তার থেকে কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে:

১। ইয়াযীদ ইবনু আব্দুল মালেক নাওফালী হতে, তিনি ইমরান ইবনু আবূ আনাস হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া "কাযাউল হাওয়াইয" গ্রন্থে ও দারাকুতনী "আলআফরাদ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দু'টি কারণে খুবই দুর্বল:

(ক) ইমরান ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মাঝে সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কারণ তাদের দু'জনের মাঝের মৃত্যুর সময়ের ব্যবধান আটান্ন বছর।

(খ) নাওফালী দুর্বল। হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা অলমাতরুকীন" গ্রন্থে বলেন: তাকে তারা (মুহাদ্দিসগণ) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি দুর্বল।

২। মুহাম্মাদ ইবনু আযহার বালখী হতে, তিনি যায়েদ ইবনুল হুবাব হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু ইব্রাহীম হতে, তিনি 'আলা ইবনু আব্দুর রহমান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে (اطلبوا الخير ...) এ ভাষায়।

এটিকে ওকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (২২৮) এ আব্দুর রহমানের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন। আর তিনি হচ্ছেন কিস্সা বর্ণনাকারী বাসরী।

ইবনু মা'ঈন হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি তার সম্পর্কে বলেন: তিনি কিছুই না। আর তিনি হাদীসটি সম্পর্কে বলেন: এর এমন কোন সনদ নেই যার দ্বারা হাদীসটি সাব্যস্ত হয়।

ইবনুল জাওযী ওকায়লীর বর্ণনায় হাদীসটিকে "আলমওযূ'য়াত" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: আব্দুর রহমান কিছুই না। আর মুহাম্মাদ ইবনুল আযহার মিথ্যুকদের থেকে হাদীস বর্ণনাকারী।

৩। ত্বলহা ইবনু আম্র হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে ও আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/২৪৬-২৪৭) বর্ণনা করেছেন। হাইসামী (৮/১৯৫) বলেন:

ত্বলহা ইবনু আম্র মাতরূক।

এ ছাড়া অন্য সহাবী হতে বর্ণিত সূত্রগুলোর সবগুলোই সমস্যা জর্জরিত। সেগুলোর কোন কোনটি অন্যটির চেয়ে বেশী দুর্বল। অন্য সময়ে ইন শা আল্লাহ্ বিস্তারিত আলোচনা করব।

আর ইমাম আহমাদ এ হাদীসটি সম্পর্কে বলেন: এ হাদীসটি মিথ্যা।

١٥٨٦. (أَعْطُوا أَعْيُنَكُمْ حَظَّها مِنَ العِبادَةِ: النَّظَرَ في المُصْحَفِ، والتَّفَكُّرَ فيهِ، والاعْتِبارَ عِنْدَ عَجائِبِهِ).

১৫৮৬। এবাদাত থেকে তোমরা তোমাদের চোখগুলোকে তার অংশ প্রদান কর: (আর তা হচ্ছে) মুসহাফে (কুরআনে) দৃষ্টি দেয়া (অর্থাৎ দেখে কুরআন পাঠ করা), কুরআনের ব্যাপারে চিন্তা (গবেষণা) করা এবং তার বিষয়গুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আব্দুল হাদী "হিদায়াতুল ইনসান" গ্রন্থে (১/১৫৩) ইবনু রাজাব সূত্রে তার সনদে হাফ্স ইবনু আম্র ইবনু মাইমুন হতে, তিনি আম্বাসা ইবনু আব্দুর রহমান কূফী হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আসলাম হতে, তিনি আতা ইবনু ইয়াসার হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু রাজাব বলেন: এটি মারফূ' হিসেবে সাব্যস্ত হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি: এর সমস্যা হচ্ছে আম্বাসা ইবনু আব্দুর রহমান। ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন: মুহাদ্দিসগণ তাকে ত্যাগ করেছেন।

আবূ হাতিম বলেন: তিনি হাদীস জাল করতেন।

ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি বানোয়াট বহু কিছুর অধিকারী।

আর হাফ্স ইবনু আম্র ইবনু মাইমূনকে আমি চিনি না। সম্ভবত আম্রের ওয়াও (عمرو) কোন কপি কারকের পক্ষ থেকে সংযোজিত হয়েছে। সঠিক হচ্ছে হাফ্স ইবনু উমার ইবনু মাইমূন, আর তিনি হচ্ছেন আদানী। "আত্তাহ্যীব" ও "আলমীযান" প্রমুখ গ্রন্থে তার জীবনী আলোচিত হয়েছে। ইনিও দুর্বল যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাকীম ও বাইহাক্বীর "আশ্শু'য়াব" গ্রন্থের বর্ণনা থেকে আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন:

লেখকের বাহ্যিক কর্ম থেকে বুঝা যায় যে, বাইহাক্বী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে স্বীকৃতিও দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবতা এর বিপরীত। কারণ তিনি বলেছেন: এর সনদটি দুর্বল।

অনুরূপ কথা হাফিয ইরাকী "আলমুগনী" গ্রন্থে (৪/৪২৪) বলেছেন ...।

কিন্তু এ কথার মধ্যে বড় ধরনের শিথিলতা প্রদর্শিত হয়েছে। কারণ

আম্বাসা সম্পর্কে কি বলা হয়েছে সে সম্পর্কে আপনারা অবগত হয়েছেন।

١٥٨٧. (أَبْرِدُوا بِالطَّعَامِ، فَإِنَّ الطَّعَامَ الْحَارَّ غَيْرُ ذِي بَرَكَةٍ).

১৫৮৭। তোমরা খাদ্যকে ঠাণ্ডা কর। কারণ গরম খাদ্য বরকতধারী হয় না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে দায়লামীর উদ্ধৃতিতে ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে এবং হাকিমের উদ্ধৃতিতে জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও আসমা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) হতে এবং মুসাদ্দাদ সূত্রে আবূ ইয়াহ্ইয়া হতে বর্ণনা করেছেন। আর ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে ও আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটির তাখরীজ করার ব্যাপারে কিছু মন্তব্য রয়েছে:

১। আসমা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) হতে বর্ণিত হাদীসটির ভাষা হচ্ছে (إنـه أعظـم للبركـة) অর্থাৎ ... কারণ বরকতের জন্য সেটিই বেশী উপযুক্ত। এ ভাষাটি আলোচ্য হাদীসটির ভাষার বিপরীত এবং এ ভাষায় হাদীসটি সহীহ্। এ কারণে এটিকে "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (৬৫৯) উল্লেখ করেছি।

২। হাদীসটি গরম খাদ্যের ব্যাপারে বর্ণিত হয়নি। বরং হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সেই খাদ্যের ব্যাপারে যার উত্তাপ এবং ধূয়া চলে যায়নি। আর এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। কারণ যার উত্তাপ চলে যায় সেটিও গরম থাকে।

৩। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীস সম্পর্কে আমি "ফিহরিসুল হিলইয়্যাহ্" এর মধ্যে অবগত হইনি যাতে করে তার সম্পর্কে দৃষ্টি দিতে পারি। মানাবী এটিকে বর্ণনা করেছেন নিম্নের ভাষায়:

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এমন একটি (খাদ্যের) পিয়ালা নিয়ে আসা হলো যা উত্তাপ ছড়াচ্ছিল। এ সময় রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা থেকে তার হাত উঠিয়ে নিয়ে বললেন: আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদেরকে খাদ্য হিসেবে আগুন দেননি। অতঃপর তিনি উক্ত কথা উল্লেখ করেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি হাদীসটি সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

৪। যে আবূ ইয়াহ্ইয়া থেকে মুসাদ্দাদ বর্ণনা করেছেন আমি তাকে চিনি না। "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে তার হাদীস থেকে আসলে হাদীসটিকে উল্লেখই করা হয়নি। মুসাদ্দাদ ও দায়লামীর বর্ণনা হতে ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীস থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। (আল্লাহই বেশী জানেন)।

অতঃপর আমি হাদীসটিকে "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে খুবই দুর্বল সনদে দেখেছি সেই হাদীসের মধ্যে যেটি (১৫৯৮) নম্বরে আসবে।

এছাড়াও এর সনদে দায়লামীর নিকট (১/১/১৮) বর্ণনাকারী হিসেবে ইসহাক ইবনু কা'ব রয়েছেন। মানাবী বলেন:

তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তাকে আব্দুস সামাদ ইবনু সুলাইমান হতে বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল আখ্যা দেয়া হয়েছে। দারাকুতনী বলেন: কাযা'য়াহ্ ইবনু সুওয়াইদ হতে বর্ণনাকারী হিসেবে তিনি মাতরূক। ইমাম আহমাদ বলেন: তিনি মুযতারিবুল হাদীস। আবূ হাতিম বলেন: তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু দীনার হতে বর্ণনাকারী হিসেবে শক্তিশালী নন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাকিমের নিকট জাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসের ভাষা হচ্ছে:

أبردوا الطعام الحار، فإن الطعام الحار غير ذي بركة.

তোমরা গরম খাদ্যকে ঠাণ্ডা কর। কারণ গরম খাদ্য বরকতধারী হয় না।

তিনি এটিকে শাহেদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটি শাহেদ হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ আরযামী রয়েছেন, তিনি খুবই দুর্বল। হাফিয যাহাবী ও ইবনু হাজার আসকালানী বলেন: তিনি মাতরূক।

আর আবূ হুরাইরাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসের সনদে আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইয়াযীদ বিকরী রয়েছেন। হাইসামী তার সম্পর্কে (৫/২০) বলেন: তাকে আবূ হাতিম দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি যদি বলতেন: তাকে খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন তাহলে আবূ হাতিমের ভাষার নিকটবর্তী হতো। কারণ তিনি বলেছেন: তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল ও যাহেবুল হাদীস। যেমনটি তার ছেলের গ্রন্থে তার থেকে (২/২/২০১) বর্ণিত হয়েছে। তিনি য'ঈফুল হাদীসের (হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল) ব্যাখ্যা করেছেন 'যাহেবুল হাদীস' আখ্যা দেয়ার দ্বারা। যা তার খুবই দুর্বল হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। (আল্লাহ্ই বেশী জানেন)।

মোটকথা: আলোচ্য হাদীসটি আমি আলবানীর নিকট দুর্বল। গ্রহণযোগ্য শাহেদ না থাকার কারণে।

এ অধ্যায়ে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে নিম্নের ভাষায় হাদীস বর্ণিত হয়েছে:

"তোমরা তোমাদের খাদ্যকে ঠাণ্ডা কর, তাতে তোমাদেরকে বরকত

দেয়া হবে।" কিন্তু এর সনদটি খুবই দুর্বল। যেমনটি (১৬৫৪) নম্বর হাদীসে আসবে।

١٥٨٨. (أُبَشِّرُكُمْ بِالْمَهْدِيِّ، يُبْعَثُ فِي أُمَّتِي عَلَى اخْتِلَافٍ مِنَ النَّاسِ، وَزَلَازِلَ، فَيَمْلَأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً، كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا، يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ، وَسَاكِنُ الأَرْضِ، يَقْسِمُ الْمَالَ صِحَاحًا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا صِحَاحًا؟ قَالَ: بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: وَيَمْلَأُ اللَّهُ قُلُوبَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم غِنًى، وَيَسَعُهُمْ عَدْلُهُ، حَتَّى يَأْمُرَ مُنَادِيًا فَيُنَادِي، فَيَقُولُ: مَنْ لَهُ فِي مَالٍ حَاجَةٌ؟ فَمَا يَقُومُ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ رَجُلٌ، فَيَقُولُ: ائْتِ السَّدَّانَ، يَعْنِي الْخَازِنَ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ الْمَهْدِيَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تُعْطِيَنِي مَالاً، فَيَقُولُ لَهُ: احْثِ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ فِي حِجْرِهِ وَأَحْرَزَهُ نَدِمَ، فَيَقُولُ: كُنْتُ أَجْشَعَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ نَفْسًا، أَوَ عَجَزَ عَنِّي مَا وَسِعَهُمْ، قَالَ: فَيَرُدُّهُ فَلاَ يَقْبَلُ مِنْهُ، فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّا لاَ نَأْخُذُ شَيْئًا أَعْطَيْنَاهُ، فَيَكُونُ كَذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ، أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ، أَوْ تِسْعَ سِنِينَ، ثُمَّ لاَ خَيْرَ فِي الْعَيْشِ بَعْدَهُ، أَوْ قَالَ: ثُمَّ لاَ خَيْرَ فِي الْحَيَاةِ بَعْدَهُ).

১৫৮৮। তোমাদেরকে মাহদীর ব্যাপারে সুসংবাদ প্রদান করছি। তাকে আমার উম্মাতের মধ্যে লোকদের মতভেদ করার এবং ভূমিকম্প ঘটার সময় প্রেরণ করা হবে। অতঃপর তিনি যমীনকে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়নতার দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন। যেরূপ তাকে অন্যায় ও অত্যাচারের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছিল। তার প্রতি আসমানবাসী ও যমীনবাসী সন্তুষ্ট থাকবে। তিনি সঠিকভাবে সম্পদ বণ্টন করবেন। এক ব্যক্তি তাকে বলবে: সঠিকভাবের ভাবার্থ কি? তিনি বললেন: লোকদের মাঝে সমানভাবে। তিনি বলেন: আল্লাহ্ তা'য়ালা মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মাতের হৃদয়গুলোকে স্বনির্ভরতার দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন। তাঁর ইনসাফ তাদেরকে ছেয়ে ফেলবে। এমনকি আহবানকারীকে আহবান করার জন্য নির্দেশ দিলে সে ডাক দিয়ে বলবে: কার সম্পদের প্রয়োজন আছে? এ সময় লোকদের মধ্য থেকে একমাত্র ব্যক্তি দাঁড়াবে। তখন তিনি বলবেন: তুমি পাহারাদারের নিকট গিয়ে তাকে বল যে, মাহদী আমাকে সম্পদ দেয়ার জন্য তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। সে তাকে বলবে: তুমি দু'হাত দিয়ে গ্রহণ কর। যখন সে তার কোলে সম্পদ রাখা শুরু করবে

এবং একত্রিত করে ফেলবে (অতঃপর তা উঠিয়ে নিয়ে যেতে অপারগ হয়ে যাবে) তখন সে লজ্জিত হয়ে বলবে: আমি উম্মাতে মুহাম্মাদির সর্বাপেক্ষা বেশী লোভী ব্যক্তি ছিলাম। যে বস্তু তাদেরকে ছেয়ে ফেলেছে তা আমাকে অপারগ করে ফেলল? অতঃপর তিনি সে সম্পদ ফিরিয়ে দিবেন। কিন্তু তার থেকে গ্রহণ করা হবে না। তাকে বলা হবে: আমরা যা দিয়েছি তার সামান্যও গ্রহণ করিনা। এ অবস্থা সাত বছর, অথবা আট বছর, অথবা নয় বছর বিরাজ করবে। অতঃপর এর পরে জীবন ধারণের মধ্যে আর কোন কল্যাণ থাকবে না, অথবা বলেন: এর পরে জীবনের মধ্যে আর কোন কল্যাণ থাকবে না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ (৩/৩৭, ৫২) মু‘য়াল্লা ইবনু যিয়াদ সূত্রে ‘আলা ইবনু বাশীর হতে, তিনি আবুস সিদ্দীক নাজী হতে, তিনি আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। বর্ণনাকারী ‘আলা ইবনু বাশীর মাজহূল (অপরিচিত) যেমনটি ইবনুল মাদীনী বলেছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার প্রমুখ এ ব্যাপারে তার অনুসরণ করেছেন। “আলমীযান” গ্রন্থে এসেছে তার থেকে একমাত্র মু‘য়াল্লা ইবনু যিয়াদই বর্ণনা করেছেন।

হাঁ, হাদীসটি অন্য সূত্রে আবুস সিদ্দীক হতে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। সেটিকে ‘আলা বর্ণনা করেছেন। সে সনদটি সহীহ্। এ কারণে সেটিকে “সিলসিলাহ্ সহীহাহ্” গ্রন্থে (৭১১) উল্লেখ করেছি।

١٥٨٩. (أَبْشِرُوا يَا أَصْحَابَ الصُّفَّةِ، فَمَنْ بَقِيَ مِنْ أُمَّتِيْ عَلَى النَّعْتِ الَّـذِيْ أَنْتُمْ عَلَيْهِ الْيَوْمَ راضياً بِمَا فِيْهِ، فَإِنَّهُ مِنْ رُفَقَائِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

১৫৮৯। হে সুফ্ফাবাসী! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। আজকের দিনে তোমরা যে অবস্থার মধ্যে আছ, আমার উম্মাতের যে ব্যক্তিই সন্তুষ্টচিত্তে এরূপ অবস্থায় থাকবে, সেই কিয়ামাতের দিন আমার সঙ্গীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ আব্দুর রহমান সুলামী সূফী “আলআরবা‘ঈন ফী আখলাকিস সূফিয়্যাহ্” গ্রন্থে (২/২) এবং তার থেকে দাইলামী (১/১/২৪) মুহাম্মাদ ইবনু সা‘ঈদ আনমাতী হতে, তিনি হাসান ইবনু ‘আলী ইবনু

ইয়াহ্ইয়া ইবনু সালাম হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী তিরমিযী হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু হাতেম বালখী হতে, তিনি সাহ্ল ইবনু আসলাম হতে, তিনি খাল্লাদ ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি আবূ হামযাহ্ সুকরী হতে, তিনি ইয়াযীদ নাহ্বী হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ রসূল () একদিন সুফ্ফা বাসীর সামনে দাঁড়িয়ে তাদের দরিদ্রতা, তাদের দুর্বল অবস্থা এবং তাদের উত্তম হৃদয় দেখে বললেনঃ ...।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল, অন্ধকারাচ্ছন্ন। কারণ হাদীসটি বর্ণনাকারী আবূ আব্দুর রহমান সুলামী নিজেই মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। কারণ তিনি সূফীদের জন্য হাদীস জাল করতেন। আর মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী তিরমিযী ছাড়া তার ও আবূ হামযাহ্ সুকরীর মধ্যের বর্ণনাকারীদেরকে আমি চিনি না। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সূফী। তিনি "নাওয়াদিরুল উসূল ফী মা'রিফাতে আখবারির রসূল" গ্রন্থের লেখক। আক্বীদার দিক থেকে তিনি দূষণীয় ব্যক্তি। তিনি অলাইয়াতকে নুবুওয়াতের উপর অগ্রাধিকার দিতেন। আর ইবনু আরাবী "আলফুসূস" প্রমুখ গ্রন্থে তার অনুসরণ করেছেন।

সুয়ূতী হাদীসটিকে "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে (১/৬/১) সুলামীর "আস্সুনানুস সূফিয়্যাহ্" গ্রন্থ, খাতীব বাগদাদী ও দায়লামীর উদ্ধৃতিতে আবদুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস হতে উল্লেখ করেছেন। তিনি "আয্যিয়াদাতু আলাল জামে'ইস সাগীর" গ্রন্থের মধ্যেও উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু হাদীসটিকে "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে দেখছি না। অথচ শুধুমাত্র খাতীবের নাম উল্লেখ করলে একমাত্র এ গ্রন্থকেই বুঝানো হয়ে থাকে। যেমনটি তিনি তার ভূমিকার মধ্যে বলেছেন। আল্লাহই বেশী জানেন।

١٥٩٠. (الأَمَانَةُ تَجُرُّ الرِّزْقَ، وَالْخِيَانَةُ تَجُرُّ الْفَقْرَ).

১৫৯০। আমানাত রিয্ক ছিনিয়ে আনে আর খিয়ানাত দরিদ্রতাকে ছিনিয়ে আনে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (২/৭) ইসমা'ঈল ইবনুল হাসান বুখারী যাহেদ হতে, তিনি আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইবনু উমার হতে, তিনি আবূ যার আহমাদ ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু মালেক তিরমিযী হতে, তিনি ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম শামী হতে, তিনি আলী ইবনু হার্ব হতে, তিনি মূসা ইবনু দাউদ হাশেমী হতে, তিনি ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু

আব্দুর রহমান ইবনু নাওফাল হতে, তিনি 'আমের হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়ের হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি 'আলী হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি দুর্বল। কারণ ইবনু লাহী'য়াহ্ দুর্বল। আর ইসহাক ইবনু ইব্‌রাহীম শামীর নিচের বর্ণনাকারীদের জীবনী পাচ্ছি না। তবে বাহ্যিকতা থেকে বুঝা যায় এ শামী হচ্ছেন আবুন নায্‌র ফারাদীসী। তিনি নির্ভরযোগ্য, ইমাম বুখারীর শাইখদের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটির ব্যাপারে কোন কোন মুহাদ্দিস টীকায় লিখেছেন। আমার ধারণা তিনি হচ্ছেন ইবনুল মুহিব্বঃ হাদীসটি বানোয়াট।

মানাবী যে বলেছেনঃ এর সনদটি হাসান, কিভাবে হাসান তার কোনই ব্যাখ্যা নেই।

হাদীসটিকে "আলজামে'উল কাবীর" গ্রন্থে (১/৩২৩/২) এ বাক্যেই একমাত্র কাযা'ঈর বর্ণনা থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর "আস্‌সাগীর" গ্রন্থে দায়লামীর বর্ণনায় জাবের (রাঃ) হতে আর কাযা'ঈর বর্ণনায় 'আলী (রাঃ) হতে (تجر) স্থলে (تجلب) উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ই বেশী জানেন।

অতঃপর হাদীসটিকে হাফিয ইবনু হাজারের "মুখতাসারু মুসনাদিদ দাইলামী" গ্রন্থে (১/২/৩৬৮) ইব্‌রাহীম ইবনু আবী আম্‌র গিফারী সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেনঃ الأَمَانَةُ تَجْلِبُ الرِّزْقَ... ।

কিন্তু এ গিফারী মাজহূল (অপরিচিত)। যেমনটি "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

١٥٩١. (الأَمَانَةُ فِي الأَزْدِ، وَالْحَيَاءُ فِيْ قُرَيْشٍ).

১৫৯১। আমানাত হচ্ছে আয্‌দ গোত্রের মধ্যে আর লজ্জা হচ্ছে কুরাইশ গোত্রের মধ্যে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু মান্দাহ্ "আলমা'রিফাহ্" গ্রন্থে (২/২৬৬/২) ও হাফিয ইরাকী "মাহাজ্জাতুল কুরবি ইলা মাহাব্বাতিল আরাবে" গ্রন্থে (২৩/১-২) ত্বাবারানীর সূত্রে মূসা ইবনু জামহূর তিন্নীসী হতে, তিনি 'আলী ইবনু হার্‌ব মূসেলী হতে, তিনি 'আলী ইবনুল হুসাইন হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু খালেদ ইবনু উসমান হতে, তিনি তার পিতা [খালেদ ইবনু উসমান হতে,

তিনি তার পিতা উসমান ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনু উসমান হতে, তিনি তার পিতা উসমান ইবনু আবী মু'য়াবিয়্যাহ্ হতে], তিনি আবূ মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু আব্দুল লাত হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ... মারফূ' হিসেবে।

হাফিয ইরাকী বলেন:

এ হাদীসের সনদে অজ্ঞতা রয়েছে। তাদের কাউকে কাউকে যে সব কিতাবে উল্লেখ করার কথা সে সবের মধ্যে দেখছি না।

আর তার ছাত্র হাইসামী (১০/২৬) বলেন: এটিকে ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন। আর এর সনদের মধ্যে এমন ব্যক্তিগণ রয়েছেন যাদেরকে আমি চিনি না।

সতর্কবাণী: এ হাদীসটি ত্বাবারানীর "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (২২/৩৯৪/৯৭৯) এ সনদে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ সনদ থেকে চারজন বর্ণনাকারীকে উল্লেখ করা হয়নি। এ কারণেই আমি (আলবানী) বন্ধনীর মধ্যে তাদেরকে উল্লেখ করেছি।

١٥٩٢. (الْعِلْمُ فِي قُرَيْشٍ، وَالأَمَانَةُ فِيْ الأَنْصَارِ).

১৫৯২। জ্ঞান হচ্ছে কুরাইশদের মধ্যে আর আমানাত হচ্ছে আনসারদের মাঝে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে হাফিয ইরাকী "মাহাজ্জাতুল কুরবি ইলা মাহাব্বাতিল আরাবে" গ্রন্থে (২৩/১) ত্বারানীর সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনু উসমান ইবনু সালেহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবী হাবীব হতে, তিনি ইবনু জুযউ যুবাইদী হতে (তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হারেস ইবনে জুযউ) মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন: এ সনদটি হাসান। এটিকে ত্বারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করেছেন। আর "আলআওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এভাবে: "আমানাত হচ্ছে আযদীদের মধ্যে", এবং বলেছেন: আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হারেস ইবনু জুযউ হতে ইয়াযীদ ইবনু আবী হাবীব ছাড়া অন্য কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেননি। ইবনু লাহী'য়াহ্ এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি (ইবনু লাহী'য়াহ্) দুর্বল তার মস্তিষ্ক

বিকৃতি ঘটার কারণে। হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী। তার গ্রন্থগুলো পুড়ে যাওয়ার পর তার অবস্থা গোলমেলে হয়ে যায়। ইবনুল মুবারাক ও ইবনু ওয়াহাব কর্তৃক তার থেকে কৃত বর্ণনা সঠিক অন্যদের বর্ণনা থেকে। সহীহ্ মুসলিমের মধ্যে অন্যের সাথে মিলিতভাবে বর্ণনাকারী হিসেবে তার কিছু হাদীস রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: এমতাবস্থায় তার হাদীসকে হাসান আখ্যা দেয়া শিথিলতা প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি তার থেকে তিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন তাহলে ভিন্ন কথা। হাফিয ইবনু হাজার তাদের দু'জনকে উল্লেখ করেছেন আর তৃতীয়জন হচ্ছেন আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইয়াযীদ মুকরী।

এছাড়া বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া ইবনু উসমান ইবনু সালেহের ব্যাপারেও সমালোচনা রয়েছে।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী। তবে তাকে কেউ কেউ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন ...।

হাইসামী সম্ভবত তার শাইখ ইরাকীর অনুসরণ করে "আলমাজমা'" গ্রন্থে (১০/২৫) বলেছেন:

হাদীসটিকে ত্বাবারানী "আলআওসাত" ও "আলকাবীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: এর সনদটি হাসান। আর মানাবীও তার অন্ধ অনুসরণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: সনদের মধ্যে উক্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও কিভাবে এটি হাসান হয়! হাফিয ইরাকী "আলআওসাত" এবং "আলকাবীর" গ্রন্থে হাদীসটির ভাষার ভিন্নতা সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা ঘটেছে ইবনু লাহী'য়াহ্ কর্তৃক। তিনি একবার এ ভাষায় আবার অন্য ভাষায় বর্ণনা করেছেন। যেমনটি ইবনু আবী হাতিম "আলইলাল" গ্রন্থে (২/৩৬৪) উসমান ইবনু সালেহের বর্ণনায় উল্লেখ করে তিনি তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন:

তিনি একমাত্র ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে, তিনি মূসা ইবনু ওরদান হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন।

আমি (আলবানী) বলছি: মূসা ইবনু ওরদানের ব্যাপারেও সমালোচনা রয়েছে। হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন: তাকে ইবনু মা'ঈন দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর আবূ দাউদ তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী কখনও কখনও ভুলকারী।

মোটকথা, হাদীসটি দুর্বল। কারণ এর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ইবনু লাহী'য়াহ্

আর তিনি হচ্ছেন দুর্বল বর্ণনাকারী। এছাড়াও সনদ এবং ভাষা উভয় ক্ষেত্রে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহই বেশী জানেন।

অতঃপর আমি হাদীসটিকে ত্ববারানীর "আলআওসাত" গ্রন্থে (৬৩৭৫) দেখেছি, হাদীসটি (তিন আব্দুল্লার) কোন আব্দুল্লাই- ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে বর্ণনা করেননি। বরং এটি ইবনু লাহী'য়াহ হতে ইমরান ইবনু হারূন রামালী কর্তৃক বর্ণনাকৃত।

১৫৯৩. (الْعَمَائِمُ تِيجَانُ الْعَرَبِ وَالاِحْتِبَاءُ حِيطَانُهَا وَجُلُوسُ الْمُؤْمِنِ فِي الْمَسْجِدِ رِبَاطُهُ).

১৫৯৩। পাগড়ী হচ্ছে আরবদের রাজমুকুট। দু'পা, পেট ও পিঠ সমেত একটি কাপড় জড়িয়ে পরা হচ্ছে আরবদের দেয়াল আর মু'মিন ব্যক্তির মাসজিদে বসা হচ্ছে, অন্য সলাতের জন্য অপেক্ষার মধ্যে নিজেকে আল্লাহর পথে নিয়োজিত রাখা।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (১/৮) মূসা ইবনু ইবরাহীম মারওয়াযী হতে, তিনি মূসা ইবনু জা'ফার হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি 'আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: কোন এক মুহাদ্দিস হাদীসটির টীকায় লিখেছেন (আমার ধারণা তিনি হচ্ছেন ইবনুল মুহিব্ব): হাদীসটি সাকেত।

আমি (আলবানী) বলছি: মূসা মারওয়াযীকে ইয়াহ্ইয়া মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আর দারাকুতনী প্রমুখ বলেন: তিনি মাতরূক।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে কাযা'ঈ ও দায়লামীর "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে 'আলী হতে উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর মানাবী বলেছেন: আমেরী বলেন: এটি গারীব। সাখাবী বলেন: এর সনদ দুর্বল। কারণ, এর সনদে হানযালাহ্ সাদূসী রয়েছেন। হাফিয যাহাবী বলেন: তাকে কাত্তান ত্যাগ করেছেন আর নাসাঈ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। হাদীসটিকে আবূ নু'য়াইমও বর্ণনা করেছেন আর তার থেকে পেয়েছেন দায়লামী। লেখক যদি মূল গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করতেন তাহলে তাই ভালো ছিলো।

আমি (আলবানী) বলছি: কাযা'ঈর সনদে বর্ণনাকারী হানযালাহ্ নেই যেমনটি আপনারা দেখছেন। বাহ্যিক অবস্থা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি তার

কথার দ্বারা আবূ নু'য়াইমের সনদকে উদ্দেশ্য করেছেন। আর তিনি হাদীসটিকে তার "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে বর্ণনা করেননি। তিনি তার অন্য কিতাবে এটিকে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহই বেশী জানেন।

এ অধ্যায়ে আরো হাদীস রয়েছে। সেগুলোর একটি হচ্ছে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে নিম্নের বাক্যে বর্ণিত হাদীস:

"পাগড়ীগুলো হচ্ছে আরবদের রাজমুকুট। তারা যখন পাগড়ীগুলোকে রেখে দেয় তখন তারা তাদের মর্যাদা (ইয্যাতকে) রেখে দেয়।"

এটিকে দায়লামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তার নিকট অন্য ভাষাতেও বর্ণিত হয়েছে:

"পাগড়ীগুলো হচ্ছে মু'মিনের প্রশান্তি আর আরবদের সম্মান। আরবরা যখন তাদের পাগড়ী রেখে দেয় তখন তারা তাদের ইয্যাতকে খুলে ফেলে।"

হাফিয সাখাবী "আলমাকাসিদ" গ্রন্থে (২৯১/৭১৭) বলেন:

সবগুলোই দুর্বল। কোনটি অন্যটির চেয়ে বেশী দুর্বল।

অতঃপর আমি (আলবানী) দায়লামীর ফটো করা কপিতে হাদীসটির সনদ সম্পর্কে অবগত হই। যা থেকে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মানাবীর পূর্বোক্ত কথার মধ্যে সন্দেহ্ সংযুক্ত হয়েছে। এ কারণে এ ব্যাপারে সাবধান করে দেয়াই ভালো। কারণ দায়লামী হাদীসটিকে (২/৩১৫) আবূ নু'য়াইমের সূত্রে আব্দুল মালেক ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি আহমাদ ইবনু সা'ঈদ ইবনু খুশাইম হতে, তিনি হানযালাহ্ সাদূসী হতে, তিনি ত্বাউস হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এখানে ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন মনে করছি:

১। তিনি শুধুমাত্র হানযালাহ্ সাদূসীকেই হাদীসটির সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে মনে হতে পারে যে, হাদীসটি তার নিচের বর্ণনাকারীদের থেকে নিরাপদ, কিন্তু আসলে তা নয়। কারণ বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনু সা'ঈদ ও তার দাদার জীবনী আমার নিকট যেসব গ্রন্থ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে পাচ্ছি না। এ কারণে হতে পারে সমস্যা তাদের দু'জনের একজন থেকে।

২। তার নিকট আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীস থেকে বর্ণিত হয়েছে। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীস হতে বর্ণিত হয়নি।

৩। মানাবী হাদীসটিকে আবূ নু'য়াইমের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। আর যখন কোন গ্রন্থের নাম উল্লেখ না করে শুধুমাত্র এভাবে বলা হয় তখন এর দ্বারা তার "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থকে বুঝানো হয়ে থাকে। এ কারণেই আমি কিছু পূর্বে বলেছি: তিনি "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। আর আবূ নু'য়াইমের নাম হচ্ছে আহমাদ ইবনু আব্দুল্লাহ্ আসবাহানী, যিনি ৪৩০ হিজরীতে মারা যান। আর যে আবূ নু'য়াইমের সাথে দায়লামীর সাক্ষাৎ হয়েছে তিনি হচ্ছেন আব্দুল মালেক ইবনু মুহাম্মাদ, তিনি হচ্ছেন জুরজানী হাফিয। তিনি মারা যান ৩২৩ হিজরীতে। উভয়ের জীবনী "তাযকিরাতুল হুফ্ফায" প্রমুখ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

١٥٩٤. (أَبْلِغُونِي حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَ حَاجَتِهِ ؛ فَمَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا : ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

১৫৯৪। তোমরা আমার নিকট সেই ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তাকে পৌঁছিয়ে দাও যে তার প্রয়োজনীয়তাকে আমার নিকট পৌঁছাতে সক্ষম হয় না। কারণ যে ব্যক্তি শাসকের নিকট সেই ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তাকে পৌঁছিয়ে দেয় যে (নিজে) তা পৌঁছাতে সক্ষম হয় না, আল্লাহ্ তা'য়ালা কিয়ামাতের দিন তার পদযুগলকে পুল সিরাতের উপর স্থিতিশীল রাখবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ 'আলী ইবনুস সাওয়াফ তার "হাদীস" গ্রন্থে (১/৮৫) ইসমা'ঈল ইবনু ইয়াযীদ আসবাহানী হতে, তিনি আলী ইবনু জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদের দাস মু'তাব হতে, তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি হাসান ইবনু 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে, তিনি হুসানই ইবনু 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে, তিনি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এ মু'তাব সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে বলেন: তাকে আযদী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

আর 'আলী ইবনু জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদের অবস্থা অজ্ঞাত। তাকে কেউ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি। ইমাম তিরমিযী তার একটি হাদীস বর্ণনা করে তাকে গারীব আখ্যা দিয়েছেন।

আর ইসমা'ঈল ইবনু ইয়াযীদ আসবাহানীর জীবনী পাচ্ছি না।

‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসের মধ্যে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গুণাবলী বর্ণনা করার ব্যাপারে অন্য একটি সূত্রও রয়েছে। এটি তিরমিযী “আশ্‌শামাইল” গ্রন্থে (৩২৯) বর্ণনা করেছেন। এর সনদটি দুর্বল। যেমনটি আমি তার “মুখতাসার” গ্রন্থে (৬) ব্যাখ্যা প্রদান করেছি।

হাদীসটিকে হাইসামী “আলমাজমা‘” গ্রন্থে (৫/২১০) আবুদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে নিম্নের বাক্যে উল্লেখ করেছেন: ... من أبلغ ذا سلطان

যে ব্যক্তি বাদশার নিকট পৌঁছাবে ...।

অতঃপর বলেছেন: এটিকে বায্‌যার দীর্ঘ হাদীসের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। এর সনদের মধ্যে সা‘ঈদ আলবাররাদ রয়েছেন। তবে অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সা‘ঈদকে আমি চিনি না।

সুয়ূতী হাদীসটিকে তার জামে‘ গ্রন্থে আবুদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে ত্ববারানীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন আর মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন:

লেখক (সুয়ূতী) হাদীসটিকে ত্বাবারানীর উদ্ধৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে দাইলামীর অনুসরণ করেছেন।

সাখাবী বলেন : তা ধারণামাত্র। তার ভাষা ভিন্ন হওয়ার কারণে ...। আর আলোচ্য হাদীসের ভাষাটিকে (আসলে) বাইহাক্বী “আদ্‌দালাইল”গ্রন্থে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। যার সনদের মধ্যে নাম না নেয়া বর্ণনাকারী রয়েছেন। ফলে সঠিক ছিল আলোচ্য হাদীসকে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বাইহাক্বীর উদ্ধৃতি দেয়া। আমি (আলাবনী) বলছি : ত্ববারানী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সনদকে হাইসামী (৮/১৯২) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

১৫৯৫. (يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَادِلٍ، أَفْضَلُ مِنْ عُبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً، وَحَدٌّ يُقَامُ فِي الأَرْضِ بِحَقِّهِ، أَزْكَى فِيهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ عَامًا).

১৫৯৫। ন্যায়পরায়ন ইমামের একদিন ষাট বছর ইবাদাত করার চেয়েও উত্তম। আর যমীনের মধ্যে যদি হক্ব পন্থায় একটি শাস্তি বাস্তবায়ন করা হয় তা যমীনের মধ্যে বেশী পবিত্র চল্লিশ বছর বৃষ্টির চেয়েও।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্ববারানী “আলমু‘জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/১৪০/২) সা‘দ আবী গায়লান শাইবানী হতে, তিনি আফ্‌ফান ইবনু জুবায়ের ত্বাঈ হতে, তিনি আবূ হুরাইয আযদী হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনু

আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির সনদ এবং ভাষা উভয়েরই জা'ফার ইবনু আউন বিরোধিতা করে বলেছেন: তিনি আফ্ফান ইবনু জুবায়ের ত্বাঈ হতে, তিনি ইকরিমা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি সনদ হতে আবূ হুরাইযকে ফেলে দিয়েছেন। আর ভাষার মধ্যে "বছরের" স্থলে "সকাল" ব্যবহার করেছেন।

এটিকে ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে (৪৯০১) ও "মাজমা'উল বাহ্রাইন" গ্রন্থে (১/১৯৪/১) উল্লেখ করে বলেছেন:

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে হাদীসটিকে একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটি আমার নিকট দুর্বল। কারণ এর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আবূ হুরাইয আযদী, যার নাম আব্দুল্লাহ্ ইবনু হুসাইন। হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী ভুলকারী।

আর আফ্ফান ইবনু জুবায়ের ত্বাঈকে ইবনু আবী হাতিম "আলজারহু অত্তা'দীল" গ্রন্থে (৩/২/৩০) আবূ গায়লান শাইবানী ও জা'ফার ইবনু আউনের বর্ণনায় উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি। অতএব তার অবস্থা মাজহূল।

আর সা'দ আবূ গায়লান শাইবানীকে তিনি (২/১/৯৯) নাসাব (বংশ পরিচয়) বর্ণনা করা ছাড়া এভাবেই উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি। তিনি এর পূর্বে তাকে 'ত্ব অধ্যায়ে' উল্লেখ করে তিনি তার নাম বলেছেন: ত্বালেব। আর তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন: তিনি ভালো শাইখ, তার হাদীসের মধ্যে কারুকার্য করা হয়েছে।

আবূ যুর'য়াহ্ বলেন: তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই।

হাইসামীর নিকট এ বিষয়টি লুক্কায়িতই রয়ে গেছে এ কারণে তিনি তাকে চিনেন নি। তিনি হাদীসটিকে "আলমাজমা'" গ্রন্থে (৫/১৯৭) প্রথম বাক্যে "আমান" শব্দে উল্লেখ করে বলেছেন: এটিকে ত্ববারানী "আলকাবীর" ও "আলআওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর এর সনদের মধ্যে আবূ গাইলান শাইবানী রয়েছেন, আমি তাকে চিনি না। আর অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী।

আমি (আলবানী) বলছি: তার এ ব্যাখ্যায় কয়েকভাবে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে:

১। "আলকাবীর" এবং "আলআওসাত" গ্রন্থের ভাষা পরস্পর বিরোধী।

২। "আলকাবীর" গ্রন্থের সনদের মধ্যেও আবূ গাইলান রয়েছেন। আর "আলআওসাত" গ্রন্থে জা'ফার ইবনু আউন তার মুতাবা'য়াত করেছেন তিনি তার চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য। এর দ্বারা বুখারী ও মুসলিম দলীল গ্রহণ করেছেন।

৩। আবূ গাইলান পরিচিত। সম্ভবত হাইসামীর নিকট লুক্কায়িতই রয়ে গেছে যে, ইবনু আবী হাতিম অন্যত্র তাকে উল্লেখ করে তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়ার বিবরণ দিয়েছেন।

মুনযেরী "আত্তারগীব" গ্রন্থে (৩/১৩৫) হাদীসটি "আলকাবীর" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন তবে তিনি "বছরের" স্থলে "সকাল" ব্যবহার করে বলেছেন:

এটিকে ত্ববারানী "আলকাবীর" ও "আলআওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদটি হাসান।

তার এ কথায় শিথিলতা প্রদর্শন করা হয়েছে। যদিও হাফিয ইরাকী তার অনুসরণ করেছেন।

হাদীসটিকে গাযালী "আলইয়াহ্ইয়া" গ্রন্থে নিম্নের বাক্যে উল্লেখ করেছেন:

(ليوم من سطان عادل أفضل من عبادة سبعين سنة).

"ন্যায়পরায়ন বাদশার একদিন সত্তর বছরের ইবাদাতের চেয়েও উত্তম।"

অতঃপর ইরাকী "তাখরীজুল ইয়াহ্ইয়া" গ্রন্থে (১/১৫৫) বলেছেন: এটিকে ত্ববারানী আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস হতে ভালো সনদে বর্ণনা করেছেন (ষাট বছর) উল্লেখ করে।

١٥٩٦. (فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى غَيْرِهِ، كَفَضْلِ النَّبِيِّ عَلَى أُمَّتِهِ).

১৫৯৬। আলেমের ফাযীলাত অন্যের উপরে সেরূপ যেরূপ নাবীর ফাযীলাত তাঁর উম্মাতের উপরে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে খাতীব "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (৮/১০৭) আবূ আব্দুল্লাহ্ হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী হতে, তিনি আবুল ফাত্হ মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আযদী হাফিয হতে, তিনি আবূ ত্বলহাহ্ অসাবেসী হতে, তিনি নাস্র ইবনু 'আলী জাহযামী হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু হারূন হতে, তিনি আলআওয়াম ইবনু হাওশাব হতে, তিনি সুলাইমান ইবনু আবী সালামাহ্ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি

বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন বানোয়াট। এর মধ্যে কয়েকটি সমস্যা রয়েছে:

১। এ সুলাইমান সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তাকে চেনা যায় না। তার থেকে আওয়াম ইবনু হাওশাব এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

২। আবূ ত্বলহাহ্ অসাবেসীকে আমি চিনি না।

৩। আবুল ফাত্হ আযদীর হেফযের ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে।

৪। বর্ণনাকারী আবূ আব্দুল্লাহ্ হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ হচ্ছেন সাইরাফী, তিনি ইবনুল বাযরী নামে পরিচিত। খাতীব বলেন:

আবুল ফাত্হ মিসরী আমাকে বলেন: চারজন ছাড়া যেসব শাইখদের ব্যাপারে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষ রয়েছে বাগদাদে তাদের থেকে আমি লিখিনি। আর তাদের মধ্যে হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ বাযরী রয়েছেন।

সূরী বলেন: তিনি মিসরে ধর্মীয় ব্যাপারে অসৎতা এবং ফাসাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করার ক্ষেত্রে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

হাফিয যাহাবী বলেন: তিনি মিথ্যুক।

হাদীসটিকে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে তবে এতে (غيره) এর স্থলে 'আবেদ' (عابد)উল্লেখ করা হয়েছে।

এটিকে ইবনু আব্দুল বার "জামে'উ বায়ানিল ইল্ম" গ্রন্থে (১/২১) মুহাম্মাদ ইবনুল ফায্ল ইবনে আতিয়্যাহ্ সূত্রে যায়েদ আলআম্মী হতে, তিনি জা'ফার আবাদী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি একেবারেই দুর্বল। যায়েদ আম্মী দুর্বল। আর মুহাম্মাদ ইবনুল ফায্লও মিথ্যুক।

আর জা'ফার আবাদী হচ্ছেন জা'ফার ইবনু যায়েদ আবাদী। ইবনু আবী হাতিম (১/১/৪৮০) বলেন:

তার থেকে সালেহ্ মির্‌রী, সালাম ইবনু মিসকীন ও হাম্মাদ ইবনু যায়েদ বর্ণনা করেছেন। আমার পিতা তার সম্পর্কে বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য।

আমি (আলবানী) বলছি: বাহ্যিক অবস্থা এই যে, তিনি আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে শ্রবণ করেননি। অতএব এটি মুনকাতি'।

١٥٩٧. (فُضِّلْتُ عَلَى النَّاسِ بِأَرْبَعٍ : بِالسَّخَاءِ، وَالشَّجَاعَةِ، وَكَثْرَةِ الْجِمَاعِ،

وَشِدَّةِ الْبَطْشِ).

১৫৯৭। চারটি বস্তুর দ্বারা আমাকে লোকেদের উপরে ফাযীলাত দেয়া হয়েছে: বদান্যতা, বাহাদুরী, অধিক পরিমাণে সহবাস ও কঠোর পাকড়াও।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটিকে খাতীব "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (৮/৬৯-৭০) ইসমা'ঈলী সূত্রে আর এটি তার "মু'জাম" গ্রন্থে (১/৮৪) হুসাইন ইবনু 'আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু মুস'য়াব নাখ'ঈ আবূ 'আলী হতে বাগদাদে, তিনি আব্বাস ইবনুল অলীদ খাল্লাল হতে, তিনি মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি সা'ঈদ হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

তিনি এটিকে হুসাইনের জীবনীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

হাফিয যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন: তাকে দীর্ঘায়ু দেয়া হয়েছিল এবং তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। তার উপর নির্ভর করা যায় না। তিনি বাতিল হাদীস নিয়ে এসেছেন।

অতঃপর তিনি এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার নিম্নের ভাষায় তার সমালোচনা করেছেন:

এ হাদীসের ব্যাপারে এ ব্যক্তির কোন দোষ নেই। বাহ্যিক অবস্থা এই যে, দুর্বলতা এসেছে সা'ঈদের দিক থেকে। তিনি হচ্ছেন ইবনু বাশীর।

আমি (আলবানী) বলছি: হাফিয ইবনু হাজারের কথাকে শক্তিশালী করছে যে, এ ব্যক্তি হাদীসটিকে এককভাবে বর্ণনা করেননি। ত্ববারানী "আলমু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (৬৯৫৯) ও "মুসনাদুশ শামে'ঈন" গ্রন্থে (পৃ ৫০২) মুহাম্মাদ ইবনু হারূন হতে, তিনি আব্বাস ইবনুল অলীদ খাল্লাল হতে বর্ণনা করেছেন।

আর এ মুহাম্মাদ হচ্ছেন ইবনু হারূন ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু বাক্কার ইবনু বিলাল দেমাস্কী। তার জীবনী পাচ্ছি না। তিনি "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে বর্ণিত ইবনু আসাকিরের শর্তানুযায়ী বর্ণনাকারী। আমার নিকট প্রকাশ পাচ্ছে যে, তিনি নির্ভরযোগ্য। কারণ ত্ববারানী তার থেকে "আলআওসাত" গ্রন্থে (৬৯২৫-৬৯৬৫) প্রায় চল্লিশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ অধিক সংখ্যক বর্ণনা করা তার নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণ বহন করছে। আর তিনি হচ্ছেন ইসমা'ঈলির শাইখ হুসাইনের শক্তিশালী মুতাবা'য়াতকারী।

١٥٩٨. (كَانَ يَكْرَهُ الْكَيَّ، وَالطَّعَامَ الحَارَّ، وَيَقُولُ : عَلَيْكُمْ بِالْبَارِدِ فَإِنَّهُ ذُو بَرَكَةٍ، أَلاَ وَإِنَّ الحَارَّ لاَ بَرَكَةَ فِيهِ، وَكَانَتْ لَهُ مِكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا عِنْدَ النَّوْمِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا).

১৫৯৮। তিনি ছ্যাক লাগানো এবং গরম খাদ্যকে অপছন্দ করে বলতেন: তোমরা ঠাণ্ডাকে গ্রহণ কর, কারণ ঠাণ্ডা (খাদ্য) হচ্ছে বরকতধারী। সাবধান, গরমের মধ্যে কোনই বরকত নেই। তার একটি সুরমাদানী ছিলো তিনি তা থেকে ঘুমের সময় (প্রত্যেক চোখে) তিন তিনবার করে সুরমা ব্যবহার করতেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৮/২৫২) আব্দুল্লাহ্ ইবনু খুবায়েক সূত্রে ইউসুফ ইবনু আসবাত হতে, তিনি আরযামী হতে, তিনি সাফওয়ান ইবনু সুলাইম হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আবূ নু'য়াইম বলেন: সাফওয়ানের হাদীস হতে এটি গারীব। এটিকে একমাত্র ইউসুফের হাদীস হতেই লিখেছি।

আমি (আলবানী) বলছি: তার মন্দ হেফযের কারণে তিনি দুর্বল। আর তার শাইখ আরযামী তার থেকেও বেশী দুর্বল। তার নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ আরযামী।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি মাতরূক।

আর ইবনু আবী হাতিম আব্দুল্লাহ্ ইবনু খুবায়েকের জীবনী (২/২/৪৬) আলোচনা করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি।

١٥٩٩. (لَوْ كَانَ جُرَيْجٌ الرَّاهِبُ فَقِيهًا عَالِمًا، لَعَلِمَ أَنَّ إِجَابَةَ أُمِّهِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ).

১৫৯৯। জুরায়েয আররাহেব যদি ফাকীহ্ আলেম হতেন তাহলে তিনি অবশ্যই জানতেন যে, তার মায়ের ডাকে সাড়া দেয়া বেশী উত্তম তার প্রতিপালকের এবাদাতের চেয়ে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে খাতীব "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (১৩/৩-৪) আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস ইবনে মূসা কুরাশী হতে, তিনি হাকাম ইবনুর রাইয়্যান

ইয়াশকূরী হতে, তিনি লাইস ইবনু সা'দ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু হাওশাব ফিহ্রী হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি: ...।

খাতীব বলেন: হাদীসটিকে ইবরাহীম ইবনুল মুসতামির আরূকী ও মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন হুনাইনী হাকাম ইবনু রাইয়্যান হতে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

আর হাদীসটিকে হাসান ইবনু সুফইয়ান তার "মুসনাদ" গ্রন্থে আর তিরমিযী "আন্নাওয়াদির" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইবনু মান্দাহ্ বলেন: হাদীসটি গারীব। হাকাম ইবনু রাইয়্যান এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আজব ব্যাপার এই যে, দোষী-নির্দোষী ব্যাখ্যাদানকারী গ্রন্থগুলো এ বর্ণনাকারী হাকামকে উল্লেখ করেননি। এমনকি ইবনু আবী হাতিম তার "আলজারহু অত্‌তা'দীল" গ্রন্থেও উল্লেখ করেননি। ইয়াযীদ ইবনু হাওশাব এবং তার পিতার অবস্থাও তার মতই। কারণ তাদেরকে একমাত্র এ হাদীসের মধ্যেই চেনা যায়। আর এ কারণেই মানাবী বলেছেন:

বাইহাক্বী বলেন: এ সনদটি মাজহূল। আর হাফিয যাহাবী "আস্‌সহাবাহ্" গ্রন্থে বলেন: এটি মাজহূল। এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস কুরাশী কুদায়মী রয়েছেন, ইবনু আদী তার সম্পর্কে বলেন: তিনি জাল করার দোষে দোষী।

আমি (আলবানী) বলছি: কিন্তু তিনি এককভাবে বর্ণনা করেননি। বরং দু'জন তার মুতাবা'য়াত করেছেন যেমনটি পূর্বে খাতীবের উদ্ধৃতিতে আলোচিত হয়েছে। হাদীসটির সমস্যা তার শাইখ অথবা লাইসের অপরিচিত শাইখদের থেকেই এসেছে। আল্লাহ্ই বেশী জানেন।

অতঃপর আমার নিকট হাদীসটি যেন বানোয়াট। কারণ ফাকীহ্দের কথার সাথে এটির সাদৃশ্য রয়েছে। এর আসল অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহই বেশী জানেন।

١٦٠٠. (لَيْسَ فِي الأَرْضِ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ ثَلاَثَةُ أَشْيَاءَ : غَرْسُ الْعَجْوَةِ , وَأَوَاقٍ تَنْزِلُ فِي الْفُرَاتِ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ بَرَكَةِ الْجَنَّةِ , وَالْحَجَرُ).

১৬০০। যমীনে জান্নাতের মাত্র তিনটি বস্তু রয়েছে: আজওয়া বৃক্ষ, জান্নাতের বরকত থেকে প্রতিদিন ফুরাত নদীতে স্বর্ণ নাযিল হওয়া এবং পাথর (হাজারু আসওয়াদ)।

হাদীসটি দুর্বল। [কিন্তু তিনি (আলবানী) দুর্বল বলা থেকে ফিরে এসে পরবর্তীতে "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (৩১১১) হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন।]

হাদীসটিকে খাতীব বাগদাদী "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (১/৫৫) কাযী আবূ উমার কাসেম ইবনু জা'ফার ইবনু আব্দুল অহিদ হাশেমী হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আহমাদ খাতলী হতে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী বালখী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আবান হতে, তিনি আবূ মু'য়াবিয়্যাহ্ হতে, তিনি হাসান ইবনু সালেম ইবনু আবী জা'দ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি গারীব। তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তাদের মধ্যে দু'জন ছাড়া অন্যদের অবস্থার ব্যাপারে দৃষ্টি দেয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই:

১। হাসান ইবনু সালেম। ইবনু আবী হাতিম ছাড়া অন্য কেউ তাকে উল্লেখ করেছেন বলে দেখি না। ইবনু মা'ঈন হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন: তিনি সালেহ্ (ভালো)।

২। মুহাম্মাদ ইবনু আবান। তিনি হচ্ছেন বালখী। এ নামে দু'জন রয়েছেন তারা উভয়েই একই স্তরের:

ক। মুহাম্মাদ ইবনু আবান ইবনু অযীর বালখী। তিনি নির্ভরযোগ্য বুখারীর বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

খ। মুহাম্মাদ ইবনু আবান ইবনু 'আলী বালখী। এর অবস্থা অস্পষ্ট যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন। সম্ভবত ইনিই এ গারীব হাদীসের সমস্যা। কারণ আমার নিকট অদ্যাবধি স্পষ্ট হয়নি ইনি তাদের দু'জনের কে? আর কোন ব্যক্তিকে দেখছি না তিনি হাদীসটির সমস্যাকে স্পষ্ট করেছেন। মানাবী দৃঢ়তার সাথে "আত্তায়সীর" গ্রন্থে হাদীসটির সনদকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। সম্ভবত আমি যা উল্লেখ করেছি এ সব কারণেই।

মুহাম্মাদ ইবনু আবানের নিচের তিনজন বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। "আত্তারীখ" গ্রন্থে তাদের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে।

আমি আলোচ্য হাদীসটির প্রথম অংশটুকুকে প্রত্যাখ্যান করেছি, কারণ এর মধ্যে (তিনটি বস্তু ছাড়া) দুনিয়াতে জান্নাতী অন্য কিছু না থাকার কথা বলা হয়েছে অথচ সহীহ্ হাদীসের মধ্যে সাব্যস্ত হয়েছে:

"সায়হান, জায়হান, ফুরাত ও নীল এ সবগুলো জান্নাতী নদী।" এটিকে ইমাম মুসলিম (২৮৩৯) ও "আহমাদ (৭৮২৬) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। এটিকে আমি "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (১০০) উল্লেখ করেছি।

এছাড়া অন্য হাদীসের মধ্যে রসূল (ﷺ) বলেছেন: "হাজরে আসওয়াদ হচ্ছে জান্নাত হতে।" আর "আজওয়া হচ্ছে জান্নাত হতে।" ["সহীহ্ তিরমিযী" (২০৬৬)] আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রমুখ সহাবী হতে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে এগুলো বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু ফুরাত নদীতে জান্নাত থেকে বরকত নাযিল হওয়া মর্মে বর্ণিত হাদীসের কোন শাহেদ পাচ্ছি না। একমাত্র খাতীব কর্তৃক বর্ণনাকৃত নিম্নোক্ত হাদীস ছাড়া, তিনি রাবী' ইবনু বাদ্‌র সূত্রে আ'মাশ হতে, তিনি শাকীক হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন:

"প্রতিদিন ফুরাত নদীতে জান্নাতী বরকতের কতিপয় মিসকাল নাযিল হয়।"

কিন্তু এ হাদীসটি খুবই দুর্বল। কারণ এ রাবী' ইবনু বাদ্‌র মাতরূক। তার থেকে ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে যেটিকে (১৪৩৮) নম্বরে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

[কিন্তু তিনি (আলবানী) দুর্বল বলা থেকে ফিরে এসে পরবর্তীতে "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (৩১১১) হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন।

١٦٠١. (سِحَاقُ النِّسَاءِ زِنًا بَيْنَهُنَّ).

১৬০১। নারীদের পরস্পরের মধ্যে সমকামিতা হচ্ছে তাদের মাঝে যেনা।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে হায়সাম ইবনু খালাফ দাওরী "যাম্মুল লাওয়াত" গ্রন্থে (২/১৬০), ইবনু আদী (ক্বাফ ২/২৯০) ও ইবনুল জাওযী "যাম্মুল হাওয়া" গ্রন্থে (পৃ ২০০) আম্বাসা ইবনু আব্দুর রহমান কুরাশী হতে, তিনি 'আলা হতে, তিনি মাকহূল হতে, তিনি অসিলাহ্ ইবনুল আসকা' হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি একেবারে দুর্বল। এ আম্বাসা জাল করার দোষে দোষী। সুলাইমান ইবনুল হাকাম ইবনু আওয়ানাহ্ 'আলা ইবনু কাসীর হতে, তিনি মাকহূল হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তার মুতাবা'য়াত করেছেন।

এটিকে খাতীব (৩০/৯০) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ সুলাইমান সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন: তিনি কিছুই না। নাসাঈ বলেন: তিনি মাতরূক।

এছাড়া 'আলী ইবনু কাসীর তার চেয়ে উত্তম নয়। আবূ যুর'য়াহ্ বলেন: তিনি য'ঈফুল হাদীস, ওয়াহিউল হাদীস। তিনি মাকহূল সূত্রে অসিলাহ্ হতে কতিপয় মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী।

আবূ হাতিম বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস। দুর্বল হওয়ার দিক থেকে তিনি আব্দুল কুদ্দূস ইবনু হাবীব ও উমার ইবনু মূসা ওয়াজীহীর মতই।

আমি (আলবানী) বলছি: শেষের এ দু'জন মিথ্যুক। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী।

আবূ আইউব ইবনু মুদরিক তার মুতাবা'য়াত করেছেন। কিন্তু তিনি মাতরূক। তার হাদীসের মধ্যে হাদীসটির প্রথমে বেশী রয়েছে। তার ভাষাটি পরে উল্লেখ করা হবে। আর বাক্কার ইবনু তামীম তার মুতাবা'য়াত করেছেন। আর তার থেকে বিশ্র ইবনু আউন বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে অপরিচিত। তাদের দু'জনের ভাষা বেশি পরিপূর্ণ যেমনটি আসবে।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে দু'টি স্থানে অসিলাহ্ হতে ত্বাবারানীর "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। আর তার ভাষ্যকার মানাবী বলেছেন:

হাইসামী বলেন: তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

কিন্তু হাফিয যাহাবী "আলকাবায়ের" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন: বর্ণনা করা হয়ে থাকে, অতঃপর বলেছেন: এ সনদটি দুর্বল।

সুয়ূতী প্রথম স্থানে উল্লেখিত হাদীসের ভাষা (سحاق ...) এভাবে বর্ণনা করেছেন আর দ্বিতীয় স্থানে আলিফ লাম সহকারে (السحاق ...) এভাবে বর্ণনা করেছেন। এ আলিফ লাম সহকারে বাক্যটি হচ্ছে ত্বাবারানী কর্তৃক বর্ণনাকৃত। আর প্রথম বাক্যটি তার নিকটে নেই। সেটি আবূ ই'য়ালা প্রমুখের নিকট রয়েছে। এটি আবূ ই'য়ালার "মুসনাদ" গ্রন্থে (৪/১৮০৬-৭৪৯১) বাকিয়্যাহ্ ইবনুল অলীদ সূত্রে উসমান ইবনু আব্দুর রহমান কুরাশী হতে, তিনি আম্বাসা ইবনু সা'ঈদ কুরাশী হতে, তিনি মাকহূল হতে বর্ণনা করেছেন।

হাইসামী হাদীসটিকে (৬/২৫৬) দু'ভাষাতেই উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

আর শাইখ সিলাফী তার সমালোচনা করে ত্বাবারানীর টীকায় বলেছেন:

কিভাবে তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য যাদের মধ্যে উসমান ইবনু

আব্দুর রহমান অকাসী রয়েছেন যিনি মাতরূক এবং যাকে ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আর আম্বাসা হচ্ছেন দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: এ উসমান অকাসী নন। বরং ইনি হচ্ছেন হার্‌রানী, ত্বরাইফী নামে পরিচিত। কারণ এ ব্যক্তিই আম্বাসা ইবনু সা'ঈদ কুরাশী হতে আর তার থেকে বাকিয়্যাহ্ বর্ণনা করেন। যেমনটি হাফিয মিয্‌যীর "তাহ্‌যীব" গ্রন্থে এসেছে।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন:

উসমান ত্বরাইফী সত্যবাদী, তবে তার অধিকাংশ বর্ণনা দুর্বল এবং মাজহূল (অপরিচিত) বর্ণনাকারীদের থেকে। এ কারণে তাকে দুর্বল আখ্যা দেয়া হয়েছে। এমনকি তাকে ইবনু নুমায়ের মিথ্যা বলার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। আর ইবনু মা'ঈন তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

আর আম্বাসা ইবনু সা'ঈদ হচ্ছেন কুরাশী তিনি নির্ভরযোগ্য। শাইখ সিলাফী তাকে কাত্তান অসেতী সন্দেহ করে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। অতএব হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে বাকিয়্যাহ্ এবং মাকহূল কর্তৃক আন্‌আন করে বর্ণনাকৃত হওয়া।

আর এ উসমান যে ওকাসী নয় তার প্রমাণ এই যে, অকাসী মাকহূল হতে সরাসরি বর্ণনা করেন। আর ত্বরাইফী মাকহূল হতে আম্বাসার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি ইবনু হিব্বানের "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে এসেছে।

١٦٠٢. (لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَغْنِيَ النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، وَالرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالسِّحَاقُ زِنَا النِّسَاءِ فِيمَا بَيْنَهُنَّ).

১৬০২। দুনিয়া ধ্বংস হবে না যে পর্যন্ত না নারীরা নারীদের দ্বারাই নিজেদের (যৌবিক) প্রয়োজন মিটাবে আর পুরুষরা পুরুষদের দ্বারা নিজেদের (যৌবিক) প্রয়োজন মিটাবে। আর নারীদের পরস্পরের মধ্যে সমকামিতা হচ্ছে তাদের মাঝে যেনা।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/১৮৪), আবুল কাসেম হামাদানী "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/২০৭/১) ও ইবনু আসাকির "আত্‌তারীখ" গ্রন্থে (৩/১৪২/২) আইউব ইবনু মুদরিক সূত্রে মাকহূল হতে, তিনি অসিলাহ্ ইবনুল আসকা' হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ আইউবের দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে

ঐকমত্য। বরং ইবনু মা'ঈন বলেন: তিনি মিথ্যুক।

আবূ হাতিম ও নাসাঈ বলেন: তিনি মাতরূক।

ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি মাকহূল হতে একটি বানোয়াট কপি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: বিশ্‌র ইবনু আউন শামী তার মুতাবা'য়াত করেছেন বাক্কার ইবনু তামীম হতে, তিনি মাকহূল হতে।

এটিকে ইবনু হিব্বান "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে (১/১৯০) বর্ণনা করে বলেছেন: বিশরের একটি কপিতে ছয়শতটি হাদীস রয়েছে। সেগুলোর সবগুলোই বানোয়াট। সেগুলোর মধ্যে এটিও একটি।

সুয়ূতী "যাইলুল মাওযূ'য়াত" গ্রন্থে (পৃ ১৫০/৭৪৯ নং) তার কথাকে সমর্থন করেছেন। 'আলা ইবনু কাসীরও সংক্ষিপ্ত হাদীসটির ব্যাপারে তার মুতাবা'য়াত করেছেন তবে সেটিও সহীহ্ নয়। যেমনটি পূর্বোক্ত হাদীসের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

١٦٠٣. (لَوْ مَرَّتِ الصَّدَقَةُ عَلَى يَدَيْ مِائَةٍ لَكَانَ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ الْمُبْتَدِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً).

১৬০৩। সাদাকাহ্ যদি একশত ব্যক্তির হাতে যায় তাহলে তাদের জন্য সে পরিমাণই সাওয়াব হবে যে পরিমাণ প্রথমে শুরুকারী ব্যক্তির হবে, তার সাওয়াবের মধ্যে সামান্যতম ঘাটতি ছাড়াই।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে খাতীব (৭/১৩১) বাশীর ইবনু যিয়াদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু সা'ঈদ মাকবূরী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। আব্দুল্লাহ্ ইবনু সা'ঈদ মাকবুরী সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তাকে মুহাদ্দিসগণ পরিত্যাগ করেছেন। আর বাশীর ইবনু যিয়াদ হচ্ছেন মুনকারুল হাদীস। একে ত্যাগ করা হয়নি।

١٦٠٤. (لَمُعَالَجَةُ مَلَكِ الْمَوْتِ أَشَدُّ مِنْ أَلْفِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ).

১৬০৪। মালাকুল মাওতের কর্ম (আত্মাকে বের করা) অবশ্যই তরবারীর দ্বারা এক হাজারবার আঘাতের চেয়েও বেশী কঠিন (কষ্ট দায়ক)।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে খাতীব (৩/২৫২) আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবনু কাসেম বালখী সূত্রে আবূ আম্‌র উবুল্লী হতে, তিনি কাসীর হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু কাসেম, তিনি হচ্ছেন ত্বলাকানী, তিনি হাদীস জাল করতেন যেমনটি হাকিম প্রমুখ বলেছেন।

আর কাসীর হচ্ছেন ইবনু আব্দুল্লাহ্ উবুল্লী, তিনি মাতরূক। আর আবূ আম্‌র উবুল্লীকে আমি চিনি না।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী "আলমওযূ'য়াত" গ্রন্থে খাতীবের সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন:

হাদীসটি সহীহ্ নয়। বর্ণনাকারী কাসীর মাতরূক। আর মুহাম্মাদ ইবনু কাসেম হাদীস জাল করতেন। এটিকে হাসান হতে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

আমি (আলবানী) বলছি: ইবনুল মুবারাক "আয্‌যুহ্দ" গ্রন্থে হাদীসটিকে হুরাইস ইবনুস সায়েব আসাদী হতে, তিনি হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুকে, মৃত্যুর চিন্তা, মুত্যুর বিপদ এবং মৃত্যুর লজ্জাকে (অপমানকে) স্মরণ করলেন অতঃপর বললেন: তরবারীর দ্বারা তিনশতবার প্রহার করার ন্যায়"। এটিকে সুয়ূতী "আললাআলী" গ্রন্থে (২/৪১৬) উল্লেখ করেছেন।

এটির সনদটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও দুর্বল। বর্ণনাকারী হুরাইস দুর্বল হওয়ার কারণে।

এর চেয়ে আরো বেশী দুর্বল সেটি যেটিকেও সুয়ূতী হারেস কর্তৃক তার "মুসনাদ" গ্রন্থের বর্ণনায় হাসান ইবনু কুতাইবাহ্ হতে, তিনি আব্দুল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদ হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আসলাম হতে, তিনি আতা ইবনু ইয়াসার হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"মালাকুল মাওতের কর্ম (আত্মা কবয করা) তরবারীর দ্বারা এক হাজারবার আঘাতের চেয়েও কঠিন।"

এটিকে তিনি আলোচ্য হাদীসের শাহেদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটি শাহেদ হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ এটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও খুবই দুর্বল।

কারণ হাসান ইবনু কুতাইবাহ্ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তিনি হালেক।

١٦٠٥. (اتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً ومُوسى نَجِيّاً واتَّخَذَنِي حَبِيباً ثُمَّ قَالَ: وعِزَّتِي وجَلالِي لأُوثِرَنَّ حَبِيبِي عَلَى خَلِيلِيْ ونَجِيِّي).

১৬০৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা ইব্রাহীমকে খালীল (একান্ত বন্ধু), মূসাকে নাজী (নাজাত লাভকারী) আর আমাকে হাবীব (প্রিয় বন্ধু) বানিয়েছেন। অতঃপর বলেছেন: আমার ইয্যাত ও মর্যাদার শপথ আমি আমার প্রিয় বন্ধুকে একান্ত বন্ধু আর নাজীর উপরে অগ্রাধিকার দিব।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে অহেদী "আসবাবুন নুযূল" গ্রন্থে (পৃ ১৩৬) ও দাইলামী (১/১/৮৪) মাসলামাহ্ সূত্রে যায়েদ ইবনু অকেদ হতে, তিনি কাসেম ইবনু নুজায়েদ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারী কাসেম ইবনু নুযায়েদের জীবনী পাচ্ছি না।

আর মাসলামাহ্ হচ্ছেন ইবনু আলী খুশানী, তিনি সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। তাকে একদল (মুহাদ্দিস) ত্যাগ করেছেন। হাকিম বলেন: তিনি আওযা'ঈ ও যুবাইদী হতে কতিপয় মুনকার এবং বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেন।

হাদীসটিকে বাইহাক্বী "কিতাবুল বা'স" গ্রন্থে, হাকীম, দাইলামী ও ইবনু আসাকির এ সূত্রেই বর্ণনা করেছেন আর বাইহাক্বী এটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর মানাবী বলেছেন:

ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে বানোয়াট হিসেবে হুকুম লাগিয়ে বলেছেন: মাসলামাহ্ খুশানী এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন আর তিনি হচ্ছেন মাতরূক। (মানাবী বলেন:) শুধুমাত্র দুর্বলতা অথবা মাতরূক হওয়া হাদীসটি বানোয়াট হওয়াকে অপরিহার্য করে না।

আমি (আলবানী) বলছি: হাকিম শিথিলতা প্রদর্শনকারী হলেও তিনি মাসলামাকে জাল করার দোষে দোষী করেছেন। অতএব ইবনুল জাওযী কর্তৃক হাদীসটিকে বানোয়াট আখ্যা দেয়া দূরবর্তী কিছু নয়।

١٦٠٦. (كَانَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا لَبِسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ).

১৬০৬। তিনি যখন নতুন কাপড় গ্রহণ করতেন তখন তিনি জুম'আর দিনে তা পরিধান করতেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আবুশ শাইখ "আখলাকুন্নাবী" (পৃ ২৭৬) ও "আত্‌ত্ববাকাত" গ্রন্থে (২৫), আবূ উসমান নুজায়রামী "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/৩৩) ও বাগাবী "শারহুস সুন্নাহ্" (২/২৪) আবূ বাক্‌র আব্দুল কুদ্দূস ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ্ খুযা'ঈ হতে, তিনি আম্বাসাহ্ ইবনু আব্দুর রহমান হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবুল আসওয়াদ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

বাগাবী বলেন:

এ আম্বাসাহ্ দুর্বল বর্ণনাকারী।

আমি (আলবানী) বলছি: বরং তিনি মিথ্যুক, হাদীস জালকারী। তিনি হচ্ছেন কুরাশী।

তার সূত্র হতেই খাতীব "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (৪/১৩৭), আর তার থেকে ইবনুল জাওযী "আলইলাল" গ্রন্থে (২/১৯৩) দাউদ ইবনু বাক্‌র সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ্ আনসারী হতে, তিনি আম্বাসাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী বলেন: হাদীসটি সহীহ্ নয় আর আম্বাসা ত্রুটিযুক্ত। ইবনু হিব্বান বলেন: বর্ণনাকারী আনসারী নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে এমন সব হাদীস বর্ণনা করেন যেগুলো তাদের হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আমি (আলবানী) বলছি: এ আনসারী হচ্ছেন খাযরাজী।

ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে "আলমাওযূ'য়াত" গ্রন্থে উল্লেখ না করে "আলইলাল" গ্রন্থে উল্লেখ করার দ্বারা শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। অথচ এর সনদের মধ্যে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী এবং জালকারী রয়েছেন। আর মানাবী তার চেয়েও বেশী শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি "আত্‌তায়সীর" গ্রন্থে শুধুমাত্র বলেছেন: সনদটি দুর্বল।

١٦٠٧. (وَيْحَكَ يَا ثَعْلَبَةُ، قَلِيلٌ تُؤَدِّي شُكْرَهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ لا تُطِيقُهُ، أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِثْلَ نَبِيِّ اللّٰهِ ؟ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ شِئْتُ أَنْ تَسِيلَ مَعِيَ الْجِبَالُ فِضَّةً وَذَهَبًا لَسَالَتْ).

১৬০৭। হে সা'লাবাহ্! তোমার ধ্বংস হোক। কম পরিমাণ সম্পদ তুমি যার শুকরিয়া আদায় করো, তা বেশী কল্যাণকর বেশী সম্পদ থেকে যা তুমি বহন করতে সক্ষম নও (যার তুমি শুকরিয়া আদায় করতে সক্ষম নও)। তুমি কি চাও না যে তুমি আল্লাহর নাবীর মত হও? সেই সত্ত্বার

কসম যাঁর হাতে আমার আত্মা, আমি যদি চাইতাম আমার সাথে রৌপ্য রূপা আর স্বর্ণের পাহাড় প্রবাহিত হোক তাহলে তাই প্রবাহিত হতো।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে অহেদী "আসবাবুন নুযূল" গ্রন্থে (পৃ ১৯১-১৯২) মা'য়ান ইবনু রিফা'য়াহ্ সুলামী হতে, তিনি 'আলী ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি কাসেম ইবনু আব্দুর রহমান হতে, তিনি আবূ উমামাহ্ বাহেলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, সা'লাবাহ্ ইবনু হাতেব আনসারী রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন: হে আল্লাহর রসূল! আপনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন তিনি যেন আমাকে সম্পদ দান করেন। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন এ (উক্ত) কথা বলেন: ...। তখন সে বলল: আপনাকে যিনি সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন সেই সত্ত্বার কসম আপনি যদি আল্লাহর নিকট আমার সম্পদ বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন তাহলে অবশ্যই আমি প্রত্যেক হক্বদারকে দান করে সম্পদের হক্ব আদায় করব। তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: হে আল্লাহ্! তুমি সা'লাবাকে সম্পদ দান কর। অতঃপর সে ছাগল গ্রহণ করল আর তা যেরূপ পোকা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে সেভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগলো। মাদীনা তার জন্য সংকীর্ণ স্থান হয়ে পড়ল। এ কারণে সে মাদীনা থেকে দূরে সরে গেল। সে মাদীনার উপত্যকাগুলোর এক উপত্যকায় অবস্থান গ্রহণ করল এমনকি সে যোহ্র এবং আসরের সলাত জামা'য়াতের সাথে আদায় করা শুরু করল আর এ দু'ওয়াক্ত ছাড়া বাকী সলাতগুলো ছেড়ে দেয়া শুরু করল। অতঃপর সম্পদ যখন আরো বৃদ্ধি পেল এবং অঢেল হয়ে গেলো তখন সে এক জুম'য়াহ্ হতে অন্য জুম'য়াহ্ পর্যন্ত সলাত ছেড়ে দেয়া শুরু করল। এমতাবস্থায় তার সম্পদ পোকার ন্যায় বৃদ্ধি পেতেই থাকল। অবশেষে সে জুম'য়ার সলাতও ছেড়ে দিল। এ সময় রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, সা'লাবা কি করছে? তারা বলল: সে একটি ছাগল গ্রহণ করে অতঃপর তার জন্য মাদীনা সংকীর্ণ হয়ে যায় ...। অতঃপর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'ব্যক্তিকে সাদাকা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করলেন...। তিনি তাদের দু'জনকে সা'লাবা এবং বানূ সুলাইম গোত্রের অপর এক ব্যক্তির নিকট যেতে বলে তাদের দু'জনের নিকট থেকে সাদাকাহ্ গ্রহণ করতে বললেন। তারা দু'জন বের হয়ে সা'লাবার নিকট এসে সাদাকাহ্ চাইল এবং তাকে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চিঠি পাঠ করে শুনাল। তখন সে বলল: এটা ট্যাক্স ছাড়া আর কিছু নয়। এটা তো ট্যাক্সের বোন। আমি জানি না এটা কি? সে দু'জনকে চলে যেতে বলে জানালো ... আমার সিদ্ধান্ত কি হয় একটু ভেবে দেখি। ফলে তারা দু'জন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট

আসলো আর রসূল (ﷺ) তাদের দু'জনকে দেখে বললেন: ধ্বংস সা'লাবার। তিনি তাদের দু'জনের সাথে কথা বলার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'য়ালা নাযিল করলেন:

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٧٥)

فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٧٦) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ

إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ (٧٧)

"তাদের মধ্যেকার কিছুলোক আল্লাহ্র সঙ্গে ওয়া'দা করেছিল, 'যদি তিনি আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ হতে দান করেন তবে আমরা অবশ্যই দান করব আর অবশ্যই সৎ লোকদের মধ্যে শামিল থাকব (৭৫) অতঃপর আল্লাহ যখন তাদেরকে স্বীয় করুণার দানে ধন্য করলেন, তখন তারা দান করার ব্যাপারে কার্পণ্য করল আর বে-পরোয়াভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল (৭৬) পরিণামে তিনি আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত তাদের ওয়াদা ভঙ্গের কারণে এবং মিথ্যাচারে লিপ্ত থাকার কারণে তাদের অন্তরে মুনাফিকী বদ্ধমূল করে দিলেন ঐ দিন পর্যন্ত যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে।" (৭৭) (সূরা তাওবাহ্)

অতঃপর সা'লাবা বের হয়ে নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে তার সাদাকাহ্ গ্রহণ করার জন্য আবেদন করল। তখন তিনি বললেন: আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে তোমার সাদাকাহ্ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন ...। রসূল (ﷺ) মারা যান কিন্তু তার কোন সাদাকাহ্ গ্রহণ করেননি...। এর মধ্যেই রয়েছে সে আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট তার খেলাফাতকালে আসে কিন্তু তিনিও তার থেকে সাদাকাহ্ গ্রহণ করেননি। এভাবে সে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অতঃপর উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফাত কালে সাদাকাহ্ গ্রহণ করার অনুরোধ নিয়ে আসলেও তারা তার সাদাকাহ্ গ্রহণ করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: এ হাদীসটি প্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মুনকার। এর সমস্যা হচ্ছে আলী ইবনু ইয়াযীদ। তিনি হচ্ছেন আলহানী। তিনি মাতরূক। আর বর্ণনাকারী মা'য়ান হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। এ সূত্রেই ইবনু জারীর, ইবনু আবী হাতিম, ত্বাবারানী, বাইহাক্বী "আদদালাইল" ও "আশশুয়াব" গ্রন্থে ও ইবনু মারদুবিয়্যাহ্ বর্ণনা করেছেন যেমনটি "তাফসীর ইবনু কাসীর" প্রমুখ গ্রন্থে এসেছে। ইরাকী "তাখরীজুল ইয়াহ্ইয়া" গ্রন্থে (৩/১৩৫) বলেন:

এ সনদটি দুর্বল।

আর হাফিয ইবনু হাজার "তাখরীজুল কাশ্শাফ" গ্রন্থে (৪/৭৭/১৩৩) বলেন: এর সনদটি খুবই দুর্বল।

١٦٠٨. (كَانَ يُكْثِرُ مِنْ أَكْلِ الدُّبَّاءِ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّكَ تُكْثِرُ مِنْ أَكْلِ الدُّبَّاءِ؟ قَالَ: إِنَّهُ يُكْثِرُ الدِّمَاغَ وَيُزِيْدُ فِي الْعَقْلِ).

১৬০৮। তিনি বেশী বেশী লাউ খেতেন। আমি বললাম: হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি বেশী বেশী লাউ খান? তিনি বললেন: কারণ লাউ অনুভূতি বৃদ্ধি করে এবং বুদ্ধি বাড়ায়।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আবুশ শাইখ "আখলাকুন নাবী" গ্রন্থে (পৃ ২৩১) নাস্‌র ইবনু হাম্মাদ হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনুল 'আলা হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে নাস্‌র ইবনু হাম্মাদ এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনুল 'আলা। কারণ তারা দু'জনই মিথ্যুক।

١٦٠٩. (لَهَا مَا فِي بُطُونِهَا وَ مَا بَقِيَ لَنَا فَهُوَطَهُورٌ).

১৬০৯। তাদের (পশুদের) জন্য তাই যা তাদের পেটে রয়েছে (গ্রহণ করেছে) আর যা আমাদের জন্য অবশিষ্ট রয়েছে তা পবিত্র।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু মাজাহ্ (১/১৮৬), ত্বহাবী "মুশকিলুল আসার" গ্রন্থে (৩/২৬৭) ও বাইহাক্বী (১/২৫৮) আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ ইবনে আসলাম সূত্রে তার পিতা হতে, তিনি আতা ইবনু ইয়াসার হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সেই হাউযগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যেগুলো মক্কা এবং মাদীনার মধ্যে ছিল। তারা বলল: হে আল্লাহর রসূল! সেগুলোতে হিংস্র জন্তু এবং কুকুর পানি পানের জন্য নামে? তখন তিনি বললেন: ...।

ত্বহাবী বলেন: এ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। কারণ, এর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ ইবনু আসলাম। আর বিদ্বানদের নিকট তার হাদীস শেষ পর্যায়ের দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটি তিনি যেরূপ বলেছেন সেরূপই। তার কথা বাইহাক্বীর নিম্নের কথার চেয়েও বেশী সূক্ষ্ম:

আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ দুর্বল, তার মত ব্যক্তির দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

বুসয়রী (২/৩৯) বলেন:

এ সনদটি দুর্বল। আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ সম্পর্কে হাকিম বলেন: তিনি তার পিতার উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনুল জাওযী বলেন: তারা (মুহাদ্দিসগণ) তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য। এটিকে আবূ বাক্র ইবনু আবী শাইবাহ্ হাসান বাসরীর কথা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আর আব্দুর রায্যাক হাদীসটি ইবনু জুরায়েয হতে পৌঁছেছে (১/৭৭/২৫৩) এভাবে বর্ণনা করেছেন।

١٦١٠. (تَعَلَّمُوا العِلْمَ، وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ الوَقَارَ).

১৬১০। তোমরা জ্ঞান অর্জন কর। আর জ্ঞানের জন্য ওকার (সম্মান করা) শিখ।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৬/৩৪২) হাবূশ ইবনু রিয্কুল্লাহ্ সূত্রে আব্দুল মুনইম ইবনু বাশীর হতে, তিনি মালেক এবং আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ হতে, তারা দু'জনই যায়েদ ইবনু আসলাম হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

আবূ নু'য়াইম বলেন: যায়েদের উদ্ধৃতিতে মালেক কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি গারীব। এটিকে আব্দুল মুনইমের উদ্ধৃতিতে একমাত্র হাবূশ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকেই আমরা লিখেছি।

আমি (আলবানী) বলছি: হাবূশকে আমি চিনি না। আর ইবনু মা'ঈন আব্দুল মুনইমের দোষ বর্ণনা করেছেন এবং তাকে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি খুবই মুনকারুল হাদীস। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা না-জায়েয।

হাকিম বলেন: তিনি মালেক এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

খালীলী "আলইরশাদ" গ্রন্থে বলেন: তিনি ইমামদের বিরুদ্ধে জালকারী।

আমি (আলবানী) বলছি: তার হাদীস বানোয়াট। কিন্তু অন্য সূত্রে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস হতে এটিকে মারফূ' হিসেবে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে:

"…. তোমরা জ্ঞানের জন্য সাকীনাহ্ এবং ওকার শিখ, আর তোমরা বিনয়ী হও তার প্রতি যার থেকে তোমরা শিখছ।"

হাইসামী (১/১২৯-১৩০) বলেন: এটিকে ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে আব্বাদ ইবনু কাসীর রয়েছেন, তিনি মাতরূকুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি: এ কারণেই মুনযেরী "আত্তারগীব" গ্রন্থে (১/৬৭) হাদীসটি দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর তিনি হচ্ছেন খুবই দুর্বল।

١٦١١. (إذا خَطَبَ أحَدُكُمُ المَرْأةَ، فَلْيَسْأَلْ عنْ شَعْرِها، كما يَسْأَلُ عنْ جَمالِها، فإنَّ الشَّعْرَ أحَدُ الجَمالَيْنِ).

১৬১১। তোমাদের কেউ যখন মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিবে তখন সে যেন তার চুল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যেরূপ সে তার সৌন্দর্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। কারণ চুল দু'সৌন্দর্যের একটি।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে দাইলামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে (১/১/১১০) ইসহাক ইবনু বিশ্‌র কাহেলী সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইদরীস মাদীনী হতে, তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে এ ইসহাক। দারাকুতনী বলেন:

তিনি হাদীস জালকারী।

আর আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইদরীসকে আমি চিনি না।

দারাকুতনীর নিকট আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস হতে মারফূ' হিসেবে এর আরেকটি সূত্র রয়েছে। যার সনদের মধ্যে হাসান ইবনু 'আলী আদাবী নামের এক বর্ণনাকারী রয়েছেন যিনি মিথ্যুক, জালকারী। আর এর সূত্রেই ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে "আলমওযূ'য়াত" গ্রন্থে উল্লেখ করে সঠিক করেছেন। আর সুয়ূতী "আললাআলী" গ্রন্থে (নং ১৮৭০) পূর্বের প্রথম সূত্রে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন: ইসহাক ইবনু বিশ্‌র কাহেলী মিথ্যুক। তার

পরেও তিনি এ সূত্রে হাদীসটিকে "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

١٦١٢. (إذا خَفِيَتِ الخَطِيئَةُ لا يُضَرُّ إلاَّ صاحِبُها، وإذا ظَهَرَتْ فَلَـمْ تُغَيَّـرْ ضَرَّتِ العامَّةَ).

১৬১২। যদি ভুল গোপন হয়ে যায় তাহলে তা শুধুমাত্র ভুলকারীর ক্ষতি করে। আর ভুল যদি প্রকাশ পেয়ে যায় অতঃপর তা পরিবর্তন (তা সংশোধন বা তার প্রতিবাদ) করা না হয়, তাহলে তা সাধারণ লোকজনের ক্ষতি করে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া "আল ওকূবাত" গ্রন্থে (১/৬৪) মারওয়ান ইবনু সালেম হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আম্‌র হতে, তিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে, তিনি আবূ সালামাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আর এ সূত্রেই ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি "আলমাজমা'" (৭/২৬৮) ও "আলজামে'" গ্রন্থে এসেছে। তিনি (সুয়ূতী) হাদীসটি হাসান হওয়ার আলামত ব্যবহার করেছেন। আর "আত্‌তাজ" গ্রন্থের (৫/২৩৮) লেখক তার অন্ধ অনুসরণ করেছেন। এ কারণে মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন:

তিনি হাসান হওয়ার আলামত ব্যবহার করেছেন কিন্তু তা সঠিক নয়। কারণ হাইসামী প্রমুখ হাদীসটির সমস্যা হিসেবে বর্ণনাকারী মারওয়ান ইবনু সালেম গিফারীকে চিহ্নিত করেছেন। কারণ তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি: আবূ আরূবাহ্ আলহাররানী বলেন: তিনি হাদীস জালকারী।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে নিম্নের ভাষার দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন:

তিনি মাতরূক, আর তাকে সাজী প্রমুখ জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ কারণেই মানাবী "আত্‌তায়সীর" গ্রন্থে নিম্নোক্ত কথা বলে ত্রুটি করেছেন এবং শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন:

লেখক কর্তৃক হাসান আখ্যা দেয়া কথার বিরোধিতা করে শুধুমাত্র বলেছেন: এর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

কারণ এরূপ কথা তার ক্ষেত্রেই বলা হয় যার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তিনি সত্যবাদী তবে হেফযের দিক দিয়ে তার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে।

সব চেয়ে মন্দ ব্যাপার এই যে, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ হাদীসটিকে "আস সিয়াসাতুশ শারী'য়াহ্" গ্রন্থে (পৃ ৭৫) উল্লেখ করে কোন ব্যাখ্যা প্রদান না করেই চুপ থেকেছেন। আর এ কারণেই ডঃ ফুয়াদ বিভ্রান্ত হয়ে "আলআমসাল" গ্রন্থের (পৃ ৮৫) টীকায় শুধুমাত্র বলেছেন: দুর্বল।

١٦١٣. (اتَّخِذُوْا مَعَ الْفُقَرَاءِ أَيَادِيَ، فَإِنَّ لَهُمْ فِي غَدٍ دَوْلَةً وَأَيُّ دَوْلَةٍ).

১৬১৩। তোমরা দরিদ্রদের সাথে নিয়ে নে'য়ামাতগুলো গ্রহণ কর। কারণ কাল তাদের রয়েছে দেশ, আর সেটি কোন দেশ?

হাদীসটি মিথ্যা।

ইবনু তাইমিয়্যাহ্ "আলফাতাওয়া" গ্রন্থে (২/১৯৬) বলেন:

এটি মিথ্যা। মুসলিমদের কোন প্রসিদ্ধ কিতাবের মধ্যে এটি সম্পর্কে জানা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটিকে হাফিয ইরাকী "তখরীজুল ইয়াহ্ইয়া" গ্রন্থে (৪/১৭০) আবূ নু'য়াইমের "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে হুসাইন ইবনু 'আলীর হাদীস হতে দুর্বল সনদে নিম্নের ভাষায় উল্লেখ করেছেন:

তোমরা দরিদ্রদের নিকট হাতগুলো ধারণ কর। কারণ কিয়ামাত দিবসে তাদের জন্য রয়েছে দেশ। কারণ কিয়ামাত দিবসে আহবানকারী আহবান করবে: তোমরা দরিদ্রদের নিকট যাও, তখন তিনি (তারা) তাদের নিকট যেতে ওযর করবে যেরূপ তোমাদের কেউ দুনিয়াতে তার ভাইয়ের নিকট যেতে ওযর করতো।

আমি (আলবানী) বলছি: আমি হাদীসটিকে সাইয়্যেদ আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুস সিদ্দীক এর "আলবুগইয়্যাহ্ ফী তারতীবে আহাদীসিল হিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে পাচ্ছি না। আল্লাহই বেশী জানেন।

অনুরূপভাবে সুয়ূতীও "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে "হিলইয়্যাহ্" গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মানাবী বলেন:

লেখক হাদীসটির ব্যাপারে দুর্বল হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। কিন্তু হাফিয ইবনু হাজারের বাহ্যিক কথা স্পষ্ট করছে যে, হাদীসটি বানোয়াট। কারণ তিনি বলেছেন: এর কোন ভিত্তি নেই। আর তার ছাত্র সাখাবী তার অনুসরণ করেছেন। তিনি এ হাদীস এবং এ অধ্যায়ে বর্ণিত আরো কতিপয় হাদীস উল্লেখ

করার পর বলেছেন: এ সবগুলোই বাতিল। এর পূর্বে হাফিয যাহাবী, ইবনু তাইমিয়্যাহ্ প্রমুখ বলে গেছেন যে, অবশ্যই হাদীসটি বানোয়াট ...।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটিকে সুয়ূতী "যাইলুল আহাদীসিল মাওযূ'য়াহ্" গ্রন্থে (নং ১১৮৮) উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর আমি হাদীসটিকে "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৪/৭১) ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহির কথা হিসেবে পেয়েছি। এটি তার কথা হওয়ার সাথেই বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। তা সত্ত্বেও এর সনদে আসরাম ইবনু হাওশাব রয়েছেন আর তিনি হচ্ছেন মিথ্যুক।

١٦١٤. (كَانَ يَلْعَنُ الْقَاشِرَةَ وَالْمَقْشُورَةَ)

১৬১৪। তিনি উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য জাফ্রান (বা অন্য কিছুর দ্বারা) চেহারা রংকারীকে এবং যার জন্য রং করা হয় তাকে অভিশাপ দিয়েছেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ (৬/২৫০) আব্দুস সামাদ হতে, তিনি উম্মু নাহার বিনতু রিফা' হতে, আমেনাহ্ বিনতু আব্দুল্লাহ্ হতে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বলতে দেখেছেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। হাইসামী "আলমাজমা'" গ্রন্থে (৫/১৬৯) বলেন:

এর সনদে বর্ণনাকারী কয়েকজন মহিলা রয়েছেন যাদেরকে আমি চিনি না।

আমি (আলবানী) বলছি: অর্থাৎ আমেনা এবং উম্মু নাহার।

আমেনা হচ্ছেন কাইসিয়্যাহ্। তাকে হুসাইনী উল্লেখ করে বলেছেন: তার থেকে জা'ফার ইবনু কায়সান বর্ণনা করেছেন। তাকে (বর্ণনাকারী এ মহিলাকে) চেনা যায় না।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তা'জীল" গ্রন্থে বলেন:

ইমাম আহমাদ উম্মু নাহারের সূত্রে .... আরেকটি হাদীস ... বর্ণনা করেছেন ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ উম্মু নাহারের জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না। এ মহিলা হাফিয ইবনু হাজারের "আত্‌তা'জীল" গ্রন্থের শর্ত মাফিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি একে উল্লেখ করেননি।

হাদীসটিকে অন্য সূত্রে মওকূফ হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে। এ

মওকূফটিকে ইমাম আহমাদ (৬/২১০) কারীমাহ্ বিনতু হুমাম সূত্রে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

হে নারীদের দল! উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য চেহারা রঙ্গিনকারী জা'ফরান ব্যবহার করা থেকে বেঁচে থাক। এ সময় তাকে এক মহিলা খেযাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: খেযাব ব্যবহার করাতে কোন সমস্যা নেই। তবে আমি তা অপছন্দ করি। কারণ আমার হাবীব (মুহাম্মাদ) (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার গন্ধকে অপছন্দ করতেন।"

এটিকে আবূ দাউদ (৪১৬৪), নাসাঈ (২/২৮০) কাশ্‌র শব্দটি উল্লেখ না করে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটিও দুর্বল। এ কারীমা ব্যতীত এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি। তার থেকে একদল বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ কেউ তার মুতাবা'য়াত করলে তিনি গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী "আয্‌যাওয়াইদ আলা কিতাবিল বিররে অসসিলাতে" গ্রন্থের আলবাবুল হাদী অস সাব'ঊন গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৩) নিম্নের বাক্যে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

"রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিপদের সময় চিৎকারকারী নারীকে, বিপদের সময় চুল নেড়াকারী নারীকে, বিপদের সময় নিজ কাপড় ছিঁড়ে ফেলে এরূপ নারীকে অভিসম্পাত করেছেন।"

তিনি এ হাদীসটিকে কারো উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেননি এবং এর সনদও উল্লেখ করেননি যেমনটি তিনি সাধারণত তার এ গ্রন্থে এবং তার বহু গ্রন্থে করে থাকেন।

মোটকথা মারফূ' এবং মওকূফ উভয় দিক থেকেই হাদীসটি দুর্বল। তবে মওকূফ হওয়াটাই বেশী সঠিক। আল্লাহ্ই বেশী জানেন।

١٦١٥. (أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ حِفْظُ اللِّسَانِ).

১৬১৫। আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল হচ্ছে যবানকে হেফাযাত করা।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবূ আব্দুল্লাহ্ কাত্তান তার "হাদীস গ্রন্থে (২/৬০) 'আলী ইবনু আশকাব হতে, তিনি উমার ইবনু মুহাম্মাদ বাসরী হতে, তিনি যাকারিয়া

ইবনু সালাম হতে, তিনি মুনযির ইবনু বিলাল হতে, তিনি আবূ জুহাইফা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ রসূল (ﷺ) বলেছেনঃ ... ।

কাত্তানের সূত্র হতে হাফিয ইবনু হাজার "আলআরবা'ঈনুল আওয়ালী" গ্রন্থে (নং ৩৮) বর্ণনা করে বলেছেনঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। এটিকে বাইহাক্বী "আশ্‌শু'য়াব" গ্রন্থে এ সূত্রেই বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটি "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে (২/৬৫) ইবনু আশকাব হতে অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি উমারের স্থলে আম্‌র ইবনু মুহাম্মাদ বাসরীর কথা বলেছেন। সম্ভবত এটিই সঠিক। কারণ আমি বাসরী বর্ণনাকারীদের মধ্যে উমার ইবনু মুহাম্মাদ পাচ্ছি না। আর আম্‌র ইবনু মুহাম্মাদ হচ্ছেন খুযা'ঈ। ইনি সত্যবাদী, কখনও কখনও ভুল করতেন। যেমনটি "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

অনুরূপভাবে আস্‌সাকাফী "আসসাকফিইয়াত" গ্রন্থে (৯/নং ১৯) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এ মুনযের ইবনু বিলালের জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না।

যাকারিয়া ইবনু সালামের জীবনী ইবনু আবী হাতিম (১/২/৫৯৮) উল্লেখ করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, একদল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী তার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি। আর ইবনু হিব্বান তাকে "আসসিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটি সম্পর্কে মুনযেরী (৪/৩) বলেনঃ এটিকে আবুশ শাইখ ইবনু হিব্বান ও বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন। আর এর সনদে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যার অবস্থা আমার নিকট এখন পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।

আমি (আলবানী) বলছিঃ বাহ্যিক অবস্থা এই যে, তিনি হচ্ছেন এ মুনযের।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে বাইহাক্বীর "আশশু'য়াব" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করে দুর্বল হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। আর মানাবী "আলফায়েয" গ্রন্থে হাদীসটির ব্যাপারে কোন কিছুই বলেননি। আর "আত্‌তায়সীর" গ্রন্থে বলেছেনঃ এর সনদটি হাসান।

সম্ভবত তিনি এ ব্যাপারে হাফিয ইবনু হাজারের অন্ধ অনুসরণ করেছেন। তিনি মুনযিরের মাজহূল (অপরিচিত) হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হননি।

১٦١٦. (إِنْتِهَاءُ الْإِيْمَانِ إِلَى الْوَرَعِ، مَنْ قَنِعَ بِمَا رَزَقَهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ أَرَادَ الْجَنَّةَ لاَ شَكَّ، فَلاَ يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ).

১৬১৬। ঈমানের শেষ স্তর হচ্ছে পরহেযগারিতা পর্যন্ত। যাকে আল্লাহ যে পরিমাণ রিয্ক দান করেছেন তাতে সে সন্তুষ্ট থাকলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে, কোন সন্দেহ ছাড়াই জান্নাত কামনা করবে সে আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাতে ভয় করবে না।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে দারাকুতনী "আলআফরাদ" গ্রন্থে (২/নং ৩৫) আম্বাসা ইবনু আব্দুর রহমান সূত্রে মু'য়াল্লা ইবনু ইরফান হতে, তিনি আবূ ওয়াইল হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

দারাকুতনী বলেন:

এ হাদীসটি ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর উদ্ধৃতিতে আবূ ওয়াইল শাকীক ইবনু সালামার হাদীস হতে বর্ণিত গারীব হাদীস। মু'য়াল্লা ইবনু ইরফান তার থেকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন আর আম্বাসা ইবনু আব্দুর রহমান মু'য়াল্লা হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তারা দু'জনই মাতরূক। দ্বিতীয়জন প্রথমজনের চেয়ে বেশী দুর্বল। মু'য়াল্লা সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন:

তিনি মুনকারুল হাদীস।

নাসাঈ বলেন: তিনি মাতরূকুল হাদীস।

আর দ্বিতীয়জন সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন: তিনি মাতরূকুল হাদীস, হাদীস জাল করতেন।

নাসাঈও বলেন: তিনি মাতরূক।

আযদী বলেন: তিনি মিথ্যুক।

ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি কতিপয় বানোয়াট হাদীসের অধিকারী।

আমি (আলবানী) বলছি: এতো সব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সুয়ূতী এ হাদীস উল্লেখ করার দ্বারা তার "আলজামে'" গ্রন্থকে কালিমালিপ্ত করেছেন।

١٦١٧. (أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا، أَوْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، أَوْ قَتَلَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ، وَالْمُصَوِّرُوْنَ، وَعَالِمٌ لَمْ يَنْتَفِعْ بِعِلْمِهِ).

১৬১৭। কিয়ামাতের দিন সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তির লোক সেই যে কোন নাবীকে হত্যা করেছে, অথবা তাকে কোন নাবী হত্যা করেছে,

অথবা সে তার পিতা-মাতার একজনকে হত্যা করেছে এবং ছবি অঙ্কণকারী আর সেই আলেম যে তার জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয়নি।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে আবুল কাসেম হামাদানী "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/১৯৬/১) আবূ গাসসান মালেক ইবনু খালীল হতে, তিনি আব্দুর রহীম আবুল হায়সাম হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি শা'বী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে আব্দুর রহীম। তিনি হচ্ছেন ইবনু হাম্মাদ সাকাফী। ওকাইলী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (২৭৮) বলেন:

তিনি আ'মাশ হতে কতিপয় মুনকার এবং আ'মাশের হাদীস হতে ভিত্তিহীন কিছু বর্ণনা করেন।

অতঃপর তিনি তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেন। যেগুলোকে যাহাবী তার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করার পর বলেছেন: আ'মাশের হাদীস হতে এ হাদীসগুলোর কোন ভিত্তি নেই। এরপর বলেন: এ বর্ণনাকারী আব্দুর রহীম দুর্বল শাইখ। তার ব্যাপারে তাদের কোন উক্তি দেখছি না, এরূপ ঘটাটা আজব ব্যাপার।

হাফিয ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে বলেন: বাইহাক্বী "আশ্শু'য়াব" গ্রন্থে তার দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

আর হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেছেন: তিনি কতিপয় মুনকারের অধিকারী।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনায় মারফূ' হিসেবে পিতা-মাতা এবং আলেমের সাথে সম্পৃক্ত বাক্য ছাড়া সাব্যস্ত হয়েছে। এ বর্ণনাটি অন্য সূত্রে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস হতেও বর্ণিত হয়েছে। এটি (১৬৩৪) নম্বরে আসবে।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসটি সহীহ্ হওয়ায় এটিকে "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (২৮১) উল্লেখ করেছি।

١٦١٨. (أُحُدٌ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، إِنَّهُ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهَذَا عِيْرٌ جَبَلٌ يُبْغِضُنَا وَنُبْغِضُهُ، إِنَّهُ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ).

১৬১৮। এ উহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে আর আমরা তাকে ভালোবাসি। সে জান্নাতের দরজাগুলোর একটি দরজার উপরে রয়েছে।

আর এ আইর পাহাড় আমাদেরকে ঘৃণা করে আমরাও তাকে ঘৃণা করি। সে জাহান্নামের দরজাগুলোর একটি দরজার উপরে রয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্ববারানী "আলমু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/১২৭/১), ইবনু বিশরান "আলআমালী" গ্রন্থে (২/৯২) মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল ইবনু আবূ ফুদায়েক হতে, তিনি উসমান ইবনু ইসহাক হতে, তিনি আব্দুল মাজীদ ইবনু আবূ আবাস আলহারেসী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ত্ববারানী বলেন: আবূ আবাস হতে একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়ে থাকে। ইবনু আবী ফুদায়েক এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি সত্যবাদী, কিন্তু আব্দুল মাজীদ ইবনু আবী আবাসকে এ বর্ণনায় তার দাদার সাথে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার পিতার নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ।

হাফিয যাহাবী বলেন: তাকে আবূ হাতিম দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। অতঃপর তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আর তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনু আবী আবাসের জীবনী পাচ্ছি না। এ কারণেই হাইসামী (৪/১৩) বলেন: বায্যার ও ত্ববারানী "আলকাবীর" ও "আলআওসাত" গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর এর সনদের মধ্যের আব্দুল মাজীদ ইবনু আবী আবাসকে আবূ হাতিম দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, এর সনদে এমন ব্যক্তিও রয়েছেন যাকে আমি চিনি না।

হাদীসটিকে ইবনু মা'ঈন "আত্তারীখ অল ইলাল" গ্রন্থে (৯৬-৯৭) ইবনু ইসহাক সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুকনিফ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে "এ আইর পাহাড় আমাদেরকে ঘৃণা করে আমরাও তাকে ঘৃণা করি" এ অংশ ছাড়া।

এ সনদটি খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারী ইবনু মুকনিফ মাজহূল যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে। আর ইবনু ইসহাক মুদাল্লিস, তিনি আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর আমি (আলবানী) হাদীসটিকে ইবনু কানে'র "মু'জামুস সহাবাহ্" গ্রন্থে দেখেছি। তিনি হাদীসটিকে আবূ আবাস আব্দুর রহমান ইবনু জাবরের জীবনীতে ইবনু আবী ফুদায়েকের সূত্রে উল্লেখ করেছেন। এর সনদটি হচ্ছে এরূপ: হাদীসটি আমাদেরকে উসমান ইবনু ইসহাক ইবনু আবূ

আবাস ইবনে জাব্‌র বর্ণনা করেছেন তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি আবূ আবাস হতে। আল্লাহই বেশী জানেন।

সতর্কবাণী: হাদীসটির প্রথম বাক্যটি একদল সহাবী হতে বিভিন্ন সূত্রে সহীহ্ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর একটি সহীহ্ বুখারীর মধ্যেও বর্ণিত হয়েছে। দেখুন "তাখরীজু ফিকহিস সীরাহ্" (২৯১)। (অতএব প্রথম বাক্যটি সহীহ্)।

১৬১৯. (أَحْسَنُهَا (يعني الطِّيَرَةَ) اَلْفَأْلُ، وَلاَ تَرُدُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ لاَ يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ).

১৬১৯। পাখী উড়ানোর মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে ভালো ফল নির্ণয় করা। পাখী উড়ানো কোন মুসলিমকে প্রয়োজন থেকে ফিরাতে পারে না। অতএব তোমাদের কেউ যখন এমন কিছু দেখবে যাকে সে অপছন্দ করে তখন সে যেন বলেঃ হে আল্লাহ্! তুমি ছাড়া অন্য কেউ ভালো কিছু নিয়ে আনতে সক্ষম নয় আর তুমি ছাড়া অন্য কেউ মন্দকে প্রতিহত করতেও সক্ষম নয়। তোমার শক্তি ছাড়া আর কারো শক্তি নেই।

হাদীসটির সনদ দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ দাঊদ (২/১৫৯) সুফইয়ান সূত্রে হাবীব ইবনু আবূ সাবেত হতে, তিনি উরওয়া ইবনু আমের হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: পাখী উড়ানোর মাধ্যমে ফল নির্ণয় করার বিষয় নাবী (ﷺ)-এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি উক্ত কথা বলেনঃ ...।

এটিকে ইবনুস সুন্নী (২৮৮) আ'মাশ সূত্রে হাবীব হতে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি উরওয়া ইবনু আমেরের স্থলে উকবাহ্ ইবনু আমের জুহানীকে উল্লেখ করেছেন। আমার ধারণা কোন বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে উল্টাপাল্টা করা হয়েছে।

এ সনদটি দুর্বল। যদিও বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। কারণ হাবীব ইবনু আবী সাবেত বেশী বেশী তাদলীস করতেন আর তিনি স্পষ্টভাবে শ্রবণ করার কথা বলেননি। আর উরওয়া ইবনু আমেরকে ইবনু হিব্বান "সিকাতিত তাবে'ঈন" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অতএব হাদীসটি মুরসাল। কেউ কেউ বলেছেন যে, রসূল (ﷺ)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছে।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাহ্‌যীব" গ্রন্থে বলেন:

একাধিক ব্যক্তি রসূল (ﷺ)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটাকে সাব্যস্ত করেছেন। আর তাদের কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করেছেন। আর কোন কোন সহাবী হতে তার বর্ণনা করাটা সহাবী হওয়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। বাহ্যিক অবস্থা এই যে, তার থেকে হাবীবের বর্ণনাটি বিচ্ছিন্ন।

তিনি "আলইসাবাহ্" গ্রন্থে হাদীসটি আবূ দাউদ প্রমুখের সূত্রে উল্লেখ করার পর বলেছেন: এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু হাবীব বেশী বেশী মুরসাল বর্ণনাকারী।

١٦٢٠. (إِذَا أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا مَا لِلْعَبْدِ عِنْدَ اللهِ، فَانْظُرُوا مَا يَتْبَعُهُ مِنْ حُسْنِ الثَّنَاءِ).

১৬২০। তোমরা যদি আল্লাহর নিকটে বান্দার জন্য যা কিছু রয়েছে তা জানাকে ভালোবাসো, তাহলে তোমরা ভেবে দেখ উত্তম গুণাবলীর কি তার অনুসরণ করছে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আসাকির (৪/২৯৭/১) আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালামাহ্ ইবনু আসলাম হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি হাসান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে 'আলী হতে -আমার পিতা বলেন: হাসান ইবনু মুহাম্মাদ লোকদের নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী নির্ভরযোগ্য ছিলেন- তিনি তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী হতে, তিনি তার দাদা 'আলী ইবনু আবী তালেব (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালামাহ্ ইবনু আসলামকে দারাকুতনী প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর আবূ নু'য়াইম বলেন: তিনি মাতরূক।

হাদীসটিকে ইমাম মালেক "আলমুওয়াত্তা" গ্রন্থে (৩/৯৬) সহীহ্ সনদে কা'ব ইবনু আহবার হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এটিই সঠিক। মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করাটা ভুল।

١٦٢١. (إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

১৬২১। তোমাদের কেউ যখন পেশাব করবে তখন সে যেন তার পুরুষাঙ্গকে তিনবার ঝাকি দেয়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আবী শাইবাহ্ "আলমুসান্নাফ" গ্রন্থে (১/১২/১) ঈসা ইবনু ইউনুস হতে, তিনি যাম'য়াহ্ ইবনু সালেহ্ হতে, তিনি ঈসা ইবনু আযদাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে ইবনু মাজাহ্ (১/১৩৭) ও আহমাদ (৪/৩৪৭) অন্য সূত্রে যাম'য়াহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

বুসয়রী "আয্যাওয়াইদ" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/২৫) বলেন:

হাদীসটিকে আবূ দাঊদ "আলমারাসীল" গ্রন্থে ঈসা ইবনু ইয়াযদাদ ইয়ামানী হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। আযদাদকে ইয়াযদাদও বলা হয়। রসূল (ﷺ)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়নি। আর যাম'য়াহ্ দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি (যাম'য়াহ্) এককভাবে বর্ণনা করেননি। যাকারিয়া ইবনু ইসহাক ইমাম আহমাদের বর্ণনায় ঈসা ইবনু ইয়াযদাদ হতে তার মুতাবা'য়াত করা হয়েছে। আর বাইহাক্বী (১/১১৩) যাম'য়ার সাথে মিলিয়ে তার থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এটিকে রসূল (ﷺ)-এর কর্ম হিসেবে নিম্নের ভাষায় উল্লেখ করেছেন:

"তিনি যখন পেশাব করতেন তখন তিনি তার গুপ্তাঙ্গকে তিনবার ঝাকাতেন।"

তিনি এটিকে ইবনু আদীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তার সম্পর্কে বলেন: এটি মুরসাল, সহীহ্ নয়।

ইবনু আবী হাতিম "আলইলাল" গ্রন্থে (১/৪২) বলেন:

আমার পিতা বলেন: 'ঈসা ইবনু ইয়াযদাদ হচ্ছেন ইবনু ফাস্সা। তার পিতার রসূল (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি। .... তিনি ও তার পিতা উভয়েই মাজহূল (অপরিচিত)।

আমি (আলবানী) বলছি: অনুরূপ কথা ইবনু মা'ঈনও বলেন:

এ 'ঈসা ও তার পিতাকে চেনা যায় না।

তার (ইবনু মা'ঈনের) উদ্ধৃতিতে ইবনু আব্দিল বার "আলইস্তি'য়াব" গ্রন্থে (৪/১৫৮৯/২৮২৫) উক্ত কথা উল্লেখ করে তার সমালোচনা করে বলেছেন: তার থেকে ভুল সংঘটিত হয়েছে।

কিন্তু এ সমালোচনার কোন কারণ নেই, কারণ তিনি (ইবনু আব্দিল বার) নিজেই এটিকে প্রথম সূত্র ছাড়া চিনেননি। অতঃপর তিনি পরক্ষণেই বলেছেন: ছেলে 'ঈসা ছাড়া তার থেকে কেউ বর্ণনা করেননি। আর হাদীসটির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে যাম'য়াহ্ ইবনু সালেহ্। ইমাম বুখারী বলেন:

যাম'য়ার হাদীস প্রতিষ্ঠিত নয়।

যদি এরূপই হয় যে, তার (আযদাদ) থেকে তার ছেলে ছাড়া কেউ বর্ণনা করেননি, আর একে চেনা যায় না যেমনটি হাফিয যাহাবীর "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে এসেছে, অথবা তিনি মাজহূলুল হাল (অর্থাৎ তার অবস্থা অজানা) যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে, আর তার পিতা স্পষ্ট করেননি যে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে শ্রবণ করেছেন, তাহলে ইবনু আব্দিল বার কর্তৃক ইবনু মা'ঈনের কথার সমালোচনা কোন্ ধরণের যেখানে তার কথা ইবনু আবী হাতিমের সাথে মিলে যাচ্ছে?

١٦٢٢. (إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ).

১৬২২। যখন পানি চল্লিশ কুল্লা পর্যন্ত পৌঁছবে তখন অপবিত্র বস্তু উঠাতে হবে না।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ওকাইলী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (৩৬১) কাসেম ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার উমারী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ওকাইলী বলেন: কাসেম ইবনু আব্দুল্লাহ্ অনেক সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তি। ইমাম আহমাদ বলেন: তিনি কিছুই না। তিনি অন্যবার বলেন: তিনি আমার নিকট মিথ্যা বলতেন।

ইমাম বুখারী বলেন: তার ব্যাপারে তারা (মুহাদ্দিসগণ) চুপ থেকেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: ইমাম আহমাদের অন্য বর্ণনায় এসেছে: তিনি মিথ্যুক, হাদীস জাল করতেন, লোকেরা তার হাদীসকে ত্যাগ করেছেন।

তার সূত্রে হাদীসটিকে ইবনু আদী (২/২৬৫), তার থেকে বাইহাক্বী (১/২৬২) ও দারাকুতনী (১০) বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন: হাদীসটি মুনকার।

অতঃপর হাদীসটিকে ওকাইলী সহীহ্ সনদে সুফইয়ান হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর আইউব সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে তার কথা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

বাইহাক্বী আবূ আলী হাফিযের উদ্ধৃতিতে বলেন: সঠিক হচ্ছে এটি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথা।

অনুরূপ ভাবার্থের কথাই দারাকুতনী বলেছেন : হাদীসটির ব্যাপারে কাসেম সন্দেহ পোষণ করেছেন। আর তিনি বহু ভুলকারী দুর্বল ছিলেন।

হাঁ, হাদীসটি ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' সহীহ্ হিসেবে নিম্নের বাক্যে

বর্ণিত হয়েছে: পানি যখন দু'কুল্লা পরিমাণ হবে তখন অপবিত্র বস্তু উঠানোর প্রয়োজন নাই।

এ হাদীসটি "ইরওয়াউল গালীল" গ্রন্থে (২৩) তাখরীজ করেছি।

١٦٢٣. (إذا خَرَجَ أحدُكُمْ إلى سَفَرٍ، فَلْيُوَدِّعْ إخوانَهُ، فإنَّ اللهَ جاعِلٌ لَهُ في دُعائِهِم البَرَكَةَ).

১৬২৩। তোমাদের কেউ যখন সফরের উদ্দেশ্যে বের হবে, তখন সে যেন তার ভাইদেরকে বিদায় জানায়। কারণ আল্লাহ্ তা'য়ালা তার জন্য তাদের দু'য়ার মধ্যে বরকত রেখেছেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আবুল আব্বাস আসাম তার "হাদীস" গ্রন্থে (খণ্ড ১/ নং ১৩৯), দাইলামী (১/১/১০৮), ইবনু আসাকির (১৬/২০৩/১) ও ইবনু কুদামাহ্ "আলমুতাহাব্বীনা ফিল্লাহ্" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১১১) বাক্‌র ইবনু সাহ্‌ল দিমইয়াতী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইউসুফ হতে, তিনি মুযাহিম ইবনু যুফার তামীমী হতে, তিনি আইউব ইবনু খুত হতে, তিনি নুফাই' ইবনুল হারেস হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আরকাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে নুফাই'। তিনি হচ্ছেন আবূ দাউদ আলআ'মা। তাকে কাতাদা মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু মা'ঈন বলেন: তিনি জালকারী, কিছুই না।

ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে সন্দেহ করে বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

হাকিম বলেন: তিনি বুরাইদাহ্ ও আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেন।

আর আইউব ইবনু খূত সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন: তাকে ইবনুল মুবারাক প্রমুখ ত্যাগ করেছেন।

আর ইয়াহ্ইয়া বলেন: তার হাদীস লিখা যাবে না।

নাসাঈ, দারাকুতনী ও একদল বলেন: তিনি মাতরূক।

আযদী বলেন: তিনি মিথ্যুক।

সাজী বলেন: বিদ্বানগণ তার হাদীস ত্যাগ করার ব্যাপারে ইজমা' করেছেন। তিনি বাতিল হাদীস বর্ণনা করতেন।

ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারীদের উদ্ধৃতিতে এমন সব মুনকার হাদীস বর্ণনা করতেন যেন সেগুলো তার দু'হাত বানিয়েছে।

আর বাক্‌র ইবনু সাহ্‌ল দিমইয়াতী হচ্ছেন দুর্বল।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে"' গ্রন্থে ইবনু আসাকির ও দাইলামীর "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী বলেছেন:

এর সনদে নাফে' ইবনুল হারেস রয়েছেন। হাফিয যাহাবী তাকে "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: ইমাম বুখারী বলেন: তার হাদীস সহীহ্ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি: এ নাফে' যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হাদীসটির সনদের মধ্যে উল্লেখিত নুফাই' নয়। কারণ এ নাফে' হচ্ছেন কূফী আর তিনি হচ্ছেন বাসরী। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলেছেন। এ কারণে মানাবী কর্তৃক নাফে' প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সমস্যা বর্ণনা করাটা ধারণাপ্রসূত। সঠিক হচ্ছে এই যে, যিনি বাসরী উনি হচ্ছেন নুফাই', তিনিই যায়েদ ইবনু আরকাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। আর যিনি কূফী তিনি হচ্ছেন নাফে', তিনি শুধুমাত্র আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ নাফে' সম্পর্কে ইমাম বুখারী উক্ত কথা বলেন। আর এ হাদীসটি হচ্ছে যায়েদ ইবনুল আরকাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীস। অতএব সাব্যস্ত হচ্ছে যে, এ হাদীসের মধ্যে বর্ণনাকারী হচ্ছেন মিথ্যুক নুফাই' বাসরী।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সন্দেহের কারণে মানাবী তার "আত্‌তাইসীর" গ্রন্থে শুধুমাত্র বলেন: এর সনদটি দুর্বল।

١٦٢٤. (إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ، فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مِنْ يَوْمِكَ، كَتَبَ اللهُ لَكَ جِوَاراً مِنَ النَّارِ، وَإِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ، فَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ، كَتَبَ اللهُ لَكَ جِوَاراً مِنَ النَّارِ).

১৬২৪। তুমি যখন সকালের সলাত আদায় করবে তখন তুমি কারো সাথে কথা বলার পূর্বে সাতবার বল: হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদে রাখ। অতঃপর তুমি যদি তোমার এ দিনে মারা যাও তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপত্তা লিখে দিবেন। আর যখন মাগরিবের সলাত আদায় করবে তখনও তুমি অনুরূপ কথা বল। কারণ তুমি যদি তোমার এ রাতে মারা

যাও তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপত্তা লিখে দিবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি হাফিয ইবনু হাজার "নাতাইযুল আফকার" গ্রন্থে (১/১৬২/২-১) হারেস ইবনু মুসলিম ইবনুল হারেস তামীমী সূত্রে তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ রসূল (ﷺ) বলেছেনঃ ...।

অতঃপর (ইবনু হাজার) বলেনঃ এ হাদীসটি হাসান। এটিকে আবূ দাউদ, আবুল কাসেম বাগাবী, নাসাঈ "আলকুবরা" গ্রন্থে, ত্ববারানী ও ইবনু হিব্বান তার "সহীহ্" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর হাফিয ইবনু হাজার উল্লেখ করেছেন যে, কোন কোন বর্ণনাকারী হারিস ইবনু মুসলিম এবং তার পিতার নাম পাল্টিয়ে ফেলে বলেনঃ মুসলিম ইবনুল হারিস তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর হাফিয ইবনু হাজার- যারা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্য হতে কোন্ কোন্ বর্ণনাকারী প্রথম বর্ণনায় বর্ণনা করেছেন এ কথা উল্লেখ করার পর বলেনঃ

আর আবূ হাতিম ও আবূ যুর'য়াহ্ এ বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু ইবনু হিব্বানের বর্ণনা এ সিদ্ধান্তের বিরোধী হওয়ার প্রমাণ বহন করছে। কারণ তিনি হাদীসটি তার "সহীহ্" গ্রন্থে আবূ ই'য়ালা হতে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত তার নিকট এটা প্রাধান্য পেয়েছে যে, এ হাদীসের বর্ণনাকারী সহাবী হচ্ছেন হারেস ইবনু মুসলিম।

আমি (আলবানী) বলছিঃ আল্লাহ্ ইবনু হাজারের উপর রহমাত নাযিল করুন। কারণ সহাবীর নামের তাহকীক্ব করাটাই তাকে ব্যস্ত রেখেছে তার থেকে বর্ণনাকারী তার ছেলের অবস্থা বর্ণনা করার চেয়ে। অথচ সহাবী থেকে বর্ণনাকারী তার ছেলেই আমার নিকট হাদীসটির সমস্যা। কারণ তিনি অপরিচিত। ফলে হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দেয়া হাদীস শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী বহু দূরবর্তী কথা। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তার নিকট যেমন এখানে অজানা রয়ে গেছে তেমনিভাবে "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থেও অজানা রয়ে গেছে। তিনি বর্ণনাকারী ছেলে সম্পর্কে কোন আলোচনাই করেননি।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তার ছেলের জীবনী কোথায়? সহাবীর নাম মুসলিম হোক কিংবা হারেস? হাফিয ইবনু হাজার "আলইসাবাহ্" গ্রন্থে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, পিতার নাম হচ্ছে মুসলিম। আর ইবনু আব্দিল বার বলেনঃ এটিই সঠিক।

অনুরূপভাবে হাফিয ইবনু হাজার "তাহ্যীবুত তাহ্যীব" গ্রন্থেও ছেলের জীবনী সম্পর্কে পৃথকভাবে কোন আলোচনা করেননি। তবে তার পিতার জীবনীর মধ্যে তাকে উল্লেখ করেছেন এবং দারাকুতনীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মাজহূল (অপরিচিত)। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, একমাত্র ইবনু হিব্বান যা বলেছেন তা ছাড়া তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়ার বিষয়টি তিনি পাননি। ইবনু হাজার বলেন:

এরূপ হাদীসকে সহীহ্ আখ্যা দেয়া বহু দূরবর্তী ব্যাপার। কিন্তু ইবনু হিব্বান অভ্যাসগতভাবে একজন বর্ণনাকারীর বর্ণনাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়ে থাকেন, যদি বর্ণনাটি মুনকার না হয়।

মোটকথা এ ব্যক্তি মাজহূল। দারাকুতনী স্পষ্টভাবেই তা বলেছেন। আর আবূ হাতিম বলেছেন: তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না। যেমনটি "আলফায়েয" গ্রন্থে এসেছে। তা সত্ত্বেও গুমারী তার "আলকান্য" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটিকে আবূ দাঊদ (২/৩২৬), ইবনু হিব্বান (২৩৪৬) উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী "আত্তারীখুল কাবীর" গ্রন্থে (৪/১/২৫৩), ইবনুস সুন্নী "আমালুল ইয়াওম অললাইলাহ্" (নং ১৩৬), আহমাদ (৪/২৩৪), মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান রিব'ঈ "জুযউম মিন হাদীসিহি" (২-১/২১৪), ইবনু আসাকির (৪/১৬৫/১, ১৬/২৩৪/২) বর্ণনা করেছেন। মুনযেরী ও সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে নাসাঈর উদ্ধৃতিতেও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার "সুনানুস সুগরা" গ্রন্থে পাচ্ছি না। অথচ নাসাঈ বলতে এটিকেই বুঝানো হয়ে থাকে। সম্ভবত তার "সুনানুল কুবরা" অথবা "আমালুল ইয়াওয়াম অললাইলাহ্" গ্রন্থে রয়েছে। অতঃপর আমি এ গ্রন্থেই দেখেছি।

١٦٢٥. (إذا صَلَّيْتُمْ خَلْفَ أَئِمَّتِكُمْ، فَأَحْسِنُوْا طُهُوْرَكُمْ، فَإِنَّمَا يَرْتَجُ عَلَى الْقَارِئِ قِرَاءَتَهُ لِسُوْءِ طُهْرِ الْمُصَلِّي).

১৬২৫। তোমরা যখন তোমাদের ইমামদের পেছনে সলাত আদায় করবে তখন তোমরা ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন কর। কারণ সলাত আদায়কারীর মন্দ-পবিত্রতার কারণে কিরাআতকারীর কিরাআত বিভ্রান্ত হয়ে যায়।

হাদীসটি মিথ্যা।

হাদীসটিকে সিলাফী "আত্‌তাউরিয়্যাত" গ্রন্থে (২/২১) আলী ইবনু আহমাদ আসকারী সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাইমূন আবদাসানী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আউফ ইবনে মুহরিয হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আবূ নু'য়াঈম ফায্‌ল ইবনু দুকায়েন যখন দু'শত আঠারো সালে আগমন করলেন তখন আহলেহাদীসগণ তার নিকট একত্রিত হয়ে বললেন: আমরা আপনার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হবো না যে পর্যন্ত আপনি দুর্বল হয়ে মারা না যাবেন অথবা আপনি আমাদেরকে সলাতের মধ্যে বিভ্রান্ত হওয়ার হাদীস শুনাবেন। তখন তিনি বললেন: আমি আমার কিতাবে সেটিকে লিখিনি এবং তালিকাভুক্তও করিনি। অতঃপর তারা বলল: আমরা আপনার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হবো না যে পর্যন্ত আপনি দুর্বল হয়ে মারা না যাবেন! তিনি যখন নিজের ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়লেন তখন বললেন: আমাকে সুফইয়ান সাওরী হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন মানসূর হতে, তিনি রিব'ঈ হতে, তিনি হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে। তিনি বলেন:

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন সকালের সলাত আমাদের সহকারে আদায় করলেন। তিনি তাতে সূরা রূম পাঠ করলেন। কিন্তু তাতে তার কিরাআত খুব বেশী বিভ্রান্ত হলো। ফলে তিনি যখন তার সলাত পূর্ণ করলেন তখন তিনি তাঁর চেহারাকে আল্লাহমুখী করলেন অতঃপর আমাদের সম্মুখীন হয়ে বললেন: হে লোকেরা! তোমরা যখন সলাত আদায় করবে ...।

সিলাফী বলেন: এ হাদীসটি গারীব এবং আজব ধরনের।

আমি (আলবানী) বলছি: ইবনু দুকায়েনের নিচের বর্ণনাকারীদের জীবনী পাচ্ছি না। তবে মানাবী "আলফায়েয" গ্রন্থে দাইলামীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন: "আলমীযান" গ্রন্থে এসেছে: হাদীসটি মিথ্যা আর আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাইমূন মাজহূল (অপরিচিত)। অথচ "আলমীযান" গ্রন্থে আমি এটা পাচ্ছি না। আল্লাহই বেশী জানেন।

١٦٢٦. (إذا صَلَّيْتُمْ فارْفَعُوا سَبَلَكُمْ، فَكُلُّ شَيْءٍ أصابَ الأَرْضَ مِنْ سَبَلِكُمْ فَفِي النَّارِ)

১৬২৬। তোমরা যখন সলাত আদায় করবে তখন তোমরা তোমাদের লুঙ্গিগুলোকে উঁচু করে রাখ (পরিধান কর)। কারণ তোমাদের লুঙ্গিগুলোর যা কিছুই যমীনকে স্পর্শ করবে তাই জাহান্নামে যাবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম বুখারী "আত্‌তারীখুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/২/৪০০-

৪০১), ওকাইলী “আয্‌যু‘য়াফা” গ্রন্থে (৩৩৮), অনুরূপভাবে ইবনু হিব্বান (২/১১৮) ‘ঈসা ইবনু ক্বিরতাস হতে, তিনি ইকরিমা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ওকাইলী বলেন: ‘ঈসা ইবনু ক্বিরতাস চরমপন্থী রাফেযী (শীয়াহ্) ছিলো।

আর ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি খুবই দুর্বল। ইবনু মা‘ঈন বলেন: তিনি কিছুই না। অন্যত্র বলেন: তার থেকে হাদীস বর্ণনা করাই বৈধ না। সাজী বলেন: তিনি মিথ্যুক। “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে এসেছে: তিনি মাতরূক।

তার সূত্রেই আবূ নু‘য়াঈম “তাসমিয়্যাতুর রুওয়াত আনিল ফায্‌ল ইবনু দুকায়েন” গ্রন্থে (১/৫৪) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ হাদীসের ভাবার্থ দাঁড়ায় এই যে, পরিহিত লুঙ্গি সলাত ছাড়া অন্য সময়ে যমীন থেকে গোড়ালির উপরে উঠিয়ে রাখা ওয়াজিব নয়। এ হাদীসটি বহু সহীহ্ হাদীস বিরোধী যেগুলোর মধ্যে লুঙ্গি বা পরিধেয় কাপড় গোড়ালির নিচে ঝুলিয়ে পরতে নিষেধ করা হয়েছে।

যাইন আলইরাকী বলেন: এর সনদে ‘ঈসা ইবনু কিরতাস রয়েছেন। নাসাঈ বলেন: তিনি মাতরূক। ইবনু মাঈন বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন। হাইসামী বলেন: এর মধ্যে ‘ঈসা ইবনু কিরতাস রয়েছেন, তিনি খুবই দুর্বল।

সুয়ূতী হাসান হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তা সঠিক নয়।

١٦٢٧. (إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ).

১৬২৭। কোন ব্যক্তির আসবাবপত্র যদি হারিয়ে যায়, অথবা তার আসবাবপত্র যদি চুরি হয়ে যায়, অতঃপর যদি তা এমন কোন ব্যক্তির হাতে পাওয়া যায় যে তা বিক্রি করছে তাহলে সেই সে বস্তুর বেশী হক্বদার। আর ক্রেতা বিক্রেতাকে মূল্য ফেরত দিবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু মাজাহ্ (২/৫৪), দারাকুতনী (৩০১) হাজ্জাজ হতে, তিনি সা‘ঈদ ইবনু ওবায়েদ ইবনু যায়েদ ইবনু উকবাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি সামুরা ইবনু জুন্দুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। বর্ণনাকারী হাজ্জাজ ছাড়া

সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। হাজ্জাজ হচ্ছেন ইবনু আরতাত, তিনি একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। তিনি এটিকে আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন। বুসয়রী "আয্ যাওয়াইদ" গ্রন্থে তার দ্বারাই হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি অন্য সূত্রে ভিন্ন ভাষাতেও বর্ণিত হয়েছে। সেটি যথাস্থানে আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ্।

সতর্কবাণী: ইবনু মাজার মধ্যে সা'ঈদ ইবনু ওবায়েদ ইবনু যায়েদ উল্লেখিত হয়েছে আর দারাকুতনীর মধ্যে সা'ঈদ ইবনু যায়েদ উল্লেখ করা হয়েছে, ওবায়েদকে উল্লেখ করা হয়নি। এটিই সঠিক যেমনটি "আত্তাহ্যীব" গ্রন্থে এসেছে।

١٦٢٨. (تَصَدَّقُوْا، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ فِكَاكُكُمْ مِنَ النَّارِ).

১৬২৮। তোমরা সাদাকা করো। কারণ সাদাকা তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে (১/৮৯/২), আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (১০/৪০৩), দারাকুতনী "আলআফরাদ" গ্রন্থে (খণ্ড ২/ নং ৬) মুহাম্মাদ ইবনু যানবূর হতে, তিনি হারেস ইবনু ওমায়ের হতে, তিনি হুমায়েদ হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

ত্বারানী এবং দারাকুতনী বলেন: হারেস ইবনু ওমায়ের হাদীসটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। অথচ তাকে একদল নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন যাদের মধ্যে ইবনু মা'ঈনও রয়েছেন। কিন্তু হাফিয যাহাবী তাদের মতগুলো উল্লেখ করার পর বলেছেন:

তাকে সুস্পষ্ট দুর্বল হিসেবেই দেখছি। কারণ ইবনু হিব্বান "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেছেন: তিনি নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট বহুকিছু বর্ণনা করেছেন। আর হাকিম বলেছেন: তিনি হুমায়েদ এবং জা'ফার সাদেক হতে কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এ কারণে তিনি তাকে তার "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি শক্তিশালী নন। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করতেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তাকে জামহূর

নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন অথচ তার হাদীসসমূহের মধ্যে মুনকার রয়েছে। আর এ কারণেই আযদী, ইবনু হিব্বান প্রমুখ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। সম্ভবত শেষ বয়সে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

আরেক বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু যানবূরের ব্যাপারেও সমালোচনা রয়েছে।

"আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে: তিনি সত্যবাদী, তবে তার সন্দেহমূলক বর্ণনা রয়েছে।

আল্লামাহ্ আব্দুর রহমান আলমু'য়াল্লিমী এ মতকে পছন্দ করেছেন যে, হারেস নির্ভরযোগ্য। তার হাদীসের মধ্যে যে মুনকারের ঘটনা ঘটেছিল তা ইবনু যানবূর কর্তৃক তার থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে। তা হারেসের কারণে নয় বরং ইবনু যানবূরের কারণে।

١٦٢٩. (فَهَلاَّ بِكْرًا تَعَضُّهَا وَتَعَضُّكَ).

১৬২৯। তুমি একজন কুমারী মেয়েকে কেন বিয়ে করোনি সে তোমাকে কামড়াতো আর তুমি তাকে কামড়াতে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আজুররী "তাহরীমুন নারদ অশ শাতরঞ্জ অল মালাহী" গ্রন্থে (নং ৫) গ্রন্থে দাউদ ইবনু যাবারকান সূত্রে মালেক ইবনু মুগূল হতে, তিনি রাবী' ইবনু কা'ব ইবনু আবূ কা'ব হতে, তিনি কা'ব ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি এক সফরে রসূল (ﷺ)-এর সাথে ছিলাম। এক রাতে আমি বিয়ে করে ফেললাম। অতঃপর সকালে আমি রসূল (ﷺ)-এর নিকটে উপস্থিত হলে তিনি এক এক করে জিজ্ঞেস করা শুরু করলেন। হে ব্যক্তি! তুমি কি বিয়ে করেছো? তুমি কি বিয়ে করেছো? তুমি কি বিয়ে করেছো হে কা'ব? আমি বললাম: জি হাঁ, হে আল্লাহর রসূল। তিনি বললেন: কুমারী মেয়ে নাকি বিধবা মেয়ে? আমি বললাম: বিধবা। তখন তিনি বললেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ দাউদ ইবনু যাবারকান মাতরূক বর্ণনাকারী।

আর বর্ণনাকারী রাবী' ইবনু কা'ব ইবনু আবূ কা'বের বংশ পরিচয় নিয়ে মতভেদ করা হয়েছে। আমার কপিতে 'রাবী' ইবনু কা'ব ইবনু আবূ কা'ব' এভাবে পেয়েছি। আর ইমাম বুখারী "তারীখুল কাবীর" (২/১/২৪৮) ও ইবনু আবী হাতেম "আলজারহু অত্তা'দীল" গ্রন্থে (১/২/৪৫৪) বলেছেন এভাবে: রাবী' ইবনু উবাই ইবনু কা'ব আনসারী। আর ইবনু আবী হাতিম

বৃদ্ধি করে বলেছেন: তাকে রাবী ইবনু কা'ব ইবনু আজরাহ্ বলা হয়ে থাকে। আর তারা উভয়েই বলেছেন যে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে তার সম্পর্কে ভালো বা মন্দ কোনই মন্তব্য করেননি।

তবে ইমাম বুখারী বলেন: আবূ আব্দুল্লাহ্ বলেন: বর্ণনাকারী মূসা ইবনু দাহ্কান সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ বলেন: তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

আমি (আলবানী) বলছি: মূসাকে রাবী' ইবনু উবাই হতে বর্ণনাকারী হিসেবে তিনি ছাড়া অন্য কেউ উল্লেখ করেননি।

হাদীসটিকে হাইসামী "আলমাজমা'" গ্রন্থে (৪/২৫৯) ত্ববারানীর বর্ণনায় রাবী' ইবনু কা'ব ইবনু আজরা হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি বলেছেন:

বর্ণনাকারী রাবী'র জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না। আর অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তাদের কারো কারো মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। আর তাদেরকে ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটিকে ইমাম বুখারী "আত্‌তারীখ" গ্রন্থে (২/১/২৭২), ত্ববারানী "আলকাবীর" গ্রন্থে (১৯/১৪৯/৩২৮) মূসা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাবী' ইবনু কা'ব ইবনে আজরাহ্ হতে তার পিতার উদ্ধৃতিতে শ্রবণ করেছেন।

এই রাবী'ই হাদীসটির সমস্যা, বর্ণনাকারীগণ কর্তৃক তার বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে ইযতিরাব সংঘটিত হওয়ার কারণে। যা তার অপরিচিত হওয়ারই পরিচয় বহন করে। এছাড়া তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

١٦٣٠. (إذا أرادَ الله بِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي خَيْراً، أَلْقى حُبَّ أَصْحَابِي فِي قَلْبِهِ).

১৬৩০। আল্লাহ্ তা'আলা যখন আমার উম্মাতের কোন ব্যক্তির জন্য কল্যাণ চান তখন তার হৃদয়ে আমার সাথীদের (সহাবীগণের) ভালোবাসা দিয়ে দেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/৪১), দাইলামী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (১/১/৯৮), আবূ নাস্‌র ইমরান হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ বাসরী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু কাসীর আবাদী হতে, তিনি হাম্মাদ ইবনু সালামা হতে, তিনি সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আবাদীর নিচের দু'জনের জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না। আর উপরের দু'জন ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে" গ্রন্থে দাইলামীর "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। আর তার ভাষ্যকার মানাবী বলেছেন: তিনি কোন চিহ্ন ব্যবহার করেননি। তিনি দুর্বল। তবে তার কতিপয় সাক্ষীমূলক বর্ণনা রয়েছে।

তার পরেও তিনি একটিও শাহেদ বর্ণনা করেননি। তিনি যেন বুঝাচ্ছেন ব্যাপক ভিত্তিক সাক্ষী। কারণ আমি এর কোন খাস সাক্ষীমূলক বর্ণনা জানি না। আল্লাহই বেশী জানেন।

١٦٣١. (إِذَا تَمَّ فُجُوْرُ الْعَبْدِ، مَلَكَ عَيْنَيْهِ، فَبَكَى بِهِمَا مَا شَاءَ).

১৬৩১। যখন বান্দার অন্যায় কর্ম সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন সে তার দু'চোখের মালিক বনে যায়। অতঃপর সে তার দু'চোখ দিয়ে ইচ্ছেমত কাঁদতে থাকে।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (৭২/১ ও ২১১/২) হাজ্জাজ ইবনু সুলাইমান হতে যিনি কুমরী নামে পরিচিত, তিনি ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে, তিনি মিশরাহ্ ইবনু হা'আন হতে, তিনি উকবাহ্ ইবনু 'আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি এ সনদে আরো কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করার পর বলেছেন:

এ হাদীসগুলো ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে হাজ্জাজ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত আমরা ইবনু লাহী'য়াকেই সমস্যা হিসেবে ধরতে পারি, হাজ্জাজকে নয়। কারণ ইবনু লাহী'য়ার বহু মুনকার হাদীস রয়েছে। হাজ্জাজ যদি এটিকে ইবনু লাহী'য়াহ্ ছাড়া অন্য কারো থেকে বর্ণনা করেন তাহলে ইন শা আল্লাহ্ সেটি সঠিক।

মানাবী ইবনুল জাওযীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন: হাদীসটি সহীহ্ নয়।

এ কারণেই তিনি "আত্তাইসীর" গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, হাদীসটির সনদ দুর্বল।

١٦٣٢. (إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ، فَقَدْ حَبِطَ

عَمَلُهَا).

১৬৩২। স্ত্রী যদি তার স্বামীকে বলে যে, তোমার থেকে কখনও কল্যাণকর কিছু দেখিনি, তাহলে তার (স্ত্রীর) আমল বাতিল হয়ে যাবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আসাকির (১৬/১৪০/১) সালাম ইবনু রাযীন হতে, তিনি উমার ইবনু সুলাইম হতে, তিনি ইউসুফ ইবনু ইব্‌রাহীম হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি সাকেত। এর সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী এ ইউসুফ। ইবনু হিব্বান বলেন:

তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যা তার হাদীস নয়। তার থেকে বর্ণনা করাই বৈধ না।

ইমাম বুখারী বলেন: তিনি আজব আজব বস্তুর অধিকারী।

আর সালাম ইবনু রাযীন সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তাকে চেনা যায় না। তার হাদীস বাতিল।

অতঃপর তিনি তার এটি ছাড়া অন্য একটি হাদীস তার সহীহ্ সনদে আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করে বলেছেন:

ইমাম আহমাদ বলেন: এ সনদটি বানোয়াট। এটি মিথ্যুকদের হাদীস।

এ হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে ইবনু আদী ও ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন। আর মানাবী তার "আলফায়েয" গ্রন্থে ইউসুফ ইবনু ইব্‌রাহীম সম্পর্কে ইবনু হিব্বানের মন্তব্য উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন। অতঃপর "আত্‌তাইসীর" গ্রন্থে সংক্ষেপে বলেছেন: এর সনদটি দুর্বল।

١٦٣٣ . (إِذَا مَضَى لِلنُّفَسَاءِ سَبْعٌ، ثُمَّ رَأَتِ الطُّهْرَ، فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ).

১৬৩৩। যখন নেফাসধারী নারীদের সাত দিন অতিবাহিত হয়ে যাবে, অতঃপর পবিত্রতা দেখবে তখন সে যেন গোসল করে এবং সলাত আদায় করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে দারাকুতনী (৮২) ও তার সূত্রে বাইহাক্বী (১/৩৪২) আবূ সাহ্ল ইবনু যিয়াদ হতে, তিনি আবূ ইসমা'ঈল তিরমিযী হতে, তিনি আব্দুস সালাম ইবনু মুহাম্মাদ হিমসী (তার উপাধি হচ্ছে সুলাইম) হতে, তিনি বাকিয়্যাহ্ ইবনুল অলীদ হতে, তিনি আলী ইবনু আলী হতে, তিনি

আসওয়াদ হতে, তিনি উবাদাহ্ ইবনু নুসাই হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু গানাম হতে, তিনি মু'য়ায ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। সুলাইম বলেন: আমি 'আলী ইবনু 'আলীর সাথে মিলিত হলে তিনি আসওয়াদ হতে, তিনি উবাদাহ্ ইবনু নুসাই হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু গানাম হতে, তিনি মু'য়ায ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেন।

দারাকুতনী বলেন: আসওয়াদ হচ্ছেন ইবনু সা'লাবাহ্ শামী।

হাদীসটিকে বাইহাক্বীও বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে দাইলামী (১/১/১৫২) হাকিম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটি "আলমুসতাদরাক" গ্রন্থে (১/১৭৬) বর্ণিত হয়েছে আবূ সাহ্ল আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু যিয়াদ নাহ্বী হতে, তিনি আবূ ইসমা'ঈল মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল সুলামী হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি সনদ থেকে আলী ইবনু আলীকে ফেলে দিয়েছেন। আর বাইহাক্বী বলেন:

প্রথমটি বেশী সঠিক। আর তার সনদটি শক্তিশালী নয়।

ইবনুত তুরকুমানী তার সমালোচনা করে বলেছেন:

তা যদি বাকিয়্যার মুদাল্লিস হওয়ার কারণে হয়। (তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়) কারণ এখানে তিনি সুস্পষ্টভাবে হাদীস বর্ণনা করার কথা বলেছেন। আর মুদাল্লিস বর্ণনাকারী যখন স্পষ্টভাবে হাদীস বর্ণনা করেন তখন তিনি গ্রহণযোগ্য।

আমি (আলবানী) বলছি: সনদটি দুর্বল হওয়ার বিষয়টি বাকিয়্যার কারণে নয়। কারণ যে সনদকে বাইহাক্বী বেশী সঠিক বলে প্রাধান্য দিয়েছেন সে সনদে বাকিয়্যার শাইখ 'আলী ইবনু 'আলীর সাথে সুলাইমের সাক্ষাৎ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তিনি তাকে হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। এ কারণে বাকিয়্যার দোষ থেকে হাদীসটির সনদ মুক্ত। বাকী থাকছে এ সুলাইম আর আমার নিকট বাইহাক্বী কর্তৃক হাদীসটি দুর্বল আখ্যা দেয়ার কারণ হচ্ছে এ সুলাইম-ই। কারণ তিনি বেশী প্রসিদ্ধ নন। এমনকি হাফিয ইবনু হাজারের নিকট তার অবস্থা লুক্কায়িতই রয়ে গেছে। এ কারণে তিনি তাকে "আললিসান" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি বাকিয়্যাহ্, মুহাম্মাদ ইবনু হার্‌ব, অলীদ ইবনু মুসলিম, আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালেম আশ'আরী এবং তাদের সমসাময়িকদের থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে মুহাম্মাদ ইবনু আউফ হিমসী ও তার সমসাময়িকরা বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি। তার

থেকে এটা আশ্চর্যের ব্যাপার। কারণ ইবনু আবী হাতিম তাকে "আলজারহু অত্‌তা'দীল" গ্রন্থে (৩/১/৪৮-৪৯) উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি সুলাইম নামে পরিচিত। তিনি তার শাইখদের মধ্যে বিশ্‌র ইবনু শু'য়াইবকেও উল্লেখ করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, তার পিতা তার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, তিনি সত্যবাদী।

আমি (আলবানী) বলছি: তার ন্যায় ব্যক্তির হাদীসের ব্যাপারে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় এবং তার হাদীস হাসান পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়।

অতঃপর আমি অবগত হয়ে বলছি যে, এটিকে বাইহাক্বী আসওয়াদ ইবনু সা'লাবা শামীর কারণেই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তার সম্পর্কে আলী ইবনুল মাদীনী বলেন: তাকে চেনা যায় না যেমনটি "আলমীযান" গ্রন্থে এসেছে।

এ হাদীসটির সনদ নাবী (ﷺ) পর্যন্ত যদিও সাব্যস্ত হয়নি, বিদ্বানগণের এর উপরে 'আমল রয়েছে। বরং ইমাম তিরমিযী এর উপরে ইজমা' সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। দেখুন (১/২৫৮)। তবে এ হাদীস থেকে যা বুঝা যায় তা গ্রহণ না করাই উচিত। কারণ নেফাসধারী নারী যদি সাত দিনের পূর্বেই পবিত্র হয়ে যাওয়াকে লক্ষ্য করে তাহলে গোসল করবে এবং সলাতও আদায় করবে। কারণ নেফাসের সর্বনিম্ন সময়কাল নির্দিষ্ট নেই। যেমনটি বিশেষজ্ঞগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

١٦٣٤. (أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ).

১৬৩৪। কিয়ামাতের দিন লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী শাস্তি পাবে সেই আলেম যার জ্ঞান তার কোন উপকার করেনি।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্ববারানী "আসসাগীর" গ্রন্থে (১০৩) উসমান ইবনু মুকসিম বার্‌রী হতে, তিনি সা'ঈদ মাকবূরী হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: মাকবুরী হতে উসমান বাররী ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। ইবনু মা'ঈন বলেন: তিনি কিছুই না। তিনি মিথ্যা বর্ণনা এবং হাদীস জাল করার সাথে পরিচিতদের একজন। যেমনটি "আলমীযান" গ্রন্থে এসেছে। তিনি তার দীর্ঘ জীবনী আলোচনা করার পর এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

হাইসামী (১/১৮৫) বলেন:

এটিকে ত্ববারানী "আস্‌সাগীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে উসমান

বাররী রয়েছেন। ফাল্লাস বলেন: তিনি সত্যবাদী বহুভুলকারী, বিদ'আতী। তাকে ইমাম আহমাদ, নাসাঈ ও দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

তার শাইখ ইরাকী তার "আলমুগনী" গ্রন্থের প্রথমে বলেন: এটিকে ত্বারানী "আস্‌সাগীর" গ্রন্থে আর বাইহাক্বী "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে মুনযেরী হাদীসটিকে (১/৭৮) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু আদীও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যেমনটি "আলজামে'" গ্রন্থে এসেছে। আর ভাষ্যকার মানাবী বলেন: ইবনু হাজার বলেন: এর সনদ এবং মাতান (ভাষা) উভয়টিই গারীব। অতঃপর মানাবী বলেন: কিন্তু হাদীসটির ভিত্তি রয়েছে। অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত (১৬১৭) হাদীসটি উল্লেখ করেন। যার মধ্যে আলেম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ... সেই আলেম যে তার জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয় না।

তিনি হাকিমের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু তাতে পাচ্ছি না যেমনটি সেখানে উল্লেখ করেছি। সম্ভবত এ কারণেই তিনি "আত্‌তাইসীর" গ্রন্থে শুধুমাত্র বলেছেন: হাদীসটিকে মুনযেরী প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীসটিকে দারেমী (১/৮২) মওকূফ হিসেবে আবুদ্ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

'আল্লাহর নিকট কিয়ামাতের দিন লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি সেই আলেম যে তার জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয় না।'

এর সনদটি এরূপ: তিনি ইসমা'ঈল ইবনু আবান হতে, তিনি ইবনুল কাসেম ইবনু কায়েস হতে, তিনি ইউনুস ইবনু ইউসুফ হিমসী হতে, তিনি আবূ কাবাশাহ্ সালূলী হতে, তিনি বলেন: আমি আবুদ্ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি: ...।

বর্ণনাকারী ইবনুল কাসেম ইবনু কায়েস ছাড়া এ সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আমি তাকে চিনি না। আমি আশংকা করছি যে, কপির মধ্যে উলোটপালট কিছু ঘটেছে।

١٦٣٥. (كَانَ يَخْرُجُ يُهْرِيْقُ الْمَاءَ، فَيَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ، فَأَقُوْلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيْبٌ. فَيَقُوْلُ: «وَمَا يُدْرِيْنِي لَعَلِّي لاَ أَبْلُغُهُ»).

১৬৩৫। তিনি বের হয়ে পেশাব করতেন। অতঃপর মাটি দিয়ে মাসাহ্ করতেন। আমি বলতাম: হে আল্লাহর রসূল! পানি তো আপনার নিকটেই। তিনি তখন বলতেন: কোন বস্তু আমাকে অবহিত করবে, হয়তো আমি পানির নিকট পৌছতে সক্ষম হবো না।

হাদীসটি খুবই দুর্বল। (কিন্তু তিনি পরবর্তিতে এ হাদীসকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন) অতএব হাদীসটি সহীহ্। দেখুন "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (২৬২৯)।

কারণ ইবনু লাহী'য়াহ্ দুর্বল হলেও তার থেকে যখন তিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন তখন তার হাদীস সহীহ্ হিসেবে গণ্য হয়। কারণ তারা তার থেকে তার জীবনের প্রথম দিকের বর্ণনাকারী। আর এ হাদীসটি তার থেকে আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক বর্ণনা করেছেন।

বিস্তারিত জানতে দেখুন "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (২৬২৯)।

١٦٣٦. (أَحَبُّ الْبُيُوْتِ إِلَى اللهِ، بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ مُكَرَّمٌ).

১৬৩৬। আল্লাহর নিকটে সর্বোত্তম বাড়ি হচ্ছে সেই বাড়ি যে বাড়িতে মর্যাদা নিয়ে ইয়াতীম থাকে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে মুখলিস "আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত" গ্রন্থে (১৯৯-২০০), ওকাইলী "আয্যু'আফা" গ্রন্থে (৩১), ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/২০১/২), ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (১/১৭), খারাইতী "মাকারিমুল আখলাক" গ্রন্থে (৭৫), ইবনু বিশরান "আলআমালী" গ্রন্থে (২/১৫২), আবূ নু'য়াইম "আলহিলয়্যাহ্" গ্রন্থে (৬/৩৩৭), কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (২/১০২) ও সিলাফী "আত্তুয়ূরিয়্যাত" গ্রন্থে (২/১৬০) ইসহাক হুনাইনী সূত্রে মালেক হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে ত্বহলা হতে, আর তাদের কেউ কেউ বলেছেন: মুহাম্মাদ ইবনু আজলান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

আবূ নু'য়াইম ও অকাইলী বলেন: হাদীসটিকে হুনাইনী এককভাবে মালেক হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। যেমনটি হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" এবং "আলমীযান" গ্রন্থে বলেছেন: তিনি বহু আজব এবং গারীবের অধিকারী।

অতঃপর তিনি তার কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন এটি সেগুলোর একটি। পরক্ষণেই ওকাইলী বলেন:

এর কোন ভিত্তি নেই।

অতঃপর তিনি ইমাম বুখারী হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হুনাইনীর ব্যাপারে বলেন: তার হাদীসের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

ইমাম বুখারী হতে এরূপ মন্তব্য তার নিকট হুনাইনীর খুবই দুর্বল হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে।

এ সূত্রেই হাদীসটিকে বাইহাক্বী "আশ্‌শু'য়াব" গ্রন্থে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

" তোমাদের বাড়ি সমূহের মধ্যে ... ।"

অতঃপর বলেছেন: ইসহাক এককভাবে মালেক হতে বর্ণনা করেছেন যেমনটি "আলফায়েয" গ্রন্থে এসেছে।

এরপর আমি (আলবানী) দেখেছি ইবনু আবী হাতিম "আলইলাল" গ্রন্থে (২/১৭৬) উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তার পিতাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি উত্তরে বলেন:

এ হাদীসটি মুনকার।

١٦٣٧. (خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ، بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَ شَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ، بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ)

১৬৩৭। মুসলিমদের সর্বোত্তম বাড়ি হচ্ছে সেই বাড়ি যে বাড়িতে ইয়াতীমের সাথে ভালো আচরণ করা হয়। আর মুসলিমদের সর্বনিকৃষ্ট বাড়ি সেটি যে বাড়িতে ইয়াতীমের সাথে মন্দ আচরণ করা হয়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক "আয্‌যুহ্দ" গ্রন্থে (নং ৬৫৪), তার থেকে ইবনু মাজাহ্ (৩৬৭৯) ও বুখারী "আলআদাবুল মুফরাদ" গ্রন্থে (১৩৭) ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবূ সুলাইমান সূত্রে যায়েদ ইবনু আবূ আত্তাব হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল, যেমনটি "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে। এ কারণে মুনযেরী "আত্‌তারগীব" গ্রন্থে (৩/২৩০) হাদীসটি দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইয়াহ্ইয়া" গ্রন্থে (২/১৮৪) বলেন:

তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

বূসয়রী "আয্‌যাওয়াইদ" গ্রন্থে বলেন:

তার সনদে বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবূ সুলাইমান রয়েছেন যার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস। আবূ হাতিম বলেন:

তিনি মুযতারিবুল হাদীস। তাকে ইবনু হিব্বান "আসসিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর ইবনু খুযাইমাহ্ তার হাদীসকে "সহীহাহ্" গ্রন্থে তাখরীজ করে এ হাদীস সম্পর্কে বলেছেন: অন্তরে এ হাদীসের ব্যাপারে কিছু (সমস্যা) রয়েছে। কারণ আমি ইয়াহ্ইয়া সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই জানি না। আমি তার হাদীসকে তাখরীজ করেছি, কারণ আলেমগণ তার সম্পর্কে মতভেদ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিমের নিকট যে সমস্যা প্রকাশিত হয়েছে ইবনু খুযাইমার নিকট তা লুক্কায়িত রয়ে গেছে। অতএব বর্ণনাকারী সম্পর্কে তাদের দু'জনের সমালোচনা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ইবনু খুযাইমা কর্তৃক দোষারোপ না করার চেয়ে।

এটাই হচ্ছে হক্ব কথা। বিশেষ করে ইবনু হিব্বান তাকে যে "আসসিকাত" গ্রন্থে (৩/৬০৪, ৬১০) উল্লেখ করেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তিনি নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শনকারীদের অন্ত র্ভুক্ত। যেমনটি ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থের ভূমিকাতে এ মর্মে সতর্ক করেছেন। আর আমি (আলবানী) কতিপয় অপরিচিত বর্ণনাকারীদের ইবনু হিব্বান কর্তৃক নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়ার উদাহরণ উল্লেখ করেছি "আর্‌রাদ্দ আলাশ শাইখ হাবাশী" গ্রন্থে। কেউ চাইলে গ্রন্থটি পড়তে পারেন।

সতর্কবাণী: এ হাদীসটিকে ইবনু কাসীর তার তাফসীর গ্রন্থে ইবনুল মুবারাকের বর্ণনায় তার পূর্বোক্ত সনদে উল্লেখ করে কোন হুকুম দেয়া হতে চুপ থেকেছেন। আর এ কারণেই দু'হালাবী আলেম সন্দেহপোষণ করে তার চুপ থাকাকে সহীহ্ হিসেবে ধরে নিয়ে তারা উভয়ে হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন এবং তারা দু'জনেই "মুখতাসারু ইবনু কাসীর" গ্রন্থে হাদীসটিকে উল্লেখ করেছেন। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে এর বিপরীত। যেমনটি এ সম্পর্কে বারবার সতর্ক করা হয়েছে।

١٦٣٨. (إِذَا مُدِحَ الْمُؤْمِنُ فِي وَجْهِهِ، رَبَا الإِيْمَانُ فِي قَلْبِهِ).

১৬৩৮। যখন কোন মু'মিনের সম্মুখেই তার প্রশংসা করা হয় তখন তার হৃদয়ে ঈমান বৃদ্ধি পায়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্ববারানী (১/২৩/১) মুহাম্মাদ ইবনু আম্‌র ইবনে খালেদ হাররানী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে, তিনি সালেহ্ ইবনু আবূ আরীব হতে, তিনি খাল্লাদ ইবনুস সায়েব হতে বর্ণনা

করেছেন। তিনি বলেন: আমি উসামা ইবনু যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট প্রবেশ করলে তিনি আমার সম্মুখেই আমার প্রশংসা করে বললেন: তোমার সম্মুখেই তোমার প্রশংসা করতে আমাকে উৎসাহিত করেছে একটি হাদীস যা আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: ...।

এ সূত্রেই হাকিম হাদীসটিকে (৩/৫৯৭) বর্ণনা করে চুপ থেকেছেন। অনুরূপভাবে হাফিয যাহাবীও চুপ থেকেছেন।

অথচ এ সনদটি ইবনু লাহী'য়ার কারণে দুর্বল। কারণ তার হেফযে ত্রুটি ছিল। তবে তার থেকে আবাদিলা (আব্দুল্লাহ্ নামধারী) বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করলে তার থেকে বর্ণিত হাদীস সহীহ্, আর এ হাদীসটি তাদের বর্ণনাকৃত নয়।

আর তার শাইখ সালেহ্ ইবনু আবূ আরীব সম্পর্কে ইবনু কাত্তান বলেন: তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না।

তবে ইবনু হিব্বান তাকে (সালেহকে) "আসসিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন: তিনি মাকবূল।

আর "মাজমাউয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (৮/১১৯) এসেছে: হাদীসটিকে ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন। এর সনদের মধ্যে ইবনু লাহী'য়াহ্ রয়েছেন আর অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে।

হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইয়াহ্ইয়া" গ্রন্থে (১/২২৯) বলেন: তার সনদটি দুর্বল।

অনুরূপ হাদীস আবূ হুরাইরাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতেও বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সেটিও সাব্যস্ত হয়নি।

١٦٣٩. (إِذَا عَلِمَ أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ خَيْرًا، فَلْيُخْبِرْهُ، فَإِنَّهُ يَزْدَادُ رَغْبَةً فِي الْخَيْرِ).

১৬৩৯। যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের কোন কল্যাণকর কিছু দেখবে, তখন সে যেন তাকে সংবাদ প্রদান করে। কারণ তা কল্যাণের ক্ষেত্রে তার উৎসাহ বৃদ্ধি করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে দারাকুতনী "আলইলাল" গ্রন্থে ইবনুল মুসাইয়্যাবের বর্ণনায় আবূ হুরাইরাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করে বলেছেন: যুহ্‌রী হতে এটি সহীহ্ নয়। আর ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে মুরসাল হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে।

এটিকে হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইয়াহ্ইয়া" গ্রন্থে (১/২৯৯) উল্লেখ করেছেন। এটি সেই সব হাদীসগুলোর একটি যেগুলো "জামেউল কাবীর", "জামেউস সাগীর", "তার সংযোজন" হতে এবং "আলজামেউল আযহার"

হতেও ছুটে গেছে।

١٦٤٠. (إنّ الله مَنَّ عَلَى قَوْمٍ، فَأَلْهَمَهُمُ الخَيْرَ، فَأَدْخَلَهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، وابْتَلَى قَوْماً، فَخَذَلَهُمْ وذَمَّهُمْ عَلَى أَفْعَالِهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يَرْحَلُوا عَمَّا ابْتَلاَهُمْ بِـــهِ، فَعذَّبَهُمْ، وذلك عَدْلُهُ فِيهِمْ).

১৬৪০। আল্লাহ্ তা'য়ালা কোন সম্প্রদায়ের উপর (যখন) অনুগ্রহ করেন, তখন তিনি তাদেরকে কল্যাণ দান করেন। অতঃপর তাঁর দয়ার মধ্যে তাদের অনুপ্রবেশ ঘটান। আর কোন সম্প্রদায়কে যখন পরীক্ষা করতে চান, তখন তাদেরকে অপমাণিত করেন এবং তাদের কর্মের কারণে তাদের ভর্ৎসণা করেন। ফলে তিনি যার দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করেন তা থেকে তারা মুক্ত হতে সক্ষম হয় না। অতঃপর তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। আর এটাই হচ্ছে তাদের জন্য তাঁর ইনসাফ।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে দারাকুতনী "আলআফরাদ" গ্রন্থে আর দাইলামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন যেমনটি "যাওয়াইদুল জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে এসেছে।

হাদীসটি "আলআফরাদ" গ্রন্থে (খণ্ড ২, নং ৪৬), "ত্ববাকাতুল আসবাহানিয়ীন" গ্রন্থে (ক্বাফ ৭৬/১-২) ও "আখবারু আসফাহান" গ্রন্থে (১/৩২৬) সা'ঈদ ইবনু ঈসা কুরাইযী বাসরী সূত্রে আবূ উমার যরীর হতে, তিনি হাম্মাদ ইবনু যায়েদ ও ইয়াযীদ ইবনু যুরাঈ হতে, তিনি ইউনুস ইবনু ওবাইদ হতে, তিনি ইবনু সীরীন হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন আর তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন: ...।

তিনি বলেছেন: মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন সূত্রে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে ইউনুস ইবনু ওবাইদের বর্ণনাকৃত হাদীস গারীব। আবূ উমার যরীর হাফ্স ইবনু উমার এ সনদে এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর আমরা এটিকে একমাত্র এ সূত্র হতেই লিখেছি।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদে কুরাইযীর উপরের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী। একমাত্র তিনি ছাড়া।

দারাকুতনী তার সম্পর্কে বলেন: তিনি দুর্বল। যেমনটি "আলমীযান" গ্রন্থে এসেছে।

হাফিয যাহাবী "আললিসান" গ্রন্থে বলেন: এ ব্যক্তি হচ্ছেন সা'ঈদ ইবনু উসমান।

হাফিয যাহাবী বলেন: তিনি আসবাহানে কতিপয় মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনিই এ সনদটির সমস্যা।

١٦٤١. (أَرِقَّاؤُكُمْ إِخْوَانُكُمْ، فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ، اسْتَعِينُوهُمْ عَلَى مَا غَلَــبَكُمْ، وَأَعِينُوهُمْ عَلَى مَا غُلِبُوا).

১৬৪১। তোমাদের দাসরা তোমাদের ভাই। অতএব তোমরা তাদের প্রতি সদাচরণ কর। তোমরা তাদের থেকে সাহায্য প্রার্থনা কর সে ব্যাপারে যে ব্যাপারে তোমরা অপারগ হও আর তাদেরকে তোমরা সাহায্য করো যে ব্যাপারে তারা অপারগ হয়ে যায়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম বুখারী "আলদাবুল মুফরাদ" গ্রন্থে (১৯০) আদাম হতে, তিনি শু'বা হতে, তিনি আবূ বিশ্‌র হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি সালাম ইবনু আম্‌রকে নাবী (ﷺ)-এর সহাবীগণের এক ব্যক্তি হতে মারফূ' হিসেবে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি।

একমাত্র সালাম ইবনু আম্‌র ব্যতীত অন্য বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ বুখারীর মধ্যে ইমাম বুখারীর বর্ণনাকারী। হাফিয যাহাবী বলেন: আবূ বিশ্‌র ইবনু আবী অহ্‌শিয়্যাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে তার থেকে হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে জানি না।

আমি (আলবানী) বলছি: তা সত্ত্বেও ইবনু হিব্বান তার নীতি অনুযায়ী তাকে "আসসিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে: তিনি মাকবূল।

আর তার সূত্রেই ইমাম আহমাদ (৫/৩৭১) "দাসরা" শব্দটি বাদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন।

সহীহ্ বুখারী এবং সহীহ্ মুসলিমের মধ্যে আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাতে "তোমরা তাদের থেকে সাহায্য প্রার্থনা কর সে ব্যাপারে যে ব্যাপারে তোমরা অপারগ হও" এ কথাটুকু নেই।

সেটিকে আমি "আলইরওয়াউল গালীল" গ্রন্থে (২১৭৬) উল্লেখ করেছি।

١٦٤٢. (مَثَلُ عُرْوَةَ – يَعْنِيْ : ابْنِ مَسْعُوْدٍ الثَّقَفِيْ – مَثَلُ صَاحِبِ يَاسِيْن دَعَا

قَوْمَهُ إِلَى اللهِ فَقَتَلُوْهُ).

১৬৪২। উরওয়ার -অর্থাৎ ইবনু মাসউদ সাকাফীর- উদাহরণ হচ্ছে এই যে, সে ইয়াসীনের সাথীর ন্যায়। সে তার সম্প্রদায়কে দাওয়াত দেয় ফলে তারা তাকে হত্যা করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে হাকিম (৩/৬১৫-৬১৬) আর তার সূত্রে বাইহাক্বী "দালাইলুন নুবুওয়াহ্" গ্রন্থে (৫/২৯৯) মুহাম্মাদ ইবনু আম্র ইবনে খালেদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ইবনু লাহী'য়্যাহ্ হতে, তিনি আবুল আসওয়াদ হতে, তিনি উরওয়া ইবনুয যুবায়ের হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: নবম সালে (হিজরীতে) যখন লোকেরা হাজ্জ করার জন্য আগমন করল তখন মুগীরাহ্ ইবনু শু'বার চাচা উরওয়া ইবনু মাস'উদ সাকাফী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে রসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন: আমি আশঙ্কা করছি যে, তারা তোমাকে হত্যা করবে।

তখন সে বলল: তারা যদি আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পায় তাহলে তারা আমাকে জাগ্রত করবে না। তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করলেন। তিনি মুসলিম হিসেবে তার গোত্রের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলেন। তিনি এশার সময়ে তাদের নিকট পৌঁছলে সাকীফ গোত্র তার নিকট আসল। তখন তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। এ কারণে তারা তাকে অপবাদ প্রদান করল এবং তার নাফারমানী করল এবং তাকে এমন কিছু শুনালো যা সে ধারণা করেনি। অতঃপর তারা তার নিকট হতে বেরিয়ে গেল। তারা যখন সাহরীর সময়ে আগমন করল এবং সকাল হয়ে গেলো তখন উরওয়া তার ঘরে উঠে সলাতের জন্য আযান দিয়ে তাশাহ্হুদ পাঠ করলেন। অতঃপর সাকীফ গোত্রের এক ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করে। এ সময় রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: ....।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি মুরসাল দুর্বল। ইবনু লাহী'য়াহ্ দুর্বল তার গ্রন্থভাণ্ডার পুড়ে যাওয়ার পরে তার মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে।

আর মুহাম্মাদ ইবনু আম্র ইবনে খালেদের জীবনী আমি পাইনি।

অন্য সূত্রে ইবনু আবী হাতিমের নিকট মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যেমনটি "তাফসীর ইবনু কাসীর" গ্রন্থে (৩/৫৬৮) এসেছে: মুহাম্মাদ ইবনু জাবের সূত্রে আব্দুল মালেক ইবনু উমায়ের হতে তিনি বলেন: উরওয়া ইবনু

মাসউদ সাকাফী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেন: আপনি আমাকে আমার গোত্রের নিকট প্রেরণ করুন, আমি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিব। তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "আমি আশঙ্কা করছি যে, তারা তোমাকে হত্যা করবে।" আলহাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি: এটিও পূর্বেরটির ন্যায় দুর্বল, মুরসাল হওয়ার কারণে। কারণ মুহাম্মাদ ইবনু জাবের হচ্ছেন ইবনু সাইয়্যার হানাফী ইয়ামামী। তিনিও দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন:

তিনি (ইয়ামামী) সত্যবাদী, তার কিতাবগুলো হারিয়ে যাওয়ার কারণে তার হেফ্‌য ক্রটিযুক্ত হয়ে যায় এবং অনেক কিছুই গোলমেলে হয়ে যায় এবং তিনি অন্ধ হয়ে যান। ফলে তাকে তালক্বীন (ভুল ধরিয়ে) দিতে হতো। তবে আবূ হাতিম তাকে ইবনু লাহী'য়ার চেয়ে বেশী অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

হাদীসটিকে বাইহাক্বী মুরসাল অথবা মু'যাল হিসেবে মূসা ইবনু উকবাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনু ইসহাক "আস্‌সীরাহ্" গ্রন্থে সনদ ছাড়া উল্লেখ করেছেন যেমনটি "সীরাতু ইবনু হিশাম" গ্রন্থে (৪/১৯৪) এসেছে।

হাদীসটি সেই সব দুর্বল হাদীসগুলোর একটি যেগুলোকে রেফা'ঈ তার "মুখতাসার" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ভূমিকায় উল্লেখিত তার সিদ্ধান্তের (নীতির) বিরোধিতা করে।

١٦٤٣. (اسْتَقِيمُوا لِقُرَيْشٍ مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَضَعُوا سُيُوفَكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ، فَأَبِيدُوا خَضْرَاءَهُمْ).

১৬৪৩। তোমরা কুরাইশদের আনুগত্যের উপর অটল থাক যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্য দ্বীন কায়েম করে। তারা যদি তা না করে তাহলে তোমরা তোমাদের কাঁধে তোমাদের তরবারীগুলো রেখে তাদের অধিক সংখ্যককে হত্যা করে বিছিন্ন করে ফেলো।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ (৫/২৭৭), খাল্লাল "মাসাইলুল ইমাম আহমাদ" গ্রন্থে (১/৭/২), আবূ সা'ঈদ ইবনুল আ'রাবী তার "মু'জাম" গ্রন্থে (২/১২৫), আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (১/১২৪), ত্বাবারানী "আলমু'জামুস সাগীর" গ্রন্থে (পৃ ৩৯), খাতীব (১২/১৪৭) ও খাত্তাবী "আলগারীব" গ্রন্থে (১/৭১) সালেম ইবনু আবিল জা'দ হতে, তিনি সাওবান হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ত্বাবারানী ও ইবনু হিব্বান "রাওযাতুল ওকালা" গ্রন্থে (পৃ ১৫৯) কিছু বৃদ্ধি করে বলেছেন: "যদি তোমরা তা না কর, তাহলে তোমরা বদনাসীব চাষীতে পরিণত হবে, ভক্ষণ করবে তোমাদের হাতের কষ্টার্জিত উপার্জন হতে।"

খাত্তাবী বলেন: খাওয়ারিজ এবং তাদের সাথে যারা ঐকমত্য পোষণ করে তারা এ হাদীস দ্বারা ইমামদের বিপক্ষে বের হওয়া জায়েয মর্মে দলীল গ্রহণ করে থাকে ...।

আমি (আলবানী) বলছি: সাওবানের এ হাদীসটি সনদের দিক থেকে সহীহ্ নয়। কারণ ইবনু আবিল জা'দ সাওবান হতে শ্রবণ করেননি। অতএব সনদটি মুনকাতি' বিচ্ছিন্ন। যখন হাদীসটির দুর্বলতা সাব্যস্ত হচ্ছে তখন এর ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ তা করলে এটি সহীহ্ এরূপ সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে।

খাল্লাল বলেন: হাম্বাল বলেন: আমি আবূ আব্দুল্লাহ্কে বলতে শুনেছি: (সহীহ্) হাদীসগুলো এ (আলোচ্য) হাদীস বিরোধী। যেমন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "তুমি শুনো এবং আনুগত্য কর যদিও সে নাক ও কান কাটা দাস হয়।" ... সাওবানের আলোচ্য এ হাদীস নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত উক্ত হাদীসসহ অন্যান্য সহীহ্ হাদীস বিরোধী।

খাল্লাল মাহনা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আহমাদকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন: এটি সহীহ্ নয়। কারণ সালেম ইবনু আবুল জা'দের সাওবানের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি। আর আমি তাকে আলী ইবনু আবেসের হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যার থেকে হামানী বর্ণনা করেছেন, আর তিনি আবূ ফাযারাহ্ হতে, তিনি উম্মু হানীর দাস আবূ সালেহ্ হতে, তিনি উম্মু হানী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ... সাওবানের হাদীসের ন্যায়। উত্তরে তিনি বলেন:

হাদীসটি সহীহ্ নয় বরং মুনকার।

ইবনু কুদামা আলমাকদেসীর "আলমুন্তাখাব" গ্রন্থে (১০/২০০/২) এরূপই উল্লেখ করা হয়েছে।

١٦٤٤. (أَغِبُّوْا فِي الْعِيَادَةِ).

১৬৪৪। তোমরা দৈনন্দিন রোগী দেখতে না গিয়ে একদিন পরপর রোগী দেখতে যাও।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে খাতীব বাগদাদী তার "তারীখ" গ্রন্থে (১১/৩৩৪) এবং তার

থেকে ইবনু আসাকির (১১/৪১৯/২) উকবাহ্ ইবনু খালেদ সাকূনী হতে, তিনি মূসা ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারী মূসা সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া বলেন: তিনি কিছুই না এবং তার হাদীস লিখা যাবে না।

দারাকুতনী বলেন: তিনি মাতরূক।

আবূ হাতিম বলেন: তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল, মুনকারুল হাদীস। আর মূসা হতে উকবাহ্ ইবনু খালেদ কর্তৃক বর্ণনাকৃত হাদীসগুলোর ব্যাপারে অপরাধী হচ্ছেন মূসা। এ ক্ষেত্রে উকবার কোন দোষ নেই।

ইবনু আবী হাতিম "আলইলাল" গ্রন্থে (২/২৪১) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেন: হাদীসটি মুনকার, যেন বানোয়াট। আর মূসা হাদীসের ক্ষেত্রে খুবই দুর্বল। আর তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম তাইমী জাবের (রাঃ) হতে শ্রবণ করেননি।

হাদীসটিকে "আলজামে'" গ্রন্থে আবূ ই'য়ালার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তার ভাষ্যকার বৃদ্ধি করে বলেছেন: ইবনু আবিদ দুনিয়াও (বর্ণনা করেছেন)। হাফিয ইরাকী বলেন: হাদীসটির সনদ দুর্বল।

١٦٤٥. (أَغِبُّوْا الْعِيَادَةَ، وَخَيْرُ الْعِيَادَةِ أَخَفُّهَا، إِلاَّ أَن يَّكُوْنَ مَغْلُوْبًا فَلاَ يُعَادُ، وَالتَّعْزِيَةُ مَرَّةً).

১৬৪৫। তোমরা দৈনন্দিন রোগী দেখতে না গিয়ে একদিন পরপর রোগী দেখতে যাও। কম পরিমাণে রোগী দেখতে যাওয়াই উত্তম। তবে যদি রোগীর মস্তিষ্কের সমস্যার কারণে চিনতে না পারে, তাহলে তাকে দেখতে যাওয়া যাবে না। আর শোক জানাতে হবে মাত্র একবার।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে খাতীব বাগদাদী "আলমুওয়াযযেহ্" গ্রন্থে (৫/২৩৫) আবূ ইসমাহ্ হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনুল হারেস হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। খাতীব বলেন: আবূ ইসমাহ্ হচ্ছেন নূহ্ ইবনু আবী মারইয়াম।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি জালকারী। তিনি জাল করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ। তিনি জাল করার বিষয়টি নিজেই স্বীকার করেছেন।

١٦٤٦. (أَغْنَى النَّاسِ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ).

১৬৪৬। কুরআনকে বহনকারী সর্বাপেক্ষা বেশী ধনী ব্যক্তি।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আব্দুল হাদী “হিদায়াতুল ইনসান” গ্রন্থে (২/১৩৫, ১/১৩৬) আবূ নু'য়াইম সূত্রে ঈসা ইবনু হার্‌ব অসকান্দী হতে, তিনি আহমাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহাব হতে, তিনি জুনাদাহ্ হতে, তিনি হারেস ইবনুন নু'মান হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি হাসানকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: আমি রাবযাতে আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উদ্ধৃতিতে হাদীস বর্ণনা করা শুরু করলেন। তিনি তাঁর সহাবীদের উদ্দেশ্য করে বলেন: কোন্ লোকটি সর্বাপেক্ষা বেশী ধনী? তারা উত্তরে বলল: আবূ সুফইয়ান। অন্য কেউ বলল: আব্দুর রহমান ইবনু আউফ। আর কেউ বলল: উসমান ইবনু আফ্‌ফান। তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: না, তবে ... ।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি হারেস ইবনুন নু'মানের কারণে দুর্বল। তিনি হচ্ছেন লাইসী কূফী। তিনি দুর্বল যেমনটি “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে এসেছে।

আর ঈসা ইবনু হার্‌ব অস্কান্দীর জীবনী আমি পাচ্ছি না।

হাদীসটিকে সুয়ূতী “আলজামে‘” গ্রন্থে ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। আর “আলফায়েয” গ্রন্থে মানাবী হাদীসটির সনদ সম্পর্কে কোন কিছুই বলেননি। তবে তিনি “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে এর সনদটি দুর্বল হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

١٦٤٧. (افْرِشُوا لِي قَطِيفَتِي فِي لَحْدِي، فَإِنَّ الأَرْضَ لَمْ تُسَلَّطْ على أَجْسَادِ الأَنْبِيَاءِ).

১৬৪৭। তোমরা আমার লাহাদ কবরে আমার কাত্বীফা কাপড়টি আমার জন্য বিছিয়ে দিও। কারণ নাবীগণের শরীরসমূহের উপর যমীনের কর্তৃত্ব দেয়া হয়নি।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু সা'দ “আত্‌ত্বাকাত” গ্রন্থে (খণ্ড ২, ক্বাফ ২, পৃ ৭৫) হাম্মাদ ইবনু খালেদ আলখাইয়্যাত হতে, তিনি উকবাহ্ ইবনু আবিস সাহবা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি হাসানকে বলতে শুনেছি: রসূল

(ﷺ) বলেন: ... ।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি সহীহ্। কিন্তু মুরসাল। কারণ হাসান হচ্ছেন হাসান বাসরী। আর হাদীসটির দ্বিতীয় অংশটুকু সহীহ্ কতিপয় শাহেদ থাকার কারণে। দেখুন "আত্তারগীব" (২/২৮১-২৮২)।

١٦٤٨. (نِصْفُ مَا يُحْفَرُ لِأُمَّتِي مِنَ الْقُبُورِ مِنَ الْعَيْنِ).

১৬৪৮। আমার উম্মাতের অর্ধেকের জন্য কবর খনন করা হয় কুদৃষ্টির কারণে। (অর্থাৎ অর্ধেক উম্মাতের মৃত্যু হয় কুদৃষ্টির কারণে)।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ত্বাবারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (২৪/১৫৫/৩৯৯) আলী ইবনু উরওয়া সূত্রে আব্দুল মালেক হতে, তিনি দাউদ ইবনু আবী আসেম হতে, তিনি আসমা বিনতু উমায়েস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি: ... ।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে ইবনু উরওয়া। হাইসামী "আলমাজমা'" গ্রন্থে (৫/১০৬) আর সাখাবী "আলমাকাসিদ" গ্রন্থে বলেন: তিনি মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি: ইমাম সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটিকে উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে কালিমালিপ্ত করেছেন।

١٦٤٩. (أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ، وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ).

১৬৪৯। তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সম্মান প্রদান কর এবং তাদের সুন্দরভাবে শিষ্টাচার শিখাও।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু মাজাহ্ (৩৬৭১), ওকাইলী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃ ৭৬), আবূ মুহাম্মাদ মিখলাদী "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/২৮৯), খাতীব (৮/২৮৮) ও ইবনু আসাকির (৬/৮/২, ৭/১৬১/২) সা'ঈদ ইবনু আম্মারাহ ইবনু সাফওয়ান হতে, তিনি হারেস ইবনুন নু'মান ইবনু উখতু সা'ঈদ ইবনু জুবায়ের হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি: তিনি মারফূ' হিসেবে উল্লেখ করেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। ওকাইলী ইমাম বুখারীর উদ্ধৃতিতে হারেস সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তার সম্পর্কে বলেন:

তিনি মুনকারুল হাদীস। আর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আর সা'ঈদ ইবনু আম্মারাহ্ সম্পর্কে আযদী বলেন: তিনি মাতরূক।

ইবনু হায্ম বলেন: তিনি মাজহূল।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি খুবই দুর্বল।

আর হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন: তিনি জায়েযুল হাদীস অর্থাৎ হাদীসের ক্ষেত্রে বৈধ। আর তিনি "আলকাশেফ" গ্রন্থে বলেন: তিনি মাসতূর (অর্থাৎ তার অবস্থা অস্পষ্ট)।

١٦٥٠. (الْزَمُوْا الْجِهَادَ تَصِحُّوْا وَتَسْتَغْنُوْا).

১৬৫০। তোমরা জেহাদ করাকে আঁকড়ে ধরো সুস্থ থাকবে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (১/৩৪) বিশ্র ইবনু আদাম হতে, তিনি সালেহ্ ইবনু মূসা হতে, তিনি সুহায়েল হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন: বিশ্র ইবনু আদাম সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন: আমি তাকে চিনি না। আর আমি তার কোন বেশী মুনকার হাদীস দেখছি না।

আমি (আলবানী) বলছি: সহীহ্ বুখারীর মধ্যে তিনি ইমাম বুখারীর শাইখদের অন্তর্ভুক্ত। তাকে একদল নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে: তিনি সত্যবাদী। হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে তার শাইখ সালেহ্ ইবনু মূসা। তিনি হচ্ছেন ত্বলহী। তিনি মাতরূক যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে। ফলে সনদটি খুবই দুর্বল। মানাবী বলেন: তিনি শুধুমাত্র দুর্বল।

অতঃপর আমি ইবনু আবী হাতিমকে দেখেছি তিনি হাদীসটিকে "আলইলাল" গ্রন্থে (১/৩২০) এ সূত্রেই উল্লেখ করে বলেছেন: আমার পিতা বলেন: এ হাদীসটি বাতিল। আর সালেহ্ ত্বলহী হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

١٦٥١. (اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ العَدُوِّ، ومِنْ بَوَارِ الأَيِّمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ).

১৬৫১। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে ঋণের আধিক্য, শত্রুর বিজয় লাভ, বিধবার ফেতনা (যাকে বিয়ে করতে কেউ উৎসাহিত হয় না) এবং

মাসীহিদ দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১৩৯/১) ও "সাগীর" গ্রন্থে (পৃ ২১৮), তার থেকে যিয়া মাকদেসী "আলমুখতারাহ্" গ্রন্থে (৬৬/৮৩/১), দারাকুতনী "আলআফরাদ" গ্রন্থে (২/নং ১৫) ও খাতীব বাগদাদী (১২/৪৫০) আব্বাদ ইবনু যাকারিয়া সুরাইমী হতে, তিনি হিশাম ইবনু হাস্সান হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন: ...। দারাকুতনী বলেন:

হিশাম ইবনু হাসসানের হাদীস হতে এটি গারীব। এটিকে আব্বাদ ইবনু যাকারিয়া এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আবূ ইউসুফ কালূসী ছাড়া তার থেকে অন্য কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: তার থেকে অন্য ব্যক্তিও বর্ণনা করেছেন। যেমনটি আমি সে দিকে ইঙ্গিত করেছি। অতএব হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে সুরাইমী আর তার জীবনীও পাচ্ছি না।

হাইসামী (১০/১৪৩) বলেন:

আমি তাকে চিনি না। আর অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ বর্ণনাকারী।

সতর্কবাণী: আমি এখানে হাদীসটি উল্লেখ করেছি 'বাওয়ার' সম্বলিত বাক্যের কারণে। অন্যথায় অবশিষ্ট বাক্যগুলো সহীহ্, বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন "গায়াতুল মারাম" (৩৪৭)।

١٦٥٢. (لَوْلا أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ اسْتَثْنَوْا، فَقَالُوا: ﴿وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾ مَا أُعْطُوْا، وَلَكِنِ اسْتَثْنَوْا).

১৬৫২। যদি বানী ইসরাঈল ইসতিসনা না করত (ইন শা'আল্লাহ্ না বলত), তারা বলেছিল: "আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় আমরা পথের দিশা পাব" তাহলে তাদেরকে দেয়া হতো না। কিন্তু তারা ইসতিসনা করেছিল।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি তাম্মাম রাযী "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/১১) সুরূর ইবনুল মুগীরাহ্ ইবনে আখী মানসূর ইবনু যাযান অসেতী হতে, তিনি আব্বাদ ইবনু মানসূর নাজী হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি ইবনু রাফে' হতে, তিনি আবূ

হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আব্বাদ ইবনু মানসূর মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

আর আযদী, সুরূর ইবনুল মুগীরার সমালোচনা করেছেন। ইবনু হিব্বান তাকে "আসসিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তার থেকে আবূ সা'ঈদ হাদ্দাদ কতিপয় গারীব হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি মওকূফ হিসেবেই পরিচিত। একাধিক ব্যক্তি এরূপই বর্ণনা করেছেন। যেমনটি "আদ্দুররুল মানসূর" গ্রন্থে আপনি দেখছেন।

১٦٥٣. (ائْتَزِرُوْا كَمَا رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تَأْتَزِرُ عِنْدَ رَبِّهَا إِلَى أَنْصَافِ سُوْقِهَا).

১৬৫৩। আমি ফেরেশতাদের তাদের প্রতিপালকের নিকট যেভাবে নিসফে সাক পর্যন্ত লুঙ্গি পরা অবস্থায় দেখেছি তোমরা সেভাবে লুঙ্গি পরিধান কর।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) -এর হাদীস হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে মুসান্না ইবনুস সবাহ্ নামক বর্ণনাকারী রয়েছেন তাকে ইবনু মা'ঈন নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন আর ইমাম আহমাদ ও জামহূর ইমামগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন: তিনি মাতরূক। আর ইয়াহ্ইয়া ইবনুস সাকান খুবই দুর্বল। "মাজমা'উয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (৫/১২৩) এরূপই এসেছে।

সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে হাদীসটিকে দাইলামীর "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। তিনি আম্র ইবনু শু'য়াইব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন।

মানাবী উল্লেখ করেছেন যে, এটি ইমরান আলকাত্তানের হাদীস, তিনি মুসান্না ইবনুস সবাহ্ হতে, তিনি আম্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, দাইলামী হাদীসটিকে ত্ববারানীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অতএব লেখক যদি তার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করতেন তাহলে সেটিই উত্তম ছিল। হাদীসটিকে গুমারী "আলমুগাইয়েরু আলাল আহাদীসিল মাওযূ'য়াতে ফিল জামে'ইস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর এ গ্রন্থে এটিই প্রথম হাদীস আর এতে বানোয়াটের আলামাত সুস্পষ্ট।

অতঃপর আমি হাফিযের "মুখতাসারুদ দাইলামী" গ্রন্থে (১/১/৪৬)

হাদীসটির সনদ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। তা থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, হাদীসটি ইবনুস সুন্নীর সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনুস সাকান হতে, তিনি ইমরান কাত্তান হতে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ত্বারানীর নয়।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন: আমি বলছি: মুসান্না দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে ইয়াহ্ইয়া ইবনুস সাকান, তিনি হচ্ছেন বাসরী। তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়া হয়নি। বরং আবুল অলীদ নাইসাবুরী বলেন: তিনি মিথ্যা বলতেন। সালেহ্ জাযারাহ্ বলেন: তিনি এক পয়সারও সমান নন। যেমনটি "তারীখুল খাতীব" গ্রন্থে (১৪/১৪৬) এসেছে।

١٦٥٤. (بَرِّدُوْا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ).

১৬৫৪। তোমরা তোমাদের খানাকে ঠাণ্ডা করো তাতে তোমাদের জন্য বরকত দান করা হবে।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (২/৪০) বাযী' ইবনু আব্দুল্লাহ্ খাল্লাল হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এভাবেই আসলের মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। আর ইবনু আদী হাদীসটিকে বাযী ইবনু হাস্সান খাস্সাফের জীবনীতে একগুচ্ছ হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। জানি না নামের ক্ষেত্রে এ হাদীসের সনদে এ গোলমাল কপিকারকের পক্ষ থেকে ঘটেছে, নাকি তাতে এরূপই বর্ণিত হয়েছে? তবে আমার নিকট প্রথম নামটিই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। অতঃপর ইবনু আদী বলেন:

এ হাদীসগুলো হিশাম ইবনু উরওয়ার উদ্ধৃতিতে এ সনদেই অন্যান্য হাদীসের সাথে বাযী আবুল খালীল বর্ণনা করেছেন। যার সবগুলোই মুনকার, সেগুলোর কেউ মুতাবা'আত করেননি।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে ইবনু আদীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী তার সনদের ব্যাপারে কিছুই আলোকপাত করেননি। সম্ভবত তিনি এ সম্পর্কে অবগত হননি।

তবে তিনি "আত্তাইসীর" গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে সনদ দুর্বল হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন ...।

আর 'বাযী' ইবনু হাস্সান'কে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা

অলমাতরূকীন” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি মাতরূক।

১৬৫৫. (مَنْ سَرَّهُ أَن يَّنجُوَ فَلْيَلْزَمِ الصَّمْتَ).

১৬৫৫। যে ব্যক্তিকে নাজাত লাভ করা খুশি করে সে যেন চুপ থাকাকে ধারণ করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ওকাইলী “আয্যু‘য়াফা” গ্রন্থে (২৮৩) সুলাইমান ইবনু উমার ইবনু সাইয়্যার হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ইবনু আখীয যুহ্‌রী হতে, তিনি যুহ্‌রী হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ওকাইলী) বলেন:

এ হাদীসটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে উমার ইবনু সাইয়্যারের মুতাবা‘য়াত করা হয়নি। হাদীসটিকে অকাসীর মাধ্যমে চেনা যায় আর তার নাম হচ্ছে উসমান ইবনু আব্দুর রহমান যুহ্‌রী। এটি ইবনু আখীয যুহ্‌রীর হাদীস নয়। উমার ইবনু সাইয়্যার, ইবনু আখীয যুহ্‌রী হতে এমন হাদীস বর্ণনা করেছেন যা তার উদ্ধৃতিতে চেনা যায় না এবং তার মুতাবা‘য়াতও করা হয়নি। আর চুপ থাকার বিষয়ে ভালো ভালো সনদে কতিপয় হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার ভাষা হচ্ছে:

(من صمت نجا) “যে চুপ থাকবে সে নাজাত পাবে।” এটিকে “সিলসিলাহ্ সহীহাহ্” গ্রন্থে (৫৩৬) উল্লেখ করা হয়েছে। আপনি যদি চান তাহলে দেখুন “আত্‌তারগীব” (৪/২-১১)।

হাফিয যাহাবী এ উমার সম্পর্কে বলেন: তিনি শক্তিশালী নন।

আমি (আলবানী) বলছি: আমি তার ছেলে সুলাইমানকে চিনি না।

আর অকাসীর হাদীসটিকে তাম্মাম “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/১৫) ও কাযাঈ (২/৩০) মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা‘ঈল ইবনু আবী ফুদায়েক হতে, তিনি উমার ইবনু হাফ্স হতে, তিনি অকাসী হতে, তিনি যুহ্‌রী হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে ইবনু আবী হাতিম “আলইলাল” গ্রন্থে (২/২৩৯) এ সূত্রেই উল্লেখ করে বলেছেন: আমার পিতা বলেছেন: উমার ইবনু হাফ্স মাজহূল আর এ হাদীসটি বাতিল।

আমি (আলবানী) বলছি: এর সমস্যা হচ্ছে উসমান ইবনু আব্দুর রহমান যুহ্‌রী অকাসী। তিনি জাল করার দোষে দোষী।

হাদীসটিকে হাইসামী “আলমাজমা‘” গ্রন্থে (১০/২৯৮) আবূ ই‘য়ালা এবং ত্ববারানীর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন আর অকাসীকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

١٦٥٦. (نَهَى أَنْ يُخْصَى أَحَدٌ مِنْ بَنِيْ آدَمَ).

১৬৫৬। তিনি আদম সন্তানের কাউকে খাসী করতে নিষেধ করেছেন।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটিকে তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/২৩), ইবনু আদী (২/৩৩৬) ও ইবনু আসাকির (১৭/১৩৩/১) আবূ ইমরান মূসা ইবনুল হাসান সাকালী হতে, তিনি মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু আতা ইবনু রাজা ইবনু আবূ ইমরান জূনী হতে, তিনি সুফইয়ান হতে, তিনি মানসূর হতে, তিনি ইব্রাহীম হতে, তিনি আলআসওয়াদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে ত্ববারানী (৩/৬৮/১) আহমাদ ইবনু দাঊদ মাক্কী হতে, তিনি মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু আতা খুযা'ঈ হতে বর্ণনা করেছেন। ওকাইলী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (৪১৪) টীকায় বলেছেন: এটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই। তিনি এ মু'য়াবিয়্যাহ্ সম্পর্কে বলেন:

তার হাদীসের মধ্যে এমন সব মুনকার রয়েছে যেগুলোর অধিকাংশের মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

ইবনু আদী বলেন: সাওরী হতে বর্ণিত এ হাদীসটি বাতিল।

হাইসামী "মাজমা'উয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (৬/২৫০) বলেন: মানাবী তা স্বীকার করে বলেছেন: এটিকে ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন। আর এ সনদের মধ্যে মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু আতা খুযা'ঈ রয়েছেন যিনি দুর্বল।

١٦٥٧. (إِنَّ الَّذِيْ يَسْجُدُ قَبْلَ الإِمَامِ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَهُ، إِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ).

১৬৫৭। যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে সাজদা করবে এবং তার মাথাকে তার পূর্বে উঠাবে তার কপাল শয়তানের হাতে রয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/২৯), তার থেকে ইবনু আসাকির "তারীখু দামেস্ক" গ্রন্থে (২/১৮৬/১) যুহায়ের ইবনু আব্বাদ হতে, তিনি আবূ উমার হাফ্স ইবনু মাইসারাহ্ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আজলান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। বর্ণনাকারী যুহায়ের ইবনু আব্বাদ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি ভুলকারী এবং বিরোধিতা করে বর্ণনাকারী।

ইবনু আব্দিল বার বলেনঃ তিনি দুর্বল।

তার সনদে বিরোধিতা করা হয়েছে। আবূ সা'দ আশহালী বলেনঃ আমাকে মুহাম্মাদ ইবনু আজলান হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আম্‌র ইবনু আলকামাহ্ হতে, তিনি মালীহ্ ইবনু আব্দুল্লাহ্ খাতমী হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে (১/৩১/১) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ আবূ সা'দকে আমি চিনি না। অনুরূপভাবে মালীহ্ ইবনু আব্দুল্লাকেও চিনি না। সম্ভবত তারা দু'জনই ইবনু হিব্বানের "আস্‌সিকাত" গ্রন্থে রয়েছে। মুনযেরী "আত্‌তারগীব" গ্রন্থে (১/১৮১) আর হাইসামীও "আলমাজমা‘" গ্রন্থে (২/৭৮) তার অনুসরণ করে বলেনঃ

এটিকে বায্‌যার ও ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদটি হাসান।

হাদীসটিকে ইমাম মালেক "আলমুওয়াত্তা" গ্রন্থে (১/৯২/৫৭) মুহাম্মাদ ইবনু আম্‌র ইবনে আলকামাহ্ হতে মওকূফ হিসেবে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার "আলফাত্‌হ্" গ্রন্থে (২/১৪৬) বলেনঃ এটিই নিরাপদ।

অতঃপর আমি বায্‌যার কর্তৃক বর্ণনাকৃত সনদ সম্পর্কে "কাশফুল আসতার" গ্রন্থে (৪৭৫) অবগত হয়েছি। সেটি আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু আম্‌র হতে বর্ণনাকৃত।

এর ফলে আমার নিকট পূর্বোক্ত যুহায়েরের ভুলের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ আব্দুল আযীয দারাঅরদী ইবনু আজলানের মুতাবা'য়াত করেছেন।

١٦٥٨. (الْوَيْلُ كُلُّ الْوَيْلِ لِمَنْ تَرَكَ عِيَالَهُ بِخَيْرٍ، وَقَدِمَ عَلَى رَبِّهِ بِشَرٍّ).

১৬৫৮। ধ্বংস সকল প্রকার ধ্বংস সেই ব্যক্তির জন্য যে তার পরিবারকে কল্যাণের মধ্যে ছেড়ে তার প্রতিপালকের নিকট মন্দ নিয়ে উপস্থিত হয়।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে কাযা‘ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (১/২৪) ইব্‌রাহীম ইবনু আহমাদ ইবনে বাশীর আসকারী হতে, তিনি কাতাদা ইবনুল অসীম আবূ আওসাজা ত্বাঈ হতে, তিনি ওবায়েদ ইবনু আদাম আসকালানী হতে, তিনি

তার পিতা হতে, তিনি ইবনু আবী যিইব হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ ইব্রাহীম এবং তার শাইখ কাতাদা এরা উভয়েই মাজহূল (অপরিচিত)। হাফিয যাহাবী হাদীসটিকে কাতাদা ইবনুল অসীমের জীবনীর মধ্যে উল্লেখ করে বলেছেন:

এর ভাবার্থ যদিও সত্য তবুও এটি বানোয়াট। কাতাদা হতে ইব্রাহীম ইবনু আহমাদ আসকারী বর্ণনা করেছেন। ইনিও তার ন্যায় মাজহূল। হাফিয ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে তার কথাকে সমর্থন করেছেন।

হাদীসটিকে "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে দাইলামীর "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে উল্লেখ করা হয়েছে। আর মানাবী আমি যা "আলমীযান" এবং "আললিসান" গ্রন্থ হতে উল্লেখ করেছি তার দ্বারা সমস্যা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা তার ভুল, কারণ তার সনদটি কাযা'ঈর সনদের মত নয়। কারণ দাইলামী হাদীসটিকে (৩/১৪৪) মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন কাত্তান হতে তার সহীহ্ সনদে ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু উমার হতে, তিনি নাফে' হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: কাত্তান হচ্ছেন ইবনু শাহরিয়ার। তাকে ইবনু নাজিয়্যাহ্ মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেছেন। দারাকুতনী বলেন: তার ব্যাপারে সমস্যা নেই। যেমনটি "তারীখুল খাতীব" গ্রন্থে এসেছে। আর তার নিচে এমন কেউ আছে যাকে আমি চিনি না।

١٦٥٩. (أَوَّلُ الأَرْضِيْنَ خَرَابًا؛ يُسْرَاهَا ثُمَّ يُمْنَاهَا).

১৬৫৯। যমীনের সর্বপ্রথম বামপার্শ্ব ধ্বংস হবে এরপর তার ডানপার্শ্ব ধ্বংস হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/৪৮), ইবনু জামী' তার "মু'জাম" (২৫৮) ও ইবনু আসাকির (১৫/৩৬/২, ২/২৫৬) হাফ্স ইবনু উমার ইবনুস সবাহ্ আররাকী হতে, তিনি আবূ হুযাইফাহ্ মূসা ইবনু মাসউদ হতে, তিনি সুফইয়ান সাওরী হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু আবূ খালেদ হতে, তিনি কায়েস ইবনু আবূ হাযেম হতে, তিনি জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ্ হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ত্বাবারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে (৩৬৬৩) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি দুর্বল। এর বর্ণনাকারী হাফ্স ইবনু উমার দুর্বল। হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেনঃ

তিনি পরিচিত শাইখ, ত্ববারানীর বড় শাইখদের একজন। তিনি কাবীসাহ্ প্রমুখ হতে বেশী বেশী বর্ণনাকারী। আবূ আহমাদ হাকিম বলেনঃ তিনি হাদীস ছাড়া অন্য কিছু বর্ণনা করেছেন তার মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

তাকে ইবনু হিব্বান "আসসিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেনঃ তিনি কখনও কখনও ভুল করতেন।

এ আবূ হুযাইফাহ্ ছাড়া অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ বুখারীর বর্ণনাকারী। তার হেফযের দিক থেকে তার সমালোচনা করা হয়েছে। এ কারণে হাফিয যাহাবী তাকে "আয্‌যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেনঃ

ইমাম আহমাদ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু খুযাইমাহ্ বলেনঃ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করি না। আর তিনি "আলমীযান" গ্রন্থে বলেনঃ

তিনি ইমাম বুখারীর একজন শাইখ। তিনি সত্যবাদী ইন শা আল্লাহ্, সন্দেহ করতেন। ইমাম আহমাদ তার সমালোচনা করেছেন আর ইমাম তিরমিযী তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

এ কারণে হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেনঃ

তিনি সত্যবাদী, মন্দ হেফযের অধিকারী, উল্টাপাল্টা করে ফেলতেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তিনিই হাদীসটির সমস্যা, যদি আররাকী হতে নিরাপদে থাকে।

হাইসামী "আলমাজমা'" গ্রন্থে (৭/২৮৯) বলেনঃ হাদীসটিকে ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে হাফস্ ইবনু উমার ইবনুস সবাহ্ আর্‌রাকী রয়েছেন। তাকে ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ বর্ণনাকারী।

তিনি এরূপই বলেছেন। কিন্তু তিনি আবূ হুযাইফার ব্যাপারে যে সব কথা বলা হয়েছে সেদিকে লক্ষ্য করেননি।

আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৭/১১২) ত্ববারানীর সূত্রে নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেনঃ

أَسْرَعُ الأَرْضِ خَرَابًا يُسْرَاهَا ثُمَّ يُمْنَاهَا.

অর্থাৎ "যমীন তার বাম দিক থেকে দ্রুত গতিতে ধ্বংস হবে অতঃপর তার ডানদিক ধ্বংস হবে।"

অতঃপর বলেছেনঃ সাওরীর হাদীস হতে এটি গারীব ...।

এছাড়া হাদীসটির বাহ্যিকতার নিরিখে আমি (আলবানীর) নিকট হাদীসটি মুনকার। কারণ যমীন গোলাকৃতির হওয়া যেমন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণিত তেমনি তা শার'ঈ দলীল বিরোধীও নয়। যদি বিষয়টি এরূপই হয় তাহলে যমীনের ডান এবং বাম দিক কোথায়? ...

١٦٦٠. (الصَّلَاةُ نُوْرُ الْمُؤْمِنِ).

১৬৬০। সলাত হচ্ছে মু'মিনের নূর।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবূ সা'ঈদ আলআশুয তার "হাদীস" গ্রন্থে (২/২১৫), আবূ খালেদ (আলআহমার) হতে, তিনি 'ঈসা ইবনু মাইসারাহ্ হতে, তিনি আবুয যিনাদ হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আশুয এর সূত্রেই হাদীসটিকে মুখাল্লেস "আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত" গ্রন্থে (১/২৪/১), অনুরূপভাবে তাম্মাম (১/৮২), আবূ আরূবাহ্ হাররানী তার "জুমউ" গ্রন্থে (১/১০১), খাতীব "আলমুওয়াযযিহ্" গ্রন্থে (১/৮৩), আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২/১৭৮), বাইহাক্বী "আশ্শু'য়াব" গ্রন্থে (২/২৮৬/১) ও ইবনু নাস্র "আসসলাত" গ্রন্থে (২/৩০) আবূ খালেদ হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। 'ঈসা ইবনু মাইসারাহ্ হচ্ছেন হান্নাত আবূ মূসা গিফারী। তিনি মাতরূক যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

তবে ইবনু নাস্র হাদীসটিকে অকিদ ইবনু সালামাহ্ সূত্রে রুকাশী হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

এ রুকাশী এবং অকিদ উভয়েই দুর্বল।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে শুধুমাত্র কাযা'ঈ এবং ইবনু আসাকিরের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। এ কারণে মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন:

তার থেকে আবূ ই'য়ালা ও দাইলামী বর্ণনা করেছেন। এ কারণে যদি তিনি এদের দু'জনের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করতেন তাহলে এটিই বেশী উত্তম হতো। আর আমেরী "শারহুশ শিহাব" গ্রন্থে বলেন: হাদীসটি সহীহ্।

সম্ভবত তিনি এর দ্বারা বুঝিয়েছেন ভাবার্থ সহীহ্। কারণ সহীহ্ মুসলিম, "সহীহ্ ইবনু মাজাহ্" (২৮০), "সহীহ্ তিরমিযী"'র (৩৫১৭) মধ্যে আবূ মূসা আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে এসেছে: পবিত্রতা হচ্ছে অর্ধেক ঈমান ...সলাত হচ্ছে নূর, সাদাকাহ্ হচ্ছে দলীল ...।

١٦٦١. (السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الأَرْضِ).

১৬৬১। যমীনের মধ্যে সুলতান (বাদশা) হচ্ছে আল্লাহর ছায়া (যিল্লুল্লাহ্)।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে খাত্তাবী "গারীবুল হাদীস" গ্রন্থে (১/১৫৫) আব্বাস তারকিফী সূত্রে সা'ঈদ ইবনু আব্দুল মালেক দেমাস্কী হতে, তিনি রাবী' ইবনু সবীহ্ হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। বাহ্যিকভাবে যা বুঝা যায় তাতে সা'ঈদ ইবনু আব্দুল মালেক দেমাস্কী হচ্ছেন সুলাইমান ইবনু আব্দুল মালেক এবং ইয়াযীদ ইবনু আব্দুল মালেকের ভাই। ইবনু আবী হাতিম (২/১/৪৪-৪৫) তার জীবনী উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি।

আর রাবী ইবনু সাবীহ্, তার মন্দ হেফযের কারণে দুর্বল।

ইবনু আবী হাতিম হাদীসটিকে "আলইলাল" গ্রন্থে (২/৪০৯) আবূ আউন ইবনু আবী রুকবাহ্ সূত্রে উল্লেখ করেছেন। অন্য বর্ণনায়: আউন ইবনু আবী রুকবাহ্ হতে, তিনি গাইলান ইবনু জারীর হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন:

হাদীসটি মুনকার। ইবনু আবী রুকবাহ্ মাজহূল।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে আবুশ শাইখের বর্ণনায় আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে নিম্নোক্ত বাক্য সহকারে উল্লেখ করেছেন:

فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ بَلَدًا لَيْسَ بِهِ سُلْطَانٌ، فَلاَ يُقِيْمَنَّ بِهِ.

"তোমাদের কেউ যদি এমন কোন দেশে প্রবেশ করে যে দেশে শাসক (সুলতান) নাই, তাহলে সে যেন সে দেশে অবস্থান না করে।"

কিন্তু মানাবী সাদা স্থান ছেড়ে দিয়ে এর সনদের ব্যাপারে কিছুই বলেননি।

١٦٦٢. (السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الأَرْضِ، فَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَهُ اللهُ وَمَنْ أَهَانَهُ أَهَانَهُ اللهُ).

১৬৬২। যমীনের মধ্যে সুলতান (বাদশা) হচ্ছে আল্লাহর ছায়া (যিল্লুল্লাহ্)। যে তাকে সম্মান করবে আল্লাহ্ তাকে সম্মান করবেন আর যে তাকে অপমানিত করবে আল্লাহ্ তাকে অপমানিত করবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আবী আসেম "আসসুন্নাহ্" গ্রন্থে (২/৯৯) সালাম ইবনু সা'ঈদ খাওলানী হতে, তিনি হুমায়েদ ইবনু মিহরান হতে, তিনি সা'দ ইবনু আউস হতে, তিনি যিয়াদ ইবনু কুসায়েব হতে, তিনি আবূ বাকরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। যিয়াদ ইবনু কুসায়েব মাজহূলুল হাল (তার অবস্থা অজ্ঞাত) যেমনটি (১৪৬৫) নম্বরে তার সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

আর সালাম ইবনু সা'ঈদ খাওলানীর জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না। একদল বর্ণনাকারীর পক্ষ হতে হাদীসটির প্রথম অংশ ছাড়া মুতাবা'য়াত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে ইঙ্গিতকৃত স্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

সুয়ূতী হাদীসটিকে ত্ববারানীর "আলকাবীর" এবং বাইহাক্বীর "আশ্‌শু'য়াব" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে আবূ বাক্‌রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী বলেছেন:

এর সনদে সা'দ ইবনু আউস রয়েছেন। তিনি যদি আবাসী হন তাহলে তাকে আযদী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর তিনি যদি বাসরী হন তাহলে তাকে ইবনু মা'ঈন দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তাদের উভয়কেই হাফিয যাহাবী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: দৃঢ়ভাবে বলা যায় তিনি বাসরীই। কারণ আবাদীর কোন কোন সূত্রে তাকে বাসরী হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি সত্যবাদী তবে তার বহু ভুল রয়েছে যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন। ধারণা করা হয় যে, হাদীসটির সমস্যার ব্যাপারে তার কোন ভূমিকা নেই। বরং হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে তার শাইখ যিয়াদ ইবনু কুসায়েব হতে যেমনটি আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বাক্যের ব্যাপারে মুতাবা'য়াত আসার কারণে সেটিকে আমি "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (২২৯৭) উল্লেখ করেছি এবং "আয্‌যিলাল" গ্রন্থে (১০১৭-১০১৮) হাসান আখ্যা দিয়েছি।

١٦٦٣. (السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الأَرْضِ، يَأْوِي إِلَيْهِ الضَّعِيفُ، وَبِهِ يَنْتَصِرُ الْمَظْلُومُ، وَمَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللهِ عزوجل فِي الدُّنْيَا، أَكْرَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

১৬৬৩। যমীনের মধ্যে সুলতান (বাদশা) হচ্ছে আল্লাহর ছায়া (যিল্লুল্লাহ্)। দুর্বল ব্যক্তি তার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করবে আর অত্যাচারিত

ব্যক্তি তার সাহায্য গ্রহণ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর শাসককে দুনিয়াতে সম্মান করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামাত দিবসে সম্মান দিবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে **আবূ** মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ "জুযউম মিনাল আমালী" গ্রন্থে (১/১৪৩) এবং তার সূত্রে ইবনুন নাজ্জার (১০/১০১/২) আহমাদ ইবনু আব্দুর রহমান **ইবনু** ওয়াহাব হতে, তিনি তার চাচা আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওয়াহাব হতে, **তিনি** ইবনু শিহাব যুহ্‌রী হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে, তিনি **আবূ** হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আহমাদ ইবনু আব্দুর রহমান ছাড়া সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য, ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী। মুহাদ্দিসগণ তার সমালোচনা করেছেন। এ কারণেই হাফিয যাহাবী "আয্‌যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি ইমাম মুসলিমের শাইখ। ইবনু আদী বলেন: আমি মিসরের শাইখদেরকে তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য হতে দেখেছি। তিনি এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যার কোন ভিত্তি নেই।

হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে তার কতিপয় মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর মধ্য থেকে তার বর্ণনায় তার চাচা ইবনু ওয়াহাব থেকে তার সহীহ্ সনদে ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পর্যন্ত মারফূ' হিসেবে তার একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন: এটি ইবনু ওয়াহাবের উদ্ধৃতিতে বানানো হয়েছে।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে শুধুমাত্র ইবনুন নাজ্জারের **উদ্ধৃতিতে উল্লেখ** করেছেন। আর মানাবী তার সনদের ব্যাপারে "আলফায়েয" গ্রন্থে কোন কিছুই বলেননি। তবে তিনি "আত্‌তায়সীর" গ্রন্থে বলেন: হাদীসটির সনদ দুর্বল।

١٦٦٤. (السُّلْطَانِ ظِلُّ اللهِ فِي الأَرْضِ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَهُمُ الأَجْرُ وَعَلَيْكُمُ الشُّكْرُ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَعَلَيْكُمُ الصَّبْرُ وَعَلَيْهِمُ الإِصْرُ، لا تَحْمِلَنَّكُمْ إِسَاءَتُهُ عَلَى أَنْ تَخْرُجُوا مِنْ طَاعَتِهِ، فَإِنَّ الذُّلَّ فِي طَاعَةِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ خُلُودٍ فِي النَّارِ، لَوْلاهُمْ مَا صَلَحَ النَّاسُ).

১৬৬৪। যমীনের মধ্যে সুলতান (বাদশা) হচ্ছে আল্লাহর ছায়া (যিল্লুল্লাহ্)। তারা যদি ভালো কিছু করে তাহলে তাদের জন্য নেকী রয়েছে আর তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে শুকরিয়া আদায় করা। আর তারা

যদি মন্দ কিছু করে তাহলে তোমাদের ধৈর্য ধারণ করা উচিত এবং তারা হবে গুনাহ্গার। তার মন্দ কর্ম যেন তোমাদেরকে তার আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যেতে উৎসাহিত না করে। কারণ আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে অপমানিত হওয়া বেশী কল্যাণকর স্থায়ীভাবে আগুনে থাকার চেয়ে। তারা যদি না হতো তাহলে লোকেরা সঠিক পথ পেত না।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ নু'য়াইম "ফাযীলাতুল আদেলীন মিনাল অলাত" গ্রন্থে (২/২২৭) আম্র ইবনু আব্দুল গাফ্ফার হতে, তিনি হাসান ইবনু আম্র ফুকাইমী হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু মা'বাদ আনসারী এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আবী তাওয়ালা হতে, তিনি সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে এ শাসক সম্পর্কে সংবাদ দিন যার জন্য দাস-দাসীগণ অনুগত হয়েছে আর যার জন্য শরীরগুলো আনুগত্য প্রকাশ করেছে, কে সে? তখন তিনি বললেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে আম্র ইবনু আব্দুল গাফ্ফার ফুকাইমী। ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (১/২৭৫) বলেন:

তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নন। তিনি আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রমুখের ফাযীলাত বর্ণনায় মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। আর তিনি যদি ফাযীলাতের ক্ষেত্রে কিছু বর্ণনা করেন তাহলে মিথ্যা বর্ণনা করার ব্যাপারে অভিযুক্ত। সালাফগণ তাকে আহলেবাইতের ফাযীলাত বর্ণনায় আর অন্যদের দোষ বর্ণনায় জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

١٦٦٥. (أَسَدُّ الأَعْمَالِ ذِكْرُ اللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَالإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَمُوَاسَاتُ الأَخِ فِي الْمَالِ).

১৬৬৫। বেশী সঠিক আমল হচ্ছে, সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্র করা। তোমার নিজের পক্ষ থেকে ইনসাফ করা আর সম্পদের ক্ষেত্রে ভাইয়ের সহমর্মিতা প্রকাশ করা।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনুল মুবারাক "আয্যুহ্দ" গ্রন্থে (১/১৮৯), ইবনু আবী শাইবাহ্ "আলমুসান্নাফ" গ্রন্থে (১৩/২৩০/১৬১৮৭) ও হান্নাদ "আয্যহুদ"

গ্রন্থে (২/৫০৯/১০৪৮) হাজ্জাজ ইবনু আরতাত হতে, তিনি আবূ জা'ফার হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও বর্ণনাকারী হাজ্জাজ মুদাল্লিস, তিনি আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে ইবনুল মুবারাক, হান্নাদ ও হাকীমের বর্ণনায় আবূ জাফার হতে মুরসাল হিসেবে আর আবূ নু'য়াইমের "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থের বর্ণনায় আলী (রাঃ) হতে মওকূফ হিসেবে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে অনুরূপভাবে উল্লেখ করেছেন।

মানাবী মুরসাল সনদের ব্যাপারে কোন কথা বলেননি। তবে মওকূফের ব্যাপারে সমস্যা বর্ণনা করে বলেছেন:

এর সনদে ইব্রাহীম ইবনু নাসেহ্ রয়েছেন। তাকে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে দুর্বলদের মধ্যে গণ্য করেছেন। আবূ নু'য়াইম বলেন: তিনি মাতরূকুল হাদীস। আর এ কারণেই তিনি দুর্বল হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন।

١٦٦٦. (بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا، هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا مَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفَنِّدًا، أَوْ غِنًى مُطْغِيًا، أَوْ فَقْرًا مُنْسِيًا، أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا، أَوْ الدَّجَّالَ، فَشَرٌّ مُنْتَظَرٌ، أَوْ السَّاعَةَ، وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ).

১৬৬৬। আচমকা বাধা সৃষ্টিকারী সাতটি কর্মে জড়িত হওয়ার পূর্বেই তোমরা (সৎ) কর্ম করার জন্য ধাবিত হও। তোমরা ফাসাদ সৃষ্টিকারী (শরীরকে অক্ষমকারী) রোগের অপেক্ষা করছ, অথবা সেই বার্ধক্যের অপেক্ষা করছ যখন হিতাহিত জ্ঞান থাকে (কি বলছে তা বুঝে) না, অথবা তোমরা সীমালঙ্ঘনে সাহায্যকারী ধনবান হওয়ার অপেক্ষা করছ, অথবা তোমরা (আনুগত্যকে) ভুলিয়ে দেয় এরূপ দরিদ্রতার অপেক্ষা করছ, অথবা তোমরা হঠাৎ মৃত্যুর অপেক্ষা করছ, অথবা দাজ্জালের অপেক্ষা করছ-অথচ এটা নিকৃষ্টতম অপেক্ষা, অথবা কিয়ামাত দিবসের অপেক্ষা করছ অথচ এটা সর্বাপেক্ষা কঠিন এবং তিক্ত সময়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে তিরমিযী (৩/২৫৭), ওকাইলী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (৪২৫) ও

ইবনু আদী (১/৩৪১) মুহরিয ইবনু হারূন হতে, তিনি বলেন: আমি আ'রাজকে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি।

ওকাইলী বলেন:

মুহরিয ইবনু হারূন সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস। আর এ হাদীসটি অন্য সনদে বর্ণনা করা হয়েছে যেটি এ সূত্রের চেয়ে ভালো।

ইমাম তিরমিযী বলেন: এ হাদীসটি গারীব হাসান।

সম্ভবত এর দ্বারা তিনি হাসান লিগাইরিহি হওয়াকে বুঝিয়েছেন সেই সূত্রের কারণে যেটির দিকে ওকাইলী ইঙ্গিত করেছেন। সেটিকে ইমাম হাকিম (৪/৩২১) আব্দুল্লাহ্ সূত্রে মা'মার হতে, তিনি সা'ঈদ মাকবুরী হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

..... তবে "আচমকা বাধা সৃষ্টিকারী সাতটি কর্মে জড়িত হওয়ার পূর্বেই তোমরা (সৎ) কর্ম করার জন্য ধাবিত হও" এ অংশটুকু ছাড়া। অতঃপর তিনি বলেন: এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্ আর হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। সনদের বাহ্যিকতার দিক থেকে তারা দু'জনে যেরূপ বলেছেন সেরূপই।

তবে আমি একটি গোপন সমস্যা পেয়েছি। কারণ মা'মার হতে বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ্ হচ্ছেন আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক। তিনি এটিকে তার "আয্যুহুদ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে বাগাবী "শারহুস সুন্নাহ্" গ্রন্থে এ সনদেই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন: আমাদেরকে মা'মার ইবনু রাশেদ বর্ণনা করে শুনিয়েছেন সেই ব্যক্তি হতে যে মাকবুরীকে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন ...।

এটা প্রমাণ করছে যে, হাদীসটি মাকবুরী হতে মা'মারের বর্ণনায় নয় বরং তাদের উভয়ের মধ্যে আরেক ব্যক্তি রয়েছে যার নাম নেয়া হয়নি। এটাকে আরো দৃঢ় করছে এ ব্যাপারটি যে, তারা মা'মারের শাইখদের মধ্যে মাকবুরীকে উল্লেখ করেননি এবং মাকবুরী হতে বর্ণনাকারীদের মধ্যেও মা'মারকে উল্লেখ করেননি। যদি এরূপই হতো তাহলে অবশ্যই তারা তা উল্লেখ করতেন। এ মাজহূল ব্যক্তিই হচ্ছে এ হাদীসটির সমস্যা।

١٦٦٧. (بادِرُوا بالأَعْمالِ هَرَماً ناغِصاً، أَوْ مَوْتاً خالِساً، أَوْ مَرَضاً حابِساً، أَوْ تَسْوِيفاً مُؤْيِساً).

১৬৬৭। তোমরা (সৎ) কর্মের দিকে ধাবিত হও, অপারগ বৃদ্ধ অবস্থা অথবা হঠাৎ মৃত্যু আগমনের পূর্বে, অথবা বাধাদানকারী রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে, অথবা অচিরেই করব অচিরেই করব এভাবে সময় কাটিয়ে নিরাশ হওয়ার সময় আসার পূর্বে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আবুদ দুনিয়া "কাসরুল আমাল" গ্রন্থে (২/১৯/২) ইউসুফ ইবনু আব্দুস সামাদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা হতে, তিনি আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমানের হেফযে ত্রুটি থাকার কারণে দুর্বল। তিনি আবূ উমামা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে পাননি। সম্ভবত তাদের দু'জনের মাঝে তার পিতা আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা রয়েছেন।

আর ইউসুফ ইবনু আব্দুস সামাদ মাজহূল।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে বাইহাক্বীর "আশশু'য়াব" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। আর তার সনদের ব্যাপারে মানাবী কোন কিছুই বলেননি। তিনি শুধুমাত্র বলেছেন: হাদীসটিকে দাইলামী "আলফিরদাউস" গ্রন্থে আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি হাদীসটিকে (২/১/২) হুসাইন ইবনু আবুল কাসেম সূত্রে ইসমা'ঈল হতে, তিনি আবান হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি খুবই দুর্বল। আবান হচ্ছেন ইবনু আবী আইয়্যাশ। তিনি মাতরূক। আর তার নিচের দু'বর্ণনাকারীকে আমি চিনি না।

١٦٦٨. (بَاكِرُوْا فِيْ طَلَبِ الرِّزْقِ وَالْحَوَائِجِ، فَإِنَّ الْغُدُوَّ بَرَكَةٌ وَنَجَاحٌ).

১৬৬৮। তোমরা সকাল সকাল রিয্ক অন্বেষণে এবং প্রয়োজনীয়তা পুরণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়। কারণ ভোরের মাঝে বরকত এবং সফলতা রয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে মুখাল্লেস "আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত" গ্রন্থে (১০/১৮/১), ইবনু আদী ((১/১১), আবূ নু'য়াইম "আলআমালী" গ্রন্থে (২/১৫৮) বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে বাগাবী "জুযউ আবী তালেব আল'ওশারী আনহু" গ্রন্থে (৬৬/১-২) এবং ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে (১/১৩৪/১-২)

ইসমা'ঈল ইবনু কায়েস ইবনে সা'দ ইবনে যায়েদ ইবনে সাবেত হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ত্ববারানী বলেন:

হিশাম হতে ইসমা'ঈল ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

ইবনু আদী বলেন: তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশই মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি: হাইসামী (৪/৬১) বলেন: তিনি দুর্বল। আর তার সূত্রেই বায্যার হাদীসটি (১২৪৭) বর্ণনা করেছেন।

١٦٦٩. (بِحَسْبِ امْرِىءٍ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا لاَ يَسْتَطِيْعُ لَهُ غَيْرًا أَن يَّعْلَمَ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لَهُ كَارِهٌ).

১৬৬৯। ব্যক্তির জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যখন কোন অন্যায় দেখে, যার প্রতিবাদ করার ক্ষমতা সে রাখে না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তর থেকেই জেনে যান যে, সে সেটিকে অপছন্দ করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে হার্‌ব ইবনু মুহাম্মাদ তাঈ তার "হাদীস" গ্রন্থে (১/৫), ইবনু আসাকির "কিতাবুদ দু'য়া লি ইবনু গাযওয়ান যব্বী" গ্রন্থে (১/৬৭) সুফইয়ান ইবনু ওয়াইনাহ্ হতে, তিনি আব্দুল মালেক ইবনু ওমায়ের হতে, তিনি রাবী' ইবনু আমীলাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে একটি কথা বলতে শুনেছি, কিতাবুল্লার আয়াত অথবা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীসের পরে এর চেয়ে অদ্ভুত কথা আমি আর শুনিনি, আমি তাকে বলতে শুনেছি: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি সহীহ্। তবে মওকূফ হিসেবে। এটিকে রাবী' ইবনু সাহ্ল ইবনু রাকীন ইবনু রাবী' ইবনু আমীলাহ্ বর্ণনা করেছেন সা'ঈদ ইবনু ওবায়েদ হতে, তিনি রাকীন হতে শ্রবণ করেছেন তার পিতার উদ্ধৃতিতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে ইমাম বুখারী "আত্তারীখুল কাবীর" গ্রন্থে (২/১/২৫৪/৯৫১) এবং "আত্তারীখুস সাগীর" গ্রন্থে (১৮৮) উল্লেখ করেছেন। আর ত্ববারানী "আলকাবীর" গ্রন্থে মওসূল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন: রাবী' এ হাদীসটিকে উল্লেখ করেছেন:

আর একাধিক বর্ণনাকারী রাকীন প্রমুখ হতে তার পিতার উদ্ধৃতিতে,

আব্দুল্লাহ্ (ﷺ) হতে তার কথা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি তার হাদীসের বিরোধিতা করেছেন।

ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (১/১৩৪) ইমাম বুখারীর উদ্ধৃতিতে উক্ত কথা উল্লেখ করেছেন।

হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন: রাবী' ইবনু সাহ্লকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

মানাবী হাইসামীর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ত্বারানীর সনদের ব্যাপারে বলেন:

এর সনদে রাবী' ইবনু সাহ্ল রয়েছেন আর তিনি হচ্ছেন দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও মারফূ' হওয়ার ক্ষেত্রে তার বিরোধিতা করা হয়েছে। সঠিক হচ্ছে এই যে, এটি মওকূফ।

١٦٧٠. (بِحَسْبِ امْرِىءٍ مِنَ الشَّرِّ أَن يُّشَارَ إِلَيْهِ فِيْ دِيْنِهِ وَدُنْيَاهُ، إِلاَّ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ).

১৬৭০। ব্যক্তির মন্দের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তার দ্বীন এবং দুনিয়ার ব্যাপারে তার দিকে ইঙ্গিত প্রদান করা হবে। তবে আল্লাহ্ যাকে বাঁচিয়ে রাখবেন (তার ব্যাপারটি ভিন্ন)।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (২/২৭৭) কুলসূম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবী সানদারাহ্ হালাবী হতে, তিনি আতা ইবনু আবী মুসলিম খুরাসানী হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: এ বর্ণনাকারী কুলসূম আতা খুরাসানী প্রমুখ হতে এমন সব মুরসাল বর্ণনা করেন যার মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি: আবূ হাতিম বলেন: তারা (মুহাদ্দিসগণ) তার সমালোচনা করেছেন।

আতা খুরাসানী সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী, বহু সন্দেহ পোষণকারী, মুরসাল বর্ণনাকারী এবং তাদলীসকারী।

হাদীসটিকে বাইহাক্বী "আশশু'য়াব" গ্রন্থে (২/৩৩৭/১) দু'টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটি সে দু'টির একটি, আর দ্বিতীয়টিকে মুয়াল্লাক্ব হিসেবে আব্দুল আযীয ইবনু হুসায়েন হতে বর্ণনা করেছেন, যাকে ইয়াহ্ইয়া প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর বাইহাক্বী বলেছেন: সনদটি দুর্বল।

এ কারণেই হাফিয ইরাকী হাদীসটিকে দৃঢ়তার সাথে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। দেখুন "তাখরীজুল ইয়াহ্‌ইয়া" (৩/২৭৬)।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটিকে ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে (৭০৩৩) আব্দুল আযীয সূত্রে, আব্দুল কারীম আবূ উমাইয়্যাহ্ হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মওসূল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর হাইসামী "মাজমা'উয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (১০/২৯৭) এ বলে সমস্যা বর্ণনা করেছেন যে, এর সনদে আবদুল আযীয ইবনু হুসায়েন রয়েছেন যিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: আব্দুল কারীমও দুর্বল। আর হাসান মুদাল্লিস।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীস হতে এটির একটি শাহেদ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাতে কোন লাভ নেই। এ শাহেদটিকে বাইহাক্বীই বর্ণনা করেছেন। মানাবী বলেন: এর সনদে ইউসুফ ইবনু ই'য়াকূব রয়েছেন, তিনি যদি নাইসাবুরী হন তাহলে তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তাকে ছাড়া নাইসাবুরে মিথ্যা বর্ণনাকারী অন্য কাউকে দেখি না। আর তিনি যদি ইয়ামানের কাযী হন তাহলে তিনি মাজহূল (অপরিচিত)। আর আরেক বর্ণনাকারী ইবনু লাহী'য়াহ্ দুর্বল।

ইমরানের হাদীস হতে এর আরেকটি শাহেদ রয়েছে। কিন্তু এর সনদেও মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী বর্ণনাকারী রয়েছেন। এ শাহেদটি সম্পর্কে (২৪৩০) নম্বরে ব্যাখ্যা আসবে।

ইবনু ওয়াহাব "আলজামে'" গ্রন্থে (পৃ ৭৮) বলেন: আমাকে সেই ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু আবী কাসীরের উদ্ধৃতিতে আওযা'ঈকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট যে, লোকেরা তার দিকে (তার) দ্বীন অথবা দুনিয়ার ব্যাপারে আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করবে। বলা হলো: যদিও ভালো ক্ষেত্রে হয়? তিনি বললেন: যদিও ভালো ক্ষেত্রে হয়। এটি হচ্ছে পদস্খলন, তবে আল্লাহ্ যাকে রক্ষা করবেন (তার বিষয়টি ভিন্ন)। আর যদি মন্দ ক্ষেত্রে হয় তাহলে মন্দ।"

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি মু'যাল (পরপর দু'জন বর্ণনাকারী উল্লেখিত না) হওয়া সত্ত্বেও ইবনু ওয়াহাবের শাইখের নাম নেয়া হয়নি।

١٦٧١. (بَرَاءَةٌ مِنَ الكِبْرِ: لَبُوسُ الصُّوفِ، ومُجَالَسَةُ فُقَرَاءِ المُؤْمِنِينَ، وَرُكُوبُ الحِمَارِ، واعْتِقَالُ العَنْزِ).

১৬৭১। অহংকার থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছেঃ পশমী পোষাক পরিধান করা, মুসলিম ফকীরদের সাথে বসা, গাধায় চড়া এবং ছাগলকে (দুধ দহনের জন্য) বাঁধা ।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৩/২২৯) কাসেম ইবনু আব্দুল্লাহ্ উমারী হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আসলাম হতে, তিনি আতা ইবনু ইয়াসার হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আবূ নু'য়াইম বলেনঃ এ হাদীসটি গারীব, এটিকে আমরা যায়েদের উদ্ধৃতিতে শুধুমাত্র কাসেমের হাদীস হতেই শুনেছি।

আমি (আলবানী) বলছিঃ কাসেম মিথ্যুক, হাদীস জালকারী। যেমনটি ইমাম আহমাদ প্রমুখ বলেছেন। খারেজাহ্ ইবনু মুস'য়াব তার বিরোধিতা করে যায়েদ ইবনু আসলামের উদ্ধৃতিতে বলেছেন, তিনি বলেনঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ...। তিনি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে অকী' ইবনুল জাররাহ্ "আয্যুহুদ" গ্রন্থে (২/৬৮/২) আর তার থেকে ইবনু আদী (১/১২১) বর্ণনা করেছেন।

এ খারেজাহ্ও দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেনঃ তিনি মাতরূক। তিনি মিথ্যুকদের থেকে তাদলীস করতেন। বলা হয়েছে যে, ইবনু মাঈন তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

"আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থের সূত্রে সুয়ূতী "আললাআলী" গ্রন্থে (২/২৬৫) হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেনঃ এটিকে বাইহাক্বী "আশ্শু'য়াব" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেনঃ কাসেম এটিকে এ সূত্রেই মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি তার ভাই আসেম হতেও, তিনি যায়েদ হতে অনুরূপভাবে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে যে, যায়েদ হতে, তিনি জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেন। (আল্লাহই বেশী জানেন)।

আমি (আলবানী) বলছিঃ কাসেম ইবনু আব্দুল্লাহর ভাই আসেমকে আমি চিনি না। সম্ভবত তার নিকট আসেম ইবনু উমার ইবনু হাফ্স ইবনু আসেম ইবনু উমার ইবনুল খাত্তাব উমারীর সাথে তার ব্যাপারটি সন্দেহযুক্ত হয়ে গেছে। কারণ তিনিও যায়েদ ইবনু আসলাম হতে বর্ণনা করেন। আর তিনি খুবই দুর্বল। (আল্লাহই বেশী জানেন)।

١٦٧٢. (مَنِ احْتَجَمَ أَوِ اطَّلَى يَوْمَ السَّبْتِ أَوِ الأَرْبِعَاءِ، فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ مِنَ الْوَضَحِ).

১৬৭২। যে ব্যক্তি শিঙ্গা লাগাবে অথবা তেল মালিশ করবে শনি বা বুধবারে, সে যেন ধবল রোগের ব্যাপারে নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে ভর্ৎসনা না করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে বাগাবী "হাদীসু আলী ইবনুল জা'দ" গ্রন্থে (২/১৭১), আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুল্লাহ্ হতে, তিনি উম্মু হাকীমের দাস আউন হতে, তিনি যুহ্‌রী হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ এটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও এর সনদে অজ্ঞতা রয়েছে। ইয়াহ্ইয়া ইবনুল হাকাম মাদীনীর মেয়ে উম্মু হাকীমের দাস আউন সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম (৩/১/৩৮৬) বলেন: হিশাম ইবনু আব্দুল মালেকের স্ত্রী উম্মু হাকীমের দাস -আউন- যুহ্‌রী হতে বর্ণনা করেন। আর তার থেকে মাজেশূন, ইবনু আবী যিইব ও তার ছেলে মুহাম্মাদ ইবনু আউন বর্ণনা করেন। তিনি তার (আউন) ব্যাপারে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি।

হাদীসটিকে বাগাবী "শারহুস সুন্নাহ্" গ্রন্থে (৩/৩৬৪) মুয়াল্লাক্ব হিসেবে বর্ণনা করে বলেন: এটিকে উম্মু হাকীমের দাস আউন হতে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি যুহ্‌রী হতে ...।

হাদীসটি অন্য সূত্রে মওসূল হিসেবে (১৫২৪) নম্বরে যুহ্‌রী হতে, তিনি সা'ঈদ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। তবে সেখানে الطلي يوم السبت **'তেল মালিশ করবে শনিবারে'** এ কথাটুকু নেই।

١٦٧٣. (لاَ قَطْعَ فِي زَمَنِ مَجَاعَةٍ).

১৬৭৩। ক্ষুধার (দুর্ভিক্ষের) সময়ে চোরের হাত কাটার বিধান নেই।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (১/৩১৯) আমের ইবনু ইব্‌রাহীম ইবনু আমের ইবনু ইব্‌রাহীম হতে, তিনি তার পিতা ও চাচা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি যিয়াদ ইবনু ত্বলহা হতে, তিনি মাকহূল হতে, তিনি আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি এটিকে যিয়াদের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করে, তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি। অনুরূপভাবে আবুশ শাইখ "ত্ববাকাতুল আসবাহানীয়িন" গ্রন্থে (১১৯/৯৫) সাদা স্থান ছেড়ে রেখে দিয়েছেন (অর্থাৎ ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি)।

আর আমের ইবনু ইব্রাহীম ইবনু আমের এর জীবনীতে (২/৩৮) তিনি বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য, তিনি (৩০৬) হিজরীতে মারা যান। আর তার দাদা আমের ইবনু ইব্রাহীমের জীবনীতে (২/৩৬) তিনি তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি।

সর্বাবস্থায় বর্ণনাকারী এ যিয়াদ মাজহূল (অপরিচিত)। আবূ নু'য়াইম ছাড়া অন্য কারো নিকট তাকে দেখছি না। তিনিই হাদীসটির সমস্যা। আব্দুল কুদ্দুস যে মাকহূল হতে বর্ণনা করে তার মুতাবা'য়াত করেছেন এটা কোন উপকার করবে না।

এটিকে খাতীব বাগদাদী (৬/২৬১) যায়েদ ইবনু ইসমা'ঈল সায়েগ সূত্রে তার পিতা হতে, তিনি আব্দুল কুদ্দুস হতে, তিনি মাকহূল হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটা উপকারে আসবে না, কারণ এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। তিনি এটিকে যায়েদের পিতার জীবনীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন আর তিনি হচ্ছেন ইসমা'ঈল ইবনু সাইয়্যার ইবনু মাহ্দী। তিনি তার জীবনীতে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি। আর তিনি এ হাদীসটি ছাড়া আর কোন কিছুই উল্লেখ করেননি। যা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি মাজহূল।

তার ছেলে যায়েদও তার ন্যায়। কারণ তার জীবনী পাচ্ছি না।

আর আব্দুল কুদ্দূস হচ্ছেন ইবনু হাবীব শামী। তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

١٦٧٤. (ابْنُوا الْمَسَاجِدَ وَاتَّخِذُوهَا جُمًّا).

১৬৭৪। তোমরা মাসজিদ বানাও এবং সেগুলোকে বারান্দা ছাড়া তৈরি কর।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আবী শাইবাহ্ "আলমুসান্নাফ" গ্রন্থে (১/১০০/২), আবূ উসমান নুযাইরেমী "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/১৯) ও বাইহাক্বী (২/৪৩৯) হুরাইম হতে, তিনি লাইস হতে, তিনি আইউব হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আব্দুল হক্ব "আলআহকাম" গ্রন্থে (১/৩৫) বলেন: এ হাদীসের ব্যাপারে লাইসের মুতাবা'য়াত করা হয়নি। আর তিনি হচ্ছেন দুর্বল। তিনি ছাড়া অন্য কেউ আইউব হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু শাকীক্ব হতে তার বাণী হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হুরাইম শাইখায়নের বর্ণনাকারী, তিনি সত্যবাদী।

আবু হামযাহ্ সুকারী তার মুতাবা'য়াত করেছেন ইবনু আদীর "আলকামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৩৩৯) এবং বাইহাক্বী এটিকে বর্ণনা করেছেন।

যিয়াদ ইবনু আব্দুল্লাহ্ বুকা'ঈও তার মুতাবা'য়াত করেছেন। এটিকে আবূ নু'য়াইম "হাদীসুল কুদাইমী অ গাইরিহি" গ্রন্থে (২/৩৫) উল্লেখ করেছেন।

١٦٧٥. (اِبْنُوا الْمَسَاجِدَ، وَأَخْرِجُوا الْقُمَامَةَ مِنْهَا، فَمَنْ بنى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بنى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ "، قَالَ رَجُلٌ : وَهَذِهِ الْمَسَاجِدُ الَّتِي تُبْنَى فِي الطَّرِيقِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ، وَإِخْرَاجُ الْقُمَامَةِ مِنْهَا مُهُوْرُ حُوْرِ الْعِيْنِ).

১৬৭৫। তোমরা মাসজিদ নির্মান কর আর মাসজিদ থেকে ময়লাগুলো বের করে ফেলো। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য মাসজিদ নির্মান করবে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন। এক ব্যক্তি বলল: এ মাসজিদগুলো যেগুলোকে রাস্তার মধ্যে নির্মান করা হয়? তিনি বললেন: হাঁ। মাসজিদগুলো থেকে ময়লা বের করে দেয়া হচ্ছে হুরঈনদের মোহর।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্বাবারানী (১/১১৯/২) মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনু কুতাইবাহ্ হতে, তিনি আইউব ইবনু 'আলী হতে, তিনি যিয়াদ ইবনু সাইয়্যার হতে, তিনি ইয্যাহ্ বিনতু 'ইয়ায হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আবূ কুরসাফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে শুনেছি, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। আবূ কুরসাফার নিচের বর্ণনাকারীদেরকে কোন আসমাউর রিজালের গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়নি, একমাত্র মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ছাড়া। কারণ তিনি হাফেয, নির্ভরযোগ্য যেমনটি "আশশুযুরাত" গ্রন্থে (২/২৬১) এসেছে। আর হাফিয ইবনু জাওসা ইবনু আসাকিরের নিকট (২/২৭/১) তার মুতাবা'য়াত করেছেন, আর অন্য

কেউ আবূ বাক্‌র শাফে‘ঈর নিকট “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/২৩/২) এবং ইবনু মান্দার “আলমা‘রিফাহ্” গ্রন্থে (২/২৫৯/১) তার মুতাবা‘য়াত করেছেন।

হাইসামী “আলমাজমা‘” গ্রন্থে (২/৯) বলেন: এর সনদে কয়েকজন মাজহূল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী রয়েছেন।

হাদীসটিকে সুয়ূতী “আললাআলী” গ্রন্থে (২/২৪০) নিম্নের বাক্যে বর্ণিত হাদীসের শাহেদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন:

“মাসজিদের ময়লাগুলো হচ্ছে হুরঈনদের মাহর।”

এটি সম্পর্কে (৪১৪৭) নম্বরে ব্যাখ্যা আসবে ইনশাআল্লাহ্।

١٦٧٦. (أَبُوْ بَكْرٍ خَيْرُ النَّاسِ إِلاَّ أَن يَّكُوْنَ نَبِيًّا).

১৬৭৬। আবূ বাক্‌র হচ্ছেন লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম। তবে তিনি নাবী নন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আবূ নু‘য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/১২২) ও দাইলামী (১/১/৭৭) ইসমা‘ঈল ইবনু যিয়াদ উবুল্লী হতে, তিনি উমার ইবনু ইউনুস ইবনুল কাসেম হতে, তিনি ইকরিমাহ্ ইবনু আম্মার হতে, তিনি ইয়াস ইবনু সালামাহ্ ইবনুল আকও‘ হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে হাদীসটিকে ইবনু আসাকির (৯/৩১৯) ও যাহাবী ইসমা‘ঈল ইবনু আবী যিয়াদ শাকারী খুরাসানীর জীবনীর মধ্যে উল্লেখ করে বলেছেন:

এটিকে ইসমা‘ঈল এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি যদি এটিকে জাল না করে থাকেন তাহলে তার নিচের ব্যক্তিই হচ্ছে এর সমস্যা। অথচ হাদীসটির ভাবার্থ সঠিক।

আমি (আলবানী) বলছি: এ ইসমা‘ঈল ইবনু যিয়াদ উবুল্লী (আলমীযান এবং আললিসান গ্রন্থে) আইলী বলা হয়েছে, তাকে আমি চিনি না। আমি তার জন্য ইবনু মাকূলার “আলইকমাল” এবং খাতীব বাগদাদীর “আলমুওয়ায্যিহ্” গ্রন্থ (১/৪০১-৪১৮) অনুসন্ধান করেছি। যাহাবী তাকে শাকারীর জীবনীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত তিনি ইনি ছাড়া অন্য কেউ। এ কারণে হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন:

ইসমা‘ঈল ইবনু আবী যিয়াদের জীবনীর মধ্যে এ হাদীসটিকে লেখকের লিখা থেকে এভাবেই নকল করেছি। সঠিক হচ্ছে ইসমা‘ঈল ইবনু যিয়াদ

আইলী, ইসমা'ঈল ইবনু আবী যিয়াদ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি: এখন পর্যন্ত তার ব্যাপারে আমার কিছুই লিখা হয়নি। তবে হাইসামী "মাজমাউয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (৯/৪৪) বলেন:

হাদীসটিকে ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন। আর এর সনদে ইসমা'ঈল ইবনু যিয়াদ রয়েছেন, তিনি দুর্বল।

তিনি তার দুর্বল হওয়ার বিষয়টি কোথা থেকে গ্রহণ করলেন? কারণ ইবনু আদীর "আলকামেল" গ্রন্থের বাহ্যিক কথা (১/৩০৮-৩০৯) থেকে বুঝা যায় যে তিনি হচ্ছেন মূসেলের কাযী সাকূনী। ফলে এরূপ বলাই সঠিক যে, তিনি খুবই দুর্বল। তিনি তার সম্পর্কে বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস, তার অধিকাংশ বর্ণনার কেউ মুতাবা'য়াত করেননি, না তার সনদের আর না তার মূল কথার।

বারকানী তার "সুওয়ালাত" গ্রন্থে (৪/১৩) দারাকুতনীর উদ্ধৃতিতে বলেন: "....... তিনি (সাকূনী) মাতরূক, হাদীস জালকারী।

ইবনু আদী তার মুনকার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন সেগুলোর মধ্যে এটি নেই। বরং তাকে দেখেছি তিনি হাদীসটিকে ইকরামা ইবনু আম্মারের জীবনীতে (৫/১৯১৪) অন্য সূত্রে ইসমা'ঈল ইবনু যিয়াদ উবুল্লী হতে, তিনি উমার ইবনু ইউনুস হতে উল্লেখ করেছেন। অথচ উবুল্লীর জীবনীতে হাদীসটি উল্লেখ করা উচিত ছিল। কারণ তিনি ইকরিমার জীবনী এ কথা বলে শেষ করেছেন যে, তিনি মুসতাকীমুল হাদীস- যদি তার থেকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনা করেন।

জানি না তিনি কি কারণে এ হাদীসটিকে ইকরামার জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। অথচ তার থেকে বর্ণনাকারী তার নিকট নির্ভরযোগ্য নয়?

অতঃপর আমি হাদীসটিকে ত্ববারানীর "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থের ছাপানো কপিতে দেখছি না, "মুসনাদু সালামাহ্" এর মধ্যে দেখছি না আবার "মুসনাদু আবী বাকর" এর মধ্যেও দেখছি না। কারণ তার অভ্যাস হচ্ছে এই যে, তিনি কখনও কখনও "মুসনাদুস সহাবী" এর মধ্যে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেন যা সহাবীর বর্ণনাতে নেই।

١٦٧٧. (أَنَا ابْنُ الذَّبِيحَيْنِ).

১৬৭৭। আমি দু'কুরবানীকৃত ব্যক্তির সন্তান।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

এ কারণে যাইলা'ঈ "তাখরীজুল কাশ্শাফ" গ্রন্থে খালী স্থান রেখে দিয়েছেন। হাফিয ইবনু হাজার তার "তাখরীজ" গ্রন্থে (৪/১৪১/২৯৪) তার অনুসরণ করেছেন। এরপর তার ছাত্র সাখাবী "আলমাকাসিদুল হাসানাহ্" গ্রন্থেও (পৃ ১৪) তাই করেছেন।

এর সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় ইবনু জারীর তার "তাফসীর" গ্রন্থে (২৩/৫৪) ও হাকিম (২/৫৫৪) উমার ইবনু আব্দুর রহীম খাত্তাবী সূত্রে ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ উতবী হতে (উতবাহ্ ইবনু আবী সুফইয়ানের ছেলে), তিনি তার পিতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি সনাবিহী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

আমরা মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু আবূ সুফইয়ানের মাজলিসে উপস্থিত হলাম। লোকেরা ইব্রাহীম (ﷺ)-এর দু'সন্তান ইসমা'ঈল এবং ইসহাক সম্পর্কে আলোচনা করছিল। তাদের কেউ কেউ বলল: কুরবানী করা হয় ইসমা'ঈলকে। আবার কেউ কেউ বলল: বরং কুরবানী করা হয় ইসহাককে। মু'য়াবিয়্যাহ্ বললেন: তোমরা যে বেশী জানে তার সামনেই এ বিষয়ে আলোচনা করছ। আমরা রসূল (ﷺ) এর নিকট ছিলাম, এমতাবস্থায় এক গ্রাম্য ব্যক্তি এসে বলল: হে আল্লাহর রসূল! আমি গ্রামকে ও পানিকে শুষ্ক অবস্থায় পেছনে রেখে এসেছি। সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে, পরিবারগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। অতএব হে কুরবানীকৃত দু'ব্যক্তির সন্তান! আপনি আমাকে তা থেকেই কি গণনা করে দিবেন যা আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে ফাই হিসেবে দিয়েছেন? তখন রসূল (ﷺ) মুচকি হাসলেন। তার কথার প্রতিকার করলেন না। এ সময় আমরা বললাম: হে আমীরুল মু'মিনীন! কুরবানীকৃত ব্যক্তিদ্বয় কে?

তিনি বললেন: যখন আবদুল মুত্তালিবকে যমযম কূপ খনন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তখন তিনি আল্লাহর নামে নযর (মানত) করেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যদি তার বিষয়টিকে সহজ করে দেন তাহলে তিনি তার কোন এক সন্তান কুরবানী করবেন। তাই তিনি তাদের সকলকে বের করে তাদের মধ্যে লটারী করেন। তখন লটারীতে আব্দুল্লাহর নাম বের হয়। এ কারণে তাকে কুরবানী করার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু বানু মাখযূমের তার মামারা এতে বাধা প্রদান করে। তারা বলেন: আপনি আপনার প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করুন, আপনার ছেলের বিনিময়ে ফিদইয়া প্রদান করুন। তিনি বললেন: তার ফিদইয়া হচ্ছে একশত উট। তিনিই হচ্ছেন যাবীহ্ (কুরবানীকৃত ব্যক্তি) আর দ্বিতীয়জন হচ্ছেন ইসমা'ঈল।

এ হাদীসটির ব্যাপারে হাকিম চুপ থেকেছেন। আর হাফিয যাহাবী বলেন: এর সনদটি খুবই দুর্বল।

হাফিয ইবনু কাসীর তার "তাফসীর" গ্রন্থে (৪/১৮) বলেন: এ হাদীস খুবই গারীব (খুবই দুর্বল)।

সুয়ূতী "আলফাতাওয়া" গ্রন্থে (২/৩৫) হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন:

এ হাদীসটি গারীব। এর সনদে এমন কেউ রয়েছেন যার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি: আজলূনী "কাশফুল খাফা" গ্রন্থে (১/১৯৯/৬০৬) যারকানীর "শারহুল মাওয়াহিব" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন:

হাদীসটি হাসান, বরং হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন, বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়ে শক্তি বৃদ্ধি হওয়ার কারণে।

আজলূনী কর্তৃক যারকানীর উদ্ধৃতিতে এরূপ বর্ণনা তার থেকে ধারণা মাত্র। কারণ এ হাদীসটির ব্যাপারে তিনি এরূপ কিছুই উল্লেখ করেননি। বরং তিনি আরেকটি বিপরীতমুখী হাদীসের ব্যাপারে এরূপ কথা বলেছেন। যার ভাষা হচ্ছে:

"কুরবানীকৃত ব্যক্তি হচ্ছেন ইসহাক।"

আমি (আলবানী) বলছি: এ হাদীসের সূত্রগুলোও আমার নিকট শক্তিশালী নয়। কারণ ইঙ্গিতকৃত সূত্রগুলোর সবই খুবই দুর্বল। যেমনটি আমি (৩৩২) নম্বর হাদীসে উল্লেখ করেছি।

١٦٧٨. (إِنَّ أَفْضَلَ الضَّحَايَا أَغْلَاهَا وَأَسْمَنُهَا).

১৬৭৮। বেশী দামী এবং বেশী মোটাসোটা কুরবানীই হচ্ছে সর্বোত্তম কুরবানী।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ (৩/৪২৪), আবুল আব্বাস আলআসাম তার "হাদীস" গ্রন্থে (১/১৪০/১) এবং তার সূত্রে হাকিম (৪/২৩১), অনুরূপভাবে বাইহাক্বী (৯/১৬৮) ও ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (৩/১৯৭/১) উসমান ইবনু যুফার জুহানী সূত্রে আবুল আশাদ্দ (আলআসাম বলেন: আবুল আসাদ) সুলামী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা

করেন। তিনি বলেন:

আমি রসূল (ﷺ)-এর সাথে সাতজনের সপ্তমজন ছিলাম। তিনি বলেন: তিনি আমাদের প্রত্যেককে এক দিরহাম করে জমা করার নির্দেশ প্রদান করলেন। অতঃপর আমরা সাত দিরহাম দিয়ে একটি কুরবানীর পশু ক্রয় করলাম। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আমরা অনেক দামে কুরবানীর পশুটি ক্রয় করেছি। তখন রসূল (ﷺ) বললেন: ...। রসূল (ﷺ) নির্দেশ দিলেন, ফলে একজন একটি পা, আরেকজন অন্য পা, আরেকজন এক হাত, অন্যজন আরেক হাত, একজন এক শিং, অন্যজন অন্য শিং ধরেছিল আর সপ্তম ব্যক্তি কুরবানীটি যবেহ করেছিল আর আমরা সকলে তাকবীর বলেছিলাম।

হাকিম হাদীসটির ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। আর হাফিয যাহাবী তার "তালখীস" গ্রন্থে বলেন: উসমান নির্ভরযোগ্য।

তিনি নিজে সন্দেহ করেছেন আর অন্যকে সন্দেহে ফেলেছেন। কারণ এ এ উসমান নির্ভরযোগ্য নন। বরং তিনি মাজহূল (অপরিচিত) যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আততাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন। ইবনু হিব্বান ছাড়া তাকে কেউ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি। হাফিয যাহাবী সম্ভবত সন্দেহ করেছেন যে, ইনি হচ্ছেন উসমান ইবনু যুফার তাইমী, কারণ ইনি নির্ভরযোগ্য। অথচ তিনি এই উসমান নন এবং তারা উভয়ে এক স্তরেরও নন।

অন্যকে সন্দেহে ফেলেছেন এ কারণে যে, তিনি শুধুমাত্র উসমানের নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কথা বলে তার উপরের বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। এ থেকে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে, এ হাদীসের সনদে আর এমন কোন বর্ণনাকারী নেই যার দ্বারা সমস্যা সৃষ্টি হয়। অথচ বিষয়টি আসলে তা নয়। কারণ আবুল আশাদ্দও মাজহূল। আর এর দ্বারাই হাইসামী সমস্যা বর্ণনা করে "আলমাজমা'" গ্রন্থে (৪/২১) বলেন:

এটিকে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী আবুল আশাদ্দকে কে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন আর কে তার দোষ বর্ণনা করেছেন পাচ্ছি না। তার পিতার অবস্থাও তার ন্যায়। বলা হয়েছে যে, তার দাদা হচ্ছেন আম্র ইবনু আবাস।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তা'জীল" গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

হাদীসটিকে বাইহাক্বী উল্লেখ করেছেন। আর ইবনুল কাইয়্যিম "ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন" গ্রন্থে (৩/৫০২) বলেন: তারা সকলে একটি পরিবারের

স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন, তাদের পক্ষ থেকে খাসি যথেষ্ট হওয়ার ব্যাপারে। কারণ তারা একই দলভুক্ত ছিলেন।

তার কথাকে "আউনুল মা'বূদ" গ্রন্থেও (৩/৫৭) সমর্থন করা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে দু'দিক থেকে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে:

১। হাদীসটি সহীহ্ নয় যেমনটি আপনি অবগত হয়েছেন।

২। যদি সহীহ্ হতো তাহলে এক খাসিতে সাত ব্যক্তির অংশগ্রহণ করা জায়েয হওয়ার দলীল হয়ে যেত, যেমনটি গরুর ক্ষেত্রে অংশীদার হওয়া যায়। যদিও তারা একই পরিবারের সদস্য না হতো। এছাড়া হাদীসটিতে খাসির বিষয়টিকে স্পষ্ট করাও হয়নি। হতে পারে কুরবানীর পশুটি গরু ছিল, যদিও এটি দূরবর্তী কথা। (আল্লাহই বেশী জানেন)।

١٦٧٩. (إِنَّ لأَبِيْ طَالِب عِنْدِيْ رَحِمًا، سَأَبُلُّهَا بِبلاَلِهَا).

১৬৭৯। আবূ তালেবের সাথে আমার নিকটাত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে আমি তা অটুট রাখব তার সাথে সদাচরণের দ্বারা।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আসসিরাজ তার "হাদীস" গ্রন্থে (১/২০১) মুহাম্মাদ ইবনু তুরায়েফ আবূ বাক্র আলআ'য়ুন হতে, তিনি ফায্ল ইবনু মুওয়াফ্ফাক্ব হতে, তিনি আম্বাসাহ্ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ কুরাশী হতে, তিনি বায়ান হতে, তিনি কায়েস হতে, তিনি আম্র ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। ফায্ল ইবনু মুওয়াফ্ফাক ছাড়া অন্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তিনি দুর্বল, যেমনটি আবূ হাতিম প্রমুখ বলেছেন। তার সূত্রেই আবূ নু'য়াইম তার "আলমুসতাখরাজ" গ্রন্থে অনুরূপভাবে ইসমা'ঈলী বর্ণনা করেছেন। তবে তার ভাষায় অস্পষ্টতা রয়েছে যেমনটি "আলফাত্হ" গ্রন্থে (১০/৩৪৫) এসেছে। আর মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ ইবনু আম্বাসাহ্ তার দাদা থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তার মুতাবা'য়াত করেছেন।

কিন্তু এ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদের জীবনী পাচ্ছি না।

আর মুহাম্মাদ ইবনু তুরায়েফ হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু আবী আত্তাব, তুরায়েফ বাগদাদী। তিনি নির্ভরযোগ্য, ইমাম মুসলিম তার সহীহ্ গ্রন্থের ভূমিকাতে তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٦٨٠. (إِنْ أَتَّخِذْ مِنْبَرًا فَقَدِ اتَّخَذَهُ أَبِيْ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنْ أَتَّخِذِ الْعَصَا، فَقَدِ اتَّخَذَهَا أَبِيْ إِبْرَاهِيمُ).

১৬৮০। আমি যদি মিম্বার গ্রহণ করি, তাহলে আমার পিতা ইব্রাহীম তো মিম্বার গ্রহণ করেছেন। আর আমি যদি লাঠি ধারণ করি তাহলে আমার পিতা ইব্রাহীম লাঠি ধারণ করেছেন।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে আবূ সা'ঈদ আব্দুল্লাহ্ ইবনু সা'ঈদ আশুজ্জ তার "জুযউ মিন হাদীস" গ্রন্থে (১/২১৩), হায়সাম ইবনু কুলাইব তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২/১৬৬), ইবনু আসাকির (২/১৭৩/১), অনুরূপভাবে আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/১৭৫), বায্যার (৬৩৩) ও ত্ববারানী (২০/১৬৭/৩৫৪) (তারা সকলে) মূসা ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি সালূলী হতে, তিনি মু'য়ায (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

বায্যার বলেন: একমাত্র এ সনদেই আমরা হাদীসটিকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে জানি।

আমি (আলবানী) বলছি: সনদটি খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারী মূসা মুনকারুল হাদীস, যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার অন্য ইমামদের অনুসরণ করে বলেছেন। আর দারাকুতনী বলেন: তিনি মাতরূক।

ইবনু আবী হাতিম "আলইলাল" গ্রন্থে (২/২৪১) তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি। অতঃপর তিনি তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন: এ হাদীসগুলো মুনকার, যেন বানোয়াট, আর মূসা হাদীসের ক্ষেত্রে খুবই দুর্বল।

হাইসামী "আলমাজমা'" গ্রন্থে (২/১৮১) হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন: এটিকে বায্যার, ত্ববারানী "আলকাবীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে মূসা ইবনু ইব্রাহীম ইবনুল হারেস তাইমী রয়েছেন, তিনি খুবই দুর্বল।

লাঠি ধারণ করা মর্মে পূর্বে একটি হাদীস আলোচিত হয়েছে কিন্তু সেটি বানোয়াট। সেটি সম্পর্কে (৫৩৫) আলোচনা করা হয়েছে।

١٦٨١. (إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِيْ فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا).

১৬৮১। তুমি যদি আমাকে ভালোবাসতে চাও তাহলে দরিদ্রতার জন্য (ধৈর্যের) ঢাল তৈরি করে ফেল।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে তিরমিযী (২/৫৬) ও বাগাবী "শারহুস সুন্নাহ্" গ্রন্থে (৩/৫৫৯) দু'টি সূত্রে শাদ্দাদ আবূ ত্বলহা রাসেবী হতে, তিনি আবুল ওয়াযে' হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুগাফ্ফাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সম্বোধন করে বলল: হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে ভালবাসি। তিনি বললেন: তুমি লক্ষ্য কর কি বলছ। সে বলল: আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে ভালবাসি। তিনি বললেন: তুমি লক্ষ্য কর কি বলছ। সে বলল: আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে ভালবাসি। তিনবার এ কথা বলল। তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: ...।

ইমাম তিরমিযী বলেন:

এ হাদীসটি হাসান গারীব। আবুল ওয়াযে' রাসেবীর নাম হচ্ছে জাবের ইবনু আম্‌র, তিনি বাসরী।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আবূ শাদ্দাদও তার ন্যায়, তবে শাহেদ থাকার ক্ষেত্রে। কোন কোন ইমাম তাদের দু'জনেরই সমালোচনা করেছেন। ইবনু মা'ঈন তাদের প্রথমজন সম্পর্কে বলেন:

তিনি কিছুই না। নাসাঈ বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস। আবার ইমাম আহমাদ ও ইবনু মা'ঈন তাকে নির্ভরযোগ্যও আখ্যা দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে তারা দু'জন দ্বিতীয়জনকেও নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর আব্দুস সামাদ ইবনু আব্দুল ওয়ারেস তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ওকাইলী বলেন: তার একাধিক হাদীস রয়েছে যার মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

দারাকুতনী বলেন: তাকে মূল্যায়ন করা হয়।

হাকিম আবূ আহমাদ বলেন: তিনি তাদের নিকট শক্তিশালী নন।

আমি (আলবানী) বলছি: আমার নিকট অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত হচ্ছে এই যে, এ ব্যক্তিই হাদীসটির সমস্যা। আর হাদীসটি হচ্ছে মুনকার। (আল্লাহই বেশী জানেন)।

হাফিয যাহাবী তাদের দু'জনকে "আয্যু'য়াফা অল মাতরূকীন" গ্রন্থে উল্লেখ করে প্রথমজন সম্পর্কে বলেন: নাসাঈ বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস।

আর দ্বিতীয়জন (আবূ শাদ্দাদ) সম্পর্কে বলেন: ইবনু আদী বলেন: আমি

তার মুনকার হাদীস দেখছি না। ওকাইলী বলেন: তার কতিপয় হাদীস রয়েছে যেগুলোর মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

আর হাফিয ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন: তিনি সত্যবাদী, ভুলকারী।

আর তিনি প্রথমজন সম্পর্কে বলেন: তিনি সত্যবাদী, সন্দেহ পোষণকারী।

١٦٨٢. (إِنَّ عُمَّارَ بُيُوْتِ اللهِ هُمْ أَهْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ).

১৬৮২। আল্লাহর ঘরসমূহের আবাদকারীগণ হচ্ছেন আল্লাহর পরিবার।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আব্দ ইবনু হুমায়েদ "আলমুসনাদ" গ্রন্থে (১/১৪২), ওকাইলী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (১৮৬), আবূ হাফ্স যাইয়্যাত তার "হাদীস" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/২৬৪), তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/৯৩) ও ত্ববারানী "আলমু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/২৪) সালেহ্ মিররী হতে, তিনি সাবেত বুনানী হতে, (কেউ কেউ মাইমূন ইবনু সিয়্যাহ্ এবং জা'ফার ইবনু যায়েদকে বৃদ্ধি করেছেন) তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ত্ববারানী বলেন: সালেহ্ থেকে একমাত্র সাবেত বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি দুর্বল। ওকাইলী এ হাদীসটির শেষে বলেন: তার মুতাবা'য়াত করা হয়নি, অন্য একটি বর্ণনাও দুর্বলতার দিক দিয়ে এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আমি (আলবানী) বলছি: আমার ধারণা অন্য বর্ণনার দ্বারা তিনি এ হাদীসটির দিকে ইঙ্গিত করেছেন:

"যখন কোন ব্যক্তিকে তোমরা দেখবে যে, মাসজিদে আসা অভ্যাস করে ফেলেছে তখন তোমরা তার ঈমানের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান কর।"

কিন্তু এ হাদীসটিও দুর্বল। যেমনটি ওকাইলী সে দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর আমি তার সমস্যা সম্পর্কে "আলমিশকাত" গ্রন্থে (৭২৩) ব্যাখ্যা প্রদান করেছি।

অতঃপর আমি আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে হাদীসটির ভিন্ন ভাষায় অন্য একটি সূত্র পেয়েছি, যার সনদটি ভালো। এ কারণে সেটিকে আমি "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (নং ২৭২৮) উল্লেখ করেছি। যেটি আলোচ্য দুর্বল হাদীস থেকে মুক্ত রাখবে।

١٦٨٣. (مَنْ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِثَوْبٍ نَظِيْفٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ أَفْضَلُ، لِأَنَّ الْوَضُوْءَ نُوْرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ سَائِرِ الأَعْمَالِ).

১৬৮৩। যে অযূ করল অতঃপর পরিস্কার কাপড় দিয়ে মুছে ফেলল তাতে কোন সমস্যা নেই। আর যে তা করল না সেই উত্তম। কারণ কিয়ামাতের দিন সমস্ত কর্মের সাথে অযূ হচ্ছে নূর।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে তাম্মাম রাযী তার "ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (৬/১১২/২) ও ইবনু আসাকির (১৭/২৪৬/১) আবূ আম্‌র নাশেব ইবনু আম্‌র সূত্রে মুকাতিল ইবনু হাইয়্যান হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে এ নাশেব। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস। আর তাকে দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

পরের যুগের লোকেদের মাঝে এরূপ বিশ্বাস বিস্তার লাভ করেছে যে, অযূর পরে অযূকারীর জন্য (অযূর স্থানগুলো হতে) রুমাল দিয়ে (পানি) না মুছাই উত্তম। কারণ তা হচ্ছে নূর স্বরূপ। অথচ এর ভিত্তিটাই খুব দুর্বল, যার উপর নির্ভর করা যায় না, যেমনটি অবগত হয়েছেন।

١٦٨٤. (أَتَى سَائِلٌ امْرَأَةً وَفِي فَمِهَا لُقْمَةٌ، فَأَخْرَجَتِ اللُّقْمَةَ فَلَفَظَتْهَا، فَنَاوَلَتْهَا السَّائِلَ! فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ رُزِقَتْ غُلاَمًا، فَلَمَّا تَرَعْرَعَ جَاءَ ذِئْبٌ فَاحْتَمَلَهُ، فَخَرَجَتْ أُمُّهُ تَعْدُوْ فِي أَثَرِ الذِّئْبِ، وَهِيَ تَقُوْلُ: ابْنِي! ابْنِي! فَأَمَرَ اللهُ مَلَكًا: الْحَقِ الذِّئْبَ، فَأَخَذَ الصَّبِيَّ مِنْ فِيهِ، وَقُلْ لأُمِّهِ: إِنَّ اللهَ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ، وَقُلْ: هَذِهِ لُقْمَةٌ بِلُقْمَةٍ).

১৬৮৪। এক ভিক্ষুক এক মহিলার নিকট এমতাবস্থায় আসল যে, তার মুখে খাদ্যের এক লোকমা ছিল। তখন সে মহিলা (মুখের) লোকমাকে বের করে ফেলে দিল, অতঃপর লোকমাটি ভিক্ষুককে লাভ করার অধিকারী বানিয়ে দিল! কাল বিলম্ব না করেই সে মহিলা এক সন্তানের অধিকারী হলো। অতঃপর যখন সন্তান নড়াচড়া করল তখনই এক বাঘ এসে তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। ফলে মহিলা বেরিয়ে বাঘের পেছনে চলা শুরু করল এবং সে বলতে থাকল: আমার সন্তান! আমার সন্তান! এ সময় আল্লাহ্ এক

ফেরেশতাকে নির্দেশ দিলেন: বাঘের সাথে মিলিত হও, তার মুখ থেকে শিশুটিকে ছিনিয়ে আন, আর তার মাকে বল: আল্লাহ্ তোমাকে সালাম প্রদান করছেন এবং তাকে বল: এ লোকমা সে লোকমার বিনিময়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে দীনাওয়ারী "আলমুন্তাকা মিনাল মুজালাসাহ্" গ্রন্থে (৪৯৪/১-২) জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ অফাদ হতে, তিনি আলান মুন'আমা হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবী হাকিম আদানী হতে, তিনি হাকাম ইবনু আবান হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। হাকাম ইবনু আবানের মধ্যে তার হেফযের দিক থেকে দুর্বলতা রয়েছে। হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য। আর আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক বলেন: তাকে নিক্ষেপ কর।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী আবেদ। তার বহু সন্দেহযুক্ত বর্ণনা রয়েছে।

আর বর্ণনাকারী আলানকে আমি চিনি না এবং তার পরের শব্দটি আমি পড়তে সক্ষম হইনি।

আর জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ অফাদের জীবনী পাচ্ছি না।

١٦٨٥. (أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ بِقِدْرٍ فَأَكَلْتُ مِنْهَا، فَأُعْطِيْتُ قُوَّةَ أَرْبَعِيْنَ رَجُلاً فِي الْجِمَاعِ).

১৬৮৫। জিবরীল (()) আমার নিকট একটি পাত্র নিয়ে আসলেন, তা থেকে আমি ভক্ষণ করলাম। অতঃপর আমাকে সহবাসের ক্ষেত্রে চল্লিশ ব্যক্তির শক্তি প্রদান করা হল।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটিকে ইবনু সা'দ (১/৩৭৪) উসামাহ্ ইবনু যায়েদ হতে, তিনি সাফওয়ান ইবনু সুলাইম হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি মুরসাল অথবা মু'যাল, আর এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। এটিকে হারবী মওসূল হিসেবে বর্ণনা করে "গারীবুল হাদীস" গ্রন্থে (৫/৪৩/১) বলেছেন: আমাদেরকে সুফইয়ান ইবনু অকী' বর্ণনা করেছেন, তিনি তার পিতা হতে, তিনি উসামাহ্ হতে, তিনি সাফওয়ান ইবনু সুলাইম হতে, তিনি আতা ইবনু ইয়াসার হতে, তিনি আবূ

হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) হতে মারফূ‘ হিসেবে নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেন:

জিবরীল (আ) আমার নিকট একটি পাত্র নিয়ে আসলেন যাকে বলা হয়: আলকাফীত। আমি তা থেকে এক লোকমা খেলাম। ফলে সহবাসের ক্ষেত্রে আমাকে চল্লিশ ব্যক্তির সমান শক্তি প্রদান করা হলো।

এ সূত্রেই আবূ নু‘য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৮/৩৭৬) হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন: সাফওয়ানের হাদীস হতে এটি গারীব। এটিকে অকী‘ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: কিন্তু তার ছেলে সুফইয়ান সাকেতুল হাদীস যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে আমাদেরকে অবহিত করেছেন। আর ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী‘য়াহ্" গ্রন্থে ((২/২৫৩) বলেন: তার সম্পর্কে আবূ যুর‘য়াহ্ বলেন: তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। খাতীব বাগদাদী বলেন: হাদীসটি বাতিল।

এটি সেই সব হাদীসগুলোর একটি যেগুলোর দ্বারা সুয়ূতী "আলজামে‘উস সাগীর" গ্রন্থকে কালিমালিপ্ত করেছেন।

অতঃপর ইবনু সা'দ মুজাহিদ ও তাঊস হতে হাদীসটির দ্বিতীয় অংশটি মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

١٦٨٦. (أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ بِهَرِيْسَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ، فَأَكَلْتُهَا، فَأُعْطِيْتُ قُوَّةَ أَرْبَعِيْنَ رَجُلاً فِي الْجِمَاعِ).

১৬৮৬। আমার নিকট জিবরীল (আ) জান্নাতী হারীসা নিয়ে আসলেন, অতঃপর আমি তা থেকে ভক্ষণ করলাম, ফলে আমাকে সহবাসের ক্ষেত্রে চল্লিশ ব্যক্তির শক্তি প্রদান করা হল।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (১/১৬৫) এবং তার থেকে ইবনুল জাওযী "আলমাওযূ‘য়াত" গ্রন্থে (৩/১৭) সালাম ইবনু সুলাইমান সূত্রে নাহশাল হতে, তিনি যহ্হাক হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ...।

সালামের অধিকাংশ বর্ণনাগুলোই হাসসান কর্তৃক বর্ণনাকৃত, তবে সেগুলোর ব্যাপারে তার মুতাবা‘য়াত করা হয়নি।

তিনি তার জীবনীর প্রথমে বলেন: তিনি আমার নিকট মুনকারুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি মাদায়েনী আত্ত্বীল। হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি: তার শাইখ নাহ্‌শাল হচ্ছেন -ইবনু সা'ঈদ অরদানী- তার মতই অথবা তার চেয়েও নিকৃষ্ট। হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি মাতরুক, তাকে ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ্ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

আবূ সা'ঈদ নাক্কাশ বলেন: তিনি যহ্‌হাক হতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি সেগুলোর একটি। এটিকে ইবনুল জাওযী ইবনু আদীর সূত্রে "আলমাওযূ'য়াত" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন:

নাহ্‌শাল মহা মিথ্যুক, আর সালাম মাতরূক, নিক্ষিপ্ত। তাদের দু'জনের একজন হাদীসটিকে মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জাজ হতে চুরি করে তার উপর সনদ জুড়ে দিয়েছেন।

এ ইবনুল হাজ্জাজই এ হাদীসটির ব্যাপারে পরিচিতি লাভ করেছেন এবং তিনিই এর কয়েকটি সনদ বানিয়েছেন। ইবনুল জাওযী প্রমুখ বলেন:

হাদীসটিকে মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জাজ লাখমী জাল করেছেন। হারীসার হাদীসের অধিকারী তিনিই। হাদীসটির অধিকাংশ সূত্রগুলোর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন তিনিই, আর তার থেকে মিথ্যুকরা চুরি করেছে।

হাদীসটিকে সুয়ূতী তার থেকেই "আললাআলী" গ্রন্থে (২/২৩৪) উল্লেখ করে উক্ত কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি কালবিলম্ব না করে কোন কোন সূত্রের দ্বারা তার সমালোচনা করেছেন। তিনি হাদীসটি আযদীর সূত্রে আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু যাবালাহ্ হতে, তিনি ইব্‌রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ ফিরইয়াবী হতে, তিনি আম্‌র ইবনু বাক্‌র হতে, তিনি আরতাত হতে, তিনি মাকহূল হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিবরীল (আ)এর নিকট (স্ত্রীদের সাথে) মিলনের ঘাটতি (দুর্বলতার) ব্যাপারে অভিযোগ করলে জিবরীল (আ) মুচকি হাসি দিলেন, ফলে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাজলিস জিবরীল (আ)এর ... দাঁতের ঝলকে আলোকিত হয়ে উঠল। অতঃপর বললেন: হারীসাহ্ (খাদ্য) খাওয়া থেকে আপনি কোথায়? আরো বললেন: এতে চল্লিশ ব্যক্তির সমান শক্তি রয়েছে।

ইবনুল জাওযী বলেন: আযদী বলেন: ইব্‌রাহীম সাকেত। আমরা দেখছি তিনিই হাদীসটিকে চুরি করে সনদ জড়িয়েছেন।

কিন্তু সুয়ূতী তার সমালোচনা করে বলেছেন: ইব্‌রাহীম হতে ইবনু মাজাহ্ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন: আবূ হাতিম প্রমুখ বলেছেন: তিনি সত্যবাদী। শুধুমাত্র আযদী তাকে সাকেত

বলেছেন। (সুয়ূতী) বলেন: আযদীর কথার দিকে দৃষ্টি দেয়া যায় না। কারণ তার ভাষায় দোষারোপ করণ হচ্ছে অজ্ঞতা। তার সূত্রে ইবনুস সুন্নী ও আবূ নু'য়াইম "আত্তিব্ব" গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে তার আরো সূত্র রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: সুয়ূতী কর্তৃক ইবনুল জাওযীর সমালোচনা তাকে হাদীসটির মূল সমস্যা জানা থেকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে। আর সে সমস্যাটি হচ্ছে বর্ণনাকারী আম্র ইবনু বাক্র, তিনি হচ্ছেন সাকসাকী আশশামী।

ইবনু আদী বলেন: তার কতিপয় মুনকার হাদীস রয়েছে।

ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি ইবনু আবী আবলাহ্ ও ইবনু জুরাইজ প্রমুখ হতে বহু বিপদ বর্ণনা করেছেন যেগুলোর বানানো অথবা উলটপালটকৃত হওয়ার ব্যাপারে যিনি এ শাস্ত্রের পণ্ডিত তিনি কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করবেন না।

হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন: তার হাদীসগুলো বানোয়াটগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সূত্রের তিনিই সমস্যা। "আললাআলী" গ্রন্থে আম্র এর স্থলে উমার ইবনু বাক্র লিখা রয়েছে। যদি "মওযূ'য়াতু ইবনুল জাওযী" গ্রন্থে এরূপই বর্ণিত হয়ে থাকে, তাহলে তার এ সমস্যা সম্পর্কে না জানার কারণ এটিই।

এ ছাড়াও সনদের মধ্যে আরেকটি সমস্যা রয়েছে আর সেটি হচ্ছে ইবনু যাবালাহ্। কারণ তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তিনি মাজহূল।

ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি মাদানীদের উদ্ধৃতিতে মু'যাল বহু কিছু বর্ণনা করেছেন। ফলে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা বাতিল হয়ে গেছে।

আর আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যেসব সূত্রগুলোর দিকে সুয়ূতী ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেগুলোর সবগুলোর মধ্যে সমস্যা থাকা ছাড়াও সে সূত্রগুলোর ভাষা আলোচ্য হাদীসের ভাষার সাথে মিল নেই। কারণ সে হাদীসের ভাষা হচ্ছে:

"জিবরীল (عليه السلام) আমাকে হারীসা খাওয়ার নির্দেশ দিলেন যাতে আমি এর দ্বারা আমার পিঠকে শক্তিশালী করতে পারি এবং আমি আমার প্রতিপালকের ইবাদাত করার ক্ষেত্রে শক্তি অর্জন করতে পারি।"

কোথায় এ হাদীসের ভাষার মধ্যে মিলনে দুর্বলতা সম্পর্কে অভিযোগ এবং হারীসার মধ্যে রয়েছে চল্লিশ ব্যক্তির সমান শক্তির আলোচনা!

এ ছাড়াও সুয়ূতী নিজেই খাতীব বাগদাদী প্রমুখ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত এ হাদীস সম্পর্কে বলেন: হাদীসটি বাতিল।

এটিই সঠিক। আর এ কারণেই ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ্" গ্রন্থের (২/২৫৩) দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ ইঙ্গিত দিয়ে ভালো কাজ করেননি যে, তিনি সুয়ূতী কর্তৃক ইবনুল জাওযীর সমালোচনার মুবাতা'য়াত করেন।

١٦٨٧. (أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ , فَقَالَ: أَقْرِئْ عُمَرَ السَّلامَ , وَقُلْ لَهُ: إِنَّ رِضَاهُ حُكْمٌ , وَإِنَّ غَضَبَهُ عِزٌّ).

১৬৮৭। আমার নিকট জিবরীল (আ) এসে বললেন: আপনি উমারকে সালাম দিয়ে বলুন: তার (তোমার) সন্তুষ্টি হচ্ছে ফয়সালা আর তার (তোমার) ক্রোধ হচ্ছে মর্যাদা।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ত্ববারানী (৩/১৬৩/২) খালেদ ইবনু ইয়াযীদ উমারী হতে, তিনি জারীর ইবনু হাযেম হতে, তিনি যায়েদ আম্মী হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু জুবায়ের হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে এ উমারী। হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন:

আবূ হাতিম ও ইয়াহ্ইয়া তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াটগুলো বর্ণনাকারী।

অতঃপর তিনি তার বিপদগুলোর মধ্য থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। আর হাফিয ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে দ্বিতীয় আরেকটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন: এটি খালেদ কর্তৃক জালকৃত।

আর যায়েদ আলআম্মী দুর্বল।

হাদীসটি সম্পর্কে হাইসামী "আলমাজমা'" গ্রন্থে (৯/৬৯) বলেন:

এটিকে ত্ববারানী "আলআওসাত" বর্ণনা করেছেন। এর সনদে খালেদ ইবনু ইয়াযীদ উমারী রয়েছেন, তিনি দুর্বল।

তিনি তার ব্যাপারে সহজ ভাষা ব্যবহার করেছেন। এরূপ বলা উচিত ছিল যে, তিনি মিথ্যা বর্ণনা এবং জাল করার দোষে দোষী।

আর তিনি যে "আলআওসাত" গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন সম্ভবত তাতে তিনি ভুল করেছেন অথবা কপিকারকের পক্ষ থেকে ভুল সংঘটিত হয়েছে। কারণ হাদীসটি "আলকাবীর" গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

(উল্লেখ্য হাদীসটি "মুজামুল কাবীর" (১২৪৭২/১২৩০২) এবং "আলমু'জামুল আওসাত" গ্রন্থেও (৬/২৪২) বর্ণিত হয়েছে- অনুবাদক

١٦٨٨. (أَتَانِيْ مَلَكٌ بِرِسَالَةٍ مِنَ اللهِ تَعَالَى، ثُمَّ رَفَعَ رِجْلَهُ فَوَضَعَهَا فَوْقَ السَّمَاءِ، وَالْأُخْرَى فِي الْأَرْضِ لَمْ يَرْفَعْهَا).

১৬৮৮। আমার নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে এক ফেরেশতা চিঠি নিয়ে আগমন করলেন। তিনি তার এক পা উঠিয়ে আসমানের উপর রাখলেন আর দ্বিতীয় পা যমীনে রাখলেন যাকে তিনি উঠাননি।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (১/২০১), সা'লাবী "আত্তাফসীর" গ্রন্থে (৩/৮৪/২) ও অয়াহেদী "আলঅসীত" গ্রন্থে (৩/১৯৯/২) সাদাকাহ্ ইবনু আব্দুল্লাহ্ হতে, তিনি মূসা ইবনু উকবাহ্ হতে, তিনি আলআ'রাজ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: বর্ণনাকারী সাদাকার কারণে এ সনদটি দুর্বল। কারণ তিনি দুর্বল যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন। বরং হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন:

ইমাম আহমাদ ও বুখারী বলেন: তিনি খুবই দুর্বল।

ইবনু আদী তার জীবনীর শেষে বলেন:

তার অধিকাংশ হাদীসের মুতাবা'য়াত করা হয়নি। তিনি সত্যবাদিতার চেয়ে দুর্বলতার দিকেই বেশী অগ্রগামী।

আমি (আলবানী) বলছি: এ কারণে সুয়ূতী হাদীসটির ব্যাপারে দুর্বলতার চিহ্ন ব্যবহার করে ঠিক করেছেন। আর মানাবী এ কথা বলে ভুল করেছেন যে, তার হাসান চিহ্ন ব্যবহার করা উচিত ছিল। কারণ সাদাকাকে একদল দুর্বল আখ্যা দিলেও তাকে ইবনু মা'ইন ও দুহাইম প্রমুখ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর এ হাদীসটির স্তর সেই সব বহু হাদীসের উপরে যেগুলোর ব্যাপারে তিনি (সুয়ূতী) হাসান চিহ্ন ব্যবহার করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসের সমালোচনা করা উচিত শুধুমাত্র তার সনদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে। সে হাদীসগুলোর দিকে দৃষ্টি দিয়ে নয় যেগুলোর ব্যাপারে সুয়ূতী হাসান চিহ্ন ব্যবহার করেছেন।

আর ইবনু মা'ইন এবং দুহাইম যে তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন এ ব্যাপারে দু'দিক দিয়ে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে:

১। ইবনু মা'ঈন তাকে জামহূরের সাথে "আলজারহু অত্‌তা'দীল" (২/১/৪২৯), "আলমীযান" ও "আত্‌তাহ্‌যীব" ইত্যাদি গ্রন্থে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। এরূপ কাউকে পাচ্ছি না যে, তার (ইবনু মা'ঈন) থেকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

২। আর দুহাইম হতে তিন ধরনের বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে:

১- তিনি নির্ভরযোগ্য।

২- তিনি মুযতারিবুল হাদীস, দুর্বল।

৩- তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই।

যখন তার বিভিন্নরূপ মন্তব্য পাওয়া যাচ্ছে তখন যেটি অন্যান্য ইমামগণের কথার সাথে মিলছে সেটিকেই গ্রহণ করা উচিত। বিশেষ করে তা হচ্ছে দোষ করার ক্ষেত্রের উক্তি আর হাদীস শাস্ত্রের নীতি অনুযায়ী দোষারোপ করণ (মন্দ মন্তব্য) অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে ভালো মন্তব্যের বিপক্ষে। এ ছাড়া দুহাইমের কথা থেকেই বুঝা যায় যে, তার দোষ হচ্ছে ব্যাখ্যাকৃত: মুযতারিবুল হাদীস।

এ কারণে মানাবী তার "আলফায়েয" গ্রন্থের কথার উপর ভিত্তি করে যে, "আত্‌তাইসীর" গ্রন্থে বলেছেন: হাদীসটি হাসান, তা সুস্পষ্ট ভুল।

١٦٨٩ . (أَنَا أَعْرَبُكُمْ، أَنَا مِنْ قُرَيْشٍ، وَلِسَانِي لِسَانُ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ).

১৬৮৯। আমি হচ্ছি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় আরবী, আমি কুরাইশী, আমার ভাষা হচ্ছে বানূ সা'দ ইবনু বাকরের ভাষা।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু সা'দ (১/১১৩) মুহাম্মাদ ইবনু উমার হতে, তিনি যাকারিয়া ইবনু ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইয়াযীদ সা'দী হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। এ মুহাম্মাদ ইবনু উমার হচ্ছেন অকেদী আর তিনি হচ্ছেন মিথ্যুক। তা সত্ত্বেও সুয়ূতী "আলজামে'উস

সাগীর" গ্রন্থে ইবনু সা'দের বর্ণনা হতে এটিকে উল্লেখ করেছেন! আর মানাবী এ সম্পর্কে কোন মন্তব্যই করেননি! আর যাকারিয়া ইবনু ইয়াহ্ইয়া এবং তার পিতাকে কে উল্লেখ করেছেন পাচ্ছি না।

١٦٩٠. (أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ أَمَانَيْنِ لأُمَّتِي ﴿وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ ﴿وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٣]، إِذَا مَضَيْتُ تَرَكْتُ فِيهِمْ الاِسْتِغْفَارَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

১৬৯০। আল্লাহ্ তা'য়ালা আমার উপরে আমার উম্মাতের জন্য দু'টি নিরাপত্তা নাযিল করেছেন: "তুমি তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না এবং যখন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে এরূপ অবস্থায়ও আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না" (সূরা আনফাল: ৩৩) আমি যখন অতীত হয়ে যাব তখন তোমাদের মাঝে কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা (ইসতিগফার) করাকে ছেড়ে যাব।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে তিরমিযী (২/১৮১) ইসমা'ঈল ইবনু ইব্রাহীম ইবনু মুহাজির হতে, তিনি আব্বাদ ইবনু ইউসুফ হতে, তিনি আবূ বুরদাহ্ ইবনু আবী মূসা হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিকে নিম্নের কথার দ্বারা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন:

এ হাদীসটি গারীব, ইসমা'ঈল ইবনু মুহাজিরকে হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল আখ্যা দেয়া হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: আর তার শাইখ আব্বাদ ইবনু ইউসুফ মাজহূল (অপরিচিত) যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

প্রথমজনের দ্বারা মানাবীও "আলফায়েয" গ্রন্থে সমস্যা বর্ণনা করেছেন। আর "আত্তাইসীর" গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে এর সনদকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

١٦٩١. (دَعُوْا الدُّنْيَا لِأَهْلِهَا، مَنْ أَخَذَ مِنَ الدُّنْيَا فَوْقَ مَا يَكْفِيْهِ، أَخَذَ حَتْفَهُ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ).

১৬৯১। তোমরা দুনিয়াকে তার পরিবারের জন্য ছেড়ে দাও। যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে তার প্রয়োজনের চেয়ে বেশী গ্রহণ করবে, সে তার মৃত্যুকে গ্রহণ করবে অথচ সে তা বুঝে না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে ইবনু লালের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী নিম্নের ভাষা দ্বারা তার সমালোচনা করেছেন:

হাদীসটিকে সেই ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যিনি তার চেয়েও বেশী প্রসিদ্ধ তিনি হচ্ছেন বায্যার এবং তিনি বলেন: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে একমাত্র এ সূত্রেই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

মুনযেরী বলেন: এটি দুর্বল। হাইসামী তার শাইখ ইরাকীর মত করে বলেছেন: এর মধ্যে হানিউ ইবনুল মুতাওয়াক্কিল রয়েছেন যাকে সকলে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তার সূত্র ছাড়াও অন্য সূত্রে হাদীসটিকে তাম্মাম রাযী "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (৬/১১৮/১) বর্ণনা করেছেন আর তার থেকে ইবনু আসাকির (১৫/৪৬০/১) কাসেম ইবনু উসমান জূ'ঈ সূত্রে জা'ফার ইবনু আউন হতে, তিনি মুসলিম মুলাঈ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে মুসলিম ইবনু কাইসান যব্বী মুলাঈ। হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি দুর্বল।

বরং হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে বলেন: তাকে (মুহাদ্দিসগণ) প্রত্যাখ্যান করেছেন।

হাদীসটিকে সুয়ূতীও নিম্নের ভাষায় উল্লেখ করেছেন: أتركوا الدنيا ... দাইলামীর "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে। অতঃপর মানাবী বলেছেন:

তিনি হাদীসটি দুর্বল হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। কারণ এর মধ্যে এমন বর্ণনাকারী রয়েছেন যাকে চেনা যায় না। কিন্তু এর কতিপয় শাহেদ রয়েছে যেগুলোর দ্বারা হাদীসটি হাসান লিগাইরিহি পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

আমি (আলবানী) বলছি: কতিপয় শাহেদ তো পরের কথা, এর একটি শাহেদ সম্পর্কেও জানি না। ... দাইলামীর নিকট এর আরেকটি সনদ সম্পর্কে অবগত হয়েছি, তিনি (১/১/১৫) আওযা'ঈর জামাতা আবুল ফায়েয সূত্রে আওযা'ঈ হতে, তিনি ইসহাক ইবনু আবূ ত্বলহা হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এ আবুল ফায়েয হচ্ছেন ইউসুফ ইবনুস সাফার, তিনি মিথ্যা বর্ণনা

করার দোষে দোষী। কিন্তু দেখছি না কে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আওয়া'ঈর জামাতা। তারা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আওয়া'ঈর লেখক ছিলেন। আল্লাহই বেশী জানেন।

আমি (আলবানী) বলছি: মানাবীর উপরোক্ত কথা হতে বুঝা যায় যে, তার নিকট হাদীসটি হাসান। কিন্তু তিনি "আত্তাইসীর" গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বলই আখ্যা দিয়েছেন, হাসান আখ্যা দেননি। আর এ সিদ্ধান্তই সঠিক।

১٦٩٢. (الْمَعِدَةُ حَوْضُ الْبَدْنِ، وَالْعُرُوقُ إِلَيْهَا وَارِدَةٌ، فَإِذَا صَحَّتِ الْمَعِدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالصِّحَّةِ، وَإِذَا سَقِمَتِ الْمَعِدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالسَّقَمِ).

১৬৯২। পাকস্থলী হচ্ছে শরীরের হাউয, রগগুলো তার দিকেই ধাবিত হয়ে থাকে। পাকস্থলী যদি সুস্থ থাকে তাহলে রগগুলো সুস্থ থাকবে। আর যদি পাকস্থলী অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে রগগুলো অসুস্থ হয়ে যাবে।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে ওকাইলী (পৃ ১৬), তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/৪৮) ও ইবনু আসাকির (১৭/৯৩/১) ইয়াহ্ইয়া ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যহ্হাক বাবলুত্তী হার্রানী হতে, তিনি ইব্রাহীম ইবনু জুরায়েজ রাহাবী হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আবূ আনীসাহ্ হতে, তিনি যুহ্রী হতে, তনি আবূ সালামাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ওকাইলী বলেন: এ হাদীসটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই। এ বাক্যটি ইবনু আবজার (তিনি হচ্ছেন আব্দুল মালেক ইবনু সা'ঈদ) কর্তৃক তার পিতার উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

অতঃপর তিনি তার সনদটি উল্লেখ করেছেন। আর হাফিয যাহাবী বলেন: এটি মুনকার আর বর্ণনাকারী ইব্রাহীম ভালো নয়।

হাফিয ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে ওকাইলীর কথা উল্লেখ করে তাকে সমর্থন করেছেন। আর তার পূর্বে শাইখ ইরাকী "তাখরীজুল ইয়াহইয়া" গ্রন্থে (২/৯০) তাকে সমর্থন করেছেন।

এছাড়া বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া বাবলুত্তীও দুর্বল যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

হাদীসটিকে বাইহাক্বীও "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যেমনটি "আলমিশকাত" গ্রন্থে (৪৫৬৬) এসেছে।

١٦٩٣. (آجَالُ الْبَهَائِمِ كُلِّهَا مِنَ الْقُمَّلِ وَالْبَرَاغِيثِ وَالْجَرَادِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ

كُلِّهَا وَالْبَقَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، آجَالُهَا فِي التَّسْبِيحِ، فَإِذَا انْقَضَى تَسْبِيحُهَا قَبَضَ اللَّهُ تَعَالَى أَرْوَاحَهَا، وَلَيْسَ إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ).

১৬৯৩। উকুন, মাছি, ফড়িং, ঘোড়া, গাধা, গরু সকল প্রকার চতুষ্পদ জন্তুর মৃত্যুর সময় হচ্ছে তাসবীহ্ পাঠের মধ্যে। যখনই তাদের তাসবীহ্ পাঠ বন্ধ হয়ে যাবে তখনই আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের রূহগুলো কবয করবেন। তাদের ব্যাপারে মালাকুল মাওতের কোন করণীয় নেই।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ওকাইলী "আযযু'য়াফা" গ্রন্থে (৪৪৪) আর তার থেকে ইবনু আসাকির (১৭/৪৫৬/১) অলীদ ইবনু মূসা দেমাস্কী হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আম্‌র আওযা'ঈ হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবূ কাসীর হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ওকাইলী বলেন: অলীদ ইবনু মূসা দেমাস্কীর হাদীসগুলো বাতিল, সেগুলোর কোন ভিত্তি নেই। কেউ সেগুলোকে হাদীস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেননি।

অতঃপর তিনি তার দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন এটি সেদু'টির একটি। এরপর বলেছেন: আওযা'ঈ প্রমুখের হাদীস হতে এর কোন ভিত্তি নেই।

ইবনু আসাকির তার কথাকে সমর্থন করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে বলেন:

এটি খুবই মুনকার।

হাফিয যাহাবী বলেন: তার বানোয়াট হাদীস রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: আমার ধারণা তিনি এ হাদীসটিকেই বুঝিয়েছেন। ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে "আলমাওযূ'য়াত" গ্রন্থে (৩/২২২) ওকাইলীর সূত্রে বর্ণনা করে ঠিক করেছেন।

"আন্নুকাতুল বাদী'য়াত" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এখানে অলীদ হচ্ছেন অলীদ ইবনু মুসলিম। যিনি বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী। এটি ধারণা মাত্র। কারণ তিনি ইবনু মুসলিম নন বরং তিনি ইবনু মূসা। হাফিয ইবনু হাজার হাদীসটিকে "আললিসান" গ্রন্থে ইবনু মূসার জীবনীতেই উল্লেখ করে বলেছেন: এটি খুবই মুনকার।

١٦٩٤. (إِنَّ اللهَ جَعَلَ رِزْقَ هَذِهِ الأُمَّةِ فِي سَنَابِكِ خَيْلِهَا، وَأَزْجَةِ رِمَاحِهَا مَا

لَمْ يَزْرَعُوْا، فَإِذَا زَرَعُوْا صَارُوْا مِنَ النَّاسِ).

১৬৯৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা এ উম্মাতের রিয্ক নিহিত রেখেছেন তাদের ঘোড়ার ধূলায় এবং তাদের বর্শাগুলোর ধারালো লোহায় যে পর্যন্ত তারা চাষাবাদ না করবে। অতঃপর যখন চাষাবাদ করবে তখন তারা সাধারণ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আবী শাইবাহ্ "আলমুসান্নাফ" গ্রন্থে (৫/৩৩৫) অকী' হতে, তিনি সুফইয়ান হতে, তিনি বুর্দ হতে, তিনি মাকহূল হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। এর বর্ণনাকারী গণ নির্ভরযোগ্য। বুর্দ হচ্ছেন ইবনু সিনান শামী, তাকে ইবনুল মাদীনী ও আবূ হাতিম দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন আর জামহূর তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

মাকহূল হচ্ছেন শামী। হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য ফাকীহ্ বহূ মুরসাল বর্ণনাকারী। অতএব মুরসাল হওয়াও হচ্ছে হাদীসটির সমস্যা।

হাদীসটির ভাষার মধ্য হতে (... مَا لَمْ يَزْرَعُوْا) এ শব্দ হতে শেষ পর্যন্ত মুনকার। কারণ এ অংশ সেই সব সহীহ্ হাদীস বিরোধী যেগুলোর মধ্যে চাষাবাদ এবং ফলের বৃক্ষ রোপণ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। সেগুলোর অনেকগুলোই "আত্তারগীব" গ্রন্থে (৩/২৪৪-২৪৫) এবং কিছু হাদীস "গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজে আহাদীসিল হালালিল হারাম" গ্রন্থে (নং ১৫৭-১৫৯) পাবেন।

আর হাদীসটির প্রথম অংশ থেকে আমাদেরকে নিরাপদে রাখতে পারে নাবী (ﷺ)-এর নিম্নোক্ত বাণী:

"আমাকে সমাগত কিয়ামাতের সামনে তরবারী দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যাতে একমাত্র লা-শারীক আল্লাহর এবাদাত করা হয়, আর আমার খঞ্জরের ছায়ার নিচে আমার রিয্ক নির্ধারণ করে দিয়েছেন ...।

এ হাদীসটির আমি "হিজাবুল মারআতিল মুসলিমাহ্" গ্রন্থে (১০৪) এবং "ইরওয়াউল গালীল" গ্রন্থে (১২৬৯) তাখরীজ করেছি।

١٦٩٥. (اتَّخِذُوا الدِّيكَ الأَبْيَضَ، فَإِنَّهُ صَدِيْقِي وَعَدُوٌّ عَدُوِّ اللهِ، وَكُلُّ دَارٍ فِيهَا دِيْكٌ أَبْيَضُ، لا يَقْرَبُهَا الشَّيْطَانُ وَلاَ سَاحِرٌ).

১৬৯৫। তোমরা সাদা মোরগ গ্রহণ কর। কারণ সে আমার বন্ধু আর

আল্লাহর দুশমনের দুশমন। যে বাড়িতেই সাদা মোরগ আছে, শয়তান এবং যাদুকর সে বাড়ির নিকটবর্তী হবে না।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে হাযেমী "আলফাইসাল" গ্রন্থে (২/৪১) শাফাম হতে, তিনি মু'য়াল্লাল ইবনু বুকায়েল হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু মিহসান হতে, তিনি ইব্‌রাহীম ইবনু আবূ আবলাহ্ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন:

এটি গারীব, একমাত্র এ সূত্রেই আমরা এটিকে লিখেছি। আর এর সনদে একাধিক মাজহূল এবং দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: শাফাম এবং মু'য়াল্লালকে আমি চিনি না। মুহাম্মাদ ইবনু মিহসানকে তার দাদার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, তার পিতার নাম হচ্ছে ইসহাক। দারাকুতনী বলেন:

তিনি হাদীস জালকারী।

তার সূত্রেই হাদীসটিকে ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হাইসামী (৫/১১৭) বলেন: এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু মিহসান ওকাশী রয়েছেন যিনি মিথ্যুক।

মানাবী তার উদ্ধৃতিতে এটি উল্লেখ করে তাকে সমর্থন করেছেন। তা সত্ত্বেও সুয়ূতী হাদীসটিকে "আলজামে'" গ্রন্থে উল্লেখ করে কালিমালিপ্ত করেছেন, আর তিনি (মানাবী) "আত্‌তাইসীর" গ্রন্থে চুপ থেকেছেন।

١٦٩٦. (اِتَّقِ اللهَ فِيْمَا تَعْلَمُ).

১৬৯৬। তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর সে ব্যাপারে যা তুমি শিখেছ।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী (৩/৩৮১) ও আব্দু ইবনু হুমায়েদ "আলমুন্ত াখাবু মিনাল মুসনাদ" গ্রন্থে (২/৫৩) সা'ঈদ ইবনু আশওয়া' হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু সালামাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার নিকট হতে বহু হাদীস শুনেছি কিন্তু আমাকে তার শেষেরটি প্রথমটিকে ভুলিয়ে দেয়ার ভয় করছি। অতএব আপনি আমাকে এমন বাক্যে হাদীস বর্ণনা করুন যা হবে ব্যাপক ভিত্তিক। তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ...।

অনুরূপভাবে বাইহাক্বী "আয্‌যুহ্‌দুল কাবীর" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১০৯)

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন:

এ হাদীসটির সনদ মুত্তাসিল নয়। এটি আমার নিকট মুরসাল। ইবনু আশওঅ' ইয়াযীদ ইবনু সালামাকে পাননি।

আমি (আলবানী) বলছি: সা'ঈদ হচ্ছেন ইবনু আম্‌র ইবনু আশওঅ', তিনি নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তিনি ইয়াযীদ ইবনু সালামাহ্ জু'ফীকে পাননি। যেমনটি আমাদেরকে এ ব্যাপারে তিরমিযী উপকৃত করেছেন আর মিয্‌যী তা সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন। অতএব সনদে বিচ্ছিন্নতাই হাদীসটি দুর্বল হওয়ার কারণ। সুয়ূতীও "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে এর দ্বারাই সমস্যা বর্ণনা করেছেন।

١٦٩٧. (اتَّقِ يَا عَلِيُّ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ اللهَ حَقَّهُ، وَإِنَّ اللهَ لَن يَّمْنَعَ ذَا حَقٍّ حَقَّهُ).

১৬৯৭। হে আলী! তুমি অত্যাচারিত ব্যক্তির দু'য়াকে ভয় কর (দু'য়া থেকে বেঁচে থাক)। কারণ সে আল্লাহ্ তা'য়ালাকে তার অধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা অধিকারীকে তার অধিকার থেকে বাধা প্রদান করবেন না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে খাতীব "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (৯/৩০১-৩০২) সালেহ্ ইবনু হাস্‌সান সূত্রে জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি 'আলী ইবনু আবূ তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি সালেহ্ ইবনু হাস্‌সানের কারণে দুর্বল। খাতীব তার জীবনী আলোচনা করে একদল ইমামের উদ্ধৃতিতে তার দুর্বল হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন যেমন ইবনু মা'ঈন, বুখারী, আবূ দাউদ প্রমুখ হতে। আর হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি মাতরূক।

হাদীসটিকে "মিশকাত" গ্রন্থে (৫১৩৪) বাইহাক্বীর "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

١٦٩٨. (اتَّقُوا أَبْوابَ السُّلْطانِ وحَواشِيها، فَإِنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنْ السُّلْطانِ وحَواشِيها أَبْعَدُهُمْ مِنَ اللهِ، وَمَنْ آثَرَ سُلْطاناً عَلَى اللهِ جعَلَ اللهُ الفِتْنَةَ في قَلْبِهِ

ظاهِرَةً باطِنَةً، وأَذْهَبَ عَنْهُ الوَرَعَ وتَرَكَه حَيْرانَ).

১৬৯৮। তোমরা বাদশার দরজা এবং সেগুলোর আশপাশ থেকে বেঁচে থাক। কারণ লোকদের মধ্যে যারা সেগুলোর বেশী নিকটবর্তী হবে তারা আল্লাহর নিকট হতে সর্বাপেক্ষা দূরে হয়ে যাবে। আর যে আল্লাহর উপরে বাদশাকে প্রাধান্য দিবে আল্লাহ তা'য়ালা তার অন্তরে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য ফেতনা দিয়ে দিবেন এবং তার থেকে পরহেযগারিতা উঠিয়ে নিবেন এবং তাকে বিচলিত অবস্থায় ছেড়ে দিবেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/৪২), দাইলামী "আলমুসনাদ" গ্রন্থে (১/১/৪৪) আম্বাসা ইবনু আব্দুর রহমান কুরাশী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবুল আসওয়াদ আসবাহানী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি হাদীসটিকে বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহর জীবনীতে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কোনই মন্তব্য করেননি।

আর আম্বাসা ইবনু আব্দুর রহমান কুরাশী মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। তিনিই হাদীসটির সমস্যা।

হাদীসটিকে "আলফাতহুল কাবীর" গ্রন্থে হাসান ইবনু সুফইয়ান এবং দাইলামীর "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করা হয়েছে। আর "আলগারাইবুল মুলতাকাত মিন মুসনাদিল ফিরদাউস" গ্রন্থে (লেখক) হাদীসটির সমস্যা হিসেবে এ আম্বাসার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

١٦٩٩. (اتَّقُوا الْحَجَرَ الْحَرَامَ فِي الْبُنْيَانِ، فَإِنَّهُ أَسَاسُ الْخَرَابِ).

১৬৯৯। তোমরা গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে হারাম পাথর ব্যবহার করা থেকে বেঁচে থাক। কারণ সেটিই নষ্টের মূল।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/১৫৫, ৩১৩), খাতীব বাগদাদী "(৫/১০৬), দাইলামী (১/১/৪৪), কাযা'ঈ (২/৫৬) ও ইবনু আসাকির (১৬/৩৯৫/১) মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু ইয়াহ্ইয়া হতে, তিনি আওযা'ঈ হতে, তিনি হাস্সান ইবনু আতিয়্যাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু ইয়াহ্ইয়ার কারণে এ সনদটি দুর্বল। তিনি হচ্ছেন সাইরাফী। হাফিয যাহাবী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন: তাকে (মুহাদ্দিসগণ) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বিচ্ছিন্ন। কারণ বর্ণনাকারী এ হাস্‌সান আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে স্বীয় মুনীব নাফে'র মাধ্যমে বর্ণনা করে থাকেন। এ কারণেই ইবনুল জাওযী বলেন:

এ হাদীসটি সহীহ্ নয়। মু'য়াবিয়্যাহ্ দুর্বল। হাস্‌সান আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে শুনেননি।

মানাবী তার থেকে এ কথাগুলো বর্ণনা করে তার সমালোচনা করে বলেছেন: কিন্তু এর কতিপয় সূত্র এবং শাহেদ (সাক্ষীমূলক বর্ণনা) রয়েছে। যারা শাহেদ বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে বাইহাক্বী, দাইলামী, ইবনু আসাকির ও কাযা'ঈ রয়েছেন "আশশিহাব" গ্রন্থে। আর এর ভাষ্যকার বলেছেন: এটি খুবই গারীব (দুর্বল)।

তিনি যে ইঙ্গিত করেছেন এর কতিপয় সূত্র এবং শাহেদ রয়েছে এর কোনই চিহ্ন পাচ্ছি না। সম্ভবত তিনি এর দ্বারা ব্যাপক ভিত্তিক শাহেদকে বুঝিয়েছেন যেগুলো হালাল উপার্জনের আদেশ আর হারাম উপার্জন বর্জনের নির্দেশ সম্বলিত। অথচ এটি লুক্কায়িত নয় যে, সেগুলো আলোচ্য এ বাক্যকে শক্তিশালী করতে কোনই উপকার করবে না। সম্ভবত তিনি এ কারণেই তার "আত্‌তাইসীর" গ্রন্থে তার উপর নির্ভর না করে ইবনুল জাওযী যে বলেছেন: হাদীসটি সহীহ্ নয় তাকে সমর্থন করেছেন।

١٧٠٠. (اتَّقُوا زَلَّةَ الْعَالِمِ , وَانْتَظِرُوا فَيْئَتَهُ).

১৭০০। তোমরা আলেমের পদস্খলন হতে বেঁচে থাক এবং তার ফিরে আসার ব্যাপারে অপেক্ষা কর।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (১/২৭৪), বাইহাক্বী "আসসুনানুল কুবরা" গ্রন্থে (১০/২১১) ও দাইলামী "আলমুসনাদ" গ্রন্থে (১/১/৪৩) কাসীর ইবনু আব্দুল্লাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন: বর্ণনাকারী কাসীরের অধিকাংশ হাদীসের মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি খুবই দুর্বল। হাফিয যাহাবীর

"আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে এসেছে: শাফে'ঈ বলেন: তিনি মিথ্যার স্তম্ভের এক স্ত ম্ভ। ইবনু হিব্বান বলেন: তার দাদার উদ্ধৃতিতে তার পিতা হতে তার একটি বানোয়াট কপি রয়েছে। অন্যরা বলেন: তিনি দুর্বল।

তার সূত্রেই হুলওয়ানীও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যেমনটি "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে এসেছে। আর তার ভাষ্যকার মানাবী বলেছেন: তিনি হাদীসটির ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। তিনি দুর্বল বা অন্য কোন চিহ্ন ব্যবহার করেননি। যিনি বলেছেন যে, তিনি দুর্বলের চিহ্ন ব্যবহার করেছেন তিনি সন্দেহ করে তা বলেছেন। আমি তার হাতের লিখা একটি কপি সম্পর্কে অবগত হয়েছি তাতে তিনি কোন চিহ্ন ব্যবহার করেননি। যদি মেনে নেয়া হয় যে, হাদীসটি বানোয়াট নয় তবুও বর্ণনাকারী কাসীরের অবস্থা সম্পর্কে জেনেছেন। যাইন ইরাকী বলেন: হাদীসটিকে ইবনু আদী আম্র ইবনু আউফ এর হাদীস হতে বর্ণনা করে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। লেখকের হাদীসটিকে ইবনু আদীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করে তিনি যে কথার দ্বারা হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন তা উল্লেখ না করে চুপ থাকা সন্তে াষজনক নয়। সম্ভবত তিনি বর্ণনাকারী কাসীরের বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: মানাবীও "আত্তাইসীর" গ্রন্থে চুপ থেকেছেন। অতএব তার ব্যাপারেও কি এমন কথা বলা যাবে না যেরূপ কথা তিনি সুয়ূতী সম্পর্কে বলেছেন?

সম্ভবত মূল হাদীসটি মওকূফ। বর্ণনাকারী কাসীর ইচ্ছাকৃত অথবা ভুল করে এটিকে মারফূ' বানিয়ে ফেলেছেন। আমি হাদীসটির প্রথম অংশকে মু'য়ায ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথা হিসেবে দেখেছি।

١٧٠١. (أَتَتْكُمُ الأَزْدُ أَحْسَنُ النَّاسِ وُجُوْهًا، وَأَعْذَبُهُ أَفْوَاهًا وَأَصْدَقُهُ لِقَاءً).

১৭০১। তোমাদের নিকট আয্দ আগমন করেছে যারা লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর চেহারার অধিকারী, সর্বাপেক্ষা মিষ্টি মুখের (ভাষার) অধিকারী এবং যারা মিলিত হওয়ার সময় সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু মান্দা "আলমা'রিফা" গ্রন্থে (২/২৬/২) ত্বারানী হতে, আর এটি "আওসাত" গ্রন্থে (নং ২৯৬৪) তার সনদে সুলাইমান শাযকূনী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু হুমরান হতে, তিনি আবূ ইমরান মুহাম্মাদ ইবনু

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্দুর রহমান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যার রসূল (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছিল। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) সমাগত একটি দলের দিকে তাকিয়ে বলেন: ...।

ত্ববারানী বলেন: শাযকূনী হাদীসটি এ সনদে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি একেবারে দুর্বল। সুলাইমান হচ্ছেন ইবনু দাঊদ শাযকূনী। হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা অল মাতরূকীন" গ্রন্থে বলেন: ইবনু মা'ঈন বলেন: তিনি মিথ্যা বলতেন। ইমাম বুখারী বলেন: তার মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। আবূ হাতিম বলেন: তিনি মাতরূক।

আর আবূ ইমরান ও তার পিতা তাদের উভয়কে চেনা যায় না। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আলইসাবাহ্" গ্রন্থে আব্দুল্লাহর পিতা আব্দুর রহমানের জীবনীতে বলেছেন।

হাইসামী হাদীসটিকে (১০/৪৬) ত্ববারানীর "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতেও উল্লেখ করে বলেছেন: ... শাযকূনী দুর্বল।

১৭০٢. (أَتَحْسَبُوْنَ الشِّدَّةَ فِيْ حَمْلِ الْحِجَارَةِ؟ إِنَّمَا الشِّدَّةُ أَنْ يَمْتَلِىءَ أَحَدُكُمْ غَيْظاً ثُمَّ يَغْلِبَهُ).

১৭০২। তোমরা পাথর বহন করতে কষ্ট অনুভব করছ? তোমাদের কেউ পূর্ণরূপে রাগান্বিত হয়ে তার উপর বিজয় লাভ করাই তো প্রকৃত কঠিন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক "আয্যুহ্দ" গ্রন্থে (৭৪০), ইবনু ওয়াহাব "আলজামে'" গ্রন্থে (পৃ ৬৫) ও আবূ ওবায়েদ (১/৪) সহীহ্ সনদে আমের ইবনু সা'দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) কতিপয় লোককে অতিক্রম করছিলেন যারা বড় ধরনের পাথর উঠানোর চেষ্টা করছিল। তখন তিনি বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটির সনদ মুরসাল হওয়ার কারণে দুর্বল।

١٧٠٣. (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى وُضُوءٍ، فَأَكَلَ طَعَامًا فلا يَتَوَضَّأُ، إلا أَنْ يَكُونَ لَبَنَ الإِبِلِ إِذَا شَرِبْتُمُوهُ فَتَمَضْمِضُوا بِالْمَاءِ).

১৭০৩। তোমাদের কেউ যদি অযূ অবস্থায় থাকে অতঃপর যদি খাদ্য খায় তাহলে সে আর অযূ করবে না। তবে যদি উটের দুধ হয় আর তা তোমরা পান কর তাহলে পানি দ্বারা কুলি করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/১২২) ও ত্ববারানী (৭৬৪৬) সুলাইমান ইবনু আব্দুর রহমান হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু সিওয়ার হিলালী হতে, তিনি হুসাইন ইবনুল আসওয়াদ হিলালী হতে, তিনি আবূ উমামাহ্ সাদী ইবনু আজলান বাহেলী হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর সহাবীদেরকে বলতেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আব্দুর রহমান ও হুসাইন দু'হিলালীর জীবনী আমি পাচ্ছি না।

আর সুলাইমান ইবনু আব্দুর রহমান হচ্ছেন দেমাস্কী যেমনটি "আস্সাগীর (৭৪১) ও "আলআওসাত" গ্রন্থে (৫৯, ৬৪, ৬৯) অন্যান্য হাদীসের মধ্যে এসেছে। তিনি হচ্ছেন শুরাহ্বীলের মেয়ের ছেলে। তিনি সত্যবাদী তবে ভুলকারী। তাকে হাইসামী চিনেননি। তিনি "আলমাজমা'" গ্রন্থে (১/২৫২) বলেন:

হাদীসটিকে ত্ববারানী "আলকাবীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। কেউ তার বর্ণনাকারীদের কারো জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছেন এরূপ দেখছি না!

١٧٠٤. (مَا مِنْ أَحَدٍ يَلْبَسُ ثَوْبًا لِيُبَاهِيَ بِهِ، فَيَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهِ، لَمْ يَنْظُرِ اللّـــهُ إِلَيْهِ حَتَّى يَنْزِعَهُ مَتَى مَا نَزَعَهُ).

১৭০৪। যে ব্যক্তি এমন কাপড় পরিধান করবে যার দ্বারা সে অহঙ্কার বশত তার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চাই আল্লাহ্ তা'য়ালা তার দিকে তাকাবেন না যে পর্যন্ত সে সেই কাপড়কে খুলে না ফেলবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/১২৫) অনুরূপভাবে ত্ববারানী "আলকাবীর" গ্রন্থে (২৩/২৮৩/৬১৮) আব্দুল খালেক ইবনু যায়েদ ইবনু অকেদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল মালেক ইবনু মারওয়ান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল দু'টি কারণে:

১। আব্দুল মালেক ইবনু মারওয়ান হচ্ছেন উমাবী খালীফা। হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন: কিভাবে তার মধ্যে ইনসাফ থাকবে যে রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং যে বহু কর্মের হোতা?

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন:

তিনি খেলাফাতের পূর্বে ছাত্র ছিলেন। অতঃপর খেলাফাতের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। অতঃপর তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তেরো বছর স্বাধীনভাবে বাদশা ছিলেন। তিনি নয় বছর আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে বিবাদ করে বাদশাহীকে আঁকড়ে ছিলেন।

২। আর আব্দুল খালেক ইবনু যায়েদ সম্পর্কে ইমাম নাসাঈ বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম বুখারী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে ত্বাবারানীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী বলেছেন: এটিকে মুনযেরী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। হাইসামী বলেন: এর মধ্যে আব্দুল খালেক ইবনু যায়েদ ইবনু অকেদ রয়েছেন যিনি দুর্বল।

১৭০৫. (خَلِّلُوْا لُحَاكُمْ وَأَظْفَارَكُمْ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مَا بَيْنَ اللَّحْمِ وَالظُّفْرِ).

১৭০৫। তোমরা তোমাদের দাড়ি এবং নখগুলো খেলাল কর। কারণ গোশ্ত এবং নখের মাঝে শয়তান চলাফেরা করে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আবুল আব্বাস আলআসাম "জুযউম মিন হাদীসিহি" গ্রন্থে (১/১৮৮ মাজমূ' ২৪), তার থেকে ইবনু আসাকির (১৫/২৩২/১) ও তাম্মাম রাযী (৮/১২২/১) 'ঈসা ইবনু আব্দুল্লাহ্ সূত্রে উসমান ইবনু আব্দুর রহমান হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই খাতীব বাগদাদী "আলজামে'" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যেমনটি "আলমুনতাকা মিনহু" গ্রন্থে (২/১৯) এসেছে।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে উসমান ইবনু আব্দুর রহমান, তিনি হচ্ছেন যুহ্রী অকাসী। ইবনু আসাকির (১২/২৩৯/১) সালেহ্ ইবনু মুহাম্মাদ হাফিয হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: তিনি হাদীস জাল করতেন।

ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করতেন।

আর বর্ণনাকারী 'ঈসা ইবনু আব্দুল্লাহ্! আমি আলবানীর নিকট এখন পর্যন্ত তার অবস্থা স্পষ্ট হয়নি যে, তিনি কে?

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে খাতীব বাগদাদী এবং ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। আর মানাবী সাদা স্থান রেখে দিয়ে হাদীসটি সম্পর্কে কোন মন্তব্যই করেননি!!

١٧٠٦. (خُلُقانِ يُحِبُّهُما الله، وخُلُقانِ يُبْغِضُهُما الله، فأمَّا اللَّذانِ يُحِبُّهُما الله فالسَّخاءُ والسَّماحَةُ، وأمَّا اللَّذانِ يُبْغِضُهُما الله فَسُوءُ الخُلُقِ والبُخْلُ، وإذا أرادَ الله بِعَبْدٍ خَيْراً اسْتَعْمَلَهُ على قَضاءِ حوائِجِ النَّاسِ).

১৭০৬। দু'টি চরিত্রকে আল্লাহ্ তা'য়ালা ভালোবাসেন আর দু'টি চরিত্রকে আল্লাহ্ তা'য়ালা অপছন্দ করেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা যে দু'টিকে ভালোবাসেন সে দু'টি হচ্ছে বদান্যতা (দানশীলতা) ও ক্ষমা প্রদর্শন। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা যে দু'টিকে অপছন্দ করেন সে দু'টি হচ্ছে মন্দ চরিত্র এবং কৃপণতা। আর আল্লাহ্ যখন কোন বান্দার দ্বারা কল্যাণকর কিছু করার ইচ্ছা করেন তখন তাকে লোকেদের প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বাইহাক্বীর "আশ্শু'য়াব" গ্রন্থের বর্ণনা থেকে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী তার তাখরীজের মধ্যে বৃদ্ধি করে বলেছেন: হাদীসটিকে আবূ নু'য়াইম, দাইলামী, আসবাহানী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি এর সনদ সম্পর্কে কোনই মন্তব্য করেননি।

আমি (আলবানী) হাদীসটি সম্পর্কে কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ বারযালীর তাখরীজ গ্রন্থ "জুযউ আহাদীসিন আন শুয়ূখিল ইজাযাহ্" গ্রন্থে (১/১৫২) অবগত হয়েছি। তিনি হাদীসটিকে মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস কুদাইমী সূত্রে আবূ আসেম কিলাবী হতে, তিনি তার দাদা ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু অযে' হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়াহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর হাদীসটিকে আমি "আলমুনতাকা মিন হাদীসি আবী বাক্র ইবনু সুলাইমান আলফাকীহ্" গ্রন্থে (২/১০১) এ সূত্রেই পেয়েছি। তবে তিনি আবূ

আসেমের স্থলে আম্‌র ইবনু আসেম উল্লেখ করেন। অতঃপর আমি হাদীসটিকে "হাদীসুল কুদাইমী" গ্রন্থে (১/৩২) আবূ নু'য়াইমের বর্ণনায় আবূ বাক্‌র ফাকীহির বর্ণনার মত করে পেয়েছি, আর এটিই সঠিক। কারণ আম্‌র ইবনু আসেমই হচ্ছেন কিলাবী আর তার দাদা হচ্ছেন ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু অযে' আর তার দাদা হচ্ছেন মাজহূল (অপরিচিত)।

আর কুদাইমী হচ্ছে প্রসিদ্ধ জালকারী।

অতঃপর আমি (আলবানী) হাদীসটিকে দেখেছি বাইহাক্বীর "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে (২/২৪৯/২), আসবাহানীর "আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব" গ্রন্থে (১/১১৪) ও দাইলামীর নিকট আবূ নু'য়াইমের সূত্রে (২/১৩৫) এ সূত্রেই।

١٧٠٧. (خَلِيْلِيْ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ أُوَيْسُ الْقَرْنِيُّ).

১৭০৭। এ উম্মাতের মধ্য থেকে আমার বন্ধু হচ্ছেন উওয়াইস আলকারনী।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে ইবনু সা'দ "আত্‌ত্ববাকাত" গ্রন্থে (৬/১১৩) বর্ণনা করেছেন, তার থেকে ইবনু আসাকির (৩/১০৭/২) সালাম ইবনু মিসকীন হতে, তিনি বলেন: আমাকে এক ব্যক্তি বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। তিনি বলেন: ... মারফূ' হিসেবে।

আমি (আলবানী) বলছি: এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু সনদটি মুরসাল। কারণ সালাম ইবনু মিসকীন একজন তাবে' তাবে'ঈ। আর তিনি যে ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন তার সর্বোত্তম অবস্থা হচ্ছে এই যে, তিনি একজন তাবে'ঈ। সে ব্যক্তির সহাবী হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। অতএব হাদীসটি মুরসাল।

এর পরেও আমার (আমি আলবানীর) নিকট হাদীসটি মুনকার। কারণ রসূল (ﷺ) প্রসিদ্ধ সহীহ্ হাদীসের মধ্যে বলেছেন:

" ... তোমাদের মধ্যে আমার কোন বন্ধু হবে এ থেকে আমি আল্লাহর নিকট মুক্ত। অবশ্যই আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন যেরূপ তিনি ইব্‌রাহীমকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আমি যদি আমার উম্মাতের মধ্যে হতে কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবূ বাক্‌রকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম।

١٧٠٨. (خَمْسٌ تُفْطِرُ الصَّائِمَ وَتَنْقُضُ الْوُضُوْءَ: الْكَذِبُ وَالْغِيْبَةُ وَالنَّمِيْمَةُ وَالنَّظْرُ بِالشَّهْوَةِ وَالْيَمِيْنُ الْفَاجِرَةُ).

১৭০৮। পাঁচটি বস্তু সওমপালনকারীর সওম এবং অযূ ভেঙ্গে দেয়: মিথ্যা বলা, গীবাত করা, চোগলখোরী করা, কামভাব সহকারে দৃষ্টি দেয়া এবং মিথ্যা কসম (শপথ) করা।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আবুল কাসেম খারকী "আশ্রু মাজালিস মিনাল আমালী" গ্রন্থে (২/২২৪) উসমান ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি বাকিয়্যাহ্ ইবনুল অলীদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জাজ হতে, তিনি জাবান হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী "আলমাওযূ'য়াত" গ্রন্থে এ সূত্রেই উল্লেখ করে বলেছেন: হাদীসটি বানোয়াট।

সুয়ূতী "আললাআলী" গ্রন্থে (২/১০৬) তা সমর্থন করেছেন এবং ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ্" গ্রন্থে (১/২৭২) আরো বলেছেন:

আবুল ফাত্হ "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জাজ হিমসীর জীবনীতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তার দ্বারাই হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করে বলেছেন: তার হাদীস লিখা যায় না। ইবনু আবী হাতিম "আলইলাল" গ্রন্থে (১/২৫৮-২৫৯) বলেন: আমি আমার পিতাকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেন: এটি মিথ্যা হাদীস। আর শাইখ ইমাম তাকিউদ্দীন সুবকী "শারহুল মিনহাজ" গ্রন্থে হাদীসটিকে শুধুমাত্র দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: শুধুমাত্র দুর্বল আখ্যা দেয়া ত্রুটিযুক্ত মন্তব্য। বিশেষ করে সমালোচনাকারী ইমামগণের কোন ইমামের সিদ্ধান্ত বিরোধী হওয়ার কারণে। আর তিনি হচ্ছেন আবূ হাতিম। উল্লেখ্য যে, ইবনুল জাওযী তার অনুসরণ করেছেন এবং পরিচিত শিথিলতা প্রদর্শনকারী হওয়া সত্ত্বেও সুয়ূতীও তার অনুসরণ করেছেন। এরপরেও তিনি হাদীসটিকে আযদীর "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থের বর্ণনা হতে "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

١٧٠٩. (بَرِيءَ مِنَ الشُّحِّ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ، وَقَرَى الضَّيْفَ، وَأَعْطَى فِيْ النَّائِبَةِ).

১৭০৯। যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করবে, মেহমানদারী করবে এবং বিপদে দান করবে সে কৃপণতা থেকে মুক্ত।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ত্বাবারানী "(১/২০৫/২) উমার ইবনু আলী মাকদামী সূত্রে

মাজমা' ইবনু ইয়াহ্ইয়া ইবনু জারিয়্যাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আমার চাচা খালেদ ইবনু যায়েদ আনসারীকে বলতে শুনেছি: ...তিনি হাদীসটি মারফূ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ খালেদ ইবনু যায়েদ হচ্ছেন ইবনু হারিসা আনসারী যার রসূল (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাতের বিষয়টি সাব্যস্ত হয়নি। হাফিয ইবনু হাজার আবূ ই'য়'লা এবং ত্ববারানীর উদ্ধৃতি দেয়ার পর "আলইসাবাহ্" গ্রন্থে (১/৪০৫) বলেন: এর সনদটি হাসান। কিন্তু ইমাম বুখারী ও ইবনু হিব্বান তাকে তাবে'ঈ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

মানাবী তাকে উল্লেখ করেছেন এবং তা স্বীকার করে আর কিছুই বলেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: যদি তার নিকট এবং আবূ ই'য়ালার নিকট হাদীসটির সূত্রের কেন্দ্রবিন্দু হয় উমার ইবনু আলী মাকদামী যিনি ত্ববারানীর সূত্রেই রয়েছেন, তাহলে মুরসাল হওয়া ছাড়াও এর দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে এ মাকদামী কর্তৃক তাদলীস সংঘটিত হওয়া। কারণ হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি কঠিন তাদলীস করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এর দ্বারা তাদলীসুস সুকূতকে (চুপ থাকা তাদলীসকে) বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেন কেউ বলল: আমাদেরকে হাদীসটি বর্ণনা করে শুনিয়েছে অথবা বলল: আমি শুনেছি, অতঃপর (কিছুক্ষণ) চুপ থাকল, এরপরে বলল: হিশাম ইবনু উরওয়াহ্ অথবা আ'মাশ। যা এ সন্দেহ সৃষ্টি করে যে, সে তাদের দু'জন থেকে শুনেছে অথচ আসলে তা নয়। (৯২১) নম্বর হাদীস দেখুন।

অতঃপর আমি পেয়েছি এটিকে ইবনু হিব্বান "কিতাবুস সিকাত" গ্রন্থে (৪/২০২) আবূ ই'য়ালা সূত্রে তার সনদে আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক হতে, তিনি মাজমা' ইবনু ইয়াহ্ইয়া হতে বর্ণনা করেছেন আর বলেছেন: এটি মুরসাল।

হাদীসটিকে আবূ উসমান আননুযাইরামী "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/২৬) সুলাইমান ইবনু শুরাহ্বীল হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু আইয়্যাশ হতে, তিনি আম্মারাহ্ ইবনু গাযয়্যাহ্ আনসারী হতে, তিনি তার চাচা উমার ইবনু হারেস হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন শেষের "**এবং বিপদে দান করবে**" এ অংশ ছাড়া।

এ সূত্রে সা'লাবীও তার "তাফসীর" গ্রন্থে (৩/১৮১/১-২) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি গারীব। আম্মারা ইবনু গাযিয়্যার চাচা উমার ইবনু হারেসের জীবনী পাচ্ছি না এবং তারা আম্মারার জীবনীতে উল্লেখ করেননি যে, তিনি তার চাচা হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা গাযিয়্যাহ্ ইবনুল হারেস হতে বর্ণনা করেছেন।

আর ইসমা'ঈল ইবনু আইয়্যাশ মাদানীদের থেকে তার বর্ণনায় তিনি দুর্বল। আর এ বর্ণনাটি তাদের থেকেই।

আর এ স্তরের বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিকে পাচ্ছি না যার নাম সুলাইমান ইবনু শুরাহ্বীল অথবা শুরাহীল।

অতঃপর আমি হাদীসটিকে হান্নাদের "আয্যুহ্দ" গ্রন্থে (১০৬০) অন্য একটি সূত্রে মাজমা' ইবনু ইয়াহ্ইয়া হতে দেখেছি। কিন্তু এ সূত্রে হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে শুধুমাত্র মুরসাল হওয়া। আল্লাহই বেশী জানেন।

١٧١٠. (خَمْسٌ مِنَ العِبادَةِ: قِلَّةُ الطُّعَامِ عِبَادَةٌ، وَالقُعُودُ فِي الْمَسَاجِدِ عِبَادَةٌ، وَالنَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ عِبَادَةٌ، والنَّظَرُ فِي وَجْهِ الْعالِمِ عِبَادَةٌ، وأظنه قال: والنَّظَرُ فِي وَجْهِ الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ).

১৭১০। পাঁচটি বস্তু ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত: কম খাদ্য গ্রহণ করা ইবাদাত, মাসজিদে বসা ইবাদাত, পাঠ করা ছাড়াই কুরআনে দৃষ্টি দেয়া ইবাদাত, আলেমের চেহারায় দৃষ্টি দেয়া ইবাদাত (আমার ধারণা তিনি বলেন:) এবং পিতা-মাতার চেহারায় দৃষ্টি দেয়া ইবাদাত।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে আফীফুদ্দীন আবুল মা'য়ালী "ফায্লুল ইলমি" গ্রন্থে (১/১১৫) সুলাইমান ইবনুর রাবী' নাহ্দী হতে, তিনি হুম্মাম ইবনু মুসলিম হতে, তিনি ইবনু জুরায়েয হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। সুলাইমান ইবনু রাবী'কে দারাকুতনী ত্যাগ করেছেন। আর তার শাইখ হুম্মাম ইবনু মুসলিম তার মতই।

١٧١١. (ائْتَدِمُوا وَلَوْ بِالْمَاءِ).

১৭১১। তোমরা পানি দ্বারা হলেও তরকারী গ্রহণ কর।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১৬২), ত্ববারানী "জুযউম মিন হাদীস" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/২৭) ও খাতীব "আত্তারীখ" গ্রন্থে (৭/৪৩০) গুযাইল ইবনু সিনান মূসেলী সূত্রে আফীফ ইবনু সালেম হতে, তিনি সুফইয়ান হতে, তিনি লাইস হতে, তিনি ত্বাউস হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে লাইস যিনি হচ্ছেন ইবনু আবী সুলাইম। তিনি দুর্বল তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটার কারণে।

আর বর্ণনাকারী আফীফ ইবনু সালেম সত্যবাদী যেমনটি "আলমীযান" এবং "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

আর গুযাইল ইবনু সিনান মূসেলীকে আমি চিনি না। সম্ভবত তিনি সেই ব্যক্তি যাকে "আলজারহু অত্তা'দীল" গ্রন্থে (২/৩/৫৯) গুযায়ের (অন্য কপিতে গুসায়েন) ইবনু সিনান যব্বী হিসেবে উল্লেখ করেছেন ...।

হাদীসটিকে সুয়ূতী ত্ববারানীর "আলআওসাত" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন আর মানাবী বলেছেন: অনুরূপভাবে আবূ নু'য়াইম ও খাতীব বর্ণনা করেছেন।

হাইসামী বলেন: এর সনদে গুযায়েল ইবনু সিনান রয়েছেন তাকে আমি চিনি না। অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। ইবনুল জাওযী বলেন: হাদীসটি সহীহ্ নয়। এর সনদে একজন মাজহূল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী রয়েছেন আর আরেকজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন।

হাইসামীর "আলমাজমা'" গ্রন্থের (৫/৩৫) কিতাবুল আতইমা হতে মানাবী উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন: "অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য"। কিন্তু লাইসের বিষয়টি তিনি ভুলে গেছেন, অথচ লাইস পরিচিত দুর্বল বর্ণনাকারী।

١٧١٢. (أَتَدْرِيْنَ مَا خُرَافَةُ؟ كَانَ رَجُلاً مِنْ بَنِيْ عُذْرَةَ، أَسَرَتْهُ الْجِنُّ، فَمَكَثَ فِيْهِمْ دَهْرًا ثُمَّ رَدُّوْهُ إِلَى الإِنْسِ، فَكَانَ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَا رَأَى فِيْهِمْ مِنَ الْأَعَاجِيْبِ، فَقَالَ النَّاسُ: حَدِيْثُ خُرَافَةَ).

১৭১২। তুমি কি জান খুরাফা কী? সে বানূ উযরার এক ব্যক্তি ছিল, যাকে জিনরা গ্রেফতার করেছিল। সে তাদের মধ্যে এক যুগ অবস্থান

করেছিল। অতঃপর তাকে মানুষের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়। সে লোকদেরকে তাদের মধ্যে যেসব আজব আজব বস্তু দেখেছিল তা বর্ণনা করত। লোকজন বলল: খুরাফার কথা।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী "আশশামাইল" গ্রন্থে (২/৫৮-৫৯), আহমাদ (৬/১৫৭) ও আলমুখাল্লেস "আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত" গ্রন্থে (৯/২৩৪/২) মুজালিদ ইবনু সা‘ঈদ হতে, তিনি ‘আমের হতে, তিনি মাসরূক হতে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

এক রাতে রসূল (ﷺ) তাঁর স্ত্রীদের নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করলেন তখন তাদের মধ্য থেকে একজন বলল: হে আল্লাহর রসূল! এটি খুরাফার হাদীস, তিনি বললেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। মুজালিদ ইবনু সা‘ঈদ ছাড়া এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। কারণ তিনি শক্তিশালী নন যেমনটি "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

আপনি হাদীসটির দুর্বল হওয়ার বিষয়টি অবগত হওয়ার পর "আলমাকাসিদুল হাসানাহ্" গ্রন্থে সাখাবী কর্তৃক যা উল্লেখ করা হয়েছে তার কোন যৌক্তিকতা নেই।

١٧١٣. (أَتَدْرِيْنَ مَا حَدِيْثُ خُرَافَةَ ؟ إِنَّ خُرَافَةَ كَانَ رَجُلاً مِنْ بَنِيْ عُـذْرَةَ فَأَصَابَتْهُ الْجِنُّ، فَكَانَ فِيْهِمْ حِيْنًا، فَرَجَعَ إِلَى الإِنْسِ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ بِأَشْيَاءَ تَكُوْنُ فِي الْجِنِّ، وَبِأَعَاجِيْبَ لاَ تَكُوْنُ فِي الإِنْسِ، فَحَدَّثَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْجِنِّ كَانَتْ لَهُ أُمٌّ، فَأَمَرَتْهُ أَن يَّتَزَوَّجَ، فَقَالَ: إِنِّيْ أَخْشَى أَن يَّدْخُلَ عَلَيْكِ مِنْ ذَلِكَ مَشَقَّةٌ، أَوْبَعْضُ مَا تَكْرَهِيْنَ، فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى زَوَّجَتْهُ، فَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً لَهَا أُمٌّ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِاِمْرَأَتِـهِ وَلِأُمِّهِ، لَيْلَةً عِنْدَ هَذِهِ، وَلَيْلَةً عِنْدَ هَذِهِ، قَالَ: وَكَانَتْ لَيْلَةُ امْرَأَتِهِ، فَكَانَ عِنْـدَهَا، وَأُمُّهُ وَحْدَهَا، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا مُسْلِمٌ، فَرَدَّتِ السَّلاَمَ ثُمَّ قَالَ: هَلْ مِنْ مَبِيْتٍ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ مِنْ عَشَاءٍ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ مِنْ مُحَدِّثٍ يُحَدِّثُنَا ؟ قَالَـتْ: نَعَمْ، أَرْسِلْ إِلَى اِبْنِيْ يُحَدِّثُكُمْ، قَالَ: فَمَا هَذِهِ الْخَشَفَةُ الَّتِيْ نَسْمَعُهَا فِـيْ دَارِكِ ؟ قَالَتْ: هَذِهِ إِبِلٌ وَغَنَمٌ ...).

১৭১৩। তুমি কি জান খুরাফার হাদীস কি? খুরাফা বানূ উযরার এক

ব্যক্তি ছিল যাকে জিনে ধরেছিল। সে তাদের (জিনদের) মাঝে কিছু সময় ছিল। অতঃপর সে মানুষের মাঝে ফিরে আসে। সে জিনদের মাঝে ঘটা বহু কিছু এবং আজব আজব ঘটনা যেগুলো মানুষের মধ্যে ঘটে না তাদেরকে বর্ণনা করে শুনানো শুরু করে। সে বর্ণনা করে যে, এক জিনের মা ছিল যে তাকে (পুত্র জিনকে) বিয়ে করার নির্দেশ প্রদান করেছিল। তখন সে বলেছিল: আমি আশংকা করছি যে, এতে আপনার উপর কষ্ট আসবে অথবা এমন কিছু আসবে যা আপনি অপছন্দ করেন। কিন্তু শেষমেষ মা তাকে বিয়ে করিয়েই দেয়। ফলে সে এমন এক মেয়েকে বিয়ে করে যার মা ছিল। অতঃপর সে জিন (রাতকে) স্ত্রীর এবং নিজ মায়ের মাঝে ভাগ করে ফেলেছিল। একরাত তার স্ত্রীর নিকট আর একরাত তার মায়ের নিকট থাকত। সে বলল: একরাত তার স্ত্রীর ছিল ফলে সে তার নিকটেই ছিল, আর তার মা ছিল একাকী। এমতাবস্থায় তাকে (মাকে) সালাম প্রদানকারী ব্যক্তি সালাম প্রদান করলে সে সালামের উত্তর দিল। এরপর সালাম প্রদানকারী ব্যক্তি বলল: রাতে থাকা যাবে? মহিলা (মা) বলল: হাঁ। সে ব্যক্তি বলল: রাতের খাবার আছে? সে বলল: হাঁ। সে আবার বলল: কোন মুহাদ্দিস আছে কি যে, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করে শুনাবে? সে মহিলা বলল: হাঁ। আমার ছেলের নিকট পাঠাচ্ছি যে তোমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করে শুনাবে। সে ব্যক্তি বলল: তোমার ঘরে এটা কিসের শব্দ শুনছি? সে বলল: এগুলো উট এবং ছাগল ...।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া "যাম্মুল বাগী" গ্রন্থে (৩৪/১-২) উসমান ইবনু মু'য়াবিয়্যাহ্ হতে, তিনি সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি একেবারে দুর্বল। উসমান ইবনু মুয়াবিয়্যাহ্ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি এমন এক শাইখ যে বানোয়াট এমন সব কিছু বর্ণনা করেন যেগুলো সাবেত কখনও বর্ণনা করেননি। তার বর্ণনা শুধুমাত্র ত্রুটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য ছাড়া লিখা যাবে না।

অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার তার সমালোচনা করে বলেছেন:

এ হাদীসটিকে ইবনু হিব্বান হাদীস হিসেবে অস্বীকার করেছেন। অথচ হাদীসটিকে ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে আলী ইবনু আবূ সারার জীবনীতে তার বর্ণনায় সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তিনি উসমান ইবনু মুয়াবিয়্যার মুতাবা'য়াত করেছেন। আর এ 'আলী ইবনু আবূ সারাহ্ দুর্বল। নাসাঈ তার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ মুতাবা'য়াত কোন উপকারে আসবে না। কারণ ইবনু সারাহকে ইমাম বুখারী খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন তার এ কথার দ্বারা যে, তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। যেমনটি ইবনু আদী তার উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি। এরপর তিনি বলেন (২/২৮৭):

সেগুলোর কোনটিই নিরাপদ নয়। সেগুলো ছাড়াও সাবেত হতে তার আরো মুনকার হাদীস রয়েছে।

١٧١٤. (اِبْنُ آدَمَ! أَطِعْ رَبَّكَ تُسَمَّى عَالِمًا وَلاَ تَعْصِهِ فَتُسَمَّى جَاهِلاً).

১৭১৪। হে আদম সন্তান! তোমার প্রতিপালকের আনুগত্য কর তোমার নামকরণ করা হবে আলেম। আর তুমি তার নাফারমানী করো না, কারণ এর ফলে তোমার নামকরণ করা হবে জাহেল (অজ্ঞ)।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৬/৩৪৫) ও খাতীব বাগদাদী "আলফাওয়াইদুস সিহ্সাহ্ অলগারাইব" গ্রন্থে (খণ্ড ২, নং ১০) 'আলী ইবনু যিয়াদ মাতূঈ সূত্রে আব্দুল আযীয ইবনু আবী রাজা হতে, তিনি মালেক হতে, তিনি সুহায়েল হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেন। তারা বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

তবে আবূ নু'য়াইমের নিকট 'আদম সন্তান' কথাটি নেই, আর তিনি "আলেমান" শব্দের স্থলে "আকেলান" উল্লেখ করেছেন। আর তিনি ও খাতীব বলেছেন: মালেক ইবনু আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীস হতে হাদীসটি খুবই গারীব। তার থেকে এটিকে আব্দুল আযীয ইবনু আবী রাজা এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন: দারাকুতনী বলেন: তিনি মাতরূক। আর তার একটি গ্রন্থ রয়েছে যার সবই

বানোয়াট।

অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন: এটি মালেকের উদ্ধৃতিতে বাতিল। আর হাফিয ইবনু হাজার তা স্বীকার করেছেন।

١٧١٥. (ابْكِيْنَ، وَإِيَّاكُنَّ وَنَعِيْقَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ مَهْمَا يَكُنْ مِنَ الْقَلْبِ وَ الْعَيْنِ فَمِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالرَّحْمَةِ وَ مَهْمَا يَكُنْ مِنَ الْيَدِ وَاللِّسَانِ فَمِنَ الشَّيْطَانِ).

১৭১৫। তোমরা কাঁদো, আর নিজেদেরকে শয়তানের চিৎকার (মৃতের জন্য বিলাপ করা) থেকে রক্ষা কর। কারণ যখনই চোখ এবং হৃদয় থেকে কিছু ঘটবে তখন তা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং দয়া হতে। আর যা কিছু ঘটে হাত এবং যবান দ্বারা তা হয় শয়তানের পক্ষ থেকে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ (১/২৩৭, ৩৩৫) ও ইবনু সা'দ "আত্ত্বাকাত" গ্রন্থে (৮/২৪) 'আলী ইবনু যায়েদ হতে, তিনি ইউসুফ ইবনু মিহরান হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

"যখন নাবী (ﷺ)-এর মেয়ে রুকাইয়্যাহ্ মারা যায় তখন রসূল (ﷺ) বলেন: তুমি আমাদের অগ্রবর্তী উসমান ইবনু মাযউনের সাথে মিলিত হও। এ সময় রুকাইয়্যার জন্য মহিলারা কান্না শুরু করে দিল। অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এসে তার লাঠি দ্বারা তাদেরকে মারা শুরু করলেন। তখন রসূল (ﷺ) তার হাতকে ধরে ফেলে বললেন: হে উমার! তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা কান্না করুক। অতঃপর বললেন: ...।

অতঃপর ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) নাবী (ﷺ) এর পার্শ্বে কবরের ধারে বসে ক্রন্দন করা শুরু করল আর রসূল (ﷺ) তাঁর কাপড়ের ধার দ্বারা তার চোখের পানি মুছা শুরু করলেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ 'আলী ইবনু যায়েদ হচ্ছেন ইবনু জাদ'য়ান, তিনি দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার দৃঢ়তার সাথে বলেছেন: তিনি দুর্বল।

١٧١٦. (ابْنُ أُخْتِكُمْ مِنْكُمْ، وَحَلِيفُكُمْ مِنْكُمْ، وَمَوْلَاكُمْ مِنْكُمْ، إِنَّ قُرَيْشًا أَهْلُ صِدْقٍ وَأَمَانَةٍ، فَمَنْ بَغَى لَهَا الْعَوَاثِرَ، أَكَبَّهُ اللّٰهُ فِي النَّارِ لِوَجْهِهِ).

১৭১৬। তোমাদের বোনের ছেলে তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তোমাদের

সন্ধিভুক্ত ব্যক্তি তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তোমাদের দাস তোমাদেরই অন্ত র্ভুক্ত। কুরাইশরা হচ্ছে সত্যবাদী এবং আমানতদার। অতএব যে তাদের জন্য বিপদের ফাঁদ অনুসন্ধান করবে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে তার মুখের ভরে আগুনে নিক্ষেপ করবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম বুখারী "আলআদাবুল মুফরাদ" গ্রন্থে (৭৫), সারিউ ইবনু ইয়াহ্ইয়া "হাদীসুস সাওরী" গ্রন্থে (২/২০০), ইবনু আবী 'আসেম "আস সুন্নাহ্" গ্রন্থে (২/১৪৭), হাকিম (৪/৭৩), আহমাদ (৪/৩৪০), শাফে'ঈ দ্বিতীয় অংশ তার থেকে (১৮৪৫) ইসমা'ঈল ইবনু ওবায়েদ ইবনু রিফা'য়াহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরাইশদেরকে একত্রিত করে বললেন: তোমাদের মধ্যে তোমরা ছাড়া অন্য কেউ আছে কি? তারা বলল: না। তবে আমাদের বোনের ছেলে, আমাদের সাথে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধদের ছেলে এবং আমাদের দাসরা রয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন: ...।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ্ এবং হাফিয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অথচ তিনি (যাহাবী) বর্ণনাকারী এ ইসমা'ঈল সম্পর্কে বলেন: আব্দুল্লাহ্ ইবনু উসমান ইবনু খাইসাম ছাড়া তার থেকে কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানি না।

এ কারণেই হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ মুতাবা'য়াতের সময়। অন্যথায় তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: আমি এর দ্বিতীয় অংশের জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীস হতে মারফূ' হিসেবে শাহেদ পেয়েছি। তবে নিম্নের ভাষায়, তিনি বলেন:

إلا كبه الله عزوجل لمنخريه "তাকে আল্লাহ্ তা'আলা তার নাকের দু'ছিদ্রের উপর ভর দিয়ে নিক্ষেপ করবেন।

এটিকে ইবনু আসাকির "আত্তারীখ" গ্রন্থে (৩/৩২০/১-২) মিসওয়ার ইবনু আব্দুল মালেক ইবনু ওবায়েদ ইবনু সা'ঈদ ইবনু ইয়ারবূ' মাখযূমী হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আম্র ইবনু নুফায়েল হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিকট আসলাম কতিপয় কুরাইশী যুবকের মাঝে। আমি তার নিকট প্রবেশ করলাম তার চোখ চলে যাওয়ার পর।

এরপর ছাদের সাথে ঝুলানো একটি রশি আর তার সামনে ফেলে রাখা কতিপয় রুটির টুকরা অথবা রুটি পেলাম। যখনই কোন মিসকীন খাদ্য চাচ্ছিল তখনই জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেগুলোর একটি টুকরার নিকট দাঁড়িয়ে রশি ধরে মিসকীনের নিকট আসছেন এবং তাকে দিচ্ছেন। অতঃপর তিনি রশির মাধ্যমে ফিরে গিয়ে বসে পড়ছেন। আমি বললাম: আল্লাহ্ আপনাকে সুস্থ করুন। যখন মিসকীন আসে আমরা তখন তাদেরকে দিয়ে থাকি। তখন তিনি বললেন: আমি এভাবে হেঁটে যাওয়াকে নেকীর কাজ মনে করছি। অতঃপর তিনি বলেন: আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু সম্পর্কে সংবাদ দেব না যা আমি রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে শ্রবণ করেছি? তারা বললেন: হাঁ। তিনি বললেন: আমি তাঁকে বলতে শুনেছি: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। মিসওয়ার ইবনু আব্দুল মালেক ছাড়া জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিচের বর্ণনাকারীদেরকে আমি চিনি না। ইবনু আবী হাতিম (৪/১/২৯৮) তার জীবনী আলোচনা করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কোন কিছুই বলেননি।

আর "আলমীযান" গ্রন্থে আযদী হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন: তিনি শক্তিশালী নন।

দু'টি সূত্রকে একত্রিত করার দ্বারা হাদীসের এ পরিমাণ (অংশ) হাসান পর্যায়ভুক্ত। আর এ কারণেই এ অংশকে [কুরাইশরা হচ্ছে সত্যবাদী এবং আমানতদার। অতএব যে তাদের জন্য বিপদের ফাঁদ অনুসন্ধান করবে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে তার মুখের ভরে আগুনে নিক্ষেপ করবেন] "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (১৬৮৮) উল্লেখ করেছি যেমনটি প্রথম বাক্য [তোমাদের বোনের ছেলে তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত] (৭৭৬) এবং তৃতীয় বাক্যকেও [তোমাদের দাস তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত] (১৬১৩) এ সহীহ্ গ্রন্থেই উল্লেখ করেছি।

١٧١٧. (إِيَّاكُمْ وَالْحُمْرَةَ، فَإِنَّهَا أَحَبُّ الزِّينَةِ إِلَى الشَّيْطَانِ).

১৭১৭। তোমরা লাল রং থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। কারণ তা হচ্ছে শয়তানের সর্বাপেক্ষা প্রিয় সাজসজ্জা।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১৮/১৪৮/৩১৭) বাক্র ইবনু মুহাম্মাদ সূত্রে সা'ঈদ ইবনু বাশীর হতে, তিনি কাতাদা হতে,

তিনি হাসান বাসরী হতে, তিনি ইমরান ইবনু হুসাইন হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। হাসান বাসরী মুদাল্লিস বর্ণনাকারী, তিনি আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন।

আর সা'ঈদ ইবনু বাশীর দুর্বল যেমনটি "আলইসাবাহ্" প্রমুখ গ্রন্থে এসেছে।

তার সনদের মধ্যে মতভেদ করা হয়েছে। বাক্‌র তার থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

আর হাদীসটিকে হাসান ইবনু সুফইয়ান তার "মুসনাদ" গ্রন্থে ইয়াহ্ইয়া ইবনু সালেহ্ অহাযী ও মুহাম্মাদ ইবনু উসমান সূত্রে তার (সা'ঈদ) থেকে বর্ণনা করেছেন (তিনি বলেন:) তিনি ইমরান ইবনু হুসাইনের স্থলে আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ ইবনু রাফে' হতে বর্ণনা করেছেন।

আর ইবনু আবী 'আসেম হাদীসটিকে মুহাম্মাদ ইবনু বিলাল সূত্রে সা'ঈদ হতে এ সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি তার দাদার নাম রাশেদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনু মান্দা অহাযীর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যেমনটি "আলইসাবাহ্" গ্রন্থে এসেছে।

আর আবূ মুহাম্মাদ মাখলাদী "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২৬৩) সা'ঈদ ইবনু বাশীর হতে বর্ণনা করেছেন ইবনু সুফইয়ানের বর্ণনার ন্যায়।

١٧١٨. (إِنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ، فَإِيَّاكُمْ وَالْحُمْرَةَ، وَكُلَّ ثَوْبٍ ذِيْ شُهْرَةٍ).

১৭১৮। শয়তান লাল রঙকে ভালবাসে। অতএব তোমরা লাল রঙ এবং প্রত্যেক সুনামের কাপড় (পোষাক) থেকে তোমাদেরকে বাঁচাও।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে আবূ মুহাম্মাদ মাখলাদী "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/২৮৩) ও ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে (৭৮৫৮) ইবনু জুরায়েয হতে, তিনি আবূ বাক্‌র হুযালী হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি রাফে' ইবনু ইয়াযীদ সাকাফী হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই হাদীসটিকে ইবনু আদী (২/১৬৯) ও জুযক্বানী "আলআবাতীল" গ্রন্থে (৬৪৬) বর্ণনা করে বলেছেন: এটি বাতিল।

ইবনু আদী বলেন: আবূ বাক্‌র হুযালীর হাদীসের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা হওয়ার নয় এবং যার মুতাবা'য়াতও করা হয়নি।

ইবনু হাজার হাইতামী "আলহকামুল লিবাস" গ্রন্থে (১/৭) বলেন: হাদীসটি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: বরং হাদীসটি খুবই দুর্বল। কারণ হুযালী সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন: তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ইজমা' সংঘটিত হয়েছে।

আর হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি মাতরূকুল হাদীস।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে হাকিমের "আলকুনা", ইবনু কানে' ও বাইহাক্বীর "আশ্‌শু'য়াব" গ্রন্থের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী উল্লেখ করেছেন যে, ত্ববারানীও হাদীসটিকে হুযালী সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আলফাত্হ" গ্রন্থে বলেন: হাদীসটি দুর্বল। জুযকানী বাড়িয়ে বলেছেন যে, হাদীসটি বাতিল। ইবনুল জাওযী "আলমওযূ'য়াত" গ্রন্থে জুযকানীর বেশীরভাগ সিদ্ধান্তের সাথে ঐকমত্য পোষণ করলেও এ হাদীসটির ব্যাপারে তিনি ঐকমত্য পোষণ করেননি এবং তিনি "আলমওযূ'য়াত" গ্রন্থেও উল্লেখ করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: সঠিক হচ্ছে এই যে, হাদীসটি দুর্বল যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন। কারণ জুযকানী অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। আর সা'ঈদ ইবনু বাশীর দুর্বল যেমনটি পূর্বের হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

١٧١٩. (إِنَّ اللهَ تَعَالَى بَنَى الْفِرْدَوْسَ بِيَدِهِ، وَحَظَرَهَا عَلَى كُلِّ مُشْرِكٍ وَكُلِّ مُدْمِنٍ لِلْخَمْرِ سِكِّيرٍ).

১৭১৯। আল্লাহ্ তা'আলা (জান্নাতুল) ফিরদাউসকে তাঁর নিজ হাতে তৈরি করেছেন এবং তাকে প্রত্যেক মুশরিক এবং সর্বদা মদ্যপানকারী মাতালের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে তাম্মাম রাযী "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১০/১৭৭/২), আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৩/৯৪-৯৫) ও দাইলামী (১/২/২২৫-২২৬) আবুত ত্বাহীর ইবনুস সারহ্ সূত্রে তার খালু আবূ রাজা আব্দুর রহমান ইবনু আব্দিল হামীদ হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আইউব হতে, তিনি দাউদ ইবনু আবূ হিন্দ হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল

(ﷺ) বলেন: ...।

আবূ নু'য়াইম বলেন: আনাস (রাঃ) হতে দাউদের এ হাদীস গারীব। তার থেকে শুধুমাত্র ইয়াহ্ইয়া ইবনু আইউব মু'য়াফিরী মিসরী বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে আবূ রাজা এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এর বর্ণনাকারীগণ সবাই নির্ভরযোগ্য। তাদের কারো কারো ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে কিন্তু ক্ষতিকর নয়। এ হাদীসের সনদের সমস্যা হচ্ছে দাউদ এবং আনাস (রাঃ)-এর মাঝে সনদে বিচ্ছিন্নতা। কারণ দাউদ যদিও আনাস (রাঃ)-কে দেখেছেন তবুও সাব্যস্ত হয়নি যে, তিনি তার থেকে শুনেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি আনাস (রাঃ) হতে পাঁচটি হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলো তিনি তার থেকে শুনেননি। আর হাকিম বলেন: আনাস (রাঃ) হতে তার শ্রবণ সঠিক নয়।

এ সমস্যা মানাবীর নিকট গোপনই রয়ে যায়। এ কারণে তিনি কোন কোন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে এমন কিছু সমালোচনা করেন যা দূষণীয় নয়। যদি উক্ত সমস্যা না থাকতো তাহলে হাদীসটি সাব্যস্ত হতো।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে বাইহাক্বীর "শু'য়াবুল ঈমান" এবং ইবনু আসাকিরের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

১৭২০. (إِنَّ مِنَ الْقَرَفِ التَّرَفُ).

১৭২০। মহামারী-রোগের নিকটবর্তী হওয়া ধ্বংসের শামিল।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ দাউদ (২/১৫৯) ও আহমাদ (৩/৪৫১) ইয়াহ্ইয়া ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু বাহীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমাকে সেই ব্যক্তি সংবাদ দিয়েছেন যিনি ফারওয়া ইবনু মুসাইক হতে শ্রবণ করেছেন, তিনি বলেন: হে আল্লাহর রসূল! আমাদের এক যমীন আছে যাকে আরযু আবইয়ান বলা হয়। সেটি আমাদের উর্বর ফসলী এবং আমাদের খাদ্য ভূমি। তবে সেটি খুব বেশী মহামারী আক্রান্ত ভূমি, অথবা তিনি বলেন: তার বিপদাপদ কঠিন। তখন নাবী (ﷺ) বললেন: তুমি তোমার থেকে সেটিকে ছেড়ে দাও। কারণ মহামারী রোগের নিকটবর্তী হওয়া ধ্বংসের শামিল।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। ফারওয়া হতে শ্রবণকারী ব্যক্তি অপরিচিত হওয়ার কারণে।

١٧٢١. (لَوْ أَمْسَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَطَرَ عَنْ عِبَادِهِ خَمْسَ سِنِينَ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ، لَأَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ كَافِرِينَ، يَقُولُونَ: سُقِينَا بِنَوْءِ الْمِجْدَحِ).

১৭২১। আল্লাহ্ যদি তাঁর বান্দাদের থেকে পাঁচ বছর বৃষ্টি নাযিল করা বন্ধের পর বৃষ্টি নাযিল করতেন, তাহলে অবশ্যই একদল লোক কাফির হয়ে যেয়ে বলত: আমাদেরকে মাযদাহ্ নক্ষত্রের দ্বারা (কারণে) পানি প্রদান করা হয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে নাসাঈ (১/২২৭), দারেমী (২/৩১৪), ইবনু হিব্বান (৬০৬), আহমাদ (৩/৭) ও ত্ববারানী 'আদ্‌দু'আ" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১১১) আম্‌র ইবনু দীনার হতে, তিনি আত্তাব ইবনু হুনাইন হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। দারেমী হাদীসটির শেষে বৃদ্ধি করে বলেছেন: মাজদাহ্ সেই গ্রহ যাকে বলা হয়: দুবরান।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আত্তাব ইবনু হুনাইনকে ইবনু আবী হাতিম ইয়াহ্ইয়া ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু সাইফী এবং এ আম্‌রের বর্ণনায় উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। এ কারণেই হাফিয ইবনু হাজার বলেন:

তিনি মাকবূল অর্থাৎ মুতাবা'য়াতের সময়।

আর ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের মাঝে উল্লেখ করেছেন।

এ অধ্যায়ে একটি নিরাপদ হাদীসু কুদ্‌সী রয়েছে:

"আমার বান্দাদের উপর কোন নে'য়ামাত দান করলেই তাদের কেউ কেউ সে নে'য়ামাতের কারণে কাফির হয়ে যায় ...।" এ হাদীটিকে বুখারী, মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন। এটিকে "ইরওউল গালীল" গ্রন্থে (৬৮১) তাখরীজ করেছি।

١٧٢٢. (إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ، ثُمَّ يُؤْذَنُ لَهُمْ فِي مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا، فَيَزُورُونَ رَبَّهُمْ، وَيُبْرِزُ لَهُمْ عَرْشَهُ، وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ لُؤْلُؤٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ يَاقُوتٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرْجَدٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ، وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ، وَمَا فِيهِمْ مِنْ دَنِيٍّ، عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ، وَمَا يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ

الكَرَاسِي بِأَفْضَلَ مِنْهُمْ ... (الحديث بطوله، وفيه:) ثُمَّ نَنْصَرِفُ إِلَى مَنَازِلِنَـــا، فَيَتَلَقَّانَا أَزْوَاجُنَا، فَيَقُلْنَ: مَرْحَبًا وَأَهْلاً، لَقَدْ جِئْتَ، وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ، فَيَقُوْلُ: إِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ، وَيَحِقُّنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْـــلِ مَـــا انْقَلَبْنَا).

১৭২২। জান্নাতিরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তারা সেখানে তাদের আমলগুলোর ফাযীলাতের বিনিময়ে অবতরণ করবে। অতঃপর দুনিয়ার দিনের হিসেবে জুম'য়ার দিনের সমপরিমাণ সময় তাদেরকে তাদের প্রতিপালককে যিয়ারাত করার অনুমতি প্রদান করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য তাঁর আর্‌শকে উন্মুক্ত করে দিবেন এবং তিনি জান্নাতের বাগানগুলোর একটি বাগানে তাদের জন্য উপস্থিত হবেন। তাদের জন্য নূরের মিম্বার, মতির মিম্বার, ইয়াকূত পাথরের মিম্বার, যাবারযাদ পাথরের মিম্বার, স্বর্ণের মিম্বার, রৌপ্যের মিম্বার প্রস্তুত রাখা হবে। তাদের সর্বাপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তি (অথচ জান্নাতিদের মধ্যে নিম্ন পর্যায়ের বলতে কিছুই নেই) মিস্কু আম্বার এবং কাফূরের দীর্ঘ টিলার উপর বসবে। তারা মনে করবে না যে, কুরসীর অধিকারীগণ তাদের চেয়ে উত্তম ...। (এ দীর্ঘ হাদীসের মধ্যে এসেছে): অতঃপর আমরা আমাদের গৃহে ফিরে যাব আর আমাদের সাথে আমাদের স্ত্রীগণ মিলিত হয়ে বলবেঃ অভিনন্দন, সুস্বাগতম। অবশ্যই তুমি যখন আমাদের নিকট থেকে গিয়েছিলে তখনকার চেয়ে আরো বেশী সৌন্দর্য নিয়ে আগমন করেছো। এ সময় সে বলবেঃ আমরা আজকে আমাদের পরাক্রমশালী প্রতিপালকের সাথে বসেছিলাম। আর আমরা যেরূপ পরিবর্তন হয়েছি এরূপ পরিবর্তন হওয়াই আমাদের উচিত ছিল।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে তিরমিযী (২/৮৯-৯০), ইবনু মাজাহ্ (৪৩৩৬), ইবনু আবী 'আসেম "আস সুন্নাহ্" গ্রন্থে (নং ৭৮৫) ও তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১৩/২৪১-২৪২/২) বিভিন্ন সূত্রে হিশাম ইবনু আম্মার হতে, তিনি আব্দুল হামীদ ইবনু হাবীব ইবনু আবুল ইশরীন হতে, তিনি আওযা'ঈ হতে, তিনি হাস্‌সান ইবনু আতিয়্যাহ্ হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সাথে মিলিত হলে তিনি তাকে

বলেন: আমি আল্লাহর নিকট চাচ্ছি যে, তিনি যেন আমাকে আর তোমাকে জান্নাতের বাজারে একত্রিত করেন। এ সময় সা'ঈদ বললেন: জান্নাতে কি বাজার আছে? তিনি বললেন: হাঁ। আমাকে রসূল (ﷺ) সংবাদ দিয়েছেন: ...।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেছেন: হাদীসটি গারীব। আমরা এটিকে একমাত্র এ সূত্রেই চিনি।

আমি (আলবানী) বলছি: এর সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী আব্দুল হামীদ। হাফিয যাহাবী তাকে "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: নাসাঈ বলেন: তিনি শক্তিশালী নন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী, কখনও কখনও ভুল করতেন। আবূ হাতিম বলেন: তিনি দীওয়ান লেখক ছিলেন। তিনি হাদীসের অধিকারী ছিলেন না।

আর হিশাম ইবনু আম্মার হতে যদিও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন তবুও তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী, তবে তার কিছু মুনকার রয়েছে। আবূ হাতিম বলেন: তিনি সত্যবাদী, তার মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটেছিল। তাকে যখনই (ভুল) ধরিয়ে দেয়া হতো তখনই সে তা গ্রহণ করত। অনুরূপ বর্ণনা "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থেও এসেছে।

আর হাদীসটিকে ইবনু আবী 'আসেম (৭৮৬) ও তাম্মাম সুওয়াইদ ইবনু আব্দুল আযীয সূত্রে আওযা'ঈ হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ সুওয়াইদ খুবই দুর্বল।

ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন: তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে..। হাফিয যাহাবী তাকে "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: ইমাম আহমাদ বলেছেন: তিনি মাতরূকুল হাদীস।

١٧٢٣. (أَنَا شَفِيْعٌ لِكُلِّ رَجُلَيْنِ تَحَابَّا فِي اللهِ، مِنْ مَبْعَثِيْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

১৭২৩। আমাকে প্রেরণ করা হতে কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত আমি প্রত্যেক সেই দু'ব্যক্তির জন্য সুপারিশকারী যে পরস্পরকে আল্লাহর অয়াস্তে ভালোবেসেছে।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (১/৩৬৮) আম্‌র ইবনু খালেদ কূফী সূত্রে আবূ হাশেম রুমানী হতে, তিনি যাযান আবূ উমার কিন্দী হতে, তিনি সালমান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ)

বলেছেন: ... ।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে আম্র ইবনু খালেদ। তাকে ইমাম আহমাদ, ইয়াহ্ইয়া, দারাকুতনী প্রমুখ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। অকী' বলেন:

তিনি আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন, হাদীস জাল করতেন ... ।

আমি (আলবানী) বলছি: অতঃপর তার থেকে হাদীসটিকে অন্য এক মিথ্যুক বর্ণনা করে তার দ্বিতীয় আরেকটি সনদ বানিয়ে ফেলেন। আর তিনি হচ্ছেন ইয়াহ্ইয়া ইবনু হাশেম। তিনি বলেন: আবূ খালেদ অসেতী আমাদেরকে হাদীসটি বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যায়েদ ইবনু 'আলী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে, তিনি 'আলী ইবনু আবূ তালেব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে, তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ... ।

এটিকে তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১২/২১৯/২) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আবূ খালেদ অসেতী হচ্ছেন মিথ্যুক আম্র ইবনু খালেদ, যিনি প্রথম সূত্রে রয়েছেন। আর ইয়াহ্ইয়া ইবনু হাশেম হচ্ছেন আবূ যাকারিয়া সিমসার গাস্সানী কূফী। তাকে ইবনু মা'ঈন ও সালেহ্ জাযারাহ্ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আর ইবনু আদী বলেছেন:

তিনি বাগদাদে হাদীস জাল করতেন এবং হাদীস চুরি করতেন।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "যাওয়াইদুল জামেউস সাগীর" গ্রন্থে সালমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে শুধুমাত্র আবূ নু'য়াইমের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

١٧٢٤. (اللّٰهُمَّ إِنَّكَ سَأَلْتَنَا مِنْ أَنْفُسِنَا مَا لاَ نَمْلِكُهُ إِلاَّ بِكَ، اللّٰهُمَّ فَأَعْطِنَا مِنْهَا مَا يُرْضِيكَ عَنَّا).

১৭২৪। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের থেকে এমন কিছু চাচ্ছ যার মালিক আমরা নই বরং একমাত্র তুমিই। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে তা থেকে তাই দান কর যা তোমাকে আমাদের পক্ষ হতে সন্তুষ্ট করবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১২/২২৩/২) দালহাস ইবনু জুবায়ের হতে, তিনি অলীদ ইবনু মুসলিম হতে, তিনি আওযা'ঈ হতে, তিনি আতা ইবনু আবূ রাবাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ... ।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারী এ দালহাস

সম্পর্কে আযদী বলেন: তিনি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে শুধুমাত্র ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

আর মানাবী "আদ্দাওয়াত" গ্রন্থে বলেন: মুসান্নিফ (সুয়ূতী) বলেন: এটি মুতাওয়াতির হাদীস! আমি ধারণা করছি যে, এটি ছাপার ভুল। মুতাওয়াতির শব্দটি অন্য হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত। কারণ এর অন্য কোন সূত্র নেই। কিভাবে মুতাওয়াতির হয়!! আর এ ভাষা "আলজামেউল কাবীর" গ্রন্থে (৫৪৪-৯৭৯৪) আসেনি।

١٧٢٥. (إِذَا آخَيْتَ رَجُلاً فَسَلْهُ عَنْ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيْهِ، فَإِنْ كَانَ غَائِبًا حَفِظْتَهُ، وَإِنْ كَانَ مَرِيْضًا عُدْتَهُ، وَإِنْ مَاتَ شَهِدْتَهُ).

১৭২৫। তুমি যখন কোন ব্যক্তিকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করবে তখন তাকে তার এবং তার পিতার নাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। কারণ সে যদি অনুপস্থিত (মুসাফির) হয় তাহলে তাকে (তার পরিবার ও সম্পদকে) যেন তুমি হেফাযাত করতে পার, সে যদি অসুস্থ হয় তাহলে তাকে দেখতে যেতে পার আর সে যদি মারা যায় তাহলে তার (জানাযায়) উপস্থিত হতে পার।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে বলেন: হাদীসটিকে বাইহাক্বী "আশ্শু'য়াব" গ্রন্থে আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি (সুয়ূতী) দুর্বল হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। আর তার ভাষ্যকার মানাবী এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: বাইহাক্বী বলেন: হাদীসটিকে মাসলামাহ্ ইবনু 'আলী ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ এককভাবে বর্ণনা করেছেন আর তিনি শক্তিশালী নন।

এ মাসলামাকে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: দারাকুতনী প্রমুখ বলেন: তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি: এ থেকেই জানা যায় যে, "আত্তাইসীর" গ্রন্থে মানাবী তার 'এর সনদে অল্প দুর্বলতা রয়েছে'! এ কথার দ্বারা শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। আর তিরমিযী বলেছেন: এর সনদটি সহীহ্ নয়। যেমনটি এর পরের হাদীসের মধ্যে আসবে।

এটিকেও তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১২/২১৫/২) মাসলামা ইবনু 'আলী হতে, তিনি ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু উমার হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি

আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমাকে নাবী (ﷺ) এমতাবস্থায় দেখলেন যে, আমি এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। তিনি আমাকে বললেন: হে আব্দুল্লাহ্! তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম: ইয়া রসূলুল্লাহ্! এক ব্যক্তিকে আমি ভালবাসি, আমি তাকে অনুসন্ধান করছি। তখন রসূল (ﷺ) এ কথা বলেন: ...।

١٧٢٦. (إِذَا آخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسْأَلْهُ عَنِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ، وَمِمَّنْ هُوَ، فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلْمَوَدَّةِ).

১৭২৬। যখন কেউ কোন ব্যক্তিকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করবে তখন সে যেন তার নাম, তার পিতার নাম এবং তার পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। কারণ তা ভালোবাসাকে বেশী দৃঢ়কারী।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম বুখারী "আত্তারীখ" গ্রন্থে (৪/২/৩১৪), ইবনু সা'দ "আত্ত্বাকাত" গ্রন্থে (৬/৬৫), আব্দু ইবনু হুমায়েদ (ক্বাফ ২/৫৩), তিরমিযী (২/৬৩) ও আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৬/১৮১) ইমরান ইবনু মুসলিম আলকাসীর সূত্রে সা'ঈদ ইবনু সালমান হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু নু'য়ামাহ্ যব্বী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি গারীব, এটিকে আমরা একমাত্র এ সূত্রেই চিনি। আমরা জানি না যে, ইয়াযীদ ইবনু নু'য়ামাহ্ রসূল (ﷺ) হতে শুনেছেন।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, তিনি রসূল (ﷺ) হতে এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যার সনদ সহীহ্ নয়। তিনি পূর্বের হাদীসটির দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

অতএব এ হাদীসের সমস্যা হচ্ছে মুরসাল হওয়া।

ইমাম বুখারী ভিন্ন মত পোষণ করে বলেছেন: ইয়াযীদ ইবনু নু'য়ামার রসূল (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। এ ব্যাপারে এটি তার ভুল।

এ হাদীসের আরেকটি সমস্যা রয়েছে আর সেটি হচ্ছে: সা'ঈদ ইবনু সালমান হতে বর্ণনাকারীর অপরিচিত হওয়া। হাফিয যাহাবী বলেন:

তার থেকে শুধুমাত্র ইমরান আলকাসীর বর্ণনা করেছেন। তাকে ইবনু হিব্বান নির্ভরশীলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার

"আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি মাকবূল।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে ইবনু সা'দের "আত্‌ত্বাকাত" গ্রন্থের, বুখারীর "আত্‌তারীখ" গ্রন্থের এবং তিরমিযীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করে দুর্বল হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন।

١٧٢٧. (إذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلاً، وَالأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَـاهُ، وَظَهَـرَتِ الأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، وَلَعَنَ آخِـرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَالِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ).

১৭২৭। যখন ফাইকে (যুদ্ধ ছাড়াই অর্জিত শত্রু সম্পদকে) অন্যদেরকে বঞ্চিত করে কোন সম্প্রদায়ের জন্য গ্রহণ করা হবে, আমানাতকে গানীমাত আর যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে, দ্বীনহীন শিক্ষা গ্রহণ করা হবে, ব্যক্তি তার মাতার অবাধ্য হয়ে তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে, তার বন্ধুর নিকটবর্তী হবে আর তার পিতা থেকে দূরে সরে যাবে, মাসজিদগুলোতে উঁচু আওয়াজ প্রকাশিত হবে, গোত্রের নেতৃত্ব দিবে তাদের ফাসেক ব্যক্তি, সম্প্রদায়ের নেতা হবে তাদের নিকৃষ্ট ব্যক্তি, ব্যক্তির অনিষ্টতার ভয়ে তাকে সম্মান করা হবে, গায়িকা ও নর্তকী এবং বাদ্যযন্ত্র ব্যাপকতা লাভ করবে, মদ পান করা হবে এবং এ উম্মাতের শেষাংশ প্রথমাংশকে অভিশাপ দিবে, সে সময়ে তারা যেন লাল হাওয়া, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, রূপপরিবর্তন, অপবাদ এবং বিভিন্ন নিদর্শনের অপেক্ষা করে। যা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে যেমনিভাবে মতি গাথা সূতা কেটে দিলে ধারাবাহিকভাবে মতিগুলো পড়তে থাকে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে তিরমিযী (২/৩৩) রুমাইহ্ জুযামী সূত্রে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করে নিম্নের ভাষায় দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেন:

হাদীসটি গারীব, এটিকে একমাত্র এ সূত্রেই চিনি।

আমি (আলবানী) বলছি: এ রুমাইহ্ মাজহূল (অপরিচিত) যেমনটি "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

এরূপই একটি হাদীস ভিন্ন ভাষায় পরবর্তীতে আসবে।

١٧٢٨. (بَادِرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالْكُنَى لاَ تَغْلِبُ عَلَيْهِمُ الأَلْقَابُ).

১৭২৮। তোমরা তোমাদের সন্তানদের কুনিয়্যাত দ্বারা ডাকতে ধাবিত হও। তাহলে তাদের উপাধি অগ্রাধিকার পাবে না।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (১/২৪), দাইলামী (২/১/২) আবুশ শাইখ সূত্রে আবূ 'আলী আদ্দারেসী হতে, তিনি হুবাইশ ইবনু দীনার হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আসলাম হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: আবূ 'আলী দারেসী হচ্ছেন বিশ্র ইবনু ওবায়েদ যিনি মুনকারুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি: তাকে আযদী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী "আলমাওযূ'য়াত" গ্রন্থে ইবনু হিব্বানের বর্ণনায় উল্লেখ করে বলেছেন: এটি সহীহ্ নয়। কারণ হুবাইশ যায়েদ হতে আজব ধরনের কিছু বর্ণনা করেন, তার দ্বারা দলীলগ্রহণ করা না-জায়েয।

আমি (আলবানী) বলছি: হুবাইশের দ্বারা সমস্যা বর্ণনা করা সঠিক। কারণ দারেসী সত্যবাদী যেমনটি তার জীবনীতে আলোচনা করেছি।

কিন্তু সুয়ূতী "আললাআলী" গ্রন্থে (১/১১১) ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করে বলেছেন: হাদীসটিকে দারাকুতনী "আলআফরাদ" গ্রন্থে ও ইবনু আদী বর্ণনা করেছেন। আর হাদীসটিকে যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে হুবাইশের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করে বলেছেন: এটি সহীহ্ নয়। আর ইবনু হাজার "কিতাবুল আলকাব" গ্রন্থে বলেন: এর সনদ দুর্বল। আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথা হিসেবে সহীহ্। এর আরেকটি সূত্র রয়েছে ... যার মধ্যে ইসমা'ঈল ইবনু আবান নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন যিনি মাতরূক আর আরেক বর্ণনাকারী জা'ফার নির্ভরযোগ্য তবে এককভাবে বর্ণনা করেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সমলোচনায় কোন ফায়েদা নেই। কারণ এ ইসমা'ঈল হচ্ছেন গানাবী, তিনি হাদীস জাল করতেন যেমনটি ইবনু হিব্বান বলেছেন।

ইমাম আহমাদ বলেন: তিনি কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেন। আর এ কারণেই ইবনু 'ইরাক (১/১৯৯) সুয়ূতীর সমালোচনা করে বলেন: ইসমা'ঈল ইবনু আবান হাদীস জাল করতেন।

١٧٢٩. (ذِكْرُ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ).

১৭২৯। 'আলীকে স্মরণ করা ইবাদাত।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আসাকির (১৩/১৫৩/২) হাসান ইবনু সাবের হাশেমী হতে, তিনি অকী' হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারী এ হাসান মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

হাফিয যাহাবী বলেন: ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস। এরপর তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন: আল্লাহ্ তা'য়ালা যখন (জান্নাতুল) ফিরদাউসকে সৃষ্টি করেন তখন (জান্নাত) বলে: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। এ সময় আল্লাহ্ বলেন: তোমাকে হাসান এবং হুসাইন দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি। এটি হচ্ছে মিথ্যা হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী "আলমাওযূ'য়াত" গ্রন্থে ইবনু হিব্বানের বর্ণনায় উল্লেখ করে বলেছেন: বর্ণনাকারী হাসান ইবনু সাবের বর্ণনার ক্ষেত্রে খুবই মুনকার।

অতঃপর ইবনুল জাওযী হাদীসটির আরেকটি সূত্র উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে লূত্ব আবূ মিখনাফ ও কালবী রয়েছেন। তিনি বলেন: তারা দু'জনই মিথ্যুক। সুয়ূতী হাদীসটির (১/৩৮৯) তৃতীয় একটি সূত্র উল্লেখ করেছেন যেটিকে ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদে আব্বাদ ইবনু সুহায়েব রয়েছেন। সুয়ূতী বলেন: তিনি মাতরূকীনদের একজন।

١٧٣٠. (أُوتِيتُ بِمَقَالِيدِ الدُّنْيَا (وفِي رِوايَةٍ: بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الدُّنْيَا) عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ (جَاءَنِيْ بِهِ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)، عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ مِنْ سُنْدُسٍ).

১৭৩০। আমাকে দুনিয়ার চাবিসমূহ দেয়া হয়েছে (অন্য বর্ণনায় এসেছে: দুনিয়ার খাযানাসমূহের চাবিগুলো দেয়া হয়েছে) একটি সাদা কালো রঙের ঘোড়ার উপর, (জিবরীল (আ:) তা নিয়ে এসেছিলেন) যার উপর রেশমের একটি চাদর ছিল।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ (৩/৩২৭-৩২৮), ইবনু হিব্বান (২১৩৮),

আবুশ শাইখ "আখলাকুন নাবী" গ্রন্থে (২৯০) ও আবূ হামেদ হুযারী তার "হাদীস" গ্রন্থে (১/১৫৯) হুসাইন ইবনু অকেদ হতে, তিনি আবূয যুবায়ের হতে, তিনি জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আবুয যুবায়ের মুদাল্লিস আর তিনি আন্আন্ করে বর্ণনা করেছেন। আর এ কারণেই হাদীসটি দুর্বল।

١٧٣١. (ابْنُوا مَسَاجِدَكُمْ جُمّاً، وابْنُوا مَدائِنَكُم مُشْرِفَةً).

১৭৩১। তোমরা তোমাদের মাসজিদগুলোকে উঁচু না করে নির্মাণ করো আর তোমাদের শহরগুলোকে উঁচু করে নির্মাণ কর।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ইবনু আবী শাইবার বর্ণনায় আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আমি হাদীসটিকে "আলমুসান্নাফ" গ্রন্থে দেখেছি 'মাসজিদকে চাকচিক্য করা এবং এ সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে" এ অধ্যায়ে (১/২০৯) খালাফ ইবনু খালীফা হতে, তিনি মূসা হতে, তিনি এক ব্যক্তি হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে সমতল করে মাসজিদগুলো আর শহরগুলোকে উঁচু করে নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ নাম না নেয়া ব্যক্তি মাজহূল (অপরিচিত)। আর তার থেকে বর্ণনাকারী মূসাকে আমি চিনি না।

١٧٣٢. (أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالأَسْحَارِ).

১৭৩২। সর্বাপেক্ষা সত্য স্বপ্ন হচ্ছে সাহ্রীর সময়ের স্বপ্ন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী (২/৪৪-৪৫), দারেমী (২/১২৫), আবূ ই'য়ালা তার **"মুসনাদ"** গ্রন্থে (২/৫০৯/৩৮৩), ইবনু হিব্বান (১৭৯৯), ইবনু আদী **"আলকামেল"** গ্রন্থে (ক্বাফ ১৩১/১-২), হাকিম (৪/৩৯২) ও খাতীব বাগদাদী **"আত্তারীখ"** গ্রন্থে (৮/২৬, ১১/৩৪২) দারাজ আবূ সাম্হু সূত্রে আবুল হাইসাম হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ্। আর মানাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ

করেছেন। অতঃপর গুমারীও। আর তাদের দু'জনের পূর্বে হাফিয যাহাবীও! অথচ তিনিই এ দারাজকে তার "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তাকে আবূ হাতিম দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন আর ইমাম আহমাদ বলেন: তার হাদীসগুলো মুনকার।

আর এ কারণেই ইবনু আদী এ হাদীসটিকে সেই হাদীসগুলোর অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ করেছেন যেগুলোকে দারাজের মুনকার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ইমাম তিরমিযী তার ব্যাপারে চুপ থেকেছেন।

১৭৩৩. (إِنِّيْ فِيْمَا لَمْ يُوْحَ إِلَيَّ كَأَحَدِكُمْ).

১৭৩৩। আমার নিকট যে বস্তুর ব্যাপারে অহী করা হয়নি আমি সেগুলোর ব্যাপারে তোমাদের মতই।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু শাহীন "আস্সুন্নাহ্" গ্রন্থে "ফাযাইলুল আশারাহ্" এর মধ্যে (নং ৩২) ও ইসমা'ঈলী "আলমু'জাম" (১-২/৯৪) আবূ ইয়াহ্ইয়া হুমানী সূত্রে আবুল কাতূফ জাররাহ্ ইবনুল মিনহাল হতে, তিনি অযীন ইবনু আতা হতে, তিনি উবাদাহ্ ইবনু নাসী হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু গানাম হতে, তিনি মু'য়ায ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাকে ইয়ামেনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করতে চাইলেন আর এ সময় আবূ বাক্র, উমার, উসমান, আলী, ত্বলহা, যুবায়ের, আব্দুর রহমান ও সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সেখানে ছিলেন। তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তোমরা কথা বল: আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: হে আল্লাহর রসূল! আপনি যদি আমাদেরকে কথা বলার অনুমতি দেন তাহলে আপনার সামনে আমাদের কথা বলা ঠিক হবে না। তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: ... (উক্ত হাদীস)। অতএব তোমরা কথা বল। এরপর আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কথা বললেন এবং নরম আচরণ করার নির্দেশ দিলেন। এ সময় রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মু'য়ায (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বললেন: তোমার মত কি? তিনি আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যা বলেছিলেন তার বিপরীত কথা বললেন। তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: আল্লাহ্ তা'য়ালা আসমানের উপর হতে আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক ভুল করাকে অপছন্দ করেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি একেবারেই দুর্বল। বর্ণনাকারী এ জার্রাহ্ সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও মুসলিম বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস। নাসাঈ ও দারাকুতনী বলেন: তিনি মাতরূক। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি হাদীসের ব্যাপারে মিথ্যা বলতেন এবং মদ পান করতেন।

হাদীসটিকে হাইসামী (৯/৪৬) উল্লেখ করে বলেছেন: এটিকে ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন আর আবুল কাতৃফকে আমি চিনি না। এ ছাড়া অপর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে তাদের কারো কারো ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: যেন ত্ববারানীর মধ্যে জাররাহ্ ইবনু মিনহালের নাম (জাররাহ্) উল্লেখ করা হয়নি যেমনটি দেখছেন। আর কোন কোন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, সম্ভবত এর দ্বারা তিনি আবূ ইয়াহ্ইয়া আলহামানীকে বুঝিয়েছেন। কারণ কেউ কেউ হেফযের দিক থেকে তার সমালোচনা করেছেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তার শাইখ জাররাহ্ হতে।

এরপর আমি হাদীসটিকে "ত্ববারানী"র মধ্যে (২০/৬৭/১২৪) উক্ত সূত্রে (নাম না নিয়ে) আবুল কাতৃফ হতে বর্ণনা করা অবস্থায় দেখেছি। যাকে হাইসামী চিনতে সক্ষম হননি। আর মানাবী "আলফাইয" গ্রন্থে তার কথাকে নকল করেছেন এবং তাকে সমর্থন করেছেন যা হাদীসটি দুর্বল হওয়াকে অপরিহার্য করে। আর তিনি "আত্তাইসীর" গ্রন্থে সনদটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। অথচ কিভাবে এটি হাসান যেখানে বর্ণনাকারী জাররাহ্ মাতরূক।

١٧٣٤. (أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى).

১৭৩৪। আবূ বাক্র ও উমারের মর্যাদা আমার নিকট যেমন হারূনের মর্যাদা মূসার নিকট।

হাদীসটি মিথ্যা।

হাদীসটিকে খাতীব বাগদাদী "আত্তারীখ" গ্রন্থে (১১/৩৮৪) আবুল কাসেম 'আলী ইবনুল হাসান ইবনু 'আলী ইবনু যাকারিয়া শায়ের সূত্রে আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ জারীর ত্ববারী হতে, তিনি বিশ্র ইবনু দাহিয়্যাহ্ হতে, তিনি কায'য়াহ্ ইবনু সুয়াইদ হতে, তিনি ইবনু আবী মুলাইকাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন।

তিনি হাদীসটিকে এ শায়েরের জীবনীতে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

হাফিয যাহাবীও এরূপই বলে এ হাদীসটিকে উল্লেখ করে বলেছেন: হাদীসটি মিথ্যা। আর তিনিই মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

আমি (আলবানী) বলছি: হ্যাঁ, এটি সুস্পষ্ট মিথ্যা। তবে এ হাদীসটি মিথ্যা হিসেবে বর্ণনা করার দোষে দোষী হচ্ছেন তিনি (শায়ের) এবং অন্যজনও। হাফিয যাহাবী নিজেই বর্ণনাকারী আম্মার ইবনু হারূণ মুসতামেলীর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, ইবনু আদী তার সূত্রে হাদীসটি কায'য়াহ্

ইবনু সুয়ায়েদ হতে উল্লেখ করেছেন। আর হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন:

আমি বলছি: এটি মিথ্যা। ইবনু আদী বলেন: হাদীসটি আমাদেরকে ইবনু জারীর ত্ববারী বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, তিনি বিশ্‌র ইবনু দাহিয়্যাহ্ হতে, তিনি কায'য়াহ্ হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন। আমি বলছি: কে এ বিশ্‌র? ইবনু আদী বলেন: হাদীসটিকে মুসলিম ইবনু ইব্‌রাহীমও কায'য়াহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। আর কায'য়াহ্ কিছুই না।

আমি (আলবানী) বলছি: আবুল কাশেম আশ্‌শায়ের এ মিথ্যা হাদীস হতে মুক্ত। এটিকে মিথ্যা হিসেবে বর্ণনা করার ব্যাপারে বিশ্‌র ইবনু দাহিয়্যাহ্ অথবা তার শাইখ কায'য়াহ্ দোষী। তবে কায'য়াহ্ হতে মুসতামেলীর বর্ণনার দ্বারা প্রথমজনকে মিথ্যার দোষ থেকে মুক্তি দেয়া যেতে পারে। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বিশরের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। তবে এ মুসতামেলী মাতরুকুল হাদীস। যেমনটি মূসা ইবনু হারূণ বলেছেন। আর ইবনু আদী বলেন:

তিনি (মুসতামেলী) যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশই নিরাপদ নয়, তিনি হাদীস চুরি করতেন।

হতে পারে তিনি হাদীসটিকে বিশ্‌র হতে চুরি করেছেন। অতঃপর তিনি তার শাইখ কায'য়াহ্ হতে বর্ণনা করেন।

অতএব হাদীসটিকে বিশরের ত্রুটির যিম্মা হতে মুক্ত করা সম্ভব নয়। তিনি অথবা তার শাইখ কায'য়াই সমস্যা।

١٧٣٥. (غَطُّوْا حُرْمَةَ عَوْرَتِهِ، فَإِنَّ حُرْمَةَ عَوْرَةِ الصَّغِيْرِ كَحُرْمَةِ عَوْرَةِ الْكَبِيْرِ، وَلاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى كَاشِفِ عَوْرَةٍ).

১৭৩৫। তোমরা তার গুপ্তাঙ্গকে ঢেকে রাখ। কারণ ছোটদের গুপ্তাঙ্গকে হেফাযাত করা বড়দের গুপ্তাঙ্গকে হেফাযাতের ন্যায়। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা গুপ্তাাঙ্গকে প্রকাশকারীর দিকে দৃষ্টি দিবেন না।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে হাকিম "আলমুসতাদরাক" গ্রন্থে (৩/২৫৭) আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াসীন হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু হাবীব সাম্মাক হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ যিয়াদ সাওবানী হতে, তিনি ইবনু লাহিয়্যাহ্ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবী হাবীব হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু 'ইয়ায যুহরীর দাস লাইস

হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু 'ইয়ায হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমাকে রসূল (ﷺ) এর নিকট আমার ছোট অবস্থায় নেয়া হয়েছিল এমতাবস্থায় যে, আমার উপর একটি কাপড় ছিল। কিন্তু আমার গুপ্তাঙ্গ হতে সেটি খুলে যায়। তখন রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

হাকিম কিছু না বলে চুপ থেকেছেন। এ কারণে হাফিয যাহাবী তার "তালখীস" গ্রন্থে তার প্রতিবাদ করে বলেন: হাদীসটির সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন আর এর ভাষা মুনকার। আর তিনি "মাওযূ'য়াতুম মিন মুসতাদরাকিল হাকিম" গ্রন্থে বলেন: হাদীসটির সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন, ইবনু ইয়াসীন তালেফ (ধ্বংসপ্রাপ্ত), ইবনু লাহী'য়াহ্ এরূপ নয়, আর মুহাম্মাদ ইবনু 'ইয়ায কে তা জানা যায় না।

তিনি "আলমীযান" গ্রন্থে ইবনু ইয়াসীনের জীবনীতে বলেন: সিলমী বলেন: আমি দারাকুতনীকে আবূ ইসহাক ইবনু ইয়াসীন হারাবী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেন: তিনি ইবনু বিশ্‌র মারওয়াযীর চেয়েও নিকৃষ্ট এবং তাদের দু'জনের মধ্যে তিনিই বেশী বড় মিথ্যুক। ইদরীসী বলেন: তিনি হেফ্‌য করতেন। আমি তার দেশীয়দেরকে তাকে দোষারোপ করতে এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট না হতে শুনেছি।

এর সনদের ব্যাপারে হাফিয ইবনু হাজার "আলইসাবাহ্" গ্রন্থে যা বলেছেন তাই সর্বোত্তম কথা: সনদের মধ্যে ইবনু লাহী'য়াহ্ ছাড়াও আরো দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন।

আজব ব্যাপার এই যে, হাফিয যাহাবী হাদীসটির সনদের সমালোচনা করা সত্ত্বেও "আত্‌তাজরীদ" গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু 'ইয়াযকে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: হাকিম তার "মুসতাদরাক" গ্রন্থে তাকে সহাবীগণের মধ্যে উল্লেখ করে বলেছেন: ...।

١٧٣٦ . (السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ، وَلَا تَدْعُوْا أَحَدًا إِلَى الطَّعَامِ حَتَّى يُسَلِّمَ).

১৭৩৬। সালাম হচ্ছে কথা বলার পূর্বেই। আর যে পর্যন্ত সালাম প্রদান না করবে সে পর্যন্ত তোমরা কাউকে খাওয়ার জন্য ডেকো না।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইমাম তিরমিযী (২/১১৭), আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২/১১৫) ও আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/৭৮) আম্বাসা ইবনু আব্দুর রহমান হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু যাযান হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা

করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

ইমাম তিরমিযী বলেন: এ হাদীসটি মুনকার। একমাত্র এ সূত্রেই আমরা এটিকে চিনি। আর আমি মুহাম্মাদকে (ইমাম বুখারীকে) বলতে শুনেছি: আম্বাসা ইবনু আব্দুর রহমান হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল ও যাহেবুন আর মুহাম্মাদ ইবনু যাযান মুনকারুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি: হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি মাতরূক আর আম্বাসাও মাতরূক। আবূ হাতিম তাকে হাদীস জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: প্রথমজনকে আবূ ই'য়ালার সনদে উল্লেখ করা হয়নি।

উল্লেখ্য নিম্নোক্ত ভাষায় হাদীস বর্ণিত হয়েছে: "তোমরা সেই ব্যক্তিকে (প্রবেশের) অনুমতি দিও না যে সালাম দ্বারা শুরু না করবে।" আর এ হাদীসটি সহীহ্ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার এবং শাহেদ থাকার কারণে। দেখুন "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (৮১৬, ৮১৭)।

উল্লেখ্য আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার ভাষা:

"সালাম হচ্ছে চাওয়ার (প্রশ্নের) পূর্বে, অতএব তোমাদের যে সালামের পূর্বে চাওয়া শুরু করবে তোমরা তার ডাকে সাড়া দিও না।" এ হাদীসটি হাসান পর্যায়ভুক্ত বর্ণনাকারী ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে নির্ভরযোগ্য কাসীর ইবনু ওবায়েদ হিমসীর শ্রবণ সাব্যস্ত হওয়ার কারণে। বিস্তারিত দেখুন "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (৮১৬)।

١٧٣٧. (إِذَا كَتَبْتَ فَبَيِّنِ (السِّيْنَ) فِيْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ).

১৭৩৭। তুমি যখন লিখবে তখন বিসমিল্লাহির রহমানির রহীমের মধ্যের সীনকে স্পষ্ট করে লিখ।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবুল গানায়েম দাজাজী "হাদীসু ইবনু শাহ্" গ্রন্থে (২/১২৯) ফায্ল ইবনু সাহ্ল যির রিয়াসাতাইন হতে, তিনি জা'ফার ইবনু ইয়াহ্ইয়া ইবনু খালেদ বারমাকী হতে, তিনি আবূ ইয়াহ্ইয়া ইবনু খালেদ হতে, তিনি আবূ খালেদ ইবনু বারমাক হতে, তিনি আব্দুল হামীদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া কাতেবু বানী উমাইয়্যাহ্ হতে, তিনি সালেম ইবনু হিশাম হতে, তিনি আব্দুল মালেক ইবনু মারওয়ান হতে, তিনি যায়েদ ইবনু সাবেত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই হাদীসটিকে কাযরূনী "আলমুসালসালাত" গ্রন্থে (২/১২০), অনুরূপভাবে খাতীব বাগদাদী "আত্‌তারীখ" গ্রন্থে (১২/৩৪০), দাইলামী (১/১/১৪৬), ইবনু আসাকির (৯/৪০৪/১) বর্ণনা করেছেন এবং (ইবনু আসাকির) এ আব্দুল হামীদের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন আর খাতীব বাগদাদী হাদীসটিকে যির রিয়াসাতাইনের জীবনীতে উল্লেখ করে তারা দু’জন তাদের দু’জন সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

আর জা‘ফার ইবনু ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু খালেদ বারমাকী এবং অযীর ইবনু অযীর, তারা দু’জন হারূনুর রাশীদের মন্ত্রী সভার প্রসিদ্ধ সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তাদের দু’জনকে বর্ণনার ক্ষেত্রে চেনা যায় না।

মোটকথা ; হাদীসটির সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

মানাবী "আলফাইয" গ্রন্থে সাদা স্থান ছেড়ে দিয়ে হাদীসটির ব্যাপারে কোন কিছুই বলেননি। আর "আত্‌তাইসীর" গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

١٧٣٨. (إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا، فَلْيُتَرِّبْهُ، فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ (وَفِيْ التُّرَابِ بَرَكَةٌ).

১৭৩৮। তোমাদের কেউ যখন কিতাব লিখবে তখন সে যেন তাতে মাটি লাগিয়ে নেয়, কারণ তা প্রয়োজন মিটাতে সর্বাপেক্ষা সফলকারী। [আর মাটির মধ্যে বরকত রয়েছে]।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী (২/১১৯), ওকাইলী "আয্‌যু‘য়াফা" গ্রন্থে (১০৪), ও আবূ নু‘য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/২৩৮) হামযাহ্ ইবনু আবী হামযাহ্ সূত্রে আবুয যুবায়ের হতে, তিনি জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ...।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি মুনকার। আমরা হাদীসটিকে একমাত্র আবুয যুবায়ের সূত্রেই চিনি। আর হামযা হচ্ছেন নাসীবী-তিনি য‘ঈফুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি: বরং তিনি মাতরূক, জাল করার দোষে দোষী যেমনটি "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

ওকাইলী বলেন: ভালো সনদে এ হাদীসটি সংরক্ষিত হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি: ইমাম তিরমিযী যে বলেছেন: আমরা এটিকে চিনি না ...। তার এ কথা এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, তিনি যতটুকু জানতে সক্ষম হয়েছেন। কারণ আবুয যুবায়ের হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে উমার ইবনু আবী উমার এবং আবূ আহমাদ তার (আবূ হামযার) মুতাবা‘য়াত করেছেন।

আর তিনি হচ্ছেন দুর্বল যেমনটি হাফিয যাহাবী ও আসকালানী বলেছেন।

হাদীসটির সনদে আরেকটি সমস্যা রয়েছে। সেটি হচ্ছে আবুয যুবায়ের কর্তৃক আন্‌আন করে বর্ণনা করা। আর তিনি হচ্ছেন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী।

আমি হাদীসটির আরেকটি শাহেদ পেয়েছি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস হতে মারফূ' হিসেবে।

এটিকে ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (১০/২) বাকিয়্যাহ্ সূত্রে ইবনু আইয়্যাশ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আম্‌র হতে, তিনি আবূ সালামাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি এটিকে ইবনু আইয়্যাশের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন আর তিনি হচ্ছেন ইসমা'ঈল, তিনি তার জীবনীর শেষপ্রান্তে বলেছেন:

এ হাদীসগুলো হিজাজীদের হাদীসের অন্তর্ভুক্ত যেমন ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ, মুহাম্মাদ ইবনু আম্‌র ... ... এবং ইরাকীদের হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। আর হাদীসটিকে ইবনু আইয়্যাশ তাদের থেকেই বর্ণনা করেছেন। এ কারণে হাদীসটি ভুল হওয়া থেকে মুক্ত নয়। কারণ শামীদের থেকে বর্ণনাকৃত তার (ইবুন আইয়্যাশের) হাদীস, যখন তার (ইবনু আইয়্যাশ) থেকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বর্ণনা করবে তখন সঠিক, অন্যদের থেকে সঠিক নয়। মোটকথা ইসমা'ঈল ইবনু আইয়্যাশ হতে শামীরা বর্ণনা করলে তার হাদীস লিখা যাবে এবং তার থেকে শামীদের বর্ণনাকৃত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে।

আমি (আলবানী) বলছি: এ হাদীসটি হিজাজীদের থেকে তার বর্ণনাকৃত হাদীস। অতএব এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। এ ছাড়াও তার থেকে এর বর্ণনাকারী বাকিয়্যাহ্ (দুর্বল) হওয়ার কারণে (গ্রহণ করা যাবে না), যিনি আন্‌আন করে বর্ণনা করেছেন।

এ বাকিয়্যার আরেকটি সনদ রয়েছে এবং ভিন্ন ভাষা রয়েছে। সেটি হচ্ছে:

١٧٣٩. (تَرِّبُوْا صُحُفَكُمْ أَنْجَحُ لَهَا، إِنَّ التُّرَابَ مُبَارَكٌ).

১৭৩৯। তোমরা তোমাদের পাত্রগুলোকে মাটি মিশ্রিত কর তাহলে তা হবে সেগুলোর জন্য সফলতার কারণ। কারণ মাটি হচ্ছে বরকতপূর্ণ।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে আবূ বাক্‌র ইবনু আবী শাইবাহ্ "আলআদাব" গ্রন্থে (১১/১৫২/১) এবং তার থেকে ইবনু মাজাহ্ (৩৭৭৪) ইয়াযীদ ইবনু হারূন হতে, তিনি বাকিয়্যাহ্ হতে, তিনি আবূ আহমাদ দেমাস্কী হতে, তিনি আবূয যুবায়ের হতে, তিনি জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (২/২৪২), ইবনু আসাকির (১৩/১৭৪/২) ও যিয়া আলমাকদেসী "আলমুখতারাহ্" গ্রন্থে (১০/৯৯/২) আম্মার ইবনু মুযারা আবূ ইয়াসার হতে, তিনি বাকিয়্যাহ্ হতে, তিনি উমার ইবনু আবী উমার হতে, তিনি আবুয যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

এভাবেই হাদীসটিকে মুখাল্লেস "আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত" গ্রন্থে (১/৬৯) বর্ণনা করেছেন। ইবনু আসাকির বলেন: দারাকুতনী বলেন: বাকিয়্যাহ উমার ইবনু আবূ উমার হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী হাদীসটিকে (২/৪৩) আহমাদ ইবনু আবূ ইয়াহ্ইয়া বাগদাদী হতে বর্ণনা করে বলেন:

আমি আহমাদ ইবনু হাম্বালকে জেলখানায় ইয়াযীদ ইবনু হারূনের হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেন: এটি মুনকার। বাকিয়্যাহ্ যা কিছু বুহায়ের, সাফওয়ান এবং নির্ভরযোগ্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন তা লিখা যাবে। আর তিনি যা কিছু অপরিচিত মাজহূলদের থেকে বর্ণনা করেছেন তা লিখা যাবে না।

অতঃপর হাদীসটিকে ইবনু আবী শাইবাহ্ ইয়াযীদ হতে, তিনি আবূ শাইবাহ্ হতে, তিনি এক ব্যক্তি হতে, তিনি শা'বী হতে মারফূ' হিসেবে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি আরো আবূ আকীল হতে, তিনি আবূ সালামাহ্ ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার হতে বর্ণনা করেছেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: ... মওকূফ হিসেবে।

হাদীসটি সেই সব হাদীসগুলোর একটি যেগুলো "আলমিশকাত" গ্রন্থে (৪৬৫৭) উল্লেখ করা হয়েছে আর কাযবীনী বানোয়াট হিসেবে হুকুম লাগিয়েছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার তার প্রতিবাদ করে মিশকাতের শেষে তার রিসালার মধ্যে বলেন: এটিকে আবুয যুবায়ের হতে দু'টি সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলেছেন: অন্য সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে এটির উপর বানোয়াটের বিধানারোপ করা যায় না।

١٧٤٠. (إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى أَحَدٍ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ).

১৭৪০। তোমাদের কেউ যখন কারো উদ্দেশ্যে লিখবে তখন সে যেন তার নিজেকে দিয়ে শুরু করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্ববারানী আর তার থেকে ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (১০/১৪২-১৪৩) মুহাম্মাদ ইবনু হারূন ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু বাক্কার

ইবনু বিলাল দেমাস্কী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ মুহাম্মাদ বাশীর ইবনু আবান ইবনু বাশীর ইবনুন নু'মান ইবনু বাশীর ইবনু সা'দ আনসারী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

মারওয়ান ইবনুল হাকাম নু'মান ইবনু বাশীরের নিকট লিখলেন তিনি তার ছেলে আব্দুল মালেক ইবনু মারওয়ানের বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছেন নু'মানের মেয়ে উম্মু আবানের সাথে। তার নিকট তার লিখার প্রথমে ছিল:

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

মারওয়ান ইবনুল হাকাম হতে নু'মান ইবনু বাশীরের নিকট, আস সালামু আলাইকুম ....।

নু'মান চিঠি পাঠ করে তার উদ্দেশ্যে উত্তরে লিখলেন:

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

নু'মান ইবনু বাশীর হতে মারওয়ান ইবনুল হাকামের নিকট। আমি আমার নাম দিয়ে শুরু করলাম রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাতের উপর আমল করার স্বার্থে। কারণ আমি রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। এটিকে ইবনু আসাকির বাশীর ইবনু আবানের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন এবং তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। তাকে তার দাদার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। তার পিতার নাম হচ্ছে নু'মান ইবনু আবান ইবনু বাশীর ইবনুন নু'মান ইবনু বাশীর... আনসারী, আর তার জীবনী পাচ্ছি না।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ত্বাবারানীর "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী বলেছেন: এর মধ্যে মাজহূল (অপরিচিত) এবং দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: বাশীর ইবনু আবান অথবা তার পিতা মাজহূল (অপরিচিত)। আর দুর্বল? আমি জানি না সে কে? কারণ মুহাম্মাদ ইবনু হারূণকে "আলমীযান" এবং "আললিসান" গ্রন্থে পাচ্ছি না। অন্য গ্রন্থেও তার জীবনী দেখছি না।

আর তার পিতা হারূণ ইবনু মুহাম্মাদ সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন: তিনি সত্যবাদী। নাসাঈ বলেন: তার ব্যাপারে সমস্যা নেই।

হাদীসটির একটি শাহেদ রয়েছে। তবে তার সনদে ধ্বংসপ্রাপ্ত বর্ণনাকারী রয়েছেন। সেটি (২৭০৩) নম্বরে আসবে।

١٧٤١. (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ مِفْتَاحُ كُلِّ كِتَابٍ).

১৭৪১। বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম প্রতিটি গ্রন্থের চাবি।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে খাতীব বাগদাদী ‘‘আলজামে‘’’ গ্রন্থে যেমনটি ‘‘আলমুনতাকা মিনহু’’ গ্রন্থে (১/১৯) এসেছে ‘আলী ইবনুল ‘আব্বাস হতে, তিনি ‘আব্বাদ ইবনু ই‘য়াকূব হতে, তিনি উমার ইবনুল মুস‘য়াব হতে, তিনি ফুরাত ইবনু আহনাফ হতে, তিনি আবূ জা‘ফার মুহাম্মাদ ইবনু ‘আলী হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি খুবই দুর্বল। ধারাবাহিকভাবে দুর্বল এবং সমস্যা জর্জরিত বর্ণনাকারী থাকার কারণে। এটি মুরসাল অথবা মু‘যাল হওয়া সত্ত্বেও এর সনদ হতে কমপক্ষে সহাবী এবং তাবে‘ঈকে ফেলে দেয়া হয়েছে। আর আবূ জা‘ফার বাকেরের নিচের বর্ণনাকারীগণ সমালোচিত:

১। ফুরাত ইবনু আহনাফকে হাফিয যাহাবী ‘‘আয্‌যু‘য়াফা অলমাতরূকীন’’ গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তাকে নাসাঈ প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

২। উমার ইবনু মুস‘য়াবকে ওকাইলী অতঃপর যাহাবী ‘‘আয্‌যু‘য়াফা’’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

৩। ‘আব্বাদ ইবনু ই‘য়াকূব হচ্ছেন রুওয়াযেনী, হাফিয যাহাবী ‘‘আলমীযান’’ গ্রন্থে বলেন:

তিনি চরমপন্থী শিয়া এবং বিদ‘আতের প্রধান, তবে তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে সত্যবাদী। ইমাম বুখারী তার থেকে তার ‘‘সহীহ্’’ গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন তবে অন্যের সাথে মিলিয়ে।

তিনি (যাহাবী) ‘‘আয্‌যু‘য়াফা’’ গ্রন্থে বলেন: ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি রাফেযী দা‘ঈ।

৪। ‘আলী ইবনু ‘আব্বাসকে আমি চিনি না।

١٧٤٢. (أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ خَيْرُ الْأَوَّلِيْنَ، وَخَيْرُ الْآخِرِيْنَ، وَخَيْرُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ، وَخَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ، إِلاَّ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ).

১৭৪২। আবূ বাক্‌র ও উমার প্রথম যুগের লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং সর্বশেষ যুগের লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম। আসমানবাসীর মধ্যে সর্বোত্তম, যমীনবাসীর মধ্যে সর্বোত্তম। তবে নাবী এবং রসূলগণ ব্যতীত।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৬২) ও খাতীব বাগদাদী "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (৫/২৫৩) জাবরূন ইবনু অকেদ সূত্রে মাখলাদ ইবনু হুসাইন হতে, তিনি হিশাম হতে, তিনি মুহাম্মাদ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

ইবনু আদী হাদীসটিকে জাবরূনের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন তার অন্য একটি হাদীসের সাথে। অতঃপর বলেছেন: আমি তার এ দু'টি হাদীস ছাড়া অন্য কোন হাদীস চিনি না আর এ দু'টাই মুনকার।

হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন: তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। কারণ তিনি লজ্জা কম .... মর্মে বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেন।

তিনি তার এ হাদীসটি এবং আলোচ্য হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন: এ দুটিই বানোয়াট।

হাফিয ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে তা স্বীকার করেছেন।

অন্য হাদীসটি "মিশকাত" গ্রন্থে (১৯৫) উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে আমি সেটি সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

আমি (আলবানী) বলছি: আমি তার আরেকটি সূত্র পেয়েছি। যেটিকে দাইলামী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (১/১/৭৮) সারিউ ইবনু ইয়াহ্ইয়া সূত্রে তার পিতা হতে, তিনি মাখলাদ ইবনুল হুসাইন হতে, সংক্ষেপে নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

"আবূ বাক্‌র ও উমার আসমান ও যমীনবাসীর মধ্যে সর্বোত্তম এবং কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত যারা অবশিষ্ট থাকবে তাদের মধ্যেও সর্বোত্তম।"

কিন্তু সারিউর পিতা ইয়াহ্ইয়াকে আমি চিনি না। সম্ভবত তিনিই এ সনদের সমস্যা। আর তার ছেলে নির্ভরযোগ্য।

١٧٤٣. (أَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ سَيِّدُ فِتْيَانِ أَهْلِ الْجَنَّةِ).

১৭৪৩। আবূ সুফইয়ান ইবনুল হারেস জান্নাতী যুবকদের সরদার।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু সা'দ "আত্‌ত্বাবাকাত" গ্রন্থে (৪/৫৩) ও হাকিম (৩/২৫৫) হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ সূত্রে হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, ইমাম

মুসলিমের বর্ণনাকারী। কিন্তু সনদটি মুরসাল। আর বাহ্যিকভাবে হাদীসটি নাবী (ﷺ)-এর নিম্নোক্ত বাণীর বিরোধী:

"হাসান এবং হুসাইন জান্নাতী যুবকদের সরদার।"

এটি "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (৭৯৬) বর্ণিত হয়েছে।

١٧٤٤. (أَبُوْ هُرَيْرَةَ وِعَاءُ الْعِلْمِ).

১৭৪৪। আবূ হুরাইরাহ্ হচ্ছে জ্ঞানের ভাণ্ডার।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে হাকিম (৩/৫০৯) যায়েদ আলআম্মী হতে, তিনি আবূস সিদ্দীক নাজী হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: হাকিম ও হাফিয যাহাবী এ হাদীসটির ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। সম্ভবত দুর্বলতা স্পষ্ট হওয়ার কারণে। কারণ এ যায়েদ হচ্ছেন ইবনুল হাওরী আবুল হাওরী। হাফিয যাহাবী তাকে "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি শক্তিশালী নন।

আর হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল।

١٧٤٥. (أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَأَرَانِي بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِي تَدْخُلُ مِنْهُ أُمَّتِي. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَكَ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَمَا إِنَّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ! أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي).

১৭৪৫। আমার নিকট জীবরীল (আলাইহিস সালাম) এসে আমার হাত ধরলেন। অতঃপর আমাকে জান্নাতের সেই দরজা দেখালেন যে দরজা দিয়ে আমার উম্মাত প্রবেশ করবে। তখন আবূ বাক্‌র বললেন: হে আল্লাহর রসূল! আমি চাচ্ছি আমি আপনার সাথে থেকে তা দেখব। তিনি বললেন: হে আবূ বাক্‌র! তুমি আমার উম্মাতের মধ্য হতে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ দাউদ (২/২৬৫), ইবনু শাহীন "আসসুন্নাহ্" গ্রন্থে (নং ২১) ও হাকিম (৩/৭৩) আবূ খালেদ দালানী সূত্রে আবূ জা'দার দাস আবূ খালেদ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

হাকিম বলেন: শাইখাইনের শর্তানুযায়ী এটি সহীহ্। আর হাফিয যাহাবী

তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন!

তাদের দু’জনের এটি ধারণার উপর নির্ভরশীল কথা। কারণ বর্ণনাকারী এ দালানী ও তার শাইখ হতে বুখারী এবং মুসলিম কিছুই বর্ণনা করেননি। এ ছাড়াও প্রথমজন দুর্বল। তাকে হাফিয যাহাবী “আয্‌যু‘য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: ইমাম আহমাদ বলেন: তার ব্যাপারে সমস্যা নেই। ইবনু হিব্বান বলেন: জঘন্য ধরনের সন্দেহ পোষণকারী। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা না-জায়েয।

হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী বহুভুলকারী এবং তিনি তাদলীস করতেন।

আর তাদের দু’জনের দ্বিতীয়জন মাজহূল (অপরিচিত) যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন। বরং হাফিয যাহাবী নিজেই বলেছেন: তাকে চেনা যায় না।

١٧٤٦. (أَتَانِيْ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي وَرَبَّكَ يَقُوْلُ لكَ: تَدْرِي كَيْفَ رَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ؟ قُلْتُ: الله أعْلَمُ، قال: لا أُذْكَرُ، إلاَّ ذُكِرْتَ مَعِيْ).

১৭৪৬। আমার নিকট জীবরীল আসলেন। অতঃপর বললেন: আমার প্রতিপালক এবং আপনার প্রতিপালক আপনাকে বলছেন: তুমি কি জান কিভাবে তোমার স্মরণকে উঁচু করেছি? আমি বললাম: আল্লাহই বেশী জানেন। তিনি বললেন: আমাকে যখনই উল্লেখ (স্মরণ) করা হয়েছে তখনই আপনাকে আমার সাথে উল্লেখ (স্মরণ) করা হয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবূ ই‘য়ালা তার “মুসনাদ” গ্রন্থে, ইবনু হিব্বান (১৭৭২), ইবনু জারীর তার “তাফসীর” গ্রন্থে (৩০/২৩৫), আবূ বাক্‌র নাজ্জাদ ফাকীহ্ “আর রাদ্দু ‘আলা মাঁই ইয়াকুলু: আলকুরআনু মাখলূকুন” গ্রন্থে (ক্বাফ ‘/৯৬) ও ইবনুন নাজ্জার “যাইলুত তারীখ” গ্রন্থে (১০/২৯/২) আবুস সাম্‌হ হতে, তিনি আবূল হাইসাম হতে, তিনি আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আবুস সামহের কারণে এ সনদটি দুর্বল। তার নাম হচ্ছে দার্‌রাজ। কারণ তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। যেমনটি বারবার পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

হাফিয ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন:

তিনি সত্যবাদী। আবুল হাইসাম হতে তার হাদীসে দুর্বলতা রয়েছে।

١٧٤٧. (اتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوْكُمْ، فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يَسْلُبُ أُمَّتِي مَا خَـوَّلَهُمُ اللَّهُ عزوجل بَنُوْ قَنْطُورَاءَ مِنْ كُرْكُرَا).

১৭৪৭। তোমরা তুর্কীদের ছেড়ে দাও যে ব্যাপারে তারা তোমাদেরকে ছেড়ে দিয়েছে। কারণ আমার উম্মাত সর্বপ্রথম সেই বস্তুর অধিকারী হবে যা কুরকুরার বানূ কানতূরাকে আল্লাহ্ তা'আলা দান করেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ত্ববারানী (৩/৭৬/১) ও খাল্লাল "ফী আসহাবি ইবনু মান্দা" গ্রন্থে (২/১৫২) উসমান ইবনু ইয়াহ্ইয়া কারকাসানী হতে, তিনি আব্দুল মাজীদ ইবনু আব্দুল আযীয ইবনু আবূ রাওয়াদ হতে, তিনি মারওয়ান ইবনু সালেম জাযারী হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি যায়েদ ইবনু ওয়াহাব ও শাকীক্ব ইবনু সালামাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আর আবূ জা'ফার তূসী শী'ঈ "আলআমালী" গ্রন্থে (পৃ ৪) মারওয়ান ইবনু সালেম হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি আবূ অইল এবং যায়েদ ইবনু ওয়াহাব হতে, তিনি হুযাইফাহ্ ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: দুর্বল হওয়ার দিক থেকে এ সনদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত তিন কারণে:

(১) বর্ণনাকারী আলজাযারী সম্পর্কে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও আবূ হাতিম বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস।

আবূ আরূবাহ্ হার্‌রানী বলেন: তিনি হাদীস জালকারী।

(২) বর্ণনাকারী আব্দুল মাজীদ ইবনু আব্দুল আযীয ইবনু আবূ রাওয়াদ সম্পর্কে মতভেদ করা হয়েছে। "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে তিনি সত্যবাদী ভুলকারী। তিনি মুরযেয়া ছিলেন। ইবনু হিব্বান তার ব্যাপারে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে বলেন: তিনি মাতরুক।

(৩) আরেক বর্ণনাকারী উসমান ইবনু ইয়াহ্ইয়া কারকাসানীর জীবনী পাচ্ছি না।

হাইসামী "আলমাজমা'" গ্রন্থে (৭/৩১২) বলেন:

এটিকে ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" এবং "আলআওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে উসমান ইবনু ইয়াহ্ইয়া কারকাসানী রয়েছেন

আমি তাকে চিনি না। আর অন্য বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ বর্ণনাকারী।

কিন্তু তিনি বড় সমস্যার ব্যাপারে অজ্ঞই রয়ে গেছেন। সেটি হচ্ছে আলজাযারী। অথচ তিনি অন্যত্র তার সম্পর্কে ঠিকই বলেছেন। তিনি (৫/৩০৪) বলেছেন: এটিকে ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন আর এর সনদে মারওয়ান ইবনু সালেম রয়েছেন। তিনি মাতরূক।

মানাবী এ দু'টি বর্ণনার পরে বলেছেন:

সামহূদী বলেন: সমালোচনা শুধুমাত্র "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থের সনদ নিয়ে। "আলমু'জামুল আওসাত" ও "আস্সাগীর" গ্রন্থের সনদ দু'টি হাসান পর্যায়ের এবং এ দু'সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। ... এ কারণে ইবনুল জাওযী কর্তৃক হাদীসটির ব্যাপারে বানোয়াটের হুকুম লাগানো সঠিক হয়নি এমতাবস্থায় যে, যিয়া এর একটি অংশ উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তার এ বক্তব্যের ব্যাপারে কয়েক দিক থেকে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে:

(১) ইমাম ত্ববারানী "আস্সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেননি। আমি এ সম্পর্কে লোকদের মধ্যে বেশী জানি। কারণ এ গ্রন্থ সহাবীগণের মুসনাদের ভিত্তিতে সাজিয়েছি। অতঃপর আমি তাদের হাদীসগুলোকে অক্ষরের ভিত্তিতে সাজিয়েছি। অতএব "আস্সাগীর" গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেয়া ধারণা মাত্র।

(২) সামহূদী কর্তৃক হাসান আখ্যা দেয়া গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তার এ কথা হাইসামী যা দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেছেন তা বিরোধী। কারণ তিনি বলেছেন: "আলআওসাত" গ্রন্থেও (৫৬৩৪) বর্ণনাকারী মারওয়ান ইবনু সালেম রয়েছেন আর তিনি মাতরূক। আর তিনি সামহূদীর চেয়ে এ ব্যাপারে বেশী জানেন।

(৩) ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে বানোয়াট আখ্যা দিয়ে সঠিকই করেছেন। কারণ মারওয়ান ইবনু সালেম জাল করার দোষে দোষী। অতএব সামহূদী কর্তৃক সমালোচনার কোন যৌক্তিকতা নেই।

আর যিয়া যে অংশটুকু উল্লেখ করেছেন সে অংশের উপর আসলেই বানোয়াটের হুকুম লাগানোর কোন সুযোগ নেই। এর কতিপয় শাহেদ থাকার কারণে। যেগুলোর কিছু কিছু হাইসামী উল্লেখ করেছেন। যে চাই সে যেন তা দেখে নেই।

উল্লেখ মানাবীও আলোচ্য হাদীসটির ব্যাপারে "আত্তাইসীর" গ্রন্থে বলেছেন: এটি দুর্বল। মারওয়ান ইবনু সালেম দুর্বল হওয়ার কারণে। তিনি ত্ববারানীর তিন মু'জামের উদ্ধৃতি দেয়ার পর এ কথা বলেছেন।

١٧٤٨. (استاكوا، لا تأتوني قلحا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة).

১৭৪৮। তোমরা মেসওয়াক কর, আমার নিকট ময়লাযুক্ত লাল বর্ণ দাঁত নিয়ে আসবে না। আমি যদি আমার উম্মাতের উপর মুশকিল মনে না করতাম তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে প্রতিটি সলাতের সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ প্রদান করতাম।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে খাতীব বাগদাদী "আল'জামে'" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১৯) ইয়াহ্ইয়া ইবনু আব্দুল হামীদ হতে, তিনি কাইস ইবনুর রাবী' হতে, তিনি 'ঈসা যার্‌রাদ হতে, তিনি তাম্মাম ইবনু মা'বাদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। ইয়াহ্ইয়া ইবনু আব্দুল হামীদ হচ্ছেন হুমানী, তিনি এবং কাইস ইবনুর রাবী' তারা উভয়েই তাদের হেফযের দিক থেকে দুর্বল। আর 'ঈসা যার্‌রাদ এবং তাম্মাম ইবনু মা'বাদের জীবনী আমি পাচ্ছি না।

হাদীসটিকে সুফইয়ান আবূ আলী যার্‌রাদ হতে, তিনি জা'ফার ইবনু তাম্মাম ইবনু আব্বাস হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: তারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে আসলে তিনি তাদেরকে বললেন: আমি তোমাদেরকে এমতাবস্থায় কেন দেখছি যে, তোমরা আমার নিকট ময়লাযুক্ত লাল বর্ণ দাঁত নিয়ে এসেছো?! তোমরা মেসওয়াক কর, ...।

এটিকে ইমাম আহমাদ (১/২১৪) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি মুরসাল। তাম্মাম ইবনুল আব্বাসকে ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য তাবে'ঈনদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

আর হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তা'জীল" গ্রন্থে আবূ আলী যার্‌রাদের জীবনী উল্লেখ করে বলেছেন: আবূ আলী ইবনুস সাকান বলেন: তিনি মাজহূল।

হাদীসটিকে আহমাদ শাকের সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আমি (আলবানী) তার সহীহ্ আখ্যা প্রদানকে গ্রহণ করছি না। কারণ সকলের ঐক্যমত্যে হাদীসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। আর শাইখ আহমাদ শাকের এমন কোন প্রমাণ উল্লেখ করেননি যে, তার দ্বারা

বিভিন্নভাবে সংঘটিত ইযতিরাবের কোন একটিকে প্রাধান্য বা অগ্রাধিকার দেয়া সম্ভব।

হাঁ, আমি একটি শাহেদ পেয়েছি, যেটিকে আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/১৪৮) 'আলা ইবনু আবুল 'আলা হতে, তিনি মারদাস হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আ'নহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এ 'আলাকে আমি চিনি না। আর মারদাস সম্ভবত তিনিই যাকে "আলমীযান এবং "আললিসান" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে:

মারদাস ইবনু আদইয়াহ্ আবূ বিলাল। তিনি তাবে'ঈ, তাকে বড় খারেজীদের মধ্যে গণ্য করা হয়।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উল কাবীর" গ্রন্থে (১/৯৬/১) দারাকুতনীর "আলআফরাদ" গ্রন্থের বর্ণনায় আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আ'নহু) হতে উল্লেখ করেছেন। আর "আলফাতহুল কাবীর" গ্রন্থে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আ'নহু) হতে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত বিকৃত করা হয়েছে। আর হাকীমের বর্ণনায় তাম্মাম ইবনুল আব্বাস হতে বর্ণিত হয়েছে। আর "আলফাতহ্" গ্রন্থে হাকীম ও ইবনু আসাকির কর্তৃক তাম্মামের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বেশী ভাল জানেন।

এতো সব কথা ও আলোচনা শুধুমাত্র হাদীসটির প্রথম অংশ নিয়ে: (তোমরা মেসওয়াক কর, আমার নিকট ময়লাযুক্ত লাল বর্ণ দাঁত নিয়ে আসবে না।) কারণ দ্বিতীয় অংশ সহীহ্। বরং দ্বিতীয় অংশ মুতাওয়াতির সূত্রে বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ গ্রন্থে একদল সহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে। যার কিছুকে আমি "আলইরওয়া" গ্রন্থে (৭০) এবং "সহীহ্ আবী দাউদ" গ্রন্থে (৩৬, ৩৭) তাখরীজ করেছি।

١٧٤٩. (كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى الرُّطَبِ مَا دَامَ الرُّطَبُ، وَعَلَى التَّمْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ رُطَبٌ، وَيَخْتِمُ بِهِنَّ، وَيَجْعَلُهُنَّ وِتْراً ثَلاَثاً أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً).

১৭৪৯। কাঁচা খেজুর থাকলে কাঁচা খেজুর দিয়ে আর কাঁচা খেজুর না থাকলে খেজুর দিয়ে ইফতার করা তাঁকে আশ্চর্যান্বিত করত এবং ইফতার শেষ করতেন খেজুর দ্বারাই এবং তিনি বিজোড় হিসেবে তিনটি অথবা পাঁচটি অথবা সাতটি খেজুর গ্রহণ করতেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ বাক্র শাফে'ঈ "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/১০৫) এবং তার সূত্রে খাতীব বাগদাদী "আত্তারীখ" গ্রন্থে (৩/৩৫৪) আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইবনু হারূন ইবনু 'ঈসা আযদী হতে, তিনি হাকাম ইবনু মূসা হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ হাররানী হতে, তিনি ফাযারী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে এ ফাযারী। তার নাম মুহাম্মাদ ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ আরযামী। তিনি মাতরূক যেমনটি হাফিয ইবনু হাজারের "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

আর আবূ বাক্র শাফে'ঈর শাইখের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। খাতীব বাগদাদী বলেন: তিনি কতিপয় সঠিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর দারাকুতনী বলেন: তিনি শক্তিশালী নন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি যে শক্তিশালী নন তাই বুঝা যায় "আলমীযান" "আযযাইলু আলাইহি" এবং "আললিসান" গ্রন্থ হতে কারণ তারা তাকে উল্লেখ করেননি।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (২/২৮১) মুহাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ সূত্রে বর্ণনা করে বলেছেন: মুহাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ হাররানী- মুহাম্মাদ ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ আরযামী হতে তার অধিকাংশ বর্ণনার ক্ষেত্রে বলেছেন: 'ফাযারী হতে'। তিনি দুর্বল হওয়ার কারণে তার নাম (মুহাম্মাদ ইবনু ওবাইদুল্লাহ্) উল্লেখ করেননি। আবার কখনও কখনও তার নাম উল্লেখ করে বংশ পরিচয় দিয়েছেন। ইবনু আদী বলেন: হাদীসটি নিরাপদ নয়। আর আরযামীর অধিকাংশ বর্ণনা নিরাপদ নয়।

١٧٥٠. (كَانَ يَتَنَوَّرُ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ وَيُقَلِّمُ أَظَافِرَهُ فِي كُلِّ خَمْسِ عَشَرَةَ).

১৭৫০। তিনি প্রত্যেক মাসে নিম্নের চুল দূর করার নাওরাহ্ ব্যবহার করতেন। আর তাঁর নখ কাটতেন প্রত্যেক পনেরো দিনে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে খাতীব "আলজামে'"-র "আসসাদেস" এর মধ্যে যেমনটি "আলমুনতাকা মিনহু" গ্রন্থে (২/১৯), আর তার থেকে ইবনু আসাকির (১৫/৩৩৮/১-২) হিলাল ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার আলহাফ্ফার হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু মুহাম্মাদ সফ্ফার হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সালেহ্ আন্নাতী হতে, তিনি আব্বাস ইবনু উসমান মু'য়াল্লিম হতে, তিনি অলীদ

হতে, তিনি আব্দুল আযীয ইবনু আবূ রাওয়াদ হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: খাতীব "আত্তারীখ" গ্রন্থে (১৩/৭৫) এ হিলালের জীবনী উল্লেখ করে বলেছেন:

তার থেকে লিখেছি, তিনি সত্যবাদী ছিলেন।

আর ইসমা'ঈল সফ্ফার নির্ভরযোগ্য যেমনটি "আলমীযান" গ্রন্থে এসেছে।

অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ ইবনু সালেহ্ আনমাতী এবং আব্বাস ইবনু উসমান আলমু'য়াল্লিম এরা সকলেই নির্ভরযোগ্য। তবে শেষোক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে সামান্য সমালোচনা রয়েছে।

আর অলীদ ইবনু মুসলিম বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তিনি তাদলীসুত তাসবিয়্যাহ্ করতেন। যদি এরূপ না হতো তাহলে এ হাদীসটির সনদকে ভালো বলে হুকুম প্রদান করতাম। কারণ আব্দুল আযীয ইবনু আবূ রাওয়াদ সত্যবাদী, কখনও কখনও সন্দেহ্ করতেন। তার দ্বারা ইমাম মুসলিম দলীল গ্রহণ করেছেন।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে শুধুমাত্র ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

মানাবী কোন হুকুম না লাগিয়ে খালী জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। আর সুয়ূতী "আলহাবী" গ্রন্থে (১/৩৪১) দৃঢ়তার সাথে এর সনদকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

١٧٥١. (الْبَادِئُ بِالسَّلَامِ بَرِيءٌ مِنَ الصَّرْمِ).

১৭৫১। প্রথমে সালাম প্রদানকারী সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে নিরাপদে থাকবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলয়্যাহ্" গ্রন্থে (৭/১৩৪, ৯/২৫) আব্দুর রহমান ইবনু উমার রাসতাহ্ হতে, তিনি ইবনু মাহ্দী হতে, তিনি সুফইয়ান হতে, তিনি আবূ ইসহাক হতে, তিনি আবুল আহ্ওয়াস হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

তিনি এটিকে রাস্তাহ্ হতে দু'টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আব্বাস ইবনুল

ফায্ল আসফাতী যে দু'টি সূত্রের বিরোধিতা করে বলেছেন: রাস্তাহ্ আসবাহানী আমাদেরকে হাদীসটি বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। তবে তিনি "আসসারম্" শব্দের স্থলে "আলকিব্র" শব্দ বলেছেন।

এটিকে খাতীব বাগদাদী "আলজামে'" গ্রন্থের "জুযউস সাবে'"-এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন যেমনটি "আলমুনতাকা মিনহু" গ্রন্থে (২/১৯) উল্লেখ করা হয়েছে।

এ আসফাতীকে আমি চিনি না। তিনি "আলমু'জামুস সাগীর" ও "আলমু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে ত্ববারানীর শাইখদের অন্তর্ভুক্ত। তার এতে চব্বিশটি হাদীস রয়েছে।

ইবনুল আসীর তাকে "আললুবাব" গ্রন্থে (১/৫৪) উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

তার এ ভাষা শায অথবা মুনকার, দু'টি সূত্রের বিরোধী হওয়ার কারণে।

অতঃপর আবূ নু'য়াইম বলেন: এটি গারীব। আব্দুর রহমান ইবনু মাহ্দী সাওরী হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি অন্যত্র বলেন: আবূ ইসহাক হতে সাওরীর এ হাদীস গারীব। যেন এটি নিরাপদ নয়।

প্রসিদ্ধি লাভ করে সেটি যেটিকে হাবীব ইবনুল হাসান বর্ণনা করেছেন ইউসুফ কাযী হতে, তিনি ইবনু আবূ বাক্র হতে, তিনি ইবনু মাহ্দী হতে, তিনি সুফইয়ান হতে, তিনি আবূ কায়েস হতে, তিনি আম্র ইবনু মাইমূন হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে তার মত করে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: প্রথম সনদটি আমার নিকট বেশী শক্তিশালী। যদি দু'টি সমস্যা না থাকত:

(১) তারা রাস্তার জীবনীতে বলেছেন যে, তার অনেক হাদীস গারীব।

(২) আবূ ইসহাক সুবায়'ঈ মুদাল্লিস। তিনি আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন।

মানাবী হাদীসটির এক আজব সমস্যা বর্ণনা করে বলেছেন: এর সনদে আবূল আহওয়াস রয়েছেন। ইবনু মা'ঈন তার সম্পর্কে বলেন: তিনি কিছুই না। আর হাফিয যাহাবী তাকে "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আর তিনি "আত্তাইসীর" গ্রন্থে সার সংক্ষেপ উল্লেখ করে বলেছেন: এর সনদে আবুল আহওয়াস রয়েছেন। তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: এটা মারাত্মক ভুল। কারণ এ হাদীসের মধ্যে এ আবুল আহওয়াস তিনি নন যাকে হাফিয যাহাবী দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেছেন এর নাম এবং ন্যায়পরায়ণতার বিষয়টি অজ্ঞাত। হাফিয যাহাবীর পূর্ণাঙ্গ কথা হচ্ছে এই যে, "তার থেকে যুহ্‌রী ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি"।

আপনি দেখছেন যে, এ হাদীসটি তার থেকে আবূ ইসহাকের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। আর আবুল আহওয়াস তিনিই যার থেকে আবূ ইসহাক বর্ণনা করেন। তিনি হচ্ছেন আউফ ইবনু মালেক জাশমী। তিনি নির্ভরযোগ্য ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী। আবূ ইসহাক যদি আবুল আহওয়াস থেকে শ্রবণ করাকে স্পষ্ট করতেন তাহলে এ হাদীসটির অবস্থা ভালই হতো।

১৭৫২. (إِسْمَاعُ الأَصَمِّ صَدَقَةٌ).

১৭৫২। বধিরকে শুনানো হচ্ছে সাদাকাহ।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে মাক্কী মুয়াযযিন তার "হাদীস" গ্রন্থে (১/২৩৮) ও মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহাব মাকদেসী "আলমুনতাকা মিন হাদীসে আবী আলী আউকী" গ্রন্থে (১/২) আহমাদ ইবনু হাবীব নাহারওয়ানী হতে, তিনি আবূ আইউব আহমাদ ইবনু আব্দুস সামাদ হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু কায়েস ইবনু সা'দ হতে, তিনি আবূ হাযেম হতে, তিনি সাহ্‌ল ইবনু সা'দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই খাতীব "আলজামে'" গ্রন্থে যেমনটি "আলমুনতাকা মিনহু" গ্রন্থে (১/২০) এসেছে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এর মধ্যে তিনটি সমস্যা রয়েছে:

(১) বর্ণনাকারী ইসমা'ঈল ইবনু কায়েস ইবনু সা'দ রয়েছেন। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও দারাকুতনী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস।

ইবনু আদী তার কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশই মুনকার।

(২) বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনু আব্দুস সামাদের একটি হাদীস হাফিয যাহাবী উল্লেখ করার পর বলেছেন: তাকে চেনা যায় না, আর হাদীসটি মুনকার।

(৩) আর আরেক বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনু হাবীব নাহারওয়ানীর জীবনী আমি পাচ্ছি না।

١٧٥٣. (أَتَانِي جِبْرِيلُ عليه السلام، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ هَذِهِ الآيَةَ بِهَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

১৭৫৩। জিবরীল (আ) আমার নিকট আসলেন। অতঃপর আমাকে নির্দেশ দিলেন আমি যেন এ আয়াতটিকে এ সূরার অমুক স্থানে রেখে দিইঃ "আল্লাহ ন্যায়-বিচার, সদাচরণ ও আত্মীয়দেরকে দেয়ার হুকুম দিচ্ছেন, আর তিনি নিষেধ করছেন অশ্লীলতা, অপকর্ম আর বিদ্রোহ থেকে। তিনি তোমাদেরকে নাসীহাত করছেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর" (সূরা নাহ্‌লঃ ৯০)।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ (৪/২১৮) লাইস সূত্রে শাহ্‌র ইবনু হাওশাব হতে, তিনি উসমান ইবনু আবুল ‘আস হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ আমি রসূল (ﷺ)-এর নিকট বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি তার চোখকে উপরের দিকে উঠালেন, অতঃপর সোজা করে নিয়ে তিনি যেন দৃষ্টিকে যমীনের সাথে নিবদ্ধ করলেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর তিনি পুনরায় তাঁর দৃষ্টিকে উপরে উঠিয়ে বললেনঃ ...।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি দু'টি কারণে দুর্বলঃ

(১) বর্ণনাকারী শাহ্‌র ইবনু হাওশাব তার হেফযের দিক থেকে দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার বলেনঃ তিনি সত্যবাদী, শেষ বয়সে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। (২) তিনি তার হাদীসকে পৃথক করতে পারতেন না। ফলে তাকে ত্যাগ করা হয়।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তার সনদের বিরোধিতা করা হয়েছে। আব্দুল হামীদ বর্ণনা করেন শাহ্‌র হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি বলেনঃ

"রসূল (ﷺ) মক্কায় তাঁর ঘরের আঙ্গিনায় ছিলেন এমতাবস্থায় উসমান ইবনু মায‘উন তাঁকে অতিক্রম করছিলেন ... আলহাদীস।" এর মধ্যে ইবনু মায‘উনের ঈমান আনার ঘটনা রয়েছে এবং তাতে রয়েছেঃ

"আমার নিকট এখনই আল্লাহর রসূল (জিবরীল) এসেছিলেন এমতাবস্থায় যে, তুমি বসেছিলে। (ইবনু মায‘উন জিজ্ঞেস করল) আল্লাহর রসূল (জীবরীল)? (রসূল (ﷺ) বললেনঃ হাঁ। সে (ইবনু মায‘উন) বললঃ আপনাকে তিনি কি বললেন? তিনি বললেনঃ ....।

আব্দুল হামীদ হচ্ছেন ইবনু বাহ্‌রাম, তিনি সত্যবাদী যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন। তিনি লাইসের চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য। তার বর্ণনা লাইসের বর্ণনার চেয়ে বেশী অগ্রাধিকারযোগ্য। তবে তার বর্ণনার ব্যাপারে ইবনু কাসীরের মন্তব্য (২/৫৮৩) আজব ধরনের: সনদটি ভালো, মুত্তাসিল ও হাসান।

আর লাইসের বর্ণনার ক্ষেত্রে তার মন্তব্য হচ্ছে: এ সনদের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। সম্ভবত শাহ্‌রের নিকট দু'সূত্র হতেই বর্ণিত হয়েছে।

হাইসামীর মন্তব্যও (৭/৪৯) তার মতই: হাদীসটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন আর তার সনদটি হাসান।

আমি (আলবানী) বলছি: হাসান হয় কিভাবে যার মধ্যে শাহ্‌র রয়েছে? আর তার থেকে লাইস বর্ণনা করেছেন। আর তিনি ভাষার মধ্যে বেশী করে বর্ণনা করেছেন যা আব্দুল হামীদ তার বর্ণনায় শাহ্‌র হতে উল্লেখ করেননি!

١٧٥٤. (أَتَانِي جِبْرِيل عليه السلام، فَقَالَ إِذَا أَنْتَ عَطَسْتَ فَقُلْ: الْحَمْد لِلّٰهِ كَكَرَمِهِ، الْحَمْد لِلّٰهِ كَعِزِّ جَلَالِهِ، فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُول: صَدَقَ عَبْدِيْ، صَدَقَ عَبْدِيْ، صَدَقَ عَبْدِيْ، مَغْفُورًا لَهُ).

১৭৫৪। জিবরীল (আ) আমার নিকট এসে বললেন: আপনি যখন হাঁচি দিবেন তখন বলুন: "আলহামদুলিল্লাহি কা কারামিহি, আলহামদুলিল্লাহি কা ইয্‌যি জালালিহি"। কারণ তাহলে আল্লাহ্ বলেন: আমার বান্দা সত্য বলেছে, আমার বান্দা সত্য বলেছে, আমার বান্দা সত্য বলেছে। অতএব তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনুস সুন্নী (২৫৪) মা'মার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু আবূ রাফে' সূত্রে তার পিতা মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা ওবাইদুল্লাহ্ হতে, তিনি আবূ রাফে' হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি রসূল (ﷺ)-এর সাথে তাঁর ঘর হতে মাসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলাম, এ সময় তিনি আমার হাত ধরে ছিলেন। আমরা বাকী' পর্যন্ত পৌঁছলে রসূল (ﷺ) হাঁচি দিলেন, অতঃপর তিনি আমার হাত ছেড়ে দিলেন। এরপর তিনি বিচলিত হয়ে দাঁড়ালেন। আমি বললাম: হে আল্লাহর নাবী! আমার পিতা এবং আমার মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক! আপনি কিছু বললেন, কিন্তু আমি তা বুঝিনি। তিনি বললেন: হাঁ। আমার নিকট জিবরীল (عليه السلام) এসেছিলেন ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ মা'মার ইবনু মুহাম্মাদ এবং তার পিতা মুহাম্মাদ উভয়েই মুনকারুল হাদীস। যেমনটি ইমাম বুখারী বলেছেন।

١٧٥٥. (أَتَانِي جِبْرِيْلُ، فَقَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ لِحْيَتَكَ).

১৭৫৫। আমার নিকট জিবরীল এসে বললেন: তুমি যখন অযূ করবে তখন তোমার দাড়ি খেলাল করবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু আবী শাইবাহ্ (১/১১) হাইসাম ইবনু জামায হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবান হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

"আলমুসান্নাফ" গ্রন্থের ছাপাতে এরূপই এসেছে: "ইয়াযীদ ইবনু আবান হতে"। সহাবীকে উল্লেখ করা হয়নি। "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে এসেছে: ইবনু আবী শাইবাহ্ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। জানি না ছাপা হতে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নাম ছুটে গেছে, নাকি "আলমুসান্নাফ" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে "আলজামে'" গ্রন্থে ধারণার বশবর্তী হয়ে সহাবীকে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর পরেও সনদটি খুবই দুর্বল। তা আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মুসনাদ হিসেবে বর্ণিত হয়ে থাক অথবা ইয়াযীদ ইবনু আবান হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হয়ে থাক। কারণ এ ইয়াযীদ এবং হাইসাম ইবনু জামায এরা উভয়েই মাতরূক।

এ (খুবই দুর্বল) হাদীস হতে আমাদেরকে নিরাপদে রাখতে পারে সে হাদীস যেটিকে অলীদ ইবনু যাওরান আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (ﷺ) যখন অযূ করতেন তখন তিনি এক তালু পরিমাণ পানি নিয়ে তাঁর চিবুকের নিম্নাংশে ঢুকাতেন। তিনি এর দ্বারা তার দাড়িকে খেলাল করতেন এবং বলতেন: আমার প্রতিপালক আমাকে এরূপই নির্দেশ প্রদান করেছেন।

এ ভাষার হাদীসটি সহীহ্, যেমনটি "সহীহ্ আবী দাউদ" গ্রন্থে (১৩৩) এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছি।

١٧٥٦. (أَتَى جِبْرِيْلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، فَإِنِّيْ مُعْطِيكَ إِحْدَاهُنَّ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَعْجِيلَ عَافِيَتِكَ، أَوْ صَبْرًا عَلَى بَلِيَّتِكَ، أَوْ خُرُوجًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَى رَحْمَتِكَ).

১৭৫৬। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বললেন: আল্লাহ্

তা'য়ালা আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, ঐ শব্দগুলোর দ্বারা আপনি দু'য়া করুন। কারণ আমি আপনাকে সেগুলোর একটি প্রদান করব। "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা তা'জীলা আফিয়াতিকা, আউ সবরান আলা বালিইয়্যাতিকা, আউ খুরূজান মিনাদ দুনিয়া ইলা রহমাতিকা। অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট তোমার নিরাপত্তা ও শান্তি চাচ্ছি, অথবা আমি তোমার বিপদের সময় ধৈর্য প্রার্থনা করছি, অথবা দুনিয়া হতে বের হয়ে তোমার রহমাতে যাওয়াকে চাচ্ছি।"

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু হিব্বান (২৪৩৭) ও হাকিম (১/৫২২) যুহায়ের ইবনু মুহাম্মাদ সূত্রে হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ্। আর হাফিয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

অথচ হাফিয যাহাবী নিজেই এ যুহায়ের ইবনু মুহাম্মাদ তামীমী খুরাসানীকে "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি নির্ভরযোগ্য তবে তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

আর হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তার থেকে শামীদের বর্ণনা সঠিক নয়। এ কারণেই তিনি দুর্বলের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম বুখারী ইমাম আহমাদের উদ্ধৃতিতে বলেন: সম্ভবত যে যুহায়ের থেকে শামীরা বর্ণনা করেছেন তিনি অন্য কেউ। আর আবূ হাতিম বলেন: তিনি শাম দেশে তার হেফ্য হতে হাদীস বর্ণনা করেন ফলে তার বেশী বেশী ভুল সংঘটিত হয়।

আমি (আলবানী) বলছি: তার থেকে এ বর্ণনাটি শামীদেরই।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "যিয়াদাতুল জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে এবং "আলজামে'উল কাবীর" গ্রন্থে (৬৮/২৭৮) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন নিম্নের ভাষায়:

আমার নিকট জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এসে বলেন: ...।

সম্ভবত তিনি ভাবার্থের ভাষা ব্যবহার করেছেন।

১৭৫৭. (كَانَ أَحَبُّ الرَّيْحَانِ إِلَيْهِ الفَاغِيَةُ).

১৭৫৭। তাঁর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় গন্ধ ছিল গাছ হতে তৈরিকৃত সুগন্ধি।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ত্বাবারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১/৩৭/১), ওকাইলী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (২৫০) ও বাইহাক্বী "আশ্শু'য়াব" গ্রন্থে (১/২১৪/২) সুলাইমান আবূ দাউদ হতে, তিনি আব্দুল হামীদ ইবনু কুদামাহ্ হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

বাইহাক্বী বলেন: ইমাম বুখারী বলেন: আব্দুল হামীদের কেউ মুতাবা'য়াত করেননি।

আর মানাবী ইবনুল কাইয়্যিমের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন: এ হাদীসের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহই বেশী ভালো জানেন। অতএব যেটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানি না সেটির ব্যাপারে রসূল (ﷺ)-এর হাদীস হিসেবে সাক্ষ্য দিব না।

আমি (আলবানী) বলছি: তার এ কথা খুবই সুন্দর। কিন্তু তিনি যদি প্রতিটি হাদীসের ক্ষেত্রে এ নীতি গ্রহণ করতেন ...।

১٧٥٨. (كَانَ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ –صلى الله عليه وسلم– الثَّرِيْدُ مِنَ الْخُبْزِ، وَالثَّرِيْدُ مِنَ التَّمْرِ، يعني الْحَيْسَ).

১৭৫৮। রসূল (ﷺ)-এর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দের খাদ্য ছিল রুটি হতে তৈরিকৃত সারীদ এবং খেজুর হতে তৈরিকৃত সারীদ। অর্থাৎ হাইস।

হাদীসটিকে দুর্বল।

এটিকে আবূ দাউদ (৩৭৮৩) ও ইবনু সা'দ (১/৩৯৩) উমার ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি বসরার এক ব্যক্তি হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...মারফূ' হিসেবে।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল বসরার নাম না-নেয়া ব্যক্তি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে। এ কারণেই আবূ দাউদ হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেছেন: হাদীসটি দুর্বল।

কিন্তু হাকিম এটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন! তিনি এ সূত্রেই (৪/১১৬) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার নিকট বসরার এক ব্যক্তি হতে এভাবে উল্লেখিত হয়নি। এ কারণেই তিনি বলেছেন: সনদটি সহীহ্। আর হাফিয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আর মানাবী "আলফায়েয" গ্রন্থে তাদের দু'জনের মতকে সমর্থন করেছেন। এ কারণেই তিনি "আত্তাইসীর" গ্রন্থে বলেন:

এ সনদটি সহীহ্।

তাদের নিকট হাদীসটির সমস্যা লুক্কায়িতই রয়ে গেছে, যা প্রকাশিত হয়েছে এর সূত্রগুলো অনুসন্ধান করার মাধ্যমে। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি (আমাকে) তাঁর তাওফীক প্রদানের কারণে।

١٧٥٩. (كَانَ أَحَبُّ الْفَاكِهَةِ إِلَيْهِ الرُّطَبُ وَالْبِطِّيخُ، وَكَانَ لا يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ إِلاَّ بِالْمِلْحِ، وَكَانَ يَأْكُلُ الْخِرْبِزَ بِالتَّمْرِ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ مَرَقُ الدُّبَّاءِ).

১৭৫৯। তাঁর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় ফল ছিল কাঁচা খেজুর এবং তরমুজ। তিনি লবণ ছাড়া শশা খেতেন না। তিনি খেজুর দিয়ে খিরবিয (এক ধরনের তরমুজ) খেতেন। তাঁকে লাউয়ের ঝোল আশ্চর্যান্বিত করত।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী (১/২৩৮) আব্বাদ ইবনু কাসীর হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: আব্বাদ ইবনু কাসীরের অধিকাংশ হাদীসের মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি মাতরূক। তার দ্বারাই হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইয়াহ্ইয়া" গ্রন্থে (২/৩৭০) সমস্যা বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে নূনানী "কিতাবুল বিত্তীখ" গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতেও বর্ণনা করেছেন। যেমনটি "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে এসেছে। আর মানাবী হাফিয ইরাকীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি দু'টি সূত্রের ব্যাপারেই বলেন: দু'টিই খুবই দুর্বল।

١٧٦٠. (مَثَلُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، مَثَلُ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا , وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ لا جُمُعَةَ لَهُ).

১৭৬০। যে ব্যক্তি জুম'য়ার দিন ইমাম কর্তৃক খুতবাহ্ দেয়ার সময় কথা বলে তার উদাহরণ হচ্ছে সেই গাধার ন্যায় যে সফরের বোঝা বহন করে। আর যে তাকে উদ্দেশ্য করে বলে: চুপ কর, তার জুম'য়াই হয় না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আহমাদ (১/২৩০), ইবনু আবী শাইবাহ্ (২/১২৫), ত্বাবারানী (৩/১৬৭/২), বায্যার (৬৪৪), বাহ্শাল "তারীখু অসিত" (পৃ ১৩৮) ও

রামহুরমুযী "আলআমসাল" গ্রন্থে (পৃ ৯১) তারা সকলে ইবনু নুমায়ের হতে, তিনি মুজালিদ হতে, তিনি শা'বী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বায্যার বলেন:

হাদীসটিকে এ ভাষায় আমরা একমাত্র এ সনদেই চিনি। এটিকে ইবনু নুমায়ের মুজালিদ হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: মুজালিদের কারণে এ সনদটি দুর্বল। তিনি হচ্ছেন ইবনু সা'ঈদ। হাফিয ইবনু হাজার প্রমুখ বলেন: তিনি শক্তিশালী নন।

সম্ভবত এ কারণেই মুনযেরী হাদীসটিকে "আত্তারগীব" গ্রন্থে (১/২৫৭) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আর মানাবী তার দ্বারা সমস্যা বর্ণনা করেছেন এবং অন্য একটি সমস্যার কথাও বলেছেন। তিনি শুধুমাত্র ইমাম আহমাদের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করার পর বলেছেন: এ হাদীসটির ব্যাপারে হাসানের চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু নুমায়ের রয়েছেন, যাকে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তাকে দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর বর্ণনাকারী মুজালিদ হামদানী সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন: তার হাদীস কিছুই না, আর দারাকুতনী একে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সমস্যা বর্ণনার ব্যাপারে কয়েকভাবে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে:

(১) এর সনদের বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার নাম মুহাম্মাদ ইবনু নুমায়ের, যাকে দারাকুতনীর পক্ষ থেকে দুর্বল আখ্যা দেয়া হয়েছে। এখানে রয়েছেন অন্য ব্যক্তি যিনি ফারইয়াবী হিসেবে পরিচিত। হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন:

আমি তাকে চিনি না। আর সুলাইমানী তাকে হাদীস জালকারীদের মধ্যে গণ্য করেছেন।

(২) হাফিয যাহাবীর "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে মানাবী যাকে উল্লেখ করেছেন, আসলে এ নামে কাউকে এ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তার মধ্যে যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু নুসাইর অসেতী যিনি হাবীব ইবনু আবূ সাবেত হতে বর্ণনা করেছেন। আর এ ব্যক্তিকেই দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

"আলমীযান" গ্রন্থে এরূপ কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। বাহ্যিকভাবে যা বুঝা যাচ্ছে তাতে মানাবীর নিকট বিকৃতভাবে ইবনু নুসাইরের স্থলে ইবনু নুমায়ের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

(৩) আর এ ইবনু নুসায়েরের স্তর ইবনু নুমায়ের চেয়ে উঁচু।

(৪) মুহাম্মাদ ইবনু নুমায়ের যেই হোক না কেন তাকে ইমাম আহমাদের সনদে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ তিনি বলেন: ইবনু নুমায়ের বর্ণনা করেন মুজালিদ হতে ... আর ত্ববারানী বলেন: মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু নুমায়ের, তার পিতা হতে, তিনি মুজালিদ হতে ... বর্ণনা করেন।

এ থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, ইমাম আহমাদের শাইখ হচ্ছেন ইবনু নুমায়ের, তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ্ ইবনু নুমায়ের, মুহাম্মাদ ইবনু নুমায়ের নন, যেমনটি মানাবী ধারণা করেছেন। আর এ আব্দুল্লাহ্ ইবনু নুমায়ের নির্ভরযোগ্য, বুখারী এবং মুসলিমের বর্ণনাকারী। অনুরূপভাবে তার ছেলে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু নুমায়ের নির্ভরযোগ্য বরং তার পিতার চেয়েও বেশী নির্ভরযোগ্য যেমনটি আবূ দাউদ বলেছেন।

মোটকথা; হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে একমাত্র মুজালিদ ইবনু সা'ঈদ। আর তিনিই হাদীসটি দুর্বল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। মানাবীর "আত্তাইসীর" গ্রন্থের কথায় আশ্চর্যান্বিত হতে হয়, কিভাবে তিনি বললেন:

সনদটি হাসান।

সতর্কবাণী: খুৎবাহ্ চলাকালীন সময়ে কথা বলা নিষেধ হওয়া মর্মে হাদীসটির শেষ বাক্যের সমর্থনে রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে সত্যায়ণ করার ব্যাপারে শাহেদ বর্ণিত হয়েছে:

উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন: "তোমার সলাত হতে তোমার জন্য শুধুমাত্র তুমি যে ত্রুটি করলে তাই রয়েছে (মিলবে) ... আর রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার এ কথাকে সত্যায়ণ করেন।" দেখুন "সহীহুত তারগীব অত্তারহীব" (১/৩০৩-৩০৪) ও "ইরওয়াউল গালীল" (৬১৯) হাদীসের ব্যাখ্যা।

١٧٦١. (مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ يَسْمَعُ الْحِكْمَةَ، ثُمَّ لاَ يُحَدِّثُ عَنْ صَــاحِبِهِ إِلاَّ بِشَرِّ مَا يَسْمَعُ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى رَاعِياً فَقَالَ: يَارَاعِي! أَجْزِرْنِي شَاةً مِنْ غَنَمِــكَ. قَالَ: اذْهَبْ فَخُذْ بِأُذُنِ خَيْرِهَا، فَذَهَبَ فَأَخَذَ بِأُذُنِ كَلْبِ الْغَنَمِ).

১৭৬১। যে ব্যক্তি হিকমাত শুনার জন্য বসে, অতঃপর তার সাথীর উদ্ধৃতিতে শুধুমাত্র শ্রবণকৃত নিকৃষ্টগুলো বর্ণনা করে তার উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায় যে এক রাখালের নিকট এসে বলে: হে রাখাল! তোমার ছাগলের পাল হতে একটি ছাগল আমাকে দাও যেটি যবেহ্ করার

উপযুক্ত। সে তখন তাকে বলল: তুমি যাও সর্বোত্তমটির কান ধরে নিয়ে আস। ফলে সে গেল, এরপর সে ছাগলের পালের একটি কুকুরের কান ধরে নিয়ে আসলো।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু মাজাহ্ (৪১৭২), আহমাদ (২/৩৫৩, ৪০৫, ৫০৮), ইবনুল আ'রাবী তার "মু'জাম" গ্রন্থে (১/২৩৯), আবুশ শাইখ "আলআমসাল" গ্রন্থে (২৯১) ও আব্দুল গানী মাকদেসী "আলইল্ম" গ্রন্থে (১/১৯) হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ হতে, তিনি আলী ইবনু যায়েদ হতে, তিনি আউস ইবনু খালেদ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর মাকদেসী ইয়াযীদ ইবনু হারূন হতে, তিনি হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন: আলী ইবনু যায়েদ হতে, তিনি ইউসুফ ইবনু মিহরান হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এর পর মাকদেসী বলেছেন:

এ সনদটি হাসান।

তিনি এরূপই বলেছেন। অথচ আলী ইবনু যায়েদ হচ্ছেন ইবনু জাদ'য়ান যিনি দুর্বল।

আর ইয়াযীদের বর্ণনায় ইউসুফ ইবনু মিহরানকে উল্লেখ করাটা হচ্ছে শায। কারণ ইমাম আহমাদের নিকট এ সূত্রে এবং অন্যান্য সূত্রেও আউস ইবনু খালেদকেই বর্ণনাকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর এ আউস হচ্ছেন মাজহূল যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে। এটি হচ্ছে দ্বিতীয় সমস্যা।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ইমাম আহমাদ ও ইবনু মাজার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী বলেছেন:

তিনি হাদীসটি হাসান হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। হাফিয ইরাকী বলেন: তার সনদটি দুর্বল। আর তার ছাত্র হাইসামী বলেন: এর সনদে আলী ইবনু যায়েদ রয়েছেন। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করার ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে।

১৭٦٢. (مَثَلُ أَصْحَابِيْ فِي أُمَّتِيْ كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، لاَ يَصْلُحُ الطَّعَامُ إِلاَّ بِالْمِلْحِ).

১৭৬২। আমার উম্মাতের মধ্যে আমার সাথীদের উদাহরণ হচ্ছে খাদ্যের মধ্যে লবণের মত। খাদ্য তো লবণ ছাড়া পরিশুদ্ধ হয় না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনুল মুবারাক "আয্‌যুহ্‌দ" গ্রন্থে (২/১৮১) কাওয়াকিব **হতে** ৫৭৫ নং ৫৭২), বায্‌যার (৩/২৯১), বাগাবী "শারহুস সুন্নাহ্" **গ্রন্থে** (২/১৫৮), কাযা'ঈ (২/১০৯) ও আবুল কাসেম হালাবী তার "হাদীস" **গ্রন্থে** (৩/১) ইসমা'ঈল মাক্কী হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি আনাস (রাঃ) **হতে** মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তারা বৃদ্ধি করেছেন যে, হাসান **বলেন:** আমাদের লবণ চলে গেছে। অতএব আমরা কি করব?

আমি (আলবানী) বলছি: বর্ণনাকারী এ মাক্কীর কারণে এবং হাসান বাসরী কর্তৃক আন্ আন্ করে বর্ণিত হওয়ার কারণে সনদটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ ই'য়ালা ও বায্‌যার বর্ণনা করেছেন যেমনটি "**বাযলুন** নুসহি অশশাফাকাতি লিত্‌তা'রীফ বি সুহবাতিস সাইয়্যিদ অরাকাহ্" **গ্রন্থে** (১/১১) এসেছে। বায্‌যার বলেন:

আমাদের শাইখ হাফিয শিহাবুদ্দীন বূসইরী বলেন: তার একটি শাহেদ রয়েছে সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাঃ)-এর হাদীস হতে, এটিকে বায্‌যার তার "মুসনাদ" গ্রন্থে আর ত্ববারানী তার "মু'জাম" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাইসামী (১০/১৮) বলেন: ত্ববারানীর সনদটি হাসান।

তিনি এরূপই বলেছেন। অথচ এর সনদে জা'ফার ইবনু সা'দ রয়েছেন যিনি দুর্বল। আর তিনি খুবাইব ইবনু সুলাইমান হতে বর্ণনা করেছেন ইনি মাজহূল। আর তিনি সুলাইমান ইবনু সামুরাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন ইনি মাজহূলুল হাল (এর অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না)।

হাদীসটিকে সুয়ূতী শুধুমাত্র আবূ ই'য়ালার বর্ণনা হতে বর্ণনা করেছেন। আর মানাবী বলেছেন:

তিনি হাদীসটির হাসান হওয়ার আলামাত ব্যবহার করেছেন, অথচ এটি হাসান নয়। হাইসামী বলেন: ইসমা'ঈল ইবনু মুসলিম হচ্ছেন দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ তাহের উমার ইবনু শু'য়াইব নাসাবী- আলী **ইবনুল** হাসান ইবনু শাকীক হতে, তিনি সালামাহ্ ইবনু সুলাইমান এবং **আব্দান** হতে, তিনি ইবনুল মুবারাক হতে, তিনি সালেম মাক্কী হতে, তিনি হাসান হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম (২/৩৫৪) বলেন: আমার পিতা বলেন: এটি ভুল। তিনি হচ্ছেন ইসমা‘ঈল ইবনু মুসলিম মাক্কী, তিনি হাসান বাসরী হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। তার ব্যাপারে আবূ তাহের ভুল করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি সত্যবাদী যেমনটি ইবনু আবী হাতিম "আলজারহু" গ্রন্থে (১/১/৪১৯-৪২০) বলেছেন। তবে তার বর্ণনা শায।

١٧٦٣. (لَمَّا وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ فِي الْقَبْرِ نَزَعَ الأَخِلَّةَ بِفِيهِ ﴿يَعْنِيْ: العقد﴾).

১৭৬৩। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন নু‘য়াইম ইবনু মাসউদকে কবরে রাখেন তখন তিনি তাঁর মুখ দিয়ে (কাপড়ের) গিট খুলে দিয়েছিলেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে বাইহাক্বী "আসসুনানুল কুবরা" গ্রন্থে (৩/৪০৭) আব্বাস ইবনু মুহাম্মাদ দাওরী সূত্রে সুরাইজ ইবনুন নু‘মান হতে, তিনি খালাফ ইবনু খালীফাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, -আমার ধারণা তিনি তার মনিব হতে শুনেছেন- তার মনিব হচ্ছেন মা‘কাল ইবনু ইয়াসের ...।

বাইহাক্বী বলেন: ‘আমার ধারণা’ এ কথাটি আমি মনে করি দাওরীর।

আমি (আলবানী) বলছি: কখনও নয়, বরং এ কথা হচ্ছে খালাফ ইবনু খালীফার। তিনি ইবনু আবী শাইবার বর্ণনাতেও একই কথা বলেছেন। তিনি সেটিকে "আলমুসান্নাফ" গ্রন্থে (৩/৩২৬) খালাফ ইবনু খালীফাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, আমার ধারণা তিনি মা‘কাল হতে শ্রবণ করেছেন, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন ...।

আমি (আলবানী) বলছি: ধারাবাহিক বিভিন্ন কারণে সনদটি দুর্বল।

(১) বর্ণনাকারী খালাফ ইবনু খালীফাহ্ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী, তবে তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল এবং তিনি দাবী করেছিলেন যে, তিনি সহাবী আম্র ইবনু হুরাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দেখেছেন। এ কারণে ইবনু ওয়াইনাহ্ এবং আহমাদ তার প্রতিবাদ করেন।

(২) তার পিতা খালীফাহ্ হচ্ছেন আশজার দাস অসেতী। তাকে চেনা যায় না। তাকে ইমাম বুখারী (২/১/১৯১), ইবনু আবী হাতিম (১/২/৩৭৬), ইবনু হিব্বান "আসসিকাত" গ্রন্থে (৪/২০৯) শুধুমাত্র তার ছেলে খালাফের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

(৩) হাদীসটিকে মা'কেল হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে খালাফ তার পিতার সনদের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন। যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। বরং তিনি কোন কোন বর্ণনায় তার থেকে হাদীসটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আবূ দাউদ "আলমারাসিল" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২১) বলেন: আব্বাদ ইবনু মূসা এবং সুলাইমান ইবনু দাউদ আতাকী হতে, আর খালাফ ইবনু খালীফা তার পিতার উদ্ধৃতিতে তাদেরকে হাদীসটি বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। (পিতা) বলেন: তার নিকট পৌঁছেছে যে, রসূল (ﷺ) নু'য়াইম ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে কবরে রেখেছিলেন। আর আব্বাদ তার হাদীসের মধ্যে বলেন: আশযা'ঈকে কবরে ... আলহাদীস।

মোটকথা; হাদীসটি মুরসাল, সনদ দুর্বল।

অনুরূপভাবে বাইহাক্বী পরক্ষণেই আব্দুল অরেস সূত্রে উকবাহ্ ইবনু সাইয়্যার (মূলে আছে ইয়াসার) হতে, তিনি উসমান ইবনু আখী সামুরাহ্ হতে তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেন: তুমি তাকে তার গর্তের নিকট নিয়ে যাও। যখন তাকে তার লাহাদ কবরে রাখবে তখন বল: বিসমিল্লাহি, অ আলা সুন্নাতি রসূলিল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। অতঃপর তার মাথার গিট এবং তার দু'পায়ের গিট খুলে দাও।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি মওকূফ এবং দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে এ উসমান। তিনি হচ্ছেন ইবনু জাহাশ ইবনু আখী সামুরাহ্ ইবনু জুন্দুব। তাকে চেনা যায় না। ইমাম বুখারী, ইবনু আবী হাতিম ও ইবনু হিব্বান (৫/১৫৫) তাকে শুধুমাত্র উকবাহ্ ইবনু সাইয়্যারের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

সতর্কবাণী: বর্ণনাকারী খালাফ কর্তৃক হাদীসের ভাষাকে সঠিকভাবে হেফ্য না করাটাও আলোচ্য হাদীসটির দুর্বল হওয়াকে শক্তিশালী করছে। কারণ তিনি বলেছেন যে, নু'য়াইম ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হচ্ছেন আশযা'ঈ। অথচ তিনি নাবী (ﷺ)-এর মৃত্যুর পরেও জীবন ধারণ করেন এবং এ ব্যাপারে কোন প্রকার মতভেদ নেই। এ কারণে হাফিয ইবনু হাজার "আলইসাবাহ্" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসে উল্লেখিত ব্যক্তি আশজা'ঈ নন। ... এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, হাদীসটি মুনকার।

ইবনু আবী শাইবাহ্ এক ব্যক্তির উদ্ধৃতিতে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন:

আমি 'আলা হাযরামীর দাফনের সময় উপস্থিত থেকে তাকে **আমরা**

দাফন করি। অতঃপর আমরা ভুলে গিয়ে তার গিট না খুলেই তাকে তার কবরে রেখে (ঢুকিয়ে) দেয়। এরপর আমরা ইট সরিয়ে দেখলাম কবরের মধ্যে কিছুই নেই।"

অতঃপর তিনি (ইবনু আবী শাইবাহ্) এ অধ্যায়ে তাবে'ঈদের থেকে আরো কতিপয় আসার উল্লেখ করেছেন যেগুলো দুর্বলতা মুক্ত নয়। তবে এগুলোকে একত্রিত করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, সালাফদের নিকট কবরে রেখে মৃত ব্যক্তির কাফনের কাপড়ের গিট খুলে দেয়ার বিষয়টি প্রসিদ্ধ ছিল। আর এ কারণেই হয়তো হাম্বালী মাযহাবের অনুসারীরা ইমাম আহমাদের অনুসরণ করে এর পক্ষে কথা বলেছেন। আবূ দাঊদ তার "মাসাইল" গ্রন্থে (১৫৮) বলেন:

কবরে কাফনের গিট খুলে দেয়ার ব্যাপারে আমি ইমাম আহমাদকে বললাম অথবা তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল? তিনি উত্তরে বললেন: হ্যাঁ।

আর তার ছেলে আব্দুল্লাহ্ তার "মাসাইল" গ্রন্থে (১৪৪/৫৩৮) বলেন:

আমার এক ছোট ভাই মারা গেল। অতঃপর তাকে যখন কবরে রাখা হলো এমতাবস্থায় আমার পিতা কবরের ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আমাকে বললেন: হে আব্দুল্লাহ্! গিট খুলে দাও। তখন আমি তার গিটগুলো খুলে দিই।

١٧٦٤. (حُسْنُ الْوَجْهِ مَالٌ، وَحُسْنُ الشَّعْرِ مَالٌ، وَحُسْنُ اللِّسَانِ مَالٌ، وَالْمَالُ مَالٌ).

১৭৬৪। সুন্দর চেহারা হচ্ছে সম্পদ, সুন্দর চুল হচ্ছে সম্পদ, সুন্দর যবান হচ্ছে সম্পদ আর সম্পদ সম্পদই।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (১/১১১) এবং তার সূত্রে দাইলামী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২/৮৬) ইয়াহ্ইয়া ইবনু আম্বাসাহ্ হতে, তিনি হুমাইদ হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি বানোয়াট। কারণ এ ইয়াহ্ইয়া মিথ্যুক, দাজ্জাল যেমনটি তার সম্পর্কে আলোচনা আসবে। হাফিয যাহাবী তার কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন এটি সেগুলোর একটি। অতঃপর বলেছেন: এগুলোর সবগুলোই এ ব্যক্তির জাল করা।

"তানযীহুশ শারী'য়াতিল মারফূ'য়াতি আনিল আখবারিশ শানী'য়াতিল

মাওযূ'য়াহ্" গ্রন্থে এসেছে (২/২৯৯) তার মূল সুয়ূতীর "যাইলুল আহাদীসিল মাওযূ'য়াহ্" গ্রন্থের (নং ৮৫১) অনুসরণ করে এসেছে:

হাদীসটিকে ইবনু আসাকির আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে ইয়াহ্ইয়া আম্বাসা রয়েছেন। ইবনু হিব্বান ও দারাকুতনী তার সম্পর্কে বলেন: তিনি জালকারী দাজ্জাল।

তা সত্ত্বেও সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটিকে ইবনু আসাকিরের বর্ণনা হতেই উল্লেখ করেছেন।

আশ্চর্য ব্যাপার এই যে ... মানাবী "আত্তাইসীর" গ্রন্থে শুধুমাত্র দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

١٧٦٥. (تُضَاعَفُ الْحَسَنَاتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ).

১৭৬৫। জুম'য়ার দিনে সৎআমলগুলোক দ্বিগুণ করে (বাড়িয়ে) দেয়া হয়।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে (২/৪৮) হামেদ ইবনু আদাম হতে, তিনি ফায্ল ইবনু মূসা হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আম্র হতে, তিনি আবূ সালামাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ত্ববারানী বলেন: মুহাম্মাদ ইবনু আম্র হতে হাদীসটিকে শুধুমাত্র ফায্ল বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি (ফায্ল) নির্ভরযোগ্য, বুখারী এবং মুসলিমের বর্ণনাকারী। আর তার শাইখ হাদীসের ক্ষেত্রে ভাল। সমস্যা হচ্ছে হামেদ ইবনু আদাম হতে। কারণ তাকে জুযজানী ও ইবনু আদী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আর আহমাদ ইবনু আলী সুলাইমানী তাকে তাদের মধ্যেই গণ্য করেছেন যারা হাদীস জাল করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

١٧٦٦. (تَصَافَحُوْا فَإِنَّ الْمُصَافَحَةَ تَذْهَبُ بِالشَّحْنَاءِ، وَتَهَادُوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ بِالْغِلِّ).

১৭৬৬। তোমরা মুসাফাহা কর, কারণ মুসাফাহা কৃপণতাকে দূর করে আর তোমরা পরস্পরকে হাদিয়া দাও, কারণ হাদিয়া শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষকে দূর করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ওকাইলী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (৩৭৯), ইবনু আদী (১/৩৬১), তার থেকে ইবনু আসাকির (২/১৭১/১৫), আব্দুল আযীয কাতানী তার "হাদীস" গ্রন্থে (২/২৩৭) হিশাম ইবনু আম্মার হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু 'ঈসা ইবনু সুমাই' হতে, তিনি মুহাম্মাদ আবূ যু'য়াইযু'য়াহ্ হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ওকাইলী বলেন:

মুহাম্মাদ ইবনু আবূ যু'য়াইযু'য়াহ্ সম্পর্কে বুখারী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস।

ওকাইলী বলেন: এ কথা ভিন্ন সনদে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে সেটির ভাষা এ হাদীসের ভাষা বিরোধী, যার সূত্রটিও বেশী সঠিক এ সূত্র হতে।

হাফিয যাহাবী বলেন: এ হাদীসটি উক্ত ব্যক্তির মুনকারগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

ইবনু আদী বলেন: ইবনু সুমাই'র মধ্যে কোন সমস্যা নেই আর ইবনু আবী যু'য়াইযু'য়ার অধিকাংশ বর্ণনার মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

হাদীসটি সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম (২/২৯৬) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেন: হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে ইবনু আদীর বর্ণনায় আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

"তোমরা পরস্পরে মুসাফাহা কর তোমাদের অন্তরসমূহ থেকে হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা দূর হবে।"

এটিকে ইমাম মালেক "আলমুওয়াত্তা" গ্রন্থে (২/৯০৮/১৬) আতা ইবনু আবূ মুসলিম আব্দুল্লাহ্ খুরাসানী হতে মু'যাল (একাধিক বর্ণনাকারী উল্লেখিত না হওয়া) সনদে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

١٧٦٧. (إنّ رَجُلاً دَخَلَ الجَنَّةَ، فرأى عَبْدَهُ فَوْقَ دَرَجَتِهِ، فقالَ: يا رَبِّ! هذا عَبْدِي فَوْقَ دَرَجَتِي! قالَ: نَعَمْ، جَزَيْتُهُ بِعَمَلِهِ وجَزَيْتُكَ بِعَمَلِكَ).

১৭৬৭। এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখল তার দাস তার উপরের স্তরে। তখন সে বলল: হে প্রতিপালক! এ তো আমার দাস আমার স্তরের উপরে! তিনি বললেন: হাঁ। তাকে তার কর্মের বিনিময় দান করেছি আর তোমাকে তোমার কর্মের বিনিময় দান করেছি।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে (১/১৫৪/১), তার থেকে খাতীব "আত্তারীখ" গ্রন্থে (৭/১২৯), ওকাইলী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃ ৫৩) ও

ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৩৪) বাশীর ইবনু মাইমূন আবূ সাইফী সূত্রে মুজাহিদ ইবনু জাব্‌র হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ত্ববারানী বলেনঃ মুজাহিদ হতে শুধুমাত্র আবূ সাইফী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ ওকাইলী ও ইবনু আদী আবূ সাইফীর জীবনীতে কতিপয় হাদীসের মধ্যে এ হাদীসটিকেও উল্লেখ করে বলেছেনঃ

এ হাদীসগুলো নিরাপদ নয়। আর এগুলোর মুতাবা'য়াতও করা হয়নি।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেনঃ তিনি মাতরূক। মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

١٧٦٨. (كَانَ إِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ يُكْثِرُ أَن يَّرْفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ).

১৭৬৮। তিনি যখন বসে কথা বলতেন তখন বেশী বেশী তার দৃষ্টিকে আসমানের দিকে উঁচু করতেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ দাউদ (৪৮৩৭), ইবনু আসাকির (১৩/১২৯/২) ও যিয়া (৫৮/১৭৬/২) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক হতে, তিনি ই'য়াকূব ইবনু উৎবাহ্ হতে, তিনি উমার ইবনু আব্দুল আযীয হতে, তিনি ইউসুফ ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালাম হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৫/৩৬১) ও বাগান্দী "মুসনাদু উমার ইবনু আব্দুল আযীয" গ্রন্থে (পৃ ২) বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেনঃ আমাকে সুফইয়ান ইবনু অকী' হাদীসটি বর্ণনা করে শুনিয়েছেন ইউনুস ইবনু বুকায়ের হতে, তিনি ইবনু ইসহাক হতে, তিনি ই'য়াকূব ইবনু উৎবাহ্ হতে। তবে তিনি বৃদ্ধি করে বলেছেনঃ তার পিতা হতে।

এ সনদটি দুর্বল। কারণ ইবনু ইসহাক মুদাল্লিস। তিনি সুফইয়ান ইবনু অকী' ছাড়া সবার নিকট হতেই আন্‌আন্ করে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি বিরোধিতা করে সনদের মধ্যে বৃদ্ধি করেছেন। ফলে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। হাফিয ইবনু হাজার বলেনঃ

তিনি সত্যবাদী ছিলেন। কিন্তু তাকে পরীক্ষায় ফেলে দেয়া হয়েছিল যা তার হাদীস নয় তাকে তার হাদীসের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে। তাকে নাসীহাত করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। ফলে তার হাদীস নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

١٧٦٩. (لَيْسَ مِنَ الْمُرُوْءَةِ الرِّبْحُ عَلَى الإِخْوَانِ).

১৭৬৯। ভাইদের নিকট হতে লাভ গ্রহণ করা দাক্ষিণ্যতার অন্তর্ভুক্ত নয় বা দ্বীনকে রক্ষা করার অন্তর্ভুক্ত নয়।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে ইবনু আসাকির (১৭/২৩৩/১) মাইমূন ইবনু ইসমা'ঈল দেমাস্কী হতে, তিনি সালেম ইবনু জানাদাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হানীফাহ্ হতে, তিনি আম্র ইবনু শু'য়াইব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইবনু আসাকির হাদীসটিকে এ মাইমূনের জীবনীতে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

আর সালেম ইবনু জানাদাকে আমি চিনি না। অনুরূপভাবে তার পিতাকেও চিনি না। হতে পারে সালেম বিকৃত হয়েছে সাল্ম হতে। যদি এরূপ হয় তাহলে তিনি নির্ভরযোগ্য। আর তার পিতা সত্যবাদী তবে তার কিছু ভুল আছে। যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

আর আবূ হানীফাহ্ তার হেফযের দিক দিয়ে দুর্বল। তার সম্পর্কে (৪৫৮) নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মানাবী বলেন: হাফিয যাহাবী "মুখতাসারুত্ তারীখ" গ্রন্থে বলেন: হাদীসটি মুনকার।

١٧٧٠. (مَنْ أَسِفَ عَلَى دُنْيَا فَأَتَتْهُ اقْتَرَبَ مِنَ النَّارِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ، وَمَنْ أَسِفَ عَلَى آخِرَةٍ فَأَتَتْهُ اقْتَرَبَ مِنَ الْجَنَّةِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ).

১৭৭০। যে দুনিয়া ছুটে যাওয়ার ব্যাপারে আফসুস করবে (দুনিয়ার কোন কর্ম করতে না পারার জন্য চিন্তিত হবে), সে এক হাজার বছরের দূরত্ব পরিমাণ জাহান্নামের আগুনের নিকটবর্তী হবে। আর যে আখেরাত ছুটে যাওয়ার ব্যাপারে আফসুস করবে (আখেরাতের জন্য কোন কর্ম না করতে পারার জন্য চিন্তিত হবে), সে এক হাজার বছরের দূরত্ব পরিমাণ জান্নাতের নিকটবর্তী হবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে আবূ আব্দুল্লাহ্ রাযী তার "মাশীখাহ্" গ্রন্থে (২/১৬৮) হাশেম

ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ মুয়ায্যিন হতে, তিনি আম্‌র ইবনু বাক্‌র হতে, তিনি মুগীরাহ্ হতে, তিনি আম্‌র ইবনু শু'য়াইব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: কয়েকটি কারণে এ সনদটি খুবই দুর্বল:

(১) বর্ণনাকারী মুগীরাহ্ হচ্ছেন ইবনু কায়েস বাসরী। আবূ হাতিম বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস। আর ইবনু হিব্বান তাকে "আসসিকাত" গ্রন্থে নির্ভরযোগ্যদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

(২) আম্‌র ইবনু বাক্‌র হচ্ছেন সাকসাকী শামী। হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি মাতরূক।

(৩) হাশেম ইবনু মুহাম্মাদের জীবনী পাচ্ছি না। হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাহ্‌যীব" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সাকসাকী হতে বর্ণনাকারী।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে রাযীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী তার জন্য খালী স্থান রেখে দিয়ে এর সনদটি সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

١٧٧١. (رَحِمَ اللهُ مَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ، وَعَرَفَ زَمَانَهُ، وَاسْتَقَامَتْ طَرِيْقَتُهُ).

১৭৭১। আল্লাহ তার প্রতি দয়া করুন যে তার যবানকে হেফাযাত করল, যে তার যুগকে চিনতে সক্ষম হল এবং যার তরীকা ঠিক পথে চালিত হল।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে হাকিম তার "তারীখ" গ্রন্থে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন যেমনটি সুয়ূতীর "আলজাম'উল কাবীর" গ্রন্থে (২/৩৯/১) এসেছে। আর তিনি "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে শুধুমাত্র দাইলামীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। মানাবী "ফাইযুল কাদীর" গ্রন্থে বলেন:

এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ ইয়াশকুরী মাইমূনী রয়েছেন। হাফিয যাহাবী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন: ইমাম আহমাদ বলেন: তিনি মিথ্যুক, খাবীস, হাদীস জালকারী। দারাকুতনী বলেন: তিনি মিথ্যুক। হাকিমও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আর তার থেকে দাইলামী লাভ করেছেন। লেখক যদি মূল গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করতেন তাহলে তাই উত্তম হতো।

আমি (আলবানী) বলছি: বরং তিনি যদি তার গ্রন্থ থেকে একেবারে মুছে ফেলতেন তাহলেই বেশী উত্তম হতো। কারণ তিনি (সুয়ূতী) তার গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন যে, তিনি তার এ গ্রন্থকে মিথ্যুক অথবা জালকারীর এককভাবে বর্ণনা হতে হেফাযাত করেছেন।

١٧٧٢. (يَا ابْنَ عَوْفٍ! إِنَّكَ مِنَ الأَغْنِيَاءِ، وَلَنْ تَدْخُلَ الجَنَّةَ إِلاَّ زَحْفاً، فَأَقْرِضِ اللهَ يُطْلِقْ قَدَمَيْكَ).قَالَ: فَمَا أُقْرِضُ اللهَ؟ قال: تَتَبَرَّأُ مِمَّا أَنْتَ فِيْهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مِنْ كُلِّهِ أَجْمَعُ ؟ قَالَ: نَعَمْ . فَخَرَجَ ابْنُ عَوْفٍ وَهُوَ يَهِمُّ بِذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: مُرْ ابْنَ عَوْفٍ فَلْيُضِفِ الضَّيْفَ، وَلْيُطْعِمِ الِمسْكِيْنَ،وَلْيُعْطِ السَّائِلَ، وَلْيَبْدَأْ بِمَنْ يَعُوْلُ، فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ تَزْكِيَةٌ مَا هُوَ فِيْهِ).

১৭৭২। হে ইবনু আউফ! তুমি তো ধনীদের অন্তর্ভুক্ত। আর তুমি হামাগুড়ি দেয়া ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। অতএব তুমি আল্লাহকে ঋণ প্রদান কর ফলে আল্লাহ তোমার দু'পাকে মুক্ত করে দিবেন। সে বলল: আমি আল্লহকে কি ঋণ প্রদান করব? তিনি বললেন: তুমি যার মধ্যে রয়েছ তা থেকে মুক্ত হয়ে যাও। সে বলল: হে আল্লাহর রসূল! সব কিছু হতেই? তিনি বললেন: হাঁ। এরপর ইবনু আউফ চিন্তিত অবস্থায় বের হয়ে গেলেন। এ সময় রসূল (ﷺ) তার নিকট দূত পাঠিয়ে বললেন: আমার নিকট জিবরীল (ﷺ) এসে বললেন: আপনি ইবনু আউফকে নির্দেশ দিন সে যেন মেহমানদের মেহমানদারী করে, মিসকীনদের খাদ্য প্রদান করে, ভিক্ষুককে দান করে এবং সে যাদের দায়িত্বে আছে যেন তাদেরকে প্রদান করার দ্বারা শুরু করে। সে যদি এরূপ করে তাহলে তা, সে যার মধ্যে রয়েছে তাকে পবিত্রকারী হয়ে যাবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু সা'দ (৩/১৩১-১৩২), ত্ববারানী, তার থেকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৮/৩৩৪) এবং অন্য সূত্রে (১/৯৯) ও হাকিম (৩/৩১১) খালেক ইবনু ইয়াযীদ ইবনু আবূ মালেক সূত্রে তার পিতা হতে, তিনি আতা ইবনু আবী রাবাহ্ হতে, তিনি ইব্রাহীম ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আউফ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি রসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: ...।

হাকিম বলেন: হাদীসটির সনদ সহীহ্।

আর হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন: বর্ণনাকারী খালেদকে একদল মুহাদ্দিস দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। নাসাঈ বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি ফাকীহ্ হওয়া সত্ত্বেও দুর্বল। তাকে ইবনু মা'ঈন মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেছেন।

١٧٧٣. (إنَّ خَيْرَ الماءِ الشَّبِمُ، وخَيْرَ المالِ الغَـنَمُ، وخـيرَ المَرْعَـى الأَراكُ والسَّلَمُ، إذا أَخْلَف كانَ لَجِيْنًا، وإذَا سَقَطَ كَانَ دَرِيْنًا، وإذا أُكِلَ كان لَبِيْنًا).

১৭৭৩। সর্বোত্তম পানি হচ্ছে ঠাণ্ডা পানি। সর্বোত্তম সম্পদ হচ্ছে ছাগল। সর্বোত্তম চারণভূমি হচ্ছে আরাক এবং সালাম বৃক্ষ (সম্বলিত ভূমি)। যখন পাতায় ভরে যায় তখন তা পরস্পরকে আঘাতকারী হয়ে যায় আর যখন পাতা পড়ে যায় তখন ধবংসাবশেষে পরিণত হয় আর যখন তা খাওয়া হয় তখন তা দুধ বৃদ্ধিকারী হয়ে যায়।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু কুতাইবাহ্ "গারীবুল হাদীস" গ্রন্থে (১/১৩৫/১), তার থেকে দাইলামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে (২/১১৬) সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন বানোয়াট। বর্ণনাকারী উমার ইবনু মূসা অজীহী হচ্ছেন এর সমস্যা। তিনি মিথ্যুক এবং জালকারী।

আর তার নিচের বর্ণনাকারীদেরকে আমি চিনি না। তারা হচ্ছেন দাইয়্যান ইবনু আব্বাদ মুযহেযী, ইসমা'ঈল ইবনু মিহরান, ইব্রাহীম ইবনু মুসলিম প্রমুখ।

এ হাদীসটি "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখিত বানোয়াট হাদীসগুলোর একটি এবং সেই হাদীসগুলোর অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর সনদের ব্যাপারে মানাবী তার দু'গ্রন্থেই চুপ থেকেছেন।

١٧٧٤. (أتاني جِبْرِيلُ فقالَ: يا مُحَمَّدُ! رَبُّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ ويَقُولُ: إنَّ مِنْ عِبادي مَنْ لا يَصْلُحُ إيمانُهُ إلاَّ بالغِنَى، ولوْ أفْقَرْتُهُ لَكَفَرَ. وإنَّ مِنْ عِبادِي مَنْ لاَ يَصْلُحُ إيمانُهُ إلاَّ بالفَقْرِ، ولَوْ أغْنَيْتُهُ لَكَفَرَ. وإنَّ مِنْ عِبادِيْ مَنْ لا يَصْلُحُ إيمانُهُ إلاَّ بالسُّقْمِ، ولوْ أصْحَحْتُهُ لَكَفَرَ. وإنَّ مِنْ عِبادِي مَنْ لا يَصْلُحُ إيمانُهُ إلاَّ بالصِّحَّةِ، ولوْ أسْقَمْتُهُ لَكَفَرَ).

১৭৭৪। আমার নিকট জিবরীল (عليه السلام) এসে বললেন: হে মুহাম্মাদ! আপনার প্রতিপালক আপনার প্রতি সালাম পাঠ করে বলেছেন: আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ এরূপ রয়েছে যার ঈমান সঠিক হয় না অমুখাপেক্ষিতা (ঐশ্বর্য) ছাড়া। আমি যদি তাকে ফাকীর বানিয়ে দেই

তাহলে সে কুফরী করে বসে। আর আমার বান্দাদের মধ্য হতে কেউ আছে যার ঈমান সঠিক হয় দরিদ্রতা ছাড়া। আমি যদি তাকে ধনী বানিয়ে দেই তাহলে সে কুফরী করে বসে। আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আছে যার ঈমান সঠিক হয় না রোগাক্রান্ত হওয়া ছাড়া। আমি যদি তাকে সুস্থতা দান করি তাহলে সে কুফরী করে বসে। আবার আমার বান্দাদের মধ্য হতে কেউ আছে যার ঈমান সঠিক হয় না সুস্থতা ছাড়া। আমি যদি তাকে রোগী বানিয়ে দেই তাহলে সে কুফরী করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে খাতীব বাগদাদী "আত্তারীখ" গ্রন্থে (৬/১৫) আবূ মুহাম্মাদ আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাবীব সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু আবূ মুহাম্মাদ মারওয়াযী হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু ঈসা রামালী হতে, তিনি সুফইয়ান ইবনু সা'ঈদ সাওরী হতে, তিনি হাম্মাদ ইবনু যায়েদ হতে, তিনি আইউব হতে, তিনি আবূ কিলাবাহ্ হতে, তিনি কাসীর ইবনু আফলাহ্ হতে, তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। এর বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া ইবনু 'ঈসা রামালীকে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি সত্যবাদী সন্দেহ পোষণকারী। তাকে ইবনু মা'ঈন দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর নাসাঈ বলেন: তিনি শক্তিশালী নন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী ভুলকারী।

আমি (আলবানী) বলছি: তার নিচের দু'বর্ণনাকারীর জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না।

১৭৭৫. (قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ، وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ مَا تَرَدَّدْتُ فِي قَبْضِ الْمُؤْمِنِ؛ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَ أَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، مَا تَقَرَّبَ عَبْدِيْ بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي الْمُؤْمِنُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، وَمَنْ أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَيَدًا وَمُؤَيِّدًا، دَعَانِيْ فَأَجَبْتُهُ، وَسَأَلَنِيْ فَأَعْطَيْتُهُ، وَنَصَحَ لِيْ فَنَصَحْتُ لَهُ، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِيْ لَمَنْ يُرِيْدُ الْبَابَ مِنَ الْعِبَادَةِ فَأَكُفُّ عَنْهُ لَا يَدْخُلُهُ الْعُجْبُ فَيُفْسِدُهُ ذَلِكَ،

وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لا يُصْلِحُ إِيْمَانَهُ إِلاَّ الْفَقْرُ، وَلَوْ أَغْنَيْتُهُ لأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لا يُصْلِحُ إِيْمَانَهُ إِلاَّ الصِّحَّةُ، وَلَوْ أَسْقَمْتُهُ لأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لا يُصْلِحُ إِيْمَانَهُ إِلاَّ السَّقَمُ، وَلَوْ أَصْحَحْتُهُ لأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، إِنِّي أُدَبِّرُ عِبَادِي بِعِلْمِي بِقُلُوْبِهِمْ، إِنِّي عَلِيمٌ خَبِيرٌ).

১৭৭৫। আল্লাহ্ তাবারাক অতা'য়ালা বলেন: যে আমার কোন অলীকে অসম্মানিত করল সে আমার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। মু'মিনের আত্মা কবয করতে আমি যে দ্বিধা করি অন্য কোন কিছু করতেই এতো দ্বিধা করি না। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তাকে কষ্ট দেয়াকে অপছন্দ করি, অথচ মৃত্যু তার জন্য অবধারিত। আমার বান্দার ওপর আমি যা কিছু ফরয করেছি তা পালন করার দ্বারা সে যেরূপ আমার নৈকট্য লাভ করে, (অন্য কিছুর দ্বারা) সেরূপ আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। আর আমার মু'মিন বান্দাকে আমি না ভালোবাসা পর্যন্ত সে নফল ইবাদাতগুলোর দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করা অব্যাহত রাখে। আর আমি যাকে ভালোবাসি আমি তার জন্য কান হয়ে যাই, চোখ হয়ে যাই, হাত হয়ে যাই এবং সাহায্যকারী হয়ে যাই। সে আমাকে ডেকেছে ফলে আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছি। আমার নিকট চেয়েছে ফলে আমি তাকে দিয়েছি। সে আমার জন্য নাসীহাত গ্রহণ করেছে তাই আমি তাকে নাসীহাত করেছি। আমার বান্দাদের মধ্য হতে কেউ এমন রয়েছে যে ইবাদাতের দরজা (পথ) চাই কিন্তু আমি তাকে তা থেকে বাধা দিয়েছি যাতে করে তার মাঝে অহংকার প্রবেশ না করে। কারণ তা তার আমলকে নষ্ট করে দিবে। আমার মু'মিন বান্দাদের মধ্য হতে কেউ এরূপ রয়েছে যে, তার ঈমানকে শুধুমাত্র দরিদ্রতা বিশুদ্ধ করতে পারে, আমি যদি তাকে ধনী বানিয়ে দি তাহলে ধনী হওয়া তার ঈমানকে নষ্ট করে দিবে। আর আমার মু'মিন বান্দাদের মধ্য হতে এমন ব্যক্তিও রয়েছে যার ঈমানকে শুধুমাত্র সুস্থতা ঠিক রাখতে পারে, যদি তাকে রোগী বানিয়ে দিই তাহলে তা তার ঈমানকে নষ্ট করে দিবে। আবার আমার মু'মিন বান্দাদের ম্যধ হতে এমন ব্যক্তিও রয়েছে যার ঈমানকে শুধুমাত্র অসুস্থতা ঠিক রাখতে পারে, আমি যদি তাকে সুস্থতা দান করি তাহলে তা তার ঈমানকে নষ্ট করে দিবে। তাদের অন্তরসমূহ সম্পর্কে আমার জ্ঞান দ্বারা আমিই আমার বান্দাদেরকে পরিচালিত করি। কারণ সব কিছু সম্পর্কে আমি জ্ঞাত এবং অবগত।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে বাইহাক্বী “আলআসমা অস সিফাত” গ্রন্থে (পৃ ১২১), আবূ সালেহ্ হারমী “আলফাওয়াইদুল আওয়ালী” গ্রন্থে (২/২/১৭), বাগাবী “শারহুস সুন্নাহ্” গ্রন্থে (১/১৪২/১), আবূ বাক্‌র কালাবাযী “মিফতাহুল মা‘য়ানী” গ্রন্থে (১৯০-১৯১) ও যিয়া “আলমুন্তাকা মিন মাসমূ‘য়াতিহি বিমারু” গ্রন্থে (৭৬-৭৭) হাসান ইবনু ইয়াহ্ইয়া খুশানী হতে, তিনি সাদাকাহ্ ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু হিশাম কাতানী হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে, তিনি জিবরীল (আলাইহিস সালাম) হতে, তিনি আল্লাহ্ তাবারাক অতা‘য়ালা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

হাদীসটিকে বাগাবী উমার ইবনু সা‘ঈদ দেমাস্কী হতে, তিনিও সাদাকাহ্ ইবনু আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: দু’টি কারণে এ সনদটি খুবই দুর্বল:

(১) বর্ণনাকারী হিশাম কাতানীর জীবনী আমি পাচ্ছি না। দেখুন “সিলসিলাহ্ সহীহাহ্” (৪/১৮৮-১৮৯)।

(২) বর্ণনাকারী সাদাকাহ্ ইবনু আব্দুল্লাহ্ তিনি হচ্ছেন সামীন। হাফিয যাহাবী “আয্‌যু‘য়াফা” গ্রন্থে বলেন: ইমাম বুখারী ও আহমাদ বলেন: তিনি খুবই দুর্বল।

আর আরেক বর্ণনাকারী হাসান ইবনু ইয়াহ্ইয়া খুশানীও দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী বহু ভুলকারী।

আমি (আলবানী) বলছি: কিন্তু উমার ইবনু সা‘ঈদ দেমাস্কী তার মুতাবা‘য়াত করেছেন যেমনটি দেখেছেন। তবে হাফিয যাহাবী বলেন: তাকে (মুহাদ্দিসগণ) ত্যাগ করেছেন।

আর তাদের দু’জনের বিরোধিতা করে সালামাহ্ ইবনু বিশ্‌র বলেন: সাদাকাহ আমাদেরকে হাদীসটি বর্ণনা করে শুনিয়েছেন ইব্‌রাহীম ইবনু আবূ কারীমাহ্ হতে, তিনি হিশাম কাতানী হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে ইবনু আসাকির (২/২৪৫/১) উল্লেখ করে বলেছেন: এটিকে হাসান ইবনু ইয়াহ্ইয়া খুশানী বালাতী বর্ণনা করেছেন সাদাকাহ্ হতে, তিনি হিশাম হতে। এর মধ্যে তিনি ইব্‌রাহীম ইবনু আবূ কারীমাকে উল্লেখ করেননি। অতঃপর তিনি হাদীসটিকে তার সনদের এ হাসান হতে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সালামাহ্ সত্যবাদী যেমনটি “আত্‌তাক্বরীব”

গ্রন্থে এসেছে।

আর এ ইবরাহীমকে আমি চিনি না। আর তিনি হচ্ছেন হাদীসটির তৃতীয় সমস্যা। আল্লাহ্ই বেশী ভালো জানেন।

এটিকে হাইসামী আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস হতে অনুরূপভাবে উল্লেখ করে (১০/২৭০) বলেছেন: এটিকে ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন আর এর সনদের মধ্যে একদল বর্ণনাকারী রয়েছেন আমি তাদেরকে চিনি না।

হাদীসটির প্রথম অংশ (... ونصح)বাক্যের পূর্ব পর্যন্ত ইমাম বুখারী আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে দু'জন বর্ণনকারী রয়েছেন তারা দু'জনই সমালোচিত। কিন্তু হাফিয ইবনু হাজার তার (১১/২৯২-২৯৩) কতিপয় শাহেদ উল্লেখ করে সেগুলোর অধিকাংশকেই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। এখন পর্যন্ত আমার পক্ষে শাহেদগুলোর সনদ নিয়ে সূক্ষ্মভাবে গবেষণা করা সম্ভব হয়নি। সেগুলো কি শাহেদ হওয়ার উপযুক্ত নাকি উপযুক্ত নয়?

অতঃপর আমার পক্ষে সেগুলোর অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ্ এবং অনুসন্ধানে সেগুলোর নয়টি সূত্র পেয়েছি এবং একটি একটি করে সেগুলোর তাখরীজ করেছি। সেগুলোর কোন কোনটির দ্বারা একটু পূর্বে উল্লেখিত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। এ কারণে ইমাম বুখারী কর্তৃক আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনাকৃত সে হাদীসটিকে "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (১৬৪০) উল্লেখ করেছি।

١٧٧٦. (أَتَانِي جِبْرِيْلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ أُمَّتَكَ مُخْتَلِفَةٌ بَعْدَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ الْمَخْرَجُ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ: فَقَالَ: كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، بِهِ يَقْصِمُ اللهُ كُلَّ جَبَّارٍ، مَنِ اعْتَصَمَ بِهِ نَجَا، وَمَنْ تَرَكَهُ هَلَكَ، مَرَّتَيْنِ، قَوْلٌ فَصْلٌ، وَلَيْسَ بِالْهَزْلِ، لاَ تَخْتَلِقُهُ الْأَلْسُنُ، وَلاَ تَفْنِيْ أَعَاجِيْبُهُ، فِيْهِ نَبَأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ، وَفَصْلُ مَا بَيْنَكُمْ، وَخَبَرُ مَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ).

১৭৭৬। আমার নিকট জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এসে বললেন: হে মুহাম্মাদ! আপনার পরে আপনার উম্মাত মতভেদ করবে। তিনি বলেন: আমি তাকে বললাম: এ থেকে বের হওয়ার উপায় কি হে জিবরীল? তিনি বললেন: কিতাবুল্লাহ্। তার দ্বারাই আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রত্যেক অত্যাচারীকে ভেঙ্গে

(ধ্বংস করে) দিবেন। যে তাকে আঁকড়ে ধরবে সে নাজাত পেয়ে যাবে। আর যে তাকে ত্যাগ করবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি এ কথা দু'বার বললেন। চূড়ান্ত কথা, তামাশার কথা নয়। যবানগুলো তাকে তৈরি করতে সক্ষম নয়। তার বিস্ময়কর বস্তুগুলো শেষ হবে না। এতে তোমাদের পূর্বের ঘটনাবলী রয়েছে, তোমাদের মাঝের সমস্যার সমাধান রয়েছে এবং তোমাদের পরে যা কিছু ঘটবে সেগুলোরও খবর রয়েছে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইমাম আহমাদ (১/৯১) ইবনু ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব কুরাযী হারেস ইবনু আব্দুল্লাহ্ আ'ওয়ার হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি বললাম: অবশ্যই আমি আমীরুল মু'মিনীনের নিকট আসব বিকাল বেলা যা শুনেছি সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য। তিনি বলেন: আমি 'এশার পরে তার নিকট আসলাম অতঃপর তার নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি হাদীসটি উল্লেখ করে বললেন: আমি রসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: দু'টি কারণে এ সনদটি খুবই দুর্বল:

(১) বর্ণনাকারী হরেসকে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তার ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। যদিও তার হাদীস চারটি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে। ইবনুল মাদীনী বলেন: তিনি মিথ্যুক। নাসাঈ বলেন: তিনি শক্তিশালী নন। দারাকুতনী প্রমুখ বলেন: তিনি দুর্বল। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

(২) ইবনু ইসহাক কর্তৃক এ ভাষায় বর্ণনা করা যে, 'তিনি বলেন' তা আন্ আন্ করে বর্ণনা করার মতই। আর তিনি হচ্ছেন মুদাল্লিস। তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে তাঁর মুতাবা'য়াত করা হয়েছে।

হাদীসটিকে হুসাইন জু'ফী হামযাহ্ যাইয়্যাত হতে, তিনি আবুল মুখতার ত্বাঈ হতে, তিনি ইবনু আখিল হারেস আলআ'ওয়ার হতে, তিনি হারেস হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে দারেমী (২/৪৩৫), ইবনু আবী শাইবাহ "আলমুসান্নাফ" গ্রন্থে (১২/৬১/১) ও তিরমিযী (৪/৫১-৫২) বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন: হাদীসটি গারীব। শুধুমাত্র যাইয়্যাতের হাদীস হতেই এটিকে চিনি আর তার সনদটি মাজহূল। আর হারেসের হাদীসের সমালোচনা করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: আবুল মুখতার আত্‌তাঈ মাজহূল (অপরিচিত)।

হাফিয যাহাবী বলেন: কুরআনের ফাযীলাত সম্পর্কে বর্ণিত তার হাদীস মুনকার।

অতঃপর হাদীসটিকে দারেমী আবুল বুখতারী সূত্রে হারেস হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আবুল বুখতারীর নাম হচ্ছে সা'ঈদ ইবনু ফীরোয। তিনি নির্ভরযোগ্য, বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী। তার নিকট পর্যন্ত সনদটি সহীহ্। অতএব হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে এ হারেস।

١٧٧٧ – " أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! كُنْ عَجَّاجًا ثَجَّاجًا " .

১৭৭৭। আমার নিকট জিবরীল এসে বললেন: হে মুহাম্মাদ! আপনি সশব্দে তালবিয়্যাহ্ পাঠ করুন এবং হাজ্জের পশু নাহ্‌র করুন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে "আলজামে'" গ্রন্থে আহমাদ ও যিয়ার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে সায়েব ইবনু খাল্লাদ হতে। হাদীসটি "আলমুসনাদ" গ্রন্থে (৪/৫৬) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ লাবীদ হতে, তিনি আলমুত্তালিব ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু হানতাব হতে, তিনি সায়েব ইবনু খাল্লাদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, জিবরীল (عليه السلام) নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বলেন: আপনি সশব্দে তালবিয়্যাহ্ পাঠক করুন এবং হাজ্জের পশু নাহর করুন। আজ্জু হচ্ছে তালবিয়্যাহ্ পাঠ করা আর সাজ্জু হচ্ছে উট নাহ্‌র করা। এটি আহমাদের ভাষা ...। সর্বাবস্থায় সনদটি দুর্বল ইবনু ইসহাক কর্তৃক আন্ আন্ করে বর্ণনাকৃত হওয়ার কারণে। কারণ তিনি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। হাদীসটি অন্যরা বর্ণনা করেছেন যেখানে আলোচ্য এ ভাষা নেই। দেখুন "মিশকাত" (২৫৪৯)।

١٧٧٨. (أَتَدْرُوْنَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالُوا: اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: الْمَنِيحَةُ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الدِّرْهَمَ، أَوْ ظَهْرَ الدَّابَّةِ، أَوْ لَبَنَ الشَّاةِ، أَوْ لَبَنَ الْبَقَرَةِ).

১৭৭৮। তোমরা কি জান কোন্ সাদাকাহ্ সর্বাপেক্ষা উত্তম? তারা বলল: আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল বেশী জানেন। তিনি বললেন: হাদিয়্যাহ দেয়া, অর্থাৎ তোমাদের কারো তার ভাইকে এক দিরহাম দেয়া, অথবা পশুর পিঠ ব্যবহারের জন্য দেয়া, অথবা বকরীর দুধ বা গরুর দুধ পান করতে দেয়া।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম আহমাদ (১/৪৬৩) ইব্রাহীম হাজরী সূত্রে আবুল আহ্ওয়াস হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ ...।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি দুর্বল। ইব্রাহীম হচ্ছেন ইবনু মুসলিম, তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। তিনি মওকূফগুলোকে মারফূ' বানিয়েছেন যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

হাইসামী (৩/১৩৩) বলেনঃ হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ ও আবু ই'য়ালা বর্ণনা করেছেন। তিনি বৃদ্ধি করে "দীনার অথবা গরুর কথা উল্লেখ করেছেন। বায্যার ও ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আহ্মাদের বর্ণনাকারীগণ হচ্ছেন সহীহ্ বর্ণনাকারী।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাফিয হাইসামীর এ কথা লক্ষ্য না করে বলা কথা যেমনটি আহমাদ শাকের বলেছেন। কারণ এ ইব্রাহীম দুর্বল। বিশেষ করে আবুশ আহওয়াস হতে তার বর্ণনার ক্ষেত্রে। এ ছাড়াও তিনি সহীহ্ বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত নন। বরং ইবনু মাজাহ্ ছাড়া ছয় মুহাদ্দিসের কেউ তার থেকে বর্ণনা করেননি।

١٧٧٩. (إِنِّي أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي اثْنَتَيْنِ: الْقُرْآنَ وَاللَّبَنَ، أَمَّا اللَّبَنُ فَيَبْتَغُونَ الرِّيفَ، وَيَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، وَيَتْرُكُونَ الصَّلَوَاتِ، وَأَمَّا الْقُرْآنُ فَيَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ، فَيُجَادِلُونَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ).

১৭৭৯। আমি আমার উম্মাতের জন্য দু'টি ব্যাপারে ভয় করছিঃ কুরআন আর দুধ। দুধকে (এক শ্রেণীর লোক ভালোবেসে) তারা গ্রাম্য অঞ্চলকে অনুসন্ধান করবে, মনোবৃত্তির অনুসরণ করবে এবং সলাতগুলোকে ছেড়ে দিবে। আর কুরআনকে মুনাফিকরা শিখবে, এরপর (অপব্যাখ্যা করে) তার দ্বারা মু'মিনদের সাথে ঝগড়া করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৪/১৫৬) যায়েদ ইবনুল হুবাব হতে, তিনি আবুস সাম্হ হতে, তিনি আবূ কাবীল হতে, তিনি উকবাহ্ ইবনু আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছেনঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আবুস সাম্‌হ ছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তার নাম হচ্ছে দাররাজ। তিনি হচ্ছেন দুর্বল।

হাইসামী (১/১৮৭) বলেন: হাদীসটিকে আহমাদ ও ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, যার সনদে দার্‌রাজ আবুস সাম্‌হ রয়েছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য কিন্তু তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করার ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "যাওয়াইদুল জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ত্ববারানীর বর্ণনায় নিম্নের ভাষায় উল্লেখ করেছেন:

أتخوف على أمتي اثنتين: يتبعون الأرياف والشهو ات، ويتركون....

ভিন্ন ভাষায় হাদীসটি সহীহ্ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। সেটিকে আমি (আলবানী) "সহীহাহ্" গ্রন্থে (২৭৭৮) উল্লেখ করেছি।

١٧٨٠ - " إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، أَطَّتْ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَ مَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ لله سَاجِدٌ، والله لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، (وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ)، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ).

১৭৮০। আমি তাই দেখি যা তোমরা দেখনা আর তাই শুনি যা তোমরা শুনো না। আসমান চিৎকার করে উঠল এবং তার চিৎকার করাই উচিত। কারণ চার আঙ্গুল সমপরিমাণ আসমানের প্রতিটি স্থানে একজন ফেরেশতা তার কপালকে আল্লাহর জন্য অবনত করে। আল্লাহর কসম আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে অবশ্যই তোমরা কম হাসতে আর বেশী বেশী কাঁদতে, [আর বিছানায় তোমরা নারীদের দ্বারা মজা করতে না] আর তোমরা অবশ্যই রাস্তাগুলোতে বেরিয়ে পড়তে। তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।

হাদীসটি বন্ধনীর মধ্যের অংশ টুকু ছাড়া সহীহ। এটিকে পূর্বে দুর্বল আখ্যা দেয়া হলেও পরবর্তীতে তিনি (আলবানী) উক্ত অংশ ছাড়া হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। দেখুন "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (৮৫২, ১৭২২, ১০৫৯, ১০৬০, ৩১৯৪। কিছু অংশ বুখারী এবং মুসলিমের মধ্যেও বর্ণিত হয়েছে।

এটিকে ইমাম তিরমিযী (২/২৫৯), ইবনু মাজাহ্ (২/৫৪৭), ত্বহাবী "আলমুশকিল" গ্রন্থে (২/৪৪) ও আহমাদ (৫/১৭৩) ইব্‌রাহীম ইবনু মুহাজির হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি মুওয়ার্‌রিক হতে, তিনি আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ...।

(তিরমিযীতে হাদীসটির শেষে এসেছে): [আমি পছন্দ করি যে, আমি যদি বৃক্ষ হয়ে যেতাম যাকে কেটে ফেলা হবে]। এ বাক্যটি হচ্ছে আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিজের কথা।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এর বর্ণনাকারী ইব্‌রাহীমের হেফযে ত্রুটি থাকার কারণে তিনি দুর্বল।

১৭৮১. (لَيْسَ لِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ فِي الْخُرُوْجِ إِلاَّ مُضْطَرَّةً يَعْنِيْ لَيْسَ لَهَا خَادِمٌ، إِلاَّ فِي الْعِيْدَيْنِ: الأَضْحَى وَالْفِطْرِ، وَلَيْسَ لَهُنَّ نَصِيْبٌ فِي الطُّرُقِ إِلاَّ الْحَوَاشِيَ).

১৭৮১। নারীদের (গৃহ) হতে বের হওয়ার কোন সুযোগ নেই বাধ্য হওয়া ছাড়া। অর্থাৎ তাদের খাদেম যদি না থাকে তাহলে বের হতে পারবে। তবে দু'ঈদঃ ফিত্‌র এবং আযহাতে বের হওয়ার সুযোগ রয়েছে। আর রাস্তার ধার ছাড়া রাস্তার মধ্যে তাদের কোন অংশ নেই।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী (২/১৮৯) সিওয়ার হতে, তিনি আতিয়্যাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেনঃ

সিওয়ার ইবনু মুস'য়াবের অধিকাংশ বর্ণনা নিরাপদ নয়। তিনি দুর্বল। যেমনটি মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন।

তার সূত্রেই হাদীসটিকে ত্ববারানী "আলকাবীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি "আলফায়েয" গ্রন্থে এসেছে এবং তিনি বলেছেনঃ হাইসামী বলেনঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস।

১৭৮২. (اِتَّقُوا الْبَوْلَ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ فِي الْقَبْرِ).

১৭৮২। তোমরা পেশাব হতে বেঁচে থাক। কারণ কবরে পেশাবের ব্যাপারে সর্বপ্রথম বান্দার হিসাব নেয়া হবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইবনু আবী আসেম "আলআওয়াইল" গ্রন্থে (নং ৯৩) দুহাইম হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইউসুফ হতে, তিনি হাইসাম ইবনু হুমায়েদ হতে

বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি এক ব্যক্তিকে মাকহূল হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ... ।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। নাম না-নেয়া ব্যক্তি ছাড়া এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

মুনযেরী যে "আত্তারগীব" গ্রন্থে (১/৮৮) বলেছেন: হাদীসটিকে ত্ববারানী "আলকাবীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এমন এক সনদে যাতে সমস্যা নেই, আর হাইসামী "আলমাজমা'" গ্রন্থে (১/২০৯) যে বলেছেন: বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, আর মানাবী যে "আলফায়েয" গ্রন্থে বলেছেন: লেখক হাসান হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন, তাদের এসব কথা সঠিক নয়।

কারণ ত্ববারানীর "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থের এক কপিতে নাম না নেয়া ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আর তিনি হচ্ছেন আইউব ইবনু মুদরেক হানাফী যেমনটি "আলমীযান" গ্রন্থে এসেছে। হাফিয যাহাবী বলেন: ইবনু মা'ঈন বলেন: তিনি কিছুই না। আরেকবার বলেন: তিনি মিথ্যুক। আর নাসাঈ ও আবূ হাতিম বলেন: তিনি মাতরূক।

সম্ভবত এ বিষয়টি মানাবীর নিকট পরবর্তীতে স্পষ্ট হওয়ার কারণে তিনি "আত্তাইসীর" গ্রন্থে হাসান আখ্যা না দিয়ে সাদা স্থান ছেড়ে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য ত্ববারানীর বর্ণনায় উল্লেখিত এ আইউব- আইউব ইবনু আবী তামীমাহ্ নন (যিনি নির্ভরযোগ্য), ইনি হচ্ছেন আইউব ইবনু মুদরিক। আর তার শিষ্য ইসমা'ঈল ইবনু ইব্রাহীমও সিখতিয়্যানী নন (যিনিও নির্ভরযোগ্য). বরং তিনি হচ্ছেন আবূ ইব্রাহীম তরজুমানী যেমনটি ত্ববারানী অন্য হাদীসের মধ্যে তা স্পষ্ট করেছেন।

এ আইউবের আরেকটি বানোয়াট হাদীস (নং ১৫৯) আলোচিত হয়েছে।

ইবনু হিব্বানের নিকট আলোচ্য হাদীসটির সনদের আরেকটি সমস্যা রয়েছে। আর তা হচ্ছে সনদে বিচ্ছিন্নতা। তিনি "আযযু'য়াফা" গ্রন্থে (১/১৬৮) ইবনু মুদরিকের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি প্রসিদ্ধদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী। তিনি যাদেরকে দেখেননি তাদেরকে শাইখ হিসেবে দাবী করেন। তিনি ধারণা করতেন যে, তিনি তাদের থেকে শুনেছেন। তিনি মাকহূলের উদ্ধৃতিতে একটি বানোয়াট কপি বর্ণনা করেন অথচ তিনি তাকে (মাকহূলকে) দেখেননি।

١٧٨٣. (اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

১৭৮৩। তোমরা যতটুকু জানতে সক্ষম হবে তা ছাড়া আমার উদ্ধৃতিতে হাদীস বর্ণনা করা থেকে বেঁচে থাক। কারণ, যে আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করবে সে তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল। আর যে কুরআনের ব্যাপারে তার নিজ মত বলবে সে তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম তিরমিযী (৩/৬৫), আহমাদ (১/২৬৯, ২৯৩, ৩২৩, ৩২৭), আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১২৬), ইবনু জারীর "তাফসীর" গ্রন্থে (১/৭৭/৭৩-৭৬), অহেদী "আসবাবুন নুযূল" গ্রন্থে (পৃ ৪), বাগাবী "শারহুস সুন্নাহ্" গ্রন্থে (১১৭-১১৯) প্রথম বাক্যটি ছাড়া ইবনু জারীরের ন্যায় ও ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (১৪/৩৫৫/২) বিভিন্ন সূত্রে আব্দুল আ'লা আবূ আমের সা'লাবী হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু জুবায়ের হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ..।

তিরমিযী বলেন (বাগাবীও তার অনুসরণ করেছেন): হাদীসটি হাসান।

ইমাম তিরমিযীর নীতি অনুযায়ী তার এ কথার দ্বারা বুঝিয়ে থাকেন যে, হাদীসটি হাসান লি-গাইরিহি। যদি এরূপই হয় তাহলে দু'টি ব্যাপারে ধরার বিষয় রয়েছে:

১। হাদীসটির প্রথম এবং শেষ বাক্যের স্বপক্ষে কোন শাহেদ (সাক্ষীমূলক বর্ণনা) বর্ণিত হয়নি। তবে মধ্যের বাক্যটি সহীহ্ এবং মুতাওয়াতির সূত্রে তা বর্ণিত হয়েছে।

২। এর সনদটি দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে আব্দুল আ'লা আবূ আমের সা'লাবী। তাকে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তাকে ইমাম আহমাদ ও আবূ যুর'য়াহ্ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আর হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী, তবে সন্দেহকারী।

হাদীসটির সনদ সম্পর্কে শাইখ আলবানী আরো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। (অনুবাদক)

উল্লেখ্য শাইখ আলবানী হাদীসটির প্রথম বাক্যকে এবং প্রথম বাক্য সহকারে উল্লেখিত হাদীসকে "মিশকাত" গ্রন্থে (২৩২, ২৩৩) পূর্বে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দুর্বল আখ্যা দেন।

١٧٨٤. (اتقوا النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الْجَائِعِ مَسَدَّهَا مِنَ الشَّبْعَانِ).

১৭৮৪। তোমরা অর্ধেক খেজুর (সাদাকা করার) দ্বারা হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে (নিজেদেরকে) রক্ষা কর। কারণ তা ক্ষুধার্তের সেরূপ প্রয়োজন মিটায় যেরূপ পরিতৃপ্তের জন্য প্রয়োজন মিটায়।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ওকাইলী "আয্যু‘য়াফা" গ্রন্থে (পৃ ১৯১) সংক্ষেপে ও ইবনু আদী (২/২০২) পূর্ণরূপে সিলাহ্ ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আম্র হতে, তিনি আবু সালামাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন:

সিলাহ্ ইবনু সুলাইমানের অধিকাংশ বর্ণনাকারীগণ মুতাবা‘য়াত করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি মিথ্যুক যেমনটি ইবনু মা‘ঈন ও আবূ দাঊদ বলেছেন আর অন্যরা তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীসটিকে খাত্তাবী "গারীবুল হাদীস" গ্রন্থে (১/৬৭) শুরাহ্বীল ইবনু সা‘দ সূত্রে জাবের হতে, তিনি আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটিও খুবই দুর্বল। শুরাহবীল ইবনু সা‘দকে হাফিয যাহাবী "আয্যু‘য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: ইবনু আবী যিইব বলেন: তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী ছিলেন। মালেক বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন। নাসাঈ বলেন: তিনি দুর্বল।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে‘উল কাবীর" গ্রন্থে (১/১৭/১) বায্যারের বর্ণনায় আবু বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

"তোমরা অর্ধেক খেজুর (সাদাকা করার) দ্বারা হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে (নিজেদেরকে) রক্ষা কর। কারণ তা বক্রতাকে সোজা করে, আর ক্ষুধার্তের সে স্থানেই পতিত হয় পরিতৃপ্ত ব্যক্তির যেখানে পতিত হয়।"

অতঃপর তিনি অনুরূপভাবে আরো উল্লেখ করেন:

"তা ত্রুটিকে বন্ধ করে দেয় এবং মন্দ মৃত্যুকে প্রতিহত করে।" এবং বলেন: এটিকে আবু ই'য়ালা, দারাকুতনী "আলইলাল" গ্রন্থে ও দাইলামী আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন আর দারাকুতনী এটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীসটিকে দাইলামী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (১/১/৪৩) আবূ ই'য়ালার সূত্র হতে বর্ণনা করেছেন। আর এটি তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (নং ৮৫) মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল অসাঅসী হতে, তিনি যায়েদ ইবনুল হুবাব হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি শুরাহ্বীল ইবনু সা'দ হতে, তিনি জাবের হতে, তিনি আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। শুরাহ্বীল সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী, তবে তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

আর অসাঅসী সম্পর্কে বায্যার বলেন: তিনি হাদীস জাল করতেন। আর দারাকুতনী প্রমুখ বলেন: তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: বায্যার বলেন: যায়েদ হতে অসাঅসী ছাড়া কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না। আর আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে শুধুমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: অর্থাৎ এ ভাষায় এবং এভাবে পূর্ণতা দেয়ার দ্বারা। আর এ কারণেই আমি হাদীসটিকে এখানে তাখরীজ করেছি। অন্যথায় হাদীসটির প্রথম অংশ বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ গ্রন্থে একদল সহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন "সহীহ্ জামে'উস সাগীর" (১১৩)।

١٧٨٥. (اتَّقُوا خِدَاجَ الصَّلَاةِ، إِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا).

১৭৮৫। তোমরা অসম্পূর্ণ সলাত হতে বেঁচে থাক। ইমাম যখন রুকূ' করে এরপর তোমরা রুকূ' কর এবং সে যখন উঠে এরপর তোমরা উঠো।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৩/৪৩) হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ সূত্রে আর ত্বাবারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে (১/৩১/২) কুতাইবাহ্ ইবনু সা'ঈদ সূত্রে আর তারা উভয়ে আইউব ইবনু জাবের হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উসাম হানাফী হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পেছনে সলাত আদায় করছিল। সে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রুকূ' করার পূর্বেই রুকূ' করা শুরু করল এবং (রুকূ' হতে) তিনি

উঠার পূর্বেই উঠে যাচ্ছিল। অতঃপর রসূল (ﷺ) যখন স্বীয় সলাত শেষ করলেন তখন বললেন: কে এই ব্যক্তি? সে বলল: আমি হে আল্লাহর রসূল! আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে, আপনি তা জানতে সক্ষম হলেন নাকি হলেন না? তখন তিনি বললেন: ...।

ত্ববারানী বলেন: ইবনু উসাম হতে আইউব ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। কুতাইবাহ্ এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

তবে হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ তার (কুতাইবার) মুতাবা'য়াত করেছেন যেমনটি দেখেছেন।

আর আইউব ইবনু জাবের দুর্বল যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে। অতএব হাদীসটি দুর্বল।

আর আব্দুল্লাহ্ ইবনু উসামকে বলা হয়: ইবনু ইসমাহ্। তিনি নির্ভরযোগ্য, ইবনু আবী হাতিম (২/২/১২৬) তার জীবনী উল্লেখ করে তার পিতার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন: তিনি শাইখ। তিনি আবূ যুর'য়ার উদ্ধৃতিতেও উল্লেখ করেছেন যে, তার ব্যাপারে সমস্যা নেই। আর ইবনু মা'ঈন তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী, ভুলকারী।

হাইসামী "আলমাজমা'" গ্রন্থে (২/৭৭) বলেন: হাদীসটিকে আহমাদ ও ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে আইউব ইবনু জাবের রয়েছেন। আহমাদ তার সম্পর্কে বলেন: তার হাদীস সত্যবাদীদের হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ইবনু আদী বলেন: তার হাদীসের একটি অন্যটিকে শক্তিশালী করে। তাকে ইবনু মা'ঈন ও একদল দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

١٧٨٦. (اتَّقُوا هَذَا الْقَدَرَ، فَإِنَّهُ شُعْبَةٌ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ).

১৭৮৬। তোমরা এ কাদ্র (নিয়ে আলোচনাকারীদের) থেকে বেঁচে থাক, কারণ তা খৃষ্টানদের একটি শাখা।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে মুখাল্লেস "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (৯/২০০/১), ইবনু বিশরান "আলআমালী" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২৮), ইবনু আদী (ক্বাফ ১/২৮৫), ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১৩১/২), আবূ নু'য়াইম "আররুওয়াতু আন আবী নু'য়াইম ফায্ল ইবনু দুকায়েন" গ্রন্থে (১/২), লালকাঈ

"আস্‌সুন্নাহ্" গ্রন্থে (১/১৪৪/১) ও আহমাদ ইবনুল মুহান্দিস "হাদীসুহু আন আফিয়্যাহ্ অ গাইরিহি" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১৩২) কাসেম ইবনু হাবীব হতে, তিনি নায্‌যার ইবনু হাইয়্যান হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: এ ইরজা (মুরজিয়্যাহ্ আক্বীদাহ্) হতে তোমরা বেঁচে থাক, কারণ তা খৃষ্টানদের একটি শাখা।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এ নায্‌যার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন: তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

ইবনু হিব্বান "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে (৩/৫৬-৫৭) বলেন:

তিনি কম বর্ণনাকারী, তিনি খুবই মুনকারুল হাদীস। ইকরিমাহ্ হতে এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যেগুলো তার হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়। এমনকি মনে হবে যে, তিনি তা ইচ্ছাকৃতভাবেই করেছেন। অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আর কাসেম ইবনু হাবীব সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন: তিনি কিছুই না।

١٧٨٧. (اتَّقِي اللَّهَ يَا فَاطِمَةُ! وَأَدِّي فَرِيضَةَ رَبِّكِ، وَاعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكِ، فَإِذَا أَخَذْتِ مَضْجَعَكِ، فَسَبِّحِي ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَاحْمَدِي ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَكَبِّرِي أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، فَتِلْكَ مِائَةٌ، فَهِيَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ).

১৭৮৭। হে ফাতেমাহ্! আল্লাহকে ভয় কর, তোমার প্রতিপালকের দেয়া ফরযকে আদায় কর, তোমার পরিবারের কর্ম সম্পাদন কর। তুমি যখন তোমার বিছানা গ্রহণ করবে তখন তুমি তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ্ বল, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ্ বল আর চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার বল। এ হচ্ছে একশতবার। তোমার জন্য এগুলো খাদেমের চেয়ে বেশী উত্তম।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবূ দাউদ (২/৩৪) আবুল অর্‌দ হতে, তিনি ইবনু আগইয়াদ হতে, তিনি বলেন: আমাকে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমি তোমাকে কি আমার থেকে এবং ফাতেমাহ্ বিনতু রসূলিল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে হাদীস বর্ণনা করে শুনাবো না এমতাবস্থায় যে, সে (ফাতেমাহ্) রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারের মধ্য থেকে তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রিয় ছিল? আমি বললাম: হাঁ। তিনি বললেন: সে বাড়ি পরিষ্কার করত ফলে তার কাপড় ময়লাযুক্ত হয়ে যেত।

রসূল (ﷺ)-এর নিকট কিছু খাদেম আসলে আমি তাকে বললাম: তুমি যদি তোমার পিতার কাছে গিয়ে একজন খাদেম চাইতে। এ কারণে সে তাঁর নিকট আসল, কিন্তু তাঁর নিকট অনেক আলোচনাকারী দেখে সে ফিরে আসল। এরপর রসূল (ﷺ) পরের দিন এসে জিজ্ঞেস করলেন: তোমার কি প্রয়োজন ছিল? তখন ফাতেমা চুপ থাকল। আমি তখন বললাম: আমি বলছি হে আল্লাহর রসূল! সে পেষক (যাঁতা) চালানোর কারণে তার হাতে দাগ পড়ে গেছে। আর পানির পাত্র বহনের কারণে তার কাঁধে (তার গলাতেও) দাগ পড়ে গেছে। আপনার কাছে যখন খাদেমরা এসেছিল তখন আমি তাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম সে যেন আপনার নিকট গিয়ে আপনার কাছে একজন খাদেম চাই। যাতে করে সে যে কষ্টের মধ্যে রয়েছে সে তাকে বাঁচাতে পারে। তখন রসূল (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন: ...। ফাতেমা বললেন: আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (ﷺ)-এর প্রতি সন্তুষ্ট।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। ইবনু আগইয়াদের নাম হচ্ছে আলী। তিনি মাজহূল যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন।

আর আবুল অর্‌দ হচ্ছেন সুমামাহ্ ইবনু হুয্‌ন কুশাইরী বাসরী। ইবনু হাজার বলেন: তিনি মাকবূল। (অর্থাৎ মুতাবা'য়াতের সময়)।

হাদীসটি বুখারী এবং মুসলিম প্রমুখ হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এর প্রথমাংশ ছাড়া। অর্থাৎ এ মর্মে বর্ণিত সহীহ্ হাদীসের ভাষা আর এর মধ্যে মিল না থাকায় এ হাদীসটি দুর্বল।

١٧٨٨. (أُتِيَ بِإِبراهيم يَوْمَ النارِ إلى النَّارِ، فَلَمَّا أَبْصَرَهَا، قالَ: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ).

১৭৮৮। ইব্‌রাহীম (আ)কে যখন আগুনের দিনে আগুনের নিকট নিয়ে আসা হলো। অতঃপর যখন তিনি আগুন দেখলেন তখন বললেন: হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবু নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (১/১৯) কাযী আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু উমার হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনুল আব্বাস তায়ালিসী হতে, তিনি আব্দুর রহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ হতে, তিনি আবূ বাক্‌র ইবনু আইয়্যাশ হতে, তিনি হুমায়েদ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসুল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। ইবনু আইয়্যাশ ও তার উপরের বর্ণনাকারী ইমাম বুখারীর বর্ণনাকারী। আর তার নিচের দু'জন বর্ণনাকারীর জীবনী খাতীব বাগদাদী "আত্‌তারীখ" গ্রন্থে (১০/৩৬, ১১/৮৬) উল্লেখ করেছেন।

আর কাযী আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু উমারের জীবনী আলোচনা করেছেন আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/৮৮) এবং তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মারা যান ৩৬২ হিজরীতে। তিনি তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি। ইনিই হচ্ছেন এ সনদের সমস্যা।

তার ভাষার বিরোধিতা করা হয়েছে। খাতীব (১১/৮৬) হাদীসটিকে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস শাতাবী সূত্রে ইব্‌রাহীম ইবনু মূসা জাওযী হতে, তিনি আব্দুর রহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু যায়েদ সাকারী হতে, নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

নাবী (ﷺ) উহুদের দিনে আসলেন তখন তাঁকে বলা হলো: হে আল্লাহর রসূল!. "একটা বড় বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে জড় হচ্ছে, কাজেই তাদেরকে ভয় কর।" (সূরা আলু ইমরান: ১৭৩)। তখন তিনি বললেন: হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল।"

তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা নাযিল করলেন: "যাদেরকে লোকে খবর দিয়েছিল যে, একটা বড় বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে জড় হচ্ছে, কাজেই তাদেরকে ভয় কর ...।" (সূরা আলু ইমরান: ১৭৩)

বর্ণনাকারী এ শাতাবী ছাড়া এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। কারণ শাতাবীকে আমি চিনি না।

আর ইবরাহীম ইবনু মূসা জাওযীকে তাওযী বলা হয়। তাকে খাতীবও (৬/১৮৭) নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

তার থেকে আরেকটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। ইবনু মারদুবিয়্যাহ্ বলেন: আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু মা'মার হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি ইব্‌রাহীম ইবনু মূসা তাওযী হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনু কাসীর তার তাফসীর গ্রন্থে এটিকে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু এ মুহাম্মাদ ইবনু মা'মারও মাজহূল। খাতীব তার একটি হাদীস (৩/৩০৪) ইয়াহ্ইয়া ইবনু হাফ্স ইবনু আখী হিলাল কূফী হতে তার সনদে আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) হতে মারফূ' হিসেবে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

((من شارك ذميا فتواضع له ....))

এরপর খাতীব বলেন: এ হাদীসটি মুনকার, আমি এটিকে একমাত্র এ সনদেই লিখেছি।

এ ইবনু মা'মার অথবা তার শাইখকে হাফিয যাহাবী এ হাদীসটি জাল করার ব্যাপারে দোষারোপ করেছেন। তিনি তার জীবনীতে বলেছেন: তাকে চেনা যায় না।

অতঃপর তার এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন: এর সমস্যা হচ্ছে ইয়াহ্ইয়া। আর তিনি যদি না হন তাহলে এর সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী সামী। কারণ তিনিও মাজহূলুল হাল (তার অবস্থা অজ্ঞাত)।

আমি (আলবানী) বলছি: ইয়াহ্ইয়ার দ্বারাই হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করা ভাল। কারণ সামী থেকে দু'জন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন: একজন হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু মুখাল্লাদ আলআত্তার আর দ্বিতীয়জন হচ্ছেন ইবনু মারদিবিয়্যাহ্।

ইবনু যিয়াদ অথবা যায়েদের হাদীসটির সনদ এবং তার ভাষার বিরোধিতা করা হয়েছে। আহমাদ ইবনু ইউনুস বলেন: আমাদেরকে আবূ বাক্র হাদীসটি বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, তিনি আবূ হুসাইন হতে, তিনি আবুয যুহা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণনা করেছেন:

হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল কথাটি ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন। আর মুহাম্মাদ (স) তখনই বলেছিলেন যখন তারা বলেছিল: "একটা বড় বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে জড় হচ্ছে, কাজেই তাদেরকে ভয় কর।" (সূরা আলু ইমরান: ১৭৩)।

এটিকে ইমাম বুখারী (৪৫৬৩) ও হাকিম (২/২৯৮) বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেন: বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ্। কিন্তু তারা দু'জন (বুখারী ও মুসলিম) বর্ণনা করেননি। আর হাফিয যাহাবী তার (হাকিমের) সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তারা সুস্পষ্টভাবে সন্দেহমূলক কথা বলেছেন। অর্থাৎ ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন!

তারা দু'জন আরেকটি সন্দেহমূলক কথা বলেছেন আর তা হচ্ছে এই যে, ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দেয়া। কারণ এ আবূ বাক্র হতে ইমাম মুসলিম মুকাদ্দিমাতে ছাড়া অন্য কোথাও হাদীস বর্ণনা করেননি। আর মুহাদ্দিসগণ তার ব্যাপারে বহু সমালোচনা করেছেন। অতঃপর হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন:

তিনি একজন ইমাম, কিরাআতের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য সত্যবাদী। কিন্তু তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে ভুলকারী এবং সন্দেহপোষণকারী। ইমাম বুখারী তার হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে ভালো।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য আবেদ। কিন্তু তিনি যখন বৃদ্ধ হয়ে যান তখন তার হেফযে ত্রুটি দেখা দেয়। আর তার কিতাব সহীহ্।

বর্ণনাকারী ইসরাঈল হাদীসটির কিছু অংশের ব্যাপারে আবূ হুসাইন হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তার মুতাবা'য়াত করেছেন। এর ভাষা হচ্ছে:

ইব্রাহীমকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তখন তাঁর শেষ কথা ছিল "হাসবিয়াল্লাহু অনি'মাল অকীল"।

এটিকে ইমাম বুখারী (৪৫৬৪) মালেক ইবনু ইসমা'ঈল হতে, তিনি ইসরাঈল হতে বর্ণনা করেছেন। পূর্বে আলোচিত আবূ বাক্র হতে হাকিমের বর্ণনায় এ ভাষাতেই বর্ণিত হয়েছে।

ভাষা এবং সনদ উভয় ক্ষেত্রে মালেকের বিরোধিতা করে সালাম ইবনু সুলাইমান দেমাস্কী বর্ণনা করেছেন ইসরাঈল হতে, তিনি আবূ হুসাইন হতে, তিনি আবূ সালেহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে।

আমি (আলবানী) বলছি:

এ সালাম সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আলকাশেফ" গ্রন্থে বলেন: তার কতিপয় মুনকার বর্ণনা রয়েছে।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: তার মত ব্যক্তির দ্বারা শাহেদ গ্রহণ করা যায় না। তিনি সনদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করেছেন। তিনি এটিকে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মুসনাদের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি এটিকে মারফূ' বানিয়ে ফেলেছেন। অথচ আবূ বাক্র ও ইসরাঈল এ দু'নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বর্ণনায় এটি মওকূফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

মোটকথা হচ্ছে এই যে, আলোচ্য হাদীসটি মওকূফ হিসেবে সহীহ্। এর এক বর্ণনাকারী কর্তৃক আবূ বাক্র হতে বুখারীর সহীহ্ বর্ণনার বিরোধী হওয়ার কারণে আর ইসরাঈল কর্তৃক তার মুতাবা'য়াত করার কারণে।

১٧٨٩. (تُحْفَةُ الصَّائِمِ الزَّائِرِ أَنْ تُغَلَّفَ لِحْيَتُهُ، وَتُجَمَّرَ ثِيابُهُ، وَيُذَرَّرَ، وَتُحْفَةُ الْمَرْأَةِ الصَّائِمَةِ أَنْ تُمْشَّطَ رَأْسُها، وَتُجَمَّرَ ثِيابُها، وتُذَرَّرَ).

১৭৮৯। যিয়ারতকারী সওম পালনকারীর তোহ্ফা হচ্ছে এই যে, তার দাড়িতে সুগন্ধি মিশিয়ে দিতে হবে, তার কাপড়ে আগর কাঠের গন্ধ লাগিয়ে দিতে হবে আর এক ধরনের বিশেষ সুগন্ধি মাখিয়ে দিতে হবে বা (চোখে) সুরমা লাগিয়ে দিতে হবে। আর সওম পালনকারী নারীর জন্য তোহ্ফা হচ্ছে এই যে, তার মাথা (চুলে) চিরুনী করে দিতে হবে, তার কাপড়ে আগর কাঠের গন্ধ লাগিয়ে দিতে হবে এবং তাকে বিশেষ ধরনের সুগন্ধি দিতে হবে বা (চোখে) সুরমা লাগিয়ে দিতে হবে ।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইবনু আদী (১/১৭৩) মুহাম্মাদ ইবনু মূসা হারশী হতে, তিনি হুবাইরাহ্ ইবনু হুদায়ের আদাবী হতে, তিনি সা'দ আলহিযা হতে, তিনি উমায়ের ইবনু মা'মূন হতে, তিনি হাসান ইবনু আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ... ।

ইবনু আদী বলেন:

সা'দ ইবনু তুরাইফের হাদীসগুলো অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। তিনি খুবই দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: ইবনু মা'ঈন তার সম্পর্কে বলেন: কারো জন্য তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা বৈধ না। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি দ্রুত হাদীস জাল করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আর উমার ইবনু মা'মূনকে মা'মূনও বলা হয়ে থাকে। তার সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন: তিনি কিছুই না।

আর হুবাইরাহ্ ইবনু হুদায়ের আদাবী সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন বলেন: তিনি কিছুই না। আর মুহাম্মাদ ইবনু মূসা হারশী সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি দুর্বল।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে বাইহাক্বীর "আশ্শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থের বর্ণনায় হাসান ইবনু আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর তার ভাষ্যকার মানাবী বলেছেন: বাইহাক্বী পরক্ষণেই বলেন: সা'দের চেয়ে অন্যরা বেশী নির্ভরযোগ্য।

আমি (আলবানী) বলছি: বরং তিনি এর চেয়েও নিকৃষ্ট যেমনটি পূর্বে স্পষ্ট হয়েছে।

আর এ সূত্রেই ইমাম তিরমিযী (২৫৯৬) প্রমুখ হাদীসটিকে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

١٧٩٠. (أَثْرِدُوْا وَلَوْ بِالْمَاءِ).

১৭৯০। তোমরা সারীদ তৈরি কর যদি পানি দ্বারাও হয়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আবী হাতিম "আলইলাল" গ্রন্থে (২/১৮), ত্বাবারানী "আলমু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (নং ৭২৮৯) আব্বাদ ইবনু কাসীর হতে, তিনি আবূ 'ইকাল হতে বর্ণনা করেছেন। আর ত্বাবারানী (১১০৪) ও বাইহাক্বী "আশ্‌শু'য়াব" গ্রন্থে (২/১৯৫/২) আসেম ইবনু ত্বলহাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারূফ' হিসেবে শুনেছি।

ইবনু আবী হাতিম বলেন: আমার পিতা বলেন: আব্বাদ ইবনু কাসীর হাদীসের ক্ষেত্রে মুযতারিব। আমি ধারণা করেছিলাম যে, এর অবস্থা আব্বাদ ইবনু কাসীর বাসরীর চেয়ে ভাল। কিন্তু বাস্তবে তার অবস্থা তার নিকটতম অবস্থানেই রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: এ আব্বাদ হচ্ছেন রামালী ফিলিস্তীনী দুর্বল বর্ণনাকারী। আর বাসরী হচ্ছেন মাতরূক যেমনটি "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে। আর তার সনদের মধ্যে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে যেমনটি দেখছেন। "আলইলাল" গ্রন্থে আরেকটি ইযতিরাবের ঘটনা ঘটেছে।

হাইসামী "আলমাজমা'" গ্রন্থে (৫/১৯) বলেন:

হাদীসটিকে ত্বাবারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর এর সনদে আব্বাদ ইবনু কাসীর রামালী রয়েছেন। তাকে ইবনু মা'ঈন নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন আর একদল তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, ত্বাবারানী হাদীসটিকে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে অন্য সনদেও বর্ণনা করে বলেছেন: এর সনদে একদল বর্ণনাকারী রয়েছেন তাদের জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না।

আমি (আলবানী) বলছি: তারা সকলেই পরিচিত। তিনি এর দ্বারা বুঝিয়েছেন আসেম ইবনু ত্বলহাকে, আর তিনি হচ্ছেন মাজহূল যেমনটি "আললিসান" গ্রন্থে এসেছে। আর তার থেকে আব্বাদ বর্ণনা করেছেন আর আপনারা তার দুর্বলতার বিষয়টি জেনেছেন। আর তার থেকে আবূ জা'ফার

নুফাইলী বর্ণনা করেছেন তার নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ তিনি নির্ভরযোগ্য। আর তার থেকে ত্ববারানীর শাইখ আহমাদ বর্ণনা করেছেন। তার পিতার নাম হচ্ছে আব্দুর রহমান ইবনু ইকাল হার্‌রানী, তিনি দুর্বল। কিন্তু বাইহাক্বীর নিকট তার মুতাবা'য়াত করা হয়েছে।

সার কথা হচ্ছে এই যে, হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে আব্বাদের দুর্বল হওয়া আর সনদের মধ্যে ইযতিরাব সংঘটিত হওয়া।

١٧٩١. (لَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يَسُودَ كُلَّ قَبِيلَةٍ مُنَافِقُوهَا).

১৭৯১। সে সময় পর্যন্ত কিয়ামাত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত প্রতিটি কাবীলাকে তাদের মুনাফিকরা শাসন না করবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্ববারানী (৩/৪৮/১) হানাশ হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন:

তিনি মাদীনার বাগানগুলোর কোন একটি বাগানে ছিলেন। তিনি তার দু'ছেলেকে পড়াচ্ছিলেন। এ সময় দু'টি কাক অথবা দু'টি কবুতর উড়ে যাচ্ছিল। আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেদু'টির দিকে তাকিয়ে বললেন: আল্লাহর কসম! আমি এ দু'সন্তান মারা গেলে তাদের দু'জনের জন্য বেশী চিন্তিত হবো না, এ পাখি দু'টো মারা গেলে যতটুকু চিন্তিত হবো এর চেয়ে। আমি এ দু'টির জন্য ততটুকুই ব্যথা পাব যতটুকু পিতা তার সন্তানের জন্য পেয়ে থাকে। কিন্তু আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: ..।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এর বর্ণনাকারী হানাশের নাম হচ্ছে হুসাইন ইবনু কায়েস। তিনি মাতরূক যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার এবং হাইসামী "আলমাজমা'" (৭/৩২৭) বলেছেন। আর মানাবী তার "ফায়েয" গ্রন্থে তা সমর্থন করেছেন। তবে তিনি তার "তাইসীর" গ্রন্থে কম করে বলেছেন: তার সনদটি দুর্বল।

হাদীসটিকে বায্‌যার (৪/১৫০/৩৪১৬) এ সূত্রেই ঘটনা ছাড়া সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

١٧٩٢. (مَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَى اللهِ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ سُجُودٍ خَفِيٍّ).

১৭৯২। বান্দা যে সব বস্তুর দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে থাকে সেগুলোর মধ্যে গোপন সাজদার চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই।

হাদীসটি দুর্বল।

আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক "আয্‌যুহুদ" গ্রন্থে (নং ১৫৪) আর তার সূত্রে দাইলামী ও কাযা'ঈ (২/১০৫) আবূ বাক্‌র ইবনু আবী মারইয়াম হতে, তিনি যমরাহ্ ইবনু হাবীব ইবনু সুহাইব হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আবূ বাক্‌র ইবনু আবী মারইয়াম হচ্ছেন আবূ বাক্‌র ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবী মারইয়াম গাস্‌সানী শামী। হাফিয ইবনু হাজার বলেন:

তিনি দুর্বল। তার ঘরে চুরি সংঘটিত হয়েছিল। এ কারণে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

আর যমরাহ্ ইবনু হাবীব ইবনু সুহাইব নির্ভরযোগ্য তাবে'ঈ। এ কারণে হাদীসটি মুরসালও।

১৭৯৩. (أَحِبُّوا صُهَيْباً حُبَّ الوَالِدَةِ لِوَلَدِهَا).

১৭৯৩। তোমরা সুহাইবকে ভালবাস মাতা কর্তৃক তার সন্তানকে ভালবাসার ন্যায়।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে হাকিম (৩/৪০১) ও ইবনু আসাকির (৮/১৯৩/২) ইউসুফ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু সাইফী ইবনু সুহাইব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি সুহাইব হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হাকিম হাদীসটির ব্যাপারে কোন হুকুম না লাগিয়ে চুপ থেকেছেন। আর হাফিয যাহাবী বলেছেন: তার সনদটি খুবই দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: এ ইউসুফকে হাফিয যাহাবী "আয্‌যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন:

ইমাম বুখারী বলেন: তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

আর তিনি তার পিতার ব্যাপারে বলেন:

ইমাম বুখারী বলেন: তার ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে।

১৭৯৪. (مَا أَكَلَ الْعَبْدُ طَعَاماً أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ كَدِّ يَدِهِ، وَمَنْ بَاتَ كَالاًّ مِنْ عَمَلِهِ بَاتَ مَغْفُوراً لَهُ).

১৭৯৪। আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দের খাদ্য হচ্ছে সেটিই যেটিকে বান্দা তার নিজ হাতে উপার্জন করে খায়। আর যে ব্যক্তি তার

কর্মের কারণে পরিশ্রান্ত হয়ে রাত যাপন করে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া অবস্থায় সে রাত যাপন করে।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে ইবনু আসাকির (৪/৩২৪/১) হাসান ইবনু ইউসুফ হতে, তিনি হিশাম ইবনু আম্মার হতে, তিনি বাকিয়্যাহ্ ইবনুল অলীদ হতে, তিনি বুহায়ের ইবনু সা'দ হতে, তিনি খালেদ ইবনু মি'দান হতে, তিনি মিকদাম ইবনু মা'দী কারুবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে একদিন দেখলাম তিনি তাঁর দু'হাত ছড়িয়ে রেখে বলছেন: ...।

তিনি হাদীসটিকে হাসান ইবনু ইউসুফের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। তিনি হচ্ছেন হাসান ইবনু আলীর দাস আবূ সা'ঈদ ত্বারমুসী। তিনি তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি। একমাত্র হিশাম ছাড়া তার উপরের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। কারণ হিশামের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। আর বাকিয়্যার উদ্ধৃতিতে তিনি বলেন: তিনি (বাকিয়্যাহ্) বলেন: আমাদেরকে বুহায়ের হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন ...। বাকিয়্যা কর্তৃক বুহায়ের হতে শ্রবণ স্পষ্ট করণের বিষয়ে আমার আশংকা এই যে, এটা হিশাম হতে সন্দেহমূলকভাবে ঘটেছে। আল্লাহই বেশী ভালো জানেন।

অতঃপর আমি ইবনু আসাকিরকে হাদীসটি দু'জন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর সূত্র হতে বর্ণনা করতে দেখেছি, তারা দু'জনই বলেন: আমাদেরকে বাকিয়্যাহ্ বুহায়ের ইবনু সা'দ হতে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। তবে হাদীসের দ্বিতীয় অংশ ছাড়া। বাকিয়্যাহ্ কর্তৃক আন্আন্ করে বর্ণনা করা হচ্ছে হাদীসটির সমস্যা। কিন্তু ইমাম আহমাদ (৪/১৩১) বাকিয়্যাহ্ কর্তৃক তার (বুহায়ের) থেকে বর্ধিত অংশ ছাড়াই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার কথা উল্লেখ করেছেন। অতএব হাদীসটির একক সমস্যা হচ্ছে হাসান ইবনু ইউসুফ।

আর হাদীসটির প্রথম বাক্যটি সহীহ্। এটিকে সাওর ইবনু ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন খালেদ ইবনু মি'দান হতে। আর বৃদ্ধি করে বলেছেন: "আল্লাহর নাবী দাউদ তার নিজ হাতে কর্ম করে খেতেন"।

এটিকে ইমাম বুখারী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

অতএব দ্বিতীয় বাক্যটি (ومن بات كالا من عمله بات مغفورا له) মুনকার।

١٧٩٥. (مَنَعَنِي رَبِّي أَنْ أَظْلِمَ مُعَاهَداً وَلاَ غَيْرَهُ).

১৭৯৫। আমাকে আমার প্রতিপালক মু'য়াহাদ (নিরাপত্তা প্রদানকৃত ব্যক্তি) এবং অন্যদের প্রতি যুলুম করতে নিষেধ করেছেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইমাম সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন: হাকিম আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি সহীহ্ হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। আর মানাবী এ ব্যাপারে কোন সমালোচনাই করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটি "মুসতাদরাকুল হাকিম" গ্রন্থে (২/৬২২) মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল আশ'য়াস কূফী সূত্রে আবুল হাসান মূসা ইবনু ইসমা'ঈল ইবনু মূসা ইবনু জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি উবাই হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি তার পিতা 'আলী ইবনু আবী তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন।

এক ইয়াহূদীকে বলা হতো: জুরাইজারাহ। তার কয়েকটি দীনার রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট ঋণ হিসেবে পাওনা ছিল। সে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পরিশোধের জন্য বলল। তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন: হে ইয়াহূদী! আমার নিকট তো এমন কিছু নেই যে তোমাকে দিব। সে বলল: হে মুহাম্মাদ! আপনি না দেয়া পর্যন্ত আমি আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হব না। তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তাহলে তোমার সাথে বসব। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সাথে বসলেন। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে স্থানেই যোহ্‌র, আসর, মাগরিব, 'ইশা ও সকালের সলাত আদায় করলেন। তাকে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহাবীগণ ভীতি প্রদর্শন করছিলেন। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিচক্ষণতার সাথে বললেন: তোমরা তার সাথে কি করতে চাও? তারা বলল: হে আল্লাহর রসূল! ইয়াহূদী আপনাকে বন্দি করে রেখেছে? তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: আমাকে আমার প্রতিপালক মু'য়াহিদ (নিরাপত্তা প্রদানকৃত ব্যক্তি) এবং অন্যদের প্রতি যুলুম করতে নিষেধ করেছেন। দিন যখন পার হয়ে গেল তখন ইয়াহূদী বলল: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য মাবূদ নাই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল। এরপর সে বলল: আমার অর্ধেক সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিলাম। আমি আপনার সাথে যা করেছি তা এ জন্য করেছি যে, তাওরাতের মধ্যে আপনার যে গুণাবলী রয়েছে তা দেখতে চেয়েছি "মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ্, তার জন্ম হবে মক্কায় আর ত্বইবাতে (মাদীনাতে) তিনি হিজরাতকারী হবেন। তার বাদশাহী হবে শামে।

তিনি অভদ্র হবেন না, কঠোর প্রকৃতির হবেন না, বাজারগুলোতে চিৎকারকারী হবেন না, তিনি অশোভন কর্মকারী হবেন না এবং তিনি মন্দ কথা বলবেন না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই আর আপনি আল্লাহর রসূল। এ হচ্ছে আমার সম্পদ এ ব্যাপারে আল্লাহ আপনাকে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা দ্বারা ফয়সালা করুন। ইয়াহূদী ব্যক্তি অনেক সম্পদের অধিকারী ছিল।

হাকিম কোন হুকুম না লাগিয়ে চুপ থেকেছেন। আর হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন:

হাদীসটি একেবারে মুনকার। এর সমস্যা মূসা হতে অথবা তার পরে যারা আছেন তাদের থেকে।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি যদি মূসা ইবনু জা'ফার হন তাহলে অবশ্যই সমস্যা হচ্ছে তার পরের বর্ণনাকারী হতে। কারণ ইবনু জা'ফার নির্ভরযোগ্য ইমাম যেমনটি আবূ হাতিম বলেছেন। আর হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে তাকে আরো শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাকে "আলমীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করায় ওজর পেশ করে বলেছেন:

আমি তাকে এ কারণে উল্লেখ করেছি যে, ওকাইলী তাকে তার কিতাবে উল্লেখ করে বলেছেন: তার হাদীস নিরাপদ নয়। অর্থাৎ ঈমানের ক্ষেত্রে।

আর তিনি যদি মূসা ইবনু ইসমা'ঈল ইবনু মূসা হন তাহলে আমি পাচ্ছি না কে তার জীবনী আলোচনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী ইবনুল আশ'য়াস হতে। কারণ তার একটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে যাতে বহু বানোয়াট হাদীস রয়েছে। হাফিয যাহাবী প্রমুখের নিকট সে জাল হাদীসগুলোর ব্যাপারে তিনিই (ইবনুল আশ'আসই) দোষী। তিনি এ সনদেই সেগুলোকে কিতাবের মধ্যে একত্রিত করেন।

হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন: দারাকুতনী বলেন: আয়াতুল্লাহর এক আয়াত সে কিতাবকে জাল করেছে। অর্থাৎ আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর অনুসারী দাবীকারী 'ওলাবীদের এক 'ওলাবী সেগুলো জাল করেছে।

١٧٩٦. (ما مِنْ عَثْرَةٍ، وَلاَ اخْتِلاَجِ عِرْقٍ، وَلاَ خَدْشِ عُودٍ إِلاَّ بِمَا قَــدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، وَمَا يعفو الله أَكْثَرُ).

১৭৯৬। যে কোন ধরণের পদস্খলন, শিরা সংক্রান্ত শারীরিক সমস্যা ও কাঠ দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া, তোমাদের হাতগুলো যা প্রেরণ করেছে

একমাত্র সে কারণেই ঘটে থাকে (অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের কামাইয়েরই ফল)। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা যা ক্ষমা করবেন তার পরিমাণ আরো বেশী।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আসাকির (৮/১২৮/১) মুহাম্মাদ ইবনুল ফায্ল হতে, তিনি সাল্ত ইবনু বাহ্রাম হতে, তিনি শাকীক হতে, তিনি বারা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি একেবারে দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনুল ফায্ল, তিনি হচ্ছেন ইবনু আতিয়্যাহ্। তিনি একজন মিথ্যুক যেমনটি বারবার আলোচিত হয়েছে।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ইবনু আসাকিরের এ বর্ণনায় উল্লেখ করে তিনি যে ভূমিকাতে শর্তারোপ করেছেন তা ভঙ্গ করেছেন। মানাবী সাদা স্থান ছেড়ে দিয়ে তার কোনই সমালোচনা করেননি। সম্ভবত তিনি তার সনদ সম্পর্কে অবগত হননি। অতঃপর আমাকে আমাদের কোন ভাই অবহিত করেন হাদীসটির অন্য একটি সূত্র সম্পর্কে। আল্লাহ্ তাকে উত্তম বদলা দান করুন। সেটি হান্নাদের "কিতাবুল যুহ্দ"এর মধ্যে (১/২৪৯/৪৩১) উল্লেখিত হয়েছে। তিনি আবূ মু'য়াবিয়্যাহ্ হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু মুসলিম হতে, তিনি হাসান বাসরী হতে হাদীসটিকে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাসান বাসরী হতে এটি মুরসাল হওয়া ছাড়াও এর বর্ণনাকারী ইসমা'ঈল ইবনু মুসলিম হচ্ছেন মাক্কী। তিনি দুর্বল। এ কারণে হাদীস দুর্বল।

١٧٩٧. (اِثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ، وَثَلَاثٌ خَيْرٌ مِنْ اِثْنَيْنِ، وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ).

১৭৯৭। দু'জন একজনের চেয়ে উত্তম, তিনজন দু'জনের চেয়ে উত্তম, চারজন তিনজনের চেয়ে উত্তম। তোমরা জামা'য়াতকে আঁকড়ে ধর। কারণ আল্লাহ্ তা'য়ালা আমার উম্মাতকে ভ্রষ্টতার উপরে একত্রিত করবেন না।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আহমাদ "যাওয়াইদুল মুসনাদ" গ্রন্থে (৫/১৪৫) আবুল ইয়ামান হতে, তিনি ইবনু আইয়্যাশ হতে, তিনি বুখতারী ইবনু

ওবাইদ ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি বানোয়াট, এর সমস্যা হচ্ছে বুখতারী। তার সম্পর্কে আবূ নু'য়াইম বলেন: তিনি তার পিতার উদ্ধৃতিতে আবূ হুরাইরাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বানোয়াটগুলো বর্ণনা করেন।

তার সম্পর্কে অনুরূপ কথা হাকিম ও নাক্কাশও বলেছেন।

ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি যাহেব। যখন তিনি এককভাবে বর্ণনা করেন তখন তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা বৈধ নয় এবং তিনি ন্যায়পরায়ণও নন। তিনি তার পিতার উদ্ধৃতিতে আবূ হুরাইরাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে একটি পাণ্ডুলিপি বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে আজব আজব বস্তু রয়েছে।

আযদী বলেন: তিনি মহা মিথ্যুক সাকেত।

হাফিয সংক্ষেপে "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল ও মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি: তার পিতা ওবাইদ ইবনু সুলাইমানকে চেনা যায় না। আবূ হাতিম বলেন: তিনি মাজহূল।

আর ইবনু আইয়্যাশ হচ্ছেন ইসমা'ঈল হিমসী। শামীদের থেকে তার বর্ণনার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। আর এটি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটি সম্পর্কে হাইসামী "মাজমা'উয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/১৭৭) বলেন: এটিকে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। এর সনদে বুখতারী ইবনু ওবাইদ ইবনু সুলাইমান রয়েছেন তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি যে আহমাদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা ভুল। আর সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে তার অনুসরণ করেছেন। আর মানাবীও সে পথেই চলেছেন। সঠিক হচ্ছে এই যে, এটিকে ইমাম আহমাদের ছেলে আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন। এটা তার হাদীস, তার পিতা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস নয়।

এছাড়াও মানাবীর নিকট হাদীসটির সনদে উলোটপালটের মত ঘটনা ঘটেছে। তার নিকট বুখতারী আবুল বুখতারী হয়ে গেছে। তার নিকট আরো একটি ভুল সংঘটিত হয়েছে। কারণ তিনি বলেছেন: আবূ ওবাইদাহ্ তাবে'ঈকে চেনা যায় না। আসলে হবে 'তার পিতা' হচ্ছেন ওবাইদ।

তবে হাদীসের শেষ বাক্যটি সহীহ্। এ শেষ বাক্যের শাহেদ বর্ণিত হয়েছে। -শাহেদগুলোর কোন কোনটিকে আমি "যিলালুল জান্নাহ্" গ্রন্থে (৮০-৮৪) উল্লেখ করেছি।

১৭৯৮. (أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ فَرَكِبْتُ خَلْفَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَسَارَ بِنَا إِذَا ارْتَفَعَ ارْتَفَعَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا هَبَطَ ارْتَفَعَتْ يَدَاهُ، قَالَ: فَسَارَ بِنَا فِي أَرْضٍ غُمَّةٍ

مُنْتِنَةٍ، حتَّى أفْضَيْنا إلى أرْضٍ فَيْحاءَ طَيِّبَةٍ، فَقُلْتُ: يا جبْرِيلُ إنَّا كُنَّا نَسِيرُ في أرْضٍ غُمَّةٍ مُنْتِنَةٍ، ثُمَّ أفْضَيْنا إلى أرْضٍ فَيْحاءَ طَيِّبَةٍ، قالَ: تِلْكَ أرْضُ النّارِ، وَهذِهِ أرْضُ الجَنَّةِ. قال: فأَتَيْتُ على رَجُلٍ قائمٍ يُصَلِّي، فَقَالَ: مَنْ هذا مَعَكَ يا جبْرِيلُ؟ قَـالَ هذا أخُوكَ مُحمَّدٌ، فَرَحَّبَ بِي، وَدَعا لِي بالبَرَكَةِ، وقالَ: سَلْ لأُمَّتِكَ اليُسْرَ، قُلْتُ: مَنْ هذا يا جبْرِيلُ؟ قالَ: هَذَا أخُوكَ عِيسَى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، قال: فَسرْنَا فَسَمِعْتُ صَوْتًا وتذمراً، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ، فقال: مَنْ هَذَا يَا جبْرِيلُ ؟ قال: هذا محمد، فَرَحَّبَ بِي، وَدَعا لِي بالبَرَكَةِ، وقالَ: سَلْ لأُمَّتِكَ اليُسْرَ، فقُلْتُ: مَنْ هذا يا جبْرِيلُ؟ قالَ: هَذَا أخُوكَ مُوسى. قُلْتُ: على مَنْ كانَ تَذَمُّرُهُ وَصَـوْتُهُ ؟ قال: عَلَى رَبِّهِ! قلت: عَلَى رَبِّهِ؟! قالَ: نَعَمْ، قَدْ عَرَفَ ذَلِكَ مِنْ حِدَّتِهِ، قال: ثُـمَّ سِرْنا، فَرَأَيْنا مَصَابِيحَ وضَوْءاً، قال: قُلْتُ: مَا هَذَا يَا جبْرِيلُ؟ قالَ: هذِهِ شَـجَرَةُ أبيكَ إبْراهِيمَ عليه الصلاة والسلام، أَتَدْنُو منها؟ قلتُ: نَعَمْ، فَدَنَوْنا، فَرَحَّبَ بِيْ، وَدَعا لِي بالبَرَكَةِ، ثُمَّ مَضَيْنَا حتى أتينا بَيْتِ المَقْدِسِ، فَرَبَطْتُ الدَّابَّةَ بالحَلْقَةِ الَّـتي يَرْبِطُ بها الأنْبياءُ، ثُمَّ دَخَلْتُ المَسْجِدَ، فَنُشِرَتْ لِيَ الأنْبياءُ، مَنْ سَمَّى اللهُ عزوجل منهم، ومَنْ لَمْ يُسَمِّ، فصَلَّيْتُ بِهِمْ إلاَّ هؤلاءِ النَّفَرَ الثَّلاثَـةَ: إبْـراهِيمَ وموسـى وَعيسى، عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ).

১৭৯৮। আমাকে বুরাক দেয়া হয়েছিল। আমি জিবরীল (ﷺ)এর পেছনে আরোহণ করেছিলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে চলা শুরু করলেন। যখন তিনি উপরে উঠতেন তখন তার দু'পা উপরে উঠে যেত। আর যখন নিচু হতেন তখন তার দু'হাত উপরে উঠে যেত। তিনি বলেন: তিনি আমাদেরকে নিয়ে এক সঙ্কীর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত ভূমি দিয়ে চলতে থাকলেন, অতঃপর আমরা প্রশস্ত সুগন্ধময় ভূমিতে পৌঁছে গেলাম। আমি বললাম: হে জিবরীল! আমরা এক সঙ্কীর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত ভূমি দিয়ে চলতে ছিলাম অতঃপর আমরা প্রশস্ত সুগন্ধময় ভূমিতে পৌঁছে গেলাম। তখন জিবরীল বললেন: সেটা জাহান্নামের ভূমি আর এটা হচ্ছে জান্নাতী ভূমি। (রসূল ﷺ) বলেন: অতঃপর আমি এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছলাম যিনি দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করছিলেন। তিনি বললেন: হে জিবরীল! আপনার সাথে এ ব্যক্তি কে। তিনি বললেন, ইনি আপনার ভাই মুহাম্মাদ। তখন তিনি আমাকে অভিনন্দন জানালেন এবং আমার জন্য বরকতের দু'আ

করে বললেন: আপনি আপনার উম্মাতের জন্য সহজবোধ্যতা চাবেন। আমি বললাম: হে জিবরীল! এ ব্যক্তি কে? তিনি বললেন: এ ব্যক্তি আপনার ভাই 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (ﷺ)। (রসূল ﷺ) বলেন: আমরা চলতে থাকলাম। এমতাবস্থায় আমি (অতিতের জন্য) দুঃখিত ও ব্যথিত হওয়ার আওয়ায শুনতে পেলাম। অতঃপর আমরা এক ব্যক্তির নিকট এসে পৌঁছলাম। তিনি বললেন: হে জিবরীল! এ ব্যক্তি কে? তিনি বললেন: আপনার ভাই মুহাম্মাদ। তখন তিনি আমাকে অভিনন্দন জানালেন এবং আমার জন্য বরকতের দু'আ করে বললেন: আপনি আপনার উম্মাতের জন্য সহজবোধ্যতা চাবেন। আমি বললাম: হে জিবরীল! এ ব্যক্তি কে? তিনি বললেন: এ ব্যক্তি হচ্ছেন আপনার ভাই মূসা। আমি বললাম: কার কাছে তিনি (অতিতের জন্য) দুঃখিত ও ব্যথিত হওয়ার আওয়ায করছিলেন। তিনি বললেন: তার প্রতিপালকের কাছে। আমি বললাম: তাঁর প্রতিপালকের কাছে? তিনি বললেন: হাঁ। তিনি তা জানতে সক্ষম হয়েছেন তার বিচক্ষনতা থেকে। তিনি বলেন: অতঃপর আমরা চলতে থাকলাম, এমতাবস্থায় কতিপয় বাতি এবং আলো দেখতে পেলাম। (রসূল ﷺ) বলেন: আমি বললাম: হে জিবরীল! এ কী? তিনি বললেন: এটি হচ্ছে আপনার পিতা ইব্‌রাহীম (ﷺ)এর বৃক্ষ। আপনি এর নিকটবর্তী হবেন? আমি বললাম: হাঁ। আমরা নিকটবর্তী হলে তিনি আমাকে অভিনন্দন জানালেন এবং আমার জন্য বরকতের জন্য দু'আ করলেন। এরপর আমরা চলতে চলতে বাইতুল মাকদিসে পৌঁছে গেলাম। আমি পশুটিকে সেই হালকাতে বাঁধলাম যেটাতে নাবীগণ (তাঁদের পশুগুলোকে) বাঁধতেন। এরপর মাসজিদে প্রবেশ করলাম। অতঃপর আমার জন্য নাবীগণকে প্রকাশ করা হলো। যাদের মধ্য হতে কারো নাম আল্লাহ্ তা'য়ালা নিয়েছেন আর কারো কারো নাম উল্লেখ করেননি। এরপর আমি তাদের নিয়ে সলাত আদায় করলাম উপরোল্লিখিত তিনজন ছাড়া: ইব্‌রাহীম, মূসা ও 'ঈসা (ﷺ)।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে হাকিম (৪/৬০৬), আবূ ই'য়ালা (৮/৪৪৯/৭০/৫০৩৬) ও বায্যার (৫৯) হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ সূত্রে আবূ হামযাহ্ হতে, তিনি ইব্‌রাহীম হতে, তিনি আলকামাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

হাকিম বলেন: আবূ হামযাহ্ মাইমূন আলআ'ওয়ার এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তার ব্যাপারে আমাদের ইমামগণের বিভিন্নরূপ মন্তব্য এসেছে।

হাফিয যাহাবী বলেন: তাকে ইমাম আহমাদ প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

তিনি তাকে "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: ইমাম আহমাদ বলেন: তিনি মাতরূক।

হাদীসটিকে হাইসামী "আলমাজমা'" গ্রন্থে উল্লেখ করে (১/৭৪) বলেছেন: এটিকে বায্যার, আবূ ই'য়ালা ও ত্ববারানী "আলকাবীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ বর্ণনাকারী।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটিকে "আলকাবীর" গ্রন্থে মুসনাদু আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মধ্যে দেখছি না। তবে আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সংবাদের মধ্যে রয়েছে, তার হাদীসগুলোর মধ্যে নেই। আর আবূ হামযাহ্ সহীহ্ বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত নন। কারণ তিনি খুবই দুর্বল। হাইসামী সম্ভবত সন্দেহ করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন আবূ হামযাহ্ মুহাম্মাদ ইবনু মাইমূন সাকারী। অথচ তা নয়। কারণ তারা (মুহাদ্দিসগণ) এর শাইখদের মধ্যে ইব্রাহীম নাখ'ঈর নাম উল্লেখ করেননি এবং তার থেকে বর্ণনাকারী হিসেবে হাম্মাদ ইবনু সালামাকেও উল্লেখ করেননি। আবূ হামযাহ্ আ'ওয়ারের শাইখ এবং তার থেকে বর্ণনাকারী হিসেবে তারা তাদেরকে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহই বেশী ভাল জানেন।

এর আরেকটি সূত্র রয়েছে, এটিকে হাসান ইবনু আরাফাহ্ তার "জুযউ" গ্রন্থে (নং ৭০) বর্ণনা করেছেন কানান ইবনু আব্দুল্লাহ্ নাহমী সূত্রে, আবূ যিবইয়ান জানাবী হতে, তিনি আবূ ওবাইদাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে তার মত করে বেশী এবং কম করে (বর্ণনা করেছেন)।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ আবূ ওবাইদাহ্ তার পিতা হতে শ্রবণ করেননি। আর বর্ণনাকারী কানানও দুর্বল।

এটিকে ইবনু কাসীর তার তাফসীর গ্রন্থে এ সূত্রেই উল্লেখ করে বলেছেন (৩/১৬):

সনদটি গারীব ...। সহীহ্ হাদীসের মধ্যে ঘটনার প্রকৃত বিবরণ ভিন্নভাবে এসেছে।

١٧٩٩. (الْحِجَامَةُ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنَ الشَّهْرِ دَوَاءٌ السَّنَةِ).

১৭৯৯। মাসের সতের দিন পার হওয়ার পরের মঙ্গলবারে শিংগা লাগানো হচ্ছে সম্পূর্ণ বছরের ঔষধ স্বরূপ।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইবনু সা'দ "আত্‌ত্ববাকাত" গ্রন্থে (১/৪৪৮) ও ইবনু আদী (১/১৬৩) সালাম ত্বীল হতে, তিনি যায়েদ আম্মী হতে, তিনি মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু কুর্‌রাহ্ হতে, তিনি মা'কাল ইবনু ইয়াসার হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন: সালাম আত্ত্বীল যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশের কেউ মুতাবা'য়াত করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি মাতরূক এবং তার শাইখ যায়েদ আম্মীও। তবে প্রথমজন দ্বিতীয়জনের চেয়ে বেশী নিকৃষ্ট। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী, তিনি যেন তা ইচ্ছাকৃতই করতেন।

হাকিম বলেন: তিনি কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী।

হাদীসটিকে "মিশকাত" গ্রন্থের (৪৫৭৪) সংকলক উল্লেখ করে বলেছেন: আহমাদের সাথী হার্‌ব ইবনু ইসমা'ঈল কারমানী এটিকে বর্ণনা করেছেন। তার সনদটি সেরূপ নয়। "আলমুনতাকা" গ্রন্থে এরূপই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি (৪৫৭৫) বলেন: রাযীন অনুরূপভাবে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে এর সনদ সম্পর্কে অবহিত হতে পারিনি। আর রাযীন যা কিছু বর্ণনা করেন তার মধ্যে গারীব রয়েছে। তিনি যে মা'কালের হাদীসের ব্যাপারে বলেছেন: তার সনদটি সেরূপ নয়। তার এ কথার মধ্যে বড় ধরণের শিথিলতা রয়েছে যা জ্ঞানীজনদের নিকট লুক্কায়িত নয়।

এরপর আমি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসের সনদ সম্পর্কে অবগত হয়েছি ইবনু আদীর "আলকামেল" গ্রন্থে (৭/২৪৯৮) আর তিনি বলেছেন: এটি নিরাপদ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি: এর সনদে বানূ রিফা'য়াহ্ মাসজিদের মুযায্‌যিন মুসলিম ইবনু হাবীব আবূ হাবীব রয়েছেন। তাকে আমি চিনি না। তিনি নাস্‌র ইবনু তুরাইফ হতে .... বর্ণনা করেছেন। আর তিনি মাতরূক।

١٨٠٠. (مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا، كَالظُّلْمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لا نُورَ لَهَا).

১৮০০। পোষাকের ক্ষেত্রে অপাত্রে (স্বামী ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে) সৌন্দর্য প্রকাশকারী নারীর অবস্থা কিয়ামাত দিবসে সেই অন্ধকারের ন্যায় যার কোন আলো নাই।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম তিরমিযী (১/২১৮), আবুশ শাইখ ইবনু হিব্বান তার "আলআমসাল" গ্রন্থে (নং ২৬৫) ও খাত্তাবী "গারীবুল হাদীস" গ্রন্থে (২/১৭) মূসা ইবনু ওবাইদাহ্ রাবাযী হতে, তিনি আইউব ইবনু খালেদ হতে, তিনি মাইমূনাহ্ বিনতু সা'দ হতে মারূফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি নাবী (ﷺ)-এর খাদেম ছিলেন। ইমাম তিরমিযী বলেন:

এ হাদীসটিকে আমরা একমাত্র মূসা ইবনু ওবাইদার হাদীস হতেই চিনি। তাকে হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল আখ্যা দেয়া হয়েছে।

হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন:

তিনি প্রসিদ্ধ, তাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ বলেন: তার থেকে বর্ণনা করাই বৈধ না।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল ...।

খাত্তাবী বলেন: রাফেলাহ্ হচ্ছে সেই নারী যে তার স্বামীকে বাদ দিয়ে অন্য কারো উদ্দেশ্যে সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে।

١٨٠١. (كَانَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ، وَكَانَ يَتَنَوَّرُ)

১৮০১। তিনি টয়লেটে প্রবেশ করতেন এবং চুনা দ্বারা গুপ্তাংগের চুল উঠিয়ে ফেলতেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু আসাকির (৩/৩০০/২) সুলাইমান ইবনু সালামাহ্ হিমসী হতে, তিনি বাকিয়্যাহ্ হতে, তিনি সুলাইমান ইবনু বাশেরাহ্ আলহানী হতে, তিনি বলেন: আমি মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ আলহানীকে বলতে শুনেছি: সাওবান আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন, তিনি টয়লেটে প্রবেশ করতেন, তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি একেবারে দুর্বল। সুলাইমান ইবনু সালামাহ্ হচ্ছেন খাবাইরী , তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। আর

সুলাইমান বাশেরার জীবনী পাচ্ছি না। "ফাতাওয়াস সুয়ূতী" গ্রন্থে (২/৬৩) (বাশেরার 'বা' এর স্থলে) 'নূন' দ্বারা নাশেরাহ্ উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় অসেলার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

আর মানাবী বলেছেন: খুবই দুর্বল সনদে, বরং একেবারে দুর্বল সনদে উল্লেখ করেছেন।

১৮০২. (إِنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَيَسُلُّ الْخَطَايَا مِنْ أُصُوْلِ الشَّعْرِ اسْتِلاَلاً).

১৮০২। জুম'আর দিনের গোসল চুলের গোড়াগুলো থেকে গুনাহ্গুলোকে বের করে ফেলে।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে ইবনু আবী হাতিম "আলইলাল" গ্রন্থে (১/১৯৮) তার পিতা হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া ইবনু হাস্সান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি মিসকীন আবূ ফাতিমাহ্ হতে, তিনি হাওশাব হতে, তিনি হাসান হতে তিনি বলেন: আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করতেন: ...।

ইবনু আবী হাতিম বলেন: আমার পিতা বলেন: এটি মুনকার। হাসানের বর্ণনা আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে আসেনি। আমার নিকট এ হাদীসের ব্যাপারে মিসকীনের বিষয়টি দুর্বল হয়ে গেছে।

অন্যত্র (১/২১০) তিনি তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেন: এ হাদীসটি মুনকার। অতঃপর বলেন: হাসান যে আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন, শুধুমাত্র মিসকীন ছাড়া অন্য কেউ তা বর্ণনা করেননি।

হাফিয ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, দারাকুতনী তার ব্যাপারে বলেন: হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি দুর্বল।

হাসান বাসরী একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। তিনি আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে শ্রবণ করেছেন তা সুস্পষ্টভাবে বলেননি। বরং আবূ হাতিম দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, তিনি তার থেকে শুনেননি।

এ সমস্যাগুলো যখন জানলেন তখন মুনযেরী (১/২৫২) এবং হাইসামী (২/১৭৪) এ হাদীসের ব্যাপারে যে বলেছেন: 'হাদীসটিকে ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য' তাদের এ কথা যে ভুল তা সুস্পষ্ট।

কারণ এ একই সূত্রে ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন। কিভাবে তারা ভুল করেননি যেখানে এর সনদে দুর্বল এবং মুদাল্লিস বর্ণনাকারী রয়েছেন? তা সত্ত্বেও মানাবী ধোঁকায় পড়ে তাদের দু'জনের কথাকে "আলফায়েয" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন। এরপরে আরো বড় ভুল করে বসেছেন "আত্‌তাইসীর" গ্রন্থে 'এর সনদ সহীহ্' এ কথা বলে। অতঃপর গুমারী অভ্যাসগতভাবে তার অন্ধ অনুসরণ করে "আলকানয" গ্রন্থে (৮৬১) হাদীসটিকে উল্লেখ করেছেন।

١٨٠٣. (إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْمُؤْمِنَ الَّذِيْ لاَ زَبْرَ لَهُ).

১৮০৩। অবশ্যই আল্লাহ্ ঐ মু'মিনকে ঘৃণা করেন, হক্বের ব্যাপারে যার অবস্থান কঠোর নয় (বা যার বুদ্ধি নাই)।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে ওকাইলী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে (৪২৯) আর তার থেকে ইবনু আসাকির (১৬/২৫০/১) মিসমা' ইবনু মুহাম্মাদ আশ'য়ারী হতে, তিনি ইবনু আবী যিইব হতে, তিনি তুঅমার দাস সালেহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ওকাইলী বলেন: মিসমা' ইবনু মুহাম্মাদকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে চেনা যায় না আর এ সনদের ব্যাপারে তার মুতাবা'য়াতও করা হয়নি। এ ভাষা একমাত্র ইয়ায ইবনু হিমার মুজাশি'ঈ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীসের মধ্যেই হেফ্য করেছি। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: জাহান্নামীরা হচ্ছে পাঁচজন: সেই দুর্বল যার বুদ্ধি নেই ....। এটিকে ওকাইলী হতে হাফিয যাহাবী বর্ণনা করেছেন। আর শেষে বলেছেন: যাবার অর্থ হচ্ছে বুদ্ধি। এ হাদীসটি মুসলিম শরীফে (৭৩৮৬) বর্ণিত হয়েছে।

١٨٠٤. (إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيُؤَمِّنْ عَلَى دُعَاءِ نَفْسِهِ).

১৮০৪। যখন তোমাদের কেউ দু'আ করবে তখন সে যেন তার নিজের দু'আর জন্য আমীন আমীন বলে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী (১/২০৫) ত্বলহাহ্ ইবনু আম্‌র হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। ত্বলহা ইবনু আম্‌র হচ্ছেন হাযরামী তিনি মাতরূক যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন। তার জীবনীতেই ইবনু আদী তার কতিপয় হাদীসের মধ্যে

এটিকেও উল্লেখ করে সেগুলো সম্পর্কে বলেছেন: এগুলোর অধিকাংশের ব্যাপারেই বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

আজব ব্যাপার এই যে, মানাবী হাদীসটির সনদকে কোন কারণ উল্লেখ না করে শুধুমাত্র দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেছেন: তবে দাইলামীর বর্ণনা এটিকে শক্তিশালী করে।

আশ্চর্য হওয়ার কারণ এটাই যে, কিভাবে দুর্বল হাদীসকে শক্তিশালী করা বৈধ হয় এমন কিছুর দ্বারা যার কোন সনদই নেই!

١٨٠٥. (إِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ ثَلاَثَةً: اَلْغَنِيَّ الظَّلُومَ، وَالشَّيْخَ الْجَهُولَ، وَالْعَائِلَ الْمُخْتَالَ).

১৮০৫। অবশ্যই আল্লাহ্ তা'য়ালা তিন ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন: অত্যাচারী ধনী, অজ্ঞ শাইখ এবং অহংকারী ফাকীরকে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ত্ববারানী "আলমু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/১৪৫/১) ও আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (১/২০৬) ইসমা'ঈল ইবনু হাম্মাদ ইবনু আবূ সুলাইমান হতে, তিনি আবূ ইসহাক্ব হতে, তিনি হারেস হতে, তিনি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ত্ববারানী বলেন: আবূ ইসহাক্ব হতে ইসমা'ঈল ছাড়া কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি সত্যবাদী। কিন্তু তার উপর হতে সনদটি খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারী হারেস হচ্ছেন আ'ওয়ার দুর্বল, মিথ্যা বর্ণনা করার ব্যাপারে দোষী। আর আবূ ইসহাক্ব সুবাই'ঈ মুদাল্লিস এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটা ব্যক্তি।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে "তিন" শব্দটি ছাড়া ত্ববারানীর "আলআওসাত" গ্রন্থের বর্ণনায় 'আলী হতে বর্ণনা করেছেন।

মানাবী বলেন: হাফিয ইরাকী বলেন: এর সনদ দুর্বল। আর তার শিষ্য হাইসামী ব্যাখ্যা করে বলেছেন: এর মধ্যে হারেস আ'ওয়ার রয়েছেন তিনি দুর্বল।

١٨٠٦. (إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَطَّلِعُ فِي الْعِيْدَيْنِ إِلَى الأَرْضِ، فَابْرِزُوْا مِنَ الْمَنَازِلِ تَلْحَقْكُمُ الرَّحْمَةُ).

১৮০৬। আল্লাহ্ তা'য়ালা দু'ঈদে যমীনকে (যমীনবাসীকে) অবলোকন করে থাকেন। অতএব তোমরা গৃহসমূহ থেকে (ঈদের ময়দানের উদ্দেশ্যে) বের হও যাতে তোমাদের সাথে রহ্মাত মিলিত হয়।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইবনু আসাকির (১৫/৪৫১/২) মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন তূসী হতে, তিনি আবূ 'আলী হাসান ইবনু 'আলী ইব্রাহীম মুকরী হতে, তিনি হিবাতুল্লাহ্ ইবনু মূসা ইবনুল হুসাইন মূসেলী হতে, তিনি আহমাদ ইবনু 'আলী ইবনুল মুসান্না হতে, তিনি শাইবান ইবনু ফার্রুখ হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু সুলাইমান যব্বী হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আসাকির বলেন:

এ হাদীসকে আবূ ই'য়ালার মুসনাদে পাচ্ছি না। না ইবনু হামদানের বর্ণনায় আর না ইবনুল মুকরীর বর্ণনায়।

তিনি হাদীসটিকে বর্ণনাকারী তূসীর জীবনীতে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

আর আবূ 'আলী হাসান ইবনু 'আলী হচ্ছেন আহ্ওয়াযী, তিনি মিথ্যুক। তিনি 'সিফাত' সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন যার মধ্যে বহু বানোয়াট নিয়ে এসেছেন যেমনটি হাফিয যাহাবী বলেছেন।

আর হিবাতুল্লাহ্ ইবনু মূসা সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তিনি ইবনু কাবীল নামে পরিচিত, তাকে চেনা যায় না। অতঃপর তিনি তার একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যেটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে: وإذا كثرت ذنوبك এ ভাষায়।

আমি (আলবানী) বলছি: উপরের তিন ব্যক্তির যে কোন একজন এ হাদীসের সমস্যা। আর দোষী হিসেবে সর্বাপেক্ষা বেশী নিকটবর্তী হচ্ছেন আবূ 'আলী আহওয়াযী। কারণ সনদের অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য পরিচিত।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে উল্লেখ করেছেন। মানাবী সাদা স্থান ছেড়ে দিয়েছেন, সম্ভবত তিনি এর সনদ সম্পর্কে অবগত হননি।

আর মানাবী "আত্তাইসীর" গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, এর সনদটি দুর্বল।

١٨٠٧. (لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ فِي صَخْرَةٍ صَمَّاءَ لَيْسَ لَهَا بَابٌ وَلَا كُوَّةٌ، لَخَرَجَ عَمَلُهُ لِلنَّاسِ كَائِنًا مَا كَانَ).

১৮০৭। তোমাদের কেউ যদি বধির পাথরের মধ্যেও কাজ করে যার কোন দরজা নেই এবং কোন ছিদ্র নেই, তাহলেও তার কর্ম লোকদের জন্য বের হবে সে যাই করুক না কেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৩/২৮), আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২/৫২১/৪০৪), আবূ মুহাম্মাদ যুরাব "যাম্মুর রিয়া" গ্রন্থে (১/২৮০/২), ইবনু বিশরান "আলআমালী" গ্রন্থে (১/২৭), আবূ আম্‌র ইবনু মান্দা "আলমুন্তাখাবু মিনাল ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২৬৭/১-২), হাসান ইবনু রাশীক "আলমুন্তাকা মিনাল আমালী" গ্রন্থে (২/৪৩), ইবনু হিব্বান (১৯৪২) ও হাকিম (৪/৩১৪) দার্‌রাজ আবুস সাম্‌হ হতে, তিনি আবুল হাইসাম হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ্। আর হাফিয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

অথচ তারা দু'জন যেরূপ বলেছেন সেরূপ নয়। কারণ এ বর্ণনাকারী দার্‌রাজকে হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন:

ইমাম আহমাদ বলেন: তার হাদীসগুলো মুনকার এবং তিনি তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইয়াহ্ইয়া বলেছেন: তার ব্যাপারে সমস্যা নেই। অন্য বর্ণনায় বলেছেন: তিনি নির্ভরযোগ্য। আর আবূ হাতিম বলেন: তিনি দুর্বল ...।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী, তবে আবূ হাইসাম হতে তার হাদীসে দুর্বলতা রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: এ হাদীসটি তার থেকেই (আবূ হাইসাম হতেই) তার বর্ণিত হাদীস। এ কারণে হাইসামী যে "আলমাজমা'" গ্রন্থে (১০/২২৫) বলেছেন:

এটিকে ইমাম আহমাদ ও আবূ ই'য়ালা বর্ণনা করেছেন এবং তাদের দু'জনের সনদটি হাসান, তার এ কথা বলা ভালো হয়নি। যেমনটি মানাবী হাদীসটি নকল করে তার কথা এবং হাকিম ও যাহাবীর কথাকে স্বীকার করেছেন। [এটিও ভালো হয়নি]। অতঃপর "আত্তাইসীর" গ্রন্থে উভয় ভাষাকে একত্রিত করে বলেছেন: হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ্।

অনুরূপভাবে হাসান এবং সহীহ্ বলাকে স্বীকার করেছেন "আলজামে'উল কাবীর" গ্রন্থের টীকা লেখকগণ (৭৩০-১৭৬৩২)।

١٨٠٨. (الغَيْرَةُ مِنَ الإِيمَانِ، وَالمِذَاءُ مِنَ النِّفَاقِ).

১৮০৮। ঈর্ষা হচ্ছে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আর নিজ স্ত্রীকে অন্য পুরুষদের সাথে পরস্পরের মাঝে মাযী বের করার জন্য পৃথকভাবে ছেড়ে দেয়া মুনাফেকির অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু বাত্তাহ্ "আলইবানাহ্" গ্রন্থে (৫/৪৭/১) আবূ মারহূম হতে, তিনি আম্র ইবনু আউফ হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আসলাম হতে, তিনি আতা ইবনু ইয়াসার হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এক ব্যক্তি যায়েদকে জিজ্ঞেস করল, মিযা কী? তিনি বললেন: যার ঈর্ষা করা হয় না হে ইরাকী।

এটিকে বায্যার তার "মুসনাদ" গ্রন্থে আবূ 'আমের সূত্রে আবূ মারহূম আরত্বাকী হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আসলাম হতে বর্ণনা করেছেন।

আবূ মারহূমের নাম হচ্ছে আব্দুর রহীম ইবনু কারদাম ইবনু আরত্বান ইবনু আম্মু আব্দুল্লাহ্ ইবনু আউন। ইবনু আবী হাতিম (২/২/৩৩৯) এরূপই উল্লেখ করেছেন। ইবনু আবী হাতিম উল্লেখ করেছেন যে, একদল তার থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন: তিনি (আবূ মারহূম আরত্বানী) মাজহূল।

আর ইবনু হিব্বান তাকে "আস্সিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তবে তিনি ভুল করতেন।

আর হাইসামী (৪/৩২৭): হাদীসটিকে বায্যার বর্ণনা করেছেন, যার সনদে আবূ মারহূম রয়েছেন। তাকে নাসাঈ প্রমুখ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন, আর ইবনু মা'ঈন দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন আর অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ বর্ণনাকারী।

আমি (আলবানী) বলছি: এটা তার (হাইসামীর) সন্দেহগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কারণ এ আবূ মারহূম প্রথমজন নয়। এর নাম হচ্ছে আব্দুর রহীম ইবনু মাইমূন মাদানী আবূ মারহূম মিসরী। আর মানাবী দু' আবূ মারহূমের পৃথক হওয়ার বিষয়টিকে লক্ষ্য না করার কারণে তিনি "আত্তাইসীর" গ্রন্থে

বলেছেন: এর সনদটি হাসান। আর গুমারী তার অন্ধ অনুসরণ করে তার "আলকান্‌য" গ্রন্থে (২২৫৯) হাদীসটিকে উল্লেখ করেছেন।

١٨٠٩. (الْغَيْلَانُ سَحَرَةُ الْجِنِّ).

১৮০৯। গীলান হচ্ছে জিনদের জাদুকর।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু ওয়াহাব "আলজামে'" গ্রন্থে (১০৬) জারীর ইবনু হাযেম হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওবায়েদ ইবনু উমায়ের হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (ﷺ)-কে গীলান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: তারা হচ্ছে জিনদের জাদুকর।

আমি (আলবানী) বলছি: সনদটি সহীহ যদি মুরসাল না হতো।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে ইবনু আবিদ দুনিয়ার "মাকাইদুশ শাইত্বান" গ্রন্থের বর্ণনায় আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওবায়েদ ইবনু উমার হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিকে আবুশ শাইখ "আলআযামাহ্" গ্রন্থে মওসূল হিসেবে (১২/২৩/২) উল্লেখ করেছেন আব্দুল ওয়াহাব ইবনু ইসমাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ইব্‌রাহীম ইবনু হারাসাহ্ হতে, তিনি জারীর ইবনু হাযেম হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওবায়েদ হতে, তিনি জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: কিন্তু বর্ণনাকারী ইব্‌রাহীম খুবই দুর্বল। তাকে কেউ কেউ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। অতএব তার মওসূল হিসেবে বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

١٨١٠. (أَجِلُّوا اللهَ يَغْفِرْ لَكُمْ).

১৮১০। তোমরা আল্লাহকে মর্যাদা প্রদান কর, তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৫/১৯৯), বুখারী "আলকুনা" গ্রন্থে (৬৩/৫৫৮), খাওলানী "তারীখু দারিয়া" গ্রন্থে (পৃ ৯০), আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (১/২২৬) ও ইবনু আসাকির (১৬/২২২/১) (১৯/৭৫/১) উমায়ের ইবনু হানী হতে, তিনি আবুল আযরা হতে, তিনি আবুদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল আবুল আযরা মাজহূল হওয়ার কারণে। তাকে ইবনু আবী হাতিম (৪/২/৪২০) উল্লেখ করে তার এ হাদীসটি এবং তার থেকে বর্ণনাকারীকেও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি তার সম্পর্কে ভাল–মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন: তিনি মাজহূল। আবূ হাতিমও এরূপই বলেছেন। অর্থাৎ তিনি মাজহূল।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তা'জীল" গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলেছেন: আবূ হাতিম বলেন: তিনি মাজহূল।

١٨١١. (مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى حِفْظَ كِتَابِهِ، فَظَنَّ أَنَّ أَحَداً أُوْتِيَ أَفْضَلَ مِمَّا أُوْتِيَ، فَقَدْ غَمَطَ أَفْضَلَ النِّعَمِ).

১৮১১। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে তাঁর কিতাব হেফ্য করার তাওফীক দান করেন, অতঃপর সে ধারণা করে যে, তাকে যা দেয়া হয়েছে এর চেয়ে আরো উত্তম কাউকে দেয়া হয়েছে, তাহলে সে সর্বোত্তম নে'য়ামাতকে অস্বীকার করল।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইমাম বুখারী "আত্‌তারীখুল কাবীর" গ্রন্থে (২/১/২৮৪) আহমাদ ইবনুল হারেস হতে, তিনি সাকেনাহ্ বিনতুল জা'দ গানাবিয়্যাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি রাজা গানাবী হতে শুনেছি, জংগে জামালে তার হাত আক্রান্ত হয়েছিল: রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি তিনটি কারণে খুবই দুর্বল:

১। মুরসাল হওয়া এবং অপরিচিত বর্ণনাকারী থাকা। কারণ রাজা গানাবীকে এ সনদে উল্লেখ করে রসূল (ﷺ)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটার ব্যাপারটি তিনি (বুখারী) উল্লেখ করেননি। আর ইবনু আবী হাতিমও (২/১/৫০০) এরূপই করেছেন। তবে তিনি এর সনদ উল্লেখ করেননি এবং তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

হাফিয ইবনু হাজার "আলইসাবাহ্" গ্রন্থে বলেন: ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য তাবে'ঈগণের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি মুরসালগুলো বর্ণনা করেন। আর আবূ উমার বলেছেন: তার হাদীস সহীহ্ নয়।

২। বর্ণনাকারী সাকেনার জীবনী পাচ্ছি না।

৩। আরেক বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনুল হারেস সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন: তিনি মাতরূকুল হাদীস।

আর ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন: তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

١٨١٢. (يَا سَعْدُ! أَطِبْ مَطْعَمَكَ، تَكُنْ مُسْتَجَابُ الدَّعْوَةِ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّــدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ اللُّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلُ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا).

১৮১২। হে সা'দ! তুমি তোমার খাদ্যকে হালাল কর তাহলে তোমার দু'আ কবূল করা হবে। সেই সত্ত্বার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের আত্মা! বান্দা তার পেটে এক লোকমা হারাম খাদ্য দিলে তার চল্লিশ দিনের আমল কবূল করা হবে না।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ত্ববারানী "আলমু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (৬৬৪০) মুহাম্মাদ ইবনু 'ঈসা ইবনু শাইবাহ্ হতে, তিনি হাসান ইবনু 'আলী ইহ্তিয়াতী হতে, তিনি (ইব্রাহীম ইবনু আদহামের বন্ধু) আবূ আব্দুল্লাহ্ হুরখানী হতে, তিনি ইবনু জুরাইজ হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

আমি এ আয়াতটি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট তিলাওয়াত করলাম: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّبــاً } "ওহে মনুষ্যজাতি! ভূমণ্ডলে বিদ্যমান বস্তুগুলো হতে হালাল জিনিসগুলো খাও" (সূরা বাক্বারাহ্: ১৬৮)। তখন সা'দ ইবনু আবূ অক্কাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দাঁড়িয়ে বললেন: হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কাছে দু'আ করুন আমাকে যেন মুসতাজাবুদ দু'আ বানিয়ে দেন। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন: ... । তিনি শেষে বৃদ্ধি করে বলেন: "যে বান্দার গোশ্ত হারাম হতে বৃদ্ধি পাবে তার জন্য আগুনই বেশী শ্রেয়।"

ত্ববারানী বলেন: হাদীসটি ইবনু জুরাইজ হতে একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়েছে। এটিকে ইহতিয়াতী এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আমি তাকে (ইহ্তিয়াতীকে) চিনি না। আর তার শাইখ আবূ আব্দুল্লাহও তার মতই। আর তার থেকে বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু 'ঈসা হচ্ছেন মিসরী।

"আনসাবুস সাম'য়ানী" গ্রন্থে এসেছে: ইহতিয়াতী পদবিতে পরিচিতি লাভ করেছেন আবূ আলী হাসান ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আব্বাদ ..ইহ্তিয়াতী। এ ইহতিয়াতী সম্পর্কে আবূ আহমাদ ইবনু আদী বলেন: তিনি হাদীস চোর এবং তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের উদ্ধৃতিতে বর্ণনাকারী হিসেবে মুনকার। তার হাদীস সত্যবাদীদের হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি: ইবনু আদীর "আলকামেল" গ্রন্থে (২/৭৪৬-৭৪৭) হাসান ইবনু আব্দুর রহমান নামে তাকে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থ (৭/৩২৭) সহ অন্যান্য গ্রন্থেও এরূপই এসেছে। খাতীব উল্লেখ করেছেন যে, কোন কোন বর্ণনাকারী তার নাম 'হুসাইন' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে এরূপই করেছেন।

আর হাফিয যাহাবী তার সম্পর্কে বলেছেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন, আর তিনি "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন: তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

আমি (আলবানী) বলছি: বাহ্যিকতা এই যে, ইনিই (ইবনু আব্দুর রহমান) এ হাদীসের বর্ণনাকারী। তার পিতার নাম আলী বলাটা তার থেকে বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু 'ঈসা হতে ঘটেছে যদি তিনি নির্ভরযোগ্য হন।

হাফিয মুনযেরী "আত্তারগীব" গ্রন্থে (৩/১২) হাদীসটি দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন: এটিকে ত্ববারানী "আস্সাগীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আর হাফিয হাইসামী "মাজমা'উয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/২৯১) বলেছেন: এর সনদে এমন সব ব্যক্তি রয়েছেন যাদেরকে আমি চিনি না।

সতর্কবাণী: হাদীসের শেষে যে বর্ধিত অংশ এসেছে সেটুকু সহীহ্ জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), কা'ব ইবনু ওজরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে তার বহু শাহেদ আসার কারণে।

١٨١٣. (أُجْثُوا عَلَى الرُّكَبِ، ثُمَّ قُوْلُوْا: يَا رَبِّ يَا رَبِّ).

১৮১৩। তোমরা বাহনের উপর বস অতঃপর বল: হে প্রতিপালক! (বৃষ্টি দাও), হে প্রতিপালক! (বৃষ্টি দাও)।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে ইমাম বুখারী "আত্তারীখূল কাবীর" গ্রন্থে (৩/২/৪৫৭), ওকাইলী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (৩১৫), ইবনু হিব্বান "আসসিকাত" গ্রন্থে

(৫/১৯৪) ও বায্যার (১/৩১৯-৩২০) বিভিন্ন সূত্রে হাফ্স ইবনুন নায্র সুলামী হতে, তিনি 'আমের ইবনু খারেজাহ্ হতে, তিনি তার দাদা সা'দ ইবনু মালেক হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক সম্প্রদায় রসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করলে তিনি উক্ত কথা বলেন: ...।

বায্যার বলেন: এটিকে একমাত্র সা'দ হতেই বর্ণনা করা হয়েছে আর তার থেকে শুধুমাত্র এ সূত্রটিই রয়েছে। আর আমার ধারণা 'আমের তার দাদা হতে কিছুই শ্রবণ করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে (৬১১৯) ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু হাফ্স হতে, তিনি হাফ্স ইবনুন নায্র হতে, তিনি 'আমের ইবনু খারেজা ইবনু সা'দ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তার পিতা হতে এ বর্ধিত অংশ শায অথবা মুনকার। কারণ এ আব্দুল্লাকে আমি চিনি না। তার পিতা হচ্ছে খারেজা ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু সা'দ। দেখুন "তাইসীরুল ইনতিফা"। ইমাম বুখারীও তাই বলেছেন আর তার সাথে ওকাইলী ঐকমত্য পোষণ করে বলেন:

'আমের ইবনু খারেজা সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন: তার সনদের মধ্যে (তিনি এর দ্বারা এ হাদীসকেই বুঝিয়েছেন) বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। এ কারণে ইবনু আবী হাতিম (৩/১/৩২০) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেন: তার সনদটি মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি: ইবনু হিব্বান কর্তৃক আজব ব্যাপার এই যে, তিনি যখন এ ব্যক্তিকে "আসসিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন তখন বলেছেন: তিনি বৃষ্টির ব্যাপারে তার দাদার উদ্ধৃতিতে নাবী (ﷺ) হতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। আর তার থেকে হাফ্স ইবনুন নায্র বর্ণনা করেন। তাকে উল্লেখ করাটা আমাকে আনন্দিত করে না।

আমি (আলবানী) বলছি: এরপর তিনি তাকে উল্লেখ করেছেন! এটা তার শিথিলতা করার একটি প্রমাণ। কারণ এ ব্যক্তিকে তার "আসসিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ না করে "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করা উচিত ছিল।

১٨١٤. (أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الفُتْيَا أَجْرَؤُكُمْ عَلَى النَّارِ).

১৮১৪। তোমাদের যে ফাতওয়ার ব্যাপারে বেশী বাহাদুরী করে সে জাহান্নামের আগুনের দিকে যেতে বাহাদুরী করে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে দারেমী তার "সুনান" গ্রন্থে (১/৫৭) ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু আবূ জা'ফার হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি মু'যাল হওয়ার কারণে দুর্বল। কারণ ওবাইদুল্লাহ্ তাবে' তাবে'ঈ। তিনি ১৩৬ হিজরীতে মারা যান। তার এবং রসূল (ﷺ)-এর মাঝে দুই অথবা আরো বেশী বর্ণনাকারী রয়েছেন।

১৮১৫. (مَنْ أَجْرَى اللهُ عَلَى يَدَيْهِ فَرَجاً لِمُسْلِمٍ، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كَرْبَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ).

১৮১৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা যে ব্যক্তির হাত দিয়ে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে (সমস্যা/বিপদ) মুক্ত করবেন, আল্লাহ্ দুনিয়া এবং আখেরাতে তাকে বিপদ মুক্ত করবেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে খাতীব (৬/১৭৪) ও ইবনু আসাকির (৯/৬০/২) মুনযের ইবনু যিয়াদ তাঈ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হাসান ইবনুল হাসান ইবনু 'আলী ইবনু আবী তালেব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী মুনযের। তার থেকে আম্র ইবনু আলী ফাল্লাস শুনেছেন এবং বলেছেন: তিনি একজন মিথ্যুক ছিলেন। সাজী বলেন: তিনি বাতিল হাদীস বর্ণনা করেন, আমার ধারণা তিনি হাদীস জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইবনু কুতাইবাহ্ বলেন: আহলেহাদীসগণ স্বীকার করেছেন যে, তিনি একাধিক হাদীস জাল করেছেন।

এ হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে শুধুমাত্র খাতীবের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন যে, এর সনদে মুনযের ইবনু যিয়াদ ত্বাঈ রয়েছেন। হাফিয যাহাবী বলেন: দারাকুতনী বলেন: তিনি মাতরূক।

এ বানোয়াট হাদীস হতে আমরা নিরাপদে থাকতে পারি সহীহ্ মুসলিম (৮/৭১) প্রমুখ গ্রন্থে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা:

রসূল (ﷺ) বলেন: "যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন মু'মিনকে তার বিপদসমূহের একটি বিপদ হতে মুক্ত করবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামাত দিবসে তাকে তার বিপদসমূহের একটি বিপদ থেকে মুক্ত করবেন।"

১৮১٦. (مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وُقِيَ مِنَ السُّوءِ إِلَى مِثْلِهَا).

১৮১৬। যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে তার নখ কাটবে, তাকে আরেক জুম'আহ্ পর্যন্ত মন্দ কর্ম হতে রক্ষা করা হবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ত্ববারানী "আলমু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/৫০) আহমাদ ইবনু সাবেত ফারখাবিয়্যাহ্ আররাযী হতে, তিনি আলা ইবনু হিলাল রাকী হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু যুরা'ঈ হতে, তিনি আইউব হতে, তিনি ইবনু আবী মুলাইকাহ্ হতে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন: হাদীসটিকে আইউব হতে শুধুমাত্র ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন আর ইয়াযীদ হতে শুধুমাত্র 'আলা বর্ণনা করেছেন। ফারখাবিয়্যাও এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি (ফারখাবিয়্যা) মিথ্যুক। ইবনু আবী হাতিম (১/১/৪৪) বলেন: আমি আবুল আব্বাস ইবনু আবী আব্দুল্লাহ্ ত্ববারানীকে বলতে শুনেছি: তারা ফারখাবিয়্যার মিথ্যুক হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করতেন না। হাফিয যাহাবী তাকে "আয্যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: ইবনু আবী হাতিম বলেন: তিনি মিথ্যুক।

এ থেকেই বুঝা যায় যে, মুনযেরী যে (৪/৫১৮) তার সম্পর্কে বলেছেন: তিনি দুর্বল। তিনি এ ক্ষেত্রে বড় ধরনের শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। সম্ভবত তিনি যাচাই করা ছাড়াই এরূপ কথা বলেছেন।

হাদীসটি যখন বানোয়াট তখন এর দ্বারা জুম'আর দিনে নখ কাটা মর্মে দলীল গ্রহণ করা অজ্ঞতা। যেমনটি "তা'য়ালীমুল ইসলাম" গ্রন্থের (পৃ ২৩৪) লেখক করেছেন। তিনি 'জুম'আর সুন্নাত এগারোটি' এ শিরোনামে বলেছেন:

(৫) জুম'য়ার দিনে দু'হাত এবং দু'পায়ের নখ কাটা সুন্নাত, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ বাণীর কারণে ...।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তার সনদটি খুবই দুর্বল যেমনটি (২০২১) নম্বর হাদীসের মধ্যে সেটি সম্পর্কে আলোচনা আসবে।

١٨١٧. (مَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ أُمَّتِي صَلَّى عَلَيَّ صَادِقاً بِهَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، إِلاَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ بِهَا عَشْرَ سَيِّئَاتٍ).

১৮১৭। আমার উম্মাতের যে বান্দায় সত্যিকারে আমার প্রতি সলাত পাঠ করবে তার হৃদয় থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এর বিনিময়ে দশটি রহমাত দিবেন, তাকে দশটি নেকী দান করবেন এবং তার দশটি গুনাহ্ মোচন করে দিবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৮/৩৭৩) অকী' সূত্রে সা'ঈদ ইবনু সা'ঈদ তুগলুবী হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু উমায়ের আনসারী হতে, তিনি তার পিতা হতে (বাদরী ছিলেন), তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: ...।

আবূ নু'য়াইম বলেন:

এ ভাষায় সা'ঈদ একমাত্র সা'ঈদ হতেই বর্ণনা করেছেন বলে জানি।

আমি (আলবানী) বলছি: তারা দু'জই মাজহূল বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ইবনু হিব্বান ছাড়া অন্য কেউ তাদের দু'জনকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি। বরং তারা দু'জনকে হাফিয যাহাবী আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণিত নিম্নোক্ত বর্ণনার দ্বারা মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেছেন:

"হে আলী আমি দুনিয়া এবং আখেরাতে তোমার ভাই"। তিনি বলেন: এটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইমাম বুখারী "আত্তারীখুল কাবীর" গ্রন্থে (২/১/৪৫৯) বর্ণনা করে বলেছেন:

আবূ উসামাহ্ বলেন: সা'ঈদ ইবনু সা'ঈদ হতে, তবে তিনি 'তার পিতার স্থলে' বলেন: তার চাচা আবূ বুরদাহ্ হতে।

এ হাদীসের সনদে অজ্ঞতা তো আছেই হাদীসটির সনদ মুযতারিবও।

হাদীসটি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে 'صَادِقاً بِهَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ' এ অংশ ছাড়া সহীহ্ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন "মিশকাত" (৯২২)।

١٨١٨. (أَحَدُ أَبَوَيْ بِلْقِيسَ كَانَ جِنِّيًا).

১৮১৮। বিলকীসের পিতা-মাতার একজন জীন ছিল।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী (১/১৭৭) সা'ঈদ ইবনু বাশীর হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, তিনি নায্‌র ইবনু আনাস হতে, তিনি বাশীর ইবনু নাহীক হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: সা'ঈদ ইবনু বাশীর ছাড়া অন্য কেউ কাতাদাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন বলে জানি না। আর কাতাদাহ্ হতে সা'ঈদ ইবনু বাশীর যা বর্ণনা করেছেন তাতে কোন সমস্যা দেখছি না। সম্ভবত তিনি কোন বস্তুর ক্ষেত্রে একের পর এক সন্দেহ করেন এবং ভুল করেন। প্রাধান্যযোগ্য কথা এই যে, তার হাদীস সঠিক এবং সত্যবাদিতাই তার উপর প্রাধান্য পেয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: তার ব্যাপারে বড় ধরনের মতভেদ করা হয়েছে। "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে তিনি দুর্বল। আর হাফিয যাহাবী "আয্‌যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে বলেন:

তাকে শু'বা নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর নাসা'ঈ বলেছেন তিনি দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি মারাত্মক ভুলকারী।

হাফিয যাহাবী তার কয়েকটি হাদীস "আলমীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যেগুলোকে মুনকার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এটি সেগুলোর একটি।

١٨١٩. (أُحُدٌ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْجَنَّةِ).

১৮১৯। উহুদ (পাহাড়) জান্নাতের স্তম্ভগুলোর একটি স্তম্ভ।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবূ হাফ্‌স কাতানী মুকরী তার "হাদীস" গ্রন্থে (২/১৩২) ও ইবনু আদী (২/২১৫) আবূ ই'য়ালার সূত্র হতে, আর এটি তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (৪/১৮১২) আব্দুল্লাহ্ ইবনু জা'ফার হতে, তিনি আবূ হাযেম হতে, তিনি সাহ্‌ল ইবনু সা'দ হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন:

আব্দুল্লাহ্ ইবনু জা'ফার 'আলী ইবনুল মাদীনীর পিতা, তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশের কেউ মুতাবা'য়াত করেননি। তিনি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তার হাদীস লিখা যাবে।

হাফিয যাহাবী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন: তাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাফিয যাহাবী "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল। বলা হয়ে থাকে তার শেষ জীবনে তার হেফযে পরিবর্তন ঘটেছিল।

তার সূত্রেই ত্ববারানী "আলকাবীর" গ্রন্থে (৫৮১৩) বর্ণনা করেছেন। আর মানাবী "আলফায়েয" গ্রন্থে বলেছেন: জুযজানী বলেন: তিনি দুর্বল। অতঃপর তিনি তার কতিপয় মুনকার উল্লেখ করেছেন এটি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত। ইবনুল জাওযী একটু বাড়াবাড়ি করে এটির বানোয়াট হওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: সুয়ূতী "আললাআলী" গ্রন্থে (১/৯৩) তার সমালোচনা করে বলেছেন: আব্দুল্লাহর ব্যাপারটি এমন পর্যায়ে পৌঁছেনি যে, তার হাদীসের উপর বানোয়াটের হুকুম লাগানো যাবে।

١٨٢٠. (إنّ أُحُداً جَبَلٌ يُحبُّنا ونُحِبُّهُ، وهو على تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الجَنَّةِ، وعَيْرٌ على تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ النَّارِ).

১৮২০। উহুদ এমন একটি পাহাড় যে আমাদেরকে ভালবাসে আর আমরা তাকে ভালবাসি। সেটি জান্নাতের দরজাসমূহের একটি দরজার উপরে রয়েছে আর আইর পাহাড় জাহান্নামের দরজাসমূহের একটি দরজার উপরে রয়েছে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু মা'ঈন "আত্তারীখু অলইলাল" গ্রন্থে (৯৬-৯৭) ও ইবনু মাজাহ্ (৩১১৫) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মিকনাফ হতে, তিনি বলেন: আমি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি: তিনি মারফূ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: দু'টি কারণে এ সনদ খুবই দুর্বল:

(১) এ ইবনু মিকনাফ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তিনি মাজহূল।

ইবনু হিব্বান বলেন: তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

ইমাম বুখারী বলেন: তার হাদীসের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

হাফিয সুয়ূতী "আললাআলী" গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল। (শুধুমাত্র দুর্বল বলাটা ত্রুটি)।

২। ইবনু ইসহাক কর্তৃক আন্ আন্ করে বর্ণনা করা। কারণ তিনি মুদাল্লিস।

আবূ আব্‌স ইবনু জুবায়েরের হাদীস হতে অনুরূপ হাদীস পূর্বে (১৬১৮) আলোচিত হয়েছে এবং সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাদীসটির প্রথম বাক্যটি সহীহ্।

١٨٢١. (اتَّقُوا فِراسَةَ المؤمن، فإنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللَّهِ).

১৮২১। তোমরা মু'মিনের বুদ্ধিমত্তা থেকে বেঁচে থাক। কারণ সে আল্লাহর নূর দ্বারা দেখে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), আবূ উমামাহ্ বাহেলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও সাওবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমত ঃ আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হাদীস। এটিকে আম্‌র ইবনু কায়েস আতিয়্যাহ্ হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

এটিকে হাসান ইবনু আরাফাহ্ তার "জুযউ" গ্রন্থে, আর তার থেকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (১০/২৮১), অনুরূপভাবে সুলামী "ত্ববাকাতুস সুফিয়্যাহ্" গ্রন্থে (১৫৬), খাতীব "আত্‌তারীখ" (৭/২৪২), ইবনুল জাওযী "সিফাতুস সাফওয়া" গ্রন্থে (২/১২৬/২), বুখারী "আত্‌তারীখুল কাবীর" গ্রন্থে (৪/১/৩৫৪), তিরমিযী (৪/১৩২), ইবনু জারীর "আত্‌তাফসীর" গ্রন্থে (১৪/৩১), ওকাইলী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে (৩৯৬), আবুশ শাইখ "আলআমসাল" গ্রন্থে (১২৭), মালীনী "আলআরবাউনুস সুফিয়্যাহ্" গ্রন্থে (৩/১), আবূ নু'য়াইম (১০/২৮২) ও ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (৪/৩৩৭/১-২) বিভিন্ন সূত্রে আম্‌র হতে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি গারীব। একমাত্র এ সূত্রেই এটিকে আমরা চিনি।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটি দুর্বল আতিয়্যাহ্ আউফীর কারণে। কারণ তিনি দুর্বল এবং মুদাল্লিস। ওকাইলী অন্য একটি সমস্যা উল্লেখ করে সমস্যা বর্ণনা করেছেন। কারণ তিনি সুফইয়ান সূত্রে 'আম্‌র ইবনু কায়েস মুলাঈ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: বলা হতো ..., এবং বলেন: এটিই উত্তম।

খাতীব (৩/১৯১) ওকাইলী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: এটিই সঠিক আর প্রথমটি হচ্ছে সন্দেহযুক্ত।

দ্বিতীয়ত ঃ আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস। আবূ সালেহ্ আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালেহ্ এটিকে মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু সালেহ্ হতে, তিনি রাশেদ ইবনু সা'দ হতে, তিনি আবূ উমামাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ত্ববারানী, তার থেকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৬/১১৮), ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/২২০), আব্দুর রহমান ইবনু নাস্র দেমাস্কী "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/২২৯/২), খাতীব "আত্তারীখ" গ্রন্থে (৫/৯৯), ইবনু আব্দুল বার "আলজামে'" গ্রন্থে (১/১৯৬) ও যিয়া মাকদেসী "আলমুনতাকা মিন মাসমূআতিহি বি-মারু" গ্রন্থে (৩২/২, ১২৭/২) বিভিন্ন সূত্রে আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: হাদীসটিকে রাশেদ ইবনু সা'দ হতে মু'য়াবিয়্যাহ্ ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে জানি না। আর তার থেকে আবূ সালেহ্ বর্ণনা করেছেন। আমার নিকট আবূ সালেহ্ মুস্তাকীমুল হাদীস। কিন্তু তার হাদীসের মধ্যে হাদীসের সনদগুলোতে এবং ভাষাগুলোতে ভুল সংঘটিত হত। তিনি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলতেন না।

আমি (আলবানী) বলছি: তাকে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন:

ইমাম আহমাদ বলেন: তিনি প্রথম দিকে ভালই ছিলেন অতঃপর নষ্ট হয়ে যান। ইবনু মা'ঈন তার সম্পর্কে ভাল সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আবূ হাতিম বলেন: আমি মনে করি তার বিপক্ষে যে হাদীসগুলোকে মুনকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো খালেদ ইবনু নাজীহির তৈরিকৃত। তিনি তার সাথী হতেন। আবূ সালেহ্ মিথ্যুকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি একজন সৎ লোক ছিলেন। নাসাঈ বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী বহু ভুলকারী। তার কিতাবের ক্ষেত্রে তিনি নির্ভরযোগ্য। তার মধ্যে অবহেলা ছিল।

আমি (আলবানী) বলছি: এ থেকেই স্পষ্ট হয় যে, হাইসামী কর্তৃক "আলমাজমা" গ্রন্থে (১০/৩৩০) ত্ববারানীর সূত্রে উল্লেখ করে সনদটিকে হাসান বলাটা ভাল হয়নি। অনুরূপভাবে সুয়ূতী যে, "আললাআলী" গ্রন্থে (২/৩৩০) বলেছেন: হাসানের শর্তমাফিক হয়েছে এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালেহের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই, এ কথা বলাও ভাল হয়নি।

কিভাবে ইবনু সালেহের মধ্যে কোন সমস্যা নেই এবং কিভাবে তার হাদীস হাসান? যেখানে তিনি বহু ভুল করতেন এবং তার মধ্যে অধিকহারে

অবহেলা ছিল, এমনকি তার গ্রন্থের মধ্যে বানোয়াট হাদীসের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে এবং তিনি তাই বর্ণনা করতেন অথচ তিনি জানতেন না!

তৃতীয়ত ঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস। এটিকে আবূ মু'য়ায সায়েগ হাসান হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে আবুশ শাইখ (১২৬), ইবনু বিশরান "মাজলিসানু মিনাল আমালী" গ্রন্থে (২১০-২১১) ও ইবনুল জাওযী "আলমাওযূ'য়াত" গ্রন্থে (২/৩২৯-৩৩০) উল্লেখ করে ইবনুল জাওযী বলেছেন: এটি সহীহ্ নয়। আবূ মু'য়ায হচ্ছেন সুলাইমান ইবনু আরকাম, আর তিনি মাতরূক।

চতুর্থত ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীস। এটিকে ফুরাত ইবনুস সায়েব মাইমূন ইবনু মিহরান হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনু জারীর "তাফসীর" গ্রন্থে (৩৪/৩২) ও আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৪/৯৪) বর্ণনা করে বলেছেন:

মাইমূনের হাদীস হতে এটি গারীব। এটিকে একমাত্র এ সূত্রেই আমরা লিখেছি।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি খুবই দুর্বল। ইবনুল জাওযী বলেন:

ফুরাত মাতরূক।

তাকে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: ইমাম বুখারী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস, তাকে মুহাদ্দিসগণ ত্যাগ করেছেন।

পঞ্চমত ঃ সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীস। এটিকে সুলাইমান ইবনু সালামাহ্ মুহাম্মাল ইবনু সা'ঈদ ইবনু ইউসুফ হতে, তিনি আবুল মু'য়াল্লা আসাদ ইবনু অদা'য়াহ্ তাঈ হতে, তিনি ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ্ হতে, তিনি তাউস হতে, তিনি সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে কিছু বেশী বর্ণনা করেছেন "এবং আল্লাহর তাওফীকে কথা বলে।"

এটিকে ইবনু জারীর (৩৪/৩২), আবুশ শাইখ "আলআমসাল" গ্রন্থে (১২৮) এবং "ত্ববাকাতুল আসবাহানীঈন" গ্রন্থে (২২৩-২২৪), আবূ নু'য়াইম "আলআরবাউনুস সূফিয়্যাহ্" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৬২) এবং "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৪/৮১) বর্ণনা করেছেন। আবূ নু'য়াইম বলেন:

ওয়াহাবের হাদীস হতে এটি গারীব। এটিকে মুয়াম্মাল আসাদ হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: কয়েকটি কারণে এটি খুবই দুর্বল:

১। আসাদ ইবনু অদা'য়াহ্ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তিনি ছোট তাবে'ঈগণের একজন, নাসেবী সম্প্রদায়ভুক্ত গালি দিতেন। ইবনু মা'ঈন বলেন: তিনি, আযহার হারাযী ও একদল আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে গালি দিতেন। নাসাঈ বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য।

২। এ মুয়াম্মাল সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম (৪/১/৩৭৫) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস, সুলাইমান ইবনু সালামাও মুনকারুল হাদীস।

৩। সুলাইমান ইবনু সালামাহ্ হচ্ছেন খাবাইযী, তার সম্পর্কে আবূ হাতিমের মন্তব্য এ মাত্র শুনেছেন। তিনি আরো বলেছেন: তিনি মাতরূক, তাকে নিয়ে ব্যস্ত হওয়া যাবে না।

ইবনু জুনায়েদ বলেন: তিনি মিথ্যা বলতেন, আর তার থেকে আমি হাদীস বর্ণনা করি না।

হাফিয যাহাবী তার একটি বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আজব ব্যাপার এই যে, সুয়ূতী হাদীসটিকে বহু শাহেদ একত্রিত করণের দ্বারা হাসান সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। আর মানাবী প্রমুখ তার অনুসরণ করেছেন। কিন্তু শাহেদগুলো খুবই দুর্বল হওয়ার কারণে কোন অবস্থাতেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমনটি আলোচনা করা হয়েছে।

মোট কথা! হাদীসটি দুর্বল, হাসান নয় এবং বানোয়াটও নয়। হাফিয সাখাবী "আলমাকাসিদুল হাসানাহ্" গ্রন্থে এদিকে ধাবিত হয়েছেন।

١٨٢٢. (اِجْعَلُوْا أَئِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ، فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيْمَا بَيْنَكُمْ، وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ).

১৮২২। তোমাদের উত্তম ব্যক্তিদেরকে তোমাদের ইমাম বানাও। কারণ তারা তোমাদের মধ্যস্থতাকারী প্রতিনিধি তোমাদের এবং আল্লাহর মাঝের বিষয়সমূহের ব্যাপারে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে দারাকুতনী তার "সুনান" গ্রন্থে (পৃ ১৯৭) বাইহাক্বী (৩/৯০) হুসাইন ইবনু নাস্‌র হতে, তিনি সালাম ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি উমার ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু অসী' হতে,

তিনি সা'ঈদ ইবনু জুবায়ের হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...। বাইহাক্বী বলেন:

এর সনদ দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: এর মধ্যে কয়েকটি সমস্যা রয়েছে:

১। উমার ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদকে আমি চিনি না। দারাকুতনীর নিকট কোন প্রকার পরিচয় ছাড়া শুধুমাত্র উমার উল্লেখ করা হয়েছে। পরক্ষণেই বলেছেন: আমার নিকট ইনি মাদাইনের কাযী উমার ইবনু ইয়াযীদ।

আমি (আলবানী) বলছি: মাদাইনীর ব্যাপারে ইবনু আদী (৫/১৬৮৭) বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস।

২। সালাম ইবনু সুলাইমান সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন: ইবনু আদী বলেন: তার অধিকাংশ বর্ণনার মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

এ কারণে হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল।

৩। হুসাইন ইবনু নাস্রকে চেনা যায় না যেমনটি ইবনু কাত্তান বলেছেন।

হাদীসটিকে অন্য সূত্রে মারসাদ ইবনু আবূ মারসাদ গানাবী হতে মরফূ' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেটি পরে আগত হাদীসটি।

১৮২ৣ. (إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلَ صَلَاتُكُمْ، فَلْيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ، فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ، وَبَيْنَ رَبِّكُمْ).

১৮২৩। তোমাদের সলাত কবূল হওয়াকে যদি তোমাদের আনন্দিত করে তাহলে তোমাদের উত্তম ব্যক্তিরা যেন তোমাদের ইমামাত করে। কারণ তারা তোমাদের মধ্যস্থতাকারী প্রতিনিধি তোমাদের এবং তোমাদের প্রতিপালকের মাঝের বিষয়সমূহের ব্যাপারে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে দারাকুতনী (পৃ ১৯৭), ইবনু মান্দাহ্ "আলমা'রিফাহ্" গ্রন্থে (২/১৭৪/২) ও হাকিম (৩/২২২) ইয়াহ্ইয়া ইবনু ই'য়ালা আসলামী সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনু মূসা হতে, তিনি সামাহ্ ইবনু লুওয়াইর ছেলে কাসেম সামী হতে, তিনি মারসাদ ইবনু আবী মারসাদ গানাবী (তিনি বাদরী ছিলেন) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

দারাকুতনী বলেন: সনদটি সাব্যস্ত হয়নি। আব্দুল্লাহ্ ইবনু মূসা দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি তাইমী মাদানী। হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী বহু ভুলকারী।

আমি (আলবানী) বলছি: তার শাইখ কাসেম সামীর জীবনী পাচ্ছি না।

আর তার থেকে বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া ইবনু ই'য়ালা আসলামী দুর্বল যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এবং হাইসামীর "আলমাজমা'" গ্রন্থে (২/৬৪) এসেছে। হাইসামী হাদীসটিকে ত্ববারানীর "আলকাবীর" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। এটি তার নিকট (২০/৩২৮) নিম্নোক্ত বাক্যে বর্ণিত হয়েছে:

خيار كم এর পরিবর্তে علماؤكم উল্লেখ করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: এ বাক্যে এটি মুনকার।

এটিকে ইসমা'ঈল ইবনু আবান অর্‌রাক বর্ণনা করেছেন ইয়াহ্ইয়া ইবনু ই'য়ালা আসলামী হতে, তিনি কাসেম শাইবানী হতে, তিনি আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে শেষের فإنهم ... বাক্য ছাড়া।

তিনি এটিকে মুসনাদু আবী উমামার অন্তর্ভুক্ত করেছেন আর আব্দুল্লাহ্ ইবনু মূসাকে সনদ থেকে ফেলে দিয়েছেন। আমার ধারণা এরূপ ঘটেছে দুর্বল আসলামী হতে, অর্‌রাক হতে নয়, কারণ অর্‌রাক নির্ভরযোগ্য।

অন্য একটি সূত্রে হাদীসটিকে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে নিম্নের বাক্যে:

إِنَّ سَرَّكُمْ أَنْ تُزَكُّوْا صَلَاتَكُمْ، فَقَدِّمُوْا خِيَارَكُمْ "তোমাদের সলাত পবিত্র করাকে যদি তোমাদেরকে আনন্দিত করে তাহলে তোমরা তোমাদের উত্তম ব্যক্তিকে সামনে এগিয়ে দাও।"

এটিকে দারাকুতনী (পৃ ১৩২) ও ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১৯৯) আবুল অলীদ খালেদ ইবনু ইসমা'ঈল সূত্রে ইবনু জুরায়েয হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর দারাকুতনী বলেছেন: আবুল অলীদ দুর্বল।

আর তার ব্যাপারে ইবনু আদীর কথাই সঠিক: তিনি নির্ভরযোগ্য মুসলিমগণের উদ্ধৃতিতে হাদীস জালকারী।

আর তার থেকে কোন মিথ্যুক তা চুরি করেন।

এটিকে মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল ইবনু মূসা রাযী বর্ণনা করেন আবূ আমের 'আম্‌র ইবনু তামীম ইবনু সাইয়্যার ত্বাবারানী হতে, তিনি হাওযা ইবনু খালীফাহ্ বাকরাবী হতে, তিনি ইবনু জুরায়েয হতে।

এটিকে খাতীব এ রাযীর জীবনীতে "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (২/৫১) উল্লেখ করে বলেছেন: এ সনদে এ হাদীসটি মুনকার। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। এ হাদীসের সমস্যার দায়ভার রাযীর উপরে পড়েছে, তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন না।

অতঃপর তিনি তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন: এগুলো বাতিল। তিনি আবুল কাসেম ত্বাবারানী হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাকে (রাযীকে) মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীসটিকে মূসা ইবনু ইব্‌রাহীম মূসা ইবনু জা'ফার হতে, তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে আবূ বাক্‌র শাফে'ঈ "মুসনাদু মূসা ইবনু জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হাশেমী" গ্রন্থের মধ্যে (ক্বাফ ১/৭১) উল্লেখ করেছেন।

এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ এ মূসা ইবনু ইব্‌রাহীম হচ্ছেন আবূ ইমরান মারওয়াযী যার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তাকে ইয়াহ্ইয়া মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। দারাকুতনী প্রমুখ বলেন: তিনি মাতরূক।

অতঃপর তিনি তার কতিপয় বিপদ সম্বলিত হাদীস উল্লেখ করেন।

١٨٢٤. (إِنَّ الأَرْضَ لَتَسْتَغْفِرُ لِلْمُصَلِّي بالسَّرَاوِيلِ).

১৮২৪। অবশ্যই যমীন পায়জামা পরিধান করে সলাত আদায়কারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে আবুশ শাইখ "আত্‌তবাকাত" গ্রন্থে (২৯৫), তার থেকে আবূ নু'য়াইম (১/৩৩০) এবং তার থেকে দাইলামী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (১/১৬৬-১৬৭) সা'ঈদ ইবনু ই'য়াকূব হতে, তিনি 'আম্মার ইবনু ইয়াযীদ কুরাশী বাসরী হতে, তিনি হাসান ইবনু মূসা হতে, তিনি ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে, তিনি 'ঈসা ইবনু ত্বহমান হতে, তিনি মালেক ইবনু আতাহিয়্যাহ্ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে ইবনু লাহী'য়াহ্। কারণ তিনি দুর্বল। তার নিকট পর্যন্ত পৌঁছতে সূত্রে আম্মার ইবনু ইয়াযীদ কুরাশী বাসরী রয়েছেন তাকে আমি চিনি না। "আলজারহু অত্তা'দীল" গ্রন্থে (৩/১/৩৯২) এসেছে:

'আম্মার ইবনু ইয়াযীদ হাদীসটিকে ইয়াযীদ ইবনু আব্দুল্লাহ্ কুসায়েত হতে বর্ণনা করেছেন। আর সা'ঈদ ইবনু আবূ আইউব খালেদ ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি তার (আম্মার) থেকে বর্ণনা করেছেন।

"আলমীযান" গ্রন্থে এসেছে: আম্মার ইবনু ইয়াযীদ মূসা ইবনু হিলাল হতে বর্ণনা করেছেন। আর দারাকুতনী বলেন: তিনি মাজহূল।

"আললিসান" গ্রন্থে কিছু বেশী এসেছে: ইবনু হিব্বানের "আসসিকাত" গ্রন্থে এসেছে: 'আম্মার ইবনু ইয়াযীদ মাকতূ' এবং মুরসালগুলো বর্ণনা করেন। তার থেকে খালেদ ইবনু ইয়াযীদ মিসরী বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি হন আর অন্য কেউ হন তিনি মাজহূল। তবে আমি তার কুরাশী বাসরী হওয়াকে খুবই অসম্ভব মনে করছি। কারণ ইবনু হিব্বান তাকে (কুরাশীকে) তাবে' তাবে'ঈগণের অন্তর্ভুক্ত (৭/২৮৫) করেছেন অথচ এ কুরাশী তার থেকে অনেক পেছনে যেমনটি দেখছেন।

আর সা'ঈদ ইবনু ই'য়াকূব হচ্ছেন আবূ উসমান সা'ঈদ ইবনু ই'য়াকূব ইবনু সা'ঈদ কুরাশী।

আবুশ শাইখ বলেন: তিনি বুন্দার, মুহাম্মাদ ইবনু আবুল অযীর অসেতী এবং আসবাহানীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১/১৬২/১) শুধুমাত্র দাইলামীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। আর আবূ নু'য়াইম হাদীসটিকে "আলমা'রিফাহ্" গ্রন্থে যেমনটি "আলইসাবাহ্" গ্রন্থে এসেছে ইবনু লাহী'য়ার সূত্রে অন্য একটি সনদে মালেক ইবনু আতাহিয়্যাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। বাহ্যিকতা থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইবনু লাহী'য়্যাহ্ তার সনদে ইযতিরাবের মধ্যে পড়েছেন।

١٨٢٥. (امْلِكوا العَجِينَ، فإنَّهُ أعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ).

১৮২৫। তোমরা আটাকে ভাল করে মন্থন কর। কারণ তা বরকতের দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা বড়।

হাদীসটি খুবই মুনকার।

এটিকে ইবনু আদী (২/১৬৬) সালামাহ্ ইবনু রাওহ্ হতে, তিনি আকীল হতে, তিনি যুহ্রী হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার ভাষার মধ্যে এসেছে:

فَإِنَّهُ أَحَدُ الرَّيْعَيْنِ কারণ তা দু'টি বৃদ্ধি হওয়ার একটি (মন্থনের সময় অথবা ভাজার সময়)।

এবং বলেন: এটি যদিও অন্য সনদে বর্ণিত হয়েছে তবুও খুবই মুনকার।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে ইবনু আদীর বর্ণনায় আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। আর মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন: লেখকের বাহ্যিক কথা থেকে বুঝা যায় যে, ইবনু আদী হাদীসটি বর্ণনা করে তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটি এর বিপরীত। কারণ তিনি (ইবনু আদী) সালামাহ্ ইবনু রাওহ্ আইলীর জীবনীতে বলেছেন: আবূ হাতিম বলেন: তার হাদীস লিখা যাবে। আর আবূ যুর'য়াহ্ বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি: ছাপানো কপিতে এরূপই এসেছে। স্পষ্টতঃ বিষয়টি এই যে, মানাবীর কথা হতে "আলআইলী" শব্দের পরে [তিনি (ইবনু আদী) বলেন: 'তিনি খুবই মুনকার'] এ কথাটা কপি হতে পড়ে গেছে। যেমনটি এর প্রমাণ বহন করছে ইবনু আদী হতে আমার বর্ণনাটি। অনুরূপভাবে (وقال) শব্দের পরে (الـذهبي) শব্দটি পড়ে গেছে, কারণ তিনিই "আলমীযান" গ্রন্থে তা বলেছেন। অর্থাৎ আবূ হাতিম বলেন ....।

আর মানাবীই "আত্তাইসীর" গ্রন্থে ইবনু আদী হতে নকল করেছেন যে, তিনি বলেন: হাদীসটি মুনকার। আর হাফিয ইবনু হাজার বলেন: সালামাহ্ সত্যবাদী তবে তার কতিপয় সন্দেহমূলক বর্ণনা রয়েছে।

١٨٢٦. (إِذَا كَبَّرَ العَبْدُ سَتَرَتْ تَكْبِيرَتُهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ).

১৮২৬। বান্দা যখন তাকবীর বলে তখন তার তাকবীর আসমান এবং যমীনের মাঝের সব কিছুকে পরিপূর্ণ করে ফেলে।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে খাতীব (১১/৮৬), তার থেকে ইবনু আসাকির (৬/২২২/২) ইসহাক ইবনু নাজীহ্ মালতী হতে, তিনি যানকুল ইবনু আলী সুলামী হতে, তিনি উম্মুদ দারদা হতে, তিনি আবুদ দারদা (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে ইসহাক ইবনু নাজীহ্। কারণ তিনি জালকারী বড় মিথ্যুক। আজব ব্যাপার এই যে, সুয়ূতী "আললাআলী" গ্রন্থের খাতেমার মধ্যে (পৃ ৪৭৩) উল্লেখ করেছেন যে, ইসহাক বড় জালকারীদের একজন। তা সত্ত্বেও তিনি হাদীসটিকে "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আবার তিনি "যাইলুল আহাদীসিল মাওযূ'য়াহ্" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি তা ইবনু জাওযীর "আলমাওযূ'য়াত" গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছেন। তিনি (পৃ ১৪৯) বলেন:

হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন: ইসহাক মালতী সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন: তিনি লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যাবাদী। ইয়াহ্ইয়া বলেন: তিনি মিথ্যুক এবং হাদীস জাল করার ব্যাপারে পরিচিত। ফাল্লাস বলেন: তিনি প্রকাশ্যে হাদীস জাল করতেন।

(সংক্ষেপ) এসব কিছু সুয়ূতী হতেই বর্ণিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও সুয়ূতীর এ সব ভুল ধরার কারণে কেউ কেউ আমাদের সমালোচনা করছে এবং সাধারণ লোকদেরকে উত্তেজিত করার লক্ষ্যে আমাদের বিপক্ষে মিথ্যা ও বানোয়াট অপবাদ দিয়ে কিতাব লিখেও প্রকাশ করছে।

١٨٢٧. (إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوْبُكَ، فَاسْقِ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءِ، تَتَنَاثَرُ كَمَا يَتَنَاثَرُ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ فِي الرِّيْحِ الْعَاصِفِ).

১৮২৭। তোমার গুনাহ্ যখন বেশী হয়ে যাবে তখন তুমি পানির উপর পানি (বারবার) পান করাও। এতে তোমার গুনাহ্গুলো ঝরে যাবে যেমনভাবে ঝড়ো বাতাসে বৃক্ষ থেকে পাতা ঝরে যায়।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে খাতীব তার তারীখ গ্রন্থে (৬/৪০৩-৪০৪) আবুল 'আলা ইসহাক ইবনু মুহাম্মাদ তাম্মার হতে ৪০৮ হিজরীতে, তিনি আবুল হাসান হিবাতুল্লাহ্ ইবনু মূসা ইবনুল হাসান ইবনু মুহাম্মাদ মুযানী (পরিচিত ইবনু কাতীল নামে) হতে (মূসেলে), আবূ ই'য়ালা আহমাদ ইবনু আলী ইবনুল মুসান্না হতে, তিনি শাইবান ইবনু ফাররূখ উবুল্লী হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু সুলাইম যব্বী হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি হাদীসটিকে আবুল আলার জীবনীতে উল্লেখ করে বলেছেন: তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই।

আর অন্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য হিবাতুল্লাহ্ ইবনু মূসা ছাড়া। হাফিয যাহাবী বলেন: তাকে চেনা যায় না। অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তার আরেকটি হাদীস নিম্নের ভাষায় আলোচিত হয়েছে: إن الله ... يطلع في العيدين নং (১৮০৬)। কিন্তু তার সনদটি একেবারে দুর্বল।

১৮২৮. (إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ، تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيْلاً مِنْ نَتَنِ مَا جَاءَ بِهِ).

১৮২৮। বান্দা যখন মিথ্যা বলে তখন তার নিকট থেকে ফেরেশতা এক মাইল দূরে সরে যায় সে যা কিছু নিয়ে এসেছে তার দুর্গন্ধ থেকে (বাঁচার জন্য)।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে ইমাম তিরমিযী (১/৩৫৭), ইবনু আবিদ দুনিয়া "মাকারিমুল আখলাক" গ্রন্থে (পৃ ৩২), ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (১/৩০২), ইবনু হিব্বান "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (২/১৩৭) ও আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৮/১৯৭) আব্দুর রহীম ইবনু হারূন সূত্রে আব্দুল আযীয ইবনু আবূ রাওয়াদ হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ...।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান ভাল গারীব। একমাত্র এ সূত্রেই আমরা এটিকে চিনি। এটিকে আব্দুর রহীম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী তার অন্য কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন:

যা উল্লেখ করেছি এ ছাড়াও তার আরো হাদীস রয়েছে। পূর্ববর্তীদের তার ব্যাপারে কোন কথা দেখছি না। আমি তাকে উল্লেখ করেছি সেই সব হাদীসগুলোর কারণে যেগুলোকে তিনি নির্ভরযোগ্য সম্প্রদায়ের উদ্ধৃতিতে মুনকার হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আবূ নু'য়াইম বলেন: এটিকে আব্দুর রহীম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি খুবই দুর্বল। তাকে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি দুর্বল, তাকে দারাকুতনী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল। তাকে দারাকুতনী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীসটিকে ইবনু আদী তার "কামেল" গ্রন্থের ভূমিকাতে (পৃ ৩২) সুলাইম ইবনুর রাবী' ইবনু হিশাম নাহদী সূত্রে আহনাফের চাচা ফায্ল ইবনু আউফ হতে, তিনি আব্দুল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদ হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদের সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী সুলাইমান নাহ্‌দী, তাকে দারাকুতনী ত্যাগ করেছেন।

আরেক বর্ণনাকারী ফায্‌ল ইবনু আউফকে আমি চিনি না।

ইবনু হিব্বানের ব্যাপারে আশ্চর্যান্বিত হতে হয় যে, তিনি হাদীসটিকে আব্দুল আযীয ইবনু আবূ রাওয়াদের জীবনীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন তার মুনকারগুলোর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে বরং তার বানোয়াটগুলোর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে। তিনি বলেছেন:

আব্দুল আযীয নাফে' হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে একটি বানোয়াট কপি বর্ণনা করেছেন। শিক্ষা নেয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া সেগুলো উল্লেখ করাই বৈধ না।

অথচ এ আব্দুল আযীযকে একদল নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন আর ইমাম মুসলিম তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন।

ইবনু হিব্বানের জন্য আলোচ্য হাদীসটিকে আব্দুল আযীয হতে বর্ণনাকারী আব্দুর রহীমের জীবনীতে উল্লেখ করাই উত্তম ছিল। তাতো করেননি বরং আরেক ভুল করে বসেছেন। আর তা হচ্ছে এই যে, তিনি এ আব্দুর রহীমকে "আসসিকাত" গ্রন্থে (৮/৪১৩) উল্লেখ করে বলেছেন:

তার হাদীসকে বিবেচনায় নেয়া যাবে যদি তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে তার কিতাব হতে বর্ণনা করেন। কারণ তিনি তার কিতাব হতে যখন বর্ণনা করেননি তখন কিছু কিছু মুনকার বর্ণনা করেছেন।

যার অবস্থা এই তাকে তিনি প্রথমে কিভাবে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

সতর্কবাণী: কেউ কেউ ইমাম তিরমিযী কর্তৃক হাসান এবং ভালো বলার দ্বারা ধোঁকায় পড়েছেন। যেমন মুনযেরী "আত্তারগীব" গ্রন্থে (৪/২৯), কারণ তিনি তিরমিযীর হাসান আখ্যা দেয়াকে সমর্থন করেছেন। অনুরূপভাবে গুমারী তার "কান্‌য" গ্রন্থে (৩০৮) তিরমিযীর অনুসরণ করেছেন। সম্ভবত তিনি (গুমারী) মানাবী কর্তৃক "আত্তাইসীর" গ্রন্থে তিরমিযীর কথার ব্যাপারে কোন মন্তব্য না করে চুপ থাকার কারণে ধোঁকায় পড়েছেন।

মানাবীর বিষয়টি আজব ধরনের কারণ তিনিই "আলফায়েয" গ্রন্থে দারাকুতনী কর্তৃক আব্দুর রহীমকে মিথ্যুক আখ্যা দান এবং ইবনু আদী কর্তৃক তার হাদীসগুলোকে মুনকার আখ্যা দানের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

١٨٢٩. (الصَّائِمُ فِيْ عِبَادَةٍ، مَا لَمْ يَغْتَبْ).

১৮২৯। সওম পালনকারী ইবাদাতের মধ্যে থাকে যে পর্যন্ত সে গীবাত না করে।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে ইবনু আদী (১/৩০২) হাসান ইবনু মানসূর সূত্রে আব্দুর রহীম ইবনু হারূন আবূ হিশাম গাস্‌সানী হতে, তিনি হিশাম ইবনু হাস্‌সান হতে, তিনি মুহাম্মাদ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ... ।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দু'টি কারণে খুবই দুর্বল:

১। আব্দুর রহীম। তার অবস্থা সম্পর্কে পূর্বের হাদীসে বিস্তারিত অবগত হয়েছেন।

২। হাসান ইবনু মানসূর সম্পর্কে ইবনুল জাওযী "আলইলাল" গ্রন্থে বলেন: তার অবস্থা অজ্ঞাত।

মানাবী "আলফায়েয" গ্রন্থে তার কথা উল্লেখ করে সমর্থন করেছেন। এতে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ কেউ কেউ এ হাসানকে হুসাইন বলেছেন। তার থেকে একদল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। যাদের মধ্যে ইমাম বুখারী তার "সহীহ্" গ্রন্থেও বর্ণনা করেছেন। খাতীব "তারীখ" গ্রন্থে (৮/১১) বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য।

অতএব আলোচ্য হাদীসের সমস্যা হচ্ছে আব্দুর রহীম।

হাদীসটিকে সুয়ূতী তার দু'জামের মধ্যে দাইলামীর বর্ণনায় আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আর মানাবী এ হাদীসের পূর্বোক্ত দু'টি সমস্যা উল্লেখ করে হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন। আর অবগত হয়েছেন যে, দু'টির একটি সমস্যা মারাত্মক।

এ আব্দুর রহীম গাস্‌সানী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে আরো রয়েছে:

"যে ব্যক্তি পানাহার ছাড়া তার উপর করা আল্লাহর অন্য কোন নে'য়ামাতকে চিনবে না তার জ্ঞান কমে গেছে আর তার শাস্তি নিকটবর্তী হয়েছে।"

এটিকে ইবনু আদী ও খাতীব তার "তারীখ" গ্রন্থে (৬/৫২) আব্দুর রহীম ইবনু হারূন গাস্সানী হতে আলোচ্য সনদে বর্ণনা করেছেন।

আর এ আব্দুর রহীম খুবই দুর্বল যেমনটি তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইবনু আদী এ আব্দুর রহীমের কতিপয় হাদীসের মধ্যে এটিকে উল্লেখ করে মুনকার আখ্যা দিয়েছেন।

١٨٣٠. (اجْلِدوا في قلِيلِ الخَمْرِ وكثِيرِهِ، فإنَّ أوَّلَها حَرامٌ، وآخِرَهَا حرامٌ).

১৮৩০। তোমরা কম মদ পানে এবং বেশী মদ পানে উভয় ক্ষেত্রেই প্রহার কর। কারণ প্রথমটি হারাম এবং শেষোক্তটিও হারাম।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে বাইহাক্বী "আস্সুনানুল কুবরা" গ্রন্থে (৮/৩১৩) হিশাম ইবনু 'আম্মার হতে, তিনি অলীদ হতে, তিনি ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবী হাবীব হতে, তিনি উরওয়া হতে, তিনি উমার ইবনু আব্দুল আযীয হতে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ ইবনু লাহী'য়াহ্ মন্দ হেফযের অধিকারী।

আর অলীদ হচ্ছেন ইবনু মুসলিম, তিনি তাদলীসুত তাসবিয়্যাহ্ করতেন। তাদলীসুত তাসবিয়্যাহ্ হচ্ছে: (রাবী কর্তৃক এমন এক দুর্বল বর্ণনাকারী হতে হাদীছ বর্ণনা করা, সনদে যার অবস্থান এমন দুই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর মাঝে যারা একে অপরের সাথে মিলিত হয়েছে। অতঃপর রাবী কর্তৃক সেই দুর্বল বর্ণনাকারীকে গোপন করে তার নির্ভরযোগ্য শাইখের মাধ্যমে অপর নির্ভরযোগ্য হতে বর্ণনা করা। (অথচ ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিয়ে উভয়ের মাঝের দুর্বল বর্ণনাকারীকে উল্লেখ করা উচিত ছিল)। এটি সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম তাদলীস)।

আর হিশাম ইবনু 'আম্মারকে ভুল ধরিয়ে দেয়া হতো এবং তিনি তা গ্রহণ করতেন।

١٨٣١. (أَجِيفُوا أَبْوَابَكُمْ، وَأَكْفِئُوا آنِيَتَكُمْ، وَأَوْكِئُوا أَسْقِيَتَكُمْ، وَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ، فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ بِالتَّسَوُّرِ عَلَيْكُمْ).

১৮৩১। তোমরা তোমাদের দরজাগুলো বন্ধ কর, তোমাদের পাত্রগুলো উলটিয়ে রাখ, তোমাদের পানির পাত্রগুলো বেঁধে রাখ,

তোমাদের বাতিগুলো নিভিয়ে ফেল। কারণ শয়তানদেরকে তোমাদের বিপক্ষে বাঁধ অতিক্রম করার শক্তি প্রদান করা হয়নি।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৫/২৬২) আবুন নায্‌র হতে, তিনি আলফারাজ হতে, তিনি লোকমান হতে, তিনি আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ এ ফারাজ হচ্ছেন ইবনু ফুযালাহ্ আর তিনি দুর্বল। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন।

হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন: তার হেফযের দিক দিয়ে তিনি দুর্বল।

তিনি "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন: তাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাইসামী "আলমাজমা'" গ্রন্থে (৮/১১১) বলেন: হাদীসটি ইমাম আহ্‌মাদ বর্ণনা করেছেন। ফারাজ ইবনু ফুজালাহ্ ছাড়া এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তাকে নির্ভরযোগ্যও আখ্যা দেয়া হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: মানাবী হাইসামী হতে তা "আলফায়েয" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি ফারাজ ... ছাড়া এ কথাটি উল্লেখ করেননি।

জানি না ত্রুটি তার পক্ষ হতে, নাকি তার নিকট থাকা "আলমাজমা'"এর কপিতে সেরূপই রয়েছে যেমনটি তিনি লিখেছেন। এ থেকে তিনি বড় ধরনের ভুলের মধ্যে পড়েছেন। কারণ তিনি পরক্ষণেই বলেছেন: লেখক শুধুমাত্র হাসানের চিহ্ন ব্যবহার করেছেন, তা করে ভাল করেননি। বরং তার উচিত ছিল সহীহ্ চিহ্ন ব্যবহার করা।

অতঃপর "আত্‌তাইসীর" গ্রন্থে লেখকের হাসান বলা কথার বিরোধিতা করে বলেছেন: এ সনদটি সহীহ্।

অথচ আপনারা অবগত হয়েছেন যে, সহীহ্ তো দূরের কথা হাসান হওয়ার যোগ্য নয়। তাকে এ ভুলের মধ্যে পড়তে হয়েছে তাহকীক্ব না করে তাকলীদ করে নকল করার জন্য।

আমি (আলবানী) এখানে হাদীসটিকে শুধুমাত্র শেষোক্ত বাক্যের কারণে উল্লেখ করেছি। এ বাক্যের সনদ দুর্বল হওয়ার কারণে এবং এ অংশের কোন শাহেদ না থাকার কারণে। কারণ হাদীসটির প্রথম অংশটি

"সুরুজাকুম" পর্যন্ত সহীহ্, অনুরূপ সহীহ্ হাদীস জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হওয়ার কারণে। সেটিকে আমি "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (৩৭) উল্লেখ করেছি।

١٨٣٢. (أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، تَعْجِيلُ الصَّلَاةِ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا).

১৮৩২। আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় আমল হচ্ছে সলাতকে তার প্রথম ওয়াক্তে দ্রুত আদায় করা।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে দারাকুতনী (৯২), হাকিম (১/১৯১) ও আহমাদ (৬/৩৭৫) লাইস ইবনু সা'দ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার ইবনু হাফ্স হতে, তিনি কাসেম ইবনু গান্নাম হতে, তিনি তার দাদী (বাবার মা) দুনিয়া হতে, তিনি তার দাদী উম্মু ফারিয়্যাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে বাই'য়াতকারিণীদের একজন ছিলেন। তিনি বলেন: আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে একদিন আমলগুলো নিয়ে আলোচনা করতে শুনলাম। অতঃপর তিনি বললেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কাসেম ইবনু গান্নামের দাদী মাজহূলাহ্। কাসেম নিজেই প্রসিদ্ধ নন।

আর এ আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার হচ্ছেন উমারী মুকাব্বার, তিনি দুর্বল। হাদীসটির নিম্নের ভাষায় মুতাবা'য়াত করা হয়েছে:

أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِيْ أَوَّلِ وَقْتِهَا.

এ ভাষার আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস হতে সহীহ্ সনদে শাহেদ বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে আমি "সহীহ্ আবী দাউদ" গ্রন্থে (৪৫২) ও "ইরওয়াউল গালীল" গ্রন্থে (১১৯৮) এটির তাখরীজ করেছি। এ ভাষায় এটি সহীহ্ লি-গাইরিহি। কিন্তু আলোচ্য প্রথম ভাষাটি দুর্বল।

١٨٣٣. (أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ الْحُبُّ فِي اللهِ، والبُغْضُ فِي اللهِ).

১৮৩৩। আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় কর্ম হচ্ছে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসা আর আল্লাহর ওয়াস্তে অপছন্দ করা।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ (৫/১৪৬) ইয়াযীদ ইবনু আতা হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবূ যিয়াদ হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি এক ব্যক্তি হতে, তিনি আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

রসূল (ﷺ) আমাদের দিকে বেরিয়ে এসে বললেন: তোমরা কি জান কোন কর্ম আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয়? একজন বলল: সলাত এবং যাকাত। আরেকজন বলল: জিহাদ। তখন রসূল (ﷺ) বললেন:...।

খালেদ ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু আতার -সংক্ষেপে- ইয়াযীদ ইবনু আবূ যিয়াদ হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ভাষায় মুতাবা'য়াত করেছেন:

أفضل الأعمال ... , এটি আবূ দাউদের বর্ণনা, এ সম্পর্কে (১৩১০) আলোচনা করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল নাম না-নেয়া ব্যক্তির কারণে।

ইয়াযীদ ইবনু আবূ যিয়াদ হচ্ছেন হাশেমী তিনি তাদের দাস। তিনি দুর্বল।

আর ইয়াযীদ ইবনু আতা হচ্ছেন ইয়াশকুরী, তিনিও হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

হাফিয ইবনু হাজার "ফাতহুলবারী" গ্রন্থে (১/৪) চুপ থেকেছেন। আর মানাবী বলেছেন: ইবনুল জাওযী বলেন: হাদীসটি সহীহ্ নয়। আর ইয়াযীদ ইবনু আবূ যিয়াদ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক বলেন: তাকে নিক্ষেপ কর। আর সিওয়ার আম্বারী সম্পর্কে (তিনি আহমাদের বর্ণনায় নেই) ইবনুল জাওযী বলেন: তিনি কিছুই না। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, লেখক কর্তৃক হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দান উপযুক্ত হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি: মানাবীর ব্যাপারে আশ্চর্যান্বিত হতে হয় কিভাবে তিনি এ সঠিক বিজ্ঞোচিত সমালোচনাকে ত্যাগ করে সুয়ূতীর মুতাবা'য়াত করলেন "আত্‌তাইসীর" গ্রন্থে, তিনি বললেন: এর সনদটি হাসান।

অতঃপর গুমারী অভ্যাসগতভাবে তার অন্ধ অনুসরণ করলেন তার "কান্‌য" গ্রন্থে (৭৯)!

١٨٣٤. (أَحَبُّ العَمَلِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الحَالُّ الْمُرْتَحِلُ، قَالَ: وَمَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ؟ قَالَ: الَّذِى يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ، كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ).

১৮৩৪। আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় আমল হচ্ছে আলহাল্লুল মুরতাহিলু। সে বলল: আলহাল্লুল মুরতাহিলু কি? তিনি বললেন: যে কুরআনের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত করে সে। যখনই সে শেষ করে তখনই আবার শুরু করে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে তিরমিযী (৪/৬৪), ইবনু নাস্‌র "কিয়ামুল লাইল" গ্রন্থে ও হাকিম (১/৫৬৮) বিভিন্ন সূত্রে সালেহ্ মুররী হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, তিনি যুরারাহ্ ইবনু আওফা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: এক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রসূল! কোন আমলটি আল্লাহর নিকট বেশী পছন্দনীয়? তখন তিনি বললেন: ...।

তিরমিযী অন্য একটি সূত্রে সালেহ্ হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন তবে তিনি সেটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাতে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে উল্লেখ করেননি।

ইমাম তিরমিযী বলেন: আমার নিকট হাইসাম ইবনুর রাবী' হতে এ হাদীসটি (মুরসাল হওয়াই) বেশী সঠিক ।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটিকে মওসূল বানানোর ক্ষেত্রে একদল তার মুতাবা'য়াত করেছেন। যেমনটি সেদিকে ইঙ্গিত করেছি। অতএব মওসূল হওয়াই বেশী সঠিক। এটিকে দারেমীও (২/৪৬৯) মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সর্বাবস্থায় হাদীসটি দুর্বল। কারণ সালেহ্ মিররী দুর্বল যেমনটি "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

হাফিয যাহাবীর "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে এসেছে: নাসাঈ প্রমুখ বলেছেন: তিনি মাতরূক।

হাকিম হাদীসটির পরক্ষণেই বলেন: তিনি বসরার একজন আবেদ (সন্নাসী), কিন্তু বুখারী ও মুসলিম তার হাদীস বর্ণনা করেননি।

হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন: সালেহ্ মাতরূক।

হাকিম মিকদাম ইবনু দাউদ ইবনু তালীদ রুআইনী সূত্রে তার একটি শাহেদ উল্লেখ করেছেন খালেদ ইবনু নাযার হতে, তিনি লাইস ইবনু সা'দ হতে, তিনি মালেক ইবনু আনাস হতে, তিনি ইবনু শিহাব হতে, তিনি আ'রাজ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে। তিনি বলেন: ...।

হাফিয যাহাবী বলেন: হাকিম এটির ব্যাপারে কোন কথা বলেননি। অথচ এটি বানোয়াট। কারণ মিকদাম সমালোচিত ব্যক্তি আর বিপদ তার থেকেই।

১৮৩৫. (أَحَبُّ اللَّهْوِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِجْرَاءُ الْخَيْلِ، وَالرَّمْيُ بِالنَّبْلِ، وَلَعْبُكُمْ مَعَ أَزْوَاجِكُمْ).

১৮৩৫। আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় খেলা হচ্ছে ঘোড়দৌড়, তীর নিক্ষেপ এবং স্ত্রীদের সাথে তোমাদের খেলা করা।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী (২/২৯৭) সুলাইমান ইবনু ইসহাক আবূ আইউব হাশেমী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল হারেস হারেসী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু বাইলামী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী মুহাম্মাদ ইবনু হারেসের জীবনীতে বলেন: তার অধিকাংশ বর্ণনা নিরাপদ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি: তার শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান বাইলামানী তার চেয়েও বেশী দুর্বল। ইবনু হিব্বান তার সম্পর্কে বলেন: তিনি তার পিতার উদ্ধৃতিতে একটি কপি বর্ণনা করেছেন যাতে প্রায় দু'শতটি হাদীস রয়েছে, সবগুলোই বানোয়াট।

আর সুলাইমান ইবনু ইসহাকের জীবনী পাচ্ছি না।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে ইবনু আদীর বর্ণনায় আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে এ বাক্যে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি তীরের কথাটি উল্লেখ করেননি।

মানাবী বলেন: এর সনদটি দুর্বল। তিনি এর চেয়ে বেশী বলেননি। সম্ভবত তিনি সনদটি সম্পর্কে অবগত হননি।

١٨٣٦. (أَحِبُّوا الْعَرَبَ وَبَقَاءَهُمْ فِي الإِسْلاَمِ وَصَلاَحَهُمْ، فَإِنَّ صَلاَحَهُمْ نُوْرٌ فِي الإِسْلاَمِ، وَفَسَادَهُمْ ظُلْمَةٌ فِي الإِسْلاَمِ).

১৮৩৬। তোমরা আরবদেরকে, তাদের ইসলামের উপর অটল থাকাকে, এবং তাদের সঠিক থাকাকে ভালোবাস। কারণ তাদের সঠিকের উপর অটল থাকা ইসলামের জন্য নূর আর তাদের নষ্ট হয়ে যাওয়া ইসলামের জন্য অন্ধকার।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/৩৪০) আবূ মুহাম্মাদ ইবনু হাইয়্যান হতে বর্ণনা করেছেন। এটি "ত্ববাকাতুল আসবাহানিয়ীন" গ্রন্থে (৪৪১/৬৪১) আবূ যুফার হুযাইল ইবনু আব্দুল্লাহ্ যব্বী

হতে, তিনি আহমাদ ইবনু ইউনুস যব্বী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুস সামাদ হতে, তিনি তার পিতা আব্দুস সামাদ ইবনু জাবের হতে, তিনি আতা ইবনু আবূ মাইমূনাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল দু'টি কারণে:

১। আব্দুস সামাদ ইবনু জাবের সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন: তাকে ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তার একটি অথবা দু'টি হাদীস রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি সে দু'য়ের একটি, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে:

"তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তা তাদের জন্য কল্যাণকর, আর তারা যদি ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে ইসলাম বেশী প্রশস্ত অথবা চওড়া।"

২। তার ছেলে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুস সামাদ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তিনি মুনকার হাদীসের অধিকারী। তার হাদীস ছেড়ে দেয়া হয়নি।

হাদীসটিকে আবুশ শাইখ (ইবনু হাইয়্যান) "আস্সাওয়াব" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যেমনটি "ফাতহুল কাবীর" গ্রন্থে এসেছে। আর তার থেকে দাইলামী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (১/৩৬-৩৭) মানসূর ইবনু আবূ মুযাহিম হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল খাত্তাব হতে, তিনি আতা ইবনু আবূ মাইমূনাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

এ মুহাম্মাদ ইবনুল খাত্তাবের অবস্থা অজ্ঞাত অর্থাৎ তিনি মাজহূলুল হাল যেমনটি তার সম্পর্কে (১৬৩) হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

١٨٣٧. (إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ إِذَا غَضِبَ عَلَى أُمَّةٍ لَمْ يُنْزِلْ بِهَا الْعَذَابَ، غَلَتْ أَسْعَارُهَا، وَ قَصُرَتْ أَعْمَارُهَا، وَ لَمْ تَرْبَحْ تُجَّارُهَا، وَ حُبِسَ عَنْهَا أَمْطَارُهَا، وَ لَمْ تَغْزُرْ أَنْهَارُهَا، وَ سُلِّطَ عَلَيْهَا شِرَارُهَا).

১৮৩৭। আল্লাহ্ তা'য়ালা যখন কোন জাতির উপর রাগান্বিত হন তখন তিনি তাদের উপর আযাব নাযিল করেন না। বরং তাদের পণ্যের মূল্য বেড়ে যায়, তাদের বয়স কমে যায়, তাদের ব্যবসা লাভজনক হয় না, তাদের বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হয়, তাদের নদীগুলো প্রবাহিত হয় না এবং তাদের উপরে তাদের নিকৃষ্টদেরকে (নেতা হিসেবে) তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে দাইলামী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (১/২২৪), ইবনু আসাকির (৯/৬৭/২) ও ইবনুন নাজ্জার (১০/১৭৪/২) হুসাইন ইবনু আবুল হাজ্জাজ হতে, তিনি মণ্ডল ইবনু আলী আনাযী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু তুরাইফ হতে (তিনি হচ্ছেন আবূ গাস্‌সান মাদানী), তিনি মাসমা' ইবনুল আসওয়াদ হতে, তিনি আসবাগ ইবনু নাবাতাহ্ হতে, তিনি 'আলী ইবনু আবী তালেব (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারী এ আসবাগ মাতরূক যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন।

আর মাসমা'কে আমি চিনি না। আবূ গাস্‌সান নির্ভরযোগ্য। আর মন্দল ইবনু আলী দুর্বল।

সুয়ূতী বলেন: এর সনদে দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। অন্য কপিতে এসেছে ... দুর্বল বর্ণনাকারীগণ রয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: শেষোক্ত কথাটি সঠিকের বেশী নিকটবর্তী।

١٨٣٨. (أَحِبُّوا الْفُقَرَاءَ وَجَالِسُوهُمْ , وَأَحِبَّ الْعَرَبَ مِنْ قَلْبِكَ , وَلْيَــرُدَّكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ قَلْبِكَ).

১৮৩৮। তোমরা ফাকীরদেরকে ভালোবাস এবং তাদের সাথে বস। তোমার অন্তর থেকে আরবদেরকে ভালোবাস। আর তোমাকে যেন লোকদেরকে ঘৃণা এবং তাদের ত্রুটি ধরা থেকে বাধা দেয় সেই বস্তু যা তুমি জান তোমার অন্তরের মাঝে (অর্থাৎ তোমার নিজের ত্রুটি)।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে হাকিম (৪/৩৩২) আবূ বাক্‌র ইবনু আবূ নাস্‌র মারওয়াযী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু গালেব হতে, তিনি উমার ইবনু আব্দুল ওয়াহাব রিয়াহী হতে, তিনি হাজ্জাজ ইবনুল আসওয়াদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু অসে' হতে, তিনি আবূ সালেহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ্- যদি উমার রিয়াহী হাজ্জাজ ইবনুল আসওয়াদ হতে শুনে থাকেন।

আর হাফিয যাহাবী বলেন: হাজ্জাজ নির্ভরযোগ্য।

আমি (আলবানী) বলছি: হাকিম যে সনদে বিচ্ছিন্নতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, এ বিচ্ছিন্নতা রয়েছে নাকি নাই এ বিষয়টি আমার নিকট স্পষ্ট নয়। কারণ রিয়াহীও নির্ভরযোগ্য, ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারীদের একজন। তিনি ইব্রাহীম ইবনু সা'দ, জুওয়াইরিয়্যাহ্ ইবনু আসমা ও তাদের দু'জনের স্তরের অন্যদের থেকেও বর্ণনা করেছেন। আর এরা দু'জন কতিপয় তাবে'ঈ হতে বর্ণনা করেছেন যেমন নাফে', যুহ্রী, সালেহ্ ইবনু কাইসান প্রমুখ। আর হাজ্জাজ ইবনুল আসওয়াদ তাদের দু'জনের স্তরেরই। কারণ তিনিও তাবে'ঈদের থেকে বর্ণনা করেছেন যেমন সাবেত আলবুনানী, আবূ নায্রাহ্, জাবের ইবনু যায়েদ। এ কারণে রিয়াহী কর্তৃক হাজ্জাজের সাথে মিলিত হওয়া এবং তার থেকে শুনে থাকাটা সম্ভব। এ জন্য হাকিম কি কারণে তার থেকে শ্রবণের ব্যাপারে সন্দেহ করলেন জানি না, তবে হৃদয় কেন জানি হাদীসটি সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে ধাবিত হচ্ছে না। কারণ এ হাদীসের মধ্যে সূফীবাদের আলামত লক্ষণীয়! হতে পারে এ হাদীসের সমস্যা হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু গালেব। কারণ তিনি নির্ভরযোগ্য হলেও তিনি কতিপয় হাদীসের ব্যাপারে সন্দেহ করেছেন যেমনটি দারাকুতনী বলেন। এ ছাড়াও এ আবূ বাক্র মারওয়াযীকে আমি চিনি না। তবে মানাবী তার "ফায়েয" গ্রন্থে বলেছেন:

হাকিম বলেছেন: এটি সহীহ্। আর হাফিয যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। লেখক তাদের দু'জনের অনুসরণ করেছেন এবং সহীহ্ হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাকিমের বিপক্ষে এটি ভুল বলা হয়েছে। কারণ তিনি সনদে বিচ্ছিন্নতা থাকার দ্বারা সমস্যা বর্ণনা করেছেন। আর হাফিয যাহাবীও সহীহ্ আখ্যা দেননি। আর সুয়ূতীর চিহ্ন ব্যবহার করা মূল্যহীন। আল্লাহই বেশী ভাল জানেন।

হাদীসটির মাঝের অংশটি (১৮৬৫) হাদীসের শেষাংশে এক বানোয়াট হাদীসের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

١٨٣٩. (مَقَامُ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ سَاعَةً خَيْرٌ مِن عَمَلِهِ فِيْ أَهْلِهِ عُمْرَهُ).

১৮৩৯। তোমাদের কারো একঘণ্টা আল্লাহর রাস্তায় অবস্থান করা, তার পরিবারের জন্য তার সারা জীবনের কর্মের চেয়েও উত্তম।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আসাকির (১৯/৩২/২) যিয়াদ ইবনু মীনা হতে, তিনি আবূ সা'দ ইবনু আবূ ফুযালাহ্ হতে, তার (নাবী (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছিল, তিনি বলেন: আমি শাম দেশের উদ্দেশ্যে সুহাইল ইবনু আম্‌র (রাঃ)-এর সাথী হয়েছিলাম ...। সুহায়েল তাকে বললেন: আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি: ...। ইবনু আবী ফুযালাহ্ বলেন: আমি মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর পথে অবস্থান করব, আমি কখনও মক্কায় ফিরে যাবো না।

এ সূত্রেই ইবনু সা'দ (৫/৪৩৫, ৭/ ৪০৫) ও হাকিমও (৩/২৮২) বর্ণনা করে তিনি এবং হাফিয যাহাবী কোন হুকুম না লাগিয়ে চুপ থেকেছেন। হাদীসটি ইবনু আসাকির প্রমুখের নিকট সুহায়েল ইবনু আম্‌র (রাঃ)-এর মুসনাদে বর্ণিত হয়েছে। সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে (২/২০৬/১) ভুল করে বলেন: হাদীসটিকে ইবনু আসাকির আবূ সা'দ ইবনু ফুযালাহ্ হতে আর হাকিম তার (আবূ সা'দ) থেকে সুহায়েল ইবনু আম্‌র (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আপনি দেখছেন যে, ইবনু আসাকিরও আবূ সা'দ হতে, তিনি সুহায়েল হতে বর্ণনা করেছেন।

এর সনদটি দুর্বল। কারণ যিয়াদ ইবনু মীনা সম্পর্কে আযদী বলেন: তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। আর ইবনুল মাদীনী বলেন: যিয়াদ মাজহূল (অপরিচিত)।

আর আবূ সা'দ ইবনু আবূ ফুযালার (রসূল (ﷺ)-এর সাথে) সাক্ষাত ঘটার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। তাকে আবূ সা'ঈদ বলা হয়। আবার ইবনু ফুযালাহ্ও বলা হয়।

١٨٤٠. (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْتَتِرِ اسْتَحْيَتِ الْمَلَائِكَةُ وَخَرَجَتْ، وَحَضَرَهُ الشَّيَاطِيْنُ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، كَانَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شَرِيكٌ).

১৮৪০। তোমাদের কেউ যখন তার পরিবারের নিকট আসবে তখন সে যেন পর্দা করে। কারণ পর্দা না করলে ফেরেশতারা লজ্জা পায় এবং বেরিয়ে যায়। আর তার নিকট শয়তানরা উপস্থিত হয়। ফলে তাদের মাঝে সন্তান ভূমিষ্ট হলে, তাতে শয়তানের অংশিদারিত্ব এসে যায়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে (২/১৬৭) ইয়াহ্ইয়া ইবনু আইউব সূত্রে ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু যাহ্‌র হতে, তিনি আবূল মুনীব হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে, তিনি আবূ সালামাহ্ হতে, তিনি আবূ

হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ত্ববারানী) বলেন: আবুল মুনীব হতে ইয়াহ্ইয়া ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। আর তার (আবুল মুনীব) থেকে ওবাইদুল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। ইয়াহ্ইয়া হাদীসটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু যাহ্র ও আবুল মুনীব (তার নাম হচ্ছে) ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু আব্দুল্লাহ্, তারা উভয়েই দুর্বল। তবে প্রথমজন বেশী দুর্বল।

এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে কোন কোন দেশে বলা হয়ে থাকে: যখন ফেরেশতারা উপস্থিত হয় তখন শয়তান পালিয়ে যায়।

١٨٤١. (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ بَابَ حُجْرَتِهِ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ قَرِينُهُ الَّذِي مَعَهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ، وَإِذَا دَخَلْتُمْ حُجَرَكُمْ فَسَلِّمُوا، يَخْرُجُ سَاكِنُهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ، فَإِذَا رَحَّلْتُمْ فَسَمُّوا عَلَى أَوَّلِ حِلْسٍ تَضَعُونَهُ عَلَى دَوَابِّكُمْ، لاَ يُشْرِكُكُمْ فِي مَرْكَبِهَا، فَإِنْ أَنْتُمْ لَمْ تَفْعَلُوا شَرِكَكُمْ، وَإِذَا أَكَلْتُمْ فَسَمُّوا، حَتَّى لاَ يُشْرِكُكُمْ فِي طَعَامِكُمْ، فَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا شَرِكَكُمْ فِي طَعَامِكُمْ، وَلاَ تُبِيتُوا الْقُمَامَةَ مَعَكُمْ فِي حُجَرِكُمْ، فَإِنَّهَا مَقْعَدُهُ، وَلاَ تُبِيتُوا مَعَكُمُ الْمِنْدِيلَ فِي بُيُوتِكُمْ (هُوَ الَّذِيْ تَتَمَسَّحُ بِهِ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ كَمَا فِي الْهَامِشِ)، فَإِنَّهَا مَضْجَعُهُ، وَلاَ تَفْتَرِشُوا الْوَلاَيَا الَّتِي تَلِي ظُهُورَ الدَّوَابِّ، وَلاَ تَسْكُنُوا بُيُوتًا غَيْرَ مُغْلَقَةٍ، وَلاَ تَبِيتُوا عَلَى سُطُوحٍ غَيْرِ مُحَوَّطَةٍ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكَلْبِ، أَوْ نَهِيقَ الْحِمَارِ، فَاسْتَعِيذُوا بِاللهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَنْهَقُ حِمَارٌ وَلاَ يَنْبَحُ كَلْبٌ حَتَّى يَرَاهُ).

১৮৪১। যখন তোমাদের কেউ তার ঘরের দরজার নিকট আসবে সে যেন সালাম দেয়। কারণ এতে তার সাথী শয়তান যে তার সাথে ছিল সে ফিরে যাবে। অতঃপর তোমরা যখন তোমাদের ঘরে প্রবেশ করবে তখন সালাম দাও। কারণ ঘরের মাঝে অবস্থানকারী শয়তানরা বেরিয়ে যাবে। তোমরা যখন সফরে যাবে তখন তোমরা তোমাদের বাহনের জন্য ব্যবহৃত চতুষ্পদ জন্তুর উপরে প্রথম কাপড়টি রাখার সময় বিসমিল্লাহ্ বল। তাহলে তোমাদের বাহনে শয়তান অংশিদার হতে পারবে না। আর তোমরা যদি তা না কর তাহলে শয়তান তোমাদের সাথে অংশিদার হয়ে যাবে।

তোমরা যখন খাবে তখন বিসমিল্লাহ্ বল যাতে করে শয়তান তোমাদের খাদ্যের মধ্যে অংশ গ্রহণ করতে না পারে। কারণ তোমরা যদি তা না কর তাহলে সে তোমাদের খাদ্যের মধ্যে অংশ গ্রহণ করবে। তোমরা তোমাদের ঘরে তোমাদের সাথে ময়লা আবর্জনা রেখে রাত যাপন করো না। কারণ সেগুলো হচ্ছে শয়তানের অবস্থান স্থান। তোমরা তোমাদের সাথে তোমাদের গৃহে রুমাল (যার দ্বারা নারী ও পরুষ মুছে থাকে) রেখে রাত যাপন করো না। কারণ তা তার বিছানা। তোমরা পশুর পিঠের নিচের অংশের ব্যবহৃত কাপড় বিছায়ো না। তোমরা বাড়ির (দরজা) বন্ধ না করে বাস কর না। না-ঘেরা ছাদের উপর তোমরা রাত যাপন করো না। তোমরা যখন কুকুরের ডাক শুনবে অথবা গাধার আওয়ায শুনবে তখন (শয়তান হতে) আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কারণ একমাত্র শয়তানকে দেখেই গাধা আওয়ায করে আর কুকুর ডাকে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে আব্দ্ ইবনু হুমায়েদ "আলমুনতাখাবু মিনাল মুসনাদ" গ্রন্থে (১১৯/২, ১২০/১) হিরাম ইবনু উসমান হতে, তিনি জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর দু'ছেলে হতে, তিনি তাদের দু'জনের পিতা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ হিরাম সম্পর্কে ইমাম শাফে'ঈ ও ইবনু মা'ঈন বলেন: হিরাম হতে বর্ণনা করা হারাম।

মালেক বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

তাকে হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করে তার কতিপয় মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

তবে হাদীসটির মধ্যে (শয়তান) হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা মর্মে বাক্যটি সহীহ্। সেটিকে আমি "আত্তা'লীকু আলাল কালেমিত তাইয়্যিব" গ্রন্থে (১১৩/১৬৪) উল্লেখ করেছি।

আর খাদ্য গ্রহণের সময় বিসমিল্লাহ্ পাঠ মর্মে বাক্যটিও সহীহ্, এ মর্মে "সহীহ্ মুসলিম" গ্রন্থে (৬/১০৮) সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর দরজা বন্ধ করা মর্মে বুখারী এবং মুসলিমে সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেটিকে "ইরওয়াউল গালীল" গ্রন্থে (৩৯) তাখরীজ করেছি।

١٨٤٢. (إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُحَدِّثَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَقْرَأْ).

১৮৪২। তোমাদের কেউ যদি তার প্রতিপালকের সাথে কথা বলাকে পছন্দ করে তাহলে সে যেন (কুরআন) পাঠ করে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে খাতীব "আত্‌তারীখ" গ্রন্থে (৭/২৩৯) ও দাইলামী (১/১/৯০) আবুল কাসেম জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক জাল্লাব মূসেলী হতে, তিনি আবূ ই'য়ালা হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ মালাতী হতে, তিনি হাসান ইবনু যায়েদ হতে, (জাবের বলেন: আমি আবূ ই'য়ালাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেন: তিনি (এক ব্যক্তি) আমাদের সাথে মিলিত হয়েছিলেন জিহাদ করার মাধ্যমে, আমরা তার থেকে লিখেছি) তিনি হুমায়েদ ত্বীল হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। হাদীসটি খাতীব এ জাবেরের জীবনীতে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

আর হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ মালাতীর জীবনী পাচ্ছি না। সাম'আনী তাকে "আলমালাতী" শব্দের মধ্যেও উল্লেখ করেননি। তবে তিনি হাফিয আব্দুল গানী ইবনু সা'ঈদের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন: মালাতীদের মধ্যে কেউ নির্ভরযোগ্য নেই!

আর হাসান ইবনু যায়েদ, বাহ্যিকভাবে যা বুঝা যায় তিনি হাসান ইবনু যায়েদ হাশেমী। তাকে হাফিয যাহাবী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তাকে ইবনু মা'ঈন দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী, তবে সন্দেহ করতেন।

এসব কারণেই ফাকীহ্ ইবনু আব্দুল হাদী হাম্বালী "হিদায়াতুল ইনসান" গ্রন্থে (২/৩২/১) বলেন: এর সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। মারফূ' হিসেবে সাব্যস্ত হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি: মওকূফ হিসেবেও সাব্যস্ত হয়নি। কারণ এটি একমাত্র এ খুবই দুর্বল সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে।

١٨٤٣. (أَحَبُّ أَهْلِ بَيْتِيْ إِلَيَّ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ).

১৮৪৩। আমার নিকট আমার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভালোবাসার পাত্র হচ্ছে হাসান এবং হুসাইন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম বুখারী "আত্‌তারীখুল কাবীর" গ্রন্থে (৪/২/৩৩৮), তিরমিযী (৪/৩৪০) ইউসুফ ইবনু ইব্‌রাহীম সূত্রে বর্ণনা করেছেন তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছেন: ... তিনি মারফূ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: হাদীসটি গারীব।

অর্থাৎ হাদীসটি দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী ইউসুফ, তাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। মানাবী তার দ্বারাই "আলফায়েয" গ্রন্থে হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন এবং তিনি (মানাবী) ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন এ কথা উল্লেখ করার পর সমালোচনাকারী মুহাদ্দিসগণের মন্তব্যগুলোও উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে "আত্‌তাইসীর" গ্রন্থে হাসান বলাকে সমর্থন করেছেন! আর গুমারী ধোঁকায় পড়ে অভ্যাসগতভাবে হাদীসটিকে তার "কান্‌য" গ্রন্থে (৮১) উল্লেখ করেছেন!

١٨٤٤. (أَحَبُّ أَهْلِيْ إِلَيَّ فَاطِمَةُ).

১৮৪৪। আমার পরিবারের ফাতেমা হচ্ছে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী প্রিয়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম তিরমিযী (৪/৩৫০) ও হাকিম (২/৪১৭) উমার ইবনু আবু সালামাহ্ ইবনু আব্দুর রহমান সূত্রে তার পিতা হতে, তিনি উসামাহ্ ইবনু যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি বসেছিলাম এমতাবস্থায় 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এসে বললেন: হে উসামাহ্! তুমি আমাদের জন্য রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট সম্মতি গ্রহণ কর। তখন আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! 'আলী ও 'আব্বাস তারা দু'জন আপনার নিকট আসার জন্য অনুমতি চাচ্ছে। তিনি বললেন: তুমি জান কেন তারা দু'জন আসছে? আমি বললাম: না। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তবে আমি জানি। তুমি তাদের দু'জনকে অনুমতি দাও। তারা দু'জন প্রবেশ করে বলল: হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার নিকট আপনাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য এসেছি যে, আপনার নিকট আপনার পরিবারের কে বেশী প্রিয়? তখন তিনি এ কথা বলেন: ...।

ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান। আর শু'বা উমার ইবনু আবূ সালামাকে দুর্বল আখ্যা দিতেন। আর হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ্।

হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন: বর্ণনাকারী উমার দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী ভুলকারী।

মানাবী এ হাদীসের ব্যাপারে প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিশ্লেষণের বিরোধিতা করে তিরমিযী কর্তৃক হাসান আখ্যা আর হাকিম কর্তৃক সহীহ্ আখ্যা দানকে সমর্থন করেছেন। অতঃপর "আত্তাইসীর" গ্রন্থে ধারণা করেছেন যে, সনদটি সহীহ্। আর গুমারী ধোঁকায় পড়ে অভ্যাসগতভাবে হাদীসটিকে তার "কান্য" গ্রন্থে (৮০) উল্লেখ করেছেন!

١٨٤٥. (إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ، فَفَعَلْتُ، فَقَالَ لِيْ جِبْرِيلُ: إِنَّ اللَّهَ بنى جَنَّةً مِنْ لُؤْلُؤٍ قَصَبٍ، بَيْنَ كُلِّ قَصَبَةٍ إِلَى قَصَبَةٍ لُؤْلُؤَةٌ مِنْ يَاقُوتٍ مُشَدَّدةٍ بِالذَّهَبِ، وَجَعَلَ سُقُوفَهَا زَبَرْجَدًا أَخْضَرَ، وَجَعَلَ فِيهَا طَاقَاتٍ مِنْ لُؤْلُؤٍ مُكَلَّلَةً بِالْيَاقُوتِ).

১৮৪৫। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আলীর সাথে ফাতেমার বিয়ে দিই। অতঃপর আমি তাই করি। আমাকে জিবরীল বললেন: আল্লাহ্ তা'আলা এক জান্নাত বানিয়েছেন বেতের মুক্তা দিয়ে। প্রতিটি বেত হতে অন্য বেত পর্যন্ত ইয়াকূত পাথরের মতি রয়েছে যেগুলোকে স্বর্ণ দ্বারা বাঁধা হয়েছে। আর তার ছাদ বানিয়েছেন সবুজ যাবারযাদ পাথর দিয়ে। আল্লাহ্ তা'য়ালা সেগুলোর মধ্যে ইয়াকূত পাথর দ্বারা পরিবেষ্ঠিত মুক্তার শক্তি প্রদান করেছেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ওকাইলী "আযযু'য়াফা" গ্রন্থে (২৬৭) মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ যব্বী হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু মূসা ফাযারী হতে, তিনি বিশ্র ইবনুল অলীদ হাশেমী হতে, তিনি আব্দুন নূর মিসমা'ঈ হতে, তিনি শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ হতে, তিনি আম্র ইবনু মুর্রাহ্ হতে, তিনি ইব্রাহীম হতে, তিনি মাসরূক হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি হাদীসটিকে আব্দুন নূর ইবনু আব্দুল্লাহ্ মিসমা'ঈর জীবনীর মধ্যে উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি রাফেযী হিসেবে অতিরঞ্জনকারী ছিলেন, হাদীসের ব্যাপারে সঠিক করতেন না এবং তিনি আহলেহাদীসদের অন্তর্ভুক্ত নন।

অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করে তার সমালোচনা করে বলেছেন: তিনি এক দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করেছেন যার ভিত্তি নেই সেটিকে আব্দুন নূর বানিয়েছেন।

হাফিয যাহাবী ওকাইলীর কথাকে সংক্ষেপ করে বলেছেন: তিনি (আব্দুন নূর) মিথ্যুক ... তিনি শু'বার উদ্ধৃতিতে এটিকে বানিয়েছেন।

আর ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এ ছাড়া অন্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য বিশ্‌র ইবনুল অলীদ হাশেমী ছাড়া। কারণ তিনি হচ্ছেন আবূ ইউসুফের সাথী কিন্দী ফাকীহ্। তিনি তারই সমসাময়িক। তিনি তার হেফযের দিক দিয়ে দুর্বল। কিন্তু পাচ্ছি না কে তাকে হাশেমী হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন।

হাদীসটিকে ত্বাবারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/৭২/১, ১৬/২৬১) উল্লেখ করেছেন ইসমা'ঈল ইবনু মূসা সুদ্দী সূত্রে বিশ্‌র ইবনুল অলীদ হাশেমী হতে।

হাইসামী (৯/২০৪) বলেন: তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

আমি (আলবানী) বলছি: মানাবী তার দু'গ্রন্থেই ধোঁকায় পড়েছেন ইবনু হিব্বানের নির্ভরযোগ্য বলার দ্বারা। তারা উভয়েই ওকাইলী এবং হাফিয যাহাবী কর্তৃক হাদীসটি বানোয়াট আখ্যা দেয়ার ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপই করেননি। তাদের পূর্বে ইবনুল জাওযীও হাদীসটিকে ওকাইলীর সূত্রে "আলমাওযূ'য়াত" গ্রন্থে (১/৪১৫-৪১৬) উল্লেখ করেছেন। আর সুয়ূতী "আললাআলী" গ্রন্থে (১/৩৯৬) তা স্বীকার করে হাদীসটির কোন সমালোচনা না করে শুধুমাত্র বলেছেন: এটিকে ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন।

এ আব্দুন নূরের আরেকটি হাদীস রয়েছে যিনি নির্ভরযোগ্যদের বিরোধিতা করে বেশ কিছু বৃদ্ধি করে বর্ণনা করেছেন। সেটি সম্পর্কে আলোচনা আসবে।

١٨٤٦. (الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا، إِنَّ الرَّجُلَ يَتُوبُ فَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لاَ يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ).

১৮৪৬। গীবাত হচ্ছে যেনার চেয়েও কঠিন গুনাহ্। কারণ (যেনাকারী) ব্যক্তি যখন তাওবাহ্ করে তখন আল্লাহ্ তার তাওবাহ্ গ্রহণ করেন, অথচ গীবাতকারীকে ক্ষমা করা হবে না যে পর্যন্ত তার সাথী (যার গীবাত করা হয়েছে সে) ক্ষমা না করবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে সিলাফী "আত্‌তাউরিয়্যাত" গ্রন্থে (১/১৭৩), ইবনু আব্দুল হাদী "জুযউ আহাদীস ..." গ্রন্থে (২/২২৭) আসবাত ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি আবূ রাজা খুরাসানী হতে, তিনি আব্বাদ ইবনু কাসীর হতে, তিনি জুরাইরী হতে, তিনি আবূ নায্‌রাহ্ হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আর আবূ মূসা মাদীনী "আললাতাইফ" গ্রন্থে (১/৪) দাঊদ ইবনু আলমুহাব্বার হতে, তিনি আব্বাদ ইবনু কাসীর হতে ... তবে তিনি বলেন: আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: হাদীসটি গারীব। হাদীসটিকে এভাবে একমাত্র এ সূত্রেই জানি। এটিকে আবূ রাজা আব্দুল্লাহ্ ইবনু অকেদ হারাবী বর্ণনা করেছেন আব্বাদ হতে, তিনি জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে, তারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: দাঊদ মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। তার বিরোধিতা করাকে মূল্যায়ন করা যায় না। আর আসবাত ও আবূ রাজা উভয়েই নির্ভরযোগ্য। হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে আব্বাদ ইবনু কাসীর। তিনি হচ্ছেন সাকাফী বাসরী।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি মাতরূক। ইমাম আহমাদ বলেন: তিনি কতিপয় মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি সম্পর্কে হাইসামী "আলমাজমা'" গ্রন্থে (৮/৯২) বলেন:

এটিকে ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে আব্বাদ ইবনু কাসীর সাকাফী রয়েছেন তিনি মাতরূক।

হাফিয মুনযেরী "আত্‌তারগীব" গ্রন্থে (৩/৩০০) বলেন:

এটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া "কিতাবুল গীবাহ্" গ্রন্থে, ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে ও বাইহাক্বী জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। বাইহাক্বী আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর উদ্ধৃতিতেও নাম না-নেয়া এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। আর সুফইয়ান ইবনু ওয়াইনাহ্ হতে মারফূ' ছাড়া বর্ণনা করেছেন। এটিই সাদৃশ্যপূর্ণ।

হাদীসটিকে নিম্নের ভাষাতেও বর্ণনা করা হয়েছে:

"গীবাত করা থেকে তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও। কারণ গীবাত যেনার চেয়েও কঠিন গুনাহ্। জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আল্লাহর রসূল! কিভাবে

গীবাত যেনার চেয়েও কঠিন গুনাহ্? তিনি বললেন: যেনাকারী ব্যক্তি যেনা করে তাওবা করে ফলে আল্লাহ্ তা‘আলা তার তাওবা কবূল করেন। কিন্তু গীবাতকারীকে ক্ষমা করা হয় না যে পর্যন্ত তার সাথী (যার গীবাত করা হয়েছে সে) ক্ষমা না করে।।

এটিকে দীনাওরী "আলমুজালাসাহ্" গ্রন্থে (২৭/৮/২) ও যিয়া "আলমুনতাকা মিন মাসমূ‘য়াতিহি বিমারু" (২/২৩) আসবাত ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি আবূ রাজা খুরাসানী হতে, তিনি আব্বাদ ইবনু কাসীর হতে, তিনি জুরাইরী হতে, তিনি আবূ নায্‌রাহ্ হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ এবং আবূ সা‘ঈদ খুদরী হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আর অহেদী তার "তাফসীর" গ্রন্থে (৪/৮১/২) এ সূত্রেই শুধুমাত্র জাবের হতে বর্ণনা করেছেন। তবে এতে আবূ নাযরার স্থলে আবুয যুবায়েরকে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত কোন বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে রদবদলের ঘটনা ঘটেছে।

সঠিক হচ্ছে এটিই। এটিকে ইবনু আবী হাতেম "আলইলাল" গ্রন্থে (২/১২০) উল্লেখ করে বলেছেন: আমি আমার পিতাকে বললাম: এ হাদীসটি কি মুনকার? তিনি বলেন: যেমন তুমি বলছ।

হাদীসটি ত্ববারানীর "আলআওসাত" গ্রন্থে (৪/৪৮৫), বাইহাক্বীর "আশশু‘য়াব" গ্রন্থে (২/৩০৫/২) ও আসবাহানীর "আত্‌তারগীব" গ্রন্থে (৫৮২) আব্বাদ হতে বর্ণিত হয়েছে।

١٨٤٧. (اُفْتُتِحَتِ الْقُرَى بِالسَّيْفِ وَافْتُتِحَتِ الْمَدِيْنَةُ بِالْقُرْآنِ).

১৮৪৭। তরবারীর দ্বারা গ্রামগুলোকে বিজয় করা হয়েছে আর মাদীনাকে কুরআন দ্বারা বিজয় করা হয়েছে।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে ওকাইলী "আয্‌যু‘য়াফা" গ্রন্থে (৩৭৬) ও কাযী হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ ফাল্লাকী তার "ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/৯১) মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান মাখযূমী সূত্রে মালেক ইবনু আনাস হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ওকাইলী বলেন: মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান মাখযূমী সম্পর্কে ইবনু মা‘ঈন বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন। তিনি হাদীস চুরি করতেন। তিনি তার সম্পর্কে অন্যত্র বলেন: তিনি মিথ্যুক ছিলেন। তিনি কিছুই না।

ইমাম বুখারী "আয্‌যু'য়াফাউস সাগীর" গ্রন্থে (৩০) বলেন: তার নিকট কতিপয় মুনকার রয়েছে।

নাসাঈ বলেন: তিনি মাতরূকুল হাদীস।

অতঃপর ওকাইলী বলেন: শুধুমাত্র তার মত অথবা তার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তিই তার মুতাবা'য়াত করেছেন।

বায্‌যার তার "মুসনাদ" গ্রন্থে বলেন: এটিকে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান এককভাবে বর্ণনা করেছেন ...।

ইবনু রাজাব বলেন: লোকদের (মুহাদ্দিসগণের) মধ্য থেকে কেউ কেউ তাকে হাদীসটি জাল করার দোষে দোষী করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন: তিনি এ হাদীসের ব্যাপারে সন্দেহ করেছেন। এটি হচ্ছে মালেকের নিজের কথা, তার মন্দ হেফ্‌য এবং আয়ত্ত শক্তি না থাকার কারণে তিনি এটিকে মারফূ' বানিয়ে ফেলেছেন। অবহেলা আর মন্দ হেফযের কারণে এরূপ ভুল অনেকের পক্ষ থেকেই ঘটেছে, তবে তা ইচ্ছা করে নয়।

ইবনুল হাদীর "হিদায়াতুল ইনসান" গ্রন্থেও (২/২১/২) এরূপ এসেছে।

١٨٤٨. (لَوْ كَانَ حُسْنُ الْخُلُقِ رَجُلاً يَمْشِيْ فِي النَّاسِ لَكَانَ رَجُلاً صَالِحًا).

১৮৪৮। ভাল চরিত্রের যদি একজন ব্যক্তি হতো যে লোকদের মাঝে হাঁটছে। তাহলে মানুষ সৎ হতো (তার অনুসরণ করার দ্বারা)।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে খারায়েতী "মাকারিমুল আখলাক" গ্রন্থে (পৃ ৬-৭) আলী ইবনু হার্‌ব হতে, তিনি ইব্‌রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ শাফে'ঈ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি কাসেম হতে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে আব্দুর রহমান আবূ মুহাম্মাদ। তিনি হচ্ছেন আব্দুর রহমান ইবনু আবূ বাক্‌র ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু আবী মুলাইকাহ্ মাদানী।

ইমাম আহমাদ ও বুখারী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস।

নাসাঈ বলেন: তিনি মাতরূকুল হাদীস।

ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে এককভাবে এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যা নির্ভরশীলদের হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি সেগুলোর একটি। তার ছেলে মুহাম্মাদও দুর্বল। হাদীসটির সমস্যা তাদের দু'জনের একজন।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে খারাইতীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী হাদীসটির ব্যাপারে কিছু না বলে চুপ থেকেছেন।

١٨٤٩ . (لَقَدْ أُشْبِعَ سَلْمَانُ عِلْمًا).

১৮৪৯। সালমানকে জ্ঞান দান করে পরিতৃপ্ত করা হয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু সা'দ (৪/৮৪-৮৫) সহীহ্ সনদে আবূ সালেহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: সালমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবুদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট আসলেন। আবুদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখনই সলাত আদায় করার ইচ্ছা করতেন তখনই সালমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বাধা দিতেন। যখন সওম পালন করতে চাইতেন বাধা দিতেন। তখন আবুদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: তুমি আমাকে আমার প্রতিপালকের জন্য সওম পালন করতে এবং সলাত আদায় করতে বাধা দিচ্ছ? এ সময় (সালমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) বললেন: তোমার চোখের তোমার উপর হক্ব রয়েছে, তোমার পরিবারের তোমার উপর হক্ব রয়েছে। সওম পালন করুন এবং ছাড়ুন। সলাত আদায় করুন এবং ঘুমান। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেন: ....।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি মুরসাল। এ কথা বলার দ্বারাই হাফিয ইবনু হাজার "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে (৪/২১১) সমস্যা বর্ণনা করেছেন। এটিকে মুসনাদ হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে। আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (১/১৮৭) আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আতা হতে, তিনি আহমাদ ইবনু আম্র বায্যার হতে, তিনি সারিউ ইবনু মুহাম্মাদ কূফী হতে, তিনি কাবীসাহ্ ইবনু উকবাহ্ হতে, তিনি আম্মার ইবনু রুযাইক হতে, তিনি আবূ সালেহ্ হতে, তিনি উম্মুদ দারদা হতে, তিনি আবুদ দারদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন:

অনুরূপভাবেই ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য হাদীসের ভাষায় ভিন্নতা রয়েছে:

لقد أوتي سلمان من العلم সালমানকে জ্ঞান দান করা হয়েছে।

আবূ নু'য়াইম বলেন: আ'মাশ এটিকে ইবনু শাম্র ইবনু আতিয়্যাহ্ হতে, তিনি শাহ্র ইবনু হাওশাব হতে, তিনি উম্মুদ দারদা হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে (২/১৮২/১, নং ৭৭৮৭) মুওসূল হিসেবে হাসান ইবনু জাবলা সূত্রে সা'দ ইবনুস সাল্ত হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি শাম্র ইবনু আতিয়্যাহ্ হতে, তিনি শাহ্র ইবনু হাওশাব হতে, তিনি উম্মুদ দারদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: لقد أشبع من العلم... তাকে কিছু জ্ঞান দিয়ে পরিতৃপ্ত করা হয়েছে।

ত্ববারানী বলেন: এটিকে আ'মাশ হতে সা'দ ইবনুস সাল্ত ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। হাসান ইবনু জাবলা এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তার (ইবনু জাবলার) জীবনী পাচ্ছি না।

হাইসামী (৯/৩৪৪) বলেন: আমি তাকে চিনি না। আর বাকী বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

আর বর্ণনাকারী শাহ্র এর ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। সমালোচনাকারীদের ভাষ্যগুলো থেকে বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, তিনি মন্দ হেফযের অধিকারী ছিলেন। ইবনু আদী তার (শাহ্র এর) কতিপয় মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন:

যেমন (...لوكان العلم بالثريا) অথচ সঠিক হচ্ছে (... لوكان الإيمان), অন্য বর্ণনায় এসেছে: (..لوكـــان الـــدين), তার এ হাদীস সম্পর্কে (২০৫৪) আলোচনা আসবে। অতঃপর ইবনু আদী তার জীবনীর শেষে বলেছেন:

শাহ্র হাদীসের ব্যাপারে শক্তিশালী নন। তিনি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত যার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় না এবং শিক্ষা নেয়াও হয় না।

এক বর্ণনায় এসেছে: ســلمان أفقـــه منـــك সালমান তোমার চেয়ে বেশী সমঝদার।

মোটকথা এসব সূত্রগুলো দুর্বল। বর্ণনাকারী শাহ্র দুর্বল আর হাসান ইবনু জাবলা মাজহুল হওয়ার কারণে।

সারসংক্ষেপ: হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ হাদীসের বাক্যটি আয়ত্তে আনার ক্ষেত্রে ইযতিরাবে পড়েছেন এবং অন্যান্য ভাষার বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন।

আর সবগুলোই ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণনাকৃত ঘটনার শেষে যে ভাষায় হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে তার বিরোধী। হাদীসের শেষে আবুদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: সালমান সত্য বলেছে (বুখারীর বর্ণনায়)।

এ সহীহ্ বর্ণনা আমাদেরকে আলোচ্য ভাষার হাদীসটি সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহে ফেলেছে। বিশেষ করে অধ্যায়ে আলোচ্য ভাষাটির ব্যাপারে।

১৮৫০. (أَحَبُّ الْعِبادِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الأَتْقِيَاءُ الأَخْفِيَاءُ، الَّذِينَ إِذَا غابُوا لَـمْ يُفْتَقَدُوا، وإِذَا شَهِدُوا لَمْ يُعْرَفُوا، أُولَئِكَ هُمْ أَئِمَّةُ الهُدَى، ومَصابِيْحُ الْعِلْمِ).

১৮৫০। আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় বান্দা হচ্ছে পরহেজগার ও গোপনে অবস্থানকারীগণ। তারা যখন অগোচরে যায় তখন তাদেরকে অনুসন্ধান করা হয় না, আর তারা যখন উপস্থিত হয় তখন তাদেরকে চেনা যায় না। তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত ইমামগণ এবং জ্ঞানের বাতিসমূহ।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (১/১৫) শায ইবনু ফাইয়্যায সূত্রে আবূ কাহ্যাম হতে, তিনি আবূ কিলাবা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মু'য়ায ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন এমতাবস্থায় যে, তিনি কাঁদতে ছিলেন। (উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) বললেন: হে মু'য়ায! কোন বস্তু তোমাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বলেন: আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি:...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি ধারাবাহিক বিভিন্ন কারণে দুর্বল:

১। সনদে বিচ্ছিন্নতা। কারণ আবূ কিলাবাহ্ হচ্ছেন আব্দুল্লাহ্ ইবনু যায়েদ আলজারমী, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে শ্রবণ করেননি। যেমনটি আবূ যুর'য়াহ্ বলেছেন।

২। আবূ কাহ্যামের দুর্বল হওয়া। তার নাম নায্র ইবনু মা'বাদ। তাকে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: নাসাঈ বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

৩। শায্ ইবনু ফাইয়্যায সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন: ইমাম বুখারী তাকে নিক্ষেপ করতেন। ইবনু হিব্বান বলেন: তার বর্ণনার দ্বারা ব্যস্ত হওয়া যাবে না।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তার নাম হিলাল, কিন্তু শায অগ্রাধিকার পেয়ে যায়। তিনি সত্যবাদী, তবে তার কতিপয় সন্দেহযুক্ত বর্ণনা এবং একক বর্ণনা রয়েছে।

হাদীসটির মু'য়ায (রাঃ) হতে অন্য একটি মারফূ' সূত্র রয়েছে। যার প্রথমে রয়েছে: সামান্য রিয়া (লোক দেখানো আমল) শির্ক ...।

এর সনদও দুর্বল যেমনটি আমি "তাখরীজুত তারগীব" গ্রন্থে (১/৩৪) বর্ণনা করেছি। এ সূত্রেই হাদীসটিকে ত্বহাবী "আলমুশকিল" গ্রন্থে (২/৩১৭) আর আবূ নু'য়াইমও (১/৫) বর্ণনা করেছেন। এটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে (২৯৭৫ নং) হাদীসের মধ্যে। যারা এটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন তাদের প্রতিবাদ সহকারে।

১৮৫١ . (إِنَّ اللهَ إِذَا أَنْزَلَ عَاهَةً مِنَ السَّمَاءِ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ، صُرِفَتْ عَنْ عُمَّارِ الْمَسَاجِدِ).

১৮৫১। আল্লাহ্ তা'আলা যখন যমীনবাসীর উপর আসমানী বিপদ নাযিল করেন, তখন মাসজিদগুলো আবাদকারীদের থেকে তা সরিয়ে রাখা হয়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী (২/১৫১) ও ইবনু আসাকির (৫/৩৩৩/২) যাফের ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবূ সালেহ্ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

যাফের ইবনু সুলাইমান যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশের মুতাবা'য়াত করা হয়নি আর তিনি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তার হাদীস লিখা যাবে।

আমি (আলবানী) বলছি: তার শাইখ আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবূ সালেহ্ হচ্ছেন মাদানী। তিনিও দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন:

তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

এ ছাড়াও এটি মুনকাতি'। কারণ আব্দুল্লাহ্ তার পিতা এবং সা'ঈদ ইবনু জুবায়ের হতে বর্ণনা করেছেন। অতএব তার এবং আনাস (রাঃ)-এর মাঝে সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

এছাড়াও হাদীসটি সহীহ্ হাদীস বিরোধী। কারণ সহীহ্ হাদীসের মধ্যে এসেছে:

إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ.

আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর আযাব নাযিল করেন তখন আযাব তাদের মাঝের সকলকেই গ্রাস করে। অতঃপর তাদের আমলের উপর ভিত্তি করেই (কিয়ামাত দিবসে) তাদেরকে উঠানো হবে।

এটিকে ইমাম বুখারী (৯/৪৭), মুসলিম (৮/১৬৫), আহমাদ (২/৪০) আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ)-এর হাদীস হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ ব্যাপক ভিত্তিক হাদীস মাসজিদগুলোকে আবাদকারী এবং অন্যদেরকেও সম্পৃক্ত করে।

١٨٥٢. (مَنْ عَالَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَهُمْ وَلَيْلَتَهُمْ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ).

১৮৫২। মুসলিমগণের মধ্য হতে যে আহলেবাইতের একদিন ও রাতের প্রয়োজন মিটাবে আল্লাহ্ তা'আলা তার গুনাহ্গুলো ক্ষমা করে দিবেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইবনু আসাকির (৪/২১৭/১) মুনযির ইবনু যিয়াদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হাসান ইবনুল হাসান ইবনু আলী ইবনু আবী তালেব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে মুনযির। দারাকুতনী বলেন: তিনি মাতরূক। ফাল্লাস বলেন: তিনি মিথ্যুক ছিলেন।

সাজী বলেন: তিনি বাতিল হাদীস বর্ণনাকারী। আমি ধারণা করছি তিনি হাদীস জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

ইবনু কুতাইবাহ্ আহলেহাদীসদের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, তারা স্বীকার করেছেন যে, মুনযির দু'টি হাদীস জাল করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আজব ব্যাপার এই যে, সুয়ূতী হাদীসটি ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে কালিমালিপ্ত করেছেন। অথচ তিনি এ গ্রন্থেই এর সমস্যা বর্ণনা করে বলেছেন: এটিকে আবূ বাক্‌র আব্দুল্লাহ্ ইবনু হিব্বান "ফাযাইলু আ'মালিল বির" গ্রন্থে, ইবনু আসাকির ও রাফে'ঈ আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। আর এর সনদের মধ্যে মুনযির ইবনু যিয়াদ রয়েছেন যিনি মাতরূক। তা সত্ত্বেও মানাবী কিছুই বলেননি।

١٨٥٣. (الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ، وَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ، وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوتِ، وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ).

১৮৫৩। খারাপ সাথীর চেয়ে একাকী উত্তম আর একাকী থাকার চেয়ে সৎসাথী উত্তম। চুপ থাকার চেয়ে কল্যাণকর কিছু লিখা উত্তম আর মন্দ কিছু লিখার চেয়ে চুপ থাকা উত্তম।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে দাওলাবী "আলকুনা" গ্রন্থে (২/১০৭), হাকিম (৩/৪৩৪-৩৪৪), দাইলামী (৩/১৪৫) আবূশ শাইখ সূত্রে ও ইবনু আসাকির (১৯/২১/১) শারীক হতে, তিনি আবুল মিহ্যাল হতে, তিনি মু'য়াফ্ফিস ইবনু ইমরান ইবনু হিতান হতে, তিনি আবুস সুন্নিয়্যাহ্ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমি আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে মাসজিদে একাকী উলের কাপড় জড়িয়ে বসে থাকতে দেখেছি। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। হাকিম এ ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। আর হাফিয যাহাবী "তালখীস" গ্রন্থে বলেছেন: এটি সহীহ্ নয়, আর হাকিমও সহীহ্ আখ্যা দেননি।

মানাবী "আত্‌তাইসীর" গ্রন্থে ধারণা করেছেন যে, হাকিম এটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। আর "আলফায়েয" গ্রন্থে হাফিয যাহাবীর কথার পর বলেছেন: ইবনু হাজার বলেন: এর সনদটি হাসান। তবে নিরাপদ হচ্ছে এই যে, আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মওকূফ হিসেবে।

আমি (আলবানী) বলছি: কিভাবে এটি হাসান? যার মধ্যে নিম্নোক্ত সমস্যা রয়েছে:

১। শারীক হচ্ছেন ইবনু আব্দুল্লাহ্ কাযী। তিনি মন্দ হেফযের অধিকারী। হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন:

তিনি সত্যবাদী, বহু ভুলকারী। কুফাতে যখন তাকে কাযীর দায়িত্ব দেয়া হয় তখন থেকে তার হেফযে পরিবর্তন ঘটে।

আমি (আলবানী) বলছি: তার মত ব্যক্তির হাদীস হাসান (ভাল) হতে পারে না। এছাড়া বিরোধিতা তো আছেই যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, নিরাপদ হচ্ছে এই যে, এটি মওকূফ।

২। মু'য়াফ্ফিস ইবনু ইমরান ইবনু হিতান। তিনি মাজহূলুল হাল (তার অবস্থা অজ্ঞাত)। তাকে ইবনু আবী হাতিম (৪/১/৪৩৩) উল্লেখ করে বলেছেন যে, তার থেকে তিনজন বর্ণনা করেছেন। একজন হচ্ছেন আবুল মিহজাল, তিনি তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। আর ইবনু হিব্বান তাকে "আসসিকাত" গ্রন্থে (২/২৮০) তাবে' তাবে'ঈদের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ করেছেন।

৩। আবুস সুন্নিয়্যাহঃ আমার নিকট যেসব বর্ণনাকারীদের জীবনী গ্রন্থ আছে সেগুলোর মধ্যে তাকে পাচ্ছি না। হাফিয যাহাবীও তাকে "আলমুকতানা ফিল কুনা" গ্রন্থে উল্লেখ করেননি।

আর যেসব গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছি এগুলোর মধ্যে হাদীসটির সনদের মধ্যে বহু উল্টাপাল্টা ঘটনা ঘটেছে।

١٨٥٤. (مُرُوا أَبَا ثَابِتٍ يَتَعَوَّذْ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِى وَالرُّقَى صَالِحَةٌ؟ فَقَالَ: (لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ فِى نَفْسٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ لَدْغَةٍ).

১৮৫৪। তোমরা আবূ সাবেতকে নির্দেশ দাও সে যেন পানাহ্ চায়। আমি বললামঃ হে আমার সরদার! ঝাড়ফুঁক কি সঠিক? তিনি বললেনঃ চোখ (নযর) লাগা, সাপের কামড় এবং বিচ্ছুর দংশন ছাড়া অন্য কিছুতে ঝাড়ফুঁক করা যায় না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবূ দাঊদ (২/১৫৪), হাকিম (৪/৪১৩), আহমাদ (৩/৪৮৬) ও ইবনুস সুন্নী (৩৮০) আব্দুল অহেদ ইবনু যিয়াদ সূত্রে উসমান ইবনু হাকীম হতে, তিনি তার দাদী রাবাব হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ আমি সাহ্ল ইবনু হুনাইফ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বলতে শুনেছিঃ আমরা বন্যার পানিকে অতিক্রম করছিলাম, তাতে নেমে গোসল করলাম। অতঃপর জ্বর নিয়ে বেরিয়ে আসলাম। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেনঃ ...।

হাকিম বলেনঃ

সনদটি সহীহ্ আর হাফিয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ উসমান ইবনু হাকীম এবং তার দাদী রাবাব ন্যায়পরায়ণতার দিক দিয়ে প্রসিদ্ধ নন। তারা উভয়েই হাফিয ইবনু হাজারের নিকট "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে মাকবূলদের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মুতাবা'য়াত পাওয়া যাওয়ার সময়। যেমনটি তিনি ভূমিকার মধ্যে বলেছেন। আর তাদের উভয়েরই মুতাবা'য়াত করা হয়েছে দ্বিতীয় অংশের, প্রথম অংশের নয়। দেখুন "মিশকাত" (৪৫৫৭-৪৫৫৯)।

١٨٥٥. (مَعَ كُلِّ فَرْحَةٍ تَرْحَةٌ).

১৮৫৫। প্রতিটি খুশির সাথে চিন্তা রয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে খাতীব তার "তারীখ" গ্রন্থে (৩/১১৬) ও যিয়া মাকদেসী "জুযউম মিন হাদীসি" গ্রন্থে (২/১৪১) মাসরূক হতে, তিনি হাফ্স ইবনু গিয়াস হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি আবূ ইসহাক হতে, তিনি আবুল আহওয়াস হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

মাকদেসী বলেন: মাসরূক হচ্ছেন ইবনু মারযুবান। আবূ হাতিম রাযী তার সম্পর্কে বলেন: তিনি শক্তিশালী নন।

আমি (আলবানী) বলছি: সঠিক হচ্ছে এই যে, এটি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। ইবনুল মুবারাক "আয্যুহ্দ" গ্রন্থে (৩৪৭/৯৭৬) বলেন: আমাদেরকে আব্দুর রহমান ইবনু মাহ্দী হাদীসটিকে সুফইয়ান ও শু'বা হতে, তারা আবূ ইসহাক হতে, তিনি আবুল আহওয়াস হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর আমি এটিকে "মু'জামু আবী সা'ঈদ ইবনুল আ'রাবী" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১২৬) এ সূত্রেই মারফূ' হিসেবে দেখেছি। যার শেষে রয়েছে: আবুল ফায্ল বলেন: এটি বাতিল। আমরা এটিকে তার কিতাব হতে মারফূ' হিসেবে লিখেছি।

অতঃপর আমি এটিকে ইমাম আহমাদের "আয্যুহ্দ" গ্রন্থে আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মওকূফ হিসেবে পেয়েছি। এটিকে তিনি (১৬৩) ইসরাঈল সূত্রে আবূ ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে অকি'র "আয্যুহ্দ" গ্রন্থেও মওকূফ (৩/৮১৯/৫০৬) হিসেবে পেয়েছি।

١٨٥٦. (مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَعْلَمُ الأَوَّلِيْنَ وَالأَخِرِيْنَ بَعْدَ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ، إِنَّ اللهَ يُبَاهِيْ بِهِ الْمَلاَئِكَةَ).

১৮৫৬। নাবী এবং রসূলগণের পরে মু'য়ায ইবনু জাবাল প্রথম যমানা এবং শেষ যামানার সবার চেয়ে বেশী জ্ঞানী। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিয়ে ফেরেশতাদের সামনে অহংকার করেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে হাকিম "আলমুসতাদরাক" গ্রন্থে (৩/২৭১) ওবায়েদ ইবনু তামীম সূত্রে আওযা'ঈ হতে, তিনি উবাদাহ্ ইবনু নুসাই হতে, তিনি ইবনু গানাম হতে, তিনি আবূ ওবাইদাহ্ ও উবাদাহ্ ইবনুস সামেত হতে বর্ণনা করেছেন এমতাবস্থায় যে, আমরা আবূ ওবাইদার নিকট ছিলাম। তারা দু'জনে বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

হাকিম কোন হুকুম না লাগিয়ে চুপ থেকেছেন। এ কারণে হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে "তালখীস" গ্রন্থে বলেছেন:

আমি ধারণা করছি যে, এটি বানোয়াট। আমি এ ওবাইদকে চিনি না।

হাফিয যাহাবী "আলমওযূ'য়াতুল মুসতাদরাক" গ্রন্থে বলেন: সম্ভবত এটিকে এ ওবাইদাই বানিয়েছে।

তিনি "আলমীযান" গ্রন্থেও অনুরূপ কথা উল্লেখ করেছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে তাকে সমর্থন করেছেন।

١٨٥٧. (اِرْفَعْ إِزَارَكَ، فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ، وَأَتْقَى، وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَأَنْقَى).

১৮৫৭। তুমি তোমার লুঙ্গিকে উঁচু কর। কারণ তা তোমার কাপড়ের জন্য বেশী টিকসই হবে এবং তা বেশী তাকওয়ার পরিচায়ক। অন্য বর্ণনায় এসেছে: তা বেশী পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য সহায়ক।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে তিরমিযী "আশশামাইল" গ্রন্থে (১/২১১-২১২), আহমাদ (৫/৩৬৪), ইবনু সা'দ (৬/৪৪) ও বাইহাক্বী "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে (২/২২৪/২) আশ'য়াস ইবনু সুলাইম হতে, তিনি তার চাচী হতে, তিনি তার চাচা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমরা মদীনায় হাঁটছিলাম এমতাবস্থায় এক লোক বলল: ...। তিনি বলেন: আমি লক্ষ্য করলাম যে, রসূল (ﷺ)। তখন আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! এটা সাদা কালো দাগ বিশিষ্ট কাপড়। তখন তিনি বললেন: আমার মধ্যে তোমার জন্য উত্তম নমূনা নেই? তখন আমি তাকিয়ে দেখলাম তাঁর লুঙ্গি তাঁর অর্ধ সাক পর্যন্ত রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আশ'য়াসের চাচীর নাম হচ্ছে রুহুম বিনতুল আসওয়াদ। হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তাকে চেনা যায় না।

আর তার চাচা হচ্ছে ওবাইদ ইবনু খালেদ মুহারেবী। তাকে সহাবীগণের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীসটি এ ভাষায় দুর্বল হলেও শারীদ ইবনু সুওয়াইদ হতে নিম্নোক্ত ভাষায় শাহেদ বর্ণিত হয়েছে: তুমি তোমার লুঙ্গি উঁচু কর আর আল্লাহকে ভয় কর। অতএব এ ভাষায় হাদীসটি সহীহ্। দেখুন "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (১৪৪১)।

١٨٥٨. (كَانَ يُصَافِحُ النِّسَاءَ وَعَلَى يَدِهِ ثَوْبٌ).

১৮৫৮। তিনি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করতেন এমতাবস্থায় যে, তাঁর হাতে কাপড় থাকত।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আব্দুল বার "আত্তামহীদ" গ্রন্থে (৩/২৪/১) সুফইয়ান সূত্রে মানসূর হতে, তিনি ইব্রাহীম হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি সুফইয়ান হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু আবূ খালেদ হতে, তিনি কায়েস ইবনু আবী হাযেম হতেও মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদ দু'টিই মুরসাল।

আবূ দাঊদ "আলমারাসীল" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১৯) সহীহ্ সনদে শা'বী হতে বর্ণনা করেছেন:

রসূল (ﷺ) যখন মহিলাদের সাথে বাই'য়াত করতেন তখন অসমতল কুতরী কাপড় নিয়ে আসা হতো, তিনি সেটিকে নিজের হাতে রাখতেন এবং তিনি বলেন: আমি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করি না।

হাফিয ইবনু হাজার এ হাদীসের ব্যাপারে "তাখরীজুল কাশ্শাফ" গ্রন্থে (৪/১৬৯/১৪০) চুপ থেকেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আমি এটিকে মওসূল হিসেবে পেয়েছি। কিন্তু সেটি দুর্বল। সেটি ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে (১/৫) আত্তাব ইবনু হার্ব আবূ বিশ্র মুররী সূত্রে মাযা আলখার্রায হতে, তিনি ইউনুস ইবনু ওবায়েদ হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি মা'কিল ইবনু ইয়াসার হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন:

"তিনি কাপড়ের নিচে মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করতেন।"

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খবই দুর্বল। ফাল্লাস আত্তাবকে খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে এককভাবে এমন কিছু বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত (কম হওয়া সত্ত্বেও) যেগুলোর নির্ভরযোগ্যদের হাদীসের সাথে সাদৃশ্যতা নেই। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

আর বর্ণনাকারী মাযাকে ইবনু আবী হাতেম (৪/১/৪০৩) এ বর্ণনাতেই উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

আর হাসান হচ্ছেন বাসরী, তিনি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী ছিলেন।

হাইসামী "আলমাজমা'" গ্রন্থে (৬/৩৯) বলেন: এটিকে ত্ববারানী "আলকাবীর" ও "আলআওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে আত্তাব ইবনু হার্ব রয়েছেন, যিনি দুর্বল।

আর মানাবী এ সনদের ব্যাপারে কোন কিছুই বলেননি।

তবে রসূল (ﷺ) এর হাদীস হিসেবে "আমি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করি না" এ টুকু সহীহ। "মুসনাদু আব্দুর রাজ্জাক" (২০৬৮৫) প্রমুখ গ্রন্থে এর শাহেদ বর্ণিত হওয়ার কারণে। দেখুন "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (৫২৯)।

١٨٥٩. (أَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى اللهِ تَعَالَى الْغُرَبَاءُ، قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: الْفَرَّارُونَ بِدِينِهِمْ، يَبْعَثُهُمُ اللهُ يَومَ الْقِيامَةِ مَعَ عِيسَى ابنِ مَرْيَم عَلَيْهِمَا السَّلَامُ).

১৮৫৯। আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় বস্তু হচ্ছে গুরাবারা। জিজ্ঞেস করা হলো: গুরাবা কারা? তিনি বললেন: যারা তাদের দ্বীন নিয়ে পলায়ন করে তারা। তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামাতের দিন 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (عليه السلام)এর সাথে উঠাবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" (১/২৫) আর তার থেকে দাইলামী (১/১/৮৬) সুফইয়ান ইবনু অকী' সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনু রাজা হতে, ইবনু জুরায়েয হতে, ইবনু আবী মুলাইকাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। সুফইয়ান ইবনু অকী' সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন:

আবূ যুর'আহ্ বলেন: তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে'দোষী ছিলেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন:

তিনি সত্যবাদী ছিলেন। কিন্তু পৃষ্ঠার অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষ থেকে তাকে পরীক্ষায় পড়তে হয়েছিল। তার (লেখার) মধ্যে এমন কিছু ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল যা তার হাদীসের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। অতঃপর তাকে নাসীহাত করা হয়। কিন্তু তিনি নাসীহাত গ্রহণ করেননি। ফলে তার হাদীস নিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

আর ইবনু জুরায়েয হচ্ছেন মুদাল্লিস, তিনি আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু রাজা হচ্ছেন মাক্কী আবূ ইমরান বাসরী, আর তিনি নির্ভরযোগ্য।

١٨٦٠. (الصَّبْرُ وَالاحْتِسَابُ هُنَّ عِتْقُ الرِّقَابِ، وَيُدْخِلُ اللهُ صَاحِبَهُنَّ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ).

১৮৬০। ধৈর্য ধারণ করা এবং আত্মসমালোচনা করা দাস/দাসী স্বাধীন করার মত। এ গুণের অধিকারীকে আল্লাহ্ তা'আলা বিনা হিসাবে জান্নাত দিবেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ত্ববারানী (১/৩২৬/১-২) সুলাইমান ইবনু সালামাহ্ খাবায়েরী হতে, তিনি বাকিয়্যাহ্ হতে, তিনি 'ঈসা ইবনু ইব্রাহীম হতে, তিনি মূসা ইবনু আবূ হাবীব হতে, তিনি হাকাম ইবনু উমায়ের হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। খাবায়েরী এবং 'ঈসা ইবনু ইব্রাহীম হচ্ছেন হাশেমী, তারা উভয়েই মাতরূক। তাদের দু'জনের মধ্যে বাকিয়্যাহ্ রয়েছেন যিনি মুদাল্লিস, তিনি আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ত্বারানী এ সনদেই হাকাম ইবনু উমায়ের হতে মারফূ' হিসেবে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

(أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا مِنْ جُوعٍ، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ مَغْرَمًا، أَوْ كَشَفَ عَنْهُ كَرْبًا).

"আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় আমল হচ্ছে: যে ক্ষুধার কারণে মিসকীনকে খাওয়ালো, অথবা তার ঋণ মওকূফ করে দিল, অথবা তার থেকে বিপদ দূর করল।"

কিন্তু এটিও খুবই দুর্বল। একটু পূর্বে উল্লেখিত কারণে।

١٨٦١. (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟ الَّذِيْنَ إِذَا رُءُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ، أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ؟ الْمَشَّاءُوْنَ بِالنَّمِيمَةِ، الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ، الْبَاغُونَ لِلْبُرَآءِ الْعَنَتَ).

১৮৬১। আমি কি তোমাদের সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ দিব না? তাদেরকে যখন দেখা যায় তখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ দিব না? যারা চোগলখোরী করার জন্য চলে। যারা বন্ধুদের মাঝে গোলমাল সৃষ্টি করে, কাঠোরতার দ্বারা নিরাপরাধদের প্রতি অত্যাচার করে।

হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিলেও তিনি এটিকে শেষে গিয়ে হাসান আখ্যা দিয়েছেন বহু শাহেদ থাকার কারণে।

এটিকে ইমাম বুখারী "আলআদাবুল মুফরাদ" গ্রন্থে (৪৮), আহমাদ "আলমুসনাদ" গ্রন্থে (৬/৪৫৯) আব্দুল্লাহ্ ইবনু উসমান ইবনু খুসাইম হতে, তিনি শাহ্র ইবনু হাওশাব হতে, তিনি আসমা বিন্তু ইয়াযীদ হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি দুর্বল। শাহ্র ইবনু হাওশাব ছাড়া অন্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তিনি সত্যবাদী, তবে তিনি বহু মুরসাল এবং সন্দেহমূলক বর্ণনাকারী যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

তার শাইখ ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (২/১৬২) বলেন: এটিকে আহমাদ আসমা বিন্তু ইয়াযীদের হাদীস হতে দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।

আর ইবনু আবী শাইবাহ্ ও ইবনু আবিদ দুনিয়া শাহ্র হতে বর্ণনা করেছেন যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে (৩/২৯৫) এসেছে।

ইবনু মাজাহ্ প্রথম অংশটুকু (২/৫২৮) তার থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এ পরিমাণের শাহেদ রয়েছে, আমি "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (১৬৪৬, ১৭৩৩) যার তাখরীজ করেছি।

সনদের মধ্যে শাহ্র ইযতিরাব করেছেন। একবার আসমা হতে বর্ণনা করেছেন, আরেকবার আব্দুর রহমান ইবনু গানাম হতে বর্ণনা করেছেন ...।

মুনযেরী বলেন:

হাদীসটিকে ত্ববারানী ওবাদার হাদীস হতে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনু আবিদ দুনিয়া "কিতাবুস সম্ত" এর মধ্যে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। আব্দুর রহমানের হাদীসটি বেশী সঠিক। বলা হয়েছে যে, রসূল (ﷺ)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটেছিল। আর ইবনু গানামের হাদীসের ভাষা হচ্ছে:

إن خيار عباد الله من هذه الأمة الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى، و إن شرار عباد الله من هذه الأمة المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت.

এ উম্মাতের মধ্য হতে আল্লাহর সর্বোত্তম বান্দা হচ্ছে তারাই যাদেরকে দেখা মাত্রই আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। এ উম্মাতের মধ্যে আল্লাহর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বান্দা হচ্ছে তারাই যারা চোগলখোরী করার জন্য চলে। যারা বন্ধুদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়, কাঠোরতার দ্বারা নিরাপরাধদের প্রতি অত্যাচার করে।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৪/২২৭) ও ইবনু মান্দা "আলমা'রিফাহ্" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/২৭) ইবনু আবুল হুসাইন হতে, তিনি শাহ্‌র ইবনু হাওশাব হতে, তিনি আবদুর রহমান ইবনু গানাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন, তার দ্বারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত পৌছে।

এ সনদটি দুর্বল শাহ্‌র দুর্বল হওয়ার কারণে। অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, তারা ছয়টি হাদীস গ্রন্থের বর্ণনাকারী।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে হাদীসটির শাহেদ রয়েছে ইবনু আবিদ দুনিয়ার "আস্‌সম্‌ত" গ্রন্থের বর্ণনা হতে। আমি "আর্‌রাওয" (১০৮৪) ও "গায়াতুল মারাম" গ্রন্থে (৪৩৪) যেটির তাখরীজ করেছি এবং আমি সেখানে হাদীসের শেষে বলেছি:

সম্ভবত হাদীসটি এ শাহেদের কারণে হাসান পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

উল্লেখ্য শাইখ আলবানী হাদীসটিকে অন্যান্য গ্রন্থে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। দেখুন "সহীহাহ্" (২৮৪৯), "আলআদাবুল মুফরাদ" (৩২৩)।

١٨٦٢ . (مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ اْلإِسْلَامِ).

১৮৬২। যে ব্যক্তি বিদ'আতীকে সম্মান করল সে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য সহযোগিতা করল।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী (১/৯০), আবূ উসমান নুজাইরেমী "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/৩৬) ও ইবনু আসাকির (৪/৩২২/২-১৪/১২৪/১) হাসান ইবনু ইয়াহ্ইয়া খুশানী হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর এ সূত্রেই হাদীসটিকে হারাবী (১/৯৯), ইবনু হিব্বান "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে (১/২৩৫) বর্ণনা করেছেন। তিনি খুশানী সম্পর্কে বলেন:

তিনি খুবই মুনকারুল হাদীস। তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে যার ভিত্তি নেই তা বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি বাতিল, বানোয়াট।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এ হাসান ইবনু ইয়াহ্ইয়া মাতরূক যেমনটি দারাকুতনী প্রমুখ বলেছেন। তিনি কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলোর কোন কোনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। দেখুন হাদীস নং (১৯৯)।

এ হাদীসটি সেই সব হাদীসগুলোর একটি যেগুলোকে খুশানীর জীবনীতে ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (১/৯০) উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেছেন:

এগুলো আমার দেখা তার হাদীসগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী মুনকার। আর এটিকে একমাত্র তার মাধ্যমেই জানা যায়।

এ হাদীসের ব্যাপারে ইবনু আদী হতে এসব সমালোচনা বর্ণিত হয়েছে। বিষয়টি এতো সহজ না হলেও ইবনুল জাওযী "আলমাওযূ'য়াত" গ্রন্থে যা বর্ণনা করেছেন তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ তিনি ইবনু আদীর সূত্রে হাদীসটি উল্লেখ করে (১/২৭১) বলেছেন: ইবনু আদী বলেন: এটি বানোয়াট। খুশানী নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে ভিত্তিহীন হাদীস বর্ণনা করেন। এরূপ কথা ইবনুল ফুযায়েলের ভাষা হতে জানা যায়।

সম্ভবত ইবনু আদী কোন এক স্থানে অথবা অন্য কিতাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহই বেশী জানেন।

সুয়ূতী কতিপয় ইমামের উদ্ধৃতিতে তাদের উক্তিগুলো উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ ব্যক্তিকে তার মন্দ হেফযের কারণে দুর্বল হওয়া থেকে বের করে না ...।

অতঃপর সুয়ূতী বলেন: এ হাদীসের মুতাবা'য়াত করা হয়েছে। সেটিকে ইবনু আসাকির তার "তারীখ" গ্রন্থে (৮/৫০০/২) আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী হতে, তিনি হাসান ইবনু আলী হতে, তিনি আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু শিখখির হতে, তিনি আবুল ফায্‌ল আব্বাস ইবনু ইউসুফ শাকলী হতে, তিনি আহমাদ ইবনু সুফইয়ান হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু বুকায়ের হতে, তিনি লাইস ইবনু সা'দ হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে বর্ণনা করেছেন। আর এটি শক্তিশালী মুতাবা'য়াত।

আমি (আলবানী) বলছি: এ মুতাবা'য়াত শক্তিশালী হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কারণ লাইস ইবনু সা'দ সম্মানিত ইমাম তার মত ব্যক্তির ব্যাপারে প্রশ্ন করার কিছু নেই। কিন্তু তার নিকট পর্যন্ত পৌঁছা সনদটি সহীহ্ কি সহীহ্ নয় তা যাচাই করা জরুরী। আমি এর বর্ণনাকারীদের জীবনী এক এক করে অনুসন্ধান করেছি। এরপর আব্বাস ইবনু ইউসুফ ছাড়া অন্য কারো দ্বারা সনদটির সমস্যা বের করা সম্ভব হয়নি। খাতীব বাগদাদী তার "তারীখ" গ্রন্থে (১২/১৫৩-১৫৪) অতঃপর ইবনু আসাকির (৮/৫০০/২) তার জীবনী উল্লেখ করেছেন এবং তারা উভয়েই তার থেকে বহু বর্ণনাকারীকে উল্লেখ করেছেন। তারা দু'জন তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

তবে শুধুমাত্র খাতীব বলেছেন: তিনি নেককার আবেদ ছিলেন।

আমি বিশ্বাস করি যে, বর্ণনার ক্ষেত্রে এ ভাষা একজনের নির্ভরযোগ্য হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। কারণ নেককার আবেদ হওয়া, নির্ভরযোগ্য হওয়াকে অপরিহার্য করে না। কারণ কতই নেককার রয়েছেন যারা দুর্বল এবং মাতরূকদের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে সনদটি সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে হৃদয় পরিতৃপ্ত হচ্ছে না।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী বিভিন্ন দুর্বল সনদে উল্লেখ করেছেন। যেগুলোর একটিকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৫/২১৮) আহমাদ ইবনু মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু বাক্র হতে, তিনি 'ঈসা ইবনু ইউনুস হতে, তিনি সাওর ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি খালেদ ইবনু মা'দান হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু বুস্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

খালেদের হাদীস হতে এটি গারীব। সাওর হতে 'ঈসা এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ আহমাদ সম্পর্কে ইবনুল জাওযী বলেন: তিনি বাতিল হাদীস বর্ণনা করেন। আর তিনি তা ইবনু আদী হতে গ্রহণ করেছেন। তার সম্পূর্ণ কথা হচ্ছে:

এবং তিনি হাদীস চুরি করতেন।

অতঃপর হাদীসটিকে আবূ নু'য়াইম (৬/৯৭) ও ইবনু আসাকির (৯/২৪৭/১) ও ইউসুফ ইবনু আব্দুল হাদী "জামউল জুয়ূস অদ্দাসাকির আলা ইবনু আসাকির" গ্রন্থে (৯/১) দু'টি সূত্রে বাকিয়্যাহ্ ইবনুল অলীদ হতে, তিনি -আর হিলইয়্যাহ্ গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকিরের নিকট এসেছে- সাওর হতে, তিনি খালেদ হতে, তিনি মু'য়ায (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (২০/৯৬/১৮৮) বর্ণনা করেছেন। আর আবূ নু'য়াইম বলেছেন: বাকিয়্যাহ্ এরূপই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: মু'য়ায (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে। আর 'ঈসা ইবনু ইউনুস হাদীসটিকে সাওর হতে, তিনি খালেদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু বুস্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ পূর্বের বর্ণনাটি। যেটির প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বিষয়টি জেনেছেন।

কিন্তু কোন কোন বর্ণনায় বাকিয়্যার শ্রবণকে স্পষ্ট করা হয়েছে। সাওর হতে বাকিয়্যার শ্রবণ নিরাপদ হলে সনদটি শক্তিশালী হতো, যদি খালেদ আর মু'য়াযের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা থেকে নিরাপদে থাকত। (কিন্তু উভয়ের মধ্যে সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে)।

ইবনু আব্দুল হাদী যে বলেছেন: সনদটি ভাল,

তার এ কথা ভাল নয়, যার প্রমাণ মিলে তার সূত্রে দৃষ্টি দেয়ার দ্বারা। কারণ এতে বাকিয়্যাহ্ কর্তৃক আন্আন্ করে বর্ণিত হয়েছে, এছাড়া খালেদ আর মু'য়াযের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি তো আছেই।

অতঃপর ইবনু আব্দুল হাদী বলেন:

বিভিন্ন সূত্রে মুরসাল হিসেবে ইবরাহীম ইবনু মাইসারাহ্, মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ও ইবনু ওয়াইনাহ্ প্রমুখ হতে বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: লালকাঈ "শারহু উসূলুস সুন্নাহ্" গ্রন্থে (১/৩৫/১) হাদীসটিকে ইবনু মাইসারাহ্ হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আর ইবনুল আ'রাবী "আলমু'জাম" গ্রন্থে (২/১৯৩) হাসান হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর সনদে দাউদ ইবনুল মুহাব্বার রয়েছেন যিনি মিথ্যুক।

١٨٦٣. (احْتَجِمُوا لِخَمْسِ عَشْرَةَ، أَوْ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، لا يَتَبَيَّغُ بِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَكُمْ).

১৮৬৩। তোমরা শিংগা (রক্তমোক্ষম) লাগাও পনেরো, অথবা সতের, অথবা উনিশ, অথবা একুশ তারিখে। তাহলে রক্ত আন্দোলিত (অস্থির) হয়ে তা তোমাদের হত্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু জারীর "তাহ্যীবুল আসার" গ্রন্থে (২/১১৬), বায্যার (৩০২৩), ত্ববারানী (৩/১০৮/২) ও জুরজানী (২৮৬) ইয়া'কূব কুম্মী হতে, তিনি লাইস হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ লাইস হচ্ছেন ইবনু আবী সুলাইম, তিনি দুর্বল তার মন্দ হেফ্য এবং মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে।

ই'য়াকুব কুম্মী হচ্ছেন ইবনু আব্দুল্লাহ্, তিনি সত্যবাদী কিন্তু সন্দেহকারী। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন।

হাদীসটি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনায় রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কর্ম হিসেবে সহীহ্, তবে শেষবাক্য (لا يبيغ ...) ছাড়া। এটির "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (৯০৮) তাখরীজ করেছি। তাঁর কথা হিসেবে শেষবাক্য (لا يبيغ ...) ছাড়াও

সহীহ্, দেখুন হাদীস নং (১৮৪৭)। আর আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীস হতে অনুরূপ হাদীস (নং ৬২২) দেখুন। এগুলোর কোনটিকেই (لِخَمْـــسِ عَشَرَةَ) এ শব্দটি আসেনি।

তবে শেষবাক্য (تبيغ) সহকারে অন্য সূত্রে নিম্নোক্ত ভাষায় হাসান হিসেবে বর্ণিত হয়েছে:

(إِذَا هَاجَ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَلْيَحْتَجِمْ فَإِنَّ الدَّمَ إِذَا تَبَيَّغَ بِصَاحِبِهِ يَقْتُلُــهُ)"তোমাদের কারো রক্ত যখন ভড়কে যাবে তখন সে যেন রক্তমোক্ষম করে, কারণ কারো রক্ত আন্দোলিত (অস্থির) হয়ে গেলে তা তাকে হত্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।"

এটিকে আমি "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (নং ২৭৪৭) তাখরীজ করেছি।

হাদীসটিকে বায্যার লাইসের সূত্রেও বর্ণনা করেছেন যেমনটি "আলমাজমা'" গ্রন্থে (৫/৯৩) এসেছে। তার থেকে হাদীসটি যে ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে এসেছে তা ছুটে গেছে।

আর এর একটি শাহেদ রয়েছে যেটিকে ইবনু মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দুর্বল। সেটি হচ্ছে নিম্নের হাদীসটি:

١٨٦٤. (مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَتِسْعَةَ عَـــشَرَ، وَإِحْـــدَى وَعِشْرِينَ، لاَ يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ).

১৮৬৪। যে শিংগা লাগাতে চাই সে যেন সতের, অথবা উনিশ, অথবা একুশ তারিখগুলোকে অনুসন্ধান করে। (কারণ) তাহলে রক্ত অস্থির হয়ে তা তোমাদের কাউকে হত্যার কারণ হয়ে যাবে না।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু মাজাহ্ (২/৩৫১) সুওয়াইদ ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি উসমান ইবনু মাতার হতে, তিনি যাকারিয়া ইবনু মাইসারাহ্ হতে, তিনি নাহ্হাস ইবনু কাহ্‌ম হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিচের সকল বর্ণনাকারী দুর্বল। একজন অপরজন হতে বেশী দুর্বল।

১। নাহ্হাস ইবনু কাহ্‌ম সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন: তাকে ইবনু কাত্তান ত্যাগ করেছেন, আর নাসাঈ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল।

২। যাকারিয়া ইবনু মাইসারাহ্ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি মাসতূর (তার অবস্থা অস্পষ্ট)।

৩। উসমান ইবনু মাতার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি দুর্বল।

৪। সুওয়াইদ ইবনু সা'ঈদ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন:

ইমাম আহমাদ বলেন: তিনি মাতরূকুল হাদীস। ইবনু মা'ঈন বলেন: তিনি মিথ্যুক। নাসাঈ বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম বুখারী বলেন: তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, ফলে তাকে যেটি তার হাদীস নয় সেটিকে ধরিয়ে দিতে হতো। আবূ হাতিম বলেন: তিনি সত্যবাদী, বহু তাদলীসকারী। দারাকুতনী বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য, তবে তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এর ফলে তার নিকট মুনকার হাদীস পাঠ করা হলেও তিনি তার অনুমোদন দিয়ে দেন।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন:

তিনি নিজে সত্যবাদী। তবে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, ফলে তাকে যেটি তার হাদীস নয় সেটিকে ধরিয়ে দিতে হতো। তার ব্যাপারে ইবনু মা'ঈন মারাত্মক মন্তব্য করেছেন।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে যে, বুসয়রী যে "আয্যাওয়াইদ" গ্রন্থে হাদীসটির সমস্যা হিসেবে শুধুমাত্র নাহ্হাসকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তা যথেষ্ট নয়।

আবার তিনি যে বলেছেন: হাদীসটিকে বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও তিরমিযী আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতেও বর্ণনা করেছেন, যেমন ইবনু মাজাহ্ শেষাংশ ছাড়া বর্ণনা করেছেন। আর বায্যার হাদীসটিকে তার "মুসনাদ" গ্রন্থে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন, যেমন এটিকে ইবনু মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন। আর হাকিম "আলমুসতাদরাক" গ্রন্থে মু'য়ায সূত্রে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করে বলেছেন: বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্।

তার এ বক্তব্যের ব্যাপারে কতিপয় বিষয় ধরার রয়েছে:

১। হাদীসটিকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে আসলেই বর্ণনা করেননি।

২। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে তাঁর কর্ম হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যেমনটি পূর্বে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩। "মুসতাদরাক" গ্রন্থে শুধুমাত্র রসূল (ﷺ)-এর কর্ম হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। সেটিকে "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (৯০৮) উল্লেখ করেছি।

আমি (আলবানী) বলছি: তবে অনুরূপ ভাবার্থের পূর্বের হাদীসটির কারণে এর সনদটি বেশী দুর্বল হওয়ার গণ্ডি থেকে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু 'পনেরো দিনের' কথাটি হাদীসের মধ্যে মুনকার এটুকু এককভাবে দুর্বল বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হওয়ার কারণে।

١٨٦٥. (سَيِّدٌ بَنَى دَارًا وَاتَّخَذَ مَأْدُبَةً، وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَالسَّيِّدُ الْجَبَّارُ، وَالْمَأْدُبَةُ الْقُرْآنُ، وَالدَّارُ الْجَنَّةُ، وَالدَّاعِيْ أَنَا، فَأَنَا اِسْمِيْ فِي الْقُرْآنِ مُحَمَّدٌ، وَفِي الإِنْجِيْلِ أَحْمَدُ، وَفِي التَّوْرَاةِ أَحْيَدُ، وَإِنَّمَا سُمِّيْتُ أَحْيَدُ لِأَنِّيْ أَحْيَدُ عَنْ أُمَّتِيْ نَارَ جَهَــنَّمَ، وَأَحِبُّوْا الْعَرَبَ بِكُلِّ قُلُوْبِكُمْ).

১৮৬৫। সাইয়্যিদ একটি ঘর তৈরি করেন, খাদ্য তৈরি করেন এবং আহ্বানকারীকে প্রেরণ করেন। সাইয়্যিদ হচ্ছেন জাব্বার, খাদ্য হচ্ছে কুরআন, আর ঘর হচ্ছে জান্নাত, আর দা'ঈ হচ্ছেন আমি। কুরআনে আমার নাম মুহাম্মাদ, ইঞ্জীলে আহমাদ, তাওরাতে আহইয়াদ। আমার নাম রাখা হচ্ছে আহইয়াদ, কারণ আমি আমার উম্মাতকে জাহান্নামের আগুন থেকে বের করব। তোমরা আরবদেরকে তোমাদের প্রতিটি অন্তর দ্বারা ভালবাস।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইবনু আদী (২/১৬) ইসহাক ইবনু বিশ্‌র খুরাসানী হতে, তিনি ইবনু জুরায়েয হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: ইসহাক ইবনু জুরায়েয সাওরী প্রমুখ হতে এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যা অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। তার কোন হাদীসই নিরাপদ নয়। সেগুলো মুনকার, হয় সনদের দিক দিয়ে, না হয় ভাষার দিক দিয়ে, কেউ সেগুলোর ক্ষেত্রে তার মুতাবা'য়াত করেননি।

হাফিয যাহাবী বলেন: মুহাদ্দিসগণ তাকে ত্যাগ করেছেন। আর আলী ইবনুল মাদীনী ও দারাকুতনী তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু হিব্বান বলেন: আশ্চর্যান্বিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ছাড়া তার হাদীস বর্ণনা করাই বৈধ নয়। আমি বলছি: তিনি ইবনু জুরায়েয ও সাওরী হতে বহু অলৌকিক বস্তু বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ হাদীসের শেষ বাক্যটি (নং ১৮৩৮) হাদীসের মধ্যে আলোচিত হয়েছে।

١٨٦٦. (مَنْ لاَ حَيَاءَ لَهُ فَلاَ غِيبَةَ لَهُ).

১৮৬৬। যার লজ্জা নাই তার গীবাতও নাই।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু আসাকির আবূ বাক্‌র খারাইতী সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান সিরাজ রাকী হতে, তিনি সুলাইমান ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু শুরাহ্‌বীল হতে, তিনি হাকাম ইবনু ই'য়ালা ইবনু আতা মুহারেবী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওয়াহাব হতে, তিনি ইবনু জুরায়েয হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। ইবনু জুরায়েয মুদাল্লিস আন্‌আন্ করে বর্ণনা করেছেন।

আর হাকাম ইবনু ই'য়ালা সম্পর্কে আবু হাতিম বলেনঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস, মুনকারুল হাদীস।

আবূ যুর'আহ্ বলেনঃ তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল, মুনকারুল হাদীস। যেমনটি "আরজারহু অত্‌তা'দীল" গ্রন্থে (১/২/১৩০-১৩১) এসেছে।

ইমাম বুখারী "আত্‌তারীখুল কাবীর" গ্রন্থে বলেনঃ

আমাকে সুলাইমান ইবনু আব্দুর রহমান (এ হাদীসের বর্ণনাকারী) বলেনঃ তার নিকট আজব আজব বস্তু রয়েছে। তিনি মুনকারুল হাদীস, যাহেব, আমি তার হাদীসকে ত্যাগ করেছি। "আললিসান" গ্রন্থে এরূপই এসেছে।

١٨٦٧. (كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ « مَنْ أَهْرَاقَ مِنْ هَذِهِ الدِّمَاءِ فَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ لاَ يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ لِشَيْءٍ).

১৮৬৭। তিনি তাঁর মাথা এবং তাঁর দু'স্কন্ধের মাঝে শিংগা লাগাতেন এবং বলতেনঃ যে ব্যক্তি এ রক্তগুলো প্রবাহিত করবে সে অন্য কোন সমস্যার জন্য কোন ঔষধ ব্যবহার না করলেও (কিছুই) তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবূ দাউদ (২/১৫১) ও ইবনু মাজাহ্ (২/৩৫১) অলীদ ইবনু মুসলিম হতে, তিনি ইবনু সাওবান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ কাবাশাহ্ আনমারী হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

সনদটি হাসান হিসেবে গণ্য হতো যদি এর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা না থাকত। কারণ ইবনু সাওবান হচ্ছে আব্দুর রহমান ইবনু সাবেত ইবনু সাওবান 'আনাসী দেমাস্কী। মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেননি যে, কোন সহাবী হতে তার পিতার শ্রবণ সাব্যস্ত হয়েছে। ইবনু হিব্বান তাকে "আসসিকাত" গ্রন্থে (৬/১২৫) তাবে' তাবে'ঈগণের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। "আত্তাকুরীব" গ্রন্থে ইবনু হাজার এরূপই বলেছেন:

তিনি নির্ভরযোগ্য ষষ্ঠ স্তরে।

অর্থাৎ যারা এ স্তরের তাদের সহাবীগণের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি, যেমনটি তিনি ভূমিকার মধ্যে সে সম্পর্কে স্পষ্ট করেছেন।

এ সমস্যা সম্পর্কে মানাবী সতর্ক না হওয়ার কারণে "আত্তাইসীর" গ্রন্থে সনদটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। আমি (আলবানী) এটিকে "সহীহ্ জামে'উস সাগীর"গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলাম। জানি না সন্দেহের কারণে নাকি কোন শাহেদ থাকার কারণে? এ মুহূর্তে আমার স্মরণে আসছে না। তবে "তার দু'স্কন্ধের মাঝে" এ অংশটুকুর শাহেদ থাকার কারণে আমি এটাকে "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (৯০৮) উল্লেখ করেছি।

١٨٦٨. (حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ)

১৮৬৮। কোন বস্তুকে তোমার ভালোবাসা অন্ধ এবং বধির বানিয়ে ফেলে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম বুখারী "আত্তারীখুল কাবীর" গ্রন্থে (২/১/১৫৭), আবূ দাউদ (৫১৩০), আহমাদ (৫/১৯৪, ৬/৬৫০), আব্দ ইবনু হুমায়েদ "আলমুনতাখাব মিনাল মুসনাদ" গ্রন্থে (ক্বাফ ২৮/১), দূলাবী "আলকুনা" গ্রন্থে (১/১০১), ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ৩৭/২), কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (১/১২), আবূ বাক্র কালাবাযী "মিফতাহুল মা'য়ানী" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১৯৩), ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (৫/১৭৮/২, ৩/২৪৯/২) ও ইবনুল জাওযী "যাম্মুল হাঅ" গ্রন্থে (পৃ ২০) খারায়েতী সূত্রে আবূ বাক্র ইবনু আবূ মারইয়াম হতে, তিনি খালেদ ইবনু

মুহাম্মাদ হতে, তিনি বিলাল ইবনু আবুদ দারদা হতে, তিনি আবুদ দারদা (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ আবূ বাকরের কারণে সনদটি দুর্বল। কারণ মন্দ হেফযের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। বর্ণনাকারীগণ তার সনদের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। একদল তার থেকে এভাবে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর তাদের কেউ কেউ তার থেকে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ হাদীসটির পরক্ষণেই বলেন:

আবুল ইয়ামান হাদীসটিকে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেননি।

ইমাম বুখারী বলেন: অলীদ বলেন: আবূ বাক্র হতে, তিনি বিলাল হতে, তিনি আবুদ দারদা (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। সনদ হতে খালেদ ইবনু মুহাম্মাদ সাকাফীকে ফেলে দেয়া হয়েছে।

আবূ বাক্র দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও, হাদীসটিকে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তার বিরোধিতা করা হয়েছে। হুরাইজ ইবনু উসমান হাদীসটিকে বিলাল ইবনু আবুদ দারদা হতে, তিনি আবুদ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ..। তার থেকে মওকূফ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

উম্মুদ দারদা আবুদ দারদা (রাঃ) হতে (মওকূফ হিসেবে) বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তার (হুরায়েযের) মুতাবা'য়াত করেছেন।

এটিকে ইমাম বুখারী "আত্তারীখ" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন:

সা'ঈদ ইবনু আবূ আইউব বলেন: হুমায়েদ ইবনু মুসলিম হতে, তিনি উম্মুদ দারদা হতে শুনেছেন।

ইমাম বুখারী এটিকে মওসূল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে ইবনু আসাকির হুমায়েদের জীবনীতে (৫/১৭৮/২) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

ইবনু আবী হাতিমও তার কিতাবে (১/২/২২৯) তাই করেছেন।

এর পূর্বে মওকূফের সনদে বাক্র ইবনু ফারকাদ আবূ উমাইয়্যাহ্ তামীমী রয়েছেন। কে তার জীবনী উল্লেখ করেছেন আমি পাচ্ছি না।

সর্বাবস্থায় মারফূ' হওয়ার চেয়ে মওকূফ হওয়ায় বেশী শক্তিশালী। এ কারণেই সুয়ূতী বলেছেন: এটি মওকূফ হওয়ার সাথেই বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমনটি মানাবী তার থেকে "আলফায়েয" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

হাঁ, হাদীসটিকে আব্দুল্লাহ্ ইবনু হানী তার পিতা হতে, তিনি ইব্রাহীম ইবনু আবূ আবলাহ্ হতে, তিনি বিলাল ইবনু আবুদ দারদা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনু আসাকির (১৭/২০৯/২) বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এ ইবনু হানী সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তাকে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করা হয়েছে।

١٨٦٩, (أحدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنا ونُحِبُّهُ، فإذا أَحْبَبْتُمُوْه فكُلُوا مِنْ شَجَرِهِ، ولوْ مِنْ عِضاهِهِ).

১৮৬৯। উহুদপাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে আর আমরা তাকে ভালবাসি। অতএব তোমরা যদি তাকে ভালবেসে থাক তাহলে তোমরা তার গাছ থেকে ভক্ষণ কর, যদিও তার কাঁটাযুক্ত বড় বৃক্ষ থেকে হয়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু শাব্বাহ্ "তারীখুল মাদীনাহ্" গ্রন্থে (১/৮৪) সুফইয়ান ইবনু হামযাহ্ হতে, ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে (১/১০৩/২) আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ দারাওরদী হতে, তিনি কাসীর ইবনু যায়েদ হতে, তিনি উম্মু হাবীবার দাস আব্দুল্লাহ্ ইবনু তাম্মাম হতে, তিনি যাইনাব বিনতু নুবায়েত হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ত্ববারানী বলেন:

যাইনাব হতে একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়েছে। দারাওরদী এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি নির্ভরযোগ্য। ইবনু হামযাহ্ তার মুতাবা'য়াত করেছেন যেমনটি দেখছেন। সমস্যা হচ্ছে ইবনু তাম্মাম হতে। তাকে ইবনু আবী হাতিম (২/২/১৯) এ বর্ণনায় উল্লেখ করে তার সম্পর্কে মন্দ কিছু উল্লেখ করেননি। আর হাইসামী তাকে নয় অন্যকে দিয়ে হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন। তিনি (৪/১৪) বলেন:

ত্ববারানী হাদীসটিকে "আলআওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তার সনদে কাসীর ইবনু যায়েদ রয়েছেন। তাকে ইমাম আহমাদ প্রমুখ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে।

আর মানাবী তাকে সমর্থন করেছেন। আসলে সমস্যা হচ্ছে কাসীরের শাইখ থেকেই যেমনটি উল্লেখ করেছি।

অতঃপর ইবনু শাব্বাহ্ হাদীসটিকে আব্দুল আযীয হতে, তিনি ইবনু সাম'আন হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ওবায়েদ হতে, তিনি যাইনাব বিনতু নুবায়েত হতে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এ সনদটি একেবারে দুর্বল। আব্দুল আযীয হচ্ছেন ইবনু ইমরান মাদানী, তিনি মাতরূক। আর ইবনু সাম'আন তার মতই বা তার চেয়েও নিকৃষ্ট, এর নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ্ ইবনু যিয়াদ। তাকে আবূ দাউদ প্রমুখ মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেছেন।

আর তার শাইখ ইবনু ওবাইদকে আমি চিনি না।

উহুদ পাহাড় সম্পর্কে পূর্বেও কয়েকটি হাদীস আলোচিত হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে: (১৬১৮, ১৮১৯) প্রথম হাদীসটিতে কিছু অতিরিক্ত তথ্য রয়েছে সেটি দেখুন।

١٨٧٠. (أُحَذِّرُكُمْ سَبْعَ فِتَنٍ تَكُوْنُ بَعْدِيْ: فِتْنَةٌ تُقبلُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ، وَفِتْنَةٌ فِـيْ مَكَّةَ، وفِتْنَةٌ تُقْبلُ مِنَ اليَمَنِ، وفِتْنَةٌ تُقْبلُ منَ الشَّامِ، وفِتْنَةٌ تُقْبلُ منَ الْمَشْرِقِ، وفِتْنَةٌ تُقْبلُ منَ المَغْرِبِ، وفِتْنَةٌ مِنْ بَطْنِ الشَّامِ، وهِيَ السُّفْيانِي).

১৮৭০। আমি তোমাদেরকে আমার পরে যেগুলো ঘটবে এরূপ সাতটি ফেতনা থেকে সতর্ক করছি: সেই ফেতনা হতে যা আসবে মদীনাহ্ হতে, সেই ফেতনা যা আসবে মক্কা হতে, সেই ফেতনা যা আসবে ইয়ামান হতে, সেই ফেতনা যা আসবে শাম হতে, সেই ফেতনা যা আসবে মাশরিক (পূর্ব) হতে, সেই ফেতনা যা আসবে মাগরিব (পশ্চিম) হতে, সেই ফেতনা যা আসবে শামের পেট হতে, সেটি হচ্ছে সুফইয়ানী (ফেতনা)।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে হাকিম (৪/৪৬৮) নু'য়াইম ইবনু হাম্মাদ সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি আবূ বাক্র ইবনু আইয়্যাশের ভাই অলীদ ইবনু আইয়্যাশ হতে, তিনি ইব্রাহীম হতে, তিনি আলকামাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে বলেছেন: ...।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: তোমাদের মধ্য থেকে সেগুলোর প্রথমটি কে পাবে, আর এ উম্মাতের মধ্য হতে সেগুলোর শেষটি কে পাবে। অলীদ ইবনু আইয়্যাশ বললেন: মদীনার ফেতনা ছিল ত্বলহা আর যুবায়েরের পক্ষ থেকে, আর মক্কার ফেতনা ছিল আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়েরের ফেতনা,

শামের ফেতনা ছিল বানু উমাইয়্যার পক্ষ থেকে সংঘটিত ফেতনা, মাশরিকের ফেতনা ছিল তাদের পক্ষ থেকেই।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ্। আর হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন: এটি হচ্ছে নু'য়াইমের গারীব ও আজবগুলোর একটি।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। হাদীসটি খুবই দুর্বল। যা হাফিয যাহাবীর কথা থেকেই বুঝা যায়।

١٨٧١. (احذَرُوا البَغْيَ فإِنَّهُ لَيس من عُقُوبَةٍ هِيَ أَحْضَرُ مِنْ عُقُوبَةِ البَغْيِ).

১৮৭১। তোমরা অত্যাচার করা হতে সাবধান হও। কারণ অত্যাচারের শাস্তির চেয়ে বেশী দ্রুত উপস্থিত হওয়ার মত শাস্তি আর নেই।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া "যাম্মুল বাগী" গ্রন্থে (৩১/১-২) আবূ ইসহাক হতে, তিনি হারেস হতে, তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। হারেস হচ্ছেন আলআ'ওয়ার। তিনি খুবই দুর্বল যেমনটি বারবার তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসটিকে সুয়ূতী আলী হতে ইবনু আদী ও ইবনুন নাজ্জারের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী এর সনদ সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

١٨٧٢. (احْذَرُوا كُلَّ مُسْكِرٍ، فإِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)

১৮৭২। তোমরা প্রত্যেক মাতালকারী (বস্তু) হতে বেঁচে থাক। কারণ প্রতিটি মাতালকারী বস্তু হারাম।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আসাকির (৮/৪২/১) শু'য়াইব ইবনু রুযায়েক হতে, তিনি আতা খুরাসানী হতে, তিনি ইব্রাহীম নাখ'ঈ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু বুরাইদাহ্ আসলামী হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আতা হচ্ছেন ইবনু আবী মুসলিম আবূ উসমান খুরাসানী। হাফিয ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন: তিনি সত্যবাদী বহু সন্দেহকারী, মুরসাল বর্ণনা করতেন এবং তাদলীস করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি আন্‌আন্‌ করে বর্ণনা করেছেন।

আর শু‘য়াইব ইবনু রুযায়েক হচ্ছেন শামী আবূ শাইবাহ্ মাকদেসী। হাফিয ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন: তিনি সত্যবাদী, ভুলকারী।

হাদীসটিকে “আলজামে‘উল কাবীর” গ্রন্থে (৯৩/৬৭৫) ত্ববারানীর “আলআওসাত” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতেও উল্লেখ করা হয়েছে। “ফাতহুল কাবীর” গ্রন্থে এরূপই এসেছে। কিন্তু অনুসন্ধান করার পর তাতে এটিকে দেখছি না।

উল্লেখ্য হাদীসটির দ্বিতীয় অংশ ‘প্রতিটি মাতালকারী বস্তু হারাম’ সহীহ্। বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। “আলইরওয়াউল গালীল” (২৩৭৩) প্রমুখ গ্রন্থে এর তাখরীজ করা হয়েছে।

١٨٧٣. (أَحْسِنُوا إِذَا وُلِّيتُمْ، واعْفُوا عَمَّا مَلَكْتُمْ).

১৮৭৩। তোমাদের উপর যদি দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তাহলে (অধীনস্থদের সাথে) তোমরা ভাল আচরণ করো আর তোমরা যাদের অধিকারী হয়েছ (তারা ত্রুটি করলে) তাদেরকে ক্ষমা করো।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে কাযা‘ঈ (১/৬০) ও দাইলামী (১/১/২৫) ইসমা‘ঈল ইবনু ইয়াহ্ইয়া হতে, তিনি মিস‘আর হতে, তিনি আতিয়্যাহ্ হতে, তিনি আবূ সা‘ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে ইসমা‘ঈল ইবনু ইয়াহইয়া। তিনি মিথ্যুক, জালকারী। আর আতিয়্যাহ্ হচ্ছেন আওফী, দুর্বল ও মুদাল্লিস বর্ণনাকারী।

সুয়ূতী হাদীসটিকে খারাইয়েতীর “মাকারিমুল আখলাক” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে আবূ সা‘ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। মানাবী বলেন: দাইলামী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, এর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

জানি না খারাইতির নিকট ইসমা‘ঈল ছাড়া অন্য কোন সূত্র রয়েছে নাকি তিনি তার ব্যাপারে অবগত হননি।

অনুবাদক: খারাইতির সনদেও ইসমা‘ঈল ইবনু ইয়াহ্ইয়া এবং আতিয়্যাহ্ আওফী উভয়েই রয়েছেন। অতএব হাদীসটি শুধুমাত্র দুর্বল নয় বরং বানোয়াট।

١٨٧٤. (مَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ التَّقْوَى ثُمَّ أَصَابَ فِيمَا بَيْنَ ذلِكَ ذَنْباً غَفَرَ اللهُ لَهُ).

১৮৭৪। যে সকাল করল এমতাবস্থায় যে তার ভাবনা হচ্ছে তাকওয়া কেন্দ্রিক। অতঃপর সে যদি এর মাঝে কোন গুনাহে জড়িয়ে পড়ে তাহলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইবনু আসাকির (১৫/৩২০/১) আবুল হুসাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল অহেদ ইবনু মুহাম্মাদ কাসাঈ ত্ববারী হতে, তিনি আবূ আব্দুল্লাহ্ হুসাইন ইবনু আহমাদ আসাদী ত্ববারী হতে, তিনি আবূ নু'য়াইম আব্দুল মালেক ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আদী ইসতারাবাযী হতে, তিনি আবুল হাসান আহমাদ ইবনুল হাসান ইবনু আবান মিসরী উবুল্লী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ্ আনসারী হতে, তিনি আবূ আমের ইবনু ইয়াসার বা'বাদান হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি এটিকে আবুল হুসামের জীবনীতে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

এ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে আহমাদ ইবনুল হাসান। ইবনু হিব্বান তার সম্পর্কে বলেন: তিনি বড় মিথ্যুক, দাজ্জাল, নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীস জালকারী।

দারাকুতনী বলেন: তারা আমাদেরকে তার থেকে হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, তিনি একজন বড় মিথ্যুক।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী "আলফায়েয" গ্রন্থে কিছু না বললেও তিনি "আত্তাইসীর" গ্রন্থে বলেছেন: দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: বাহ্যিক অবস্থা এই যে, তিনি হাদীসটির সেই সমস্যা সম্পর্কে অবগত হননি, যা জাল বলে হুকুম প্রদান করাকে অপরিহার্য করে।

١٨٧٥. (مَنْ أَصْبَحَ لَا يَنْوِيْ ظُلْمَ أَحَدٍ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا جَنَى).

১৮৭৫। যে এমতাবস্থায় সকাল করল যে, সে কারো উপর অত্যাচার করার নিয়্যাত করেনি। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সে যা অপরাধ করেছিল তা ক্ষমা করে দিবেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে আবূ হাফ্স কাত্তানী "জুযউ হাদীসিহি" গ্রন্থে (২/১৪২) আবূ নাস্র হাবশুন ইবনু মূসা খাল্লাল হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আইউব হতে, তিনি দাঊদ ইবনুল মুহাব্বার হতে, তিনি হাইয়্যাজ ইবনু বিসতাম হতে, তিনি ইসহাক ইবনু মুররাহ্ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনুল আ'রাবী তার "মু'জাম" গ্রন্থে (২/১৯১) আব্দুল্লাহ্ ইবনু আইউব হতে বর্ণনা করেছেন।

আর ইবনুল আ'রাবীর সূত্র হতে কাযা'ঈ (১/৩৬) হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন। আর খাতীব তার "তারীখ" গ্রন্থে (৩/৩২৫) মুহাম্মাদ ইবনু মুস'য়াব সূত্রে হাইয়্যাজ ইবনু বিসতাম হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি খুবই দুর্বল। ইসহাক ইবনু মুররাহ্ সম্পর্কে আবুল ফাত্হ আযদী বলেনঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস।

আর হাইয়্যাজ ইবনু বিসতামও মাতরূকুল হাদীস যেমনটি আহমাদ প্রমুখ বলেছেন।

তবে তার মুতাবা'য়াত করা হয়েছে। আযদী ওয়াইনাহ্ ইবনু আব্দুর রহমান সূত্রে ইসহাক ইবনু মুররাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু হাফিয ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে বলেনঃ ওয়াইনাহ্ খুবই দুর্বল।

١٨٧٦. (مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهُمُّ ظُلْمَ أَحَدٍ غُفِرَ لَهُ مَا اجْتَرَمَ).

১৮৭৬। যে এমতাবস্থায় সকাল করল যে, সে কারো উপর অত্যাচার করার চিন্তা করেনি। সে যা অন্যায় করেছিল তাকে তা ক্ষমা করে দেয়া হবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু আসাকির (১৫/২৪০/১) বাকিয়্যাহ্ ইবনুল অলীদ হতে, তিনি আম্মার ইবনু আব্দুল মালেক হতে, তিনি আবূ বিসতাম হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। এ আম্মার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেনঃ তিনি আজব আজব বস্তু নিয়ে এসেছেন। আযদী বলেনঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস।

আযদী তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আর বাকিয়্যাহ্ হচ্ছেন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী, তিনি আন্‌আন্ করে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন এবং কোন কোন কপিতে দুর্বল হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মানাবী "আলফায়েয" গ্রন্থে বলেছেন: তিনি হাসান হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। তবে তিনি তার "আততাইসীর" গ্রন্থে বলেছেন: এর সনদটি দুর্বল।

অতঃপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটিকে ইবনু আসাকির তার "তারীখ" গ্রন্থে ওয়াইনাহ্ ইবনু আব্দুর রহমান সূত্রে ইসহাক ইবনু মুররাহ্ হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি পূর্বের সূত্র ছাড়া অন্য একটি সূত্র। তবে এটিকে আযদী বর্ণনা করেছেন যেমনটি আমি পূর্বের হাদীসের আলোচনার সময় উল্লেখ করেছি। জানি না ইবনু আসাকির এ সূত্র হতেও বর্ণনা করেছেন নাকি মানাবী ভুল করেছেন?

١٨٧٧. (مَا صِيْدَ مِنْ صَيْدٍ، وَلاَ قُطِعَ مِنْ شَجَرٍ، إِلاَّ بِتَضْيِيْعِهِ التَّسْبِيْحَ).

১৮৭৭। শুধুমাত্র তাসবীহ্ পাঠ করাকে নষ্ট করার কারণেই কোন শিকার যোগ্য পশু শিকার করা হয় আর কোন বৃক্ষকে কাটা হয়।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে আবূ নু'য়াইম (৭/২৪০) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান কুশাইরী হতে, তিনি মিস'আর হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু আবূ সা'ঈদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

এ হাদীসটি গারীব, কুশাইরী এককভাবে এটিকে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি বড়ই মিথ্যুক। যেমনটি হাফিয যাহাবী প্রমুখ বলেছেন। তা সত্ত্বেও সয়ূতী হাদীসটিকে "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী তার সমালোচনা করেছেন হাফিয যাহাবীর উক্ত কথার দ্বারা। অতঃপর বলেছেন: এ থেকেই জানা যায় যে, লেখকের হাসান আখ্যা দেয়ার চিহ্ন সঠিক নয়।

আমি (আলবানী) বলছি: আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে তার একটি শাহেদ পেয়েছি। যেটিকে ইবনু আসাকির (৬/১৪৯/২) আবূ আলী হুসাইন ইবনু জাব্‌র ইবনু হাইওয়াহ্ ইবনু ই'য়ীশ হতে ইবনুল মুওয়াফফিক ইবনু

আবুন নু'মান তাঈ হিমসী হতে, তিনি আবুল কাসেম আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবুন নাক্কাশ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্দুল জাব্বার খাবাইরী হতে, তিনি হাকাম ইবনু আব্দুল্লাহ্ খুত্তাফ হতে, তিনি যুহ্রী হতে, তিনি আবূ অকেদ ইবনু হাবীব হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আবূ বাক্র (রাঃ)-এর নিকট বসেছিলাম এমতাবস্থায় একটি কাক নিয়ে আসা হলো। যখন তিনি তার ডানা দু'টোসহ তাকে দেখলেন, তখন আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন: ..., তিনি এটিকে মারফূ' হিসেবে উল্লেখ করেন।

এরপর ইবনু আসাকির বলেন: এ হাদীসটি মুনকার। হাকাম ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু খুত্তাফ আর খাবাইরী দুর্বল। আর তাদের দু'জনের পূর্বে দু'ব্যক্তিই মাজহূল (অপরিচিত)।

আমি (আলবানী) বলছি: ইবনু আসাকিরের পূর্বে কে খাবাইরীকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন পাচ্ছি না। বরং আবূ হাতিম বলেছেন: তার ব্যাপারে সমস্যা নেই। তিনি সত্যবাদী।

ইবনু অয্যাহ্ বলেন: আমি তার সাথে হিমসে মিলিত হয়েছি। তিনি নির্ভরযোগ্য নিরাপদ।

তাকে ইবনু হিব্বান "আসসিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যেমনটি "আত্তাহযীব" গ্রন্থে এসেছে।

আর হাকাম ইবনু আব্দুল্লাহ্ খুত্তাফের অবস্থা সম্পর্কে ইবনু আসাকির যা বলেছেন তার চেয়েও তিনি নিকৃষ্ট। তার সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন: তিনি বড়ই মিথ্যুক, মাতরূকুল হাদীস। তিনি যা বর্ণনা করেছেন তা বাতিল।

দারাকুতনী বলেন: তিনি হাদীস জাল করতেন।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলফাওয়া" গ্রন্থে (২/১২৬) অন্যান্য সমভাবার্থের হাদীসের সাথে উল্লেখ করে সবগুলোর ব্যাপারেই কোন কিছু বলা থেকে চুপ থেকেছেন। অথচ সেগুলোর কোনটিই সহীহ্ নয়।

١٨٧٨. (حَقُّ كَبِيرِ الإِخْوَةِ على صَغِيرِهِمْ كَحَقِّ الوَالِدِ على وَلَدِهِ).

১৮৭৮। বড় ভাইয়ের হক্ব তাদের ছোট ভাইয়ের উপর সেরূপ, যেরূপ পিতার হক্ব রয়েছে তার সন্তানের উপর।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (১/১২২) আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু মুশকান হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আইউব হতে, তিনি অলীদ ইবনু মুসলিম

হতে, তিনি আওযা'ঈ হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি হাদীসটিকে আহমাদের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন, যার কুনিয়্যাত হচ্ছে আবূ আম্র আলআবরাশ। তিনি (আবূ নু'য়াইম) বলেন: তিনি ৩৩৩ হিজরীর জুমাদাল আখেরাহ্ মাসে মারা যান। তিনি মর্যাদাসম্পন্ন সাহিত্যিক ছিলেন, হাদীস সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখতেন।

আমি (আলবানী) বলছি: মুহাম্মাদ ইবনু মুশকানকে আমি চিনি না।

আর আব্দুর রহমান ইবনু আইউব হচ্ছেন সম্ভবত সাকূনী যিনি আত্তাফ ইবনু খালেদ হতে বর্ণনা করেছেন। হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল।

আর নির্ভরযোগ্য দাঊদ ইবনু রাশীদ তার বিরোধিতা করেছেন। তিনি অলীদ ইবনু মুসলিম হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুস সায়েব বিক্রী হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু আম্র ইবনু সা'ঈদ ইবনুল 'আস হতে শুনেছেন, তিনি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি মুরসাল। মুহাম্মাদ ইবনুস সায়েব বিকরীকে আমি চিনি না। আমি আশঙ্কা করছি যে, বিকরী শব্দকে কালবী শব্দ হতে পরিবর্তন করা হয়েছে। কারণ মুহাম্মাদ ইবনুস সায়েব কালবী এ স্তরের বর্ণনাকারী। তিনি যদি হন তাহলে তিনি মিথ্যুক।

অতঃপর আমি আবূ দাঊদের "মারাসীল" গ্রন্থ (ক্বাফ ১/২৫) অনুসন্ধান করেছি। আমি দেখেছি হাদীসটির সনদের প্রথম অংশ পড়ে গেছে। অবশিষ্ট রয়ের পিতা সায়েব আন্নুকরীকে চেনা যায় না।

আর হাফিয ইবনু হাজার "আত্ তাহ্যীব" গ্রন্থে তাকে সমর্থন করেছেন। আর "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে স্পষ্ট করেই বলেছেন: তিনি মাজহূল।

এবং তিনি তার দু'গ্রন্থের মধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তিনি হচ্ছেন আবূ দাঊদের "আলমারাসীল" গ্রন্থের বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর আমি মুহাম্মাদ ইবনুস সায়েব নুকরীর জীবনী "আলমীযান" গ্রন্থে অনুসন্ধান করেছি। তিনি তার সম্পর্কে বলেন: তিনি অলীদ ইবনু মুসলিমের ছোট শাইখ। আযদী বলেন: মুহাদ্দিসগণ তার সমালোচনা করেছেন। খাতীব বলেন: তিনিই হচ্ছেন কালবী। যিনি তাদের দু'জনকে দু'জন বানিয়েছেন তিনি ভুল করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: সম্ভবত তিনি ইবনু হিব্বানের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কারণ তিনি বিকরীকে "আসসিকাত" গ্রন্থে (৭/৪৩৫) উল্লেখ করেছেন আর কালবীকে "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আমি আলবানী আমার নতুন গ্রন্থ "তাইসীরুল ইনতিফা'" গ্রন্থে এ সম্পর্কে টীকা লিখেছি তা দেখুন।

হাদীসটি সম্পর্কে হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (২/১৯৫) বলেন:

এটিকে আবুশ শাইখ "কিতাবুস সাওয়াব'" গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন। আর আবূ দাউদ "আলমারাসীল" গ্রন্থে সা'ঈদ ইবনু আম্র ইবনুল আসের বর্ণনা হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে লেখক মওসূল হিসেবে সা'ঈদ ইবনু আম্র ইবনু সা'ঈদ ইবনুল আস হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা সা'ঈদ ইবনুল আস হতে বর্ণনা করেছেন। তার সনদটি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: বাইহাক্বীও "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে- যেমনটি "মিশকাত" (৪৯৪৬) গ্রন্থে এসেছে- মওসূল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর আমি হাদীসটিকে "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে (২/৮৭-৮৮) দেখেছি যে, হাদীসটি আলোচিত বিকরী সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যিক অবস্থা এই যে, বাইহাক্বী তার সূত্রেই বর্ণনা করেছেন।

অনুবাদকঃ উল্লেখ্য বাইহাক্বীর উল্লেখিত গ্রন্থে উক্ত নুকরীকেই উল্লেখ করা হয়েছে যার মাজহূল হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

١٨٧٩. (اَحْرِمُوْا أَنْفُسَكُمْ طِيْبَ الطَّعَامِ، فَإِنَّمَا قَوَّى الشَّيْطَانَ أَنْ يَّجْرِيَ فِي الْعُرُوْقِ بِهَا).

১৮৭৯। তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ভাল খাবার হতে বঞ্চিত কর। কারণ তা শয়তানকে তোমাদের রগে রগে চলতে শক্তি যোগায়।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আবুল হাসান কাযবীনী "আলআমালী" গ্রন্থে (২২/৭/১) বানূ হাশেমের দাস আযহার ইবনু জামীল হতে, তিনি বাযী' আবুল খালীল খাফ্ফাফ হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়াহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনুয যাইয়্যাত তার "হাদীস" গ্রন্থে (১/২) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাফেযগণের কেউ "আলআমালী" গ্রন্থের এক কপির টীকাতে লিখেছেন: এ হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী "আলমাওযূ'য়াত" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: এ হাদীসটির ব্যাপারে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী হচ্ছেন বাযী আবুল খালীল আর সুয়ূতী "আললাআলী" গ্রন্থে (২/৩২০, ২/২০৯) তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অতঃপর ইবনু ইরাকও "তানযীহুশ শারী'য়াহ্" গ্রন্থে (২/২৪০) ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

সুয়ূতী হাদীসটিকে তার দু'জামে' গ্রন্থে উল্লেখ না করে ভাল করেছেন। কারণ এটি কুরআনের বিরোধী হওয়ার কারণে সুস্পষ্টভাবে বাতিল।

١٨٨٠. (أَحْسِنُوْا إِلَى الْمَاعِزَةِ، وَامْسَحُوْا عَنْهَا الرُّغَامَ، فَإِنَّهَا دَابَّةٌ مِـــنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ).

১৮৮০। তোমরা ছাগলের প্রতি সদাচরণ কর। তার থেকে মাটিকে মুছে দাও। কারণ সে জান্নাতী চতুস্পদ জন্তুগুলোর একটি জন্তু।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনুস সাম্মাক "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (৯/২১১/২) সা'ঈদ ইবনু মুহাম্মাদ যুহ্‌রী হতে, তিনি যুহ্‌রী হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: ইবনু আবী হাতেম (২/১/৫৮) এ সা'ঈদের জীবনী আলোচনা করে তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন: তিনি প্রসিদ্ধ নন আর তার হাদীস সঠিক। তিনি মাত্র একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির দ্বিতীয় অংশ থেকে শেষ পর্যন্ত অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যেগুলোর দ্বারা সে অংশের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে সেটাকে "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (১১২৮) তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছি।

এছাড়া দেখুন "সহীহ্ জামে'উস সাগীর" (৩৭৮৯, ৪০৭৩, ৪১৮২) অর্থাৎ প্রথম অংশ সহকারে হাদীসটি দুর্বল।

١٨٨١. (أَحْسِنُوا الأَصْوَاتَ بِالْقُرْآنِ).

১৮৮১। তোমরা কুরআনের (তিলাওয়াতের) ব্যাপারে আওয়াযকে সুন্দর কর।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১৭০/২) নু'য়াইম ইবনু হাম্মাদ হতে, তিনি আবদাহ্ ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি সা'ঈদ আবূ সা'দ বাক্কাল হতে, তিনি যহ্হাক হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ যহ্হাক হচ্ছেন ইবনু মুযাহিম। তিনি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে শ্রবণ করেননি।

আর সা'ঈদ হচ্ছেন ইবনু মারযুবান আবাসী। তিনি দুর্বল, মুদাল্লিস।

আর নু'য়াইম ইবনু হাম্মাদ দুর্বল মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

এ খুবই দুর্বল সনদের হাদীস থেকে আমাদেরকে নিরাপদে রাখতে পারে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিম্নোক্ত বাণী:

"তোমরা কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর তোমাদের শব্দসমূহের দ্বারা।"

দেখুন "সহীহ্ জামে'উস সাগীর" (৩৫৭৪, ৩৫৭৫)।

১৮৮২. (أَحْسَنُ النَّاسِ قِرَاءَةً مَنْ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ يَتَحَزَّنُ بِهِ).

১৮৮২। তিলাওয়াতের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছে সেই যে কুরআন পাঠ করে তাকে নিয়ে চিন্তিত হয় (আল্লাহ্) ভীতি সহকারে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ত্ববারানী (৩/১০১/১) ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে, তিনি আম্র ইবনু দীনার হতে, তিনি তাউস হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ ইবনু লাহী'য়াহ্ মন্দ হেফযের অধিকারী।

১৮৮৩. (مَنْ أَعْيَتْهُ الْمَكَاسِبُ فَعَلَيْهِ بِتِجَارَةِ الأَنْبِيَاءِ - يَعْنِي الْغَنَمَ - إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ (كَذَاالأَصْلُ)، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَقْبَلَتْ)

১৮৮৩। যাকে উপার্জন করা পরিশ্রান্ত করে ফেলে তার উচিত হচ্ছে নাবীগণের ব্যবসা ধারণ করা অর্থাৎ ছাগল। কারণ সে যখন আসা শুরু করে তখন আসতেই থাকে এবং যখন পেছু টান দেয় তখনও আসতে থাকে।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইবনু আসাকির (১৭/১৫৬/১-২) ইসহাক ইবনু বিশ্‌র হতে, তিনি মুকাতিল হতে, তিনি যহ্‌হাক হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। কারণ মুকাতিল হচ্ছেন ইবনু সুলাইমান বালখী আলমুফাসসির, তিনি এবং ইসহাক ইবনু বিশ্‌র তারা উভয়েই মিথ্যুক। তাদের দু'জনের একজনই এ হাদীসের সমস্যা।

আর যহ্‌হাক ইবনু মুযাহিম আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে শ্রবণ করেননি।

١٨٨٤. (مَنْ أَعْيَتْهُ الْمَكَاسِبُ فَعَلَيْهِ بِمِصْرَ، وَعَلَيْهِ بِالْجَانِبِ الْغَرْبِيِّ مِنْهَا).

১৮৮৪। যাকে উপার্জন করা পরিশ্রান্ত করে ফেলে তার উচিত মিসরকে ধারণ করা এবং তার উচিত হচ্ছে তার পশ্চিম দিক ধারণ করা।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আসাকির (১৭/১১২/১) সুলাইম ইবনু মানসূর হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে, তিনি আবূ কাবীল হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্‌র (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: ধারাবাহিক দুর্বল বর্ণনাকারীর দ্বারা সনদটি দুর্বল:

১। ইবনু লাহী'য়াহ্ মন্দ হেফযের অধিকারী।

২। মানসূর হচ্ছেন ইবনু আম্মার অয়েয। হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে তার জীবনীর শেষে বহু সমালোচনাকারীদের মন্তব্য উল্লেখ করার পর বলেন: ইবনু আদী তার কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যেগুলো প্রমাণ করে যে, তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

৩। সুলাইম ইবনু মানসূরকে হাফিয যাহাবী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: কোন কোন বাগদাদী তার সমালোচনা করেছেন।

হাদীসটিকে মানাবী "আত্‌তাইসীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: এর সনদটি দুর্বল। যদিও অন্য গ্রন্থে সনদের ব্যাপারে কোন কিছুই বলেননি।

١٨٨٥. (الْجَنَّةُ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ).

১৮৮৫। জান্নাতে একশতটি স্তর রয়েছে। প্রতিটি স্তরের মাঝের দূরত্ব পাঁচশত বছরের দূরত্বের সমান।

হাদীসটি এ ভাষায় মুনকার।

এটিকে ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৫৬৯৫) ও আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/৩০৫) ইয়াহ্ইয়া হাম্মানী সূত্রে শারীক হতে, মুহাম্মাদ ইবনু জুহাদাহ্ হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। শারীক হচ্ছেন ইবনু আব্দুল্লাহ্ কাযী, তার হেফযে ত্রুটি থাকার কারণে তিনি দুর্বল। আরেক বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া ইবনু আব্দুল হামীদ হামানী, তিনিও তার মতই।

তার ভাষারও বিরোধিতা করা হয়েছে। ইমাম আহমাদ (২/২৯২) ইয়াযীদ হতে, তিনি শারীক ইবনু আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি একশত বছরের কথা উল্লেখ করেছেন।

অনুরূপভাবে হাদীসটিকে তিরমিযী (৩/৩২৫) অন্য সূত্রে ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করে তিনি বলেছেন: হাদীসটি হাসান। অন্য কপিতে বৃদ্ধি করে বলেছেন: সহীহ্।

শারীকের হেফ্য্ ত্রুটিপূর্ণ এ অবস্থা হতে তার মন্তব্য বহু দূরবর্তী বিষয়। তবে এর শাহেদ এসেছে যেমনটি আসবে।

আলোচ্য হাদীসটিকে হাইসামী "আলমাজমা'" গ্রন্থে (১০/৪১৯) উল্লেখ করে বলেছেন: এটিকে ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর সনদে ইয়াহ্ইয়া ইবনু আব্দুল হামীদ হামানী রয়েছেন। তিনি দুর্বল।

সুয়ূতীও ত্ববারানীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন: লেখক থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কিংবা তাদের একজনও বর্ণনা করেননি। অথচ এটিকে ইমাম বুখারী, অনুরূপভাবে তিরমিযী ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন এবং বৃদ্ধি করে বলেছেন: ফিরদাউস হচ্ছে সেগুলোর সর্বোচ্চ স্তর, তার থেকেই জান্নাতের চারটি নদী প্রবাহিত হয়েছে। আর তার উপরেই হচ্ছে আরশ।

আমি (আলবানী) বলছি: মানাবী হতে এটা সন্দেহমূলকভাবে ঘটেছে। কারণ ইমাম বুখারী ও তিরমিযী হাদীসটিকে এ ভাষায় বর্ণনা করেননি। বরং তারা "দু'স্তরের মাঝের দূরত্ব আসমান ও যমীনের দূরত্বের ন্যায়" এ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এটা গেল এক ব্যাপার। আর হাদীসের মধ্যে উল্লেখিত 'পাঁচশত বছর' এটি দ্বিতীয় বিষয়। কারণ অন্য বর্ণনায় একশত বছরের কথা

উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটিই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। এ সম্পর্কে আমি "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (নং ৯২১, ৯২২) বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

١٨٨٦. (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ لَوْ أَنَّ الْعَالَمِيْنَ اجْتَمَعُوْا فِـي إِحْـدَاهُنَّ لَوَسِعَتْهُمْ).

১৮৮৬। জান্নাতে একশতটি স্তর রয়েছে। সারা জাহানের সবাই যদি সেগুলোর একটিতে একত্রিত হত তাহলে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত।

হাদীষটি দুর্বল।

এটিকে তিরমিযী (৩/৩২৬), আহমাদ (৩/২৯) ও ইবনু আসাকির (৬/২৯/১) ইবনু লাহী‘য়াহ্ সূত্রে দার্‌রাজ হতে, তিনি আবূ হাইসাম হতে, তিনি আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) হতে তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

হাদীসটিকে তিরমিযী দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেছেন: হাদীসটি গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি: ইবনু লাহী‘য়াহ্ ও দার্‌রাজ এরা উভয়েই দুর্বল। মানাবী তার দু'টি ব্যাখ্যা গ্রন্থে হাদীসটিকে তার (তিরমিযী) থেকে নকল করেছেন যে, তিনি বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ এবং তিনি তা স্বীকার করেছেন।

এটা ডবল ভুল। কারণ এর সনদের অবস্থার সাথে তার কথা সাংঘর্ষিক এবং তিরমিযীর যত কপি রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে আমি অবগত হয়েছি সেগুলোরও বিরোধী। সেগুলোর মধ্যে একটি কপি হচ্ছে "তুহফাতুল আহওয়াযী"র কপি যেটা থেকে আমি উল্লেখ করেছি যে, তিনি বলেন: হাদীসটি গারীব। "মিশকাত" গ্রন্থেও (৫৬৩৩) এরূপই উল্লেখিত হয়েছে।

হাদীসটিকে গুমারী এ ভুলের দ্বারা ধোঁকায় পড়ে তার "কান্‌য" গ্রন্থে (৯৯২) উল্লেখ করেছেন। আর তিনি "আলমিরকাত" গ্রন্থে (৫/২৯৪) ইবনু হিব্বানের উদ্ধৃতিতে অন্য সূত্রে উল্লেখ করে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। এটি আরেক ভুল।

١٨٨٧. (لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ، أَوْ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ كُلَّ يَوْمٍ بِنِصْفِ صَاعٍ).

১৮৮৭। ব্যক্তি কর্তৃক স্বীয় সন্তানকে আদব শিক্ষা দেয়া, অথবা তোমাদের কোন একজন কর্তৃক স্বীয় সন্তানকে আদব শিক্ষা দেয়া তার জন্য বেশী উত্তম প্রতিদিন অর্ধ সা‘ করে সাদাকা করার চেয়ে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে তিরমিযী (২/১৩১), হাকিম ((৪/৪৬২), আহমাদ (৫/৯৬, ১০২), তার থেকে ত্ববারানী "আলমুনতাকা মিন হাদীস" গ্রন্থে (৪/৬/২) ও সাহ্মী "তারীখু জুরজান" গ্রন্থে (৩৫২-৩৫৩) বিভিন্ন সূত্রে নাসেহ্ আবূ আব্দুল্লাহ্ হতে, সাম্মাক ইবনু হারব হতে, তিনি জাবের ইবনু সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ...।

তিরমিযী বলেন:

হাদীসটি গারীব। নাসেহ্ ইবনু আলা কূফী, তিনি আহলেহাদীসগণের নিকট শক্তিশালী নন। আর হাদীসটিকে শুধুমাত্র এ সূত্রেই চেনা যায়।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আহমাদ হাদীসটির পরক্ষণেই বলেন: এ নাসেহের কারণে এটিকে আমার পিতা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। কারণ তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। তিনি আমাকে হাদীসটি "আন্নাওয়াদির" গ্রন্থে লিখিয়েছেন।

তিনি অন্যত্র বলেন:

আমার পিতা নাসেহ্ হতে শুধুমাত্র এ হাদীসটিই বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাকিম এ হাদীসের ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। আর হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন:

নাসেহ্ হালেক। আর তিনি "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেছেন:

ইবনু মা'ঈন প্রমুখ বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন। হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আবী হাতেম "আলইলাল" গ্রন্থে (২/২৪০-২৪১) উল্লেখ করে তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন: এ হাদীসটি মুনকার। নাসেহ্ হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

١٨٨٨. (مَنِ اغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ، وَهُوَ يَسْتَطِيعُ نَصْرَهُ، فَنَصَرَهُ، نَصَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ نَصْرَهُ، فَلَمْ يَنْصُرْهُ، أَدْرَكَهُ اللهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ).

১৮৮৮। যার নিকটে তার মুসলিম ভাইয়ের গীবাত করা হবে, এমতাবস্থায় যে সে তাকে সাহায্য করতে সক্ষম এবং সে তাকে সহযোগিতাও করল তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দুনিয়া এবং আখেরাতে সাহায্য করবেন। আর যদি সে তাকে সহযোগিতা করতে সক্ষম হয়ে তাকে সাহায্য না করে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দুনিয়া এবং আখেরাতে ধরবেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু ওয়াহাব "আলজামে‘" গ্রন্থে (পৃ ৬৮) হারেস ইবনু নাবহান হতে, তিনি আবান হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ আবান হচ্ছেন ইবনু আবী আইয়্যাশ, তিনি মাতরূক। অনুরূপভাবে হারেস ইবনু নাবহানও মাতরূক।

কিন্তু হারেসের মুতাবা‘য়াত করা হয়েছে। এটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া "আস্‌সম্‌ত" গ্রন্থে (২/৫/১), ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ২৫/১, ২) ও বাগাবী "শারহুস সুন্নাহ্" গ্রন্থে (৩/৪৪১) অন্যান্য সূত্রে আবান হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবিদ দুনিয়া আবান আর আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু)-এর মাঝে ‘আলা ইবনু আনাসকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এটি ইবনু আদীর বর্ণনা, আর তিনি আবান সম্পর্কে বলেছেন:

দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে তার বিষয়টি স্পষ্ট। আশা করি তিনি যারা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলতেন তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। তবে তার কাছে গোলমেলে হয়ে যেত এবং তিনি ভুল করতেন। তিনি দুর্বল হওয়ার দিকেই নিকটবর্তী সত্যবাদিতার দিক চেয়ে।

١٨٨٩. (إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرْآةُ أَخِيهِ، فَإِنْ رَأَى بِهِ أَذًى، فَلْيُمِطْهُ عَنْهُ).

১৮৮৯। তোমাদের একেকজন তার ভাইয়ের জন্য আয়না স্বরূপ। অতএব তার মাঝে যদি কষ্টদায়ক কিছু দেখে তাহলে সে যেন তার থেকে তা মুছে ফেলে (দূর করে)।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক "আয্‌যুহ্‌দ" গ্রন্থে (৭৩০), তার থেকে তিরমিযী (১/৩৫১), ইবনু আবী শাইবাহ্ (৮/৫৮৪), সিমনানী "আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত" গ্রন্থে (২/১), আবুল হাসান হারবী "আলফাওয়াইদ মুনতাকাত" গ্রন্থে (৪/২/২) ও ইবনু আসাকির (১৪/২৮৪/১, ১৮/৮২/২) ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন:

ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু ওবাইদুল্লাকে শু‘বা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। এ অধ্যায়ে আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) হতেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: ইয়াহ্ইয়া মাতরূক। হাকিম কঠোর ভাষায় তাকে জাল করার দোষে দোষী করেছেন। যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

তার সূত্রেই ইবনু মানী' নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

"মুসলিম হচ্ছে মুসলিমের আয়না স্বরূপ। যদি তার মাঝে কোন কিছু (ত্রুটি) দেখে তাহলে সে যেন তাকে ধরিয়ে দেয়।" "আলফাইয" গ্রন্থে এরূপই এসেছে।

এটিকে ইবনু ওয়াহাব "আলজামে'" গ্রন্থে (পৃ ৩০) আর তার থেকে বুখারী "আলমুফরাদ" গ্রন্থে (২৩৮) অন্য সূত্রে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মওকূফ হিসেবে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

"মু'মিন হচ্ছে মু'মিনের জন্য আয়না স্বরূপ, অতএব সে যদি তার মধ্যে কোন দোষ দেখে তাহলে তাকে যেন সংশোধন করে দেয়।"

সুলাইমান ইবনু রাশেদ ছাড়া এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, আর তার অবস্থা অস্পষ্ট। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন। তবে মারফূ'র চেয়ে এটির অবস্থা বেশী ভালো।

সতর্কবাণী:

তাদের কোন কোন ব্যক্তি হতে এ হাদীসের ব্যাপারে মারাত্মক ভুল সংঘটিত হয়েছে। যেমন "সুনানুত তিরমিযী" (৬/১৭৫)এর টীকা লেখক বলেছেন:

এটিকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম এ ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَنْهُ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ.

"মু'মিন হচ্ছে মু'মিনের জন্য আয়না স্বরূপ, মু'মিন হচ্ছে মু'মিনের ভাই, সে তার থেকে তার নষ্ট হয়ে যাওয়াকে রক্ষা করে এবং সে তাকে তার পেছনে থেকে হেফাযাত করে।" অনুরূপভাবে আবূ দাঊদ ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তার এ কথায় দু'টি ধরার বিষয় রয়েছে, যে দু'টির একটি অন্যটির চেয়ে বেশী মন্দ:

১। ইমাম মুসলিমের উদ্ধৃতি দেয়াটা ভুল।

২। আর ইমাম বুখারীর উদ্ধৃতি দেয়াটা সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে যে তিনি এটিকে তার "সহীহ্" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আসলে তা নয়। তিনি এটিকে "আলআদাবুল মুফরাদ" গ্রন্থে (২৩৯) বর্ণনা করেছেন। যার সনদটি হাসান। আমি এটিকে "সহীহাহ্" গ্রন্থে (৯২৬) তাখরীজ করেছি।

١٨٩٠. (مَنْ رَابَطَ فُوَاقَ نَاقَةٍ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ).

১৮৯০। যে ব্যক্তি একবার উট দোহনের সমপরিমাণ সময়, অথবা দু'বার দুধ দোহনের মাঝের সময়ের সমপরিমাণ (আল্লাহর পথে) জড়িত থাকবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নামের আগুনের উপর হারাম করে দিবেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ওকাইলী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (১৬৫) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আবূ বাক্র জুদ'আনী হতে, তিনি সুলাইমান ইবনু মিরকা' জুন্দা'ঈ হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি আয়েশ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ওকাইলী) বলেন:

হাদীসটি মুনকার। এর মুতাবা'য়াত করা হয়নি এবং হাদীসটিকে একমাত্র তার (ইবনু মিরকা'র) মাধ্যমেই চেনা যায়।

তার সম্পর্কে তিনি বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস। তার হাদীসের মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

আর জুদ'আনী মাতরূকুল হাদীস।

হাদীসটির আরেকটি সূত্র রয়েছে। এটিকে সে সূত্রেও ওকাইলী, খাতীব (৭/২০৩), আবূ হায্ম ইবনু ই'য়াকূব হাম্বালী "আলফারুসিয়াহ্" গ্রন্থে (১/৮/১) মুহাম্মাদ ইবনু হুমায়েদ রাযী হতে, তিনি আনাস ইবনুল আব্দুল হামীদ হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়াহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ওকাইলী বলেন: এ হাদীসটি মুনকার। এটি ছাড়াও তার এরূপ আরো হাদীস দেখেছি। ইবনু হুমায়েদ যদি তার থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যব্ত করতেন, কারণ তিনি সেই ব্যক্তি নন যার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায়।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি তার কথার দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, তিনি যব্তকারী নন। তিনি সেরূপই যেরূপ ওকাইলী বলেছেন। "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে: তিনি দুর্বল হাফেয।

আমি (আলবানী) বলছি: বরং তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী, তাকে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন:

আবূ যুর'আহ্ বলেন: তিনি বড়ই মিথ্যুক। সালেহ্ বলেন: তার এবং শাযকূনীর চেয়ে স্পষ্টবাদী মিথ্যুক আর দেখিনি।

এরূপ একটি হাদীস (নং ৬২৬) আলোচিত হয়েছে।

١٨٩١. (مَنْ حَمَلَ جَوَانِبَ السَّرِيْرِ الأَرْبَعِ كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ أَرْبَعِيْنَ كَبِيْرَةً).

১৮৯১। যে ব্যক্তি খাটলির চার পার্শ্ব বহন করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার থেকে চল্লিশটি গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২৮৭) ও ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে (১/৭৯) মুহাম্মাদ ইবনু উকবাহ্ সাদূসী সূত্রে 'আলী ইবনু আবূ সারাহ্ হতে, তিনি বুনানী হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন: আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে একমাত্র এ সনদেই হাদীসটিকে বর্ণনা করা হয়েছে, 'আলী এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি খুবই দুর্বল।

ইমাম বুখারী বলেন: তার হাদীসের মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

আবূ দাউদ বলেন: তার হাদীসকে তারা (মুহাদ্দিসগণ) পরিত্যাগ করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: তার বর্ণনায় মুনকারগুলোর আধিক্যতা পেয়ে যাওয়ায় তাকে ত্যাগ করারই সে উপযুক্ত হয়ে যায়।

হাফিয যাহাবী এ হাদীসটিকে তার মুনকার হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আর মুহাম্মাদ ইবনু উকবাহ্ সাদূসী সত্যবাদী, তবে তিনি বহু ভুলকারী।

আমি (আলবানী) বলছি: তবে তার মুতাবা'য়াত করা হয়েছে। এটিকে আবূ ই'য়ালা (২/৮৮৩) ও ইবনু হিব্বান "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (২/১০৪) দু'টি সূত্রে 'আলী ইবনু সারাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। ইনিই সমস্যা। তার আরেকটি হাদীস (৫১৮৬ নম্বরে) আসবে।

হাদীসটির আরেকটি সূত্র এবং একটি শাহেদ রয়েছে। সূত্রটিতে আযদী তার সনদে ইব্রাহীম ইবনু আব্দুল্লাহ্ কূফী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু কায়েস হতে, তিনি হুমায়েদ ত্বীল হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। এটিকে ইবনুল জাওযী তার "আলমাওযূ'য়াত" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন:

এটির কোন ভিত্তি নেই। ইব্রাহীম ও তার শাইখ তারা উভয়েই বড় মিথ্যুক।

সুয়ূতী "আললাআলী" গ্রন্থে (২/৪০৫), অতঃপর ইবনু ইরাক্ব (২/৩৮৬) প্রথম সূত্রটির দ্বারা ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এর কোন যৌক্তিকতা নেই, সেটি খুবই দুর্বল হওয়ার কারণে।

আর শাহেদটিকে ইবনু আসাকির (৮/৫২১/১) তাম্মামের সূত্রে আবুল কাসেম ফায্ল ইবনু জা'ফার তামীমী হতে, তিনি আবূ কুসাই ইসমা'ঈল ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক উযরী হতে, তিনি তার পিতা ও তার চাচা হতে, তারা দু'জন মা'রূফ খাইয়্যাত হতে, তিনি অসেলাহ্ ইবনুল আসকা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন। মা'রূফ খাইয়্যাত ছাড়া অসেলাহ্ এবং তাম্মামের মাঝের বর্ণনাকারীগণের কাউকেই আমি চিনি না। আর তিনিও দুর্বল হিসেবে পরিচিত।

আবূ হাতিম বলেন: তিনি শক্তিশালী নন। আর ইবনু আদী বলেন: তার হাদীসগুলো খুবই মুনকার। তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশেরই মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

আবূ কুসাই এর চাচার নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইসহাক। তার জীবনীতে হাদীসটিকে ইবনু আসাকির উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

আর ফায্ল ইবনু জা'ফার তামীমী; হতে পারে তিনি আবুল হুসাইন আহমাদের ভাই আবুল কাসেম ইবনু আবুল মুনাদী। তিনিই যদি হন তাহলে খাতীব (১২/৩৭৪) তার জীবনী উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি তাকে তামীমী হিসেবে উল্লেখ করেননি, এবং তিনি তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

١٨٩٢. (أَنْزِلِ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَأَحْسِنْ أَدَبَهُمْ عَلَى الأَخْلاَقِ الْفَاضِلَةِ).

১৮৯২। ভাল আর মন্দের দৃষ্টিকোণ থেকে তুমি লোকদেরকে তাদের স্বস্ব মর্যাদা প্রদান কর। তাদেরকে ভালোভাবে উত্তম চরিত্রের উপর শিষ্টাচার শিখাও।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে খারায়েতী "মাকারিমুল আখলাক্ব" গ্রন্থে (পৃ ৮) বাক্র ইবনু সুলাইমান আবূ মু'য়ায হতে, তিনি আবূ সুলাইমান ফিলিস্তীনী হতে, তিনি

ওবাদাহ্ ইবনু নুসায় হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু গানাম হতে, তিনি মু'য়ায ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দু'টি কারণে দুর্বল:

১। এ আবূ সুলাইমান সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন: ঘটনার ক্ষেত্রে তার এক দীর্ঘ মুনকার হাদীস রয়েছে।

২। আর বাক্‌র ইবনু সুলাইমানকে কে উল্লেখ করেছেন পাচ্ছি না।

১٨٩٣. (أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُوْرَةُ مَرْيَمَ فَسَمِّهَا مَرْيَمَ).

১৮৯৩। রাতে আমার উপর সূরা মারইয়াম নাযিল করা হয়েছে। অতএব তুমি তার নাম রাখ মারইয়াম।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে দূলাবী (১/৫৩) আবূ বাক্‌র ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবী মারইয়াম গাস্‌সানী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললাম: রাতে আমার একটি মেয়ে সন্তান হয়েছে। তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: ...।

তাকে আবূ মারইয়াম নামে ডাকা হতো।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আবূ বাক্‌র ইবনু আবী মারইয়াম দুর্বল, তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

١٨٩٤. (أَنْزِلُوْا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ).

১৮৯৪। তোমরা লোকদেরকে তাদের স্বস্ব মর্যাদা প্রদান কর।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আসাকির (১২/২০০/১) নূহ্ ইবনু কায়েস হতে, তিনি সালামাহ্ কিন্দী হতে, তিনি আসবাগ ইবনু নুবাতাহ্ হতে, তিনি 'আলী ইবনু আবী তালেব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: তার নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল: হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার নিকট আমার প্রয়োজন রয়েছে। আপনার নিকট উপস্থাপন করার পূর্বে আমি আল্লাহর নিকট তা উপস্থাপন করেছিলাম। আপনি যদি তা পূর্ণ করেন, তাহলে আল্লাহর প্রশংসা করব আর আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। আর আপনি যদি তা পূর্ণ না করেন তাহলে আল্লাহর প্রশংসা করব আর আপনার নিকট ওযর পেশ করব। ... তিনি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এর সনদটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী আসবাগ। কারণ তিনি মাতরূক, মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। আর সালামাহ্ কিন্দী সম্ভবত মাজহূল। তাকে (কিন্দীকে) ইবনু আবী হাতিম শুধুমাত্র এ নূহ্ ইবনু কায়েসের বর্ণনাতেই উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। আর ঘটনাটিতে বানোয়াট হওয়ার আলামত চমকাচ্ছে।

আর আলোচ্য হাদীসটিকে আবূ দাঊদ ও আবুশ শাইখ "আলআমসাল" গ্রন্থে (২৪১) আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার সনদটি এ সনদ থেকে উত্তম। কিন্তু তার মধ্যে তিনটি সমস্যা রয়েছে যেগুলোকে আমি "তাখরীজু মিশকাত" গ্রন্থে (৪৯৮৯) বর্ণনা করেছি। একটি হচ্ছে সনদে বিচ্ছিন্নতা। আর আবূ দাঊদ নিজেই এর দ্বারা সমস্যা বর্ণনা করেছেন। আর মুনযেরী তার "মুখতাসার" গ্রন্থে তার কথাকে শক্তিশালী করেছেন। আর সাখাবী কতিপয় শাহেদ উল্লেখ করে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। সেগুলোর মধ্যে একটি হাদীস পূর্বে উল্লেখিত মু'য়ায রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস। সেটি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও সেটির অর্থ এটি হতে ভিন্ন। আর হাকিম "উলূমুল হাদীস" গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। এ সন্দেহের কারণ হচ্ছে এই যে, মুসলিম তার সহীহ্ গ্রন্থের ভূমিকাতে মু'য়াল্লাক হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি এর দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

১৮৯৫. (الْمَرْءُ كَثِيرٌ بِأَخِيهِ).

১৮৯৫। ব্যক্তি তার ভাইয়ের সহযোগিতা ও সাহায্যের দ্বারা শক্তিশালী হয়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে কাযা'ঈ (২/৮/১) মুসাইয়্যাব ইবনু অযেহ্ হতে, তিনি সুলাইমান ইবনু আম্র নাখ'ঈ হতে, তিনি ইসহাক ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবূ ত্বলহা হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। কারণ মুসাইয়্যাব দুর্বল আর তার শাইখ নাখ'ঈকে একাধিক ব্যক্তি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেছেন। আর ইবনু আদী দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, ইসহাকের উপর তিনিই অন্য একটি হাদীস জাল করেছেন। যেটি সম্পর্কে আলোচনা আসবে নিম্নের ভাষায়: (الناس كأسنان المشط) মানুষ চিরুনীর দাঁতের মত।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে ইবনু আবিদ দুনিয়ার "আলইখওয়ান" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে উল্লেখ করেছেন।

আর মানাবী তার সনদের ব্যাপারে চুপ থেকে বলেছেন:

এটিকে দূলামী ও কাযা'ঈ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) আবূ বাক্র শাইরাজীর "আলআওয়ালীস সিহ্হাহ্" গ্রন্থে (২/২১১) সাহলের হাদীসটির সনদ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। হাদীসটিকে তিনি লাইসের কাতেব আবূ সালেহ্ সূত্রে হাসান ইবনু খালীল ইবনু মুররাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হাযেম হতে, তিনি সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি আবূ সালেহের কারণে দুর্বল। কারণ তার হেফযের দিক থেকে তিনি দুর্বল। আর খালীল ইবনু মুররাহ্ তার মতই বরং তার চেয়েও মন্দ বর্ণনাকারী। তিনি দুর্বল যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে। ইমাম বুখারী তার খুবই দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন তার এ বাণীর দ্বারা: তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

আর তার ছেলে হাসান ইবনু খালীল ইবনু মুররাকে কে উল্লেখ করেছেন পাচ্ছি না। হাফিয ইবনু হাজার তাকে তার পিতা খালীল হতে বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেননি। তার ভাই আলী ইবনু খালীলকে উল্লেখ করেছেন। আমি তার জীবনীও পাচ্ছি না।

١٨٩٦. (لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ بِالْخَطِّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَبِالْحَجَرِ، وَبِمَا وَجَدَ مِنْ شَيْءٍ مَعَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ شَيْءٌ).

১৮৯৬। তোমাদের কেউ যেন সলাতের মধ্যে তার সামনে দাগ দেয়ার দ্বারা, পাথর দ্বারা এবং যা কিছু পাবে তার দ্বারা সুতরাহ্ ব্যবহার করে। যদিও মু'মিনের সলাতকে কোন কিছুই ভঙ্গ করতে পারে না।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে ইবনু আসাকির (২/৩৯৫/১) হামযাহ্ ইবনু ইউসুফ সূত্রে আবূ আহমাদ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু গাতরীফ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ইসহাক ইবনু আবূ ইমরান ইসতারাবাযী হতে, তিনি হাইঊন ইবনুল মুবারাক বাসরী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ্ আনসারী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদের সকল বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য পরিচিত এ হাইউন ছাড়া। তাকে হাফিয যাহাবী এ হাদীসটির কারণেই উল্লেখ করে বলেছেন: হাইউন ছাড়া সকলে নির্ভরযোগ্য, আর হাদীসটি মুনকার।

সুতরাহ্ হিসেবে দাগ দেয়ার ব্যাপারে আরেকটি দুর্বল হাদীস "য'ঈফু আবী দাউদ" গ্রন্থে (১০৭-১০৮) তাখরীজ করেছি। এছাড়াও এ হাদীসের শেষাংশ কতিপয় সহীহ্ হাদীস বিরোধী। দেখুন "সহীহ্ জামে'উস সাগীর" (৭৯৮৪-৭৯৭৮)।

١٨٩٧. (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَعُمُدًا مِنْ يَاقُوْتَةٍ، عَلَيْهَا غُرَفٌ مِنْ زَبَرْجَدٍ، تَبُصُّ كَمَا يَبُصُّ الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ، قُلْنَا: مَنْ يَسْكُنُهَا ؟ قَالَ: الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْمُتَلاقُونَ فِي اللهِ، وَالْمُتَبَاذِلُونَ فِي اللَّهِ، أوكلمة نحوها).

১৮৯৭। জান্নাতে ইয়াকূতের এক স্তম্ভ (টাওয়ার) রয়েছে যার উপরে যাবারযাদের তৈরি ঘরসমূহ রয়েছে। তা আলো ছড়ায় যেভাবে আলোকিত গ্রহ আলো ছড়ায়। আমরা বললাম: কে তাতে বসবাস করবে? তিনি বললেন: আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াস্তে যারা পরস্পরকে ভালোবাসবে তারা, আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াস্তে যারা পরস্পরের সাথে মিলিত হবে তারা, আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াস্তে যারা পরস্পরকে সম্মান দেখাবে তারা। অথবা তিনি অনুরূপ ভাষা ব্যবহার করেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে হুসাইন মারওয়াযী ইবনুল মুবারাকের "যাওয়াইদুয যুহ্দ" গ্রন্থে (২/১২০), বায্যার (৩৫৯২) ও তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (৭৪/১/২) মুহাম্মাদ ইবনু আবূ হুমায়েদ হতে, তিনি মুসা ইবনু অরদান হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি ইবনু আবূ হুমায়েদের কারণে দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল।

তার শাইখ হাইসামী "আলমাজমা'" গ্রন্থে (১০/২৭৮) অনুরূপ কথাই বলেছেন এবং তিনি বায্যারের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

মুনযেরী "আত্তারগীব" গ্রন্থে (৪/৯৪) হাদীসটির দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

"মিশকাত" গ্রন্থে (৫০২৬) বাইহাক্বীর "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে তাই করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া "কিতাবুল ইখওয়ান" গ্রন্থে লাইস হতে, তিনি মূসা ইবনু অরদান হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম "আলইলাল" গ্রন্থে (২/১৩২) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেন:

আমি জানি না যে, মূসা ইবনু অরদান হতে লাইস বর্ণনা করেছেন। এটি ধারণা মাত্র। কারণ এ হাদীসটিকে মূসা ইবনু অরদান হতে মুহাম্মাদ ইবনু আবূ হুমায়েদ বর্ণনা করেছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ তার থেকে বর্ণনা করেছেন বলে জানি না।

١٨٩٨. (إنّ في الجَنّةِ نَهْراً يُقالُ لهُ: رَجَبٌ، ﴿مَاؤُهَ أشَدُّ بَياضاً مِـــنَ اللَّـــبَنِ وأحْلَى مِنَ العَسَلِ﴾، مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ يَوْماً وَاحِدًا، سَقاهُ اللهُ مِنْ ذلِكَ النَّهْرِ).

১৮৯৮। জান্নাতে একটি নদী আছে তাকে রজাব বলা হয়। তার পানি দুধের চেয়েও বেশী সাদা আর মধুর চেয়েও বেশী মিঠা। যে ব্যক্তি রজাব মাসে এক দিন সওম পালন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সে নদী হতে পান করাবেন।

হাদীসটি বাতিল।

এটিকে আবূ মুহাম্মাদ খাল্লাল "ফায্লু শাহ্রি রজাব" গ্রন্থে (১/১১), দাইলামী (১/২/২৮১) ও আসবাহানী "আত্তারগীব" গ্রন্থে (২২৪/১-২) মানসূর ইবনু ইয়াযীদ আসাদী হতে, তিনি মূসা ইবনু ইমরান হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বলতে শুনেছি: ...। তিনি মারফূ' হিসেবে হাদীসটিকে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল, মাজহূল। মূসা ইবনু ইমরানকে আমি চিনি না। দাইলামীর নিকট মূসা ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইয়াযীদ হিসেবে তাকে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর আরেক বর্ণনাকারী মানসূর ইবনু ইয়াযীদ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তাকে চেনা যায় না এবং হাদীসটি বাতিল ...।

অতঃপর তিনি তার সনদে মানসূর পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি বলেছেন: মূসা ইবনু আব্দুল্লাহ্ আনসারী।

হাফিয ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে তাকে সমর্থন করেছেন। তবে তিনি "তাবঈনুল আজাব" গ্রন্থে পৃ (৫-৭) বলেন: এর উপর বানোয়াটের হুকুম লাগানো যাচ্ছে না।

আমি (আলবানী) বলছি: সম্ভবত তা সনদের দিক দিয়ে। আল্লাহই বেশী ভাল জানেন।

১৮৯৯. (الدُّعاءُ جُنْدٌ مِنْ أَجْنادِ الله تبارك وتعالى، مُجَنَّدٌ يَرُدُّ القَضاءَ بَعْدَ أَنْ يُبْرَمَ).

১৮৯৯। দু'য়া হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সৈন্যদের এক সৈন্য। তাকে এমনভাবে নিযুক্ত করা হয়েছে যে, সে ফয়সালাকে (তাকদীরকে) পরিবর্তন করে তাকে নির্ধারিত করে দেয়ার পরে।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইবনু আসাকির (৭/২৬৪/১, ১৭/৩২৪/২) সালাম ইবনু ইয়াহ্ইয়া খাজরাবী হতে, তিনি নুমায়ের ইবনুল অলীদ ইবনু নুমায়ের ইবনু আউস আশ'য়ারী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন: এটি মুরসাল। নুমায়ের ইবনু আউসের নাবী (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি। তিনি একজন তাবে'ঈ, তিনি দেমাস্কের কাযী ছিলেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। এ নুমায়েরকে হাফিয যাহাবী তার দু'টি হাদীস উল্লেখ করে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেছেন। আর তিনি আবূ সা'দ মালীনীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন: নুমায়ের এ দু'টি হাদীস এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয যাহাবী বলেন: সে দু'টি বানোয়াট। আর আমি নুমায়েরকে চিনতে পারিনি। তবে তার পিতা এবং তার দাদা পরিচিত। ইঙ্গিত করা তার দু'টি হাদীস হচ্ছে:

(.. أكرموا الخبز) আর (اللهم متعنا بالإسلام والخبز..)।

আলোচ্য হাদীসটিকে আবুশ শাইখ ও দাইলামী আবূ মুসা আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: মানাবী তাদের দু'জনের সনদের ব্যাপারে কোন কথা বলেননি। না মুরসাল আর না মওসূল কোন ব্যাপারেই নয়। তবে বাহ্যিক অবস্থা এই যে, নুমায়েরের সূত্রটিও মওসূল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর আমার নিকট তখন বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যখন আমি হাদীসটিকে "মুসনাদুদ দাইলামী" গ্রন্থে (২/১৪৬) দেখলাম যে, আবুশ শাইখ সূত্রে নুমায়ের ইবনুল অলীদ হতে, তিনি তার দাদা হতে আর তিনি আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

١٩٠٠. (اَلْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللهِ، فَأَحَبُّ خَلْقِهِ إِلَيْهِ، أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ).

১৯০০। সৃষ্টির সবই আল্লাহর পরিবার। তাঁর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় সৃষ্টি হচ্ছে তাদের মধ্যে যে তার পরিবারের জন্য বেশী উপকারী।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করা হয়েছে।

১। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীস। ইউসুফ ইবনু আতিয়্যাহ্ সফ্ফার এটিকে সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া "কাযাউল হাওয়াইজ" গ্রন্থে (পৃ ৭৭), মুখলিস "আলমাজলিসুল আউয়াল মিনাল মাজালিসিস সাব'আহ্" গ্রন্থে (২/৪৮), সিলাফী "আত্তাউরিয়্যাত" গ্রন্থে (১/১১৫), অনুরূপভাবে বাইহাক্বী "আশ্শু'য়াব" গ্রন্থে, আবূ ই'য়ালা, বায্যার, ত্বাবারানী, হারেস ইবনু আবূ উসামাহ্ ও আসকারী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, যেমনটি "আলমাকাসিদুল হাসানাহ্" গ্রন্থে এসেছে।

বর্ণনাকারী এ ইউসুফ মাতরূক, যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন: তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ইজমা' হয়েছে ... তার মুনকারগুলোর মধ্যে ....। অতঃপর তিনি তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন। এটি সেগুলোর একটি।

২। আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস। মূসা ইবনু উমায়ের এটিকে হাকাম হতে, তিনি ইব্রাহীম হতে, তিনি আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৩২৪), আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (২/১০২, ৪/২৩৭), খাতীব "আত্তারীখ" গ্রন্থে (৬/৩৩৪), অনুরূপভাবে বাইহাক্বী "আশ্শু'য়াব" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেনঃ

হাকাম হতে মূসা ইবনু উমায়ের ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে জানি না। আর তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন নির্ভরযোগ্যগণ তার অধিকাংশের মুতাবা'য়াত করেননি।

আমি (আলবানী) বলছিঃ আবূ হাতিম বলেনঃ তিনি যাহেবুল হাদীস, মহা মিথ্যুক।

৩। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস। বিশ্র ইবনু রাফে' এটিকে ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে, তিনি আবূ সালামাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেনঃ

الخلق كلهم عيال الله، وتحت كنفه، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله

"সৃষ্টির সবাই আল্লাহর পরিবার এবং তাঁর হেফাযাতে। তাঁর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় সৃষ্টি হচ্ছে তাদের মধ্যে যে তার পরিবারের জন্য ভালো আচরণ করে।

এটিকে দাইলামী বর্ণনা করেছেন।

এ বিশ্র হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল, যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন।

আর হাফিয যাহাবী তাকে "আয্যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেনঃ তিনি দলীল নন।

হাদীসটির দ্বিতীয়াংশ নিম্নের বাক্যে সহীহ্ হিসেবে বর্ণিত হয়েছেঃ

" خير الناس أنفعهم للنـــاس " "লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি হচ্ছে সেই যে লোকদের জন্য বেশী উপকারী।" দেখুন "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (৪২৭)।

١٩٠١. (الحَسَدُ يأكُلُ الحَسَناتِ كما تأكُلُ النَّارُ الحَطَبَ، والصَّدَقَةُ تُطْفِيءُ الخطِيئَةَ كَمَا يُطْفِيءُ الْماءُ النَّارَ، والصَّلاَةُ نُورُ الْمُؤمِنِ، وَالصِّيامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ).

১৯০১। হিংসা সৎকর্মগুলোকে খেয়ে ফেলে যেমন আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে। সাদাকাহ্ ভুলকে নিভিয়ে (মোচন করে) ফেলে যেমন পানি

আগুনকে নিভিয়ে ফেলে। সলাত হচ্ছে মু'মিনের নূর। আর সওম হচ্ছে আগুন হতে রক্ষার ঢাল।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু মাজাহ্ (৪২১০), আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২/১৭৯), আলমুখাল্লেস "আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত" গ্রন্থে (১/২৪/১-২) ও আবূ তাহের আম্বারী "আলমাশীখাহ্" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১৩৮) মুহাম্মাদ ইবনু আবূ ফুদায়েক হতে, তিনি 'ঈসা ইবনু আবূ 'ঈসা হান্নাত হতে, তিনি আবুয যিনাদ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে হাদীসটিকে আবুল কাসেম ফায্ল ইবনু জা'ফার "নুসখাতু আবূ মুসহির..." গ্রন্থে (১/৬৩), ইবনু আখী মীমী "আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত" গ্রন্থে (২/৮২/২), কাযা'ঈ (ক্বাফ ২/১৯৪), খাতীব "আলমুওয়াযযেহ্" গ্রন্থে (১/৮৩-৮৪) ও ইবনু আসাকির "আত্তারীখ" গ্রন্থে (৯/৯০/১, ১০/৩২৩/২) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এ হান্নাত মাতরূক, যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

হাদীসটির প্রথম অংশটুকুকে কাযা'ঈ (১/৮৮) উমার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাফসাহ্ আবূ হাফ্স খাতীব হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু মু'য়ায ইবনু মুস্তামেলী হতে, তিনি কা'নাবী হতে, তিনি মালেক হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ উমার ইবনু মুহাম্মাদকে চেনা যায় না। তাকে হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করে কাযা'ঈর সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করা ছাড়া তার সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেননি। আর তিনি বলেছেন: হাদীসটি এ সনদে বাতিল।

হাফিয ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে তার এ কথাকে সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: মুহাম্মাদ ইবনু মু'য়ায ইবনু মুস্তামেলীকে আমি চিনি না। হতে পারে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু মু'য়ায ইবনু ফাহাদ শা'রানী আবূ বাক্র নাহাঅন্দী হাফেয। তিনি বলতেন যে, তিনি একদল কুদামীর সাথে মিলিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে কা'নাবী রয়েছেন। যদি এরূপ হয় তাহলে তিনি দুর্বল যেমনটি হাফিয যাহাবী বলেছেন।

তার একটি শাহেদ রয়েছে যেটিকে মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনু হুরাইকা বায্যার বর্ণনা করেছেন হাসান ইবনু মূসা আশইয়াব হতে, তিনি আবূ হিলাল হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনু শাযান আযজী "আলফাওয়াইদুল মুন্তাকাত" গ্রন্থে (১/১২৬/২) ও খাতীব "আত্তারীখ" গ্রন্থে (২/২২৭) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আবূ হিলালের নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইম রাসেবী। হাফিয বলেন: তিনি সত্যবাদী, তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

আর মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইনকে আমি চিনি না। তার জীবনীতে খাতীব হাদীসটিকে উল্লেখ করে সেখানে শুধুমাত্র এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তা সত্ত্বেও হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (১/৪৫) এ সনদটি হাসান আখ্যা দিয়েছেন আর ইবনু মাজার সনদটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীস হতে এর আরেকটি শাহেদ বর্ণিত হয়েছে। সেটি সম্মুখের হাদীসটি।

সাদাকাহ্ সম্পর্কিত বাক্যটি কতিপয় শাহেদের দ্বারা শক্তিশালী হয়ে যায়। দেখুন "আত্তারগীব" (২/২২)। সলাতের বাক্যটি (১৬৬০) নম্বরে আলোচিত হয়েছে। সওমের বাক্যটি জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর হাদীস হতে (সহীহ্ হিসেবে) সাব্যস্ত হয়েছে। দেখুন "আত্তারগীব" গ্রন্থ (২/৬০)।

١٩٠٢. (إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ).

১৯০২। তোমরা হিংসা থেকে তোমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। কারণ হিংসা সৎকর্মগুলোকে খেয়ে ফেলে যেমন আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আব্দু ইবনু হুমায়েদ "আলমুন্তাখাব মিনাল মুসনাদ" গ্রন্থে (১৫৩-১৫৪), বুখারী "আত্তারীখ" গ্রন্থে (১/১/২৭২), আবূ দাঊদ (২/৪৯০৩), ইবনু বিশরান "আলআমালী" গ্রন্থে (২/১৪৩, ১/১৮৩) ও আবূ বাক্র কালাবাযী "মিফতাহুল মা'য়ানী" গ্রন্থে (২/৩৭৬) ইব্রাহীম ইবনু আবী উসায়েদ হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন:

হাদীসটি সহীহ্ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি: ইব্রাহীমের দাদা ছাড়া অন্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তিনি মাজহূল, কারণ তার নাম নেয়া হয়নি।

١٩٠٣. (مَلْعُوْنٌ مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا أَوْ مَاكَرَهُ).

১৯০৩। যে কোন মুসলিমের ক্ষতি করবে অথবা তার সাথে কোন চক্রান্ত করবে সে অভিশপ্ত।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী (১/২৬৫) আম্বাসাহ্ ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি ফারকাদ সাবখী হতে, তিনি মুররাহ্ আত্তাইয়্যিব হতে, তিনি আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আর এটিকে তিরমিযী (১/৩৫২) আবূ সালামাহ্ কিন্দী সূত্রে ফারকাদ হতে বর্ণনা করে বলেছেন:

এটি গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি: এর সমস্যা হচ্ছে ফারকাদ। কারণ তিনি দুর্বল। নাসাঈ বলেন:

তিনি নির্ভরযোগ্য নন। বুখারী বলেন: তার হাদীসের মধ্যে মুনকার রয়েছে। যেমনটি "আলমীযান" গ্রন্থে এসেছে এবং তিনি (যাহাবী) তার মুনকারগুলোর মধ্যে এটিকে উল্লেখ করেছেন।

মানাবী আবূ সালামার দ্বারাও হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ইবনু মা'ঈন বলেন: তিনি কিছুই না। আর বুখারী বলেন: তাকে তারা (মুহাদ্দিসগণ) ত্যাগ করেছেন।

তার মুতাবা'য়াত করেছেন আম্বাসাহ্ যেমনটি দেখছেন। কিন্তু তিনি দুর্বল যেমনটি যাহাবী বলেছেন। ফারকাদ হতে হুম্মামও কিন্দীর মুতাবা'য়াত করেছেন।

এটিকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৩/৪৩) আব্দুল আযীয ইবনু আবান সূত্রে তার থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ ইবনু আবান মাতরূক। তাকে ইবনু মা'ঈন প্রমুখ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন।

অন্য ব্যক্তিও তার মুতাবা'য়াত করেছেন। এটিকে ইবনু আবী হাতেম "আলইলাল" গ্রন্থে (২/২৮৭) তার সনদে হাইসাম ইবনু জামীল হতে, তিনি উসমান ইবনু অকেদ হতে, তিনি ফারকাদ সাবখী হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবী হাতেম বলেন: আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি: যিনি বলেছেন: উসমান ইবনু অকেদ ভুল করেছেন। কারণ তিনি হচ্ছেন উসমান ইবনু মিকসাম বুররী। আর হাইসাম ইবনু জামীলের উসমান ইবনু অকেদের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি। আর উসমান ইবনু অকেদ ফারকাদ হতে শ্রবণ করেননি। তিনি বলেন: আর উসমান ইবনু মিকসাম বুররী হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

١٩٠٤. (أَوْحَى اللّٰهُ إِلَى مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَنْ اقْلِبْ مَدِينَةَ كَذَا وَكَذَا عَلَى أَهْلِهَا، قَالَ: فَقَالَ: يَا رَبِّ إِنَّ فِيهَا عَبْداً لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ، قَالَ: اقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ وَجْهُهُ لِي قَطُّ).

১৯০৪। আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের মধ্য থেকে এক ফেরেশতার নিকট অহী করেন যে, অমুক অমুক শহরকে তুমি তার অধিবাসীদের উপরে উল্টিয়ে দাও। তিনি (রসূল (ﷺ) বললেন: তখন সে বলল: হে আমার প্রতিপালক! সেখানে তো এক বান্দা রয়েছে যে এক পলকের জন্যও তোমার নাফারমানী করেনি। তখন আল্লাহ্ বললেন: তুমি শহরটিকে তার এবং তাদের উপর উল্টিয়ে দাও। কারণ তার চেহারা আমার জন্য এক মুহূর্তের জন্যও পরিবর্তিত হয়নি।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনুল আ'রাবী তার "মু'জাম" গ্রন্থে (১/১৯৯) ওবায়েদ ইবনু ইসহাক আত্তার হতে, তিনি আম্মার ইবনু সাইফ (তিনি সত্যবাদী শাইখ ছিলেন) হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি আবূ সুফইয়ান হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। আম্মার ইবনু সাইফকে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন:

দারাকুতনী প্রমুখ বলেন: তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদে তিনি সত্যবাদী শাইখ ছিলেন এ কথা উল্লেখিত হয়নি। এর কোনই মূল্য নেই। বাহ্যিক অবস্থা হতে বুঝা যায় যে, এটি তার থেকে বর্ণনাকারী ওবায়েদ ইবনু ইসহাক আত্তারের কথা। হাফিয যাহাবীও "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেছেন: তাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

١٩٠٥. (كَادَتِ النَّمِيْمَةُ أَنْ تَكُوْنَ سِحْراً، كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُوْنَ كُفْراً).

১৯০৫। চোগলখোরী জাদুর (ধোঁকার) নিকটবর্তী হয়েছিল। আর দরিদ্রতা কুফরীর নিকটবর্তী হয়েছিল।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে আফীফ ইবনু মুহাম্মাদ খাতীব “আলমানযূম অলমানসূর” গ্রন্থে (২/১৮৮) মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস কুরাশী হতে, তিনি মু'য়াল্লা ইবনুল ফায্ল আযদী হতে, তিনি সুফইয়ান ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি ইয়াযীদ রুকাশী হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে মুহাম্মাম ইবনু ইউনুস। তিনি হচ্ছেন কাদাইমী। তিনি জালকারী।

আর মু'য়াল্লা ইবনুল ফায্ল আযদী এবং ইয়াযীদ রুকাশী এরা উভয়েই দুর্বল।

এ সূত্রেই হাদীসটিকে ইবনু লাল আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যেমনটি “আলফায়েয” গ্রন্থে এসেছে।

তার থেকে হাদীসটির দ্বিতীয় অংশের অন্যান্য দুর্বল সূত্র রয়েছে। যার আলোচনা (৪০৮০) আসবে।

١٩٠٦. (مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اسْتِخَارَتُهُ اللهَ، وَمِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللهُ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللهِ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللهُ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ).

১৯০৬। আল্লাহর কাছে কল্যাণ প্রার্থনা (ইস্তিখারা) করা আদম সন্তানের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। আর আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা আদম সন্তানের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহর নিকট কল্যাণ প্রার্থনাকে ছেড়ে দেয়া দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এবং আল্লাহর ফয়সালায় অসন্তুষ্ট হওয়া আদম সন্তানের জন্য দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আহমাদ (১৪৪৪), তিরমিযী (৩/২০৩), হাকিম (১/৫১৮), ইবনু আসাকির (১৬/২৩২/১) মুহাম্মাদ ইবনু আবী হুমায়েদ সূত্রে ইসমা'ঈল ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ ইবনু আবী অক্কাস হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি

তার দাদা সা'দ ইবনু আবী অক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ্। আর হাফিয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তারা দু'জন সন্দেহমূলক কথা বলেছেন। যার সাক্ষ্য দিচ্ছে যাহাবীর নিজের কথা, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আবী হুমায়েদের জীবনীতে বলেছেন: তাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

তাকে ইমাম তিরমিযী দুর্বল আখ্যা দিয়ে হাদীসটির শেষে বলেছেন:

এ হাদীসটি গারীব, এটিকে একমাত্র মুহাম্মাদ ইবনু আবী হুমায়েদের হাদীস হতেই আমরা চিনি। তাকে হাম্মাদ ইবনু আবী হুমায়েদও বলা হয়। তিনি ইব্রাহীম মাদীনী। আহলেহাদীসগণের নিকট তিনি শক্তিশালী নন।

আর হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল।

এ থেকেই জানা যায় তিনি যে "আলফাত্হ" গ্রন্থে (১১/১৫৩) বলেছেন:

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন আর এর সনদটি হাসান। তার এ কথা ভালো নয়। বরং তিনি (ইবনু আবী হুমায়েদ) দুর্বল যেমনটি জেনেছেন।

মুনযেরী "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে (১/২৪৪) দুর্বল হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। কারণ তিনি হাকিম কর্তৃক সহীহ্ আখ্যাদানের সমালোচনা করেছেন। তবে তার এ কথা বিতর্কের উর্দ্ধেও নয়। কারণ তিনি ইবনু আবী হুমায়েদের অন্য একটি হাদীসের দ্বারা এ সনদকে স্পষ্টভাবে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন:

আদম সন্তানের সৌভাগ্য হচ্ছে তিনটি বস্তুতে আর দুর্ভাগ্য হচ্ছে তিনটি বস্তুতে ঃ সৎ নারীতে, ভাল বাড়ি এবং ভাল বাহনে রয়েছে আদম সন্তানের সৌভাগ্য। আর অসৎ নারী, মন্দ বাড়ি এবং মন্দ বাহনে রয়েছে আদম সন্তানের দুর্ভাগ্য।

এটিকে আহমাদ (১৪৪৫) ও হাকিম (২/১৪৪) পূর্বের হাদীসের সনদে বর্ণনা করেছেন আর এটিকেও হাকিম ও যাহাবী সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন।

এটি হচ্ছে তাদের দু'জনের সন্দেহমূলক কথা যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। মুনযেরী ও হাইসামীও এ হাদীসের ব্যাপারে সন্দেহে পড়েছেন।

হাঁ, হাদীসটির অন্য একটি সূত্র রয়েছে যেটি এর চেয়ে বেশী ভাল। সেটির ভাষা হচ্ছে:

"চারটি বস্তুতে সৌভাগ্য রয়েছে: সৎ নারী, প্রশস্ত বাসস্থান, সৎ প্রতিবেশী ও আরামদায়ক বাহন। আর দুর্ভাগ্য রয়েছে চারটি বস্তুতে ঃ মন্দ প্রতিবেশী, মন্দ নারী, মন্দ বাহন ও সংকীর্ণ বাসস্থান। এ হাদীসটি সহীহ্। দেখুন "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (২৮২)।

١٩٠٧. (مَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ بِمَعْذِرَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ).

১৯০৭। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের নিকট (ত্রুটির জন্য) ওযর পেশ করল কিন্তু সে তা কবূল করল না তা তার জন্য (যুলুম করে) ওশর আদায়কারীর গুনাহের ন্যায়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু মাজাহ্ (২/৪০১), আবূ হাতিম ও ইবনু হিব্বান "রাওযাতুল ওকালা" গ্রন্থে (১৫৯-১৬০) অকী' হতে, তিনি সাওরী হতে, তিনি ইবনু জুরায়েয হতে, তিনি আব্বাস ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু মীনা হতে, তিনি জূদান হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আবূ হাতিম বলেন: আমি আশঙ্কা করছি যে, ইবনু জুরায়েয এটিকে তাদলীস করেছেন। তিনি যদি আব্বাস ইবনু আব্দুর রহমান হতে শুনে থাকেন তাহলে হাদীসটি হাসান।

আমি (আলবানী) বলছি: কখনও নয়। কারণ এর সনদে অন্যান্য সমস্যা রয়েছে যেমনটি তা দেখবেন।

মুনযেরী (৩/২৯৩) বলেন:

এটিকে আবূ দাউদ "আলমারাসীল" গ্রন্থে ও ইবনু মাজাহ্ দু'টি ভালো সনদে বর্ণনা করেছেন।

এরূপ কথা ভাল নয় ইবনু জুরায়েয কর্তৃক তাদলীস সংঘটিত হওয়ার কারণে। তার কথা সন্দেহ সৃষ্টি করে যে হাদীসটির জাওদান হতে দু'টি সূত্র এবং দু'টি সনদ রয়েছে, অথচ বিষয়টি আসলে তা নয়। এ ছাড়াও আব্বাস ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু মীনা প্রসিদ্ধ নন। আর ইবনু হিব্বান ছাড়া তাকে কেউ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি। এ কারণে হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি মাকবূল।

আর জাওদানের রসূল (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি। আবূ হাতিম বলেন: জাওদান মাজহূল। তার সাক্ষাৎ ঘটেনি।

আর "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে:

তার সাক্ষাৎ ঘটার বিষয়টি বিতর্কিত। ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য তাবে'ঈগণের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

জাবের (রাঃ)-এর হাদীস হতে তার একটি শাহেদ এসেছে, সেটিকে ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে ইব্‌রাহীম ইবনু আ'উন রয়েছেন। তিনি দুর্বল যেমনটি "আলমাজমা'" গ্রন্থে (৮/৮১) এসেছে।

তার থেকে হাদীসটির আরেকটি সূত্র রয়েছে কিন্তু এর মধ্যে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী বর্ণনাকারী রয়েছে। সেটির আলোচনা (২০৩৯) হাদীসে আসবে।

এটিকে ইবনু আবী হাতিম "আলইলাল" গ্রন্থে (২/৩১৫-৩১৬) মওকূফ হিসেবে লাইসের কাতেব আবূ সালেহ্ হতে, তিনি লাইস হতে, তিনি সেই ব্যক্তি হতে যিনি তার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ যুবায়ের হতে, তিনি জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

মুনযেরী বলেন: একদল সহাবী হতে হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে। আর জাওদানের হাদীসটি বেশী শুদ্ধ। অথচ জাওদানের সাক্ষাতের ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। তাকে রসূল (ﷺ)এর সাথে মিলিত হওয়ার ব্যাপারে সম্পৃক্ত করা হয়নি।

١٩٠٨. (سَلُوا اللهَ حَوَائِجَكُمْ اَلْبَتَّةَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ).

১৯০৮। তোমরা আল্লাহর নিকট তোমাদের প্রয়োজনগুলো দৃঢ়তার সাথে সকালের সলাতে চাও।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে রুবিয়্যানী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২৫/১৪২/২) ইবনু ইসহাক (অর্থাৎ মুহাম্মাদ) হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু বুকায়ের হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওয়াহাব হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু আবী আইউব হতে, তিনি খালেদ ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি আবূ রাফে' হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। খালেদ ইবনু ইয়াযীদ ছাড়া বাকী সব বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য সহীহ্ বর্ণনাকারী। তাকে (খালেদকে) আমি চিনি না। হতে পারে "আলজারহ্" গ্রন্থে (১/২/৩৫৬) যাকে উল্লেখ করা হয়েছে তিনিই সে:

খালেদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মাওহেব আবূ আব্দুর রহমান, তিনি আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও মু'য়াবিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু সালেহ্ বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি যদি ইনিই হন, তাহলে তিনি মাজহূল।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে আবূ ই'য়ালার বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। মানাবী এর সনদের ব্যাপারে কোন কিছুই বলেননি। তিনি দাইলামীরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

১৯০৯. (الْمَجَالِسُ بِالأَمَانَةِ إِلاَّ ثَلاَثَةَ مَجَالِسَ: مَجْلِسٌ يُسْفَكُ فِيْهِ دَمٌ حَرَامٌ، وَمَجْلِسٌ يُسْتَحَلُّ فِيْهِ فَرْجٌ حَرَامٌ، وَمَجْلِسٌ يُسْتَحَلُّ فِيْهِ مَالٌ مِنْ غَيْرِ حَقٍّ).

১৯০৯। তিনটি মাজলিস ছাড়া (অন্যান্য) মাজলিসগুলো আমানাতের: একটি মাজলিস হচ্ছে সেটি যার মধ্যে হারাম রক্ত প্রবাহিত করা হয়, আরেকটি মাজলিস হচ্ছে সেটি যার মধ্যে হারাম গুপ্তাঙ্গকে বৈধ করা হয় আর আরেকটি মাজলিস হচ্ছে সেটি যার মধ্যে না-হক্ব পন্থায় সম্পদকে হালাল বানানো হয়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ দাঊদ (২/২৯৭), আহমাদ (৩/৩৪২ -৩৪৩) ও আবূ জা'ফার তূসী "আলআমালী" গ্রন্থে (৩৩) আব্দুল্লাহ্ ইবনু নাফে' হতে, তিনি ইবনু আবী যিইব হতে, তিনি ইবনু আখী জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আখী জাবের ছাড়া সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য, ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী। তাকে "আত্তাহযীব", "আলখুলাসাহ্", "আত্তাক্বরীব" এবং "আলমীযান" গ্রন্থে 'ইবনু আখী ফুলান' অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়নি।

হাদীসটি সম্পর্কে ইরাকী "আত্তাখরীজ" গ্রন্থে (২/১৫৭) বলেন:

এটিকে আবূ দাঊদ জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীস হতে, জাবেরের ভাইয়ের নাম না নেয়া ছেলের বর্ণনায় বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির সনদ দুর্বল জাবেরের ভাইয়ের ছেলে মাজহূল (অপরিচিত) হওয়ার কারণে। এ কারণে সুয়ূতী কর্তৃক হাসান চিহ্ন ব্যবহার করা ঠিক হয়নি। যদিও মানাবী "আত্তাইসীর" গ্রন্থে তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

হাদীসটির প্রথম বাক্যটি আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করা হয়েছে।

এটিকে ওকাইলী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (৯০), কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (২/১) ও খাতীব (১১/১৬৯) হুসাইন ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু যুমাইরাহ্ সূত্রে তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি আলী (রাযিয়াল্লাহু আ'নহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি খুবই দুর্বল বরং বানোয়াট।

এ হুসাইনকে মালেক মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

আবূ হাতিম বলেন: তিনি মাতরূকুল হাদীস, বড়ই মিথ্যুক।

ইমাম আহমাদ বলেন: তিনি কোন কিছুরই সমতুল্য নন।

ইবনু মা'ঈন বলেন: তিনি নির্ভযোগ্য নন এবং আমানাতদারও নন।

ইমাম বুখারী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস, দুর্বল।

আবূ যুর'য়াহ্ বলেন: তিনি কিছুই না, তার হাদীসকে প্রহার কর।

এরূপই "আলমীযান" গ্রন্থে এসেছে।

আর তার পিতা আব্দুল্লাহ্ ইবনু যুমাইরাহ্ ও তার দাদা, উভয়ের জীবনী আমি পাচ্ছি না।

তবে এ প্রথম বাক্যের একটি মুরসাল শাহেদ অন্য হাদীসের মধ্যে পাওয়া যায়। সেটি সম্পর্কে (৩২২৪) নম্বরে আলোচনা আসবে। এ কারণে আমি এটিকে "সহীহ্ জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে (৬৫৫৪) হাসান আখ্যা দিয়েছিলাম।

কিন্তু হাদীসটি অন্য একটি সনদে বর্ণিত হয়েছে। যার মধ্যে বর্ধিত অংশ রয়েছে:

মাজলিসগুলোর পরিচয় হচ্ছে আমানাতের দ্বারা। আর কোন মু'মিন কর্তৃক অন্য মু'মিনের বিপক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণ করা অবৈধ। অথবা তিনি বলেন: তার মু'মিন ভাই হতে মন্দ পন্থায় প্রতিশোধ গ্রহণ করা অবৈধ।

এটিকে খাতীব বাগদাদী (১৪/২৩) মুস'ইদাহ্ ইবনু সাদাকাহ্ আবাদী সূত্রে আবূ আব্দুল্লাহ্ জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা আলী (রাযিয়াল্লাহু আ'নহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি খুবই দুর্বল। মুস'ইদাহ্ ইবনু সাদাকাহ্ সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন: তিনি মাতরূক যেমনটি "আলমীযান" গ্রন্থে এসেছে। তিনি তার একটি হাদীস নিম্নের ভাষায়: " إذا كتبتم الحديث ... " "তোমরা যখন হাদীস লিখবে..." উল্লেখ করে বলেছেন: এটি বানোয়াট। এটি সম্পর্কে (১১৭৩) নম্বর হাদীসের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

١٩١٠. (لَا عَقلَ كَالتَّدْبِيرِ، وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ، وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ).

১৯১০। (জীবন ধারণ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে) তদবীর করার মত কোন বুদ্ধিমত্তা নেই, (হারাম থেকে) বিরত থাকার মত পরহেযগারিতা নেই আর (সৃষ্টির সাথে) উত্তম আচরণের মত মর্যাদাকর কিছুই নেই।

হাদীসটি দুর্বল।

আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), উকবাহ্ ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও আলী ইবনু আবী তালেব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীসটির দু'টি সূত্র রয়েছে:

প্রথম ঃ মাযী ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি আলী ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি আবূ ইদরীস খাওলানী হতে, তিনি আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

এটিকে ইবনু মাজাহ্ (২/৫৫৪) বর্ণনা করেছেন।

বুসয়রী "আয্যাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/২৬০) বলেন: এ সনদটি দুর্বল, বর্ণনাকারী মাযী ইবনু মুহাম্মাদ কাফেকী মিসরীর দুর্বল হওয়ার কারণে। এটিকে ইমাম আহমাদ তার "মুসনাদ" গ্রন্থেও আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আমি এটিকে "আলমুসনাদ" গ্রন্থে দেখছি না। আর সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে তার উদ্ধৃতিও দেননি।

আর বর্ণনাকারী আলী ইবনু সুলাইমান শামী মাজহূল (অপরিচিত) যেমনটি "আত্তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে।

দ্বিতীয় ঃ ইব্রাহীম ইবনু হিশাম ইবনু ইয়াহ্ইয়া ইবনু ইয়াহ্ইয়া গাস্সানী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি আবূ ইদরীস খাওলানী হতে, তিনি আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনু হিব্বান তার "সহীহ্" গ্রন্থে (৯৪), আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (১/১৬৬-১৬৮) বর্ণনা করেছেন। হাইসামী "আলমাওয়ারিদ" গ্রন্থে বলেন: ইব্রাহীম ইবনু হিশাম ইবনু ইয়াহ্ইয়া গাস্সানী সম্পর্কে আবূ হাতিম প্রমুখ বলেন: তিনি বড়ই মিথ্যুক।

তবে ইসমা‘ঈল ইবনু আবূ যিয়াদ তার মুতাবা‘য়াত করেছেন আবূ সুলাইমান ফিলিস্তীনী হতে, তিনি কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে খারাইতী "মাকারিমুল আখলাক্ব" গ্রন্থে (পৃ ৮) বর্ণনা করেছেন।

এ ইসমা‘ঈল হচ্ছে মাতরূক, তাকে তারা (মুহাদ্দিসগণ) মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

আর আবূ সুলাইমান ফিলিস্তীনী হচ্ছেন মাজহূল। আমার ধারণা তিনিই হচ্ছেন আলী ইবনু সুলাইমান যাকে প্রথম সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসঃ এটিকে আবূ হাজেব যরীর বর্ণনা করেছেন মালেক ইবনু আনাস হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আসলাম হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ‘ হিসেবে।

এটিকে আবুল হুসাইন আবনূসী "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/১৯), আবূ নু‘য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৬/৩৪৩) ও দামেগানী "আলআহাদীস অল আখবার" গ্রন্থে (১/১০৮-১০৯) বর্ণনা করে বলেছেন: এ আবূ হাজেব হচ্ছেন: সাখ্‌র ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাজেবী।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি বড়ই মিথ্যুক যেমনটি ইবনু তাহের বলেছেন।

হাকিম বলেন: তিনি মালেক প্রমুখ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হতে কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

দারাকুতনী বলেন: তিনি মালেক ও তার ন্যায় নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীস জালকারী।

ইবনু আদী বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বাতিল হাদীস বর্ণনাকারী। এ হাদীসটি সেগুলোর একটি।

আবূ নু‘য়াইম উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মালেক হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৩। উকবাহ্ ইবনু আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসঃ শাফে‘ ইবনু নাফে‘ এটিকে মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ মারওয়াযী হতে, তিনি আবূ আম্‌র মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ হাজী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু লাহী‘য়াহ্ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবী হাবীব হতে, তিনি উকবাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে মুহাম্মাদ ইবনু হামযাহ্ ফাকীহ্ তার "আহাদীস" গ্রন্থে (১/২১৪) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ ইবনু লাহী'য়ার হেফযে ত্রুটি রয়েছে। আর তার নিচের বর্ণনাকারীদের জীবনী পাচ্ছি না।

হতে পারে সনদের মধ্যে উলটপালটমূলক কিছু ঘটেছে।

আর আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসের সনদের মধ্যে বড় মিথ্যুক বর্ণনাকারী রয়েছে। ইনশা আল্লাহ সেটি সম্পর্কে (৫৪২৮) নম্বরে পৃথকভাবে আলোচনা আসবে।

١٩١١. (خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ خُلُقٌ حَسَنٌ، وَشَرُّ مَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ قَلْبُ سُوءٍ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ).

১৯১১। মানুষকে সর্বোত্তম যা কিছু দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে ভালো চরিত্র। আর ব্যক্তিকে সর্ব নিকৃষ্ট যা কিছু দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে ভালো চেহারায় মন্দ হৃদয়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আবী শাইবাহ্ "আলমুসান্নাফ" গ্রন্থে (৮/৫১৮/৫৩৮৩), ইবনু মান্দাহ্ (২/২৭৮/২) ও আবূ বাক্‌র কালাবাযী "মিফতাহুল মা'য়ানী" গ্রন্থে (১/১৮) আবূ ইসহাক হতে, তিনি জুহাইনার এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। (নাম না-নেয়া) জুহানী ব্যক্তি কি সহাবী নাকি তাবে'ঈ তা জানা যায় না।

আর আবূ ইসহাক হচ্ছেন সাবী'ঈ, তিনি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী এবং তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

হাদীসটির প্রথম অংশের সহীহ্ সনদে মারফূ' হিসেবে উসামাহ্ ইবনু শারীকের হাদীস হতে একটি শাহেদ বর্ণিত হয়েছে। দেখুন "আলমিশকাত" (৫০৭৯)।

"মিশকাত" গ্রন্থে (৫০৭৮) বাইহাক্বীর "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে মুযাইনাহ্ গোত্রের এক ব্যক্তি হতে উল্লেখ করা হয়েছে।

١٩١٢. (مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنْفَاذِهِ، مَلَأَهُ اللهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا).

১৯১২। যে ব্যক্তি ক্রোধকে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েও প্রথমেই সংবরণ করবে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে শান্তি এবং ঈমান দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম বুখারী “আত্‌তারীখ” গ্রন্থে (৩/২/১২৩), ত্বাবারানী তার “তাফসীর” গ্রন্থে (৭/২১৬/৭৮৪২) ও ওকাইলী “আয্‌যু'য়াফা” গ্রন্থে (২৬৪) আহমাদ সূত্রে তার সনদে আব্দুল জালীল হতে, তিনি তার এক চাচা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে (وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ)(آل عمران: ١٣٤) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

তিনি (ওকাইলী) আব্দুল জালীলের জীবনীতে উল্লেখ করে বলেছেন: ইমাম বুখারী বলেন: তার মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি: তার চাচাকে চেনা যায় না।

মানাবী তার “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে সন্দেহ করে বলেছেন: এর সনদটি হাসান। অথচ তিনি “আলফায়েয” গ্রন্থে সুয়ূতী কর্তৃক হাসান চিহ্ন ব্যবহার করার সমালোচনা করেছেন ...। তিনি সন্দেহবশত আবূ দাউদেরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অথচ আবূ দাউদের নিকট মু'য়ায ইবনু আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীস হতে (৪৭৭৭) অন্য ভাষায় হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। দেখুন “সহীহ্ জামে‘উস সাগীর” (৬৫১৮, ৬৫২২) ও “সহীহ্ ইবনু মাজাহ্” (৪১৮৬)।

[“যে ব্যক্তি ক্রোধকে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েও প্রথমেই সংবরণ করবে আল্লাহ্ তা‘য়ালা কিয়ামাতের দিন সকল সৃষ্টির সম্মুখে তাকে ডাক দিয়ে হুরেঈনগণের মধ্য থেকে যতজনের সাথে ইচ্ছা তার বিয়ে করার স্বাধীনতা প্রদান করবেন।”] অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত।

ওকাইলী বলেন: অন্য সূত্রে ভালো সনদে এটিকে বর্ণনা করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: সম্ভবত তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করছেন।

“আল্লাহর নিকট সেই বাহাদুরী থেকে বড় নেকীর আর কোন বাহাদুরী নেই, কোন বান্দা যে বাহাদুরীর রাগকে আল্লাহর রেজামান্দী হাসিলের জন্য হজম করে ফেলে।”

এটিকে ইমাম আহমাদ (২/১২৮) দু'টি সনদে আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন, যে দু'টির একটি সহীহ্।

১৯১৩. (لِكُلِّ شَيْءٍ أُسٌّ، وَأُسُّ الإِيمَانِ الْوَرَعُ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ فَرْعٌ، وَفَرْعُ الإِيمَانِ الصَّبْرُ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ، وَسَنَامُ هذِهِ الأُمَّةِ عَمِّي الْعَبَّاسُ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ سِبْطٌ، وَسِبْطُ

هذِهِ الْأُمَّةِ حَبِيْبَايَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ جَنَاحٌ، وَجَنَاحُ هذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ مِجَنٌّ، وَمِجَنُّ هذِهِ الْأُمَّةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ).

১৯১৩। প্রতিটি বস্তুর মূল আছে আর ঈমানের মূল হচ্ছে পরহেযগারিতা। প্রতিটি বস্তুর শাখা আছে আর ঈমানের শাখা হচ্ছে ধৈর্য্য। প্রতিটি বস্তুর চূড়া আছে আর এ উম্মাতের চূড়া হচ্ছে আমার চাচা আব্বাস। প্রতিটি বস্তুর উপজাতি আছে আর এ উম্মাতের উপজাতি হচ্ছে হাসান ও হুসাইন। প্রতিটি বস্তুর ডানা আছে আর এ উম্মাতের ডানা হচ্ছে আবূ বাক্‌র ও উমার। প্রতিটি বস্তুর ঢাল আছে আর এ উম্মাতের ঢাল হচ্ছে আলী ইবনু আবূ তালেব।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আসাকির (৮/৪৭১/২) আবূ বাক্‌র খাতীব তার সনদে ইব্‌রাহীম ইবনুল হাকাম ইবনু যহীর হতে, তিনি আতা ইবনু আবী রাবাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। খাতীব বলেন:

হাকাম ইবনু যহীর যাহেবুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি: সালেহ্ জাযারাহ্ বলেন: তিনি হাদীস জালকারী।

ইমাম বুখারী বলেন: তিনি মাতরূকুল হাদীস, তাকে তারা ত্যাগ করেছেন।

ইয়াহ্ইয়া বলেন: তিনি বড়ই মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি: তার ছেলে তার চেয়ে ভালো নয়। এর সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন: তিনি বড়ই মিথ্যুক।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "যাইলুল মওযূ'য়াত" গ্রন্থে (পৃ ৫৩) উল্লেখ করেছেন আর ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ্" গ্রন্থে (২/১৭৭) শুধুমাত্র দাইলামীর বর্ণনা হতে এ সূত্রে উল্লেখ করেছেন। আর তারা দু'জনই শুধুমাত্র ইব্‌রাহীমকেই সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে তারা কম করেছেন।

এরপর সুয়ূতী দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগে হাদীসটিকে "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে খাতীব ও ইবনু আসাকিরের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন।

মানাবীর নিকট হাদীসটি যে এ দু'মিথ্যুকের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে তা গোপন রয়ে যাওয়ায় তিনি বলেছেন: হাদীসটিকে দাইলামী বর্ণনা করেছেন। আর এর মধ্যে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যাকে চেনা যায় না।

١٩١٤. (لا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ، (وفي رواية: يَتَكَبَّــرُ)، و يَــذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِيْ الْجَبَّارِينَ، فَيُصِيْبَهُ مَا أَصَابَهُمْ).

১৯১৪। ব্যক্তি নিজেকে উপরে ভাবে অহংকার করে (অন্য বর্ণনায় এসেছে: অহংকার করতে থাকে) এবং সে নিজেকে উপরে ভাবে এমনকি তাকে অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত লেখা হয়। ফলে তাকে তাই (সে শাস্তিই) পৌঁছে যা তাদেরকে (লোকদেরকে) পৌঁছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম তিরমিযী (১/৩৬০), ইবনু লাল তার "হাদীস" গ্রন্থে (২/১২৩), ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৭/২৩/৬২৫৪) (দ্বিতীয় বর্ণনাটি তারই) ও ইবনুল জাওযী "জামে'উল মাসানীদ" গ্রন্থে (ক্বাফ ৮/১-২) উমার ইবনু রাশেদ হতে, তিনি ইয়াস ইবনু সালামাহ্ ইবনুল আকওয়া' হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান গারীব। হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইয়াহ্ইয়া" গ্রন্থে (৩/৩৩৭) তা স্বীকার করেছেন।

তারা উভয়েই এ কথাই বলেছেন। অথচ উমার ইবনু রাশেদ হচ্ছেন ইয়ামামী, আর তিনি দুর্বল। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার দৃঢ়তার সাথে বলেছেন।

আর হাফিয যাহাবী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেছেন: তারা (মুহাদ্দিসগণ) তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আর তিনি তাকে "আলকাশেফ" গ্রন্থে বলেছেন: তাকে একদল দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

١٩١٥. (مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً مَنْ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ).

১৯১৫। লোকদের মধ্যে সে ব্যক্তির স্তর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট যে অন্যের দুনিয়ার বিনিময়ে তার নিজের আখেরাতকে নষ্ট করে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু মাজাহ্ (৩৯৬৬), আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৬/৫৬), কাযা'ঈ (২/৯৩) ও হাফিয আব্দুল গানী মাকদেসী "আস সালিসু অত তিস'ঈন মিন তাখরীজিহি" গ্রন্থে (১/৪৮) আব্দুল হাকাম ইবনু যাকওয়ান হতে, তিনি শাহ্র হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ শাহ্র হচ্ছেন ইবনু হাওশাব, আর তিনি তার ত্রুটিপূর্ণ হেফযের কারণে দুর্বল।

আর আব্দুল হাকাম ইবনু যাকওয়ান সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন:

তাকে আমি চিনি না।

আমি (আলবানী) বলছি: তাকে ইবনু হিব্বান "আসসিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন আর তার থেকে তিনজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই বেশী জানেন।

١٩١٦. (مَنْ دَفَعَ غَضَبَهُ دَفَعَ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ، وَمَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ قَبِلَ اللهُ مَعْذِرَتَهُ).

১৯১৬। যে তার রাগ প্রতিহত করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার শাস্তিকে তার থেকে স্থগিত করবেন, যে তার যবানকে হেফাযাত করবে আল্লাহ্ তা'য়ালা তার গোপনীয়তাকে গোপন রাখবেন। আর যে তার ভাইয়ের নিকট ওযর পেশ করবে আল্লাহ্ তা'য়ালা তার ওযরকে গ্রহণ করবেন।

এ হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ওকাইলী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (১১৫) আব্দুস সালাম ইবনু হাশেম হতে, তিনি খালেদ ইবনু বুর্দ হতে, তিনি কাতাদাহ হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অন্য বর্ণনায় আব্দুস সালাম বলেন: খালেদ ইবনু বুর্দ আজালী তার পিতা হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি বেশী উত্তম।

তিনি (ওকাইলী) এটিকে এ খালেদের জীবনীতে উল্লেখ করে বলেছেন: তার হাদীসের মধ্যে ইযতিরাব ঘটেছে।

হাফিয যাহাবী বলেন: তিনি মাজহূল। আর বর্ণনাকারী আব্দুস সালাম ইবনু হাশেম তার থেকে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: সম্ভবত তিনি এ হাদীসটির দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। অতঃপর তিনি (যাহাবী) আব্দুস সালামের জীবনীতে বলেন:

তিনি হচ্ছেন আ‘ওয়ার কম হাদীস বর্ণনাকারী শাইখ, তিনি দ্বিতীয় শতকের পরে হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম বলেন: তিনি শক্তিশালী নন। আম্‌র ইবনু আলী ফাল্লাস বলেন: দৃঢ়ভাবে একমাত্র তাকেই মিথ্যা বর্ণনা করার সাথে সম্পৃক্ত বলে জানি।

তার সূত্রেই হাদীসটিকে ত্ববারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যেমনটি “আলমাজমা‘” গ্রন্থে (৮/৭০) শেষ বাক্যটি ছাড়া এসেছে।

আর বাইহাক্বী পূর্ণ হাদীসটিকে “আশশু‘য়াব” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যেমনটি “মিশকাত” গ্রন্থে (৫১২১) এসেছে এবং হাকীম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন যেমনটি “আলজামে‘উল কাবীর” গ্রন্থে এসেছে।

মুনযেরী (৪/৩) হাদীসটি দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি “আলআওসাত” গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেয়ার সাথে সাথে বলেছেন: এবং আবূ ই‘য়ালা বর্ণনা করেছেন আর তার ভাষা হচ্ছে:

যে তার যবানকে সংরক্ষণ করবে আল্লাহ্ তার গোপনীয়তাকে হেফাযাত করবেন, যে তার রাগকে বন্ধ করবে আল্লাহ্ তা‘য়ালা তার থেকে তার শাস্তি কে বন্ধ করে দিবেন। আর যে তার ভাইয়ের নিকট ওযর পেশ করবে আল্লাহ্ তা‘য়ালা তার ওযরকে গ্রহণ করবেন।

এটিকে বাইহাক্বী মারফূ‘ এবং আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) হতে মওকূফ হিসেবেও বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত এটিই সঠিক।

হাইসামী এ মারফূ‘টির সম্পর্কে (১০/২৯৮) বলেন:

এটিকে আবূ ই‘য়ালা বর্ণনা করেছেন, আর এ সনদে রাবী‘ ইবনু সুলাইমান আযদী রয়েছেন, তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদে অন্য একটি সমস্যাও রয়েছে। এটিকে তিনি (৩/১০৭১) ইবনু আবী শাইবাহ্ সূত্রে যায়েদ ইবনুল হুবাব হতে, তিনি রাবী‘ ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু)-এর দাস আবূ আম্‌র হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শুনেছেন আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) হাদীসটিকে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ আবূ আম্‌র পরিচিত নন। তাকে ইবনু আবী হাতেম (৪/২/৪১০) এ বর্ণনায় উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। অনুরূপভাবে দূলাবী “আলকুনা” গ্রন্থে (২/৪৪) তাকে উল্লেখ করে শুধুমাত্র তার এ হাদীসটি অন্য একটি সূত্রে রাবী‘ হতে বর্ণনা করেছেন।

সতর্কবাণী: হাদীসটি বাইহাক্বী "আশশু'য়াব" গ্রন্থে (২/৭৩/২) ইবনু আউন হতে, তিনি আতা বায্যায হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' এবং মওকূফ হিসেবে নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেন:

বান্দা ঈমানের বাস্তবতা পাবে না যে পর্যন্ত তার যবানকে সংরক্ষণ না করবে।

এ আতা সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন: তিনি কিছুই না।

অতঃপর তিনি অন্য একটি সূত্রে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যার মধ্যে আতা ইবনু আজলান রয়েছেন তিনি মাতরূক। তবে এর আরেকটি সূত্র রয়েছে যার অবস্থা এর চেয়ে ভাল। এর সমস্যা সম্পর্কে পরবর্তীতে (২০২৭) নম্বরে আলোচনা আসবে।

١٩١٧. (مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ دَخَلَ فِي حَسَنَةٍ، وَخَرَجَ مِنْ سَيِّئَةٍ مَغْفُورًا لَهُ).

১৯১৭। যে ব্যক্তি ঘরে (বাইতুল হারামে) প্রবেশ করল সে ভালোর মধ্যে প্রবেশ করলো আর ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে মন্দ হতে বের হলো।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু খুযাইমাহ্ তার "সহীহ্" গ্রন্থে (১/২৯৪/২), বায্যার (২/৪৩/১১৬১), তাম্মাম (২/১৯৫) ও বাইহাক্বী তার "সুনান" গ্রন্থে (৫/১৫৮) সা'ঈদ ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুয়াম্মাল হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু মুহাইসীন হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

[উল্লেখ্য ইবনু খুযাইমাহ্ ও বায্যার আব্দুর রহমানের স্থলে উমার ইবনু আব্দুর রহমান উল্লেখ করেছেন] অনুবাদক।

হাদীসটিকে এ সূত্রেই ত্ববারানী (৩/১২১/১, ১২৪/১) আর সাহ্মী (১৬৬) ইবনু আদীর সূত্র হতে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন: মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু মুহাইসীন। অতঃপর তিনি বলেন:

ইবনু আদী বলেন: মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু মুহাইসীন হচ্ছেন উমার।

আমি (আলবানী) বলছি: আমি তাকে চিনি না, তিনি উমার ইবনু আব্দুর রহমান হন, অথবা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান হন, অথবা আব্দুর রহমান ইবনু মুহাইসীন হন।

বাইহাক্বী বলেন: আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুয়াম্মাল হাদীসটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি শক্তিশালী নন। আর মানাবী "আত্তাইসীর" গ্রন্থে তার

সমালোচনা করে বলেছেন: ত্ববারানী বলেন: হাদীসটি হাসান। জানি না কোথা থেকে তিনি এ হাসান আখ্যা দেয়ার বিষয়টি অবগত হলেন!

এটিকে দূলাবী (১/১৪৪) মুজাহিদের কথা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য দূলাবীর শাইখ আহমাদ ইবনু ফুযাইল আবুল হাসান মাক্কী ছাড়া। আমি তার জীবনী পাচ্ছি না। "তারীখু ইবনু আসাকির" এর মধ্যেও পাচ্ছি না।

আর মুজাহিদ হতে হাদীসটির বর্ণনাকারী হচ্ছেন ইয়াযীদ ইবনু জাবের, তিনি হচ্ছেন ইয়াযীদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু জাবের। তিনি নির্ভরযোগ্য। ইবনু হিব্বান "আস্সিকাত" গ্রন্থে (২/৩০৯) তার জীবনী আলোচনা করেছেন।

অতঃপর আমি (আলবানী) হাদীসটিকে ইবনু আদীর "আলকামেল" গ্রন্থে (২/২০৯) উপরোক্ত এ সূত্রেই দেখেছি। কিন্তু তিনি বলেছেন: ইবনু মুহাইসীন, নাম নেননি এবং বলেছেন: হাদীসটি নিরাপদ নয়। এর ভাষা হচ্ছে:

دُخُوْلُ الْبَيْتِ دُخُوْلٌ فِي حَسَنَةٍ، وَخُرُوْجٌ مِنْ سَيِّئَةٍ.

ঘরে প্রবেশ করা হচ্ছে ভালো কিছুর মধ্যে প্রবেশ করা আর মন্দ কিছু হতে বের হয়ে যাওয়া।

সুয়ূতী এটিকে ইবনু আদী এবং বাইহাক্বীর "আশ্শু'য়াব" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

আজব ব্যাপার এই যে, মানাবী পরক্ষণেই বলেছেন:

এর মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল আলবুখারী রয়েছেন। তাকে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি পাঁচশত হিজরীর দিকে বাগদাদে আগমন করেন। ইবনুল জাওযী বলেন: তিনি বড়ই মিথ্যুক ছিলেন। আর এর সনদের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুয়াম্মাল রয়েছেন। হাফিয যাহাবী বলেন: তাকে তারা (মুহাদ্দিসগণ) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর তিনি "আত্তাইসীর" গ্রন্থে শুধুমাত্র বলেছেন: এর মধ্যে মিথ্যুক বর্ণনাকারী রয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আশ্চর্য হওয়ার কারণ এই যে, এ বিদ্যার প্রতিটি ছাত্র জানেন যে, ইবনু আদী এবং বাইহাক্বী পাঁচশত হিজরীর দিকে জীবিত ছিলেন না। ইবনু আদী (৩৬৫) হিজরীতে আর বাইহাক্বী (৪৫৮) হিজরীতে মারা যান। এ কারণে জানি না মানাবী এ বুখারীর সাথে কিভাবে হাদীসটিকে সম্পৃক্ত করলেন। আর এ বুখারী কিন্তু ইমাম বুখারী নন।

١٩١٨. (إِنَّ الْغَضَبَ يُفْسِدُ الإِيْمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبْرُ الْعَسَلَ).

১৯১৮। রাগ ঈমানকে নষ্ট করে দেয় যেমন তেতো বস্তু মধুকে নষ্ট করে ফেলে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে তাম্মাম (১০১/২) "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে হিশাম ইবনু আম্মার হতে, তিনি আবূ বাক্‌র মুখইয়াস ইবনু তামীম আশজা'ঈ হতে, তিনি বাহ্‌য ইবনু হাকীম হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু হাইদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই আবুল কাসেম হামদানী "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/২০৭/২) আর তার থেকে ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (১৫/৩১/২) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। মুখাইয়াস হচ্ছেন মাজহূল যেমনটি "আলমীযান" গ্রন্থে এসেছে।

আর হিশাম ইবনু আম্মারের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

হাদীসটিকে "মিশকাত" গ্রন্থে (৫১১৮) ইমাম বাইহাক্বীর "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

١٩١٩. (إِذَا لَمْ يُبَارَكْ لِلْعَبْدِ فِيْ مَالِهِ جَعَلَهُ اللهُ فِي الْمَاءِ وَالطِّيْنِ).

১৯১৯। যখন কোন বান্দার তার সম্পদে বরকত হয় না তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা তা পানি এবং মাটি বানিয়ে দেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া "কাসরুল আমাল" গ্রন্থে (২/২১/২) আর তার থেকে দাইলামী (১/১/১৪৮) আব্দুল আ'লা ইবনু আবুল মাসাবির হতে, তিনি খালেদ আহ্ওয়াল হতে, তিনি আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এ আব্দুল আ'লা সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি মাতরূক, তাকে ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

আর খালেদ আহ্ওয়ালকে আমি চিনি না।

হাদীসটিকে বাইহাক্বী "আশ্‌শু'য়াব" গ্রন্থে ইবনু আবুল মুসাবির সূত্রে বর্ণনা করেছেন যেমনটি "ফাইযুল কাদীর" গ্রন্থে এসেছে। আর মানাবী বলেছেন: আবূ দাঊদ তাকে ত্যাগ করেছেন। এ কারণে তিনি যে

"আত্তাইসীর" গ্রন্থে বলেছেন: তার সনদটি দুর্বল। তার এ কথায় তিনি সুস্পষ্ট শিথিলতা করেছেন।

١٩٢٠. (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَبْنَاءَ الثَّمَانِيْنَ).

১৯২০। আল্লাহ্ তা'য়ালা আশি বছরের অধিকারীদেরকে ভাল বাসেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু আসাকির (২/২২৯/১) আব্দুর রহমান ইবনু আবূ বাক্র হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আসলাম হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। আব্দুর রহমান হচ্ছেন মুলাইকী, তিনি খুবই দুর্বল।

ইমাম বুখারী বলেন: তিনি যাহেবুল হাদীস।

নাসাঈ বলেন: তিনি মাতরূক।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে ইবনু আসাকিরের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী এটি সম্পর্কে কিছুই বলেননি। সম্ভবত তিনি এর সনদ সম্পর্কে অবগত হননি।

হাদীসটিকে নিম্নের বাক্যেও বর্ণনা করা হয়েছে:

আশির স্থলে সত্তর উল্লেখ করে বৃদ্ধি করে বলা হয়েছে:

"তিনি আশি বছরের অধিকারীদের থেকে লজ্জা করেন।"

ইনশাআল্লাহ্ এটি সম্পর্কে (৩১২১) নম্বরে আলোচনা আসবে।

١٩٢١. (إذا انتاطَ غَزْوُكُمْ، وَكَثُرَتِ العزائِمُ، واسْتُحِلَّتِ الغَنَـائِمُ، فَخَيْـرُ أعمالكُمُ الرِّباطُ).

১৯২১। যখন তোমাদের যুদ্ধের স্থানগুলো দূরের হয়ে যাবে, (যুদ্ধের ব্যাপারে নেতাদের) দৃঢ়তা বেড়ে যাবে, (অত্যাচারী নেতারা) গানীমাতগুলো হালাল মনে করবে, তখন তোমাদের সর্বোত্তম কর্ম (জিহাদ) হবে বিপদজনক পথে পাহারাদারী করা।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু হিব্বান তার "সহীহ্" গ্রন্থে (১৬২৫), ইবনু আবী আসেম "আলজিহাদ" গ্রন্থে (২/১০২/১) আলমুখাল্লেস "আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত" গ্রন্থে (৭/২২/১) ও খাতীব বাগদাদী (১২/১৩৫) সুওয়াইদ ইবনু আব্দুল আযীয হতে, তিনি ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু ওবাইদ আলকালা'ঈ হতে,

তিনি মাকহূল হতে, তিনি খালেদ ইবনু মি'দান হতে, তিনি উতবাহ্ ইবনুন নাদ্দার হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এ সুওয়াইদ সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন ও নাসাঈ বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

ইমাম বুখারী বলেন: তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাহ্যীব" গ্রন্থে বলেন:

তাকে ইবনু হিব্বান খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন এবং তার কতিপয় মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেছেন: সে তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের ব্যাপারে আমি ইসতিখারাহ করেছি। কারণ সে নির্ভরযোগ্যদের নিকটবর্তী।

আমি (আলবানী) বলছি: তার সূত্রেই ত্বারানীও "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি "আলমাজমা'" গ্রন্থে (৫/২৯০) এসেছে এবং বলেছেন: তিনি মাতরূক।

তবে হাদীসটিকে এর চেয়ে ভালো সনদে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেটি মওকূফ। সেটির ভাষা হচ্ছে:

"লোকদের নিকট একটি সময় আসবে যখন বিপদজনক পথে পাহারাদারী করা হবে উত্তম জিহাদ। তা সে সময় যখন যুদ্ধের স্থানগুলো দূরের হবে, (যুদ্ধের ব্যাপারে নেতাদের) দৃঢ়তা বেড়ে যাবে, (অত্যাচারী নেতারা) গানীমাতগুলো হালাল মনে করবে, সে সময়ে তোমাদের সর্বোত্তম জিহাদ হবে বিপদজনক পথে পাহারাদারী করা।"

এটিকে ইবনু আবী শাইবাহ্ "আলমুসান্নাফ" গ্রন্থে (৭/১৫৩/২) আবূ উসামাহ্ হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ ইবনু জাবের হতে, তিনি খালেদ ইবনু মি'দান হতে, তিনি আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং জুবায়ের ইবনু নুফায়ের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন, তারা দু'জনই বলেছেন: .... (মওকূফ হিসেবে)।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি সহীহ্ কিন্তু মওকূফ। তবে এটি কি মারফূ'র হুকুম বহন করে? আমার নিকট এ পর্যন্ত তা স্পষ্ট হয়নি। আল্লাহই বেশী জানেন।

মুরসাল সনদে মারফূ' হিসেবে নিম্নের ভাষায় হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে:

"লোকদের নিকট একটি সময় আসবে, সে সময়ে বিপদজনক পথে পাহারাদারী করা হবে উত্তম জিহাদ। আর বিপদজনক পথে পাহারাদারী করা হচ্ছে আসল জিহাদ এবং তার শাখা।"

এটিকে আবূ হিযাম ই'য়াকূব হাম্বালী "আলফারুসিয়্যাহ্" গ্রন্থে (১/৯/১) হাজ্জাজ ইবনু ফুরাফিসাহ্ হতে, তিনি যুহ্‌রী হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও দুর্বল। কারণ এ হাজ্জাজ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী, আবেদ তবে সন্দেহকারী।

আর আবূ হিজামেরই জীবনী পাচ্ছি না।

١٩٢٢. (لا تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمْـــرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلاهُ، وَعَنْ مَالِهِ فِيمَا أَنْفَقَهُ وَمِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَعَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ).

১৯২২। কিয়ামাতের দিন বান্দার দু'পা অগ্রসর হতে পারবে না যে পর্যন্ত তাকে চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা না হবে: তার জীবন সম্পর্কে কিভাবে তা অতিবাহিত করেছে, তার দেহ সম্পর্কে কিভাবে তাকে পুরানা করেছে, তার সম্পদ সম্পর্কে কোন ক্ষেত্রে তা খরচ করেছে আর কিভাবে তা উপার্জন করেছে এবং তাকে আহ্‌লেবাইত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

হাদীসটি এ ভাষায় বাতিল।

এটিকে ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১১২) হাইসাম ইবনু খালাফ দাওরী হতে, তিনি বানু হাশেমের দাস আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু সুলাইম হতে, তিনি হুসাইন ইবনুল হাসান আশকার হতে, তিনি হুশাইম ইবনু বাশীর হতে, তিনি আবূ হাশেম হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। হুসাইন আশকার ছাড়া এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তাকে জামহূর দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর কেউ কেউ তাকে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেছেন। তিনি সীমালঙ্ঘনকারী শী'য়া। হাদীসের শেষের অংশটুকু বাড়িয়ে বর্ণনা করায়, সেই ব্যক্তির সিদ্ধান্তকে শক্তিশালী করছে যিনি তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন এবং যিনি তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন তার কথাকেও ভুল প্রমাণ করছে, যেমন ইবনু হিব্বান ও ইবনু মা'ঈন।

হাদীসটির আরেকটি সমস্যা রয়েছে সেটি হচ্ছে হুশাইম ইবনু বাশীর কর্তৃক আন্‌আন্ করে বর্ণনা করা। কারণ তিনি বহু তাদলীসকারী। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন।

কোন কোন মিথ্যুক এ হাদীসটিকে চুরি করে অন্য একটি সনদ জড়িয়ে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে আব্দুল কাদের ইবনু আব্দুস সালাম আব্বাসী "আলহাশেমিয়্যাত" গ্রন্থে (৬/১০৯/১-২) মুহাম্মাদ ইবনু যাকারিয়া গিলাবী হতে, তিনি ই'য়াকূব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ গিলাবী প্রসিদ্ধ জালকারী।

আবার কোন এক অজ্ঞাত ব্যক্তি এর সাথে আরেকটি সনদকে জুড়ে দিয়ে মুসনাদু আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর অন্তর্ভুক্ত করে, এ থেকে জীবন সম্পৃক্ত প্রশ্নটি কমিয়ে ফেলে বর্ণনা করেছেন:

"কিয়ামাতের দিন বান্দার দু'পা অগ্রসর হতে পারবে না যে পর্যন্ত তাকে চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা না হবে: তার জ্ঞান সম্পর্কে, সে তার উপর কতটুকু আমল করেছে? তার সম্পদ সম্পর্কে কিভাবে সে তা উপার্জন করেছে আর কোন ক্ষেত্রে তা খরচ করেছে? আহলেবাইত সম্পর্কে আমাদের ভালোবাসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। কেউ বলল: হে আল্লাহর রসূল! তারা কারা? তিনি তাঁর হাত দিয়ে আলী ইবনু আবী তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর দিকে ইঙ্গিত করলেন।"

এটিকে ইবনু আসাকির (১২/১২৬/১) ই'য়াকূব ইবনু ইসহাক কুলূসী হতে, তিনি হারেস ইবনু মুহাম্মাদ মাকফূফ হতে, তিনি আবূ বাক্‌র ইবনু আইয়্যাশ হতে, তিনি মা'রূফ ইবনু খারবূয হতে, তিনি আবুত তুফায়েল হতে, তিনি আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ মা'রূফ ইবনু খারবূযের সমালোচনা করা হয়েছে। হাফিয যাহাবী বলেন:

তিনি সত্যবাদী শী'য়া। তাকে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু মা'ঈন দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ বলেন: তার হাদীস কেমন আমি জানি না। আবূ হাতিম বলেন: তার হাদীস লিখা যাবে। আমি (যাহাবী) বলছি: তিনি কম হাদীস বর্ণনাকারী। হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন:

তিনি সত্যবাদী, কখনও কখনও সন্দেহ করতেন।

আর বর্ণনাকারী হারেস ইবনু মাকফূফের জীবনী আমি (আলবানী) পাচ্ছি না। সম্ভবত ইনিই হাদীসটির সমস্যা। কারণ হাদীসের মধ্যে আহ্লুল বাইত উল্লেখ করাটা মুনকার। কারণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী আসওয়াদ ইবনু ‘আমের এ হাদীসের সনদ এবং ভাষা উভয় ক্ষেত্রে তার বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন। তিনি আবূ বাক্‌র ইবনু আইয়্যাশ হতে, তিনি আ‘মাশ হতে, তিনি সা‘ঈদ ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু জুরায়েয হতে, তিনি আবূ বারযাহ্ আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...। তিনি আহলে বাইতকে ভালোবাসা সম্পৃক্ত বাক্যটি ছাড়া উল্লেখ করেছেন। এর পরিবর্তে বলেছেন:

‘তার দেহ সম্পর্কে কিভাবে তাকে পুরানো করেছে?’ আর প্রথম অংশে বৃদ্ধি করে বলেছেন: ‘তার জীবন সম্পর্কে কিভাবে তা অতিবাহিত করেছে?’

আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও মু‘য়ায (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। তাদের হাদীসগুলোকে আমি “সিলসিলাহ্ সহীহাহ্” গ্রন্থের মধ্যে (৯৪৬) তাখরীজ করেছি।

١٩٢٣. (إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ أُعْطِيَ زُهْدًا فِي الدُّنْيَا، وَقِلَّةَ مَنْطِقٍ، فَـاقْتَرِبُوا مِنْهُ، فَإِنَّهُ يُلَقَّى الْحِكْمَةَ).

১৯২৩। যখন কোন ব্যক্তিকে তোমরা দেখবে যে, তাকে দুনিয়াতে যুহ্‌দ (দুনিয়া বিমূখতা) দেয়া হয়েছে, কম কথা বলার গুণাবলী দেয়া হয়েছে, তখন তোমরা তার নিকটবর্তী হও। কারণ সে হিকমাত প্রাপ্ত হয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম বুখারী “আত্‌তারীখ” গ্রন্থে (আলকুনা ২৭-২৮), ইবনু মাজাহ্ (নং ৪১০১), ত্ববারানী (১/৮৪), ইবনু আসাকির (৫/১২১, ১৫/১৮৭/১) ও আবূ বাক্‌র কালাবাযী “মিফতাহুল মা‘য়ানী” গ্রন্থে (২/১২১) হিশাম ইবনু আম্মার হতে, তিনি হাকাম ইবনু হিশাম হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা‘ঈদ ইবনু আবান কুরাশী হতে, তিনি আবূ ফারওয়াহ্ হতে, তিনি আবূ খাল্লাদ হতে (তার নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছিল)। তিনি মারফূ‘ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আর হাদীসটিকে আবূ আব্দুল্লাহ্ ইবনু মান্দাহ্ “মারিফাতুস সহাবা” (৩৭/১৯৫/২) কাসীর ইবনু হিশাম হতে, তিনি হাকাম ইবনু হিশাম হতে

বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: হিশাম ইবনু আম্মার এটিকে হাকাম ইবনু হিশাম হতে অনুরূপভাবেই বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (১০/৪০৫) আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্দুল ওয়াহাব হতে, তিনি আবূ মুসহির হতে, তিনি হাকাম ইবনু হিশাম হতে বর্ণনা করেছেন।

আর ইবনু আসাকির (১৫/৯৭/১) অন্য সূত্রে হাকাম ইবনু হিশাম হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল, মুনকাতি'। কারণ আবূ ফারওয়ার নাম হচ্ছে ইয়াযীদ ইবনু সিনান ইবনু ইয়াযীদ রাহাবী। হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি দুর্বল।

তিনি কোন সহাবী হতে শ্রবণ করেননি। বরং তিনি হচ্ছেন তাবে' তাবে'ঈগণের অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর আমি (আলবানী) ইবনু আবী হাতিমকে "আলইলাল" গ্রন্থে (২/১১৫) হাদীসটি উল্লেখ করতে দেখেছি আমি যেভাবে উল্লেখ করেছি সেভাবে। অতঃপর তিনি বলেন:

আমার পিতা বলেন: আমাদেরকে এ হাদীসটি ইবনুত তুব্বা' বর্ণনা করেছেন ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ উমাবী হতে, তিনি আবূ ফারওয়াহ্ ইয়াযীদ ইবনু সিনান হতে, তিনি আবূ মারইয়াম হতে, তিনি আবূ খাল্লাদ হতে বর্ণনা করেছেন।

তিনি দু'জনের মাঝে আবূ মারইয়ামের প্রবেশ ঘটিয়েছেন। আর আমি তাকে চিনি না। এটি হচ্ছে ইমাম বুখারীর একটি বর্ণনা। তিনি প্রথমটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু আবী হাতিম বলেন: আমি আমার পিতাকে বললাম: আবূ খাল্লাদের রসূল (ﷺ)-এর সাথে কি সাক্ষাৎ ঘটেছে? তিনি বলেন: তার কোন সনদ নেই।

আমি (আলবানী) বলছি: এ আবূ খাল্লাদ সায়েব ইবনু খাল্লাদ নন, আর আব্দুর রহমান ইবনু যুহায়েরও নন। এর নাম নেয়া হয়নি, আর তার "আলইসাবাহ্" গ্রন্থে জীবনী আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসটির একটি শাহেদ মারফূ' হিসেবে আবূ হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে।

এটিকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৭/৩১৭) সুলাইমান ইবনু আহমাদ হতে, তিনি আহমাদ ইবনু তাহের ইবনু হারমালাহ্ হতে, তিনি তার দাদা হারমালাহ্ ইবনু ইয়াহ্ইয়া হতে, তিনি ইবনু ওয়াহাব হতে, তিনি সুফইয়ান ইবনু ওয়াইনাহ্ হতে, তিনি মিসরী এক ছোট ব্যক্তি হতে যাকে

আম্‌র ইবনুল হারেস বলা হতো, তিনি ইবনু হুজাইরাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। আবূ নু'য়াইম বলেন:

ইবনু ওয়াহাব হতে এ সূত্রের সনদটি গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি: সনদটি জোড় লাগানো ও বাতিল। এটিকে আহমাদ ইবনু তাহের বানিয়েছেন। কারণ তিনি বড়ই মিথ্যুক যেমনটি দারাকুতনী বলেছেন আর হাইসামী (১০/৩০২) তার অনুসরণ করেছেন।

এর আব্দুল্লাহ্ ইবনু জা'ফারের হাদীস হতে সংক্ষেপে মারফূ' হিসেবে নিম্নের ভাষায় অন্য একটি শাহেদ রয়েছে:

"যখন তোমরা কোন ব্যক্তিকে দেখবে যে, সে দুনিয়ার ব্যাপারে বিমুখতা দেখাচ্ছে, তখন তোমরা তার নিকটবর্তী হও কারণ সে হিকমাত প্রাপ্ত হয়েছে।"

কিন্তু এটি খুবই দুর্বল। আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (৪/১৬০৭) ইসমা'ঈল ইবনু সাইফ বাসরী হতে, তিনি উমার ইবনু হারূন বালখী হতে, তিনি সুফইয়ান হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু জা'ফার হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন।

হাইসামী (১০/২৮৬) বলেন:

এটিকে আবূ ই'য়ালা বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে উমার ইবনু হারূন বালখী রয়েছেন যিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি: আর আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু জা'ফারকে আমি চিনি না। সম্ভবত কপির মধ্যে উলোটপালট করার মত ঘটনা ঘটেছে।

আর ইসমা'ঈল ইবনু সাইফ দুর্বল, তিনি হাদীস চোর। তার অন্য একটি হাদীস (২৫২৩ নম্বরে) আসবে।

١٩٢٤. (خَصْلَتَانِ مَنْ كانَتا فيهِ كَتَبَهُ الله شاكِراً صابِراً، مَنْ نَظَرَ في دِينِهِ إلى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فاقْتَدَى بِهِ، وَ نَظَرَ في دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فَحَمِدَ الله على ما فَضَّلَهُ الله بِهِ عَلَيْهِ، كَتَبَهُ الله شاكِراً صابِراً، ومَنْ نَظَرَ في دِينِهِ إلى مَنْ هُوَ دُونَهُ، وَنَظَرَ في دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ، فَأَسِفَ على ما فاتَهُ مِنْهُ، لَمْ يَكْتُبْهُ الله شاكِراً ولا صابِراً).

১৯২৪। দু'টি চরিত্র রয়েছে যার মধ্যে এ দু'টি চরিত্র থাকবে তাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা শুকরগুজার এবং ধৈর্য ধারণকারী হিসেবে লিপিবদ্ধ করবেন: যে ব্যক্তি তার ধর্মীয় ব্যাপারে তার উপরে থাকা ব্যক্তির দিকে তাকাবে, অতঃপর সে তার অনুসরণ করবে এবং সে তার দুনিয়ার

ব্যাপারে তার নিচে থাকা ব্যক্তির দিকে তাকাবে অতঃপর সে আল্লাহর প্রশংসা করবে, তাকে যে আল্লাহ্ নিচে থাকা ব্যক্তির উপরে মর্যাদা দান করেছেন এ জন্য। ফলে আল্লাহ্ তা'য়ালা এ ব্যক্তিকে শুকরগুজার এবং ধৈর্য ধারণকারী হিসেবে লিপিবদ্ধ করবেন। আর যে ব্যক্তি তার ধর্মীয় ব্যাপারে তার নিচে থাকা ব্যক্তির দিকে তাকাবে এবং তার দুনিয়ার ব্যাপারে তার উপরে থাকা ব্যক্তির দিকে তাকাবে সে সেই ব্যাপারে দুঃখিত হবে যা তার থেকে ছুটে গেছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা এ ব্যক্তিকে শুকরগুজার এবং ধৈর্য ধারণকারী হিসেবে লিপিবদ্ধ করবেন না।

হাদীসটি দুর্বল।

ইবনুল মুবারাক "আয্যুহুদ" গ্রন্থে (১৮০, নু'য়াইমের বর্ণনায়), তার থেকে তিরমিযী (২/৮৩), অনুরূপভাবে বাগাবী "শারহুস সুন্নাহ্" গ্রন্থে (১৪/২৯৩/৪১০২) ও ইবনুস সুন্নী "আমালুল ইওয়াম অল লাইলাহ্" গ্রন্থে (৩০৪) ইবনু সাওবান হতে, তারা উভয়ে মুসান্না ইবনুস সবাহ্ হতে, তিনি আম্র ইবনু শু'য়াইব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

বাগাবী বলেন: এভাবে খাল্লাল ও সুওয়াইদ ইবনু নাস্র বর্ণনা করেছেন ইবনুল মুবারাক হতে, তিনি মুসান্না ইবনুস সবাহ্ হতে, তিনি আম্র ইবনু শু'য়াইব হতে, তিনি তার দাদা হতে। তারা দু'জন তার পিতা হতে কথাটি উল্লেখ করেননি। আর 'আলী ইবনু ইসহাক হাদীসটিকে ইবনুল মুবারাক হতে, তিনি মুসান্না হতে, তিনি আম্র ইবনু শু'য়াইব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: বাগাবী ইঙ্গিত করেছেন যে, হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে সনদে বিচ্ছিন্নতা এবং ইযতিরাব সংঘটিত হওয়া। কিন্তু ইবনুস সুন্নীর বর্ণনা থেকে অগ্রাধিকার পায় যে, সনদটি মুত্তাসিল। কারণ তার বর্ণনাটি সেই বর্ণনার সাথে মিলে যায়, যিনি ইবনুল মুবারাক হতে 'তার পিতা হতে' কথাটি বৃদ্ধি করে বর্ণনা করেছেন। আর ইযতিরাব যে সংঘটিত হয়েছে তা ঘটেছে মুসান্না থেকে। কারণ তিনি দুর্বল, তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

এ থেকেই জানা যাচ্ছে যে, ইমাম তিরমিযী যে বলেছেন: হাদীসটি হাসান গারীব, তার এ কথা বলা ভালো হয়নি। কারণ তিরমিযীর কোন কোন

কপিতে 'হাসান' লিখা হয়নি এবং সেটিই সঠিক। আর এ কারণেই মানাবী দৃঢ়তার সাথে সনদটি দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

١٩٢٥. (مَنْ رَضِيَ بِالْقَلِيْلِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللهُ مِنْهُ بِالْقَلِيْلِ مِنَ الْعَمَلِ وَانْتِظَارِ الْفَرَجِ مِنَ اللهِ عِبَادَةٌ).

১৯২৫। যে ব্যক্তি কম রিয্‌কে সন্তুষ্ট হবে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা তার কম আমলে সন্তুষ্ট হবেন। আর আল্লাহ্‌ তা'য়ালার পক্ষ থেকে প্রশস্ততার অপেক্ষা করা হচ্ছে ইবাদাত।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে আবূ বাক্‌র আযদী তার "হাদীস" গ্রন্থে (৪/-৫) আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু শাবীব হতে, তিনি ইসমা'ঈল ফারাবী হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু মুসলিম ইবনু বানাক হতে, তিনি আলী ইবনুল হুসাইন হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু শাবীব সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন:

তিনি দুর্বল। আবূ আহমাদ হাকিম বলেন: তিনি যাহেবুল হাদীস।

তিনি (যাহাবী) "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন: তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ইজমা' হয়েছে।

আর ইসহাক ফারাবী হচ্ছেন ইবনু মুহাম্মাদ, তিনি ইমাম বুখারীর শাইখদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তিনি তার হেফযের দিক থেকে দুর্বল। মানাবী এর দ্বারাই সমস্যা বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: কিন্তু আমি হাদীসটির অন্য একটি সূত্র পেয়েছি। আবুল হুসাইন আবনূসী "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/২৩) বলেন: আমাদেরকে হাদীসটি মালামেহী (মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু মূসা বুখারী) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবূ ইসহাক মাহমূদ ইবনু ইসহাক মুতাওয়া'ঈ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু হাম্মাদ আমুল্লী হতে, তিনি রাবী ইবনু রাওহ্‌ হতে, তিনি সাল্‌ম ইবনু সালেম হতে, তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি 'আলী ইবনু আবী তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে সাল্‌ম ইবনু সালেম, তিনি হচ্ছেন বালখী আয্‌যাহেদ। তাকে ইমাম আহমাদ ও নাসাঈ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর আসাম তার মিথ্যুক হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

অপেক্ষা করার অংশটুকুর অন্যান্য সূত্র রয়েছে। সেগুলো সম্পর্কে (১৫৭৩) নম্বরে আলোচনা করা হয়েছে।

١٩٢٦. (يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الأَنْبِيَاءِ بِأَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا).

১৯২৬। মুসলিমদের ফকীররা নাবীগণের চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হাদীসটি এ ভাষায় বাতিল।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৩/৩২৪) আম্‌র ইবনু জাবের আবূ যুর'য়াহ্‌ হাযরামী সূত্রে জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্‌ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন: ... ।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এ আম্‌র সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তিনি হালেক। আহমাদ বলেন: তিনি জাবের হতে কতিপয় মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আমার নিকট পৌঁছেছে যে, তিনি মিথ্যা বলতেন। নাসাঈ বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ হাদীসের ভাষা: "নাবীগণের", তার সে সব মুনকারগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কারণ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এ শব্দে: "ধনীদের"। "সুনানুন তিরমিযী" গ্রন্থে (২/৫৭) এ সূত্রেই 'ধনীদের' এ শব্দে বর্ণিত হয়েছে। জানি না কোন কপিকারকের পক্ষ থেকে তা রদবদল করা হয়েছে কিনা? কারণ যখন দেখল যে, প্রথম শব্দটিকে মুনকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তখন সে দ্বিতীয় শব্দের দিকে ফিরে গেছে। আর তিরমিযীর নিকট দ্বিতীয় শব্দটি উল্লেখ করাটা বেশী অগ্রাধিকারযোগ্য। কারণ হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী কর্তৃক হাসান আখ্যা দেয়া থেকে স্পষ্ট হয় যে, তার নিকট যদি প্রথম শব্দটি "নাবীগণের' থাকত তাহলে তিনি হাসান আখ্যা দিতেন না। বরং তিনি সেটাকে মুনকার আখ্যা দিতেন। আল্লাহই বেশী জানেন।

হাদীসটিকে অন্য ভাষায় আবুদ দারদার হাদীস হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে:

"আমার উম্মাতের ফাকীররা তাদের ধনীদের চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

এটিকে ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (২/৮০) ইবনুল খাওয়ার সূত্রে মুগীরাহ্ ইবনু যিয়াদ হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ হতে, তিনি উম্মুদ দারদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আবুদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: ...।

তিনি হাদীসটিকে ইবনুল খাওয়ারের জীবনীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন, তার নাম হচ্ছে হুমায়েদ ইবনু হাম্মাদ। ইবনু আদী বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি কম হাদীস বর্ণনাকারী। কম বর্ণনাকারী হওয়া সত্ত্বেও তার কোন কোন হাদীসের মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

আর মুগীরাহ্ ইবনু যিয়াদ সত্যবাদী তবে তার সন্দেহমূলক বর্ণনা রয়েছে।

নিরাপদ হচ্ছে এই যে, চল্লিশ বছরের নির্ধারিত সময়টা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধুমাত্র মুহাজির ফাকীরগণের ক্ষেত্রে বলেছিলেন। আর অন্যান্য মুসলিম সাধারণ ফাকীররা তাদের ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। দেখুন "মিশকাত" (৫২৪৩-৫২৫৮)।

১৯২৭. (مَنْ جَاعَ وَاحْتَاجَ فَكَتَمَهُ النَّاسَ حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَتَحَ اللهُ لَهُ رِزْقَ سَنَةٍ مِنْ حَلَالٍ).

১৯২৭। যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত হবে এবং মুখাপেক্ষী হবে, অতঃপর সে লোকদের থেকে তা গোপন করবে আর গোপনেই তার সংবাদ আল্লাহর নিকট পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা তার জন্য এক বছরের হালাল রুযির পথ বের করে দিবেন।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে তাম্মাম (১/২৯) ইসমা'ঈল ইবনু রাজা হতে, তিনি মূসা ইবনু আ'ইউন হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু জুবায়ের হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। ইসমা'ঈল ইবনু রাজা ছাড়া এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, শাইখাইনের বর্ণনাকারী। তাকে দারাকুতনী

দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর তার সূত্রেই ইবনু হিব্বান হাদীসটিকে "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে, ওকাইলী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে, ত্বরানী "আলআওসাত" গ্রন্থে, সুলাইম রাযী তার "ফাওয়াইদ" গ্রন্থে ও বাইহাক্বী "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান (১/১৩০) বলেন:

এ হাদীসটি বাতিল। আ'মাশ এটিকে বর্ণনা করেননি। সা'ঈদ এটিকে বর্ণনা করেননি আর আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ হাদীস বর্ণনা করেননি। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও এটি বলেননি। এর সমস্যা হচ্ছে ইসমা'ঈল ইবনু রাজা হুসানী।

ইবনুল জাওযী তার অনুসরণ করে "আলমাওযূ'য়াত" গ্রন্থে (২/১৫২) তার কথাকে সমর্থন করেছেন আর সুয়ূতী "আললাআলী" গ্রন্থে (২/৭২) বাইহাক্বীর কথার দ্বারা তার সমালোচনা করেছেন: হাদীসটি দুর্বল। এটিকে ইসমা'ঈল এককভাবে বর্ণনা করেছেন আর তিনি হচ্ছেন দুর্বল।

খাতীব "আলমুত্তাফিক অলমুফতারিক" গ্রন্থে হাদীসটিকে বর্ণনা করে বলেছেন:

হাদীসটি গারীব। আমরা এটিকে মূসা হতে একমাত্র ইসমা'ঈল ইবনু রাজার বর্ণনাতেই লিখেছি।

আমি হাদীসটিকে "আললিসান" এবং "আলজামে'উল কাবীর" (২/২৩৯/২) হতে নকল করেছি। প্রথমজন ইসমা'ঈলের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, ওকাইলী হাদীসটিকে "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে এটিকে তার মুনকারগুলোর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমি এ ব্যক্তির জীবনী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থের আলমাকতাবাতুয যাহেরিয়ার কপিতে পাচ্ছি না। সম্ভবত কপিকারকের নিকট হতে তা পড়ে গেছে। হয়তো তার জীবনী সম্বলিত পাতা বাঁধাই করার সময় পড়ে গেছে ...।

সুয়ূতী হাদীসটির একটি সংক্ষিপ্ত শাহেদ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার সনদও দুর্বল। যেমনটি (৪৪৫২) নম্বরে সেটি সম্পর্কে আলোচনা আসবে।

১٩٢٨. (أَثِيْبُوْا أَخَاكُمْ، قَالُوْا: وَمَا إِثَابَتُهُ؟ قَالَ: تَدْعُوْنَ اللهَ لَهُ، فَـإِنَّ فِـي الدُّعَاءِ إِثَابَةً لَهُ).

১৯২৮। তোমরা তোমাদের ভাইকে সাওয়াব প্রদান কর। তারা বলল: তাকে সাওয়াব দেয়ার অর্থ কি? তিনি বললেন: তোমরা তার জন্য

আল্লাহর নিকট দু'য়া কর। কারণ দু'য়ার মধ্যে তার জন্য সাওয়াব নিহিত রয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (১/৮৪) খাল্লাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া হতে, তিনি ইউসুফ ইবনু মাইমূন সব্বাগ হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সহাবীগণকে খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হলো। অতঃপর যখন তারা খাদ্য খেলেন তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। বর্ণনাকারী ইউসুফ ইবনু মাইমূন সব্বাগ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল। আর "আলমীযান" গ্রন্থে এসেছে যে, ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন:

তিনি খুবই মুনকারুল হাদীস।

জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস হতে মারফূ' হিসেবে তার একটি শাহেদ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেটির সনদে মুদাল্লিস বর্ণনাকারী এবং এক নাম না-নেয়া ব্যক্তি রয়েছেন। আপনি "আলকালেমুত তাইয়্যিব" গ্রন্থের (১৯৩) হাদীসে আমার টীকা দেখুন।

١٩٢٩. (مَنْ كَانَتْ لَهُ سَرِيرَةٌ صَالِحَةٌ أَوْ سَيِّئَةٌ، نَشَرَ اللهُ مِنْهَا رِدَاءً يُعْرَفُ بِهِ).

১৯২৯। যে ব্যক্তির ভালো অথবা মন্দ গোপন কিছু থাকবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা সে গোপনীয়তা থেকে এমন চাদর প্রকাশ করবেন যার দ্বারা তাকে (ব্যক্তিকে) চেনা যাবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী (২/১০০), কাযা'ঈ (২/৪৩) ও যিয়া "আলমুনতাকা মিন মাসমূ'য়াতিহি বি মারু" গ্রন্থে (১/৬২) সালেহ্ ইবনু মালেক আযদী হতে, তিনি হাফ্স ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি আলকামাহ্ ইবনু মারশাদ হতে, তিনি আবূ আব্দুর রহমান সুলামী হতে, তিনি বলেন: আমি উসমান ইবনু আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মিম্বারের উপর (মারফূ' হিসেবে) বলতে শুনেছি: ...।

ইবনু আদী বলেন: আলকামাহ্ হতে হাদীসটিকে হাফ্স ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি আর তার অধিকাংশ হাদীস নিরাপদ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি: হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি কিরাআতের ইমাম হওয়া সত্ত্বেও মাতরূকুল হাদীস।

আর সালেহ্ ইবনু মালেককে ইবনু আবী হাতিম (২/১/৪১৬) উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছু বলেননি।

কিন্তু কাযা'ঈ মুহাম্মাদ ইবনু বাক্কার সূত্রে হাফ্স ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি আলকামাহ্ ইবনু মারসাদ হতে, তিনি সা'দ ইবনু ওবাইদাহ্ হতে, তিনি আবূ আব্দুর রহমান সুলামী হতে বর্ণনা করেছেন।

١٩٣٠. (شَيَّبَتْنِيْ هُوْدٌ وَأَخَوَاتُهَا، وَمَا فُعِلَ بِالأُمَمِ قَبْلِيْ).

১৯৩০। আমাকে (সূরা) হূদ, তার বোনগুলো এবং আমার পূর্বের উম্মাতদের সাথে যা কিছু করা হয়েছে (সেগুলোর চিন্তা) বৃদ্ধ করে দিয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু সা'দ (১/৪৩৫) মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল ইবনু আবূ ফুদাইক হতে, তিনি আলী ইবনু আবূ আলী হতে, তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-কে বললো: জন্মের দিক দিয়ে আমি আপনার চেয়ে বড় আর আপনি আমার চেয়ে বেশী উত্তম এবং বেশী ভালো! তখন রসূল (ﷺ) বললেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। এটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও এর সনদে আলী ইবনু আবূ আলী কুরাশী রয়েছেন। তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন: তিনি মাজহূল, মুনকারুল হাদীস।

তবে হাদীসটি "وَمَا فُعِلَ بِالأُمَمِ قَبْلِيْ" এ অংশ ছাড়া সহীহ্। "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (৯৫৫) এর তাখরীজ করা হয়েছে।

١٩٣١. (أَجَلْ، شَيَّبَتْنِيْ (هُوْدٌ) وَأَخَوَاتُهَا . قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: بِأَبِيْ وَأُمِّيْ وَمَا أَخَوَاتُهَا ؟ قَالَ: (الْوَاقِعَةُ) وَ(الْقَارِعَةُ) وَ(سَأَلَ سَائِلٌ) وَ(إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) وَ(الْحَاقَّةُ)).

১৯৩১। হাঁ, আমাকে (সূরা) হূদ ও তার বোনগুলো বৃদ্ধ করে দিয়েছে। আবূ বাক্র বললেন: আমার পিতা ও মাতা আপনার পথের উপর উৎসর্গিত হোক, তার বোনগুলো কোনগুলো? তিনি বললেন: সূরা

অকে'য়াহ্, 'আলকারি'য়াহ্, সাআলা সায়েলুন, ইযাশ শাম্সু কুববিরাত ও আলহাক্কাহ্।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু সা'দ "আত্ত্বাকাত" গ্রন্থে (১/৪৩৫) ও ইবনু নাস্র "কিয়ামুল লাইল" গ্রন্থে (পৃ ৫৮) আবূ সাখ্র সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াযীদ রুকাশী তাকে হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। তিনি বলেন: আমি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বলতে শুনেছি: আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মিম্বারের উপর বসেছিলেন। এমতাবস্থায় রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের দু'জনের নিকট তাঁর কোন এক স্ত্রীর ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন, এমতাবস্থায় যে, তিনি তার দাড়ি নাড়ছিলেন এবং দাড়ি উঠিয়ে সেগুলোর দিকে তাকাচ্ছিলেন। আনাস বলেন: তাঁর মাথার চুলের চেয়ে তার দাড়ি বেশী পাকা ছিল। যখন তাদের দু'জনের নিকট এসে দাঁড়ালেন তখন সালাম দিলেন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আবূ বাক্র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নরম মনের ব্যক্তি ছিলেন আর উমার শক্ত মনের ছিলেন। আবূ বাক্র বললেন: আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য ফেদা হোক! আপনার চুল দ্রুতই পেকে যাচ্ছে। এরপর তিনি তার হাত দিয়ে দাড়ি উঠিয়ে দেখলেন আর আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: ...।

আবূ সাখ্র বলেন: আমি এ হাদীসটি সম্পর্কে ইবনু কুসাইতকে সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন: হে আহমাদ! আমি এখনও এ হাদীস আমার শাইখদের থেকে শুনছি, তুমি কেন এটিকে ছেড়ে দিয়েছো: আলহাক্কাতু অমালহাক্কা?

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ ইয়াযীদ হচ্ছেন ইবনু আবান আর তিনি হচ্ছেন দুর্বল। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন।

তার থেকে নিম্নের ভাষাতেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে:

আমাকে হুদ এবং তার বোনগুলো বৃদ্ধ করে দিয়েছে: আলহাক্কাহ্, আলঅকে'য়াহ্, আম্মা ইয়াতাসাআলূন ও হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়্যাহ্।

এটিকে অহেদী তার "তাফসীর" গ্রন্থে (২/৩৫/২) মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস হতে, তিনি হাতেম ইবনু সালেম কায্যায হতে, তিনি আম্র ইবনু আবূ আম্র আবদী হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবান হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে, তিনি আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আপনার নিকট পাকা চুল দ্রুতই এসে পড়েছে। তখন তিনি বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি হালেক (ধ্বংসপ্রাপ্ত)। কারণ মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস কুদাইমী জালকারী।

আর হাতিম ইবনু সালেম কায্যাযও দুর্বল।

আর আম্র ইবনু আবূ আম্রকে আমি চিনি না। হতে পারে তিনি হচ্ছেন আম্র ইবনু শাম্র। তিনি হচ্ছেন মাতরূক। দেখুন "আলমীযান" গ্রন্থে।

হাঁ, হাদীসটি সহীহ্ হিসেবে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনায় মারফূ' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, তবে আলকারে'য়াহ্, সাআলা সায়েলূন, ও আলহাক্কাহ্ ছাড়া। সেগুলোর স্থলে হূদ, আলমুরসালাত ও আম্মা ইয়াতাসাআলূনকে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৩২. (ذِكْرُ الأَنْبِيَاء مِنَ الْعِبَادَةِ، وَذِكْرُ الصَّالِحِيْنَ كَفَّارَةُ الذُّنُوْبِ، وَذِكْرُ الْمَوْتِ صَدَقَةٌ، وَذِكْرُ النَّارِ مِنَ الْجِهَادِ، وَذِكْرُ الْقَبْرِ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، وَذِكْرُ النَّارِ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تَرْكُ الْجَهْلِ، وَرَأْسُ مَالِ الْعَالِمِ تَرْكُ الْكِبْرِ، وَثَمَنُ الْجَنَّةِ تَرْكُ الْحَسَدِ، وَالنَّدَامَةُ مِنَ الذُّنُوْبِ التَّوْبَةُ الصَّادِقَةُ).

১৯৩২। নাবীগণের আলোচনা করা ইবাদাতে অন্তর্ভুক্ত। নেককারদের আলোচনা করা গুনাহের কাফ্ফারাহ্ স্বরূপ। মৃত্যুকে স্মরণ করা হচ্ছে সাদাকাহ। জাহান্নামের আগুনকে স্মরণ করা হচ্ছে জিহাদ। কবরের স্মরণ তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দিবে আর জাহান্নামের স্মরণ তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে দূরে সরিয়ে দিবে। সর্বোত্তম ইবাদাত হচ্ছে অজ্ঞতাকে ত্যাগ করা। আলেমের সম্পদের মূলধন হচ্ছে অহংকারকে ত্যাগ করা। জান্নাতের মূল্য হচ্ছে হিংসাকে ত্যাগ করা। গুনাহের ব্যাপারে দুঃখিত হওয়া হচ্ছে সত্যিকারের তাওবাহ।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে দাইলামী (২/৮২/১) আবূ আলী ইবনুল আশ'য়াস সূত্রে শুরাইহ্ ইবনু আব্দুল কারীম হতে, তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আলী হুসাইনী আবুল ফায্ল হতে (কিতাবুল আরূস), তিনি অলীদ ইবনু মুসলিম হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু রাশেদ হতে, তিনি মাকহূল হতে, তিনি মু'য়ায ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল আশ'য়াসকে মুহাদ্দিসগণ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। সুয়ূতীর "যাইলুল আহাদীসিল মাওযূ'য়াহ্" গ্রন্থে (পৃ ১৯৪-১৯৫) এরূপই এসেছে।

আমি (আলবানী) বলছি: তা সত্ত্বেও তিনি (সুয়ূতী) "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটিকে দাইলামীর বর্ণনা হতে মু'য়ায ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু আস'য়াসের নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল আস'য়াস। দারাকুতনী বলেন: তিনি আল্লাহর আয়াতসমূহের একটি আয়াত। তিনি সে কিতাবটি অর্থাৎ "আল'ওলাবিয়্যাত" গ্রন্থটি জাল করেছেন।

ইবনু আদী তার কতিপয় বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করেছেন। মানাবী হাদীসটির আরো দু'টি সমস্যা বর্ণনা করেছেন এখানে সেগুলোর কোন মূল্য নেই। অতঃপর তিনি "আত্তাইসীর" গ্রন্থে শুধুমাত্র বলেছেন: এর সনদটি দুর্বল।

১৯৩৩. (الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لاَ دَارَ لَهُ (وَمَالُ مَنْ لاَ مَالَ لَهُ) وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لاَ عَقْلَ لَهُ).

১৯৩৩। দুনিয়া সেই ব্যক্তির ঘর যার কোন ঘর নেই। [আর সেই ব্যক্তির সম্পদ যার কোন সম্পদ নেই]। আর দুনিয়াকে সে ব্যক্তি জমা করে যার কোন বুদ্ধি নাই।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আহমাদ "আলমুসনাদ" গ্রন্থে (৬/৭১) দুওয়াইদ সূত্রে আবূ ইসহাক হতে, তিনি উরওয়াহ্ হতে (মূলে রয়েছে: যুর'য়াহ্ হতে), তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু কুদামাহ্ "আলমুন্তাখাব" গ্রন্থে (১০/১/২) বলেন:

এ হাদীসটি মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি: বাহ্যিকভাবে আবূ ইসহাক হচ্ছেন সাবী'ঈ, তিনি মুদাল্লিস এবং তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

আর দুরায়েদ হচ্ছেন ইবনু নাফে'। হাফিয ইবনু হাজার বলেন:

তিনি মাকবূল। তিনি এরূপই বলেছেন। কিন্তু তার কথার মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ তার থেকে একদল বর্ণনা করেছেন যাদের মধ্যে লাইস ইবনু সা'দ রয়েছেন। তাকে যুহালী প্রমুখ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর ইবনু হিব্বান বলেছেন:

তিনি মুস্তাকীমুল হাদীস। হাফিয যাহাবী এরূপই বলেছেন।

ইবনু আবিদ দুনিয়ার "যাম্মুদ দুনিয়া" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২৯) আবূ সুলাইমান নাসীবী তার মুতাবা'য়াত করেছেন। অতএব হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে সাবী'ঈ। এ কারণে যিনি এর সনদটি ভালো বলেছেন, তিনি সঠিক করেননি, যেমন মুনযেরী "আত্তারগীব" গ্রন্থে (৪/১০৪) আর ইরাকী "আত্তাখরীজ" গ্রন্থে (৩/২০২), আর মানাবী ও যারকানী তাদের অনুসরণ করেছেন। আর গুমারী অভ্যাসগতভাবে তাদের অন্ধ অনুসরণ করেছেন তার "আলকান্য" গ্রন্থে (১৭৯৯)। সুন্নাতের ইমাম যে হাদীসটিকে মুনকার আখ্যা দিয়েছেন সম্ভবত তারা তা অবগত হননি।

আর হাফিয সাখাবী "আলমাকাসিত" গ্রন্থে (২১৭/৪৯৪) সংক্ষেপে যা বলেছেন তাতে তিনি ভালই করেছেন:

এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আর তার পূর্বে হাইসামীও "মাজমা'উয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (১০/২৮৮) এরূপই করেছেন। কিন্তু তারা দু'জনই সহীহ্ আখ্যা দেননি। আর যারকানী "মুখতাসারুল মাকাসিদ" গ্রন্থে (১০৮/৪৬৪) এর বিপরীত বুঝ বুঝে বলেছেন: এটি সহীহ্।

কিন্তু এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য এ কথা থেকে এরূপ (সহীহ্) বুঝাটা যে ভুল, তা বিভিন্ন জায়গায় আমরা সতর্ক করেছি।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ "আয্যুহুদ" গ্রন্থে (পৃ ১৬১) মালেক ইবনু মিগঅল হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: ...। অর্থাৎ তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এর বর্ণনাকারীগণও নির্ভরযোগ্য। কিন্তু সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কারণ এ মালেক হচ্ছেন তাবে'তাবে'ঈ। তিনি সাবী'ঈ প্রমুখ হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে সুয়ূতী আহমাদ ও বাইহাক্বীর "আশ্শু'য়াব" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন। বাইহাক্বী আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর মানাবী "আত্তাইসীর" গ্রন্থে হাদীসটির পরক্ষণেই এ কথা বলে ভুল করেছেন যে, সহীহ্ সনদে।

١٩٣٤. (مَنْ كَانَ مُوْسِرًا لِأَن يَّنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنِّيْ).

১৯৩৪। যে ব্যক্তি বিয়ে করার ক্ষেত্রে সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে করল না, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আবী শাইবাহ্ "আলমুসান্নাফ" গ্রন্থে (৭/১/২), ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে (১/১৬২/১), বাইহাক্বী "আসসুনান" (৭/৭৮) ও

"শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে (২/১৩৪/২) ও অহেদী "আলঅসীত" গ্রন্থে (৩/১১৪/২) ইবনু জুরায়েজ হতে, তিনি উমায়ের ইবনু মুগাল্লিস হতে, তিনি আবূ নাজীহ্ হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: কয়েকটি কারণে এ সনদটি দুর্বল:

১। সনদটি মুরসাল। কারণ আবূ নাজীহ্ হচ্ছে নির্ভরযোগ্য তাবে'ঈ, তার নাম ইয়াসার।

২। উমায়ের ইবনু মুগাল্লিস দুর্বল। তাকে ওকাইলী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃ ৩১৭) উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি হুরায়েয ইবনু উসমান হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু জুবায়ের হতে বর্ণনা করেছেন। তার মুতাবা'য়াত করা হয়নি এবং তাকে একমাত্র তার দ্বারাই চেনা যায়। অতঃপর তিনি তার একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন সেটি পরবর্তীতে আসবে:

((لا ينقطع دولة ولد فلان ...))

হাফিয যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন: তিনি শামী, তাকে চেনা যায় না।

হাইসামী (৪/২৫১-২৫২) বলেছেন: এটিকে ত্ববারানী "আলআওসাত" ও "আলকাবীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদটি মুরসাল হাসান যেমনটি ইবনু মা'ঈন বলেছেন।

তার এ কথা হাসান নয়। কারণ এর সনদে অন্য একটি সমস্যা রয়েছে, তা হচ্ছে ইবনু জুরায়েজ কর্তৃক আন্আন্ করে বর্ণনা করা। তবে তিনি বাইহাক্বীর নিকট স্পষ্ট করেছেন হাদীস শ্রবণ করাকে। ফলে এ সমস্যা থেকে হাদীসটি নিরাপদ। শুধুমাত্র বাকি থাকছে পূর্বে উল্লেখকৃত সমস্যা। বাইহাক্বী প্রথম সমস্যা উল্লেখ করেই হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করে বলেছেন: এটি মুরসাল।

١٩٣٥. (اَلْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ).

১৯৩৫। খাতনা হচ্ছে পুরুষদের জন্য সুন্নাত, মহিলাদের জন্য মর্যাদার।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবুল মালীহের পিতা উসামাহ্ হুযালী, শাদ্দাদ ইবনু আউস, আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করা হয়েছে।

১। উসমাহ্ ইবনু হুযালী হতে বর্ণিত হাদীসঃ আব্বাদ ইবনুল আওয়াম এটিকে হাজ্জাজ হতে, তিনি আবুল মালীহ্ ইবনু উসামাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ...।

এটিকে আহমাদ (৫/৭৫) বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটির বর্ণনাকারীগণ হাজ্জাজ ছাড়া সকলেই নির্ভরযোগ্য। তিনি হচ্ছেন ইবনু আরত্বাত, তিনি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী আর তিনি আন্‌আন্‌ করে বর্ণনা করেছেন। তার সনদে মতভেদও করা হয়েছে। তার থেকে আব্বাদ এভাবে বর্ণনা করেছেন, আর হাফ্‌স ইবনু গিয়াস তার মুতাবা'য়াত করে হাজ্জাজ হতে বর্ণনা করেছেন।

এ মুতাবা'য়াতটিকে বাইহাক্বী (৮/৩২৫) ইব্‌রাহীম ইবনু হাজ্জাজ সূত্রে হাফ্‌স হতে বর্ণনা করে বলেছেন: হাজ্জাজ ইবনু আরত্বাতের দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

তাদের দু'জনেরই বিরোধিতা করে মুহাম্মাদ ইবনু ফুযায়েল অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে হাফ্‌স হতে ইব্‌রাহীমের বিরোধিতা করা হয়েছে। দেখুন সম্মুখে আগত সনদে।

২। শাদ্দাদের হাদীস। এটিকে ইবনু ফুযায়েল বর্ণনা করেছেন হাজ্জাজ ইবনু আরত্বাত হতে, তিনি আবুল মালীহ্‌ হতে, তিনি ...।

এটিকে ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৭১১২) ও ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাশ্‌ক" গ্রন্থে (৭/২৬৩/২) বর্ণনা করেছেন। আর আরেম আবুন নু'মানের বর্ণনায় হাফ্‌স ইবনু গিয়াস তার মুতাবা'য়াত করেছেন: অর্থাৎ আরেম হতে, তিনি হাফ্‌স ইবনু গিয়াস হতে, তিনি হাজ্জাজ হতে ... তিনি শাদ্দাদ হতে বর্ণনা করেছেন। এটিকে ত্ববারানী (৭১১৩) বর্ণনা করেছেন।

আর আব্দুল ওয়াহিদ ইবনু যিয়াদ তাদের সবার বিরোধিতা করে হাজ্জাজ হতে, তিনি মাকহূল হতে, তিনি আবূ আইউব হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে বাইহাক্বী বর্ণনা করে বলেছেন: এটি মুনকাতি' (এর সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে)।

ইবনু আবী হাতেম "আলইলাল" গ্রন্থে (২/২৪৭) হাদীসটিকে হাফ্‌স এবং আব্দুল অহেদের সূত্রে উল্লেখ করার পর বলেন:

আমার পিতা বলেন: আমি ধারণা করছি যে, মাকহূলের হাদীসটি ভুল। এটিকে নু'মান ইবনুল মুনযির মাকহূল হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: সঠিক হচ্ছে মুরসাল হওয়া।

মোটকথা হাদীসটি হাজ্জাজের সূত্রে দুর্বল, তার আন্‌আন্‌ করে বর্ণনা করার এবং তার সনদে ইযতিরাব হওয়ার কারণে। তবে কখনও কখনও

তাকে মাকহূলের মুরসাল বর্ণনা শক্তিশালী করতে পারে। কারণ নু'মান ইবনুল মুনযির সত্যবাদী।

৩। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীস। অলীদ ইবনুল অলীদ এটিকে ইবনু সাওবান হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আজলান হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন: ...।

এটিকে ত্বাবারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১২৮/১) (১১৫৯০) ও বাইহাক্বী (৮/৩২৪-৩২৫) বর্ণনা করে বলেছেন:

এ সনদটি দুর্বল। নিরাপদ হচ্ছে এই যে, এটি মওকূফ।

আমি (আলবানী) বলছি: অলীদ ইবনু অলীদ ছাড়া এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তিনি হচ্ছেন আনাসী কালানেসী দেমাশ্কী। ইবনু আবী হাতেম (৪/২/১৯) বলেন: আমি আমার পিতাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম? তিনি বলেন: তিনি সত্যবাদী, তার হাদীসে সমস্যা নেই। তার হাদীস সহীহ্।

আর যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন: আবূ হাতেম বলেন: তিনি সত্যবাদী। আর দারাকুতনী প্রমুখ বলেন: তিনি মাতরূক।

হাফিয ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে বলেন: তিনি হচ্ছেন অলীদ ইবনু মূসা। আমার ধারণা মূসা হচ্ছেন তার দাদা। তিনি একই ব্যক্তি, হাফিয যাহাবী তাকে দু'জন করে ফেলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাফিয যাহাবী- ইবনু মূসা সম্পর্কে বলেন:

দারাকুতনী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস। তাকে আবূ হাতিম শক্তিশালী আখ্যা দিয়েছেন। আর অন্যরা বলেছেন: তিনি মাতরূক। আর ওকাইলী ও ইবনু হিব্বান তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তার বানোয়াট হাদীস রয়েছে।

হাফিয ইবনু হাজার আবূ হাতিমের পূর্বোক্ত কথার পরক্ষণেই বলেন:

হাকিম বলেন: তিনি আব্দুর রহমান ইবনু সাবেত ইবনু সাওবান হতে কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাদের দু'জনের কথার মধ্যে বড় ধরনের বৈপরিত্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আমি (আলবানী) বলছি: আমার নিকট তাদের দু'জনের কার কথা সঠিকের নিকটবর্তী তা স্পষ্ট হচ্ছে না। এ কারণে তার হাদীস দ্বারা শাহেদ গ্রহণ করাটা সম্ভব হচ্ছে না। আর এটিকে মওকূফ হিসেবেও বর্ণনা করা

হয়েছে। এ মওকূফটিকে ত্ববারানী "আলকাবীর" গ্রন্থে (১২০০৯) খালাফ ইবনু আব্দুল হামীদ সূত্রে আব্দুল গফূর হতে, তিনি আবূ হাশেম রুমানী হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

কিন্তু এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ আব্দুল গফূর হচ্ছেন আবুস সবাহ্ আনসারী। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি হাদীস জালকারীদের একজন ছিলেন।

ইমাম বুখারী বলেন: তাকে তারা (মুহাদ্দিসগণ) ত্যাগ করেছেন।

আর খালাফ ইবনু আব্দুল হামীদকে আমি চিনি না। তিনি সেই খালাফ ইবনু আব্দুল হামীদ সারাখসী নন যাকে "আলমীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ এ সারাখসী তার চেয়ে উপর স্তরের।

এ মওকূফটির আরেকটি সূত্র রয়েছে যেটির অবস্থা এটির চেয়ে ভালো। এটিকেও ত্ববারানী (১২৮২৮) ও বাইহাক্বী (৮/৩২৫) সা'ঈদ ইবনু বাশীর হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, তিনি জাবের ইবনু যায়েদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ননা করেছেন।

সা'ঈদ ইবনু বাশীর ছাড়া এর সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তিনি দুর্বল, যেমনটি হাফিয ইবনু হাজারের "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

মোটকথা: হাদীসটি মারফূ' এবং মওকূফ উভয়ভাবেই দুর্বল। তবে মওকূফ হিসেবে বেশী ভালো। এই হচ্ছে বাইহাক্বীর পূর্বোক্ত কথার ভাবার্থ: মওকূফ হিসেবে নিরাপদ।

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা থেকে জানা যাচ্ছে যে, "আলমিরকাত" গ্রন্থে (৪/৪৫৬) যে বলা হয়েছে: এটিকে ইমাম আহমাদ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। তার এ কথা ভালো (হাসান) নয়।

١٩٣٦. (سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، وَلَا مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، يُقْسِمُوْنَ بِهِ وَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهُ، مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ، خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى، فُقَهَاءُ ذَلِكَ الزَّمَانِ شَرُّ فُقَهَاءَ تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ، مِنْهُمْ خَرَجَتِ الْفِتْنَةُ وَ إِلَيْهِمْ تَعُودُ).

১৯৩৬। মানুষের কাছে এমন একটি সময় আসবে যখন কুরআনে তার রেখা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। ইসলামের নাম ছাড়া কিছুই থাকবে না। ইসলামের দ্বারা তারা শপথ করবে অথচ তার থেকে লোকেরা বহু দূরে থাকবে। তাদের মাসজিদগুলো আবাদ করা হবে, তবে হেদায়েতের

পথ থেকে লক্ষ্যচ্যুৎ হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। সে যুগের ফাকীহ্গণ আসমানের ছায়াতলে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ফাকীহ্ হবে। তাদের থেকেই ফেতনাহ্ বের হবে এবং তাদের নিকটেই ফিরে যাবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে দাইলামী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (১/১০৭) হাকিমের সূত্র হতে তার সনদে খালেদ ইবনু ইয়াযীদ আনসারী হতে, তিনি ইবনু আবী যিইব হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ বাহ্যিকভাবে যা বুঝা যায় তা হচ্ছে এই যে, এ খালেদ হচ্ছেন উমারী মাক্কী। কারণ তিনি ইবনু আবী যিইব হতে বর্ণনা করেন। আর তাকে আবূ হাতেম এবং ইয়াহ্ইয়া মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু হিব্বান (১/২৫৮) বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী।

অতঃপর দাইলামী ইসমা'ঈল ইবনু আবী যিয়াদ সূত্রে সাওর হতে, তিনি খালেদ ইবনু মি'দান হতে, তিনি মু'য়ায (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে তার মতই বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি তার পূর্বেরটির ন্যায় বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে এ ইসমা'ঈল। তিনি হচ্ছেন সাকূনী কাযী। ইবনু হিব্বান (১/১২৯) বলেন:

তিনি দাজ্জাল (মহা মিথ্যুক) শাইখ। তার সমালোচনা করার উদ্দেশ্য ছাড়া তাকে হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করাই বৈধ না।

হাদীসটির তৃতীয় একটি সূত্র পেয়েছি। ইবনু আবিদ দুনিয়া "কিতাবুল 'ওকূবাত" গ্রন্থে সা'ঈদ ইবনু যাম্বূর হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু হারূন হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু দুকায়েন হতে, তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আলী ইবনু আবী তালেব বলেন: .. তিনি মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ আব্দুল্লাহ্ ইবনু দুকায়েনের ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। তার জীবনীতেই এ হাদীসটিকে হাফিয যাহাবী উল্লেখ করে মুনকার হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এ ছাড়া সা'ঈদ ইবনু যাম্বূরের জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না।

মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ তার বিরোধিতা করে ইয়াযীদ ইবনু হারূন হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে দীনূরী "আলমুনতাকা মিনাল মুজালাসাহ্" গ্রন্থে (১৯-২০) ইয়াযীদ ইবনু হারূন হতে বর্ণনা করেছেন।

আর মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ হচ্ছেন অসেতী- ইয়াযীদ ইবনু হারূনের সাথী। তার ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। অধিকাংশরাই তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। বরং আবূ মুহাম্মাদ আলখাল্লাল বলেছেন: তিনি খুবই দুর্বল।

আর হাফিয যাহাবী বলেছেন: তিনি এমন বাতিল হাদীস নিয়ে এসেছেন যার দ্বারা তাকে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করা হয়েছে।

দীনূরী নিজেই মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। "আলমীযান" গ্রন্থে তার জীবনী দেখুন।

মোটকথা: হাদীসটি তিনটি সূত্রেই খুবই দুর্বল।

١٩٣٧. (مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا سَلَّطَهُ اللهُ عَلَيْهِ).

১৯৩৭। যে অত্যাচারীকে সহযোগিতা করবে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকেই তার বিপক্ষে নিয়োজিত করবেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে আবূ হাফ্স কাত্তানী "জুযউন মিন হাদীসিহি" গ্রন্থে (১৪১-১৪২) আবূ সা'ঈদ (তিনি হচ্ছেন হাসান ইবনু আলী আদাবী) হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু আব্দুল জাব্বার কারাবীসী আবূ উসমান হতে, তিনি হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ হতে, তিনি আসেম হতে, তিনি যির হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। আদাবী ছাড়া সকল বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। এ আদাবী বড়ই মিথ্যুক। তিনিই হাদীসটির সমস্যা। ইবনু আদী বলেন:

তিনি হাদীস জালকারী। তার অধিকাংশ হাদীস (সামান্য কিছু বাদে) বানোয়াট। আমরা তাকে দোষী করতাম অতঃপর একীনের সাথে জেনে যেতাম যে, তিনিই সেগুলো জাল করেছেন।

সুয়ূতী হাদীসটিকে "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে কালিমালিপ্ত করেছেন। তিনি শুধুমাত্র ইবনু আসাকিরের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আর মানাবী আদাবীর বিষয়টি উল্লেখ করে তার সমালোচনা করে বলেছেন: সাখাবী বলেন: তিনি জাল করার দোষে দোষী। তিনিই হাদীসটির সমস্যা।

হাফিয ইবনু কাসীর স্বীয় "তাফসীর" গ্রন্থে (২/১৭৬) শুধুমাত্র হাদীসটি গারীব বলে কম বলেছেন।

١٩٣٨. (أَكْثَرُ الْقَبَائِلِ فِي الْجَنَّةِ: مَذْحَجٌ)

১৯৩৮। জান্নাতের অধিকাংশ গোত্রগুলো হবে মাযহাজ।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু ওয়াহাব "আলজামে‘" গ্রন্থে (পৃ ১) উতবাহ্ ইবনু আবূ হাকীম হামদানী হতে, তিনি ইবনু শিহাব হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি মুরসাল দুর্বল। কারণ উতবাহ্ হচ্ছেন দুর্বল। আর ইবনু শিহাব ছোট তাবে‘ঈ। তার অধিকাংশ বর্ণনা বড় তাবে‘ঈগণ থেকে যেমন ইবনুল মুসাইয়্যাব প্রমুখ। তিনি কখনও কখনও ছোট সহাবী হতেও বর্ণনা করেন। যেমন আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) ও তার মত যারা। হাদীসটির সনদ মুরসাল অথবা মু‘যাল (পাশাপাশি দু'জন বর্ণনাকারী না থাকাকে মু‘যাল বলা হয়)।

١٩٣٩. (لَا تَلْعَنُوْا تُبَّعًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ أَسْلَمَ).

১৯৩৯। তোমরা তুব্বা‘কে (এক ব্যক্তির নাম) অভিশাপ দিও না। কারণ সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু ওয়াহাব "আলজামে‘" গ্রন্থে (পৃ ১) ইবনু লাহী‘য়াহ্ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আম্‌র ইবনু জাবের হাযরামী তাকে হাদীসটি বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যে, তিনি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথী সাহ্ল ইবনু সা‘দ সা‘য়েদী (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু)-কে বলতে শুনেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি হাযরামীর কারণে দুর্বল। কারণ তিনি শী‘য়াহ্ এবং দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (৫/৩৪০) অন্য সূত্রে ইবনু লাহী‘য়াহ্ হতে নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেন:

" .... তোমরা গালি দিও না... ।

আমি (আলবানী) বলছি: এ বাক্যে হাদীসটি সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ এর কতিপয় শাহেদ রয়েছে। এ কারণে এটিকে "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (২৪২৭) উল্লেখ করেছি।

١٩٤٠. (مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ وَلَدِهِ أَتَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعْقُوْدًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ).

১৯৪০। যে ব্যক্তি তার সন্তান থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিবে কিয়ামাতের দিন সে তার দু'পার্শ্ব বাঁধা অবস্থায় আগমন করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু ওয়াহাব "আলজামে'" গ্রন্থে (পৃ ২) সহীহ্ সনদে ইবনু শিহাব হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটির সনদ মুরসাল অথবা মু'যাল হওয়ার কারণে দুর্বল।

١٩٤١. (مِنَ الْعِبَادِ عِبَادٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ وَلا يُـزَكِّيهِمْ، وَلا يُطَهِّرُهُمْ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: الْمُتَبَرِّئُ مِنْ وَالِدَيْهِ رَغْبَةً عَنْهُمَا، وَالْمُتَبَرِّئُ مِنْ وَلَدِهِ، وَرَجُلٌ أَنْعَمَ عَلَيْهِ قَوْمٌ فَكَفَرَ نِعْمَتَهُمْ وَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ).

১৯৪১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বান্দাদের মধ্য থেকে কিছু বান্দার সাথে কিয়ামাতের দিন কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন করবেন না এবং তাদের দিকে দৃষ্টিও দিবেন না: পিতা-মাতা থেকে বিমুখ হয়ে তাদের দু'জন থেকে নিজেকে মুক্তকারী ব্যক্তি, পিতা কর্তৃক তার সন্তান হতে নিজেকে মুক্তকারী ব্যক্তি এবং সেই ব্যক্তি যাকে কোন সম্প্রদায় সহযোগিতা করেছে, অতঃপর সে তাদের সহযোগিতাকে অস্বীকার করে তাদের থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু ওয়াহাব "আলজামে'" গ্রন্থে (পৃ ২-৩) যাব্বান ইবনু ফায়েদ হতে, তিনি সাহ্ল ইবনু মু'য়ায হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। যাব্বান ইবনু ফায়েদ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি নেককার ইবাদাতগার হওয়া সত্ত্বেও তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

١٩٤٢. (كُلُّ الْعَرَبِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ).

১৯৪২। সব আরবরাই ইসমা'ঈল ইবনু ইব্রাহীম (عليه السلام)এর সন্তানের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু ওয়াহাব "আলজামে'" গ্রন্থে (পৃ ৫) ও ইবনু সা'দ "আত্ত্বাবাকাত" গ্রন্থে (১/৫১) ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে, তিনি ইবনু আন'য়াম

হতে, তিনি আখী বাক্র ইবনু সাওয়াদাহ্ হতে, তিনি ওলাই ইবনু রাবাহ্ লাখমীকে বলতে শুনেছেন, রসূল (ﷺ) বলেন: ... ।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল, মুরসাল। কারণ ইবনু রাবাহ্ হচ্ছেন নির্ভরযোগ্য তাবে'ঈ।

আর আখূ বাক্র ইবনু সাওয়াদাকে আমি চিনি না।

আর ইবনু আন'য়াম দুর্বল। তার নাম হচ্ছে আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ আফরীকী।

١٩٤٣. (إِنَّ مَثَلُ الأَشْعَرِيِّيْنَ فِي النَّاسِ كَصِرَارِ الْمِسْكِ).

১৯৪৩। লোকদের মধ্যে আশ'য়ারীদের উদাহরণ হচ্ছে এই যে, তারা নির্জিত কস্তুরির ন্যায়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু ওয়াহাব "আলজামে'" গ্রন্থে (পৃ ৪) সা'ঈদ ইবনু আবী আইউব হতে, তিনি শুরাহ্বীল ইবনু শারীক হতে, তিনি ওলাই ইবনু রাবাহকে বলতে শুনেছেন রসূল (ﷺ) বলেন: ... ।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। এর বর্ণনাকারীগণ হচ্ছেন ইমাম মুসলিমের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। কিন্তু এর সমস্যা হচ্ছে মুরসাল হওয়া।

١٩٤٤. (احْفَظُونِي فِي العَبَّاسِ، فَإِنَّهُ بَقِيَّةُ آبَائِي، وإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ).

১৯৪৪। তোমরা আমাকে আব্বাসের মধ্যে হেফাযাত কর। কারণ তিনিই হচ্ছেন আমার পিতাদের অবশিষ্ট। আর ব্যক্তির চাচা হচ্ছে স্বীয় পিতার সহোদর ভাই।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে খাতীব "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (১০/৬৮) ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হারেস হতে, তিনি আব্দুল মুত্তালিব ইবনু রাবী'য়াহ্ ইবনুল হারেস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ... ।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হারেসের দাস ইয়াযীদ ইবনু আবূ যিয়াদ হাশেমী সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন:

তিনি দুর্বল। তিনি বৃদ্ধ হলে তার মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তাকে (ভুল) ধরিয়ে দিতে হতো।

এটিকে ত্বাবারানী "আলমু'জামুস সাগীর" গ্রন্থে (পৃ ১১৯) হাসান ইবনু আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে মারফূ' হিসেবে শেষাংশ (..إن عم الرجل) ছাড়া বর্ণনা করেছেন।

এর সনদটি দুর্বল। কারণ এর মধ্যে অপরিচিত এবং দুর্বল ব্যক্তি রয়েছেন। যেমনটি আমি (আলবানী) "আররাওযুন নাযীর" গ্রন্থে (২৮৯) ব্যাখ্যা করেছি।

অনুরূপভাবে ইবনু আদী প্রমুখ আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস হতে এটিকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর সনদটি খুবই দুর্বল। সামনের হাদীসের ভাষাতেও হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে।

সতর্কবাণী: (إن عم الرجل صنو أبيه) "ব্যক্তির চাচা হচ্ছে নিজ পিতার সহোদর ভাই" হাদীসের এ অংশ সহীহ্। এটি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে ইমাম মুসলিমের হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। "ইরওয়াউল গালীল" গ্রন্থে (৮৫৮) এটির তাখরীজ করা হয়েছে।

١٩٤٥. (اسْتَوْصُوْا بِالْعَبَّاسِ خَيْرًا، فَإِنَّهُ عَمِّيْ وَصِنْوُ أَبِيْ).

১৯৪৫। তোমরা আব্বাস হতে কল্যাণকর অসিয়্যাত গ্রহণ কর। কারণ তিনি আমার চাচা এবং আমার পিতার সহোদর ভাই।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু ওয়াহাব "আলজামে'" গ্রন্থে (পৃ ১৫) ইবনু আদী (২/১৯৭), আর তার থেকে ইবনু আসাকির (৮/৪৬৩/১), ইবনুস সাম্মাক "জুযউম মিন হাদীসিহি" গ্রন্থে (১/৬৭) আর তার থেকে ইবনু আসাকিরও হুসাইন ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু যামরাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি আলী ইবনু আবী তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ হুসাইনকে ইমাম মালেক, আবূ হাতিম প্রমুখ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনু মা'ঈন বলেন:

তিনি নির্ভরযোগ্য নন এবং নিরাপদও নন।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে এর একটি শাহেদ বর্ণিত হয়েছে, এটিকে ত্বাবারানী (৩/১১০/১) যায়েদ ইবনুল হুরাইশ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু খার্‌রাস হতে, তিনি আওয়াম ইবনু হাওশাব হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এটি খুবই দুর্বল। কারণ আব্দুল্লাহ্ ইবনু খার্‌রাস সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন:

তিনি দুর্বল। ইবনু আম্মার তার বিরুদ্ধে মিথ্যা বর্ণনা করার অভিযোগ করেছেন।

আর যায়েদ ইবনুল হুরাইশকে ইবনু হিব্বান "আসসিকাত" গ্রন্থে (৮/২৫১) উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি কখনও কখনও ভুল করতেন।

ইবনুল কাত্তান বলেন: তিনি মাজহূলুল হাল (তার অবস্থা অজ্ঞাত)।

١٩٤٦. (رَحِمَ اللهُ وَالِداً أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ، قَالُوْا: كَيْفَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ: يَقْبَلُ إِحْسَانَهُ، وَيَتَجَاوَزُ عَنْ إِسَاءَتِهِ).

১৯৪৬। আল্লাহ্ তা'য়ালা সেই পিতার প্রতি দয়া করুন যে তার সন্তানকে তার হকের ব্যাপারে সাহায্য করে। তারা বলল: হে আল্লাহর রসূল! তা কিভাবে? তিনি বললেন: সে (পিতা) তার সৎকর্মগুলোকে গ্রহণ করবে আর অসৎকর্মগুলোকে এড়িয়ে যাবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু ওয়াহাব "আলজামে'" গ্রন্থে (পৃ ২১) উল্লেখ করে বলেছেন: আমার নিকট আতা ইবনু আবী রাবাহ্ হতে পৌঁছেছে যে, রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল, মুরসাল এবং সনদে বিচ্ছিন্নতার কারণে।

মওসূল হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে। এটিকে আবূ আব্দুর রহমান সুলামী "আদাবুস সুহ্বাহ্" গ্রন্থে (১/১৪৭) আহমাদ ইবনু আলী ইবনু মাহ্দী ইবনু সাদাকাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আলী ইবনু মূসা রিযা হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে (قالوا ...) এ অংশ ছাড়া।

এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ ইবনু সাদাকাকে হাফিয যাহাবী উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি তার পিতা হতে, তিনি আলী ইবনু মূসা রিযা হতে বর্ণনা করেছেন। সেটি মিথ্যা কপি। দারাকুতনী তাকে হাদীস জাল করার দোষে দোষী করেছেন। আর আমি অবগত হইনি যে, রিযা হতে কোন কিছু সহীহ্ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

আর তার পিতা আলী ইবনু মাহ্দী ইবনু সাদাকাকে আমি চিনি না। হাফিয যাহাবী এবং ইবনু হাজার তাদের দু'কিতাবের মধ্যে তাকে উল্লেখ করেননি।

বৃদ্ধিকৃত অংশ ছাড়া হাদীসটি সম্পর্কে হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (২/১৯৩) বলেন: এটিকে আবুশ শাইখ ইবনু হিব্বান "কিতাবুস সাওয়াব" গ্রন্থে আলী ইবনু আবী তালেব এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনু

উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীস হতে দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। আর শা‘বীর বর্ণনা হতে নাওকানী মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

١٩٤٧. (إنَّ رُوحَيْ الْمُؤْمِنَيْنِ لَيَلْتَقِيَانِ على مَسِيرَةِ يَوْمٍ، وَمَا رَأَى أَحَـــدُهُمَا صَاحِبَهُ قَطُّ).

১৯৪৭। দু‘মুমিনের আত্মা অবশ্যই একদিনের চলার পথের দূরত্বের উপর মিলিত হবে। অথচ তারা একে অপরকে কখনও দেখেনি।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু ওয়াহাব “আলজামে’” গ্রন্থে (পৃ ২৭), আহমাদ (২/১৭৫, ২২০) ও বুখারী “আলআদাবুল মুফরাদ” গ্রন্থে (২৬১) দাররাজ সূত্রে ঈসা ইবনু হিলাল সদাফী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্র ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে, তিনি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: ... ।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ ঈসা ইবনু হিলাল সদাফীর হাদীসের ব্যাপারে কিন্তু রয়েছে। তাকে ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর হাফিয যাহাবী “আলকাশেফ” গ্রন্থে তার নির্ভরযোগ্য আখ্যা দানকে দুর্বল ইঙ্গিত করেছেন তার এ ভাষার দ্বারা যে, তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে।

আর হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী।

আর দাররাজ দুর্বল। তাকে হাফিয যাহাবী “আয্যু‘য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তাকে আবূ হাতেম দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর ইমাম আহমাদ বলেছেন: তার হাদীসগুলো মুনকার।

এর দ্বারাই মানাবী হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করছেন। তিনি ইবনু লাহী‘য়ার দ্বারাও হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা ঠিক না, কারণ ইবনু ওয়াহাব এবং বুখারীর নিকট তার মুতাবা‘য়াত করা হয়েছে।

١٩٤٨. (لَوْ بَغَى جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ، لَجَعَلَ اللّٰهُ عزوجل الْبَاغِيَ مِنْهُمَا دَكًّا).

১৯৪৮। যদি কোন পাহাড় কোন পাহাড়ের বিপক্ষে সীমালঙ্ঘন করে তাহলে আল্লাহ্ তা‘য়ালা দু’পাহাড়ের সীমালঙ্ঘনকারী পাহাড়কে কাঁপিয়ে দেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনুল লাল আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি “আলজামে‘উল কাবীর” (২/১৪২/১) এবং অনুরূপভাবে “আলজামে‘উস সাগীর” গ্রন্থেও এসেছে। তবে নিম্নের ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে:

لَوْ بَغَى جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ، لَدُكَّ الْبَاغِيُ مِنْهُمَا

"যদি কোন পাহাড় অন্য কোন পাহাড়ের উপর সীমালঙ্ঘন করে তাহলে অবশ্যই দু'পাহাড়ের সীমালঙ্ঘনকারী পাহাড়কে কাঁপিয়ে দেয়া হয়।"

জানি না আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত কোন্ ভাষাটি ইবনু লালের ভাষা। আর এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে অবগত হতে পারিনি। মানাবী এ ব্যাপারে কোন কিছু না বলে সাদা স্থান ছেড়ে দিয়েছেন। তবে তিনি সুয়ূতীর সমালোচনা করে বলেছেন: বাহ্যিক অবস্থা এই যে, লেখক হাদীসটির তাখরীজকারী হিসেবে তার (ইবনু লালের) চেয়ে প্রসিদ্ধ বা তার মত কাউকে দেখতে পাননি। এটা আজব ব্যাপার। কারণ হাদীসটিকে ইমাম বুখারী "আলআদাবুল মুফরাদ" গ্রন্থে উল্লেখিত ভাষায় ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে বাইহাক্বী "আশ্শু'য়াব" গ্রন্থে, ইবনু হিব্বান, ইবনুল মুবারাক ও ইবনু মারদুবিয়্যাহ্ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। শুধুমাত্র ইবনু লালের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সমালোচনার দ্বারা সুয়ূতীর উপর আক্রমণ করা হয়েছে। বরং এ ব্যাপারে কয়েক দিক থেকে অশোভনীয়ভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে:

১। তার এ কথা সন্দেহ সৃষ্টি করে যে, তারা সকলেই মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অথচ বিষয়টি এরূপ নয়। যেমন ইমাম বুখারী এটিকে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন যেমনটি সামনে আসবে।

২। তার এ কথা সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে যে, তারা সকলেই আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা এর বিপরীত। কারণ ইবনু হিব্বান "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল ফায্লের জীবনীতে এটিকে (১/১৫৫) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: তিনি হাদীস জালকারী ছিলেন।

আর ইবনু মারদুবিয়্যাহ্ এটিকে আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যেমনটি "আলমাকাসিদুল হাসানাহ্" গ্রন্থে (পৃ ৩৪২/৮৮৮) এবং অনুরূপভাবে ইবনু আদীর "আলকামেল" গ্রন্থে (১২/১) এসেছে। এর সনদের মধ্যে ইসমা'ঈল ইবনু ইয়াহ্ইয়া তাইমী রয়েছেন, আর তিনি হচ্ছেন বড় মিথ্যুক ও জালকারী।

আর ইবনুল মুবারাক হাদীসটিকে "আয্যুহুদ" গ্রন্থে ফিত্র ইবনু খালীফা হতে, তিনি আবূ ইয়াহ্ইয়া হতে, তিনি মুজাহিদ হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে ইবনু আবী হাতিম হাদীসটিকে "আলইলাল" গ্রন্থে (২/৩৪১) উল্লেখ করে বলেছেন:

আবূ ইয়াহ্ইয়া কাত্তাত হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ফিত্র ইবনু খালীফার বিরোধিতা করা হয়েছে। সাওরী ও ইসরা'ঈল হাদীসটিকে আবূ ইয়াহ্ইয়া কাত্তাত হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবী হাতিম বলেন: আমার পিতা বলেন: আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মুজাহিদের হাদীসটি বেশী সঠিক।

আমি (আলবানী) বলছি: এভাবেই ইমাম বুখারী "আলআদাবুল মুফরাদ" গ্রন্থে (৫৮৮) আবূ নু'য়াইম হতে, তিনি ফিত্র হতে, তিনি আবূ ইয়াহ্ইয়া হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আববাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

বাইহাক্বীও এভাবেই "আশ্শু'য়াব" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনু মারদুবিয়্যাহ্ ফিত্র সূত্রে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আবূ ইয়াহ্ইয়া কাত্তাত হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। তিনি মারফূ' এবং মওকূফ উভয়ভাবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে দুর্বল। তবে মওকূফ হিসেবে তার মুতাবা'য়াত করা হয়েছে। ইবনু ওয়াহাব "আলজামে'" গ্রন্থে (পৃ ৪৪) ইয়াহ্ইয়া ইবনু আইউব হতে, তিনি ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু যাহ্র হতে, তিনি সুলাইমান হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

সুলাইমান হচ্ছেন আ'মাশ আর ইবনু যাহ্র হচ্ছেন দুর্বল। তবে তার মুতাবা'য়াত করা হয়েছে। আলী ইবনু হার্ব ত্বাই তার "হাদীস" গ্রন্থে (১/৭৯) আবূ মু'য়াবিয়্যাহ্ হতে, তিনি আ'মাশ হতে বর্ণনা করেছেন। সাওরীও আ'মাশ হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তার মুতাবা'য়াত করেছেন। এটিকে ইবনু মারদুবিয়্যাহ্ বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি সহীহ্। সঠিক হচ্ছে হাদীসটি মওকূফ।

১৯৪৭. (مَنْ لَمْ يَقْبَلْ رُخْصَةَ اللهِ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةَ).

১৯৪৭। যে বক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া রুখসাতকে (অনুমতিকে) গ্রহণ করবে না আরাফার পাহাড়ের ন্যায় তার গুনাহ্ হবে।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে ইমাম আহমাদ "আলমুসনাদ" গ্রন্থে (২/৭১), আব্দু ইবনু হুমায়েদ "আলমুনতাখাব মিন মুসনাদিহি" গ্রন্থে (২/৯১), ইবনু আব্দুল

হাকাম "ফাতূহু মিস্র" গ্রন্থে (২৬৫, ২৯২) বিভিন্ন সূত্রে ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে, তিনি আবূ ত্ব'মাহ্ হতে, তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকটে ছিলাম এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে বলল: হে আবূ আব্দুর রহমান! আমি সফরে সওম পালন করার ব্যাপারে সামর্থ্যবান? তখন তিনি বললেন: ... মারফূ' হিসেবে।

কুতাইবাহ্ ইবনু সা'ঈদ তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন: ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে, তিনি রুযায়েক সাকাফী হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু শামাসাহ্ হতে, তিনি উকবাহ্ ইবনু আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে আহমাদ (৪/১৫৮), ইবনু মান্দাহ্ "আলমা'রিফাহ্" গ্রন্থে (২/৯২/২), অনুরূপভাবে ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে (১/১০৪/২) বর্ণনা করেছেন। আর তিনি (ত্ববারানী) বলেছেন:

উকবাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়ে থাকে। ইবনু লাহী'য়াহ্ এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তার মন্দ হেফযের কারণে তিনি দুর্বল। আর তার সনদে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে যেমনটি দেখছেন। সম্ভবত হাইসামী এ দিকে লক্ষ্য করেননি। কারণ তিনি হাদীসটিকে প্রথম সূত্রে (৩/১৬২) উল্লেখ করে সনদটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ, ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে রুযায়েক সাকাফী রয়েছেন। পাচ্ছি না কে তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন আর কে তার সমালোচনা করেছেন। অন্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

এটা তার থেকে পরিচিত শিথিলতার অন্তর্ভুক্ত। কারণ ইবনু লাহী'য়া সম্পর্কে তার মন্দ হেফযের কারণে বহু কথা রয়েছে। আর এ হাদীসে তার থেকে ইযতিরাব সংঘটিত হওয়ায় তাকে আরো শক্তিশালী করছে। এ কারণেই ইমাম বুখারী তার এ হাদীস সম্পর্কে বলেন যেমনটি "আলমীযান" গ্রন্থে এসেছে: এটি মুনকার। আর হাফিয যাহাবী নিজেও তা স্বীকার করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ থেকে জানা যাচ্ছে যে, হাফিয মুনযেরী যে তার শাইখ আবুল হাসানের উদ্ধৃতিতে বলেছেন: আহমাদের সনদটি হাসান, আসলে তার কথা হাসান (ভালো) নয়। ইবনু লাহী'য়াহ্ দুর্বল হওয়ার এবং তার সনদে ইযতিরাব সংঘটিত হওয়ার কারণে এবং ইমাম বুখারী কর্তৃক এটিকে মুনকার আখ্যা দেয়ার কারণে। যদিও এটিকে ইরাকীও হাসান আখ্যা

দিয়েছেন যেমনটি মানাবী নকল করেছেন আর "আত্তাইসীর" গ্রন্থে তিনি তার অনুসরণ করেছেন।

١٩٥٠. (ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهِيَ رَاجِعَةٌ على صـاحِبِها: البَغْـيُ والمَكْـرُ والنَّكْثُ، ثم قرأ " ﴿وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ وقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّـاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ وقرأ ﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾.

১৯৫০। যার মধ্যে তিনটি বস্তু থাকবে সেগুলোর কুপরিণতি তার দিকেই ফিরে আসবে: ব্যভিচার, মাক্র (চক্রান্ত) ও অঙ্গীকার ভঙ্গ। অতঃপর তিনি পাঠ করেন: "কু-চক্রান্ত তাকেই ঘিরে ধরবে যে তা করবে" (সূরা আল-ফাত্বির: ৪৩) তিনি আরো বললেন: "ওহে মানুষ! তোমাদের এ বিদ্রোহ তো (প্রকৃতপক্ষে) তোমাদের নিজেদেরই বিপক্ষে" (সূরা ইউনুস: ২৩) এবং বললেন: "এক্ষণে যে এ ও'য়াদা ভঙ্গ করে, এ ও'য়াদা ভঙ্গের কুফল তার নিজেরই উপর পড়বে।" (সূরা আল-ফাত্হ: ১০)।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/৭১) আর তার থেকে খাতীব (৮/৪৫০) নায্র ইবনু হিশাম হতে, তিনি মারওয়ান ইবনু সবীহ্ হতে, তিনি আব্দুল আযীয ইবনু সুহাইব হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ মারওয়ান ইবনু সবীহ্ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন:

আমি তাকে চিনি না, আর তার মুনকার হাদীস রয়েছে।

অতঃপর তিনি আবূ নু'য়াইম সূত্র হতে এটিকে উল্লেখ করে পরক্ষণেই বলেছেন: নায্র সম্পর্কে ইবনু আবী হাতেম বলেন: তিনি আসবাহানী সত্যবাদী।

"আললিসান" গ্রন্থে এসেছে:

নায্র সম্পর্কে ইবনু আবী হাতেম বলেন: মারওয়ান আসবাহানী সত্যবাদী।

এটা মুদ্রণগত ত্রুটি। "আলমীযান" গ্রন্থে যা উল্লেখ করা হয়েছে সেটিই হচ্ছে সঠিক। যার প্রমাণ বহন করছে "আলজারহু অত্তা'দীল"এর (৪/১/৪৮১) বর্ণনা, কারণ তিনি এ মারওয়ানকে আসলেই উল্লেখ করেননি।

হাদীসটিকে আবুশ শাইখ ও ইবনু মারদুবিয়্যাহ্ এক সাথে "তাফসীর" গ্রন্থে এ সূত্রেই উল্লেখ করেছেন যেমনটি "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে এসেছে। আর মানাবীর "আত্তাইসীর" গ্রন্থে এসেছে: এর সনদটি দুর্বল।

١٩٥١. (ثَلاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ أَجْرَمَ: مَنِ اعْتَقَدَ لِوَاءً فِي غيرِ حَقٍّ، أَوْ عَقَّ وَالِدَيْهِ، أو مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيَنْصُرَهُ فَقَدْ أَجْرَمَ. يَقُولُ اللهُ سبحانه: (إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ).

১৯৫১। তিনটি বস্তু রয়েছে যে ব্যক্তি সেগুলো করবে সে অত্যাচারী হয়ে যাবে: যে না-হক ঝাণ্ডায় বিশ্বাসী হবে, অথবা তার পিতা মাতার অবাধ্য হবে, অথবা কোন অত্যাচারীর সাথে তাকে সহযোগিতা করার জন্য চলবে সে অত্যাচারী। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন: "অবশ্যই আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব।" (সূরা আস্-সাজদাহ্: ২২)।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে সা'লাবী (৩/৮৯/১) ও অহেদী "আলঅসীত" গ্রন্থে (৩/২০৩/২) ইসমা'ঈল ইবনু আইয়্যাশ হতে, তিনি আব্দুল আযীয ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ হতে, তিনি উবাদাহ্ ইবনু নুসাই হতে, তিনি জুনাদাহ্ ইবনু আবী উমাইয়্যাহ্ হতে, তিনি মু'য়ায ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আব্দুল আযীয ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ ছাড়া এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তিনি হচ্ছেন ইবনু হামযাহ্ ইবনু সুহায়েব।

হাফিয যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন: তিনি দুর্বল। তাকে ইবনু আবী হাতেম, ইবনু মা'ঈন ও ইবনুল মাদীনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তার থেকে শুধুমাত্র ইসমা'ঈল ইবনু আইয়্যাশই বর্ণনা করেছেন।

তার সূত্র হতে ইবনু মানী' "আলমু'জাম" গ্রন্থে, ইবনু জারীর ও ইবনু আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন যেমনটি "আলজামে'উল কাবীর" গ্রন্থে এসেছে এবং ত্বারানী "আলকাবীর" গ্রন্থে (২০/৬১/১১২) বর্ণনা করেছেন। আর তার দ্বারাই হাইসামী "আলমাজমা'" গ্রন্থে (৭/৯০) সমস্যা বর্ণনা করেছেন। আর মানাবী "আলফায়েয" গ্রন্থে তা স্বীকার করেছেন। অতঃপর "আত্তাইসীর" গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে এর সনদকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

١٩٥٢. (ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وُقِيَ شُحَّ نَفْسِهِ: مَـنْ أَدَّى الزَّكَـاةَ، وَقَـرَى الضَّيْفَ، وَأَعْطَى فِي النَّائِبَةِ).

১৯৫২। যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকবে তাকে নিজের কৃপণতা থেকে রক্ষা করা হবে: যে যাকাত আদায় করবে, মেহমানদারী করবে এবং বিপদের সময় দান করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ত্ববারানী (১/২০৫/২) ইব্‌রাহীম ইবনু ইসমা'ঈল ইবনু মুজাম্মা' হতে, তিনি মুজাম্মা' ইবনু ইয়াহ্ইয়া হতে, তিনি তার চাচা খালেদ ইবনু যায়েদ ইবনু জারিয়্যাহ্ হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাইসামী (৩/৬৮) বলেন:

ইব্‌রাহীম ইবনু ইসমা'ঈল ইবনু মুজাম্মা' দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: এর অন্য একটি সূত্র রয়েছে, সেটিকে ত্ববারানী "আস্‌সাগীর" গ্রন্থে (পৃ ২৫) যাকারিয়া ইবনু ইয়াহ্ইয়া অকার হতে, তিনি বিশ্‌র ইবনু বাক্‌র হতে, তিনি আওযা'ঈ হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে, তিনি আবূ সালামাহ্ হতে, তিনি জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন:

এটিকে আওযা'ঈ হতে শুধুমাত্র বিশ্‌র বর্ণনা করেছেন। যাকারিয়া এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনিও দুর্বল যেমনটি হাইসামী বলেছেন। বরং তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত, তাকে একাধিক ব্যক্তি মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু উমার ইবনু আলী মুকাদ্দামী তার মুতাবা'য়াত করেছেন মাজমা' ইবনু ইয়াহ্ইয়া জারিয়্যাহ্ হতে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করে:

কৃপণতা হতে মুক্ত যে ...আদায় করবে...। আলহাদীস।

এ মুকাদ্দামী নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তিনি কঠিন প্রকৃতির তাদলীস করতেন যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন।

তবে তার মুতাবা'য়াত করা হয়েছে যেমনটি আসবে।

হাদীসটিকে সুয়ূতী দ্বিতীয় ভাষায় হান্নাদ, আবূ ই'য়ালা ও ত্ববারানীর বর্ণনায় খালেদ ইবনু যায়েদ ইবনু জারিয়্যাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার শুধূমাত্র শেষ দু'জনের বর্ণনায় মুজাম্মা' ইবনু ইয়াহ্ইয়া হতে বর্ণনা করে বলেছেন:

এর সনদ হাসান। কিন্তু খালেদ ইবনু যায়েদকে ইমাম বুখারী ও ইবনু হিব্বান তাবে'ঈনদের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটির মধ্যে এটি আরেক এক সমস্যা। আর তা হচ্ছে মুরসাল হওয়া। আর হাফিয ইবনু হাজার যে হাসান আখ্যা দিয়েছেন।

সম্ভবত উপরোক্ত দু'টি সূত্র ছাড়া আবূ ই'য়ালার নিকট মুজাম্মা' হতে অন্য সূত্রে। আর এটাকে দূরবর্তী বিষয়ই মনে করছি। (আল্লাহই বেশী জানেন)।

অতঃপর আমার ধারণা সঠিক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে যখন ইবনু হিব্বানকে দেখলাম হাদীসটিকে "আস্সিকাত" গ্রন্থে (৪/২০২) আবূ ই'য়ালার সূত্রে-তিনি হচ্ছেন তার শাইখ- তার সনদে আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক হতে, তিনি মুজাম্মা ইবনু ইয়াহ্ইয়া হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি খালেদকে অতিক্রম করেননি।

এভাবেই হান্নাদ "আয্যুহুদ" গ্রন্থে (২/৫১৪/১০৬০) অন্য সূত্রে মুজাম্মা' হতে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনু হিব্বান বলেছেন: এটি মুরসাল।

١٩٥٣. (إِنَّ اللهَ عِنْدَ لِسَانِ كُلِّ قَائِلٍ، فَلْيَتَّقِ اللهَ امْرُؤٌ وَعَلِمَ مَا يَقُوْلُ).

১৯৫৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রত্যেক যবানের নিকটেই রয়েছেন। অতএব ব্যক্তি যেন আল্লাহকে ভয় করে সে যা বলছে তা জেনে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে কাযা'ঈ (১/৯৩) আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক হতে, তিনি উমার ইবনু যার হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি ইবনুল মুবারাকের "আযযুহুদ" গ্রন্থে (১৭১/১-২ কাওয়াকিব (৫৭৫) হতে- নং ৩৬৭) বর্ণিত হয়েছে। এটিকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৮/৩৫২, ৯/৪৪) ও খাতীব তার "তারীখ" গ্রন্থে (৯/৩২৯) বিভিন্ন সূত্রে উমার ইবনু যার হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, তবে সনদটি মু'যাল। কারণ যার কোন সহাবী হতে শ্রবণ করেননি।

মওসূল হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে। এটিকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৮/১৬০) ওহাইব ইবনু অর্দ মাক্কী সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু যুহায়ের হতে, তিনি ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন: এটি গারীব, একমাত্র ইবনু ওহাইবের হাদীস হতে এটিকে আমরা মারফূ' মুত্তাসিল হিসেবে বর্ণনা করেছি।

আমি (আলবানী) বলছি: আর এ মুহাম্মাদ ইবনু যুহায়ের হচ্ছেন মাজহূল যেমনটি হাফিয যাহাবী বলেছেন।

হাদীসটিকে ইবনু ওয়াহাব "আলজামে'" গ্রন্থে (৫৪) মুসলামাহ্ ইবনু আলী আদাবী হতে, তিনি এক ব্যক্তি হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এ সনদটি ধ্বংসাত্মক। কারণ মাসলামাহ্ হচ্ছেন খুশানী আর তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। আর তার উপরের কয়েকজন অপরিচিত (মাজহূল) বর্ণনাকারী।

١٩٥٤. (مَا كَرِهْتَ أَنْ تُوَاجِهَ بِهِ أَخَاكَ فَهُوَ غِيْبَةٌ).

১৯৫৪। তুমি যার দ্বারা তোমার ভাইকে সম্বোধন করাকে অপছন্দ কর তাই গীবাত।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আসাকির (১৪/৩৩৯/২) আহমাদ ইবনু সালেহ্ ইবনু আরসালান ফাইসূমী হতে মক্কায়, তিনি আবুল ফায়েয যুন্নূন ইবনু ইব্রাহীম মিসরী হতে, তিনি ইউনুস ইবনু যায়েদ হতে, তিনি যুহ্রী হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আহমাদ ইবনু সালেহ্, আমার ধারণা তিনি মাক্কী সাওয়াক, তাকে দারাকুতনী প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু "আললিসান" গ্রন্থে যিননূন মিসরী হতে আহমাদ ইবনু সুবাইহ্ ফাউমীকে উল্লেখ করা হয়েছে। তাকে দু'স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। জানি না এটি সঠিক নাকি যা "আত্তারীখ" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর ইবনু সুবাইহির জীবনী আমি পাচ্ছি না।

আর যুন্নূন সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন: মালেক হতে তিনি কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলোর ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

আলোচ্য এ হাদীসটির সনদের মধ্যে বিরোধিতা করা হয়েছে। ইবনু ওয়াহাব্ "আলজামে'" গ্রন্থে (পৃ ৫৪) বলেন:

আমাকে হাদীসটি সেই ব্যক্তি বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যিনি আকীল ইবনু খালেদ হতে শুনেছেন, তিনি ইবনু শিহাব হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি এটিকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত মুরসাল হওয়াই সঠিক। ইবনু ওয়াহাব অন্য একটি সূত্রে ভিন্ন ভাষায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সেটি একটি হাদীস পরে আসবে।

হাদীসটিকে সুয়ূতী ইবনু আসাকিরের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী এর জন্য সাদা স্থান ছেড়ে দিয়ে তার দু'গ্রন্থের মধ্যে এর সনদ সম্পর্কে কোন কিছুই বলেননি। বাহ্যিক অবস্থা এই যে, সম্ভবত তিনি এর সনদ সম্পর্কে অবগত হননি।

١٩٥٥. (مَا كَانَ وَلاَ يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مُؤْمِنٌ، إِلاَّ وَلَهُ جَارٌ يُؤْذِيهِ).

১৯৫৫। যেই অতিতের সব কিছুর উপর এবং কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত ভবিষ্যতের সব কিছুর উপর বিশ্বাসী (মু'মিন) হবে অবশ্যই তার এক প্রতিবেশী হবে যে তাকে কষ্ট দিবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইবনু শাহীন "আত্তারগীব" গ্রন্থে (১/২৯৮) আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু মাহ্রুবিয়্যাহ্ কাযবীনী হতে, তিনি দাউদ ইবনু সুলাইমান কাযবীনী হতে, তিনি আলী ইবনু মূসা রিযা হতে, তিনি মূসা ইবনু জা'ফার হতে, তিনি তার পিতা জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনু আলী হতে, তিনি তার পিতা আলী ইবনুল হুসাইন হতে, তিনি তার পিতা হুসাইন ইবনু আলী হতে, তিনি তার পিতা আলী ইবনু আবী তালেব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে দাউদ ইবনু সুলাইমান কাযবীনী, তিনি হচ্ছেন জুরজানী গাযী। হাফিয যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন:

তাকে ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আর আবূ হাতিম তাকে চিনেননি। সর্বাবস্থায় তিনি মিথ্যুক শাইখ। রিযা হতে তার একটি বানোয়াট পাণ্ডুলিপি রয়েছে। সেটাকে আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু জাহ্রাবিয়্যাহ্ কাযবীনী আস্সদূক তার থেকে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তিনি এ সনদে তার আরো দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। মানাবী আরো অগ্রসর হয়ে রিযার দ্বারা হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করে বলেছেন:

এর সনদে আলী ইবনু মূসা রিযা রয়েছেন। ইবনু তাহের বলেন: তিনি তার পিতাদের উদ্ধৃতিতে আজব আজব বস্তু নিয়ে এসেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: মানাবী কিছুই করেননি। কারণ সমস্যা হচ্ছে রিযা হতে বর্ণনাকারী হতে যেমনটি অবগত হয়েছেন।

হাদীসটিকে "আলজামে'" গ্রন্থে শুধুমাত্র দাইলামীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন! আর তিনি হাদীসটিকে (৩/২৯/১) ইবনু শাহীনের সূত্র হতে বর্ণনা করেছেন।

১৯৫৬. (خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ الْخُلُقُ الْحَسَنُ، وَإِنَّ شَرَّ مَا أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ الْخُلُقُ السَّيِّءُ فِي الصُّورَةِ الْحَسَنَةِ، وَمَا كَرِهْتَ أَن يَّعْلَمَهُ النَّاسُ إِذَا عَمِلْتَهُ، فَلَا تَعْمَلْهُ).

১৯৫৬। সর্বোত্তম যা কিছু মানুষকে দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে ভালো চরিত্র। আর সর্বনিকৃষ্ট যা কিছূ মানুষকে দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে ভালো

আকৃতিতে মন্দ চরিত্র। আর তুমি যখন এমন কোন কর্ম করবে যা মানুষ কর্তৃক জানাকে তুমি অপছন্দ কর তখন তুমি সে কর্ম করো না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু ওয়াহাব "আলজামে'" গ্রন্থে (পৃ ৬৫) আশহাল ইবনু হাতেম হতে, তিনি শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ হতে, তিনি আবূ ইসহাক হতে, তিনি এক ব্যক্তি হতে, তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল, নাম না-নেয়া ব্যক্তি অজ্ঞাত হওয়ার কারণে। মানাবী যে বলেছেন: তিনি হচ্ছেন সহাবী। তা স্পষ্ট নয়। তাই যদি হতো তাহলে আবূ ইসহাক সুবায়ঈ তা স্পষ্ট করতেন। তার স্পষ্ট না করাই প্রমাণ করছে যে তিনি সহাবী কিনা আবূ ইসহাক তা অবগত হননি।

আর আশহাল ইবনু হাতেম সত্যবাদী ভুলকারী যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

সুয়ূতী ইবনু আবী শাইবার বর্ণনা হতে দ্বিতীয় অংশ ছাড়া হাদীসটিকে উল্লেখ করেছেন।

তবে হাদীসটির দু'ধার (প্রথম এবং শেষ) বিভিন্ন সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে উসামাহ্ ইবনু শারীকের হাদীস হতে। প্রথম অংশের সনদ সহীহ্। সেটিকে ইবনু হিব্বান ও হাকিম সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন যেমনটি "মিশকাত" গ্রন্থে (৫০৭৯) এর তাখরীজ করা হয়েছে। আর শেষোক্ত অংশ হচ্ছে হাসান লি-গাইরিহি। যেমনটি অন্য গ্রন্থের মধ্যে (সহীহাহ্) (১০৫৫) বর্ণনা করেছি।

১৯৫৭. (مَا أَذِنَ اللهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا، وَإِنَّ الْبِـرَّ لَيُذَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ، وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ، يعني ا لقرآنَ).

১৯৫৭। আল্লাহ্ তা'য়ালা বান্দাকে যা কিছুর অনুমতি দিয়েছেন তার মধ্যে দু'রাক'য়াত সলাতের চেয়ে উত্তম কিছু নেই সে যে দু'রাক'য়াত সলাত আদায় করে থাকে। সদাচরণ বান্দার মাথার উপর নিক্ষেপ করা হয় যে পর্যন্ত সে সলাতের মধ্যে থাকে। বান্দার নিকট হতে যা বের হয় (অর্থাৎ কুরআন) এর মত কোন কিছুর দ্বারাই বান্দারা আল্লাহ্র নিকটবর্তী হতে পারে না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে তিরমিযী (২/১৫০), আহমাদ (৫/২৬৮), ইবনু নাস্‌র "আস্‌সলাত" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৩০) ও আবূ বাক্‌র কালাবাযী "মিফতাহুল মা'য়ানী" গ্রন্থে (২/১৫৬) বাক্‌র ইবনু খুনাইস সূত্রে লাইস ইবনু আবূ সুলাইম হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আরতাত হতে, তিনি আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি গারীব। একমাত্র আমরা এটিকে এ সূত্রেই চিনি। আর বাক্‌র ইবনু খুনাইসের ইবনুল মুবারাক সমালোচনা করেছেন এবং তার শেষ জীবনে তাকে তিনি ত্যাগ করেছেন। এ হাদীসটিকে বর্ণনা করা হয়েছে যায়েদ ইবনু আরতাত হতে, তিনি জুবায়ের ইবনু নুফায়ের হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: অতঃপর তিনি তার সে সনদে জুবায়ের ইবনু নুফায়ের পর্যন্ত মুরসাল মারফূ' হিসেবে শুধুমাত্র শেষ বাক্যটিকে নিম্নের ভাষায় উল্লেখ করেছেন:

"তোমরা আল্লাহর নিকট কোন কিছু নিয়েই ফিরে যেতে পারবে না এর চেয়ে উত্তম ....।"

হাদীসটিকে হাইসামী "আলমাজমা'" গ্রন্থে (২/২৫০) সম্পূর্ণরূপে জুবায়ের ইবনু নুফায়ের হতে মুরসাল মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন:

এটিকে ত্ববারানী "আলকাবীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে লাইস ইবনু আবূ সুলাইম রয়েছেন আর তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে।

হাদীসটির শেষ বাক্যটিকে ইবনু নাস্‌র "কিয়ামুল লাইল" গ্রন্থে (পৃ ৭১) শাইখ আহমাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যার মধ্যে হাশেম ইবনুল কাসেম রয়েছেন, তিনি বাক্‌র ইবনু খুনাইস হতে বর্ণনা করেছেন।

আর মুরসাল হাদীসটিকে তিরযিমী আব্দুর রহমান ইবনু মাহ্‌দী হতে, তিনি মু'য়াবিয়াহ্ হতে, তিনি আলা ইবনুল হারেস হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আরতাত হতে বর্ণনা করেছেন।

এটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও এর সনদে আলা ইবনুল হারেস রয়েছেন। আর তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

এটিকে আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালেহ্ মওসূল হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার সনদে মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু সালেহ্ হতে, তিনি জুবায়ের ইবনু নুফায়ের হতে, তিনি উকবাহ্ ইবনু আমের জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে হাকিম (২/৪৪১) বর্ণনা করে বলেছেন: এর সনদটি সহীহ্। আর যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

এর সনদে আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালেহ্ রয়েছেন, তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। যখন তিনি এককভাবে বর্ণনা করেন তখন তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। অতএব তিনি বিরোধিতা করে বর্ণনা করলে কিভাবে তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হতে পারে? কিভাবে তিনি গ্রহণযোগ্য হবেন যখন তিনি নির্ভরযোগ্য হাফেয ইবনু মাহ্দীর বিরোধিতা করে বর্ণনা করেন। আর তিনি এটিকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন যেমনটি দেখেছেন। অতএব এটি সহীহ্ হয় কিভাবে? বিশেষ করে মুরসাল এবং মওসূল উভয় ক্ষেত্রেই এর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে বর্ণনাকারী 'আলা। আর তার সম্পর্কে আপনারা অবগত হয়েছেন। ইমাম বুখারী "খালকু আফ'য়ালিল ইবাদ" গ্রন্থে (পৃ ৯১) হাদীসটিকে মু'য়াল্লাক হিসেবে উল্লেখ করার পর বলেছেন: এটি সহীহ্ নয়, মুরসাল এবং সনদে বিচ্ছিন্নতা থাকার কারণে।

অতঃপর আমি দেখেছি হাদীসটিকে হাকিম অন্য স্থানে (১/৫৫৫), আর তার থেকে বাইহাক্বী "আলআসমা'" গ্রন্থে (পৃ ২৩৬) সালামাহ্ ইবনু শাবীব সূত্রে আহমাদ ইবনু হাম্বাল হতে, তিনি আব্দুর রহমান মাহ্দী হতে তার পূর্বোক্ত সনদে, তিনি জুবায়ের ইবনু নুফায়ের হতে, তিনি বৃদ্ধি করে: আবূ যার গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেন:

এর সনদটি সহীহ্। আর যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: সনদটি যদি সালামাহ্ ইবনু শাবীব পর্যন্ত সহীহ্ হয়, তাহলে এর সমস্যা হচ্ছে শুধুমাত্র 'আলা ইবনুল হারেস। আল্লাহ্ই বেশী জানেন।

আমি (আলবানী) এ সমস্যা হতে অজ্ঞাত থাকায় হাদীসটিকে "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (৯৬১) উল্লেখ করেছিলাম এবং আমি যেভাবে এখানে উল্লেখ করেছি সেভাবেই সেখানে উল্লেখ করেছি উক্ত সমস্যা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে। (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) (البقرة:٢٨٦)

১৯৥৮. (أَرْبَعٌ لاَ يُصَبْنَ إِلاَّ بِعَجَبٍ: الصَّمْتُ وَهُوَ أَوَّلُ الْعِبَادَةِ، والتَّوَاضُعُ،وَقِلَّةُ الشَّيْءِ، وَذِكْرُ اللهِ عزوجل).

১৯৫৮। চারটি বস্তু আশ্চর্যান্বিত হওয়া ছাড়া লাভ করা যায় না: চুপ থাকা আর তা হচ্ছে ইবাদাতের প্রথম, নম্রতা, কম বস্তু (যা নিজের জন্য ব্যয় করা হয়) ও আল্লাহ্কে স্মরণ করা।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২৫৫৯) আওয়াম ইবনু জুওয়াইরিয়্যাহ্ হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে তিনি বলেন: ... তিনি মওকূফ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

এটিকে আবূ আব্দুর রহমান সুলামী "আদাবুস সুহ্‌বাহ্" গ্রন্থে (পৃ ২২-২৩), হাকিম (৪/৩১১), ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১/৩৭/১), ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (১/৮১) ও ইবনু হিব্বান "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে (২/১৯৬) অন্য দু'টি সূত্রে আবূ মু'য়াবিয়্যাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: হাদীসটি আসলে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথা হিসেবে মওকূফ। আর হাকিম বলেছেন: সনদটি সহীহ্। আর হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন: ইবনু হিব্বান আওয়াম সম্পর্কে বলেন: তিনি কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন:

লেখক হাদীসটির ব্যাপারে চুপ থেকেছেন, যা সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে যে, এর মধ্যে কোন সমস্যা নেই। আর তা ঘটেছে হাকিম কর্তৃক সহীহ্ আখ্যা দানের মন্তব্যে ধোঁকায় পড়ে। তিনি হাফিয যাহাবীর "আততালখীস" গ্রন্থের সমালোচনা, মুনযেরী ও হাফিয ইরাকীর মন্তব্যের দিকে লক্ষ্য করেননি যে, এর মধ্যে আওয়াম ইবনু জুওয়াইরিয়্যাহ্ রয়েছেন। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান প্রমুখ বলেন: তিনি কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী। অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

হাফিয যাহাবী হাদীসটিকে "আলমীযান" গ্রন্থে আলআওয়ামের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন এবং হাকিম কর্তৃক এটিকে তাখরীজ করার কারণে আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন। এ কারণেই ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে "আলমাওযূ'য়াত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

١٩٥٩. (خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السَّعُوطُ وَاللَّدُودُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِيُّ).

১৯৫৯। তোমরা যে সব বস্তুকে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করো সেগুলোর সর্বোত্তম হচ্ছে: লুদূদ (মুখের এক পার্শ্ব দিয়ে যা পান করানো হয়), স'উদ (নাক দিয়ে যা দেয়া হয়), শিংগা লাগানো এবং এমন ঔষধ খাওয়া যা টয়লেটে যেতে বাধ্য করে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে তিরমিযী (২/৪, ৫), হাকিম (৪/২০৯) ও আবূ ওবাইদ "আলগারীব" গ্রন্থে (২/৩৯) আব্বাদ ইবনু মানসূর হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান গারীব। আর হাকিম বলেন:

সনদটি সহীহ্। আর হাফিয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অথচ তারা যেমন বলেছেন সেরূপ নয়। কারণ বর্ণনাকারী আব্বাদ ইবনু মানসূরের শেষ জীবনে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল (মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল)। এ ছাড়া তিনি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে। তিনি আন্আন্ করে বর্ণনা করেছেন।

হাঁ, শিংগা লাগানো সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস সহীহ্। সেটিকে আমি অন্য কিতাবে (সহীহার মধ্যে) তাখরীজ করেছি। দেখুন "১০৫৩, ১০৫৪)।

١٩٦٠. (كَلِّمِ الْمَجْذُوْمَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَيْدُ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ).

১৯৬০। তুমি কুষ্ঠরোগীর সাথে এমতাবস্থায় কথা বল যে, তোমার আর তার মাঝে এক বর্শা অথবা দু'বর্শা পরিমাণ দূরত্ব রয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী (২/৮২) মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু হিশাম হতে, তিনি হাসান ইবনু আম্মারাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবী আউফা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ এ হাসান সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি মাতরূক।

বরং ইমাম আহমাদ বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস ছিলেন এবং তার হাদীসগুলো বানোয়াট।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে ইবনুস সুন্নী এবং আবূ নু'য়াইমের "আত্তিব্ব" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে ইবনু আবী আউফা হতে বর্ণনা করেছেন। আর তার ভাষ্যকার মানাবী বলেছেন:

ইবনু হাজার "আলফাত্হ" গ্রন্থে বলেন: তার সনদটি দুর্বল।

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস হতে এর একটি শাহেদ রয়েছে:

"তোমরা স্থায়ীভাবে কুষ্ঠরোগীদের দিকে দৃষ্টি দিও না। আর তোমরা যখন তাদের সাথে কথা বলবে তখন যেন তোমাদের এবং তাদের মাঝে এক বর্শা পরিমাণ দূরত্ব থাকে।"

আমি এটিকে অন্য কিতাবে তাখরীজ করেছি (১০৬৪) প্রথম বাক্যটির কারণে। কারণ এর সনদটি হাসান এবং এর কতিপয় শাহেদ রয়েছে। আর আমি সেখানে এ হাদীসটির দুর্বল হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। এটিকে ইবনু জারীর ত্ববারানী "তাহ্যীবুল আসার" গ্রন্থে (১/১৭/৪৭) আবূ ফুযালাহ্ সূত্রে, তিনি হচ্ছেন ফারায ইবনু ফুযালাহ্। এখন আমার নিকট আরেকটি সমস্যা ধরা পড়েছে সেখানে আমি সেটির ব্যাপারে অবগত হইনি। সেটিকে এখানে বর্ণনা করা অপরিহার্য কর্তব্য। আর তা হচ্ছে ইবনু ফুযালার উপর বর্ণনাকারীদের মতভেদ:

তাদের মধ্যে কেউ বলেছেন: ফাতেমাহ্ বিনতু হুসাইন হতে, তিনি হুসাইন হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি হাদীসটিকে আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মুসনাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটি হচ্ছে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আহমাদের বর্ণনা।

তাদের মধ্য থেকে কেউ ফাতেমাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হুসাইন ইবনু আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি এটিকে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মুসনাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটি হচ্ছে আবূ ই'য়ালার বর্ণনা।

তদের মধ্য থেকে কেউ বলেছেন: ফাতেমা হতে, তিনি তার পিতা হুসাইন ইবনু আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে, তিনি তার মাতা ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) হতে তিনি বলেন: আমার ধারণা- রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...। তিনি এটিকে ফাতেমাতুল কুবরার মুসনাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটি হচ্ছে ত্ববারানীর বর্ণনা।

আর তারা সকলেই বলেছেন: মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্র ইবনু উসমান হতে, তিনি উম্মু ফাতেমা বিনতু হুসাইন হতে ...। তবে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আহমাদ বলেছেন: আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্র হতে ...। তার থেকে মুহাম্মাদ পড়ে গেছে। সঠিক হচ্ছে মুহাম্মাদকে উল্লেখ করা। যেমনটি অন্য দু'জনের বর্ণনায় এসেছে। সম্ভবত ইবনু ফুযালার হিফ্য হতে অথবা তার শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমেরের হিফ্য হতে পড়ে গেছে। আর তারা দু'জনই দুর্বল যেমনটি সেখানে উল্লেখ করেছি।

হাদীসটির মধ্যে সঠিক হচ্ছে প্রথম বাক্যটি, যেটিকে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্র ইবনু উসমানের বর্ণনায় তার মাতা ফাতেমা বিনতুল হুসাইন হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ্ ইবনু সা'ঈদ ইবনু আবী হিন্দ ও ইবনু আবিয যিনাদ এটিকে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন যেমনটি দেখবেন "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে।

সতর্কবাণী: "আত্‌তাহ্‌যীব" গ্রন্থের উপর দু'টীকা লেখক লক্ষ্য করেননি যে, ফাতেমাতুল কুবরার হাদীস হুবহু আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং তার ছেলে হুসাইনের হাদীসই। কিন্তু বর্ণনাকারীগণ সনদের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। ফলে টীকা লেখক বলেছেন: এ সম্পর্কে অবগত হইনি।

١٩٦١. (تَسَحَّرُوْا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَكَانَ يَقُوْلُ: هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ).

১৯৬১। রাতের শেষাংশে সাহ্‌রী গ্রহণ কর এবং তিনি বলতেন: সেটি হচ্ছে বরকতপূর্ণ খাদ্য।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী (২/১৭০) সালামাহ্ ইবনু রাজা হতে, তিনি আলআহ্‌ওয়াস ইবনু হাকীম হতে, তিনি রাশেদ ইবনু সা'দ হতে, তিনি উতবাহ্ ইবনু আব্দ সুলামী এবং আবুদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন: সালামাহ্ ইবনু রাজার হাদীস একককভাবে বর্ণনাকৃত এবং গারীব। তিনি এমন সব হাদীস বর্ণনাকারী যেগুলোর মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

হাফিয ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন: তিনি সত্যবাদী, গারীব বর্ণনাকারী।

কিন্তু আহ্‌ওয়াস ইবনু হাকীম হেফযের দিক থেকে দুর্বল।

হাদীসটি সম্পর্কে হাইসামী (৩/১৫১) বলেন: এটিকে ত্বাবারানী "আলকাবীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে জুবারাহ্ ইবনু মুগাল্লিস রয়েছেন আর তিনি হচ্ছেন দুর্বল।

তবে দ্বিতীয় অংশের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালেম (আসলে রয়েছে সালাম) রাশেদ হতে, তিনি শুধুমাত্র আবুদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে তার মুতাবা'য়াত করেছেন।

এটিকে ইবনু হিব্বান (৮৮১) আম্‌র ইবনুল হারেস ইবনুয যুহ্‌হাক সূত্রে তার থেকে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এ আম্‌র ইবনুল হারেস সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তার ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে জানা যায় না।

আর রাশেদ ইবনু সা'দ নির্ভরযোগ্য। তবে হাফিয ইবনু হাজার বলেন: আবুদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে তার বর্ণনায় বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

তিনি এর দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, আবুদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে তার শ্রবণ সাব্যস্ত হয়নি। কারণ তাদের দু'জনের মৃত্যুর মাঝে সত্তর বছরের ব্যবধান রয়েছে।

ইমাম আহমাদের নিকট (৪/১৩২) হাসান সনদে হাদীসটির একটি শাহেদ মিকদাম ইবনু মা'দী কারুবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে। আরেকটি শাহেদ আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু খুযাইমাহ্ (১৯৩৮) ও ইবনু হিব্বানের (৮৮২) নিকট ইরবাযের হাদীস হতে বর্ণিত হয়েছে।

আমি সেটিকে "আলমিশকাত" গ্রন্থে হাসান আখ্যা দিয়েছিলাম। এখন আমার নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, সেটি ধারণাবশতই ঘটেছিল। কারণ এর মধ্যে মাজহূল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী রয়েছেন। যেমনটি আমি "সহীহ্ ইবনু খুযাইমার টীকার মধ্যে বর্ণনা করেছি। তবে বিভিন্ন সূত্রকে একত্রিত করণের দ্বারা এ অংশ (দ্বিতীয় অংশ) সহীহ্।

١٩٦٢. (كَانَ لِدَاوُدَ نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام مِنْ اللَّيْلِ سَاعَةٌ يُوقِظُ فِيهَا أَهْلَهُ، فَيَقُولُ: يَا آلَ دَاوُدَ! قُومُوا فَصَلُّوا، فَإِنَّ هَذِهِ سَاعَةٌ يَسْتَجِيبُ اللَّهُ فِيهَا الدُّعَاءَ إِلَّا لِسَاحِرٍ أَوْ عَشَّارٍ).

১৯৬২। আল্লাহর নাবী দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর রাতের বেলা একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল যে সময়ে তিনি তার পরিবারকে জাগ্রত করতেন। তিনি বলতেন: হে দাউদের পরিবার! উঠো সলাত আদায় কর। কারণ এটি এমন একটি সময় যে সময়ে আল্লাহ্ তা'য়ালা দু'য়া কবূল করেন। একমাত্র জাদুকর অথবা ওশর (অন্যায়ভাবে ব্যবসায়ীদের নিকট যাকাত নামে চাঁদা) আদায়কারী ছাড়া।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৪/২২, ২১৮) ও ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/৭/১-২) আলী ইবনু যায়েদ সূত্রে হাসান হতে তিনি বলেন: উসমান ইবনু আবুল আস কিলাব ইবনু উমাইয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে অতিক্রম করছিলেন এমতাবস্থায় যে, তিনি বসরায় মাজলিসুল আশেরে বসেছিলেন (অন্য বর্ণনায় এসেছে: উবুল্লায়)। তিনি বললেন: আপনাকে কোন বস্তুটি এখানে বসিয়েছে? তিনি বললেন: এ স্থানে আমাকে এ ব্যক্তি (অর্থাৎ যিয়াদ) দায়িত্বশীল বানিয়েছেন। তখন উসমান তাকে বললেন: আমি আপনাকে একটি হাদীস শুনাবো না যেটি আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি? তিনি বললেন: হাঁ। উসমান বললেন: আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: দু'টি কারণে এ সনদটি দুর্বল:

১। হাসান আর উসমান ইবনু আবুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মাঝে সনদে বিচ্ছিন্নতা। কারণ হাসান বাসরী মুদাল্লিস আর তিনি উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে তার শ্রবণকে স্পষ্ট করেননি।

২। আলী ইবনু যায়েদ দুর্বল। তিনি হচ্ছেন ইবনু জাদ'য়ান। তার দ্বারাই হাইসামী (৩/৮৮, ১০/১৫৩) সমস্যা বর্ণনা করেছেন।

আর মানাবী "আলফায়েয" গ্রন্থে হাইসামী হতে এ সমস্যা উল্লেখ করলেও তিনি "আত্‌তাইসীর" গ্রন্থে তা ফেলে দিয়ে বলেছেন: এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। এটা তার থেকে সন্দেহ্‌মূলক কথা অথবা শিথিলতা।

হাদীসটির ভাষার মধ্যেও ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। একবার এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে আবার নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে:

ينادي مناد كل ليلة: هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر، فيغفر له، حتى ينفجر الفجر.

"প্রতি রাতে আহ্‌বানকারী আহ্‌বান করে বলতে থাকে: কেউ দু'য়াকারী আছে কি? তার ডাকে সাড়া দেয়া হবে। কেউ কোন কিছু প্রার্থী আছে কি? তাকে দেয়া হবে। কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? তাকে ক্ষমা করা হবে। ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত।"

এটিকে ইমাম আহমাদ ও ত্ববরানী বর্ণনা করেছেন।

আপনি এখানে দেখছেন যে, এর শেষে ইসতিসনা উল্লেখ করা হয়নি (অর্থাৎ একমাত্র জাদুকর অথবা ওশর (অন্যায়ভাবে ব্যবসায়ীদের নিকট যাকাত নামে চাঁদা) আদায়কারী ছাড়া) এ অংশ উল্লেখ করা হয়নি। এটিই হচ্ছে সঠিক। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রথম আকাশে নেমে আসা মর্মে বর্ণিত মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সাথে এটির মিল হয়ে যাওয়ার কারণে।

তবে ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" এবং "আলআওসাত" গ্রন্থে সহীহ্ সনদে উসমান ইবনু আবুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে নিম্নের বাক্যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন:

إلا زانية تسعى بفرجها أوعشارا

... যে ব্যভিচারিণী তার গুপ্তাঙ্গ নিয়ে ধাবিত হয় অথবা ওশর (অন্যায়ভাবে ব্যবসায়ীদের নিকট যাকাত নামে চাঁদা) আদায়কারী ছাড়া।

এ কারণে এটিকে "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (১০৭৩) উল্লেখ করা হয়েছে।

ফায়েদাহ্: হাফিয আবুল কাসেম আসবাহানী তার "আলহুজ্জাহ্" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৪২) আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের অবতরণ হওয়া মর্মে বর্ণিত সহীহ্ হাদীস উল্লেখ করে বলেন:

এটিকে তেইশজন সহাবী বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে সতেরোজন পুরুষ আর ছয়জন নারী।

আমি (আলবানী) তাদের ছয়জন থেকে "আলইরওয়া" গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছি। যিনি চান সেখানে দেখতে পারেন (২/১৯৫-১৯৯)।

১৯৬৩. (إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَدْنُوْ مِنْ خَلْقِهِ، فَيَستغْفِرُ لِمَنِ استَغْفَرَ، إلاّ البَغِيَّ بِفَرْجِها، والعَشَّارَ).

১৯৬৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর সৃষ্টির নিকটবর্তী হন অতঃপর যে ক্ষমাপ্রার্থী হয় তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন, একামাত্র গুপ্তাঙ্গ দ্বারা ব্যভিচারিণী অথবা ওশর (অন্যায়ভাবে ব্যবসায়ীদের নিকট যাকাত নামে চাঁদা) আদায়কারী ছাড়া।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (১৭১/১-২) সালামাহ্ ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি খুলায়েদ ইবনু দা'লাজ হতে, তিনি কিলাব ইবনু উমাইয়্যাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি উসমান ইবনু আবুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাক্ষাৎ করলে তিনি বললেন: কোন বস্তু তোমাকে নিয়ে এসেছে? তিনি বললেন: আমাকে উটের ওশর আদায়ের জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে। তখন তিনি বললেন: আমি রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: ধারাবাহিক কয়েকটি কারণে এ সনদটি দুর্বল:

১। কিলাব ইবনু উমাইয়্যার জীবনী আমি পাচ্ছি না।

২। খুলাইদ ইবনু দা'লাজ দুর্বল যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন।

৩। সালামাহ্ ইবনু সুলাইমান হচ্ছেন মুসেলী আযদী। হাদীসটিকে ইবনু আদী তার জীবনীতেই উল্লেখ করে শেষে বলেছেন:

তিনি পরিচিত নন।

আমি (আলবানী) বলছি: কিন্তু তার মুতাবা'য়াত করা হয়েছে। ত্বাবারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৯/৪৪/৮৩৭১) আবূ যুর'য়াহ্ আব্দুর রহমান ইবনু আম্র দেমাস্কী হতে, তিনি আবুল জামাহের হতে, তিনি খুলাইদ ইবনু দা'লাজ হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আবুল জামাহের হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু উসমান তানূখী কাফরাসূসী, তিনি নির্ভরযোগ্য। অতএব হাদীস হতে সালামার সমস্যা দূর হচ্ছে। সমস্যা বর্তাচ্ছে তার শাইখ অথবা তার শাইখের শাইখের উপর।

হাঁ, হাদীসটি অন্য ভাষায় নিকটবর্তী হওয়া বাক্যটি ছাড়া বর্ণিত হয়েছে। এর সনদটি সহীহ্। এ কারণে এটিকে আমি অন্য কিতাবে (সহীহাতে) (১০৭৩) তাখরীজ করেছি এবং সেখানে আমি কোন কোন আলেমের পক্ষ থেকে এবং আমার থেকে যে ভুল সংঘটিত হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে সতর্ক করেছি। আল্লাহই তাওফীক দানকারী এবং হেদায়েত দানকারী।

١٩٦٤. (إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالْحَجَّةِ الْوَاحِدَةِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ الْمَيِّتَ وَالْحَاجَّ عَنْهُ وَالْمُنْفِذَ ذٰلِكَ).

১৯৬৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা এক হাজ্জের দ্বারা তিনজনকে জান্নাত দেন: মৃত ব্যক্তি, তার পক্ষ থেকে হাজ্জকারী এবং হাজ্জ সম্পন্ন করতে সহযোগিতাকারীকে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে বাইহাক্বী তার "সুনান" গ্রন্থে (৫/১৮০) আলী ইবনুল হাসান ইবনু আবূ 'ঈসা সূত্রে ইসহাক ইবনু 'ঈসা ইবনু তব্বা' হতে, তিনি আবূ মা'শার হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ...।

বাইহাক্বী বলেন: আবূ মা'শার হচ্ছেন নাজীহ্ সিন্দী মাদানী, তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে "আলমাওযূ'য়াত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি ইবনু আদীর সূত্রে তার সনদে ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম সুখতিয়্যানী হতে, তিনি ইসহাক্ব ইবনু বিশ্র হতে, তিনি আবূ মা'শার হতে বর্ণনা করে বলেছেন:

এটি সহীহ্ নয়। ইসহাক জালকারী।

আর সুয়ূতী তার সমালোচনা করে "আললাআলিল মাসনূ'য়াহ্" গ্রন্থে (২/৭৩) বলেছেন:

এটিকে বাইহাক্বী তার "সুনান" গ্রন্থে উল্লেখ করে শুধুমাত্র দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে বলেছেন: আলী ইবনুল হাসান পর্যন্ত তার সনদটি সুনানের মধ্যে তার সনদের মত। তবে তিনি বলেছেন: ইসহাক হতে আমার ধারণা ইবনু ইসহাক, তিনি আবূ মা'শার হতে..।

আমি (আলবানী) বলছি: দু'টি কারণে সঠিকের নিকটবর্তী হচ্ছে এই যে, তিনি হচ্ছেন ইসহাক ইবনু বিশ্র:

১। বাইহাক্বীর বর্ণনার বিপরীতে ইবনু আদীর বর্ণনায় কোন প্রকার সন্দেহ ছাড়াই দৃঢ়তার সাথে ইবনু বিশ্‌রকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যিনি ধারণা করে বর্ণনা করেছেন তিনি হচ্ছেন আলী ইবনুল হাসান ইবনু আবী ‘ঈসা যাকে আমি চিনি না।

২। ইবনু বিশ্‌রই আবূ মা'শার হতে বর্ণনাকারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন, ইবনুত্ ত্বব্বা‘ নন। তবে হাদীসটির সমস্যা হিসেবে তাকে চিহ্নিত না করে বরং আবূ মা'শারকে করাই শ্রেয়। কারণ তার আরেকটি সূত্র রয়েছে। সুয়ূতী তার পূর্বোক্ত কথাকে পূর্ণ করতে গিয়ে বলেন:

এটিকে বাইহাক্বী “আশ্‌শু‘য়াব” গ্রন্থেও ইবনু আদীর সূত্র হতে, মুফায্‌যাল ইবনু মুহাম্মাদ জুন্দী হতে, তিনি সালামাহ্ ইবনু শাবীব হতে, তিনি আব্দুর রাজ্জাক হতে, তিনি আবূ মা'শার হতে বর্ণনা করেছেন। আর তার আনাস (রাঃ)-এর হাদীস হতে একটি শাহেদ রয়েছে। কিন্তু তার সনদে অজ্ঞতা রয়েছে যেমনটি তার ব্যাখ্যা (১৯৭৯) নম্বরে আসবে।

অতঃপর আমি হাদীসটিকে আবুশ শাইখের “ত্বাবাকাতুল আসবাহানীয়ীন” গ্রন্থে দেখেছি। তিনি এটিকে (ক্বাফ ১/৭২) সালেহ্ ইবনু সাহ্‌ল সূত্রে ইসহাক ইবনু বিশ্‌র কাহেলী হতে বর্ণনা করেছেন।

এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আবূ মা'শার হতে বর্ণনাকারী ইসহাক হচ্ছেন ইসহাক ইবনু বিশ্‌র। আর তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। তবে তার মাতাবা‘য়াত করা হয়েছে যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ কারণে হাদীসটি দুর্বল, বানোয়াট নয়।

١٩٦٥. (يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ، فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ، فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ، فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، فَيُبْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الشَّامِ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ، فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَتْهُ أَبْدَالُ الشَّامِ، وَعَصَائِبُ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ، ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ، فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَكِّيُّ بَعْثًا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ، وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةَ كَلْبٍ، فَيَقْسِمُ الْمَالَ، وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ سُنَّةَ نَبِيِّهِمْ -صلى الله عليه وسلم- وَيُلْقِي الإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ إِلَى الأَرْضِ، يَمْكُثُ تِسْعَ سِنِينَ أو سَبْعَ سِنِينَ).

১৯৬৫। খালীফার মৃত্যুর সময় মতভেদ হবে। এ সময় এক ব্যক্তি মদীনা হতে বের হয়ে মক্কায় পালিয়ে যাবে। তখন তার নিকট মক্কাবাসীরা

এসে তাকে বের করবে অথচ সে তা অপছন্দ করবে। রুক্ন (হাজরে আসওয়াদ) এবং মাকামু ইব্রাহীমের মাঝে তার হাতে তারা বাই'য়াত করবে। অতঃপর তাদের নিকট শাম দেশ হতে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করা হবে, অতঃপর বাইদা নামক স্থানে তাদেরকে ভূমিধ্বসের দ্বারা ধ্বংস করা হবে। লোকেরা যখন তা দেখবে তখন সেই ব্যক্তির নিকট শামের আবদাল এবং ইরাকের একটি দল এসে তার হাতে বাই'য়াত করবে। এরপর কুরাইশদের থেকে এক ব্যক্তির উদয় হবে যার মামারা হবে কাল্ব গোত্রের। এ সময় মাক্কী ব্যক্তি তার নিকট একটি দল প্রেরণ করবে অতঃপর এ দল তাদের বিপক্ষে বিজয় লাভ করবে। এটা কালবের জন্য প্রেরিত দল। সেই ব্যক্তি বদ নসীব যে কালবের গানীমাতে উপস্থিত থাকবে না। এরপর তিনি সম্পদ বণ্টন করবেন এবং লোকদের মধ্যে তাদের নাবীর সুন্নাত বাস্তবায়ন করবেন এবং ইসলাম যমীনে তার স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করবে। তিনি নয় অথবা সাত বছর অবস্থান করবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৬/৩১৬), আবূ দাউদ (৪২৮৬) এবং তাদের দু'জনের সূত্র হতে ইবনু আসাকির (১/২৮০) হিশাম হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, তিনি আবুল খালীল হতে, তিনি তার এক সাথী হতে, তিনি উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: নাম না-নেয়া আবূ খালীলের সাথী ছাড়া সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। তিনি মাজহূল।

হাদীসটিকে আবূ দাউদ ও ত্বাবারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে (৯৬১৩) আবুল আওয়াম সূত্রে কাতাদাহ্ হতে, তিনি আবুল খালীল হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হারেস হতে, তিনি উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন।

ত্বাবারানী বলেন: এ হাদীসকে কাতাদাহ্ হতে ইমরান ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদে নাম না-নেয়া মাজহূল ব্যক্তির নাম নেয়া হয়েছে। তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হারেস ইবনু নাওফাল আলমাদানী, তিনি নির্ভরযোগ্য। তার দ্বারা বুখারী এবং মুসলিমে দলীল গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আবুল আওয়াম রয়েছেন তিনি হচ্ছেন ইমরান ইবনু দাওয়ার কাত্তান। তার হেফযের দিক দিয়ে তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

ইমাম বুখারী বলেন: তিনি সত্যবাদী সন্দেহপোষণকারী।

দারাকুতনী বলেন: তিনি বহু বিরোধিতাকারী এবং সন্দেহকারী ছিলেন।

তবে হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাকরীব" গ্রন্থে ইমাম বুখারীর কথার উপর নির্ভর করেছেন। এরূপ বর্ণনাকারী কর্তৃক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিপক্ষে বৃদ্ধি করে বর্ণনায় হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না।

হাদীসটিকে হাকিম (৪/৪৩১) তার সূত্রেই নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেন:

"আমার উম্মাতের এক ব্যক্তির নিকট রুক্ন এবং মাকামু ইব্রাহীমের মাঝে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যায় বাই'য়াত করবে। তার নিকট ইরাকী একটি দল আর শামের আবদাল আসবে। অতঃপর তার নিকট শামের সৈন্যদল আসবে। তারা যখন বাইদা নামক স্থানে পৌঁছবে তখন ভূমিধ্বসের মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। অতঃপর কুরাইশের এক ব্যক্তি তার উদ্দেশ্যে বের হবে যার মামারা হবে কাল্ব গোত্রের, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'য়ালা পরাজিত করবেন। তিনি বলেন: বলা হতো: হতাশ ব্যক্তি সেদিন কাল্বের গানীমাত হতে নিরাশ হবে।

হাকিম হাদীসটির ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। আর হাফিয যাহাবী বলেছেন: আবূ আওয়াম ইমরানকে একাধিক ব্যক্তি দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি একজন খারেজী ছিলেন।

আমি (আলবানী) হাদীসটিকে "মাওয়ারিদুয যমাআন" গ্রন্থে (১৮৮১) দেখেছি আবূ ই'য়ালা (৪/১৬৫১) সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু রিফা'য়াহ্ হতে, তিনি ওয়াহাব ইবনু জারীর হতে, তিনি হিশাম ইবনু আবূ আব্দুল্লাহ্ হতে, তিনি কাতাদা হতে, তিনি সালেহ্ ইবনু আবুল খালীল হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি উম্মু সালামাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু রিফা'য়াহ্ ছাড়া এর সনদের সকল বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী। তিনি হচ্ছেন আবূ হিশাম রিফা'ঈ আর তিনি দুর্বল। তিনি সনদের মধ্যে মুজাহিদকে বৃদ্ধি করেছেন, তার এ বৃদ্ধিকরণ গ্রহণযোগ্য নয়।

এরপর আমি তার মুতাবা'য়াতকারী পেয়েছি। এটিকে ত্বাবারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে (১১৬৪) ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু আম্র হতে, তিনি মা'মার হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, তিনি মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন। ত্বাবারানী বলেন:

ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু আম্র বলেন: আমি এটিকে লাইসের নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন: আমাকে এটি মুজাহিদ বর্ণনা করেছেন।

ত্ববারানী আরো বলেন:

মা'মার হতে এ হাদীসটিকে একমাত্র ওবাইদুল্লাই বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি নির্ভরযোগ্য অন্যান্য বর্ণনাকারীদের ন্যায়।

কিন্তু তারা তার সনদে কাতাদার ক্ষেত্রে চারভাবে মতভেদ করেছেন:

১। কাতাদা আবুল খালীল হতে, তিনি তার সাথী হতে, তিনি উম্মু সালামাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। এটি হচ্ছে তার থেকে হিশাম দাসতুওয়াঈর বর্ণনা।

২। তার মতই। কিন্তু তার সাথীর নাম নিয়েছেন (আব্দুল্লাহ্ ইবনু হারেস)।

৩। তার মতই। তবে তিনি মুজাহিদ হিসেবে তার নাম উল্লেখ করেছেন।

৪। তার মতই তবে তিনি কাতাদা আর মুজাহিদের মাঝে আবুল খালীলকে উল্লেখ করেননি।

এ মতভেদ হচ্ছে কঠিন ধরনের। এ ব্যাপারে দৃষ্টি দিয়ে একটিকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। প্রথম তিনটি সূত্র এ মর্মে এক যে, কাতাদা আর উম্মু সালামার মাঝে আরো দু'জন বর্ণনাকারী রয়েছেন। বিপরীত হচ্ছে চতুর্থ সূত্রের ক্ষেত্রে। এ সূত্রে তাদের দু'জনের মাঝে শুধুমাত্র একজন বর্ণনাকারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণে চতুর্থ সূত্রটি অগ্রাধিকারযোগ্য নয় তিন সূত্র বিরোধী হওয়ার কারণে।

এখন দৃষ্টি দেয়া দরকার তিনটি সূত্রের দিকে। তৃতীয় সূত্রটির অবস্থা খুবই স্পষ্ট যে, এটি গ্রহণযোগ্য নয়, বর্ণনাকারী ইবনু রিফা'য়াহ্ দুর্বল হওয়ার কারণে। আর দ্বিতীয় সূত্রটিও তৃতীয়টির নিকটবর্তী এর বর্ণনাকারী ইমরানের ত্রুটিপূর্ণ হেফ্য শক্তির কারণে। অবশিষ্ট থাকছে প্রথম সূত্রটি, এটিই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সূত্র। কারণ এর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আবুল খালীলের নাম না-নেয়া সাথী, তিনিই এর সূত্রের সমস্যা ছিলেন।

হাদীসটি অন্য সূত্রে উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রমুখ হতে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যার মধ্যে বাই'য়াত, আবদাল ও কাল্ব গোত্রের প্রেরিত দলের কথা নেই ..। এটিকে "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (১৯২৪) তাখরীজ করা হয়েছে।

١٩٦٦. (الآيَاتُ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ).

১৯৬৬। (ধারাবাহিকভাবে কিয়ামাতের) আলামাতগুলো দু'শত বছরের পরে (প্রকাশ পাবে)।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইবনু মাজাহ্ (৪০৫৭), ওকাইলী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (৩২২), কুতাই'ঈ "জুযউল আল্ফ দীনার" গ্রন্থে (১/৩৫) ও হাকিম (৪/৪২৮) মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস ইবনু মূসা হতে, তিনি আউন ইবনু আম্মারাহ্ আম্বারী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুসান্না হতে, তিনি সুমামাহ্ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে, তিনি আবূ কাদাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ওকাইলী বলেন:

বুখারী বলেন: আউন ইবনু আম্মারাহ্ (তার মা'রূফ হাদীসও আছে আবার মুনকারও আছে) আর এটিকে একমাত্র তার মাধ্যমেই চেনা যায়। ইবনু সীরীন হতে তার কথা হিসেবে এটিকে বর্ণনা করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটি উল্লেখ করার পর ইমাম বুখারীর সম্পূর্ণ কথা হচ্ছে:

দু'শত অতীত হয়ে গেছে অথচ আয়াতসমূহ হতে কিছুই ছিল না।

এ কারণে ইবনুল কাইউম "আলমানার" গ্রন্থে (পৃ ৪১) দৃঢ়তার সাথে বানোয়াট আখ্যা দিয়েছেন। আর হাকিম বলেছেন: এটি শাইখাইনের শর্তানুযায়ী সহীহ্।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি তার অশোভনীয় সন্দেহগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কারণ আউন দুর্বল হওয়া ছাড়াও তার থেকে বুখারী ও মুসলিম কিছুই বর্ণনা করেননি। এ কারণে হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন:

আমি ধারণা করছি এটি বানোয়াট। আর আউনকে তারা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

পরক্ষণেই মানাবী বলেন:

ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে পূর্বেই বানোয়াট হিসেবে হুকুম লাগিয়েছেন।

তিনি "আত্তাইসীর" গ্রন্থে বলেন:

এটিকে হাকিম সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। অতঃপর তারা তার প্রতিবাদ করে বলেছেন: খুবই দুর্বল। বরং বলা হয়েছে এটি বানোয়াট।

١٩٦٧. (إِنَّهُ كَانَ يُبْغِضُ عُثْمَانَ فَأَبْغَضَهُ اللهُ).

১৯৬৭। সে উসমানকে ঘৃণা করত ফলে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে ঘৃণা করেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে তিরমিযী (২/২৯৭) ও সাহ্‌মী “তারীখু জুরজান” গ্রন্থে (৬০) মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ হতে, তিনি ইবনু আজলান হতে, তিনি আবুয যুবায়ের হতে, তিনি জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: নাবী (ﷺ)-কে এক বক্তির জানাযার সলাত আদায় করার জন্য ডাকা হয়েছিল কিন্তু তিনি তার সলাত আদায় করলেন না। তখন তারা বললেন: হে আল্লাহ্‌র রসূল (ﷺ) এ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো সলাত আদায় না করতে তো আপনাকে দেখিনি? তখন তিনি বললেন: ... ।

তিরমিযী বলেন: এ হাদীসটি গারীব। একমাত্র এ সূত্রেই আমরা এটিকে চিনি। মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ হচ্ছেন মাইমূন ইবনু মিহরানের সাথী তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে খুবই দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি হচ্ছেন ইয়াশকূরী তহ্‌হান। হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তাকে তারা (মুহাদ্দিসগণ) মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

আর আবুয যুবায়ের হচ্ছেন মুদাল্লিস তিনি আন্‌আন্ করে বর্ণনা করেছেন।

١٩٦٨. (يَخْرُجُ الدَّجَّالُ عَلَى حِمَارٍ أَقْمَرَ، مَا بَيْنَ أُذُنَيْهِ سَبْعُوْنَ عَامًا، مَعَــهُ سَبْعُوْنَ أَلْفَ يَهُوْدِيٍّ عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ بِالْخُضَرِ، حَتَّى يَنْزِلُوْا كُومَ ابْنِ الْحَمْرَاءِ).

১৯৬৮। দাজ্জাল সাদা (সবুজ মিশ্রিত) রং-এর গাধায় চড়ে বের হবে। তার দু'কানের মাঝের দূরত্ব হবে সত্তর বছরের (পথের) সমান। তার সাথে সত্তর হাজার ইয়াহূদী থাকবে, যাদের পোষাক হবে সবুজ মিশ্রিত সাদা রং-এর, তারা কূমা ইবনুল (অথবা আবিল) হামরায় অবতরণ করবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে হাসান ইবনু রাশীক আসকারী “আলমুনতাকা মিনাল আমালী” গ্রন্থে (২/৪২) আলী ইবনু সা‘ঈদ ইবনু বাশীর হতে, তিনি আব্দুল আযীয ইবনু ইয়াহ্‌ইয়া হতে, তিনি সুলাইমান ইবনু বিলাল হতে, তিনি মুহাম্মাদ আবূ উকবাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। আব্দুল আযীয ইবনু ইয়াহ্ইয়া আলমাদানী সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি মাতরূক, তাকে ইব্‌রাহীম ইবনুল মুনযির মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীসটিকে "আলমিশকাত" গ্রন্থে (৫৪৯৩) معه سبعون ألـف এ অংশ ছাড়া উল্লেখ করে তিনি বলেছেন: এটিকে বাইহাক্বী "আলবা'সু অন্‌নুশূর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ বর্ধিত অংশটুকু "সহীহ্ মুসলিম" গ্রন্থে (৮/২০৭) আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে নিম্নের বাক্যে বর্ণিত হয়েছে:

"আসবাহানের সত্তর হাজার ইয়াহূদী দাজ্জালের অনুসরণ করবে যাদের সাদা কাপড় থাকবে।"

ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসের মধ্যে এসেছে যে, নাবী (ﷺ) স্বচোক্ষে দাজ্জালকে তার আসল আকৃতিতে দেখেছেন, ঘুমের মধ্যে দেখা নয়। নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: আমি তাকে বড় দেহবিশিষ্ট ধবধবে সাদা শরীর ফুলা অবস্থায় দেখেছি ...।

এটিকে ইমাম আহমাদ ((১/৩৭৪) হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির প্রথম বাক্য অন্য হাদীসে এর চেয়ে ভালো সনদে এসেছে "আক্‌মার" শব্দ ছাড়া। কিন্তু সেটিও দুর্বল।

১৯৬৯. (يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِيْ خِفَّةٍ مِنَ الدِّيْنِ، وَإِدْبَارٍ مِنَ الْعِلْمِ، وَلَهُ أَرْبَعُوْنَ لَيْلَةً يَسْبَحُهَا فِي الأَرْضِ، اَلْيَوْمُ مِنْهَا كَالسَّنَةِ، وَالْيَوْمُ كَالشَّهْرِ , وَالْيَوْمُ كَالْجُمُعَةِ، ثُمَّ سَائِرُ أَيَّامِهِ مِثْلُ أَيَّامِكُمْ، وَلَهُ حِمَارٌ يَرْكَبُهُ عَرْضُ مَا بَيْنَ أُذُنَيْهِ أَرْبَعُوْنَ ذِراعـــاً، يَأْتِيْ النَّاسَ، فَيَقُوْلُ: أَنَا رَ بُّكُمْ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر، يَقْرَأُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، كَاتِبٍ أَوْ غَيْرُ كَاتِبٍ، يَمُرُّ بِكُلِّ مَاءٍ وَمَنْهَـــلٍ، إِلاَّ الْمَدِيْنَـــةَ وَمَكَّةَ، حَرَّمَهُمَا اللهُ عَلَيْهِ، وَقَامَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِأَبْوَابِهِمَا).

১৯৬৯। দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে দ্বীনের অবস্থা যখন দুর্বল হবে এবং জ্ঞান হতে (লোকেরা) দূরে সরে যাবে। তার জন্য চলিশ দিন নির্ধারিত থাকবে এ দিনগুলোতে সে ভ্রমণ করবে। সেগুলোর একটি দিন হবে এক বছরের মত, একটি দিন হবে এক মাসের মত, একটি দিন হবে জুম'আর মত। এরপর তার অন্যান্য দিনগুলো হবে তোমাদের দিনগুলোর মত। তার একটি গাধা থাকবে সে তাতে আরোহণ করবে, তার দু'কানের

মাঝের প্রশস্ততা হবে চল্লিশ হাত। সে লোকদের নিকট এসে বলবে: আমি তোমাদের রব্ব। অথচ তোমাদের রব্ব অন্ধ নয়। তার দু'চোখের মাঝে লিখা থাকবে কাফ, ফা, রা (অর্থাৎ কাফের)। প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তি পড়তে পারবে সে লিখতে সক্ষম হোক অথবা লিখতে সক্ষম না হোক। সে প্রতিটি পানি এবং পানির স্থানকে অতিক্রম করবে, মাদীনা এবং মক্কা ছাড়া। তার উপর মাদীনা-মক্কায় অনুপ্রবেশকে আল্লাহ্ হারাম করে দিয়েছেন। আর ফেরেশতারা উভয়ের (দু'শহরের) প্রবেশ পথগুলোতে দাঁড়িয়ে থাকবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৩/৩৬৭), ইবনু খুযাইমাহ্ "আত্‌তাওহীদ" গ্রন্থে (৩১-৩২) ও হাকিম (৪/৫৩০) ইব্‌রাহীম ইবনু ত্বহমান সূত্রে আবুয যুবায়ের হতে, তিনি জাবের (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ্। আর হাফিয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আবুয যুবায়ের মুদাল্লিস বর্ণনাকারী, তিনি আন্‌আন্ করে বর্ণনা করেছেন। আর এটিই হচ্ছে হাদীসটির সমস্যা।

"আলমাজমা'" গ্রন্থে (৭/৩৪৪) হাইসামী চুপ থেকেছেন এবং দাবী করেছেন যে, ইমাম আহমাদ দু'টি সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি তার থেকে বর্ণনা করেছেন:

مكتوب بين عينيه: كافر يقرؤه كل مؤمن

"তার দু'চোখের মাঝে লিখা রয়েছে কাফের, প্রত্যেক মু'মিন তা পাঠ করবে।"

এটিকে তিনি হুসাইন ইবনু অকেদ সূত্রে আবুয যুবায়ের হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমাকে জাবের (রাঃ) বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, তিনি বলেন: আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি: ...।

তার সনদটি ভালো এবং হাদীসটির এ পরিমাণ অংশ সহীহ্। বরং এটুকু মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। একদল সহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে। যাদের মধ্যে আনাস (রাঃ) এবং নাবী (ﷺ)-এর অন্য সহাবী রয়েছেন। তাদের দু'জন হতে ইমাম মুসলিম (৮/১৯৩) বর্ণনা করেছেন। আর আব্দুল্লাহ্

ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস ইবনু হিব্বানের নিকট বর্ণিত হয়েছে। দেখুন "ফাতহুল বারী" (১৩/১০০) ও "আলমাজমা'" (৭/৩২৭-৩৫০)।

আর তার হাদীসের ভাষা: ...يـأتي الناس কতিপয় সহীহ্ মাশহূর হাদীসের মধ্যে সাব্যস্ত রয়েছে।

১৯৭০. (مَثَلُ هذِهِ الدُّنْيَا مَثَلُ ثَوْبٍ شُقَّ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، فَبَقِيَ مُعَلَّقـاً بِخَيْطٍ فِي آخِرِهِ، فَيُوشِكُ ذلِكَ الْخَيْطُ أَنْ يَنْقَطِعَ).

১৯৭০। এ দুনিয়ার উদাহরণ হচ্ছে সেই কাপড়ের মত যার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ফেড়ে ফেলা হয়েছে। অতঃপর কাপড়টির শেষপ্রান্তে সূতা দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় অবশিষ্ট রয়েছে। অচিরেই সে সূতাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া "কাসরুল আমাল" গ্রন্থে (২/১৩/১) ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ খালাফ•ইবনু হাবীব হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ হচ্ছেন আলআত্তার, তিনি দুর্বল যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন।

আর আবূ সা'ঈদ খালাফ ইবনু হাবীবকে আমি চিনি না। আর আবান তার মুতাবা'য়াত করেছেন আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে।

এটিকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৮/১৩১) বর্ণনা করে বলেছেন:

আবান ইবনু আবূ আইয়্যাশের হাদীস সহীহ্ নয়। কারণ তিনি ইবাদাত নিয়ে বেশী ব্যস্ত থাকতেন। হাদীস তার কারবারের মধ্যে পড়ে না।

১৯৭১. (شُرْبُ اللَّبَنِ مَحْضُ الإِيْمَانِ، مَنْ شَرِبَهُ فِيْ مَنَامِهِ فَهُوَ عَلَى الإِسْلاَمِ وَالْفِطْرَةِ، وَمَنْ تَنَاوَلَ اللَّبَنَ بِيَدِهِ فَهُوَ يَعْمَلُ بِشَرَائِعِ الإِسْلاَمِ).

১৯৭১। দুধ পান করার দ্বারা শুধুমাত্র ঈমানকে বুঝানো হয়। যে ব্যক্তি তার ঘুমের মধ্যে দুধ পান করবে সে ইসলাম এবং ফিতরাতের উপর রয়েছে। আর যে তার হাত দিয়ে দুধ গ্রহণ করবে সে ইসলামী শারী'য়াতের উপর আমলকারী হবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে দাইলামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন। আর তার সনদটি হচ্ছে অন্ধকারাচ্ছন্ন। এর মধ্যে ইব্রাহীম ত্বাইয়্যান রয়েছেন, তিনি হুসাইন ইবনু কাসেম হতে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। আর হুসাইন- ইসমা'ঈল ইবনু আবূ যিয়াদ হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তার মতই। আর ইসমা'ঈল হচ্ছে বড়ই মিথ্যুক হাদীস জালকারী।

"তানযীহুশ শারী'য়াহ্" গ্রন্থে (২/৩৫৭) তার আসল সুয়ূতীর "যাইলুল লাআলীল মাসনূ'য়াহ্ ফিল আহাদীসিল মওযূ'য়াহ্" গ্রন্থের (৮৫৪) অনুসরণ করে এরূপই এসেছে।

অতঃপর তিনি ভুলে গিয়ে দাইলামীর সূত্র হতে "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী হতে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে এই যে, তিনি "আলফায়েয" গ্রন্থে উক্ত তিন মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষীদের দিকে ইঙ্গিত করা সত্ত্বেও "আত্তাইসীর" গ্রন্থে হাদীসটিকে শুধুমাত্র দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন!! তার থেকে এরূপ বহুবার ঘটেছে।

١٩٧٢. (شِعَارُ أُمَّتِيْ إِذَا حُمِلُوْا عَلَى الصِّرَاطِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ).

১৯৭২। আমার উম্মাতকে যখন পুলসিরাতের উপর দিয়ে বহন করা হবে তখন তাদের নিশান হবে: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ওকাইলী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (৪১৬) ও ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে (১৫৯) আব্দুস ইবনু মুহাম্মাদ মিসরী হতে, তিনি মানসূর ইবনু আম্মার হতে, তিনি ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে, তিনি আবূ কাবীল হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্র ইবনুল আস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ত্ববারানী বলেন:

মানসূর ইবনু আম্মার আলকাস হাদীসের ক্ষেত্রে সঠিককারী ছিলেন না। তার মধ্যে জাহ্মিয়্যা সম্প্রদায়ের আসর ছিল।

আমি (আলবানী) বলছি: ইবনু লাহী'য়াও দুর্বল।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে শাইরাযীর বর্ণনা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উম্র (রাঃ) হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন। আর মানাবী ত্ববারানীর "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করে সাদা স্থান ছেড়ে দিয়ে এটির সনদ সম্পর্কে কোন কিছুই বলেননি! মানাবী আরো বলেন: তিনি "আলআওসাত" গ্রন্থেও বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে এমন

বর্ণনাকারী রয়েছেন যাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে তার দুর্বলতা সত্ত্বেও। আর আব্দুস ইবনু মুহাম্মাদকে চেনা যায় না।

আমি **(আলবানী)** বলছি: কিছুটা পরিবর্তন করে এটি হচ্ছে (মূলত) হাইসামীর **"আলমাজমা"** গ্রন্থের (১০/৩৫৯) ব্যাখ্যা।

১৯৭৩. (شِعَارُ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الصِّرَاطِ رَبِّ سَلِّمْ رَبِّ سَلِّمْ).

১৯৭৩। কিয়ামাতের দিন পুলসিরাতের উপর মুসলিমদের নিশান হবে: হে প্রতিপালক! শান্তি দাও, হে প্রতিপালক! শান্তি দাও।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে **তিরমিযী** (২/৭০), হাকিম (২/৩৭৫), আব্দু ইবনু হুমায়েদ "আলমুন্তাখাব **মিনাল** মুসনাদ" গ্রন্থে (১/৫০) ও হারবী "আলগারীব" গ্রন্থে (৫/৩০/১) **আব্দুর** রহমান ইবনু ইসহাক হতে, তিনি নু'মান ইবনু সা'দ হতে, তিনি **মুগীরাহ্** (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি গারীব এটিকে আমরা একমাত্র আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাকের হাদীস হতেই চিনি।

এ **সূত্রেই ইবনু** আদী (১/২৩৪), ওকাইলী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (২২৯) হাদীসটিকে **বর্ণনা করেছেন** এবং তিনি ইবনু মা'ঈন এবং আহমাদের উদ্ধৃতিতে এ **আব্দুর** রহমানের দুর্বল হওয়ার বিষয়টিও বর্ণনা করেছেন। তিনি হচ্ছেন আবূ **শাইবাহ্** অসেতী। অতঃপর তিনি বলেছেন: হাদীসটির অন্য একটি দুর্বল সূত্র রয়েছে।

আমি **(আলবানী)** বলছি: সম্ভবত তিনি এর দ্বারা পূর্বোক্ত হাদীসটির সনদকে বুঝিয়েছেন। আর হাকিম বলেছেন:

সনদটি **মুসলিমের** শর্তানুযায়ী সহীহ্ আর হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য **পোষণ** করেছেন। তাদের দু'জন হতে এটা ধারণামূলক কথা। কারণ (মুসলিমের) সনদের বর্ণনাকারী হচ্ছেন আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক কুরাশী। আর কুরাশী নির্ভরযোগ্য ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ সনদে বর্ণিত আব্দুর রহমান দ্বারা কুরাশীকে বুঝানো সন্দেহমূলকভাবে ঘটেছে কোন কপিকারকের **পক্ষ** থেকে, অথবা কোন বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে। কারণ যিনি নু'মান ইবনু সা'দ হতে বর্ণনা করেছেন তিনি হচ্ছেন প্রথমজন অর্থাৎ আবূ শাইবাহ্ অসেতী আর তিনি হচ্ছেন আনসারী (ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী কুরাশী নন)।

এ ছাড়াও নু'মান ইবনু সা'দ হচ্ছেন মাজহূল (অপরিচিত), তার থেকে ইমাম মুসলিম আসলেই বর্ণনা করেননি। তিরমিযী ছাড়া ছয়টি হাদীস গ্রন্থের কেউ এর থেকে বর্ণনা করেননি। আর হাফিয যাহাবী নিজেই বলেছেন:

তার থেকে আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক ছাড়া কেউ বর্ণনা করেননি। তিনি দুর্বলদের একজন।

আমি (আলবানী) বলছি: সঠিক জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে হাফিয যাহাবীর স্ববিরোধী কথা চিন্তা করে দেখুন, যাতে করে অন্ধ অনুসরণ করা হতে রক্ষা পান।

মোটকথা: হাদীসটি পূর্বেরটির ন্যায় দুর্বল যদিও উভয়টির মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

হাঁ, সহীহ্ মুসলিমের মধ্যে হুযাইফাহ্ ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে শাফা'য়াতের হাদীসের মধ্যে সাব্যস্ত হয়েছে:

"আর তোমাদের নাবী (ﷺ) পুরসিরাতের উপর দাঁড়িয়ে বলবেন: হে রব্ব! শান্তি নাযিল কর শান্তি, নাযিল কর ... ।"

١٩٧٤. (رُدُّوا مَذَمَّةَ السَّائِلِ وَلَوْ بِمِثْلِ رَأْسِ الذُّبَابِ).

১৯৭৪। তোমরা ভিক্ষুকের অমর্যাদাকর অবস্থাকে একটি মাছির মাথার সমপরিমাণ বস্তু দ্বারা হলেও প্রতিহত কর।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ওকাইলী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃ ৩৭) উসমান ইবনু আব্দুর রহমান হতে, তিনি ইসহাক ইবনু নাজীহ্ হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি হাদীসটিকে ইসহাক ইবনু নাজীহের জীবনীতে উল্লেখ করে ইবনু মা'ঈনের উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: বাগদাদে এক সম্প্রদায় ছিল যারা হাদীস জাল করতো, তারা মিথ্যুক। তাদের মধ্যে ইসহাক ইবনু নাজীহ্ বাহেলীও ছিলেন।

ইমাম আহমাদ হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন: তিনি লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যুক।

ইমাম বুখারী হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস।

"আত্তাহযীব" গ্রন্থে এসেছে: ইবনুল জাওযী বলেন: মুহাদ্দিসগণ এ মর্মে ইজমা' করেছেন যে, তিনি হাদীস জালকারী ছিলেন।

হাফিয যাহাবী ধারণা করেছেন যে, হাদীসটির বর্ণনাকারী এ ইসহাক হাদীস জালকারী মালাতী নন। তিনি ওকাইলীর সূত্রে তাকে উল্লেখ করার পর বলেছেন: ইনি মালাতী নন, বরং অন্য কেউ। হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে উসমান অকাসী।

আমি (আলবানী) বলছি: হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাহ্‌যীব" গ্রন্থে তার শাইখদের মধ্যে আতা আলখুরাসানীকে উল্লেখ করেছেন। আর এ হাদীসটি আতা হতে তার বর্ণনাকৃত হাদীস যেমনটি দেখছেন। বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, তিনি খুরাসানী। অতএব ইসহাক ইবনু নাজীহ্ হচ্ছেন জালকারী মালাতী এবং এটিই সঠিকের নিকটবর্তী। আল্লাহই বেশী ভালো জানেন।

যাই হোক যদি সনদটি মালাতী হতে নিরাপদও হয়, তবুও এটি উসমান ইবনু আব্দুর রহমান অকাসী হতে নিরাপদ নয় যেমনটি হাফিয যাহাবী বলেছেন। আর তিনিও একজন বড় মিথ্যুক।

আজব ব্যাপার এই যে, সুয়ূতী কিভাবে এটিকে "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ওকাইলীর এ বর্ণনা হতে উল্লেখ করলেন অথচ বর্ণনাকারী সম্পর্কে তার কথা উল্লেখ করলেন না! আরো আজব ব্যাপার এই যে, হাফিয ইরাকীও "আলমুগনী" গ্রন্থে (১/২২৬) তার অভ্যাসের বিপরীত করে তার ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। আর মানাবী বলেছেন:

ইবনুল জাওযী বলেন: হাদীসটি সহীহ্ নয়। ইসহাক ইবনু নাজীহ্ এটির ব্যাপারে দোষী। ইমাম আহমাদ বলেন: ....। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

বড় মুসীবাত হচ্ছে এই যে, হাদীসটির ভাষাকে "শারহুল মানাবী"তে সহীহ্ হিসেবে আলামাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এরূপ বহু উদাহরণ রয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, "আলজামে'" গ্রন্থে ব্যবহৃত আলামাতের উপর নির্ভর করা যায় না।

١٩٧٥ . (وَعَدَنِيْ رَبِّيْ فِيْ أَهْلِ بَيْتِيْ، مَنْ أَقَرَّ مِنْهُمْ بِالتَّوْحِيْدِ أَن لاَّ يُعَذِّبَهُمْ).

১৯৭৫। আমার প্রতিপালক আমার পরিবারের ব্যাপারে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদের মধ্য থেকে যে তাওহীদের স্বীকৃতি দিবে তাদেরকে তিনি শাস্তি দিবেন না।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে আলমুখাল্লিস "আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত" গ্রন্থে (১/৪), ইবনু আদী (১/২৪৬) ও হাকিম (৩/১৫০) খালীল ইবনু উমার আবাদী হতে, তিনি

উমার আবাহ্ হতে, তিনি সা‘ঈদ ইবনু আবূ আরূবাহ্ হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, তিনি আনাস (ﷺ) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: “আমার বাড়ির পরিবারের মধ্যে” তার এ ভাষায় এ সনদে মুনকারের ঘটনা ঘটেছে।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ্।

আর হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন: বরং মুনকার, সহীহ্ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি: এর সমস্যা হচ্ছে আবাহ্ তিনি হচ্ছেন উমার ইবনু হাম্মাদ ইবনু সা‘ঈদ। হাফিয যাহাবী “আয্‌যু‘য়াফা” গ্রন্থে বলেন: ইবনু হিব্বান তার ত্রুটি বর্ণনা করেছেন। আর আবূ হাতিম বলেন: তিনি শক্তিশালী নন।

আর তিনি “আলমীযান” গ্রন্থে বলেন: ইমাম বুখারী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস।

١٩٧٦. (وَعَدَنِي رَبِّيْ تَعَالَى أَن يُّدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ سَبْعُوْنَ أَلْفًا، فَاسْتَزَدْتُهُ فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعِيْنَ أَلْفًا، وَمَا أَرَى بَقِيَ مِنْ أُمَّتِيْ شَيْءٌ).

১৯৭৬। আমাকে আমার প্রতিপালক ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি আমার উম্মাতের সত্তর হাজার জনকে জান্নাত দিবেন। অতঃপর আমি তাঁর নিকট বৃদ্ধি করার প্রার্থনা করলে তিনি প্রত্যেক হাজারের সাথে সত্তর হাজার করে আমার জন্য বৃদ্ধি করেন। আমি দেখছি না যে, আমার উম্মাতের মধ্য থেকে কিছু অবশিষ্ট রয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবূ বাক্‌র শাফে‘ঈ “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/৯৭) আহমাদ ইবনু ইউসুফ বাসরী হতে, তিনি ইউনুস ইবনু আব্দুল আ‘লা হতে, তিনি ইবনু ওয়াহাব হতে, তিনি হিশাম ইবনু সা‘দ হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আসলাম (ﷺ) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল মুরসাল হওয়ার কারণে। আহমাদ ইবনু ইউসুফ বাসরী ছাড়া এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আর তাকে আমি চিনি না।

এ হাদীসটি বর্দ্ধিত ((وما أرى بقي من أمتي شيء)) এ অংশসহ আমার (আমি আলবানীর) নিকট খুবই মুনকার। আর এ কারণেই আমি হাদীসটিকে এখানে উল্লেখ করেছি। এ অংশ ছাড়া হাদীসটি সহীহ্। এটিকে “যিলালুল জান্নাহ্” (৫৮৮, ৫৮৯) প্রমুখ গ্রন্থে তাখরীজ করা হয়েছে।

١٩٧٧. (إِنَّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَخَلَ النَّارَ اشْتَدَّ صِيَاحُهُمَا، فَقَالَ الرَّبُّ عزوجل: أَخْرِجُوهُمَا، فَأُخْرِجَا، فَقَالَ لَهُمَا: لأَيِّ شَيْءٍ اشْتَدَّ صِيَاحُكُمَا؟ قَالاَ: فَعَلْنَا ذَلِكَ لِتَرْحَمَنَا، قَالَ: إِنَّ رَحْمَتِيْ لَكُمَا أَنْ تَنْطَلِقَا فَتُلْقِيَا أَنْفُسَكُمَا حَيْثُ كُنْتُمَا مِنَ النَّارِ، فَيَنْطَلِقَانِ فَيُلْقِي أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ، فَيَجْعَلُهَا اللهُ عَلَيْهِ بَرْداً وَسَلاَماً، وَيَقُومُ الآخَرُ فَلاَ يُلْقِي نَفْسَهُ، فَيَقُولُ الرَّبُّ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُلْقِيَ نَفْسَكَ كَمَا أَلْقَى صَاحِبُكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّ! إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لاَ تُعِيدَنِي فِيهَا بَعْدَ مَا أَخْرَجْتَنِيْ، فَيَقُولُ الرَّبُّ: لَكَ رَجَاؤُكَ فَيَدْخُلاَنِ جَمِيعاً الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ).

১৯৭৭। জাহান্নামে প্রবেশকারীদের মধ্য হতে দু'ব্যক্তির চিৎকার প্রচণ্ডরূপ ধারণ করলে প্রতিপালক বললেন: তাদের দু'জনকে বের করে দাও। ফলে তাদের দু'জনকে বের করে দেয়া হলো। তিনি তাদের দু'জনকে বললেন: কোন বস্তু তাদের দু'জনের কঠিন চিৎকারের কারণ? তারা দু'জন বলল: আমরা তা করেছি যাতে তুমি আমাদের প্রতি দয়া কর। আল্লাহ্ বললেন: আমার দয়া তোমাদের দু'জনের জন্য এই যে, তোমরা দু'জন চলে যাও সেই অবস্থার সাথে মিলিত হও জাহান্নামের আগুনের যেখানে তোমরা দু'জন ছিলে। অতঃপর তারা দু'জন চলা শুরু করল এমতাবস্থায় দু'জনের একজন নিজেকে নিক্ষেপ করল। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা তার জন্য আগুনকে ঠাণ্ডা এবং শান্তিময় করে দিলেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজেকে নিক্ষেপ করছে না। তখন প্রভু বললেন: তোমাকে কোন বস্তু নিজেকে নিক্ষেপ করতে বাধা দিচ্ছে যেভাবে তোমার সাথী নিক্ষেপ করেছে? সে বলল: হে প্রভু! আমি আশা করছি যে, তুমি সেখান থেকে আমাকে বের করার পর পুনরায় সেখানে ফিরিয়ে দিবে না। তখন প্রভু বলবেন: তোমার জন্য তুমি যা চেয়েছ তাই। অতঃপর তারা দু'জনই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম তিরমিযী (২/৯৯) ও ইবনু আবিদ দুনিয়া "হুসনুয যন্ন" গ্রন্থে (২/১৯২/১) রুশদীন হতে, তিনি ইবনু আন'য়াম হতে, তিনি আবূ উসমান হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন: এ হাদীসটির সনদ দুর্বল। কারণ এটি রুশদীন ইবনু সা'দ হতে বর্ণিত হয়েছে আর তিনি আহলেহাদীসগণের নিকট দুর্বল। আর তিনি ইবনু আন'য়াম আফরীকী হতে বর্ণনা করেছেন, ইনিও তাদের নিকট দুর্বল।

١٩٧٨. (يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ).

১৯৭৮। তিন শ্রেণীর লোক কিয়ামাতের দিন শাফা'য়াত করবে: নাবীগণ, আলেমগণ ও শহীদগণ।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইবনু মাজাহ্ (৪৩১৩), ওকাইলী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃ ৩৩১), ইবনু আব্দিল বার "জামে'উ বায়ানিল ইল্ম" গ্রন্থে (১/৩০), নাস্র মাকদেসী "জুযউম মিন হাদীস" গ্রন্থে (২৫৫/১) ও ইবনু আসাকির (৯/৩৯১/১) আম্বাসা ইবনু আব্দুর রহমান কুরাশী হতে, তিনি আল্লাক ইবনু আবূ মুসলিম হতে, তিনি আবান ইবনু উসমান হতে, তিনি উসমান ইবনু আফ্ফান (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে ওকাইলী এ আম্বাসার জীবনীতে উল্লেখ করে বলেছেন:

তার মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

আর ইমাম বুখারী হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেন:

তাকে মুহাদ্দিসগণ ত্যাগ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আবূ হাতিম বলেন: তিনি হাদীস জাল করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ থেকেই বুঝা যায় যে, হাফিয ইরাকী "তাখরীজু ইয়াহ্ইয়া" গ্রন্থে (১/৬) শুধুমাত্র দুর্বল বলে শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। আর সুয়ূতী তার থেকেও মন্দ করেছেন, অতঃপর মানাবী। তিনি তার "ফায়েয" গ্রন্থে বলেন:

মুসান্নিফ হাদীসটি হাসান হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। অথচ ইবনু আদী ও ওকাইলী আম্বাসার দ্বারা হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন। আর বুখারী হতে নকল করেছেন যে, তিনি বলেন: মুহাদ্দিসগণ তাকে ত্যাগ করেছেন। তা সত্ত্বেও মানাবী তার "আত্তাইসীর" গ্রন্থে বলেছেন: এর সনদটি হাসান। আর গুমারী অভ্যাসগতভাবে তার তাক্বলীদ করেছেন।

١٩٧٩. (حَجَّةٌ لِلْمَيِّتِ ثَلَاثَةٌ: حَجَّةٌ لِلْمَحْجُوْجِ عَنْهُ، وَحَجَّةٌ لِلْحَاجِّ وَحَجَّةٌ لِلْوَصِيِّ).

১৯৭৯। মৃত্যু ব্যক্তির জন্য একটি হাজ্জ্ব তিনজনের পক্ষ থেকে আদায় হয়: যার জন্য হাজ্জ্ব করা হচ্ছে তার জন্য, যে বদলী হাজ্জ্ব করল তার জন্য আর যে হাজ্জ্ব করার জন্য অসিয়্যাত করেছেন তার জন্য।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে দারাকুতনী ইব্‌রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্‌ইয়া হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান ইবনু ফারেস হতে, তিনি হাসান ইবনুল আলা বাসরী হতে, তিনি মাসলামাহ্ ইবনু ইব্‌রাহীম হতে, তিনি হিশাম ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি সা'ঈদ হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে, তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

"আললাআলীল মাসনূ'য়াহ্" গ্রন্থে (২/৭৩) এরূপই এসেছে। তিনি এটিকে পূর্বোক্ত (১৯৬৪) নং হাদীসের শাহেদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং চুপ থেকেছেন।

সে সনদটি দুর্বল। তার মধ্যে এমন কেউ রয়েছেন যার জীবনী পাচ্ছি না। আর তারা হচ্ছেন হিশাম ইবনু সা'ঈদের নিম্নের প্রত্যেক বর্ণনাকারী, দারাকুতনীর শাইখ ইব্‌রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্‌ইয়া ছাড়া। কারণ তিনি নির্ভরযোগ্য। তিনি হচ্ছেন আবূ ইসহাক মুযাক্কী নাইসাপূরী। তার জীবনী দেখুন "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (৬/১৬৮-১৬৯)।

আর ইবনু ফারেস হচ্ছেন দাজ্জাল। তার জীবনী "আলআনসাব" গ্রন্থে রয়েছে। আখরাম হতে বর্ণিত হয়েছে তার সম্পর্কে তিনি বলেন: শুধুমাত্র তার যবানের ব্যাপারে আমরা প্রতিবাদ করেছি। কারণ তিনি অশোভনীয় ভাষার অধিকারী ছিলেন।

আর তার উপরের দু'জন আমার (আমি আলবানীর) নিকট যেসব জীবনী গ্রন্থ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে তাদের জীবনী পাচ্ছি না।

হাদীসটির আরেকটি সূত্র রয়েছে সেটি সম্পর্কে সুয়ূতী অবগত হননি। সেটিকে বাইহাক্বী তার "সুনান" গ্রন্থে (৫/১৮০) কুতাইবাহ্ ইবনু সা'ঈদ সূত্রে যাজের ইবনুস সল্‌ত ত্বহী হতে, তিনি যিয়াদ ইবনু সুফইয়ান হতে, তিনি আবূ সালামাহ্ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (ﷺ) সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন যে হাজ্জ্ব করার অসিয়্যাত করেছিল:

"তার জন্য চারটি হাজ্জ্ব লিখা হবে: একটি হাজ্জ্ব যে তা লিখেছে, একটি হাজ্জ্ব যে তা বাস্তবায়ন করেছে, একটি হাজ্জ্ব যে তা গ্রহণ করেছে এবং একটি হাজ্জ্ব যে তা করার নির্দেশ প্রদান করেছে।"

তিনি (বাইহাক্বী) বলেন: এ যিয়াদ ইবনু সুফইয়ান মাজহূল। আর সনদটি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: তার থেকে বর্ণনাকারী যাজের ইবনুস সলতের জীবনী পাচ্ছি না।

١٩٨٠. (ثَلاَثَةٌ لاَ يُسْأَلُوْنَ عَنْ نَعِيْمِ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ: الْمُفْطِرُ، وَالْمُتَسَحِّرُ، وَصَاحِبُ الضَّيْفِ . وَثَلاَثَةٌ لاَ يُلاَمُوْنَ عَلَى سُوْءِ الْخُلُقِ: الْمَرِيْضُ والصَّائِمُ، حَتَّى يُفْطِرَ،وَالإِمَامُ الْعَادِلُ).

১৯৮০। তিন ব্যক্তিকে খাদ্য ও পানিয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে না: ইফতারকারী, সাহ্‌রী গ্রহণকারী ও মেহমানের মেহমানদারকারী।

আর তিন ব্যক্তিকে মন্দ চরিত্রের কারণে নিন্দা করা হবে না: রোগী, সওমপালনকারী ইফতার করা পর্যন্ত ও ন্যায়পরায়ণ ইমাম।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে দাইলামী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২/৩৫/২) মুজাশি' ইবনু আম্‌র সূত্রে আওযা'ঈ হতে, তিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে, তিনি আবূ সালামাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে মুজাশি'। ইবনু হিব্বান "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে (৩/১৮) বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীস জালকারীদের একজন ছিলেন। তিনি একদল নির্ভরযোগ্য হতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন। একমাত্র তার ত্রুটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য ছাড়া তাকে গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ করাই বৈধ নয়।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উক্ত সূত্র হতেই উল্লেখ করে চুপ থেকেছেন। এতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ তিনি "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে এরূপ চুপ থাকেনই। অথচ তিনি ভূমিকার মধ্যে অঙ্গীকার করেছেন যে, মিথ্যুক অথবা জালকারীর একক বর্ণনা হতে গ্রন্থটিকে হেফাযাত করবেন।

অনুরূপভাবে এ গ্রন্থের টীকা লেখক কমিটিও চুপ থেকেছেন (২/১১/১৩৫৭)। এটির প্রথম অংশটি আরেক জালকারী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি তার ভাষায় তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন: আল্লাহর পথে পাহারাদার হিসেবে নিজেকে যুক্তকারী।

সেটির তাখরীজ দ্বিতীয় খণ্ডের (৬৩১) নম্বরে করা হয়েছে।

١٩٨١. (مَنْ كَانَ سَامِعًا مُطِيْعًا فَلاَ يُصَلِّيَنَّ الْعَصْرَ إِلاَّ بِبَنِيْ قُرَيْظَةَ).

১৯৮১। যে শ্রবণকারী, আনুগত্যকারী সে আসরের সলাত বানু কুরাইযাতে না পৌঁছে আদায় করবে না।

হাদীসটি এভাবে মুনকার।

এটিকে ইবনু হিশাম "আস্‌সীরাহ্" গ্রন্থে (৩/২৫২) ইবনু ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: তিনি এর সনদ ছাড়াই এভাবে উল্লেখ করেছেন। এটির নিরাপদ অংশ হচ্ছে শুধুমাত্র দ্বিতীয় অংশ, যা আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন: নাবী (ﷺ) যখন আহযাব হতে ফিরে আসেন তখন তিনি আমাদেরকে বলেন:

"কেউ যেন বানূ কুরাইযায় না পৌঁছে সলাত আদায় না করে।"

এটিকে ইমাম বুখারী, মুসলিম বর্ণনা করেছেন তবে ভাষাটি হচ্ছে ইমাম বুখারীর (৪১১৯)। এ হাদীসের শেষে এসেছে: তাদের কেউ কেউ রাস্তাতেই আসরের সলাতের সময় পেয়ে যায়, তখন তাদের কেউ বলল: তাদের নিকট না পৌঁছে সলাত আদায় করব না। আর তাদের কেউ বলল: বরং এখানেই সলাত আদায় করব ...। এ ঘটনা নাবী (ﷺ)-এর নিকট উপস্থাপন করা হলে তিনি তাদের কাউকেই কিছু বলেননি।

কেউ কেউ এ হাদীস দ্বারা মতভেদকে রসূল (ﷺ) সমর্থন করেছেন মর্মে দলীল দিয়ে থাকে। কিন্তু এটি একেবারে বাতিল ও দুর্বল কথা। কারণ তারা এ ব্যাপারে ইজতিহাদ করেছিল। এ কারণে রসূল (ﷺ) তাদের কাউকেই দোষারোপ করেননি। আর ইজতিহাদ করে ভুল করলেও একটি সাওয়াবের অধিকারী। অতএব রসূল (ﷺ) কিভাবে সেই ব্যক্তিকে দোষারোপ করবেন যে ইজতিহাদ করে সাওয়াবের অধিকারী হয়েছে। মতভেদকে সমর্থন করা বাতিল এ কারণে যে, তা কুরআনের সূরা নিসার (৫৯) আয়াত ও সূরা আহযাবের (৩৬) নম্বর আয়াতসহ বহু আয়াত বিরোধী।

আবার বানোয়াট ও ভিত্তিহীন হাদীস দ্বারাও মতভেদ রহমত হিসেবে দলীল দেয়া হয়ে থাকে। বিস্তারিত দেখুন প্রথম খণ্ডের (৫৭) নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যা।

১৯৮২. (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ سُوْقًا لاَ شِرَاءَ فِيْهِ وَلاَ بَيْعَ، إِلاَّ الصُّوَرُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُورَةً دَخَلَ فِيهَا، وَ فِيهَا مُجْتَمَعُ الْحُوْرِ الْعِيْنِ، يَرْفَعْنَ أَصْوَاتاً لَمْ تَسْمَعِ الْخَلاَئِقُ بِمِثْلِهِنَّ، يَقُلْنَ: نَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلاَ نَبْؤُسُ أَبَداً، وَنَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلاَ نَمُوْتُ، وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلاَ نَسْخَطُ أَبَداً، فَطُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا، وَكُنَّا لَهُ).

১৯৮২। জান্নাতের মধ্যে একটি বাজার রয়েছে সেখানে পুরুষ ও নারীদের ছবি ছাড়া কিছুই ক্রয়-বিক্রয় হয় না। যখন কোন পুরুষ কোন ছবির ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষিত হয় তখন সে তার মধ্যে প্রবেশ করে। সে ছবির মধ্যে হুরদেরকে একত্রিত করে রাখা হয়েছে, যারা এমন উঁচু আওয়ায করবে যে, সে আওয়াযের ন্যায় সৃষ্টিকুল কোন আওয়ায শ্রবণ করেনি। তারা বলবে: আমরা নেয়ামাত দ্বারা পরিপূর্ণ আমরা কখনও কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নই। আমরা চিরস্থায়িত্বের অধিকারিণী, আমরা মৃত্যু বরণ করব না। আমরা (আল্লাহ্ এবং আমাদের সঙ্গীদের প্রতি) সন্তুষ্ট, কখনও রাগান্বিত হব না। সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যে আমাদের জন্য আর আমরা যার জন্য।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে তিরমিযী (২/৯০-৯৩), মারওয়াযী "যাওয়াইদুয যুহুদ" গ্রন্থে (১৪৮৭), তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/৬৬), সাকাফী "আস্‌সাকাফিয়্যাত" গ্রন্থে (৪/২৯/১) ও যিয়া মাকদেসী "সিফাতুল জান্নাহ্" গ্রন্থে (৩/৮১/২) আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক্ব কুরাশী হতে, তিনি নু'মান ইবনু সা'দ হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেন: হাদীসটি গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি: অর্থাৎ এটি দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক, কারণ তিনি হচ্ছেন দুর্বল। ইমাম নাবাবী, যাইলা'ঈ বর্ণনা করেছেন যে, আলেমগণ তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

হাদীসটির প্রথম অংশের مجتمع الحور العين... এ অংশ ছাড়া জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর হাদীস হতে শাহেদ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেটি খুবই দুর্বল যেমনটি হাইসামী "উকূকুল অলেদাইন" গ্রন্থে (৮/১৪৯) ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আর মুনযেরী উভয় হাদীস দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন (৩/২২২, ৪/২৬৬, ২৬৮)। এর ভাষা এবং এ সম্পর্কে আলোচনা (৫৩২৯) নম্বর হাদীসের মধ্যে আসবে।

١٩٨٣. (سَيُعَزِّي النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنْ بَعْدِيْ، التَّعْزِيَةَ بِيْ).

১৯৮৩। আমার পরে অচিরেই লোকেরা তাদের পরস্পরের কাছে আমাকে নিয়ে শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু সা'দ (২/২৭৫), আবূ ইয়ালা (৪/১৮২৪) ও ত্ববারানী (৬/১৬৬/৫৭৫৭) মূসা ইবনু ইয়াকূব যাম'ঈ হতে, তিনি আবূ হাযেম ইবনু দীনার হতে, তিনি সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: লোকেরা বলত: এটা কি? অতঃপর রসূল (ﷺ)-এর আত্মা যখন কবয করা হলো তখন লোকেরা পরস্পরে মিলিত হয়ে পরস্পরকে রসূল (ﷺ)-এর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে।

আমি (আলবানী) বলছি: মূসা ইবনু ই'য়াকূব যাম'ঈ ছাড়া এ সনদের বর্ণনাকারীগণ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী, তারা সকলেই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তাকে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: নাসাঈ প্রমুখ বলেন: তিনি শক্তিশালী নন।

হাদীসটি সম্পর্কে হাইসামী (৯/৩৮) বলেন: হাদীসটিকে আবূ ই'য়ালা ও ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন আর তাদের দু'জনের বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ বর্ণনাকারী একমাত্র মূসা ইবনু ই'য়াকূব যাম'ঈ ছাড়া। তাকে একদল নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী মন্দ হেফযের অধিকারী।

١٩٨٤. (إِنَّمَا تُدْفَنُ الأَجْسَادُ حَيْثُ تُقْبَضُ الأَرْوَاحُ).

১৯৮৪। শরীরগুলো সেখানেই দাফন করা হবে যেখানে রূহগুলো কবয করা হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু সা'দ (২/২৯৩) ইব্‌রাহীম ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি উসমান ইবনু আফ্‌ফান (রাঃ)-এর দাস ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু বাহ্‌মা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমার নিকট পৌঁছেছে যে, রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু বাহ্‌মা মাজহূল। আর ইব্‌রাহীম ইবনু ইয়াযীদ হচ্ছেন খাওযী, তিনি মাতরূক।

সম্ভবত এ দুর্বল হাদীস হতে আমাদেরকে নিরাপদে রাখতে পারে উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের ব্যাপারে বর্ণিত রসূল (ﷺ)-এর বাণী:

“তোমরা নিহতদেরকে (শহীদদেরকে) তাদের নিহত হওয়ার স্থলেই দাফন কর।”

এ হাদীসটি সহীহ্, এর তাখরীজ করা হয়েছে “আহকামুল জানায়েয” গ্রন্থে (পৃ ১৪)।

١٩٨٥. (إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جِنَانِهِ وَزَوْجَاتِهِ وَنَعِيمِهِ وَ خَدَمِهِ وَسُرُرِهِ، مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ، وأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غَــدْوَةً وعَشِيَّةً، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ).

১৯৮৫। সর্বনিম্ন মর্যাদার জান্নাতীদের মধ্যে হবে সেই ব্যক্তি যে তার বাগিচাগুলো, তার স্ত্রীদের, তার নে‘য়ামাতরাজী, তার খাদেম ও তার খাটগুলোর দিকে দেখতে থাকবে এক হাজার বছর পথের দূরত্ব পর্যন্ত। আর তাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী মর্যাদার অধিকারী হবে সেই ব্যক্তি যে তাঁর (আল্লাহর) চেহারার দিকে সকাল ও সন্ধ্যা দৃষ্টি দিতে থাকবে। অতঃপর রসূল (ﷺ) পাঠ করলেন: “কতক মুখ সেদিন উজ্জ্বল হবে।”

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে তিরমিযী (৩/৩৩৪), হাকিম (২/৫০৯-৫০১), আহমাদ (২/১৩, ৬৪), আবূ ই‘য়ালা (৩/১৩৭১, ৪/১৩৭৬), আবূ আব্দুল্লাহ্ কাত্তান “হাদীসুহু আনিল হাসান ইবনু আরাফাহ্” গ্রন্থে (ক্বাফ ১৪৪/১-২), ইবনুল আ‘রাবী “আররুয়্যাহ্” গ্রন্থে (২৫৪/১), আবূ বাক্‌র ইবনু সালমান ফাকীহ্ “আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত” গ্রন্থে (২/১৬, ১/১৮) ও খাতীব “আলমুওয়ায্‌যিহ্” গ্রন্থে (২/৯) বিভিন্ন সূত্রে সুওয়াইর ইবনু আবূ ফাখেতাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

হাকিম বলেন: বিদ'আতীদের প্রতিবাদে ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীস। আর সুওয়াইর হতে বুখারী ও মুসলিম যদিও বর্ণনা করেননি, তবুও শী'য়া হওয়া ছাড়া তার কোন সমালোচনা করা হয়নি।

হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন: বরং তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

তিরমিযী বলেন: আব্দুল মালেক ইবনু আবজার হাদীসটিকে সুওয়াইর হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর ওবাইদুল্লাহ্ আশজা'ঈ হাদীসটিকে সুফইয়ান হতে, তিনি সুওয়াইর হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে তার কথা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি মারফূ' বানাননি।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটি ইমাম আহমাদের নিকট ইবনু আবজার সূত্রে সুওয়াইর হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। আর সুওয়াইর দুর্বল যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে। অতএব হাদীসটি মারফূ' এবং মওকূফ কোনভাবেই সহীহ্ নয়।

ইবনু আবিদ দুনিয়া মওকূফ হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর বাইহাক্বী "আলবা'স" গ্রন্থে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর তার ভাষায় কিছুটা বৃদ্ধি করেছেন যেমনটি "আত্তারগীব" গ্রন্থে (৪/২৪৯) এসেছে:

"তাদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে সর্বোত্তম হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর চেহারার দিকে প্রতিদিন দু'বার দৃষ্টি দিবে।"

١٩٨٦. (إِنَّ الْكَافِرَ لَيَجُرُّ لِسَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْسَخَيْنِ يَتَوَطَّأُهُ النَّاسُ).

১৯৮৬। কাফের ব্যক্তি কিয়ামাতের দিন তার দু'ফারসাখ (ছয় মাইল) দীর্ঘ যবানকে টানতে থাকবে লোকেরা যাকে পা দিয়ে দলিত করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে তিরমিযী (৩/৩৪১), আহমাদ (২/৯২), ইবনু আবিদ দুনিয়া "কিতাবুল আহওয়াল" গ্রন্থে (২/৮৬) ও খাতীব (১২/৩৬৩) আবুল আজলান মুহারেবী হতে, তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি: তিনি মারফূ' হিসেবে উল্লেখ করেন। তিরমিযী ছাড়া তারা সকলে বলেছেন: আবুল আজলান মুহারিবী হতে, তিনি (তিরমিযী) বলেন: আবুল মুখারিক্ব হতে। তিরমিযী বলেন: আমরা এটিকে এ সূত্র হতেই চিনি আর আবুল মুখারিক পরিচিত নন।

হাফিয যাহাবী বলেনঃ সঠিক হচ্ছে (তার পরিবর্তে) আবুল আজলান হতে, যাকে চেনা যায় না।

১৯৮৭ . (أَشْقَى النَّاسِ ثَلاَثَةٌ: عَاقِرُ نَاقَةِ ثَمُوْدَ، وَابْنُ آدَمَ الَّذِيْ قَتَلَ أَخَاهُ، مَا سُفِكَ عَلَى الأَرْضِ مِنْ دَمٍ إِلاَّ لَحِقَهُ مِنْهُ لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ).

১৯৮৭। লোকদের মধ্যে বদ নাসীব হচ্ছে তিনজন: সামূদের উটনীর পেট কর্তনকারী, আদম (ﷺ)এর সেই সন্তান যে তার ভাইকে হত্যা করেছিল, ফলে যমীনের মধ্যে যে রক্তই প্রবাহিত করা হবে তা থেকে (গুনাহের অংশ) তার নিকট পৌঁছবে। কারণ সে সর্বপ্রথম হত্যার প্রচলন ঘটিয়েছিল।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৪/৩০৭-৩০৮), অহেদী "আলঅসীত" গ্রন্থে (১/২০৯/১) ও ইবনু আসাকির (১৪/১৫৭/১) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক হতে, তিনি হাকীম ইবনু জুবায়ের হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু জুবায়ের হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্র (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি দুর্বল। ইবনু ইসহাক কর্তৃক আন্ আন্ করে বর্ণিত হওয়ার কারণে।

আর হাকীম ইবনু জুবায়ের দুর্বল যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন।

আর "আলফায়েয" গ্রন্থে এসেছেঃ হাইসামী প্রমুখ বলেনঃ এর মধ্যে ইবনু ইসহাক রয়েছেন তিনি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। আর হাকীম ইবনু জুবায়ের হচ্ছেন মাতরূক।

তৃতীয় ব্যক্তির কথা মূল হতে ছুটে গেছে, তিনি হচ্ছেন আলী (রাঃ)-কে হত্যাকারী। যেমনটি একটি হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে সেটিকেও ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তার (আলী (রাঃ)-এর) দিকে ইঙ্গিত করে বর্ণনাকৃত হাদীসটি সহীহ্। এ কারণে আমি সেটিকে অন্য কিতাবে তাখরীজ করেছি "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (১০৮৮)।

আলোচ্য হাদীসটির শেষ বাক্যটি অন্য হাদীসে নিম্নের ভাষায় বর্ণিত হয়েছেঃ

"যে আত্মাকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে আদম (ﷺ)এর প্রথম ছেলে তার রক্তের গুনাহের ভাগিদার হবে। কারণ সে সর্বপ্রথম হত্যার প্রচলন ঘটিয়েছিল।"

এটিকে ইমাম বুখারী, মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন এবং এটির তাখরীজ করা হয়েছে "আত্‌তা'লীকুর রাগীব" গ্রন্থে (১/৪৮)।

সতর্কবাণী: সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" এবং "আলকাবীর" গ্রন্থেও (১/১০২) হাদীসটিকে হাকিমের "আলমুস্তাদরাক" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত এ গ্রন্থে হাদীসটি আছে বলে অবগত হইনি।

١٩٨٨. (إِنَّ للهِ مَلاَئِكَةً تَرْعُدُ فَرَائِصُهُمْ مِنْ خِيْفَتِهِ، مَا مِنْهُمْ مَلَكٌ يَقْطُرُ دُمْعَهُ مِنْ عَيْنِهِ إِلاَّ وَقَعَتْ مَلَكًا قَائِمًا يُصَلِّيْ، وَإِنَّ مِنْهُمْ مَلاَئِكَةً سُجُوْدًا، مُنْذُ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، لَمْ يَرْفَعُوْا رُؤُوْسَهُمْ وَلاَ يَرْفَعُوْنَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ مِنْهُمْ رُكُوْعًا لَمْ يَرْفَعُوْا رُؤُوْسَهُمْ مُنْذُ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، فَلاَ يَرْفَعُوْنَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَإِذَا رَفَعُوْا رُؤُوْسَهُمْ، وَنَظَرُوْا إِلَى وَجْهِ اللهِ قَالُوْا: سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ كَمَا يَنْبَغِيْ لَكَ).

১৯৮৮। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের এমন সব ফেরেশতা রয়েছে যাদের হৃদপিণ্ড তাঁর ভয়ে প্রকম্পিত হতে থাকে। তাদের মধ্য হতে কোন এক ফেরেশতা তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরালেই তা এক ফেরেশতার উপর পতিত হয় যে দাঁড়িয়ে সলাত আদায়রত আছে। তাদের মধ্য হতে এমন সব ফেরেশতা রয়েছে আল্লাহ্ তা'য়ালা যখন থেকে আসমান এবং যমীনকে সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই তারা সাজদারত আছে। তারা তাদের মাথাগুলো উঠায়নি এবং তারা তা কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত উঠাবেও না। তাদের মধ্য হতে এমন সব ফেরেশতা রয়েছে যারা রুকূ' অবস্থায় রয়েছে, আল্লাহ্ তা'য়ালা যখন আসমান এবং যমীনকে সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই তারা তাদের মাথাগুলোকে উঠায়নি এবং তারা তাদের মাথাগুলো কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত উঠাবেও না। যখন তারা তাদের মাথাগুলো উঠাবে এবং তারা আল্লাহর চেহারার দিকে দৃষ্টি দিবে তখন তারা বলবে: তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তোমার জন্য যেরূপ উচিত ছিলো আমরা সেরূপ তোমার এবাদাত করতে পরিনি।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু নাস্‌র "আস্‌সলাত" গ্রন্থে (২/৪৬) আব্বাদ ইবনু মানসূর হতে, তিনি বলেন: আমি আদী ইবনু আরত্বাতকে মাদায়েনে মিম্বারে আমাদের সামনে খুৎবাহ্ দেয়া অবস্থায় শুনেছি তিনি বলেন: আমি রসূল (ﷺ)-এর সাথীগণের মধ্য থেকে একজন হতে শুনেছি আমার আর রসূল (ﷺ)-এর মাঝে তিনি ছাড়া আর কেউ ছিলেন না, তিনি রসূল (ﷺ) হতে আমাকে হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, তিনি বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল আব্বাদ ইবনু মানসূরের কারণে। হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী, তবে তিনি তাদলীস করতেন। তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

১৯৮৯. (لَيْسَ الْجِهَادُ أَن يَّضْرِبَ بِسَيْفِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، إِنَّمَا الْجِهَادُ مَنْ عَالَ وَالِدَيْهِ، وَعَالَ وَلَدَهُ، فَهُوَ فِي جِهَادٍ، وَمَنْ عَالَ نَفْسَهُ يَكُفُّهَا عَنِ النَّاسِ، فَهُوَ فِيْ جِهَادٍ).

১৯৮৯। আল্লাহর পথে নিজ তরবারী দ্বারা প্রহার করাটা জিহাদ নয়। বরং যে তার পিতা-মাতার দায়ভার গ্রহণ করেছে এবং তার সন্তানের দায়ভার গ্রহণ করেছে সে জিহাদের মধ্যে রয়েছে। আর যে নিজের ব্যয়ভার গ্রহণ করে নিজেকে লোকদের থেকে বাঁচিয়ে রাখে সে জিহাদের মধ্যে রয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলয়্যাহ্" গ্রন্থে (৬/৩০০-৩০১) ও তার থেকে ইবনু আসাকির (৭/১৪৪) মুহাম্মাদ ইবনু আলান হতে, তিনি আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ কুরাশী হতে, তিনি আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আম্মী হতে, তিনি আবূ রাওহ্ সা'ঈদ ইবনু দীনার হতে, তিনি রাবী' হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। রাবী' হচ্ছেন ইবনু সবীহ্। রাবী' ইবনু অবরাহ্ নন। যদিও কোন কোন বর্ণনাকারী সন্দেহ করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন রাবী' ইবনু অবরাহ্। যেমনটি আবূ নু'য়াইম বলেছেন। আর ইবনু সবীহ্ হচ্ছেন মন্দ হেফযের অধিকারী।

আর বর্ণনাকারী সা'ঈদ হচ্ছেন মাজহূল যেমনটি আবূ হাতিম, হাফিয যাহাবী প্রমুখ বলেছেন।

আর আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আম্মীকে আমি চিনি না।

আর আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ কুরাশী এবং মুহাম্মাদ ইবনু আলানের জীবনী খাতীব "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (৫/১২, ৩/১৪১) উল্লেখ করে তাদের দু'জন সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে শুধুমাত্র ইবনু আসাকিরের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন:

... লেখকের উচিত ছিল এটা উল্লেখ করা যে, হাদীসটি আবূ নু'য়াইম ও দাইলামী আনাস (রাঃ) হতে উক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি যে সম্পর্কে সুয়ূতীর সমালোচনা করেছেন এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন আর তা হচ্ছে এ হাদীসটির সনদের সমস্যা বর্ণনা করে তার দুর্বলতা প্রকাশ করা। আর তিনি "আত্তাইসীর" গ্রন্থে শুধুমাত্র বলেছেন: এর সনদটি দুর্বল।

١٩٩٠. (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَفْقَهُهُمْ فِيْ دِيْنِ الله، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْفِقْهِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا، فَإِنْ كَانُوْا فِي السِّنِّ سَوَاءً، فَأَصْبَحُهُمْ وَأَحْسَنُهُمْ وَجْهًا، فَإِنْ كَانُوْا فِي الصَّبَاحَةِ وَالْحُسْنِ – أَحْسَبُهُ قَالَ: سَوَاءً – فَأَكْبَرُهُمْ حَسَبًا).

১৯৯০। সম্প্রদায়ের (সলাতের) ইমামাত করবে তাদের মধ্যে যে বেশী ভালোভাবে কিতাবুল্লাহ্ পড়তে পারে। যদি ক্বিরাআতের ক্ষেত্রে উভয়ে সমান হয় তাহলে তাদের মধ্যে যে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে বেশী ফাকীহ্ সে (ইমামাত করবে)। যদি ফিকহের ক্ষেত্রে সমান হয় তাহলে তাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে (ইমামাত করবে)। যদি বয়সের ক্ষেত্রে সমান হয় তাহলে তাদের মধ্যে যার চেহারা বেশী উজ্জল এবং বেশী সুন্দর সে (ইমামাত করবে)। যদি উজ্জলতা আর সৌন্দর্যের দিক দিয়ে (আমার ধারণা তিনি বলেন:) সমান হয় তাহলে তাদের মধ্যে যে মর্যাদায় বড় সে (ইমামাত করবে)।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে আবূ বাক্র কালাবাযী **"মিফতাহুল মা'য়ানী"** গ্রন্থে (৩২৪-৩২৫) বাগান্দী সূত্রে হাফ্স ইবনু উমার উবুল্লী হতে, তিনি আবুল মিকদাম হতে ও ইবনু আবী যিইব হতে, তারা **দু'জন যুহ্রী** হতে, তিনি উরওয়াহ্ ইবনুয যুবায়ের হতে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ও **আবূ** হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ **সনদটি খুবই দুর্বল**। কারণ হাফ্স ইবনু উমার উবুল্লীকে আবূ হাতেম প্রমুখ **মিথ্যুক আখ্যা** দিয়েছেন। আর আবুল মিকদাম মাতরূক। কিন্তু তিনি ইবনু **আবী যিইবের** সাথে মিলিত হয়ে বর্ণনা করেছেন। অতএব সমস্যা উবুল্লী **হতেই**।

হাদীসটি এ বর্ধিত অংশ দ্বারা **মুনকার** (فأصبحهم ...) । ইমাম মুসলিম (২/১৩৩) প্রমুখ আবূ মাসঊদ **বাদরীর হাদীস** হতে বর্ধিত অংশ ছাড়া অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। **এটিকে "সহীহ্ আবী** দাউদ" গ্রন্থে (৫৯৪) এবং "ইরওয়াউল গালীল" গ্রন্থে (৪৯৪) **তাখরীজ করেছি**।

হাঁ, এ বর্ধিত অংশ বিভিন্ন সূত্রে **আয়েশা** (রাযিয়াল্লাহু আনহা) **প্রমুখ** হতে বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলোকে সুয়ূতী **"আললাআলী" গ্রন্থে** (২/১২) ও ইবনু ইরাক (২/১০৩) উল্লেখ করেছেন। **কিন্তু সেগুলোর** সবগুলোই ত্রুটিযুক্ত। সেগুলোতে (فأكبر هم حسبا....) এ **অংশও নাই**।

١٩٩١. (قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: " **ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ** "، قَالَ: لَمَّا قَالَهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا يُوسُفُ! اذْكُرْ هَمَّكَ، قَالَ: " **وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي**).

১৯৯১। তিনি এ আয়াত পাঠ করেন "আমার উদ্দেশ্য এই যে, সে (অর্থাৎ আযীয) যেন জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি"। তিনি বলেন: যখন ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) সেটি বলেন (পাঠ করেন), তখন জিবরীল (আলাইহিস সালাম) তাকে বললেন: হে ইউসুফ! তুমি তোমার উদ্বেগের কথা বল। তখন তিনি বলেন: "আমি নিজেকে দোষমুক্ত মনে করি না।"

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে হাকিম তার "তারীখ" গ্রন্থে, ইবনু মারদুবিয়্যাহ্, দাইলামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে (২/৮১/১) তার সনদে মুয়াম্মিল ইবনু ইসমা‘ঈল হতে, তিনি হাম্মাদ ইবনু সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ এ মুয়াম্মিল। হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে তার সম্পর্কে বলেন: তিনি সত্যবাদী তবে ত্রুটিপূর্ণ হেফযের অধিকারী।

হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ইমামগণের মতামত নকল করে তার একটি মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন। আমার বিশ্বাস এ হাদীসটি তার মুনকারগুলোরই একটি। কারণ তিনি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও হাদীসটিকে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বিরোধিতা করেছেন। এটিকে আফ্‌ফান ইবুন মুসলিম ও যায়েদ ইবনু হুবাব বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ হতে, তিনি সাবেত হতে, তিনি হাসান হতে। তিনি হাদীসটিকে মওকূফ মাকতূ‘ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর হাসান হচ্ছেন বাসরী।

এটিকে ইবনু জারীর ত্ববারী তার "তাফসীর" গ্রন্থে (৬/১৪৫) বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি সা‘ঈদ ইবনু জুবায়ের (রাহিমাহুল্লাহ) এবং আবূ হুযাইল (রাহিমাহুল্লাহ) হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আর এটিই হচ্ছে সঠিক। অর্থাৎ মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করাই হচ্ছে সঠিক আর মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করাটা হচ্ছে বাতিল। কারণ কুরআনের মধ্যে উল্লেখ করা ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা বিরোধী। বাদশার উদ্ধৃতিতে আল্লাহ্ তা‘য়ালা উল্লেখ করেছেন যে,

﴿قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٥١) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ (٥٢) وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٥٣) يوسف.

"রাজা মহিলাদের জিজ্ঞেস করল– 'তোমরা যখন ইউসুফকে ভুলাতে চেষ্টা করেছিলে তখন তোমাদের কী হয়েছিল?' তারা বলল, 'আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন! আমরা তার মাঝে কোন দোষ দেখতে পাইনি।' আযীযের স্ত্রী বলল, 'এখন

সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, আমিই তাকে ভুলাতে চেষ্টা করেছিলাম, নিশ্চয়ই সে ছিল সত্যবাদী।' (৫১) ইউসুফ বলল, 'আমার উদ্দেশ্য এই যে, সে (অর্থাৎ আযীয) যেন জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি আর আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের কৌশলকে অবশ্যই সফল হতে দেন না।' (৫২) সে বলল, 'আমি নিজেকে দোষমুক্ত মনে করি না, নফস্ তো মন্দ কাজে প্ররোচিত করতেই থাকে, আমার প্রতিপালক যার প্রতি দয়া করেন সে ছাড়া। আমার প্রতিপালক বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।" (৫৩) সূরা ইউসুফ.

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي এ বাক্যটি হচ্ছে আযীযের স্ত্রীর। আর এটিকে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ অগ্রাধিকার দিয়েছেন আর ইবনু কাসীর তার অনুসরণ করেছেন।

١٩٩٢. (إنَّ مَرْيَمَ سَأَلَتِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَن يُطْعِمَهَا لَحْمًا لَيْسَ فِيهِ دَمٌ، فَأَطْعَمَهَا الْجَرَادَ).

১৯৯২। মারইয়াম আল্লাহ্‌র নিকট চেয়েছিলেন যে, তাকে যেন এমন গোশ্ত খাওয়ানো হয় যার মধ্যে রক্ত নেই। তখন তাকে জারাদ খাওয়ানো হয়েছিল।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ওকাইলী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (৪৩৫), তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/৯৮), যিয়া "আলমুন্তাকা মিন মাসমূ'য়াতিহি বি-মারু" গ্রন্থে (২/৮৯) ও ইবনু আসাকির (১৯/২৬৭/২) হাফ্স ইবনু উমার আবূ উমার মাযেনী হতে, তিনি নায্র ইবনু আসেম আবূ আব্বাদ হুজাইমী হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন: তাকে জারাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল? তখন তিনি উত্তরে বলেন: ...।

ওকাইলী বলেন: নায্র ইবনু আসেমের মুতাবা'য়াত করা হয়নি আর হাদীসটি একমাত্র তার মাধ্যমেই চেনা যায়।

আযদী বলেন: তিনি মাতরূকুল হাদীস।

হাফিয যাহাবী বলেন: তার আরেকটি সনদ রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি আবুল ফায্ল ইবনু আসাকির সূত্রে আবূ উতবাহ্ হিমসী হতে, তিনি বাকিয়্যাহ্ ইবনুল অলীদ হতে, তিনি নুমায়ের

ইবনু ইয়াযীদ কাইনী হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ উমামাহ্ বাহেলী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন: ... তিনি মারফূ' হিসেবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আর বৃদ্ধি করে বলেছেন:

তিনি (মারইয়াম) বলেন: হে আল্লাহ্! তুমি তাকে -জারাদকে- (মায়ের) দুধ ছাড়া জীবন ধারণ করার তাওফীক দান কর, আর তার সন্তানদের শব্দ ছাড়া অনুসরণ কর। হাফিয যাহাবী বলেন, আমি বললাম: হে আবুল ফায্ল (অর্থাৎ তার শাইখ ইবনু আসাকির) শিইয়া' কি? তিনি বললেন: শব্দ। হাফিয যাহাবী বলেন:

এ সনদটির ভাষার মধ্যে বক্রতা থাকা সত্ত্বেও এটি বেশী পরিষ্কার প্রথমটির চেয়ে। এ ব্যাপারে আমাকে সন্দেহে ফেলেছে এ দু'য়াটি। আর তিনি ঘটে যাওয়া ব্যাপারে দু'য়া করবেন তা হতে পারে না। কারণ জারাদ দুগ্ধ পানও করে আবার শব্দও করে না।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন: এ প্রশ্ন কঠিন নয়। কারণ হতে পারে পূর্বে জারাদ ছিল না।

আমি (আলবানী) বলছি: প্রথম সূত্রের হাফ্স ইবনু উমার মাযেনীকে আমি চিনি না। আর দ্বিতীয় সূত্রের আবূ উতবাহ্ হিমসীর নাম হচ্ছে আহমাদ ইবনু ফারাজ, তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন:

তাকে মুহাম্মাদ ইবনু আউফ ত্বাঈ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু আদী বলেন: তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না ...। ইবনু আবী হাতেম বলেন: তার অবস্থান সত্যবাদী হিসেবে।

আর নুমায়ের ইবনু ইয়াযীদ কাইনী সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন:

আযদী বলেন: তিনি কিছুই না। আমি (যাহাবী) বলছি: তিনি উতবাহ্ হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি নায্র ইবনু আসেমের মত। আমি জানি না, হাফিয যাহাবীর এরূপ কথার ব্যাখ্যা কি যে, প্রথমটির সনদের চেয়ে এটি বেশী পরিষ্কার!

দ্বিতীয় সূত্রটিকে ইবনু কুতাইবাহ্ "গারীবুল হাদীস" গ্রন্থে (১/১০৩/২) আম্র ইবনু উসমান সূত্রে বাকিয়্যাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

আর আম্র হচ্ছেন সত্যবাদী। আর 'ঈসা ইবনুল মুনযির তার মুতাবা'য়াত করেছেন হারবীর নিকট তার "আলগারীব" গ্রন্থে (৫/১০৬/১-

২)। অতএব হাদীসটি আবূ উতবার সমস্যা হতে মুক্ত। ফলে সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বাকিয়্যাহ্ অথবা তার শাইখ নুমায়ের রয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহই বেশী জানেন।

১৯৯৩. (لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تُغَسِّلُ حَمْزَةَ).

১৯৯৩। আমি ফেরেশতাদেরকে হামযাকে গোসল করাতে দেখেছি।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু সা'দ "আত্ত্বাকাত" গ্রন্থে (৩/১৬), মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ্ আনসারী হতে, তিনি আশ'য়াস হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: হাসানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: শাহীদদেরকে কি গোসল করানো হয়? তিনি বলেন: হাঁ। তিনি আরো বলেন: রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি সহীহ্ তবে মুরসাল। আশ'য়াস ছাড়া বর্ণনাকারীগণ সকলে নির্ভরযোগ্য, ইমাম বুখারীর বর্ণনাকারী। তিনি হচ্ছেন ইবনু আব্দুল মালেক হুমরানী, তিনি নির্ভরযোগ্য তবে হাদীসটি মুরসাল। হাসান হচ্ছেন বাসরী আর তার মুরসালগুলো শক্তিশালী। কারণ তার মুরসাল দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যেমনটি দেখছেন। এটি তার নিকট নিঃসন্দেহে সহীহ্। কিন্তু তা আমাদের মাঝে হাদীসটি সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস জন্মায় না। হাদীস শাস্ত্রের নীতির কারণে- তার এবং রসূল (ﷺ)-এর মাঝের ব্যক্তি অজ্ঞাত হওয়ায়। এছাড়াও হাসান বাসরী দুর্বলদের থেকে বর্ণনা করা এবং তাদের থেকে তাদলীস করার ব্যাপারে পরিচিত। তিনি একবার আলী ইবনু যায়েদ ইবনু জাদ'য়ান হতে বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি যখন পুনরায় হাদীসটি বর্ণনা করেন তখন তিনি স্মরণ রাখতে পারেননি যে, তিনি হাদীসটি ইবনু জাদ'য়ান হতে গ্রহণ করেছেন!

এ কারণেই দারাকুতনী বলেন: তার মুরসালগুলোর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

হাঁ, হাদীসটিকে মুসনাদ হিসেবে মু'য়াল্লা ইবনু আব্দুর রহমান অসেতী বর্ণনা করেছেন আব্দুল হামীদ ইবনু জা'ফার হতে, তিনি মুমাম্মাদ ইবনু কা'ব কুরাযী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে, তিনি বলেন:

রসূল (ﷺ)-এর চাচা হামযাহ্ ইবনু আব্দুল মুত্তালিবকে জুনবী অবস্থায় হত্যা করা হয়েছিল। তখন রসূল (ﷺ) বলেন: তাকে ফেরেশতারা গোসল করিয়েছেন।

এটিকে হাকিম (৩/১৯৫) বর্ণনা করে বলেছেন: সনদটি সহীহ্।

আমি (আলবানী) বলছি: কিন্তু হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন: মু'য়াল্লা হালেক (ধ্বংসপ্রাপ্ত)।

তিনি তাকে "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন: দারাকুতনী বলেন: তিনি বড়ই মিথ্যুক।

١٩٩٤. (مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِيْ إِلاَّ ضُعْفَ الْيَقِيْنِ).

১৯৯৪। আমি আমার উম্মাতের ব্যাপারে দুর্বল ইয়াকীন ছাড়া অন্য কিছুর ব্যাপারে ভয় করি না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু নাস্‌র "আস্‌সলাত" গ্রন্থে (১/১৭২), বুখারী "আত্‌তারীখ" গ্রন্থে (৩/১/২৬৪), ইবনু আবিদ দুনিয়া "আলইয়াকীন" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/২), কালাবাযী "মিফতাহুল মা'য়ানী" গ্রন্থে (১/২৩৪) ও ইবনু আসাকির (১৪/৩৭৫/১) সা'ঈদ ইবনু আবূ আইউব সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনু বুযুর্‌জ্‌ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বলতে শুনেছেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: আব্দুর রহমান ইবনু বুযুর্‌জ্‌ ছাড়া এ সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তাকে ইবনু আবী হাতেম (২/২/২১৬) এ সা'ঈদ এবং ইবনু লাহী'য়ার বর্ণনায় উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি। ইমাম বুখারীও তাই করেছেন।

আর ইবনু হিব্বান তাকে "আস্‌সিকাত" গ্রন্থে (৫/৯৫) উল্লেখ করেছেন।

١٩٩٥. (اِتَّقُوا مَحَاشَّ النِّسَاءِ).

১৯৯৫। তোমরা নারীদের সংস্পর্শ হতে বেঁচে থাক।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে দাইলামী (১/১/৪৫) আব্দুর রহমান ইবনু ইব্‌রাহীম হতে, তিনি ইবনু আবী ফুদায়েক হতে, তিনি আলী ইবনু আবূ আলী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার এর জন্য সাদা স্থান ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ এর সনদটি দুর্বল। আর এ আলী হচ্ছেন লাহ্‌বী মাদানী। তার সম্পর্কে আহমাদ বলেন: তার কতিপয় মুনকার রয়েছে। আবূ হাতিম ও নাসাঈ বলেন: তিনি মাতরূক। ইবনু মা'ঈন বলেন: তিনি কিছুই না।

"আলমীযান" গ্রন্থে এরূপই এসেছে। তিনি তার কতিপয় মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন এটি সেগুলোর একটি।

١٩٩٦. (أَثْبَتُكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ أَشَدُّ حُبًّا لأَهْلِ بَيْتِي وَأَصْحَابِي).

১৯৯৬। তোমাদের মধ্যে পুলসিরাতের উপর বেশী স্থিতিশিলতা অর্জন করবে সেই ব্যক্তি যে আমার আহলেবাইত এবং আমার সাথীগণকে বেশী ভালোবাসবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে দাইলামী (১/১/৮৪) আবূ নু'য়াইম সূত্রে হুসাইন ইবনু আলান হতে, তিনি আহমাদ ইবনু হাম্মাদ ইবনু সুফইয়ান হতে, তিনি হুসাইন ইবনু হুমরান হতে, তিনি কাসেম ইবনু বাহ্‌রাম হতে, তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। কাসেম ইবনু বাহ্‌রাম সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: ইবনুল মুনকাদির হতে বর্ণিত তার আজব আজব বিষয় রয়েছে। ইবনু হিব্বান প্রমুখ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আর হুসাইন ইবনু হুমরান এবং তার নিচের বর্ণনাকারীদেরকে আমি চিনি না। তবে মানাবী "আলফায়েয" গ্রন্থে বলেন:

এটি দুর্বল। এর কারণ এর মধ্যে হুসাইন ইবনু আলান রয়েছেন। হাফিয ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে তার মূলের উদ্ধৃতিতে বলেন যেমন ইবনুল জাওযী: তিনি আহমাদ ইবনু হাম্মাদের উদ্ধৃতিতে একটি হাদীস জাল করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: "আললিসান" গ্রন্থে এটি আমি পাচ্ছি না। "আলমীযান" গ্রন্থেও পাচ্ছি না, ইবনুল জাওযীর "আলমাওযূ'য়াত" গ্রন্থেও পাচ্ছি না। আল্লাহই বেশী জানেন। অতঃপর আমি উক্ত কথা হাসান ইবনু আলানের ব্যাপারে "আললিসান" গ্রন্থে (২/২২১) পেয়েছি।

মানাবীর আজব ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তিনি ইবনু আলানকে জাল করার দোষে দোষী এ বিষয়টি নকল করার পরেও তিনি শুধুমাত্র হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন যেমনটি দেখছেন। অনুরূপভাবে তিনি তার "আত্তাইসীর" গ্রন্থেও একই কারবার করেছেন।

হাদীসটির জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে আরেকটি সূত্র রয়েছে। যার মধ্যে ইবনু আদীর নিকট অপবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি (৬/২৩০৩) হচ্ছেন ইবনুল আশ'য়াস। যার সম্পর্কে (১৭৯৫) নম্বর হাদীসের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু মানাবী এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি।

١٩٩٧. (اِثْنَانِ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: قَاطِعُ الرَّحِمِ، وَجَارُ السُّوْءِ).

১৯৯৭। দু'ব্যক্তির দিকে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকাবেন না। রেহেমের (রক্তের) সম্পর্ক ছিন্নকারী আর মন্দ প্রতিবেশী।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে দাইলামী (১/১/৮৫) আহমাদ ইবনু দাউদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু মাহ্দী বাসরী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবান হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। আবান হচ্ছেন ইবনু আবী আইয়্যাশ, শু'বা তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়ে বলেছেন:

ব্যক্তি কর্তৃক যেনা করা বেশী ভালো আবান হতে বর্ণনা করার চেয়ে।

ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি আনাস (রাঃ) হতে এক হাজার পাঁচশতটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেগুলোর বড় অংশের এমন ভিত্তি নেই যার দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায়।

আর মুহাম্মাদ ইবনু মাহদীকে আমি চিনি না।

আর তার পিতা মাহদী হচ্ছেন ইবনু হিলাল বাসরী। তাকে ইয়াহইয়াহ্ ইবনু সা'ঈদ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আর ইবনু মা'ঈন বলেছেন: তিনি হাদীস জালকারী।

আর আহমাদ ইবনু দাউদ যদি ইবনু আব্দুল গাফ্ফার হার্রানী মিসরী হন অথবা আব্দুর রায্যাকের বোনের ভাই হন তাহলে তারা উভয়েই মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

প্রথমজনকে দারাকুতনী প্রমুখ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আর হাফিয যাহাবী তার কতিপয় মিথ্যা হাদীস উল্লেখ করেছেন।

আর দ্বিতীয়জন সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন: তিনি লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যুক ছিলেন।

১৯৯৮. (أَحَبُّكُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَقَلُّكُمْ طُعْمًا، وَأَخَفُّكُمْ بَدَنًا).

১৯৯৮। তোমাদের মধ্য থেকে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ভালোবাসার পাত্র হচ্ছে সেই তোমাদের যে কম ভক্ষণ করে এবং তোমাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা হালকা শরীরের অধিকারী।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে দাইলামী (১/১/৮৬) হাফ্স ইবনু উমার ফাকীহ্ আয্যাহেদ হতে, তিনি আবূ বাক্র ইবনু আইয়্যাশ হতে, তিনি আব্বাদ হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আব্বাদ হচ্ছেন ইবনু মানসূর নাজী, তিনি দুর্বল এবং মুদাল্লিস।

আর হাফ্স ইবনু উমার ফাকীহ্ আয্যাহেদকে আমি চিনি না।

মানাবী হাদীসটিকে আবূ বাক্র ইবনু আইয়্যাশ দ্বারা দুর্বল আখ্যা দিয়ে এক অশুদ্ধ দূরবর্তী কথা বলেছেন। অথচ ইমাম বুখারী তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। তিনি (মানাবী) বলেন: এ কারণেই মুসান্নিফ হাদীসটি দুর্বল হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন।

এটি ডবল ভুল। কারণ যার দ্বারা ইমাম বুখারী দলীল গ্রহণ করেছেন তার দ্বারা হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করা যায় না। আর দ্বিতীয় ভুলটি এই যে, তিনি তার "আত্তাইসীর" গ্রন্থে হাকিমের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যা থেকে সন্দেহ হতে পারে যে, তিনি এটিকে তার "আলমুসতাদরাক" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অথচ এটি রয়েছে তার "তারীখ" গ্রন্থে।

১৯৯৯. (احْذَرُوْا الشُّهْرَتَيْنِ: الصُّوْفَ وَالْحُمْرَةَ).

১৯৯৯। তোমরা দু'টি খ্যাতিসম্পন্ন বস্তু হতে বেঁচে থাক: পশম আর লাল রং।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে দাইলামী (১/১/২১) মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন সুলামী হতে, তিনি হুসাইন ইবনু আহমাদ সফ্ফার হতে, তিনি আহমাদ ইবনু 'ঈসা অশা হতে, তিনি রাবী' ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি আসাদ ইবনু মূসা হতে, তিনি

সুফইয়ান হতে, তিনি মা'মার হতে, তিনি যুহ্রী হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার সাদা জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। আহমাদ ইবনু ঈসা অশাকে আমি চিনি না। হতে পারে তিনি তাসতুরী মিসরী হাফিয। তিনি সেরূপই যেরূপ হাফিয যাহাবী বলেছেন: তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী হওয়া সত্ত্বেও। কিন্তু তার থেকে বর্ণনাকারী হুসাইন ইবনু আহমাদ সফ্ফার সম্পর্কে হাকিম বলেন:

তিনি মিথ্যুক, তাকে নিয়ে ব্যস্ত হওয়া যায় না।

আর মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন সুলামী হচ্ছেন আবূ আব্দুর রহমান সূফী। হাফিয যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন:

মুহাদ্দিসগণ তার সমালোচনা করেছেন। তিনি ভালো নন। অন্তরের মধ্যে কিন্তু সৃষ্টি করে যখন তিনি এককভাবে কিছু বর্ণনা করেন।

খাতীব বলেন: আমাকে মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ কাত্তান বলেন: তিনি সুফীদের জন্য হাদীস জাল করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আমি আশঙ্কা করছি যে, এটি তারই জাল করা হাদীস যদি তার শাইখ এ কর্ম হতে নিরাপদ হয়।

আমি (আলবানী) বলছি: এ হাদীসের সনদে এতো সব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সুয়ূতী হাদীসটিকে "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে এবং "আলজামে'উল কাবীর" গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন ... আর তিনি বলেছেন যে, দুর্বল আখ্যা দেয়া হয়েছে।

আর মানাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন: এর সনদে আহমাদ ইবনুল হুসাইন সফ্ফার রয়েছেন, তারা (মুহাদ্দিসগণ) তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। এরূপই উল্টা করে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সঠিক হচ্ছে হুসাইন ইবনু আহমাদ সফ্ফার।

২০০০. (مَا امْعَرَّ حَاجٌّ قَطُّ).

২০০০। হাজী কখনও মুজা পরবে না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে (১/১১০/২) শারীক হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু যায়েদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন:

এটিকে ইবনুল মুনকাদির হতে মুহাম্মাদ ইবনু যায়েদ ছাড়া কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: মুহাম্মাদ ইবনু যায়েদ ইবনুল মুহাজির ইবনু কুনফুয হচ্ছেন নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তার থেকে বর্ণনাকারী শারীক হচ্ছেন ইবনু আব্দুল্লাহ্ কাযী তিনি দুর্বল তার মন্দ হেফযের কারণে। এ কারণে ইমাম মুসলিম মুতাবা'য়াত থাকা অবস্থায় তার থেকে বর্ণনা করেছেন। এ কারণে কেউ যেন ধোঁকায় না পড়ে সেই ব্যক্তির কথার দ্বার যিনি বলেছেন যে, এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ বর্ণনাকারী। যেমন করেছেন মুনযেরী (২/১১৪), হাইসামী (৩/২০৮) আর তাদের দু'জনের অন্ধ অনুসরণ করেছেন মানাবী এবং গুমারী। কারণ তিনি হাদীসটিকে তার "কান্‌য" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

তবে মুহাম্মাদ ইবনু যায়েদ হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেননি। ইবনু আসাকির হাদীসটিকে (৫/৩২৭/২) মুহাম্মাদ ইবনু খালেদ ইবনু আসমাহ্ সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন।

আর আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিরের জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না। হাফিয ইবনু হাজার বর্ণনাকারীদের মধ্যে তার পিতা হতে কথাটি উল্লেখ করেননি। তিনি শুধুমাত্র তার দু'ছেলে ইউসুফ ও মুনকাদিরের কথা উল্লেখ করেছেন।

আর সূত্রে তার নিকট পর্যন্ত একদল রয়েছেন যাদেরকে চেনা যায় না।

আর আলী ইবনু আহমাদ যুহায়ের তামীমী সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তার উপর নির্ভর করা যায় না।

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة

وأثرها السيئ في الأمة

المجلد الرابع

تأليف : محمد ناصر الدين الألباني رح

ترجمة : أبو شفاء محمد أكمل حسين

ISBN No : 978-984-8766-16-4